তুলনামূলক

মেটেরিয়া মেডিকা

(থেরাপিওটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশক

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী

৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

১৩৩৩

জ্যাবোরেণ্ডি (Jaborandi) ।

পরিচয় :—পাইলোকার্পাস-মাইক্রোফাইলাস।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটী স্থূলমাত্রায় প্রয়োগে গলদেশ ও মুখমণ্ডলের গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়, ফলে কয়েক মিনিট মধ্যেই রোগীর প্রচুর ঘর্ম্ম, মুখ হইতে প্রচুর লালাস্রাব, চক্ষু হইতে প্রচুর অশ্রুস্রাব এবং নাক ও গলা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব হইতে থাকে।

হোমিওপ্যাথিক মতে এই ঔষধটী **অতিরিক্ত ঘাম, ক্ষয়রোগের নৈশ-ঘর্ম্ম** লক্ষণে বিশেষ সফলতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

কর্ণমূলগ্রন্থি-প্রদাহ (মাম্পস) ও চক্ষুর কাঠিন্য, চক্ষু ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে বোধ লক্ষণে ইহা দ্বারা সুন্দর কাজ পাওয়া যায়।

শক্তি :—নিম্ন, উচ্চ উভয়বিধ শক্তিই ব্যবহৃত হয়।

টক্সিকোফিস (Toxicophis) ।

পরিচয় :—মকাসিন জাতীয় সর্প।

ব্যবহারস্থল :—এই জাতীয় সর্পের দংশনের পর ব্যথা ও জ্বর হয়। কখন কখন প্রথম লক্ষণগুলি স্থান পরিবর্ত্তন করে ও নূতন লক্ষণ নিয়া আবির্ভূত হয়। শরীরে অস্বাভাবিক গুরুতা বোধ করে। শোথ ও স্নায়ুশূল রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

শক্তি :—৩০ শক্তি অধিক ব্যবহৃত হয়।

টঙ্গো (Tongo) ।

পরিচয় :—অন্য নাম টঙ্কা, ডিপটিরিক্স-অডোরেটা।

ব্যবহারস্থল :—ইহা স্নায়ুশূল ও **হুপিং-কাসির** একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আধ-কপালে মাথাধরা এবং **মুখের স্নায়ুশূলে** ইহার ক্রিয়া চমৎকার। যে দিকের কপাল ব্যথান্বিত হয়, সেই দিকের চক্ষু হইতে অত্যধিক অশ্রুস্রাব ইহার বিশিষ্টতা (ইগ্নে, স্পাইজি, আইরিস)। নাসিকার সর্দ্দিতে যদি নাসিকা বন্ধ হইয়া যায় এবং রোগী হাঁ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, তাহাতেও এই ঔষধ কার্য্যকরী (স্যাম্বুকাস, নাক্স, ষ্টিক্টা)।

প্রদর রোগে ইহা কার্য্যকরী। চলাফেরা করিবার সময় প্রদরস্রাবের আধিক্য হয় (টিলিয়া) এবং মলত্যাগকালে বেগ দিলে শ্লেষ্মাস্রাব (ভাইবা, গ্রাফা, ম্যাগ-মিউর) হইতে থাকে।

ইহার সকল যন্ত্রণা বসিয়া থাকিলে বেশী হয়। জানু-নিম্নস্থ অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনায়ও ইহা র্য্যকরী।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬ শক্তি।

টরুলা (Torula)।

অন্যনাম :—ইষ্টে-প্লেণ্ট।

ব্যবহারস্থল :—সর্দ্দি, শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, উদ্গার, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ব্রণ, ফোড়া প্রভৃতি উপসর্গে ইহার নিম্ন বা উচ্চ সকল শক্তিই সফলতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

টাইনোস্পোরা-কর্ডি (Tinospora Cordi)।

পুরাতন জ্বরে যকৃত ও প্লীহার বিবৃদ্ধি লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী।

শক্তি :—মূল আরক ও নিম্নশক্তি।

টার্ণারা-অ্যাফ্রোডিসিয়াকা বা ড্যামিয়ানা।

(Turnera Aphrodisiaca).

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ড্যামিয়ানা।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বাধক, ঋতুবন্ধ, শ্বেতপ্রদর, ধ্বজভঙ্গ, ক্লান্তি, ... মাথাধরা, মূত্র বেগ ধারণে অক্ষমতা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপযোগী।

ডাঃ হেল বলেন, এই ঔষধটী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজক। অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবাজনিত রোগে, স্বপ্নদোষ বা অসাড়ে শুক্রপাত কিম্বা মত্রথলি-মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে অসাড়ে লালার ন্যায় স্রাব প্রভৃতিতে ইহা উপযোগী। স্ত্রীলোকদিগের রজোরোধ, বাধক এবং প্রদর প্রভৃতি রোগের জন্য জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতায়ও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

বৃদ্ধদিগের মূত্রবেগ ধারণশক্তির অভাব এবং দিবা রাত্রি ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হইলেও ইহা প্রয়োগ করা চলে। আছাড় খাইবার ফলে মেরুদণ্ডে আঘাতেও ইহা ব্যবহার্য্য।

মাথার উপর দিকের অত্যধিক যন্ত্রণা ক্র শূলেও ইহা দ্বারা উপকার হয়।

সম্বন্ধ :—টার্ণারা—আঘাত ও ক্লান্তিতে—আর্ণিকা তুল্য। ধ্বজভঙ্গ এবং অসাড়ে শুক্রক্ষয় রোগে—বেলিস, সেবাল-সেরু ও কাষ্ট তুল্য। শিরার্দ্ধশূলে—এপিফেগাস সমতুল্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ১০-৩০ ফোঁটা।

টারপিন-হাইড্রেট (Terpin Hydrate)।

হুপিং-কাসি, মন্দ জ্বর, পুরাতন সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণে ইহার নিম্নশক্তি কার্য্যকরী।

টিউক্রিয়াম মেরাম-ভেরাম (Teucrium Marum Verum)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম—ক্যাট থাইম।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের ক্রিয়া নাসিকা ও মলদ্বারের উপর সমধিক। কৃমি-ধাতু-বিশিষ্ট শিশু ও বৃদ্ধদিগের পীড়ায় বিশেষতঃ কৃমির জন্য মলদ্বারে চুলকানি, হিক্কা, নাকের সর্দি ও পলিপাস, আমবাত, মূত্রনলীর পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

টিউক্রিয়াম দ্বারা নাসিকার ভিতরের এবং যোনিদেশের ঝিল্লীময় অর্ব্বুদ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। নাসিকার ভিতরে পলিপাস জন্য রোগী বারংবার হাঁচি দিতে থাকে, ঘ্রাণশক্তি লোপ পায়, নাসিকা হইতে জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং ভয়ানক চুলকায়। নাকের পিনস বা পুতিনাসারোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। সন্ধ্যাবেলা পড়িবার সময় নাসিকা বন্ধ হইয়া যায়।

মন :—টিউক্রিয়াম রোগী কথা বলে খুব বেশী এবং কিছুতেই গান গাহিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারে না (সাইকি, ক্রোক, প্ল্যাটি)। মানসিক ও দৈহিক আলস্য বোধ করে। আহারের পর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পড়ে।

উদরাময় :—উদরাময় রোগে শিশু অত্যন্ত ক্রন্দন করে এবং শীর্ণ হইতে থাকে। মলদ্বারে এত চুলকানি হয় এবং কৃমিগুলি এত সুড়সুড়ানি উৎপাদন করিতে থাকে যে শিশু কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না, অনবরত ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, যদি বা ঘুমায় ঘুমের ভিতর খুব হাত-পা ছোড়ে। হঠাৎ ঘুমের ভিতর ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে ও চীৎকার করিতে থাকে। স্তন পান করিবার পর শিশুর হিক্কা হয় ও শূন্য উদ্গার তুলিতে থাকে। রোগীর ক্ষুধা অস্বাভাবিক।

কৃমি : ইহা **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি রোগের** একটী চমৎকার ঔষধ। এই ক্ষুদ্র কৃমিগুলি সাধারণতঃ কোন ঔষধেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে না। থকথকে মলের সহিত গুচ্ছ গুচ্ছ সূত্রকৃমি নির্গত হইতে থাকিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

টিউক্রিয়াম অর্ব্বুদ ও নাসিকা বা জরায়ুর পলিপাস রোগে বিশেষ উপযোগী (স্যাঙ্গুইনেরিয়া, ক্যাল্কেরিয়া)।

পলিপাস :—স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর ভিতর অর্ব্বুদরোগেও ইহা ফলপ্রদ। ইহার অর্ব্বুদগুলি আকারে এত বড় যে জরায়ুর ভিতর হইতে সতীচ্ছেদের বাহিরে আসিয়া পৌঁছায়।

বাত :—টিউক্রিয়াম রোগীর ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখ, চামড়া ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া যাইবার ফলে ক্ষত উৎপন্ন হয়। বাতাশ্রিত বেদনাতেও ইহা ফলপ্রদ। বসিলে পর পা দুইখানি চিন্ চিন্ করে এবং চলাফেরা করিলে উপশম বোধ করে।

বৃদ্ধি :—স্পর্শে, বসিয়া থাকিলে, হেঁট হইলে, জলীয় বায়ুতে, সন্ধ্যার সময় এবং উত্তাপে।

সদৃশ ঔষধ :—সিনা, ইণ্ডিগো, হায়োস, কেলি-বাই, নাক্স-ভমিকা, ফস, স্যাঙ্গুই, সাইলি, থুজা, টিউক্রিয়াম

দ্রষ্টব্য :—কৃমির জন্য আনারস ও আনারসের কচি মাথি অর্থাৎ গাছের কচি আগাটা তালের মিছরির সহিত বাটিয়া খাইলে উপকার দর্শে। কেহ কেহ বলেন পাকা কলায় লবণ মাখিয়া খাইতে দিলে কৃমি দমন থাকে।

সম্বন্ধ :—টিউক্রিয়াম হিক্কায়—ইগ্নেসিয়া তুল্য। বাচালতায়—ল্যাকে ও হায়োসা তুল্য। গান গাহিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বেল, স্পঞ্জি, হায়োসা এবং ষ্ট্রামোনিয়াম তুল্য। স্নায়বিক লক্ষণে—নাক্স ও ভ্যালেরি সমতুল্য। নাকের সর্দিতে—কালি-বাই সদৃশ। নাকের ও যোনির পলিপাস রোগে—ফস, স্যাঙ্গু, থুজা ও ক্যালকে তুল্য।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ১২, ৩০ শক্তি।

টিউক্রিয়াম-স্কোরোডোনিয়া (Teucrium Scorodonia)।

ব্যবহারস্থল :—যক্ষ্মারোগে পুঁজের ন্যায় গয়ের নিঃসরণ, শোথ, একশিরা, টিউবারকুলার উপকোষ-প্রদাহ, বিশেষতঃ যুবকদের পীড়ায় উপযোগী।

শক্তি :—৩x।

টিলিয়া-ইউরোপিয়া (Tilia Europaea)।

ইহার অপর নাম লিনডেন।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চক্ষুর পেশীর দুর্বলতা, অসাড়ে মল-স্রাব, নাক হইতে রক্তস্রাব, স্নায়ুশূল, জরায়ু-চ্যুতি, জরায়ু-প্রদাহ, শ্বেত-প্রদর, অপস্মার, দন্তশূল ও ছুলি রোগে উপযোগী।

টিলিয়া মুখের ও চক্ষুর স্নায়ুশূল এবং চক্ষুপেশীর দুর্বলতাবশতঃ চক্ষু হইতে পাতলা ফ্যাকাসে রক্তস্রাব লক্ষণে বিশেষ কার্যকরী। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে প্রথম ডানদিক তারপর বামদিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। চক্ষুপেশীর দুর্বলতায় রোগীর চক্ষুর সম্মুখে যেন একখানি সূক্ষ্ম পরদা রহিয়াছে যেন তাহার আড়াল হইতে সে দেখিতেছে এরূপ বোধ।

প্রসবের পর জরায়ু-প্রদাহ ও অন্তরাবরণ-প্রদাহে ইহা হইতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রোগিণীর তলপেটে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা, নিম্নোদরে ও জরায়ুপ্রদেশে অবিরত ক্ষত বোধ, মনে হয় যেন তাহার জরায়ু বেগের সহিত বাহির হইয়া পড়িবে। প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু ইহাতে কোন উপশম দেখা যায় না (মার্কারি)। ইহার প্রদর-স্রাব জলের ন্যায় আঠা আঠা, যখন চলাফেরা করে তখন বেশী স্রাব হয়। আমবাতে—শরীরের স্থানে স্থানে লাল লাল দাগড়া উঠিয়া উহাতে ভয়ানক চুলকানি হয়, চুলকাইবার পর মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থানে কেহ আগুন লাগাইয়া দিয়াছে; **ঘুমাইয়া পড়িলে কিছুকাল পরেই সমস্ত শরীর হইতে গরম ঘামাচি নির্গত** (থুজা, চায়না, কার্ব্বো-অ্যানি, মার্কারি, সেলি, ষ্ট্রামো, মেডো) **হয়**। ইহার বাতের বেদনা যত বেশী হইবে তত বেশী ঘাম নির্গত হইবে (ফর্মিকা, মার্ক)।

স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের পর এবং শিশুদিগের দাঁত উঠার সময় এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী এবং রোগের আক্রমণ সাধারণতঃ বাম অঙ্গেই বেশী দেখা যায়।

সম্বন্ধ :—টিলিয়া—প্রসবের পর জরায়ু-প্রদাহে—বেলাডোনা তুল্য, জরায়ু বাহির হইয়া পড়িবে বোধে—লিলিয়াম ও সিপিয়া সমতুল্য, প্রচুর ঘর্ম্ম অথচ উপশম না হওয়ায়—মার্কারি

টিটানিয়াম (Titanium) ।

ব্যবহারস্থল :—অস্থি ও মাংসপেশীর ভিতর টিটানিয়াম পাওয়া যায়। লিউপাস (মুখমণ্ডলের দুরারোগ্য চর্ম্মরোগ বা সাংঘাতিক ক্ষত বিশেষ), টিউবারকুলার চর্ম্মরোগ ও নানাবিধ চর্ম্মরোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

চক্ষুরোগেও ইহা উত্তম কার্য্য করে। দৃষ্টিশক্তি অসম্পূর্ণ, দৃষ্টবস্তুর উপরের অর্দ্ধেক দেখিতে পায়। ইহা ব্রাইটস রোগ ও জননেন্দ্রিয়ের পীড়ায়ও কার্য্যকরী।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬।

টুসিলেগো-পিটাসাইটিস (Tussilago Petasites) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রযন্ত্রের উপর ও গণোরিয়া রোগে এই ঔষধটীর কিছু ক্রিয়া আছে।

পুরাতন ও তরুণ প্রমেহ রোগে হলুদবর্ণের গাঢ় স্রাব এবং পাকাশয়ের নিম্নদিকের মুখের (পাইলোরাস) রোগেও এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ও নিম্নশক্তি।

টুসিলেগো-ফারফারা (Tussilago Farfara) ।

কাসির ঔষধ। যক্ষ্মারোগে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

টুসিলেগো-ফ্রেগ্রেনস (Tussilago Fragrans) ।

পাকাশয়ের নিম্নদিকের রোগ, রক্তপ্রধান ধাতুর ও বৃহৎ পেটযুক্ত ব্যক্তির রোগে উপযোগী।

শক্তি :—নিম্নশক্তি।

টেক্সাস্-বাক্কেটা (Taxus Baccata) ।

ব্যবহারস্থল—পূঁজযুক্ত চর্ম্মরোগ, নৈশঘর্ম্ম, গেঁটেবাত ও পুরাতন বাতরোগে উপযোগী। চর্ম্মরোগে, বড় বড় চেপ্টা জাতীয় পূঁজযুক্ত উদ্ভেদ। রাত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয়।

পাদবাত (পায়ের তলায় বাত—podagra), বিসর্প প্রভৃতিতেও ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬।

টেনাসেটাম (Tanacetum Vulgare) ।

ব্যবহারস্থল :—অত্যধিক দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জন্য সর্ব্বদা ক্লান্তভাব। মনে হয় যেন অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় আছে। কলেরা রোগে যখন আলগা আলগা খাল ধরে তখন ইহা ব্যবহার্য্য। আইভি (Ivy) বিষাক্ততার ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহার্য্য।

রোগীর মানসিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে অত্যন্ত রাগী, সামান্য গোলমালে অস্থির হইয়া পড়ে, মানসিক অস্থিরতার জন্য বিবমিষা ও বমন হয়, উহা আবার বদ্ধ গৃহেই বেশী হয়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x ২x, ৩, ৬।

টেট্রাডাইমাইট (Tetradymite) ।

ব্যবহারস্থল : –পিক্-চঞ্চু অস্থিপ্রদেশে বেদনা (coccygodynia), নখে ঘা, গোড়ালিতে বেদনা এবং জঙ্ঘা-পৃষ্ঠ হইতে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত পেশীর বেদনায় ইহা ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—নিম্নশক্তি।

টেমাস (Tamus) ।

শীতস্ফোট, চাকা চাকা দাগ প্রভৃতি চর্ম্মরোগে উপযোগী।

টেরাপিনা (Terrepina)

খালধরার ভাল ঔষধ।

টেরিবিন্থিনা (Terebinthina) ।

পরিচয় :—তার্পিন তৈল।

ব্যবহারস্থল :—তাণ্ডব, হাঁপানি, পৃষ্ঠবেদনা, শ্বাসনলী-প্রদাহ, বেদনাযুক্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস, প্রস্রাবে অ্যালবুমেন্। অণ্ডলালা, উহার ফলে রোগীর শরীর ফুলিয়া উঠা এবং ব্রাইটস-ডিজিজ বা অ্যালবুমিনুরিয়া রোগে বিশেষ উপযোগী। **মূত্ররোধ** রোগে ইহা একটা উত্তম ঔষধ। ডাঃ **মহেন্দ্রলাল সরকার** বলেন—ওলাউঠার মূত্ররোধ ক্যান্থারিসে আরোগ্য না হইলে টেরিবিন্থিনা দ্বারা উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়।

ক্রিয়াস্থল :—প্রস্রাব সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার পীড়া, **রক্তপ্রস্রাব**, মূত্রনালী-প্রদাহ, মূত্রনালীতে জ্বালা ও চিড়িকমারা যন্ত্রণা প্রভৃতি এবং বস্তিগহ্বরস্থিত অন্ত্রবেষ্ট-প্রদাহ রোগে কার্য্যকরী।

মন :—টেরিবিন্থিনা রোগী জড়ভরত ধরণের, কোন বিষয়ে একভাবে মনসংযোগ করিতে পারে না, সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন ভাবে থাকে। কথায় কথায় রাগিয়া উঠে (সিনা, আয়োডিন) ইহার

শিশু-রোগীর দাঁত উঠিবার সময় মস্তিষ্কের উত্তেজনা জন্য মেজাজ ভয়ানক খারাপ হয় (ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যামো, সিনা) এবং ঐ জন্য সন্ন্যাস হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহার রোগীর গলায় দড়ি দিয়া মরিবার ইচ্ছা হয় (বেল, আর্স)।

শোথ ও অ্যালবুমিনুরিয়া :—মূত্রগ্রন্থির পীড়ার ফলে শোথ বা উদরী রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ইহার প্রস্রাব লাল, কাল্‌চে, বাদামী বা ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং প্রস্রাবের ভিতর কৃষ্ণাভ লাল তলানি পড়ে, ঐ সঙ্গে রোগীর শ্বাসকষ্ট দেখা যায়, সেইজন্য বালিসে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। টেরিবিন্থিনার রোগী সদাসর্ব্বদা আচ্ছন্নের ন্যায় থাকে। কোমরে ব্যথা, জ্বালা ও পেটফাঁপা ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। কোমরে জ্বালা টেরিবিন্থিনায় যেরূপ আছে **বারবেরিসেও** সেইরূপ আছে। বারবেরিসের মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিবার বা কাটিয়া ফেলিবার মত বেদনা হয়, সেই সঙ্গে কোমরে জ্বালা থাকে, ব্যথার স্থানে টিপিলে ব্যথা বাড়ে—প্রস্রাব কাদার মত ঘোলা, পরিমাণে অধিক এবং রক্তের ন্যায় লাল। বাতবী-সন্ধিবাত প্রভৃতির সহিত ঐরূপ প্রস্রাব, কোমরে ব্যথা ও জ্বালা থাকিলে বারবেরিস অপেক্ষা ক্যানাবিস-স্যাট ও ক্যান্থারিস সহ টেরিবিন্থিনার লক্ষণের সমতা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

টেরিবিন্থিনায়ও বারবেরিসের ন্যায় কোমরে ভয়ানক ব্যথা আছে কিন্তু যদি ঐ ব্যথা মূত্রগ্রন্থি বা মূত্রথলীসম্ভূত হয় তাহা হইলে টেরিবিন্থিনাই উপযুক্ত ঔষধ। প্রস্রাবের সময় জ্বালা বারবেরিস অপেক্ষা বেশী। প্রস্রাবে জ্বালা ক্যান্থারিস ও ক্যানাবিসেও আছে এবং অ্যালবুমিনুরিয়ার প্রথম অবস্থায় টেরিবিন্থিনা, বারবেরিস, ক্যান্থারিস ও ক্যানা ঠিক এই চারিটি ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু **প্রস্রাবে** যদি **রক্ত** থাকে তবে টেরিবিন্থিনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টেরিবিন্থিনায় প্রস্রাব হইতে পুষ্প বিশেষের গন্ধ নির্গত হয় (কোপেবা, ইউক্যালিপটাস)।

স্ত্রীরোগ :—টেরিবিন্থিনা রমণীর ঋতু অতি বিলম্বে প্রকাশিত হয়, ঋতুস্রাব অতি অল্প অল্প হয়, ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার সপ্তাহখানেক পরে উরু দুইটিতে প্রবল আকর্ষণ এবং তলপেটে অত্যন্ত বেদনা হইতে থাকে, রোগিণীর মনে হয় যেন পুনর্ব্বার ঋতু হইবে। জরায়ুর ভিতর ভয়ানক জ্বালা এবং জরায়ু নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামিয়া আসিতেছে বোধ। প্রসবের পর জরায়ুপ্রদাহ ও জরায়ুর স্থানচ্যুতিসহ তলপেটে ভয়ানক জ্বালা ও প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা এবং প্রস্রাবে জ্বালা।

গণোরিয়া :—প্রমেহ রোগীর মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাশয়ের প্রবল সঙ্কোচন, মূত্রমার্গ মধ্যে উত্তেজনা এবং লিঙ্গোদ্গমে যন্ত্রণা থাকিলে ইহা কার্য্যকরী।

কলেরায় প্রস্রাব রোধ বা ইউরিমিয়া :—ওলাউঠার শেষ অবস্থায় মূত্র রোধ হইয়া যদি তন্দ্রা, অচৈতন্য ভাব, উদর স্ফীতি, মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে অর্থাৎ কিড্‌নিতে বেদনা, মূত্ররোধ প্রভৃতি ইউরিমিয়া বা মূত্র-বিষাক্ততার লক্ষণসকল প্রকাশিত হয় এবং প্রস্রাবের কিছুমাত্র বেগ না থাকে, নাড়ী ক্ষীণ, শ্বাসকষ্ট ও আচ্ছন্নভাব থাকে তবে ইহা একপ্রকার অমোঘ।

পেটফাঁপা :—এই রোগে লাইকোপোডিয়াম, চায়না, ওপিয়াম, কার্ব্বো-ভেজ, টেরিবিন্থিনা, র‍্যাফেনাস্ প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী। টেরিবিন্থিনা রোগীর পেট ফুলিয়া রোগী হাঁস-ফাঁস করিতে থাকে। যে কোন রোগের প্রথম অবস্থায় পেটফাঁপা থাকিলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। প্রথম অবস্থা কাটিয়া যাইবার পর যখন পেটে বায়ু সঞ্চয় হইতে থাকে, পচা দুর্গন্ধজনক বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকে, তখন টেরিবিন্থিনা কার্য্যকরী (কল্‌চিকাম)। যাহারা গেঁড়ি, ঝিনুক বা

শামুক প্রায় তাহাদের পাকযন্ত্রের নানাবিধ বিশৃঙ্খলা জনিত গাত্রচর্ম্মে নানাবিধ উদ্ভেদ নির্গত হইতে থাকিলে ইহা উপযোগী।

"টেরিবিন্থিনা" রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে। সময় সময় মাংসপেশীসকল সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। সর্ব্বশরীরে ঠাণ্ডা আঠার ন্যায় চটচটে ঘাম হওয়া ইহার বিশিষ্টতা।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—কেহ স্পর্শ করিলে, ভিজিলে, বামদিকে ফিরিয়া শুইলে, বসিয়া থাকিলে, নির্ম্মল বায়ুতে চলা-ফেরা করিলে, রাত্রি ১টা হইতে ৩টার ভিতর এবং ভিজা ঘরে বসবাসে বৃদ্ধি এবং বামদিক হইতে ডানদিকে ফিরিয়া শুইলে, হেঁট হইলে, বায়ু নিঃসরণে উপশম।

সম্বন্ধ :—টেরিবিন্থিনা - টাইফয়েডের রক্তস্রাবে—অ্যালুমিনা তুল্য। যকৃতের রক্তস্রাবে—আর্ণিকা তুল্য। অণ্ডলালযুক্ত মূত্রে - আর্সেনিক তুল্য। শুষ্ক চক্‌চকে জিহ্বায়—ল্যাকে, ক্রোটে, পাইরো তুল্য। কিড্‌নির শোথে —হেলিবোরাস সমতুল্য। গুহ্যদ্বারের জ্বালায়—আর্সেনিক সমতুল্য। কৃমিজনিত দুর্গন্ধ শ্বাসে—সিনা তুল্য। জরায়ু-প্রদাহে ও অন্ত্র-প্রদাহে—বেলেডোনা তুল্য।

টেরিবিন্থিনা, অ্যালিউমেন, অ্যানা, এপিস, ক্যান্থা, কোপে, ইরিজেরণ, হেলিবো ও ল্যাকেসিস **সদৃশ** ঔষধ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ৩০, ২০০। ডাঃ ন্যাশ ইহার উচ্চশক্তির প্রশংসা করেন।

টেলা-অ্যারানিয়ারাম (Tela Aranearum)।

ব্যবহারস্থল :—নিদ্রাহীনতা, মাংসপেশীর উত্তেজনা, শুষ্ক হাঁপানি, সাময়িক মাথাধরা, সেই সঙ্গে অত্যধিক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, গাত্রতাপ বৃদ্ধি, ও সবিরাম জাতীয় জ্বরে ইহার উচ্চশক্তি কার্য্যকরী, ধমনীর উপর ইহার ক্রিয়া খুব গভীর। নাড়ী শক্ত, পূর্ণ ও চাপা।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১০ ফোঁটা মাত্রায় রোজ তিনবার।

টেলিউরিয়াম (Tellurium)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটী চর্ম্ম, কর্ণ ও চক্ষুর উপর বিশেষ ক্রিয়াশীল। রোগীর গাত্রচর্ম্মে দাদের ন্যায় উদ্ভেদ সকল নির্গত হয়, উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নিঃসৃত হইয়া থাকে। কখন কখন ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ এবং শরীরের স্থানে স্থানে উঁচু উঁচু দাদের ন্যায় উদ্ভেদ-সকল বহির্গত হয়। রাত্রে উহাতে ভয়ানক চুলকানি হয়। রোগীর শরীর ও ঘাম হইতে রসুনের ন্যায় দুর্গন্ধ আসে। ক্ষৌর-কার্য্যের পর নানাপ্রকার উদ্ভেদ উঠিলে ইহা ব্যবহার্য্য (সাল্ফ-আয়োড)।

কাণের পুঁজেও এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী। পুঁজ জলের ন্যায় পাতলা, ঠিক যেন চাউল ধোয়া জলের ন্যায়, যেখানে লাগে হাজিয়া যায় ও ফোস্কা উঠে।

ইহার রোগীর শ্রবণশক্তি অত্যন্ত কমিয়া যায়, দিন রাত্রি কাণের ভিতর দপ্‌দপ্ করে, শ্বাস গ্রহণ করিলে কিম্বা ঢেঁকুর উঠিলে কাণের ভিতর হইতে বায়ু নির্গত হওয়া ইহার একটী বিশিষ্টতা।

টেলিউরিয়াম রোগীর কর্ণপটহ চিরকালের জন্য বিকৃত হইয়া যাইবার ফলে শ্রবণশক্তি অত্যন্ত কমিয়া যায়।

কাণপাকার জন্য আমাদের সাইলিসিয়া, হিপার, ক্যাল্কে, সাল্ফার, পালসেটিলা, সোরিণাম ও মার্কারি প্রভৃতি কয়েকটী বিখ্যাত ঔষধ আছে, টেলিউরিয়ামও উহাদের ভিতর একটী।

চক্ষুরোগেও ইহা একটী কার্যকরী ঔষধ। ইহার রোগীর চক্ষু-মুকুরের সম্মুখাংশের খানিকটা যায়গায় চা-খড়ির ন্যায় পদার্থ জমিয়া থাকে এবং চোখের কোণে একটী ত্রিকোণ মাংসখণ্ডের ন্যায় উঠিয়া থাকে। গণ্ডমালাদোষযুক্ত লোকদিগের চক্ষু-প্রদাহ, চক্ষু হইতে জল পড়ে, চুলকায় এবং চাপ বোধ করে। পীড়কা-যুক্ত চক্ষু-প্রদাহ, যোজিকার উপর উদ্ভেদ বাহির হইয়া ঐ স্থানে প্রদাহ উৎপন্ন হয়।

ইহার রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ খুব বেশী, প্রস্রাব হইতে অম্ল-গন্ধ বাহির হয়, বর্ণ অত্যন্ত ঘোর এবং মূত্রত্যাগের পর এক ফোঁটা প্রস্রাব মূত্রদ্বারে লাগিয়া থাকে।

শক্তি:—৩, ৬, ৩০, ২০০। ডাঃ ন্যাশ ৬ শক্তি দ্বারা বহুদিনের একটী কাণপাকা রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন।

টোষ্টা-প্রিপারেটা (Tosta Præparata)।

পরিচয়:—ইহার অপর নাম কাল্কেরিয়া-ওভোরাম (Calc Ovorum)।

ব্যবহারস্থল:—মাথাধরা ও প্রদর রোগে মনে হয় যেন মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা একগাছা দড়ি দ্বারা বাঁধা আছে।

ট্যাঙ্ঘিনিয়া (Tanghinia)।

সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, পক্ষাঘাত, অসাড়তা ও বমন লক্ষণে এই ঔষধটীর নিম্নশক্তি উপকারী।

ট্যাবাকাম (Tabacum)।

পরিচয়:—ইহার অপর নাম নিকোটিয়ানা-ট্যাবাকাম বা তামাক। তামাকে নিকোটীন জাতীয় বিষ বিদ্যমান আছে।

ব্যবহারস্থল:—এই ঔষধ সন্ন্যাস, তাণ্ডব, অন্ধত্ব, কম দৃষ্টি, দন্তশূল, শিরঃপীড়া, ওলাউঠা, উদরাময়, সামুদ্রিক বমন, মূত্রলোপ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মলাস্রের অবরোধ, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল:—ট্যাবাকাম মস্তিষ্ক, ফুস্ফুস্ ও পাকাশয়িক স্নায়ুর উত্তেজনা সৃজন করে।

চক্ষু খুলিলেই মাথা ঘুরায় ও গা বমি-বমি করে বিশেষতঃ বিছানা হইতে উঠিবার সময় এবং উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বেশী হয়। মাথা-ঘুরানি ও গা-বমি-বমি এত অধিক হয় যে,

রোগীর সমস্ত শরীর মৃত ব্যক্তির ন্যায় ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হইয়া যায়, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘামও নির্গত হইতে থাকে। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যাহাদের দোক্তা, তামাক প্রভৃতি সেবন করিবার অভ্যাস নাই তাহারা যদি কখনও দোক্তা খায় বা ধূমপান করে তবে মাথা ঘুরাইয়া বমি করিয়া কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া যায়, সুতরাং মাথাঘোরা, গা-বমি-বমি, বমন, শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া ও ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

শিরঃপীড়া :—পাকাশয়ের গণ্ডগোল হেতু শিরঃপীড়া, সকালবেলায় আরম্ভ হইয়া দুপুরবেলা অসহনীয় হয়, সেই সঙ্গে ভয়ানক গা-বমি-বমি এবং বমন থাকে, মুক্ত হাওয়ায় উপশম। ইহার অন্যান্য শিরঃপীড়াও সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয় (নেট্রাম-মিউর, মেডো, স্পাইজি)। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত শিরঃপীড়ায় সিফি, থুজা, কার্ব্বো-ভেজ ফলপ্রদ। গা-বমি-বমি যখন খুব বেশী হইতে থাকে, তখন রোগী তাহার পেটে হাত দেয়, কারণ পেটে হাত বুলাইলে ও পেটের ঢাকা খুলিয়া দিলে গা-বমির উপশম হয়।

ধনুষ্টঙ্কার :—ইহা ধনুষ্টঙ্কারের একটী উত্তম ঔষধ। মেরুদণ্ড আক্রান্ত হইয়া তড়কা, খেঁচুনি এবং ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় ঘাড় ও পিঠ শক্ত হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন তামাক পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ **জল পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ ও শক্তভাব** অনেক কমিয়া যায়।

কলেরা :—কলেরায় ক্যাম্ফার, ভেরেট্রাম, সিকেলি প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর ভেদ বন্ধ হইয়া বমি বা গা-বমি ও সমস্ত পেটটী গরম থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। পেটটী অত্যন্ত গরম সেইজন্য রোগী তাহার পেটের ঢাকা ফেলিয়া দেয়। কলেরা ও উদরাময়ে অনবরত গা-বমি-বমি হইতে থাকে, সামান্য নড়াচড়ায় প্রচুর বমি হয়, সেই সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, মৃদু ও সবিরাম নাড়ী বা নাড়ী সম্পূর্ণ লোপ, প্রস্রাব বন্ধ, চেতনা লোপ ও তন্দ্রালুতা থাকে।

সমুদ্র-পীড়া ও বমন :—নৌকা, জাহাজ ও অন্য কোন জলযানে ভ্রমণে বাহির হইলেই ট্যাবেকাম রোগীর গা-বমি-বমি করে ও বমি করিতে থাকে। **ককুলাসেও** এই লক্ষণ আছে, তবে ককুলাসে ট্যাবেকামের ন্যায় সামান্য নড়াচড়ায় অত্যধিক বমন ও গা-বমি বৃদ্ধি এবং মুক্ত হাওয়ায় উপশম নাই।

গর্ভকালীন বমনে ল্যাকটিক-অ্যাসিড প্রয়োগে কোন উপকার না হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

চক্ষুরোগ :—দৃষ্টি অস্পষ্ট, যেন ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিতেছে, দর্শন-স্নায়ু এবং চিত্রপত্রের ক্ষয়হেতু তিমির-দৃষ্টি। বক্র-দৃষ্টিতেও ইহা কার্য্যকরী। বক্র-দৃষ্টি সাধারণতঃ মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্যই হইয়া থাকে।

হৃদ্‌রোগ :—হৃদ্‌পিণ্ড ও গ্রীবাদেশীয় ধমনীর ভিতর প্রবল দপ্‌দপানি ও হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের যন্ত্রণা। বাঁদিকে শুইলে হৃদ্‌পিণ্ডটী খুব জোরে স্পন্দিত হইতে থাকে (ভ্যাকৃসি, নেট-মি, ক্যাকটাস, ফস্‌, স্পাইজি, নেট-কার্ব্ব), ডান পাশে ফিরিয়া শুইলেই স্পন্দন কমিয়া যায়। ইহার রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

মূত্রগ্রন্থিশূল ও হার্ণিয়া রোগে যদি রোগীর অত্যন্ত বমন, গা-বমি-বমির ভাব থাকে ও সেই সঙ্গে গড়্‌গড়্‌ করিয়া আম বাহ্যে হয় তবে ট্যাবেকাম কার্য্যকরী।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বাম দিকে শুইলে, অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় এবং ঝড়-বৃষ্টির দিনে, চলাফেরায়, রেলগাড়ী বা জাহাজে ভ্রমণ করিলে, ভোরবেলায় ও সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ভিতর থাকিলে বৃদ্ধি এবং খোলা হাওয়ায় বেড়াইলে, উদর অনাবৃত রাখিলে, বমনের পর, ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইলে উপশম।

সম্বন্ধ :—আর্সেনিক—তামাক চিবাইয়া খাওয়া ও দোক্তা খাইবার কুফল নিবারণ করে। ইগ্নেসিয়ার্—তামাক চিবাইয়া খাওয়া জনিত প্রবল হিক্কা দূর হয়। ক্লিমেটিস বা প্লেণ্টাগো—তামাক সেবনের ফলে দন্তশূলে। জেলসিমিয়াম—অতিরিক্ত তামাক সেবনের ফলে মাথা ঘুরান ও মাথার পশ্চাদ্দিকে বেদনা হইলে। ইপিকাক তামাক সেবনজনিত বমি ও গা-বমি। লাইকো—অত্যধিক ধূমপান করিবার ফলে ধ্বজভঙ্গ ও মাংসপেশীর আক্ষেপ বা আকুঞ্চন। নাক্স—তামাক সেবনের ফলে পাকাশয়ের গণ্ডগোলজনিত রোগীর মুখে তিক্ত স্বাদ হইলে। ফস্ফো—অত্যধিক তামাক সেবনের ফলে হৃদযন্ত্রের সঞ্চালন, হৃদ্পিণ্ডের ক্ষীণতা ও ইন্দ্রিয়াদির অবসাদ লক্ষণে। সিপিয়া—ধূমপান ও তামাক সেবনের ফলে মুখের পার্শ্বে স্নায়ুশূল, অজীর্ণরোগ এবং যাহারা বসিয়া অকর্ম্মণ্যভাবে সময় কাটায়, তাহাদের স্নায়বিক উত্তেজনায় প্রযোজ্য।

যাহারা অতিরিক্ত ধূমপান করে ও দোক্তা খায়, তাহাদিগকে ট্যাবেকাম ২০০ শত শক্তির বা ১০০০ শক্তির ২।১ মাত্রা মাঝে মাঝে সেবন করিতে দিলে ঐ অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৩, ৩০, ২০০, ১০০৩ শক্তি।

ট্যারাক্সেকাম (Taraxacum)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ডাণ্ডিলিয়ান। হানেমান স্বয়ং এই ঔষধটী পরীক্ষা করেন। ইহা গুল্ম বিশেষ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ টাইফয়েড জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, বহুমূত্র, দুর্ব্বলতা, পিত্তশিলা, মাথাধরা, ন্যাবা, চক্ষুরোগ, নৈশঘর্ম্ম, আমবাত, জিহ্বায় চিত্রবিচিত্র দাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—ট্যারাক্সেকাম পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি এবং পিত্তবিকৃতি জনিত নানাবিধ রোগে বিশেষতঃ পিত্তাশ্রিত মাথার যন্ত্রণায় বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহার রোগীর জিহ্বায় অসংখ্য ফাটা ফাটা দাগ, ঐগুলি এত বেশী যে উহা মানচিত্রের ন্যায় দেখা যায়। ট্যারাক্সেকামের সকল পীড়াতেই এইরূপ ফাটলযুক্ত জিহ্বা পাওয়া যায়। ইহার ন্যাবারোগে যকৃত বর্দ্ধিত ও শক্ত হইয়া থাকে এবং জিহ্বা পূর্ব্ববর্ণিতরূপ ফাটলযুক্ত হয়।

টাইফয়েড বা পিত্তজ্বরের পর দুর্ব্বলতা, অক্ষুধা এবং প্রচুর নৈশঘর্ম্ম নিবারণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী তাহার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির রাখিতে পারে না (রাস-টক্স), ইহার প্রায় সকল লক্ষণই শয়নে ও বিশ্রামে এবং উপবেশনে বৃদ্ধি।

ম্যালেরিয়া জ্বরে রোগী কিছু পানাহার করিলেই শীত বোধ করে (ক্যাপ্); সন্ধ্যার পর ৮টার সময় নাসিকা এবং হাত ঠাণ্ডা হইয়া যায়, ঘুমাইয়া পড়িবামাত্র ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকে (ক্যাল্কে, চায়না, কোনায়া, মার্কারি)। ম্যালেরিয়া জ্বরে বহুক্ষণ স্থায়ী শীত, অত্যধিক ঘর্ম্ম, প্লীহামধ্যে বেদনা এবং মানচিত্রের ন্যায় চিত্রিত জিহ্বাই শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

টাইফয়েড জ্বরে পানাহারের পর শীত শীত ভাব, যকৃতপ্রদেশে বেদনা, পিত্তদুষ্ট উদরাময় এবং মানচিত্রবৎ জিহ্বা থাকিলে ডাঃ **বনিংহোসেন** ট্যারাক্সেকাম ব্যবহার করিতে বলেন।

ইহার রোগী অত্যন্ত অবসন্ন, ক্ষীণ, সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে চায় কিন্তু রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। কোন দ্রব্য চিবাইয়া খাইতে গেলে দাঁতগুলি টকিয়া যায় (অ্যাসিড-সাল্ফ, কোর‍্যাল্)।

ট্যারাক্সেকাম **ডাইবেটিস** বা বহুমূত্র রোগেও একটী উপযোগী ঔষধ, এই রোগে হানেমান ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহার নিজস্ব লক্ষণসহ প্রস্রাবের পূর্ব্বে মূত্রাশয়ের ভিতর চাপ বোধ অথচ কোন যন্ত্রণা না থাকা, বারবার প্রস্রাবের বেগ এবং প্রত্যেকবারই অধিক পরিমাণে ফিকা মূত্রত্যাগ ইহার বিশেষ লক্ষণ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বসিয়া থাকিলে, শয়ন করিলে এবং স্থির হইয়া থাকিলে। স্পর্শ করিলে, দেহ সঞ্চালনে, মুক্ত বায়ুর ভিতর বেড়াইলে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট (৫ —১০ ফোঁটা মাত্রায়) ৩, ৬, ৩০ শক্তি।

ট্যারেণ্টুলা-কিউবেন্সিস (Tarentula Cubensis)

পরিচয় :—কিউবা ও মেক্সিকোদেশীয় এক প্রকার সজীব মাকড়সার অরিষ্ট।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটী দুষ্টব্রণ, কার্ব্বাঙ্কল, বাঘী, প্লেগ, ডিফ্থিরিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে উপযোগী। ট্যারেণ্টুলা একটী জান্তব ঔষধ। যে সকল প্রদাহ খুব শীঘ্র শীঘ্র ভীষণাকার ধারণ করে এবং রোগী অতি দ্রুত অবসন্ন হইয়া পড়ে, প্রদাহিত স্থানে খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর নীলাভ পূঁজ জমে ঐ সকল ক্ষেত্রে ইহা কার্য্যকরী।

ইহা দ্বারা ছোট বা প্রকাণ্ড ফোড়া, আঙ্গুলহাড়া, কার্ব্বাঙ্কল, প্লেগাদি খুব চমৎকাররূপে আরোগ্য লাভ করে। যদি আক্রান্ত স্থান স্ফীত হইয়া বেগুনীবর্ণ ধারণ করে বা উহার ভিতর নীলাভ পূঁজ লক্ষিত হয়, এই সকল ক্ষেত্রে ল্যাকে, অ্যান্থ্রাক্স, ট্যারেণ্টুলা ও আর্সেনিকের নাম প্রথমেই স্মরণ হয়। আর্সেনিক, অ্যান্থ্রাসিনাম ও ট্যারেণ্টুলা—এই তিনটি ঔষধেই জ্বালা, অস্থিরতা আছে, ট্যারেণ্টুলার রোগীর জ্বালা যন্ত্রণা এত বেশী, যাহা বর্ণনা করা যায় না। যন্ত্রণায় রোগী সমস্ত রাত্রি ঘরের ভিতর ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়।

ট্যারেণ্টুলা রোগীর প্রথমে একটি ব্রণের মত উঠিয়া উহা ক্রমশঃ ফুলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ উহার চতুর্দ্দিক নীলাভ লালবর্ণ হয়, তারপর ঐ ব্রণ একটী প্রকাণ্ড শক্ত ফোড়ায় পরিণত হইতে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ঐ ফোড়ার উপরের চামড়া ও তন্তুসকল গলিয়া গিয়া বোল্তার চাকের মত বহুমুখী হইয়া সমস্ত মুখ হইতে গাঢ় রসের ন্যায় পূঁজ নির্গত হইতে থাকে। উহারা আস্তে আস্তে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বড় একখানা ক্ষতে পরিণত হয়। এই ব্রণ, ফোড়া, কার্ব্বাঙ্কল ও গ্যাংগ্রিণের সমস্ত অবস্থায়ই ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে, সবিরাম জ্বর হয় এবং ছটফটানি, গাত্রদাহ, পিপাসা প্রভৃতি অ্যাকোনাইটের লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ যখন উপস্থিত হয়, তখন ইহা কার্য্যকরী। কার্ব্বাঙ্কল বা আঙ্গুলহাড়ায়, জ্বালা-যন্ত্রণায় রোগী ঘরের ভিতর গড়াগড়ি দেয় ও রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করে।

কেহ কেহ বলেন ইহা প্লেগের একটী প্রতিষেধক ঔষধ। এই ঔষধটী **প্লেগ** রোগের আক্রমণের আশঙ্কা কমাইয়া দেয় ও প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ কমিয়া যায় (ইগ্নে)।

ডিফ্থিরিয়ার প্রতিষেধক—ডিফ থিরিণাম, বসন্তের প্রতিষেধক—ভেরিওলিণাম, মেলেণ্ড্রিণাম, থুজা, ওলাউঠার প্রতিষেধক—কুপ্রাম, সাল্‌ফার; হামের প্রতিষেধক—মরবিলিণাম।

সদৃশ:—আর্সেনিক, ল্যাকে, অ্যান্থ্রা, এপিস, ক্রোটেলাস প্রভৃতি ইহার সদৃশ ঔষধ।

সম্বন্ধ:—ট্যারেণ্টুলা সবিরাম জ্বরে—অ্যারেনিয়া তুল্য, দুষ্ট জাতীয় ব্রণে অ্যান্থ্রাক্সিন, ল্যাকে ও আর্স তুল্য; প্লেগ রোগে—ইগ্নেসিয়া তুল্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি: সঞ্চালনে, আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি এবং মুক্তবায়ুতে, গান-বাদ্য শ্রবণে ও আক্রান্ত স্থান ঘষিলে উপশম।

শক্তি:—৬, ৩০, ২০০, ১০০০০ শক্তি।

ট্যারেণ্টুলা-হিস্‌পানিয়া (Tarentula Hispania)।

পরিচয়:—এই ঔষধটী স্পেনদেশীয় জীবন্ত মাকড়সা হইতে তৈরী। এই জাতীয় মাকড়সা কাহাকেও কামড়াইলে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, এমন কি অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও গাত্রচর্ম্ম নীল হইয়া যায়। এ সময় কেহ যদি রোগীর নিকট নৃত্যগীত করে তাহা হইলে রোগীও নৃত্য করিতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে ঘর্ম্ম হইয়া সুস্থ হইতে থাকে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে কোন রোগই হউক না কেন, যদি নৃত্যগীতে রোগীর যন্ত্রণার বা রোগের উপশম হয় তবে ট্যারেণ্টুলা উত্তম ঔষধ।

ব্যবহারস্থল:—মূর্চ্ছাবায়ু, তাণ্ডব, হৃদ্‌শূল, অত্যধিক কামপিপাসা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, সর্ব্বশরীরের কম্পন, উন্মাদ রোগ, বাধক, মেরুদণ্ডের উত্তেজনা, হরিৎপাণ্ডু ইত্যাদি রোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল:—ইহার সকল পীড়াতেই **অস্থিরতা অত্যধিক,** নড়াচড়া করিলে রোগের বৃদ্ধি তথাপি রোগী না নড়িয়া থাকিতে পারে না। রোগী একদণ্ডও স্থির থাকিতে পারে না, একটা না একটা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেই (কেলি-ব্রোম)। হরিৎপাণ্ডু রোগগ্রস্তা রমণীদিগের মূর্চ্ছাবায়ু রোগে, তাণ্ডব রোগে, মেরুদণ্ডের উত্তেজনা রোগে এবং বাধক রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। রমণীদিগের **অত্যধিক কাম-পিপাসা ও যৌনির ভিতর চুলকানি** ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের রোগীর—বা উপরোক্ত রোগীদিগের হাত, পা, এমন কি সমস্ত শরীর অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকিলে তখন ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। রোগীর মাংসপেশীসকল অনবরত নৃত্য করিতে থাকে বা আর্সেনিকের ন্যায় অস্থিরতা দেখা যায়।

মন ও উন্মাদ রোগ:—উহার রোগিণী বড়ই কামাতুরা, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে ও পীড়িতা হইয়াছে এরূপ বোধ দেখায়। সঙ্গমের পরও সকল আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না।

ট্যারেণ্টুলা-হিস্‌পানিয়ার রোগিণী থাকিয়া থাকিয়া উন্মাদ হইয়া উঠে, উন্মাদ অবস্থায় মাথা চাপড়ায় ও চুল ছিঁড়িতে থাকে, পদতল অত্যন্ত চঞ্চল, উন্মাদ অবস্থায় ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হয়, দৃষ্টি স্থির হয় এবং চক্ষু দুইটি উন্মীলিত, চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিসকল উড়িতেছে এইরূপ বোধ করে,

সেইজন্য রোগী হাত নাড়িয়া উহাদিগকে তাড়াইতে চায়। উন্মাদ রোগিণী সকলকে মারিব, কাটিব, সর্ব্বনাশ করিব বলিয়া ভয় দেখায়। গানের শব্দে রোগিণী ভয়ানক উত্তেজিত হয় কিছুক্ষণ পরে শরীর হইতে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া রোগিণী সুস্থ হয়। উন্মাদ রোগিণী জিনিষপত্র নষ্ট করিয়া হাসিতে থাকে তারপর ক্ষমা চায়।

মূর্চ্ছাবায়ু :—ইহার রোগিণী কাহারও সহিত কথা বলে না বা কথা বলিতে ভালবাসে না, কেহ কথা বলিতে আসিলে অত্যন্ত রাগিয়া যায়, রাগিয়া গেলে নিজেকে এবং অন্যকে আঘাত করিতে চায় (বেল, হায়ো, ষ্ট্যাফি)। রোগিণী এইমাত্র বেশ প্রফুল্ল আছে পরমুহূর্ত্তেই অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়ে। হাস্য পরিহাস করিতে খুব ভালবাসে। গান গাহিবার প্রবল আগ্রহ, যতক্ষণ গলা ভাঙ্গিয়া না যায়, ততক্ষণ চীৎকার করিয়া গান গাহিতে থাকে (সাইকি, ক্রোকাস, প্ল্যাটি, ষ্ট্র্যামোনিয়াম), থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্য করে। চিন্তা না করিয়াই কথা বলে বা উত্তর দেয়। মূর্চ্ছাবায়ু রোগিণী বড়ই কামাতুরা, যাহাকে তাহাকে কাম চরিতার্থ করিতে আহ্বান করে (প্ল্যাটি, হায়ো)।

তাণ্ডব বা কোরিয়া :—ইহা কোরিয়া রোগের একটী চমৎকার ঔষধ। কোরিয়া রোগী গানের তালে তালে শরীর সঞ্চালন করে এবং কখন কখন নাচিতে থাকে। অত্যন্ত উৎকট কোরিয়া রোগীও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। কোরিয়া রোগে ডাণ বাহু ও ডাণদিকের জঙ্ঘারই বেশী সঞ্চালন দেখা যায়। রাত্রিতেও আক্ষেপ হইতে থাকে। **ডাঃ মার্সী** বলেন— রসপ্রধান ধাতুর রোগীদিগের তাণ্ডব রোগে এই ঔষধের ২০০ শত ক্রম মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করিলে এবং সময়মত দুই এক মাত্রা সাল্‌ফার ব্যবস্থা করিলে আরোগ্য লাভ করে।

হৃদ্‌রোগ ও হৃদ্‌শূল :—ইহার হৃদ্‌রোগীর **হাত জলে ডুবাইলেই** হৃদ্‌রোগের বৃদ্ধি হয়। বুকের ধড়ফড়ানি এত বেশী যে মনে হয় যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে (অ্যামিল, ডিজি, কেলি-কার্ব্ব, স্পাইজি, নেট্রাম-মিউর), হৃদ্‌পিণ্ডটী যেন জোরে নিষ্পেষিত হইতেছে এবং যেন কেহ কোন কঠিন বস্তু দ্বারা সবলে হৃৎপিণ্ডটী চাপিয়া ধরিয়াছে (ক্যাক্‌টাস)। মেরুদণ্ডটী স্পর্শ করিলে মনে হয় যেন তাহার হৃদ্‌পিণ্ড ঘুরিয়া গেল বা মুচড়াইয়া গেল। দুঃসংবাদ শ্রবণে ভয় পাইলে প্রবল হৃদ্‌স্পন্দন হয় বা বুক ধড়্‌ফড়্‌ করিতে থাকে। **নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইলে এই যন্ত্রণার উপশম** (ফেরাম-ফস্‌, ম্যাগ-সাল্‌ফ, মেলিলোটাস)।

পুংজননেন্দ্রিয়ের রোগ :—কামোত্তেজনা খুব বেশী, উত্তেজনার ফলে পাগলের ন্যায় হইয়া যায় (ক্যান্থা, হায়ো, লাই, ষ্ট্র্যামো)। অতিরিক্ত হস্তমৈথুনাদির ফলে মূত্রাশয়-মুখশায়ীগ্রন্থির পীড়া। কৃত্রিম মৈথুনাদির পর প্রতিনিয়ত শুক্রপাত হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়, অকারণে হাসে, কাঁদে এবং ক্রমান্বয় দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে।

জ্বর :—জ্বর সবিরাম আকারের। জ্বরের সহিত রোগীর হাত পায়ের আবর্ত্তন বা কম্পন হইতে থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—দেহ সঞ্চালন করিলে, আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে, কোন শব্দ শুনিলে, জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে, স্থির হইয়া থাকিলে, রাত্রে মাথা ধুইলে, ঠাণ্ডা জলে হাত ভিজাইলে, রমনান্তে ও ঘুমের পর রোগের বৃদ্ধি এবং নির্ম্মল মুক্ত বায়ুতে বেড়াইলে, গান-বাদ্য শুনিলে, আক্রান্ত স্থান ঘষিয়া দিলে, কেহ টিপিয়া দিলে, গরম জলে ধুইলে, নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে উপশম।

সম্বন্ধ :—ট্যারেণ্টুলা-হিস তাণ্ডব রোগে—মাইগেল, অ্যাগা, ষ্ট্র্যামোনিয়াম তুল্য ; মূর্চ্ছাবায়ু রোগে—ক্রোকাস তুল্য, অত্যধিক শিরঃপীড়ায়—ব্যাসিলিনাম তুল্য, অতি আনন্দ প্রকাশে—কফিয়া তুল্য, হতাশ প্রণয়ে—অ্যাসিড-ফস্ তুল্য, হস্তপদ নড়াচড়ায়—জিঙ্কাম তুল্য ; অত্যধিক কামোন্মাদে—অ্যাসিড-পিক্রিক তুল্য ; মন্দ সংবাদ বা ভয়জনিত হৃৎস্পন্দনে—জেলস তুল্য।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ট্রাইফোলিয়াম-প্র্যাটেন্সি (Trifolium Pratense)।

ইহার অপর নাম রেড-ক্লভার।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ক্যান্সার, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাসি, কর্ণমূল-প্রদাহ, গলক্ষত, আলজিহ্বায় বেদনা প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

অতিরিক্ত লালাস্রাব ট্রাইফোলিয়ামের একটী প্রধান লক্ষণ (মার্কারি, হাইড্রোফো, সিফিলি)। লালাসঞ্চয়কারী গ্রন্থি পেরোটিড, সাবলিঙ্গুয়েল ও সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থির ভিতর রসসঞ্চয় হইয়া পরে প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব হইয়া থাকে। ইহার লালাস্রাবী গ্রন্থি হইতে যেমন লালাস্রাব হইতে থাকে সেইরূপ আবার বায়ুনলী অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। যেন তাহার গলার মধ্যে কি একটা দ্রব্য আবদ্ধ অবস্থায় আছে বোধ করে, সেইজন্য পুনঃ পুনঃ গলা পরিষ্কার করিতে থাকে।

জ্বরের সহিত শুষ্ক খুস্খুসে কাসি, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট এবং কাসিবার পূর্ব্বে হিক্কা হওয়া ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ। হুপিংকাসি, হামজ্বরসহ কাসি ও ক্ষয়কাসিতে ইহা ব্যবহার করা যায়।

ক্যান্সার রোগের অর্ব্বুদে ক্ষত হইবার পূর্ব্বে ট্রাইফোলিয়াম প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

বৃদ্ধদিগের জানুনিম্নস্থ অস্থিতে (টিবিয়া) মাছের আঁইশের ন্যায় উদ্ভেদ ও ক্ষত লক্ষণে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

শক্তি :—0, ২x, ৬, ৩০।

ট্রাইফোলিয়াম-রিপেন্স (Trifolium Repens.)।

ব্যবহারস্থল :—গাল-গলা ফোলার (mumps) প্রতিষেধক ঔষধ। লালাস্রাবী গ্রন্থির রক্তাধিক্য, ব্যথা ও শক্ত ভাব বিশেষতঃ সাবম্যাক্জিলারী গ্ল্যাণ্ডই বেশী আক্রান্ত হয়। শুইলে রোগের বৃদ্ধি। লালায় মুখ পূর্ণ হইয়া যায় বিশেষতঃ শুইলেই বেশী দেখা যায়। গলা ও মুখ হইতে রক্তের স্বাদ আসে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে এরূপ ভয়। বসিলে ও বেড়াইলে উপশম, একা একা থাকিলে রোগের বৃদ্ধি।

ট্রম্বিডিয়াম (Trombidium.) ।

পরিচয় :—এই ঔষধ গৃহ-মক্ষিকার শরীরস্থ কীট হইতে প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—ট্রম্বিডিয়াম—**আমাশয়** ও উদরাময়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্ত বাহ্যে, মল অত্যন্ত তরল, কপিলবর্ণবিশিষ্ট, রক্তযুক্ত এবং অত্যন্ত কুন্থনযুক্ত। উদরাময়; পানাহারের অব্যবহিত পরেই বৃদ্ধি ইহার নির্দ্দেশক লক্ষণ। মলত্যাগের সময় পেটের বামদিকে তীব্র বেদনা, ঐ বেদনা নিম্নদিকে চলিয়া যায়। বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ পেটে বিশেষতঃ পেটের বামদিকে ব্যথা করিয়া বাহ্যের বেগ হয়। বাহ্যে করিবার সময় রোগীকে এত কোঁথ দিতে হয় যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোঁথ দিতে দিতে তাহার মলান্ত্রচ্যুত হইয়া মলদ্বারে জ্বালা করিতে থাকে সেইজন্য রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। রোগীর জিহ্বায় শাদা লেপ পড়ে।

রোগী এত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে যে বিছানা হইতে উঠিবার জন্য যতবার চেষ্টা করে ততবার মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যায়, এমন কি মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়।

দিনের বেলা রোগী অতিরিক্ত কথা বলে, সময় সময় চুপ করিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা বলে না।

রোগের বৃদ্ধি :—গিলিবার সময়, পানাহারের সময়, বিছানা হইতে উঠিবার সময় ও নির্ম্মল বায়ুর ভিতর বেড়াইলে।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ট্রাইওষ্টিয়াম (Triosteum Perfoliatum.) ।

সাধারণ নাম **ফিভার-রুট**।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হাঁপানি, পৃষ্ঠবেদনা, জ্বর, বহুব্যাপক সর্দ্দিজ্বর, স্তনের নিম্নে বেদনা, সান্নিপাতিক জ্বর, আমবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যবহারে স্নায়ুবিধানের উত্তেজনা প্রভৃতি নানা উপসর্গ প্রশমিত হয়।

পেটে শূলবেদনার ন্যায় বেদনা ও গা-বমি-বমি সহ উদরাময়; যে সমস্ত উদরাময়ে মলত্যাগের পর নিম্নাঙ্গের অসাড়তা, প্রচুর মূত্রস্রাব; মলদ্বার সড় সড় করিয়া অসাড়ে আম নির্গত হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। **পূতিনস্য** বা নাকের দুর্গন্ধযুক্ত পচা ঘায়ে ইহা বেশ কাজ করে।

পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতির জন্য আমবাত রোগে, পিত্তাধিক্যজনিত বিবিধ উপসর্গে ও পিত্তশূলের সহিত কুন্থন ও তীব্র যন্ত্রণা থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ।

সম্বন্ধ :—ট্রাইওষ্টিয়াম পাকাশয়িক জ্বরে ব্যাপ্টিসিয়া তুল্য; আমবাতে রাস-টক্স ও এপিস তুল্য, নিদ্রালু অথচ নিদ্রা হয় না লক্ষণে বেলেডোনা সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩x, ৬, ৩০।

ট্রাইকোসেন্থিস (Trychosanthes.) ।

উদরাময়ে, প্রত্যেক বাহ্যের পরই মাথা অত্যন্ত ঘুরায়।

ট্রাইক্নোস-গল্থেরিয়ানা (Trychnos Gaulthariana.) ।

সর্পাঘাত রোগে উপযোগী, চর্ম্মের ক্ষত রোগেও কার্য্যকরী।

ট্রাইমেথিলামিনাম (Trimethylaminum.) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ তরুণ বাত রোগে ও স্বল্পদিন স্থায়ী বাতের ব্যথায় উপযোগী। মণিবন্ধে ও জানুদেশে অতিশয় বেদনা। সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি (ব্রাই), বাত রোগের সহিত অস্থিরতা ও পিপাসা।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট দশ হইতে বার ফোঁটা।

ট্রিটিকাম-রিপেন্স (Triticum Repens) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রাশয়ের অত্যধিক উত্তেজনার জন্য ইহা অতি চমৎকার ঔষধ। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাশয়-প্রদাহ প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াক্ষেত্র।

রোগীর অনবরত প্রস্রাবের বেগ হয়, প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় ও ব্যথা করে, মূত্রাশয়ের ভিতর ছোট পাথর জমে।

ট্রিলিয়াম-পেণ্ডুলাম (Trillium Pendulum) ।

পরিচয় :—সাধারণ নাম হোয়াইট বেথ্রুট। তাজা মূল সুরাসারে ভিজাইয়া রাখিয়া ঔষধ তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—রক্তস্রাব নিবারণ করিতে ইহার ক্ষমতা অত্যধিক। রক্তস্রাব নিবারণে ইহা চায়না, মিলিফোলিয়াম, ইরিজেরণ, ফেরাম-ফস্-এর সমকক্ষ ঔষধ। প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে বা ঋতুস্রাবের সময় যে রক্তস্রাব হয় সেই সকল স্রাব কমাইতে ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে।

যে সকল স্ত্রীলোকের মাসে দুইবার অর্থাৎ ১৫ দিন অন্তর ঋতুস্রাব হয় এবং ঐ স্রাব ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত হইতে থাকে তাহাদের এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে অতি শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়। ক্ষয়কাসি রোগীর রক্তপূর্ণ গয়ের নিঃসৃত হইলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। বয়ঃসন্ধিকালে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ফলে রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে, চোখে ধোঁয়া দেখে, কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে, উপর পেটে অত্যন্ত শূন্যভাব

বোধ করে। আমরক্ত রোগেও ইহা ফলপ্রদ। মলদ্বার দিয়া কেবল রক্তই নির্গত হইতে থাকে। নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব, শিশুদিগের দাঁত উঠাইয়া ফেলিবার পর দাঁতের গোড়া হইতে প্রচুর রক্তস্রাবের সহিত মূর্চ্ছা প্রভৃতি থাকিলেও ইহা খাওয়াইলে ও বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে ফল হয়।

স্ত্রীরোগ :—ট্রিলিয়ামের ঋতুস্রাব মাসে দুইবার করিয়া হয় এবং ঐ সময় যে রক্তস্রাব হয় তাহা পরিমাণে অত্যধিক। কোন কোন বার ঋতুস্রাব এক সপ্তাহেরও বেশী স্থায়ী হয়, অর্থাৎ রোগিণীর মাসের প্রায় সব কয়টী দিনই রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ক্যালকে-কার্ব্ব ও নাক্স-ভমিকায়ও এরূপ শীঘ্র শীঘ্র স্রাব হয় এবং স্রাব বহুদিন স্থায়ী হয়, কিন্তু উভয় ঔষধের ধাতুগত লক্ষণে এত পার্থক্য রহিয়াছে যে সহজেই ধরা পড়ে। যে সকল রক্তস্রাব প্রবল বেগে নির্গত হয় বা যে কোন প্রকারেই স্রাব হউকনা কেন যদি রক্ত **উজ্জ্বল লালবর্ণের** হয় তবে ইহাই ঔষধ (ইপি, মিলি)। বয়ঃসন্ধিকালে অত্যধিক রক্তস্রাব বন্ধ হইবার পর যদি হরিদ্রাবর্ণের বা রুধির ন্যায় শ্বেত-প্রদরের স্রাব হইতে থাকে এবং উহার ফলে রোগিণী ফ্যাকাসে ও রক্তশূন্য হইয়া পড়ে এমন কি মূর্চ্ছিতও হয় তবে ইহা উত্তম ঔষধ।

প্রসবের পর বা প্রসবের পূর্ব্বে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইবার ফলে যদি রোগিণী মূর্চ্ছিত হয়, দৃষ্টি ঘোলা ঘোলা, বুকের ধড়্‌ফড়ানি ও কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হইতে থাকে তবে ট্রিলিয়াম ও চায়না কার্য্যকরী ঔষধ। প্রভেদ এই চায়না অতিরিক্ত রক্তস্রাব জনিত দুর্ব্বল ও ফ্যাকাসে হইয়া পড়ে আর ট্রিলিয়াম রোগিণীর স্রাবের সহিত কোমরের সন্ধি ও বন্ধনিসকল শিথিল মনে হয়, ঐস্থান শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে বলে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল, নাড়ী কোমল ও চঞ্চল হয়। ট্রিলিয়াম আঘাত ও পতনাদি জনিত গর্ভপাত হইবার আশঙ্কাজনক রক্তস্রাবেরও একটী উত্তম ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—সোজা হইয়া বসিলে, দেহ সঞ্চালন করিলে বৃদ্ধি এবং হেঁট হইলে ও স্থির হইয়া থাকিলে উপশম।

সম্বন্ধ :--ট্রিলিয়াম--উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট তুল্য, রক্তস্রাবে চায়না, হ্যামা, সিকেলি, স্যাঙ্গুইনেরিয়া তুল্য ; উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবে ইপিকাক, মিলিফো তুল্য, প্রচুর ঋতুস্রাব হইলে ক্যাল্‌কে-ফস্‌, স্যাবাইনা তুল্য, ঘন চাপ চাপ রক্তস্রাবে থ্ল্যাস্পি সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x, ক্রম।

ট্রেকিনাস (Trachinus)।

অসহনীয় বেদনা, নানা স্থানের স্ফীতি, তরুণ রক্তদুষ্টি ও পচনশীল ক্ষত (গ্যাংগ্রিণ) রোগে উপযোগী।

ট্রেডস্‌কেন্টিয়া (Tradescantia)

প্রস্রাব করিতে কষ্টানুভব, মূত্রনালী হইতে স্রাব, অণ্ডকোষ-প্রদাহ এবং কাণ দিয়া রক্তস্রাবে ইহা উপযোগী।

ডরিফোরা (Doryphora decemlineata) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম "পটাটো বগ্‌"। ইহা ক্যান্থারাইডিস্ জাতীয় এক প্রকার কীট।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উদরাময়, ডিপ্‌থিরিয়া, রক্তামাশয়, বিসর্প, জ্বর, প্রমেহ, কর্ণমূল প্রদাহ, টাইফয়েড, ক্ষত, **মূত্রনালী-প্রদাহ**, পাকাশয়-প্রদাহ প্রভৃতি রোগে উপযোগী। **মূত্রযন্ত্রের** উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়।

ডোরিফোরা ক্যান্থারিস অপেক্ষা অধিকতর এবং ল্যাকেসিস অপেক্ষা অল্পতর শক্তিশালী। **মূত্রকৃচ্ছ** ও **প্রমেহ** রোগেই এই ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্যান্থারিসের ন্যায় মূত্রনালীই ইহার প্রধান আক্রমণ স্থল। শিশুদিগের মূত্রনালী প্রদাহ, তরুণ ও পুরাতন প্রমেহ রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত মূত্ররোধ, মূত্রত্যাগে কষ্ট, প্রস্রাব অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত নিঃসারিত হইলে, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও হুলফোটান যাতনা থাকিলে ডাঃ **হেল** এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে, দশ বৎসরের অল্পবয়স্ক বালকদিগের মূত্রদ্বারের প্রদাহ, উপদংশের প্রস্রাবে যন্ত্রণা থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

ইহার রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া থাকে, শরীর অত্যধিক কাঁপে, সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠে। এই ঔষধে মুখ, গলা, অন্ননালী, পেট, পাকাশয় এবং মূত্রনালী, প্রভৃতিতে **খুব জ্বালা** দেখা যায়, দেহ সঞ্চালন করিলে, ধূমপানে এবং উষ্ণগৃহে রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—৬, ১২, ৩০ শক্তি।

(Dolichos Pruriens.) ।

পরিচয় :- ইহার অপর নাম কাউহেজ, আমেরিকার এক প্রকার আমকুসী।

ব্যবহারস্থল :—ডলিকাসের রোগীর সর্ব্বাঙ্গে **ভয়ানক চুলকানি আছে, কিন্তু কোন উদ্ভেদ নাই।** এই চুলকানি রাত্রেই বেশী হয় এবং ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়, রোগী যত চুলকায় চুলকানি তত বেশী বাড়ে। বৃদ্ধবয়সে জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি, দাঁত উঠিবার সময় মাটীতে বেদনা, উপরের মাটী ফুলিয়া ব্যথান্বিত হইয়া থাকে, রোগী কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য—কি শক্ত, কি তরল, খাইতে পারে না। অতিরিক্ত বেদনার জন্য রাত্রে শিশুর ঘুম হয় না। ডাঃ **হেরিং** বলেন,—দাঁত উঠিবার সময় জ্বর থাকিলে এবং দাঁতে ঐরূপ ব্যথা থাকিলে ডলিকাস প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে শিশুকে একমাত্রা আকোনাইট প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ডলিকাসের উচ্চশক্তিতে ধনুষ্টঙ্কার হইবার সম্ভাবনা।

ইহা দ্বারা ন্যাবা রোগ আরোগ্য হয়। পিত্তাধিক্যবশতঃ গাত্রচর্ম্মের উপর পিত্তের বিকৃতি-জনিত দুর্দ্দমনীয় চুলকানি হয় অথচ কোনরূপ পীড়কা বা ফুস্কুড়ি থাকে না। ইহার রোগীর

দ্রষ্টব্য :—অতিরিক্ত চুলকানি ক্ষেত্রে নিমের কচিপাতা, তিল তৈল বা সরিষার তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল কয়েক দিবস ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

রাত্রে শয়নের পর কাসি, কাসির সহিত গলার ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট দেখা যায়।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০।

ডায়োস্কোরিয়া-ভিলোসা (Dioscorea Villosa.)।

ব্যবহারস্থল :—ডায়োস্কোরিয়া **শূলবেদনার** অন্যতম প্রধান ঔষধ। যে সকল বৃদ্ধ বা যুবা অজীর্ণ বশতঃ নানাপ্রকার রোগ ভোগ করিয়া থাকে এবং খাইবার পর যাহাদের পেট ফাঁপিয়া উঠে, যে সকল রোগী অতিরিক্ত চা-পান করিবার জন্য অন্ত্রশূল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে ডায়োস্কোরিয়া তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহার শূলবেদনা নাভিদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ সর্ব্বশরীরে ছড়াইয়া পড়ে—ইহার বেদনা শয়নে বা সম্মুখদিকে ঝুকিলে বেশী হয়, কিন্তু **পশ্চাৎদিকে বক্র হইলে, সোজা হইয়া দাঁড়াইলে** উপশম বোধ; কলোসিন্থে ইহার ঠিক বিপরীত—কলোসিন্থের বেদনা সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে বা বক্র হইলে এবং চাপিলে উপশম বোধ।

ডায়োস্কোরিয়ার বেদনা থাকিয়া থাকিয়া আসে—ব্যথার সময় তলপেট এবং নাভিপ্রদেশ মোচড়ানর ন্যায় সমকাল ব্যবধানান্তর আবির্ভাবশীল বেদনা—বেদনার সময় মনে হয় যেন কোন বলবান পুরুষ রোগীর অন্ত্রাদি জোরে চাপিয়া ধরিয়া মোচড়াইতেছে। রোগীর পেটে বায়ু সঞ্চয়জনিত শূলবেদনাতেও ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহার বেদনা পূর্ব্বে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে সেইরূপ হওয়া চাই। উদরশূল, পাকাশয়শূল, পিত্তশূল, ঋতুশূল, মূত্রগ্রন্থিশূল, প্রভৃতি যে কোন প্রকার শূলই হউক না কেন যদি উপরের লক্ষণ পাওয়া যায় তবে ডায়োস্কোরিয়া ফলপ্রদ।

ইহা **স্বপ্নদোষেরও** একটী উত্তম ঔষধ। স্বপ্নদোষগ্রস্ত রোগী নিদ্রিত অবস্থায় সমস্ত রাত্রি রমণীর স্বপ্ন দেখে। একরাত্রিতে একাধিকবার স্বপ্নদোষের ফলে তাহার হাঁটুতে দুর্ব্বলতা অনুভব করিলে এবং অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেও ইহা উপযোগী।

মন :—ডায়োস্কোরিয়া রোগী কোন এক দ্রব্য চাহিবার সময় অন্য কোন দ্রব্য চাহিয়া বসে, কাহাকেও ডাকিবার সময় ভুল করিয়া অপরকে ডাকে। তাহার মনের অবস্থা এতই বিভ্রান্ত যে রোগী কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর নাম ঠিক বলিতে পারে না, প্রায়ই ভুল করে; বোকাটে ভাব ও খিট্‌খিটে মেজাজ। রোগী কাহারো সঙ্গ ভালবাসে না, একাকী থাকিতে চায়। অত্যধিক রেতঃপাতের ফলে তাহার চিত্ত বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়ে।

আঙ্গুলহাড়ার প্রথম অবস্থায় যখন বেদনা অত্যন্ত তীব্র এবং যন্ত্রণাদায়ক হয় ও রোগী সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা অনুভব করে তখন ইহা উপযোগী। যাহাদের প্রায়ই আঙ্গুলহাড়া হইয়া থাকে তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

শূলবেদনা :—যে কোন শূলবেদনা—যকৃৎ-বেদনা, পিত্তশূল, মূত্রশূল, ঋতুশূল প্রভৃতিতে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। গর্ভাবস্থায় শূলবেদনায় কেহ কেহ এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। ইহার বেদনা **সবিরাম**; থাকিয়া থাকিয়া বেদনার আবির্ভাব। শূল প্রথম নাভীদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পেটের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ বেদনার সময় বমন,

ঢেঁকুর উঠা, পেট ফুলা ও লেপাবৃত জিহ্বা দেখা যায়। ডাঃ **ক্লিফটন** বলেন যে পাকাশয়ের শূলে ও পেটফাঁপায় বায়ু নিঃসরণেও যদি কোনরূপ উপশম না হয় এবং পূর্ব্ববর্ণিতরূপ বেদনা থাকে তাহা হইলে ইহা উপযোগী ঔষধ।

ডাঃ **হেলমথ** বলেন ইহার শূলবেদনা কলোসিন্থের বেদনা হইতে অধিক। বেদনা **মোচড়ান** প্রকৃতির; ডায়োস্কোরিয়ার শূলে শয়নে বেশী হয় এবং চাপ দিলে উপশম। কিন্তু অবনত হইলে **কলোসিন্থের** ন্যায় উপশমিত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কেবল **শরীর প্রসারিত করিলে** এবং সোজা হইয়া বসিলে বেদনার উপশম বোধ।

ডাঃ **হেল** বলেন যে পেট, অন্ত্র, জরায়ু বা হৃদ্‌পিণ্ড অথবা মস্তিষ্কের বেদনা অবিরাম হইয়া যদি থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং উহার সহিত বমন, খিলধরা প্রভৃতি আক্ষেপিক লক্ষণসকল থাকে এবং বেদনা পূর্ব্ববর্ণিতরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তবে ডায়োস্কোরিয়াই ঔষধ।

কলোসিন্থ, ম্যাগ-ফ, ওসিমাম-ক্যান, পারাইরা, ব্রাই, বার্ব্বেরিস, ফস, রাস, সাইলি, ষ্ট্যাফ প্রভৃতি ঔষধ ইহার সদৃশ।

সম্বন্ধঃ—ডায়োস্কোরিয়া পাকস্থলীর নানাবিধ পীড়ায় নাক্স তুল্য, নিদ্রোদর ও মলসংক্রান্ত বিষয়ে সালফার তুল্য, মূত্রলক্ষণে সার্সাপে সমতুল্য; জননেন্দ্রিয়ের পীড়ায় নাক্স, সাল্‌ফার ও চায়না তুল্য, আঙ্গুলহাড়ায় সাইলিসিয়া সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি:—মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ডারকা-প্যালাষ্ট্রিস (Dirca Palustris)।

ব্যবহারস্থল: এই ঔষধ শূলবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, কাসি, অবসাদ, উদরাময়, হৃদ্‌শূল, স্নায়ুশূল, বাত ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই ঔষধটি অ্যান্টিসোরিক ঔষধ, কিন্তু অন্যান্য অ্যান্টিসোরিক ঔষধের ন্যায় ইহার ক্রিয়া ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশ হওয়া নাই, ইহার ক্রিয়া **বাহির হইতে ভিতর দিকে**।

ইহা অগ্নিমান্দ্য রোগের একটি ঔষধ। রোগীর পাকাশয়ের মধ্যে একটি ভারী জিনিস যেন রহিয়াছে এরূপ অনুভব। পেট ফাঁপে, পেটে বায়ু সঞ্চালনবশতঃ হুড়-হুড় গুড়-গুড় শব্দ হয়, অন্ত্রশূলে রোগী সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং মলত্যাগ করিলে উপশম বোধ করে। তাহার মলদ্বারে দপ্‌দপাকারী বা সূচবিদ্ধবৎ বেদনা। ডার্কা রোগী ভয়ানক অন্যমনস্ক ও অত্যন্ত ব্যস্ত-স্বভাবের। রোগী মনে করে তাহার সময় **অত্যন্ত ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইতেছে, যেন আর সময় কাটিতে চাহে না**। (অ্যালিউ, আর্জ্জেণ্টাম-নাই, অরম, ক্যানাবি-ইন, ককিউলাস, থিরিডি)। ইহার রোগী দুই এক পা উপরে উঠিলে হাঁপাইয়া উঠে (আর্স, ক্যাল্কে, আয়োড, ষ্ট্যানাম)। সামান্যমাত্র জোরে হাঁটিলে বুকের ভিতর ধড়ফড় করিতে থাকে। ইহার রোগী নিদ্রিত অবস্থায় ক্রমাগত মৃত ব্যক্তির স্বপ্ন দেখে (ক্রোটেলাস)।

রোগীর আক্রান্ত স্থান টিপিয়া দিলে, মলত্যাগের পর এবং সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে উপশম।

শক্তি:—মূল অরিষ্ট হইতে ৬ শক্তি।

ডাল্কামারা (Dulcamara)।

পরিচয় ইহার অপর নাম বিটার-সুইট বা ডালসিস অ্যামেরা। ইহা একজাতীয় লতাবিশেষ। এই লতাগুলি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায়। এইগুলির ছাল ও পাতা হইতে মাদার টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল:—ঠাণ্ডা লাগিয়া বা **জলে ভিজিয়া** কোন প্রকার রোগ হইলে ডালকামারা একটী উত্তম ঔষধ। **শুষ্ক-ঠাণ্ডা** লাগিবার ফলে কোনপ্রকার পীড়া হইলে যেমন অ্যাকোনাইট উপযোগী সেইরূপ **ভিজা জায়গার ঠাণ্ডা** লাগিবার ফলে কোন রোগ হইলে ডাল্কামারা উপযোগী।

ইহার রোগ বৃদ্ধির সময়—গরমের পর ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মের পর বর্ষায়।

সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, গ্রন্থি-প্রদাহ, গলকোষ-প্রদাহ, মূত্রথলীর পীড়া, শোথ, রক্তামাশয়, রক্তস্রাব, অর্শ, মাথাধরা, কটিবাত, হাম, মস্তিষ্কাবরণ-প্রদাহ, পক্ষাঘাত, পোড়া-নারাঙ্গা, নানাজাতীয় কণ্ডুরোগ, আবক্তজ্বর, গণ্ডমালা, তোতলামি, গ্রীবাস্তম্ভ, পিপাসা, জিহ্বার পীড়া, কর্ণমূল-প্রদাহ, আব (টিউমার), টাইফয়েড-জ্বর, আঁচিল, হুপিং-কাসি, দুধে মামড়ী রোগ প্রভৃতিতে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল:--শ্লেষ্মাপ্রধান ও গ্রন্থিবৃদ্ধি-প্রবণ ধাতুর রোগীদিগের পক্ষে কার্য্যকরী ঔষধ। ভিজা স্থানে বসবাস জনিত উদরাময়।

ভিজা স্থানে বসবাসের জন্য আমবাত, রক্তামাশয়, জ্বর প্রভৃতি রোগে ডাল্কামারার ক্রিয়া অতি উত্তম।

পক্ষাঘাত:—ডাল্কামারা পক্ষাঘাত রোগের একটী উত্তম ঔষধ

ডাঃ **হানিংবর্জার**—**পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ** সিংহের পক্ষাঘাত রোগ এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পক্ষাঘাতের জন্য অ্যাকোনাইট, রাস-টক্স, **কষ্টিকাম** ও ডাল্কামারা ফলপ্রদ ঔষধ। নিম্নে উহাদের প্রভেদ দেওয়া গেল।

বাতই যেখানে পক্ষাঘাতের কারণ এবং ঐ বাত যখন ঠাণ্ডা জলীয় হাওয়া লাগিয়া কিম্বা বর্ষাকালে হয় অথবা হঠাৎ গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি বাত হয় ও তাহার ফলে ক্রমে পক্ষাঘাত হয় তাহা হইলে ডাল্কামারা, রাস্-টক্স, কষ্টিকাম, ব্যারাইটা ও অ্যাকোনাইট প্রভৃতি ঔষধই উপযোগী। পার্থক্য এই পক্ষাঘাতের প্রথম অবস্থায় **ডাল্কামারা**, রোগ একটু পুরাতন হইলে এবং ছট্ফটানি বেশী থাকিলে **রাস-টক্স**, সর্ব্বশেষে যখন রোগ বেশ পুরাতন আকার ধারণ করিয়াছে তখন **কষ্টিকাম** ব্যবহার্য্য। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগ হয়, বিশেষতঃ টন্সিল-প্রদাহ, জিহ্বা এবং মাড়ীর আরক্ততা, জিহ্বার পক্ষাঘাত প্রভৃতি **ব্যারাইটা-কার্ব্বেও** আছে। হঠাৎ পক্ষাঘাত হইলে এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুভয়, ছটফটানি, জলপিপাসা প্রভৃতি লক্ষণে, **অ্যাকোনাইট** কার্য্যকরী ঔষধ।

সর্দ্দি ও কাসি -ডাল্কামারার সর্দ্দি সাধারণতঃ শরৎকালে বেশী হয়। কারণ পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি ইহার রোগ গরমের পর ঠাণ্ডার সময় বৃদ্ধি পায়—শরৎকালে দিনে প্রখর উত্তাপ, রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা; এই সময় **গরম হইতে ঠাণ্ডার ফলে** সর্দ্দি-কাসিতে ডাল্কামারা ফলপ্রদ। ইহার রোগীর সর্দ্দি হইয়া নাসিকা হইতে ও চক্ষু দিয়া জলের ন্যায় প্রচুর সর্দ্দি বা শ্লেষ্মা ঝড়িতে থাকে,

ঐ সর্দি ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশী হয় এবং আবদ্ধ ও গরম ঘরের ভিতর কম থাকে, নড়াচড়ায় কমথাকে; ডাল্‌কামারা রোগী মোটেই স্থির থাকিতে পারে না। তারপর জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগাইয়া সর্দি-কাসি হইলেও ইহা কার্য্যকরী। ডাল্‌কামারা রোগীর সর্দ্দির জন্য নাক ঘন ঘন বুজিয়া যায় সেজন্য সে নাক রুমাল দিয়ে বা অন্য কোন কাপড় দিয়া চাপা দিয়া রাখিতে চায় কারণ গরম রাখিলে আর নাক বুজিয়া যায় না। সর্দ্দি হইয়া নাক বুজিয়া যাওয়া অ্যামন-কার্ব্ব ও নাক্স-ভমিকায় আছে, **অ্যামন-কার্ব্বের** রোগীর নাক বুজিয়া যাওয়া **রাত্রেই বেশী** হয়, দিনে বিশেষ হয় না, রোগীর তন্দ্রালুতা আছে এবং ইহার স্রাবটী ক্ষতকারী; ডাল্‌কামার রোগী নড়াচড়ায় উপশম বোধ করে, কিন্তু অ্যামন-কার্ব্বের রোগী নড়াচড়ায় উপশম বোধ করে না, আক্রান্ত স্থানে চাপিয়া শুইলে এবং শুষ্ক দিনে আরাম বোধ করে।

নাক্সভমিকার রোগীরও নাক বুজিয়া যায় ও অ্যামন-কার্ব্বের রোগীর ন্যায় রাত্রে বৃদ্ধি হয়। নাক্স-ভমিকায় রাত্রে বৃদ্ধি, (রাত্রের জন্য নহে **বদ্ধ ঘরের ভিতর** থাকিবার জন্য) কিন্তু রোগী ফাঁকা হাওয়ায় বাহির হইতে চায় না, শীত করে, সর্দ্দি হইলে ফাকা হাওয়ায় ভাল থাকে (কেলি-ফস্), ডাল্‌কামারা রোগী ফাকা হাওয়া পছন্দ করে না। নিদ্রার পর **অ্যামন-কার্ব্বের** বৃদ্ধি,—নাক্স-ভমিকায় নিদ্রার পর উপশম।

রাস্-টক্স—ইহাও সর্দ্দির একটী উত্তম ঔষধ। ইহার সর্দ্দি বর্ষাকালে, নদী, পুকুর বা বাসীজলে স্নান করিবার ফলে দেখা দেয়। ইহার রোগীর সর্দ্দির সহিত বাতের ব্যথা অর্থাৎ শরীরের সর্ব্বত্র বেদনা হয়। গরম ঘরের ভিতর উপশম এবং ঠাণ্ডায় রোগের বৃদ্ধি। রাস-টক্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ **অস্থিরতা**; সর্দ্দির সময় রোগী আরও বেশী অস্থির হইয়া পড়ে—অস্থিরতার জন্য ক্রমাগত ছটফট করিতে থাকে, ছটফট করিলে যন্ত্রণার উপশম, ডাল্‌কামারার অস্থিরতাও নড়াচড়ায় উপশম।

মুখ ও গলার রোগ—ডাল্‌কামারায় মুখের স্নায়ুশূল আছে। স্নায়ুশূল গণ্ডদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া চোখের ভিতর দিয়া চোয়াল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং বেদনার পূর্ব্বে আক্রান্ত অংশ ঠাণ্ডা অনুভব হয়। রোগীর মার্কারি প্রভৃতির ন্যায় লালাস্রাব আছে—ডালকামারার লালা চটচটে, সাবান ফেনার জলের মত হড়হড়ে, খুব লালাস্রাব থাকা সত্ত্বেও রোগীর জিহ্বা শুষ্ক অথচ জল-পিপাসাও থাকে। ইহার যে কোন পীড়া **হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তনের ফলেই** বেশী হয়, ইহা যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে। হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তন বা অত্যন্ত গরম হইবার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে সর্দ্দি-কাসি; বক্ষমূলের সর্দ্দি প্রভৃতি রোগেও উপযোগী। ঋতু পরিবর্ত্তনের (গ্রীষ্মের পর হঠাৎ বর্ষা বা গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা) ফলে জিহ্বায় পক্ষাঘাত হইয়া বাক্‌শক্তি লোপ পাইলে বা স্যাঁতস্যেঁতে স্থানে বসবাস করিবার ফলে পক্ষাঘাত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ, এমন কি মূত্রথলিতে ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে মূত্রথলির পক্ষাঘাতেও ইহা উপযোগী। ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে নিম্নচোয়াল স্ফীতি, বিকৃত মুখভঙ্গি, মুখের এক পার্শ্বের আড়ষ্টতা, গলার ভিতরের ক্ষতাদি ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়। ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে গলার ভিতর ক্ষত হইলে এবং উহার ফলে আল্‌জিহ্বা ফুলিয়া উঠিলে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। পারদের অপব্যবহার জনিত গলক্ষত, তৎসহ লালাস্রাব, গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীতি প্রভৃতি ও মুখের স্নায়ুশূল প্রভৃতি যদি ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে বৃদ্ধি হয় তবে ডালকামারার কথা ভাবা আবশ্যক।

উদরাময়:—ডাল্‌কামারার অন্যান্য পীড়া যেমন গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়িলে বাড়ে সেইরূপ ইহার উদরাময়ও হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তনে বাড়ে। ভিজা জমিতে বসবাসের ফলে উদরাময় বা আমাশয় হইলেও ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। ইহার উদরাময়ের মল আমময় সবুজ, জলের ন্যায় এবং শাদা শাদা। ডাল্‌কামারার মলের প্রকৃতি ও বর্ণ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল—মলে কখনও রক্ত থাকে আবার কখনও থাকে না—কোন কোন সময় কেবল আমই নির্গত হইয়া থাকে কখনও আবার সামান্য মল এবং সেই সঙ্গে আম বা রক্ত মিশ্রিত থাকে। (পাল্‌সেটিলা এবং সালফারেও পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যে দেখা যায়) ইহার উদরাময় স্যাঁতস্যাতে স্থানে বসবাস জন্য, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে, দিনে গরম ও রাত্রে ঠাণ্ডা এমন দিনে বেশী হয়। (ভয়ের জন্য উদরাময় হইলে জেল্‌স, ওপিয়াম; ময়লা জল পানের ফলে উদরাময় হইলে—জিঞ্জিবার; চূণবহুল জল পান করিয়া উদরাময় হইলে ক্যাম্ফার, ঘি, তৈল এবং তেলাল মাছ ইত্যাদি খাইয়া উদরাময় হইলে পাল্‌সেটিলা; ফলাদি খাইবার ফলে উদরাময় হইলে চায়না, শামুক খাইবার ফলে উদরাময় হইলে লাইকোপোডিয়াম, গ্রীষ্মকালে রৌদ্র হইতে আসিয়া শীতল জল পানের পর উদরাময়ে ব্রাইওনিয়া ঔষধ)।

রোগীর উদ্ভেদাদি বসিয়া গিয়া উদরাময় হইলেও ডাল্‌কামারা ব্যবহার্য্য।

চর্ম্মপীড়া:—ডাল্‌কামারায় নানা জাতীয় চর্ম্মপীড়া আছে, ছোট ছোট আঁচিলও ইহাতে দেখা যায়। আমবাতের ইহা একটি অতি উত্তম ঔষধ। আমবাত সাধারণতঃ ভিজা স্থানে বসবাস জন্য বা ঋতুর পরিবর্ত্তনের জন্য হইলে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। ছোট ও বড় নানা-জাতীয় ফোড়াও ইহাতে দেখা যায়। ইহার চর্ম্মপীড়ায় চুলকানি, টাটানি, চটাপড়া, রক্তস্রাব ও রসস্রাব প্রভৃতি আছে। ছোট ছোট শিশুদের মাথায় ও মুখের চর্ম্মপীড়ায় ইহা উপকারী। ইহার চর্ম্মরোগ এবং রাস-টক্সের চর্ম্মরোগ প্রায় একই লক্ষণসংযুক্ত পার্থক্য ধরা বড়ই কঠিন কারণ—স্যাঁতস্যেঁতে স্থানে বসবাস, জলে ভিজা, হাওয়ার পরিবর্ত্তন উভয় ঔষধে আছে—পার্থক্য এই ডাল্‌কামারা রোগী আক্রান্ত স্থানে **ঠাণ্ডা চায়,** গরমে বৃদ্ধি, আর রাস-টক্স রোগী **গরম চায়** ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ইহা বুঝিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার অবশ্যম্ভাবী।

অনেক ক্ষেত্রে ডাল্‌কামারায় চর্ম্মপীড়া কোন মলমাদি দ্বারা চাপা দিলে—শোথ এমন কি উদরী পর্য্যন্ত হইতে পারে। উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া সাংঘাতিক আকারের উদরাময় হইতেও ইহাতে দেখা যায়। ডাল্‌কামারা রোগীর প্রায়ই আমবাত হইয়া থাকে, আমবাতের ইহা একটী উত্তম ঔষধ।

ডাল্‌কামারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি প্রয়োগ—

ভিজা স্থানে বসবাস ও ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে সূতিকা-জ্বর হইলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রসবের পর ক্লেদস্রাব বন্ধ হইলে ও স্তন্যদায়িনীর দুগ্ধ লোপ হইলে, জলের ভিতর কাজকর্ম্ম করিবার ফলে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া কিড্‌নী বা বৃক্ক স্থানে প্রদাহ হইলে, বয়স্ক বালকদিগের সর্দ্দির জন্য মূত্রাভাব হইলে বিশেষতঃ উহা খালিপায়ে ঠাণ্ডা জলের ভিতর হাঁটাচলায় বৃদ্ধি পাইলে, আমবাতিক প্লুরাইটিস, প্লুরোসিসসহ নিউমোনিয়া, বক্ষদেশের শোথ প্রভৃতি ক্ষেত্রে, ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে অত্যধিক রক্তস্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত উপযোগী ঔষধ।

ডাল্‌কামারা ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড এবং অন্যান্য জ্বরেরও ঔষধ। যদি পূর্ব্ব ইতিহাসে জলে ভিজা, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি পাওয়া যায়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, হেঁট হইলে, বিশ্রামকালে, শীতল বায়ুতে, জলীয় বায়ুতে, জলে ভিজিয়া, অতিরিক্ত জল ব্যবহার করিবার ফলে, ঠাণ্ডা জল পান করিলে, ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইয়া বা উদ্ভেদাদি বসিয়া গিয়া রোগ হইলে ইহা উপযোগী ঔষধ।

চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইলে, উত্তাপে, সোজা হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে, পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে এবং আক্রান্ত স্থান টিপিয়া দিলে উপশম।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ডিউবৈসিয়া (Duboisia.)।

ইহার অপর নাম কর্ক উড এল্ম।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ প্রলাপ, তন্দ্রালুতা, চক্ষুতারা প্রসারণ, দূরদৃষ্টি, গতিশক্তির পক্ষাঘাত, গলার শুষ্কতা, মস্তকঘূর্ণন, দৃষ্টিভ্রম প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ডিউবৈসিয়ার প্রধান ক্রিয়াস্থল চক্ষু। ইহা ব্যবহারে **চোখের তারা প্রসারিত হয়।** অ্যাট্রোপাইন অপেক্ষা এই ঔষধের ক্রিয়া চক্ষুর উপর অনেক বেশী। অ্যাট্রোপাইনে চক্ষুতারকা যতটা প্রসারিত হয় এই ঔষধে তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রসারিত হইয়া থাকে। রোগীর মনে হয় চোখের সম্মুখে যেন একটী লাল বিন্দু উড়িয়া বেড়াইতেছে। চক্ষুর ভিতর ঠাণ্ডা অনুভব; মনে হয় যেন শূন্যে পা বাড়াইয়া দিতেছে। রোগী চেয়ারে বসিতেছে মনে করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়ে। রোগী মনে করে তাহার চক্ষু দুইটী ও জিহ্বা যেন বড় হইয়াছে, সেইজন্য সে চক্ষু বুজিয়া বা মুখ বুজিয়া ঘুমাইতে পারে না। রোগী পড়িবার সময় যতবার বই হইতে চক্ষু সরাইয়া লয় ততবার চক্ষু-তারকা হইতে কপাল পর্য্যন্ত শিরঃবেদনার ন্যায় ব্যথা অনুভব করে। দুই ফিট দূরস্থিত অক্ষর পড়িতে পারে না। উহা নানাবর্ণের দেখায়। বই খাতা যত নিকটে বা দূরেই থাকুক না কেন রোগী তাহা পড়িতে পারে না, কারণ তাহাতে (তাহার) চোখের বেদনা অনুভব করে।

ডিউবৈসিয়া রোগীর বাম পাখানি অসাড় এবং ডাণ পাখানি আড়ষ্ট। তাহার নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত দুর্ব্বল সেইজন্য উহা নাড়িতে কষ্ট। রোগী চলিতে গেলে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় প্রত্যেক পাদক্ষেপে কোমরে ব্যথা লাগে। রোগী **চোখ বুজিয়া মোটেই দাঁড়াইতে পারে না।** রোগী অদৃশ্য ব্যক্তির দিকে হাত বাড়াইয়া দেয়। কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না। সে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যাদি ধরিবার চেষ্টা করে।

শক্তি :- ২x, ৩x, ৬x ক্রম।

ডিকটেমনাস্।

এই ঔষধ জরায়ুশূল; শ্বেত-প্রদর, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং স্বপ্নসঞ্চরণ-প্রকৃতি রোগীর ক্ষেত্রে উপযোগী।

ডিজিটক্ সিনাম্।

ডিজিটেলিসকে ক্লোরোফর্মের সহিত মিশাইয়া এই ঔষধ তৈরী হয়—চোখে সমস্ত জিনিষ হরিদ্রাবর্ণের দেখা ইহার বিশেষ লক্ষণ। অত্যধিক বিবমিষা রোগেও ইহার ক্রিয়া অত্যধিক।

ডিজিটেলিন্।

পরিচয় :—ইহা ডিজিটেলিসের সার (alkaloid, active principle)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হাঁপানি, উপদংশ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, **স্বপ্নদোষ**, মাথাঘোরা, দৃষ্টিবিভ্রম প্রভৃতি পীড়ার উত্তম ঔষধ।

ডিজিটেলিনের ক্রিয়াও ডিজিটেলিসের ন্যায় হৃদ্‌পিণ্ডে বেশী। ডাঃ হেল্ বলেন হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য বশতঃ রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে এই ঔষধ উপযোগী এবং হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় রোগী তাহার বামদিকের স্তন ও বগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সূক্ষ্ম শলাবেধবৎ বেদনা অনুভব করে, ঐ বেদনা সন্ধ্যাবেলা শায়িতাবস্থায়, বাঁদিক চাপিয়া শুইলে পর অনুভূত হয়, কখন কখন রোগী মনে করে তাহার হৃদ্‌পিণ্ড বুঝি স্থির হইয়া গেল (সামান্য নড়াচড়ায় হৃদ্‌পিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে এই ভয়, জেল্‌স) বামদিকে শুইলে হৃদ্‌স্পন্দনও দ্রুত হইতে থাকে। হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বড়ই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির এবং ইহার শব্দ অসম। নাড়ী সবিরাম বা মধ্যবিলোপী, বিলম্বিত কখনও বা ইহার গতি দ্রুত। ডিজিটেলিনের রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের সহিত নাড়ীর বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই—হৃদ্‌পিণ্ডের গতি অত্যন্ত প্রবল অথচ নাড়ী ক্ষীণ, মৃদু, অনিয়মিত ইহাই ডিজিটেলিনের প্রধান লক্ষণ। **ডাঃ জার** বলেন 'দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দনের সহিত নাড়ীর গতি অতি ধীর এবং বিলম্বিত হইলে ইহা ডিজিটেলিস তুল্য'। ডিজিটেলিন যেমন হৃদ্‌যন্ত্রের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ সেইরূপ চক্ষুরও একটী কার্য্যকরী ঔষধ। রোগী মনে ভাবে যেন তাহার চক্ষু দুইটী ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া চক্ষুকোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে (ল্যাকটিউকা, কমোক্লেডিয়া, অ্যামিল, লাইকো, প্যাসিফ্লো, ফস্, সাল্ফ) ইহাতে নানাপ্রকার দৃষ্টিভ্রম আছে, রোগীর দৃষ্টিপথে যেন ধূলিকণা বা কাল বিন্দুসকল উড়িয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যাবেলা রোগীর দৃষ্টিপথের কিয়দংশ যেন মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে এরূপ বোধ। চোখের সম্মুখে যেন চক্‌মক্ করিতেছে, ঘরের ভিতরের সমস্ত পদার্থ যেন একটি অন্যটির সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে। আলোর চতুর্দ্দিকে রোগী একটী শোভা দেখিতে পায়।

ডিজিটেলিন—গা-বমি, উদরাময়, রোগী ডিমের ভিতরকার হলুদ রঙের কুসুমের ন্যায় পদার্থ বমি করে, বমি করিবার সময় কাঁপিতে থাকে ও উপর পেটে ভয়ানক শূন্যতা অনুভব করে। পেট ফাঁপে পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠে, ইহার পরে রোগী অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে। রোগী নাকে কোনপ্রকার গন্ধ সহ্য করিতে পারে না; শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম নির্গত হয়; ইহার রোগী যখন চলাফেরা করে তখন তাহার এই মনে হয় যেন ঐখানকার মাটী সরিয়া যাইতেছে বা নামিয়া যাইতেছে।

ডাঃ ক্লার্ক বলেন রোগীর ঘুমন্ত অবস্থায় পুনঃপুনঃ **স্বপ্নদোষ** হওয়া এই ঔষধের একটী **প্রধান লক্ষণ**। ডিজিটেলিন রোগীর হাত পা ঈষৎ কাঁপে, রোগী তাহার ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য

করিতে পারে না যেন তাহার পক্ষাঘাত হইয়াছে। বিশ্রামে সমস্ত কষ্টের বৃদ্ধি, উরুতের এবং জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে খিলধরার ভাব হয়।

রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, যদিই বা পারে সে তাহার সারমর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না (অ্যাগা, অ্যাসিড-ফস্, স্কুটেল)।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, জলাদি পানে, ঘুম ভাঙ্গিবার পর বৃদ্ধি এবং আহারের পর এবং নির্ম্মল বায়ুর ভিতর হাঁটাচলা করিলে উপশম।

সদৃশ :—এই ঔষধ ডিজিটেলিস, কোনাযাম, কোকেন, জেলস, ট্যাবাকাম, ক্র্যাটেগাস, গ্র্যাটিওলা অ্যাডোনিস, লিথাটি স, ডিজিটক্সিনাম প্রভৃতি ঔষধ সমতুল্য।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x চূর্ণ ৩০, ২০০ শক্তি।

ডিজিটেলিস-পার্পিউরিয়া (Digitalis Purpurea)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ফক্স-গ্লোভ। এই জাতীয় গাছ সমস্ত ইউরোপে জন্মে। হানেমান নিজে ইহার প্রুভিং করেন। ইহার তাজা পাতার রস হইতে মাদার-টিংচার হয়।

ব্যবহারস্থল :—হৃদ্‌পিণ্ডের অত্যধিক দুর্ব্বলতা ইহাতে আছে। দুর্ব্বলতার জন্য তাহার কথা বলিতে কষ্ট, শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় হইয়া থাকে।

হাঁপানী, হৃদ্‌যন্ত্রের নানাবিধ পীড়া, ফুসফুসের প্রদাহ, মস্তিষ্কাবরণ-ঝিল্লী-প্রদাহ, অন্ধত্ব, মূত্রযন্ত্র ও কিডনির ক্রিযার অভাবের জন্য প্রস্রাবের সহিত লাল রেণুসকল নির্গত হয়, প্রস্রাব করিবার সময় অত্যধিক জ্বালা অনুভূত হয় এবং রাত্রে প্রায়ই অসাড়ে বেতঃপাত হয় বা সঙ্গমাদির পর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। যকৃত অত্যধিক বড় হইয়া যাইবার ফলে পাণ্ডুরোগ ও যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত হইবার ফলে উদরাময় হইয়া থাকে। রোগীর মুখমণ্ডল মৃতব্যক্তির মুখমণ্ডলের ন্যায় রক্তশূন্য মনে হয়। কখন কখন রোগীর গাত্রচর্ম্ম, অক্ষিপুট, ওষ্ঠ, জিহ্বা, ইত্যাদি নীলিমাযুক্ত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—ডিজিটেলিস হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ার একটি শক্তিশালী ঔষধ। হৃদ্‌পিণ্ডের উপর ডিজিটেলিসের ক্রিয়া সমধিক। ইহার ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর এবং ইহা একটি অ্যান্টিসোরিক ঔষধ। ডিজিটেলিসের অপব্যবহারের ফলে নানাবিধ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য ইহা **খুব সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।** বিশেষতঃ নিম্নশক্তির ডিজিটেলিস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ডিজিটেলিস উচ্চশক্তি প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ডিজিটেলিসের মুখ্য ক্রিয়া যেমন হৃদ্‌পিণ্ডের উপর তেমনি গৌণক্রিয়া যকৃতের উপর। ডিজিটেলিস রোগী মনে করে সে সামান্য নড়াচড়া করিলেই হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। হৃদ্‌পিণ্ড ব্যথাযুক্ত হইয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। হৃদ্‌রোগীর নাড়ী পূর্ণ, অনিয়মিত, অতি দুর্ব্বল ও মৃদু। যেখানে রোগীর প্রত্যেক তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম নাড়ী-স্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত ও প্রবল হইবে সেখানে ডিজিটেলিস ব্যবহার সঙ্গত নহে।

হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া :—ডিজিটেলিস হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ার একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হৃদপিণ্ডের পীড়ায় এই ঔষধ সর্ব্বজাতীয় চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডিজিটেলিস রোগী মনে ভাবে যেন হঠাৎ তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল, সেইজন্য

সে অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; নাড়ীর গতি অত্যন্ত মৃদু, দুর্ব্বল ও সবিরাম হইতে থাকে। নাড়ীর প্রতি তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম স্পন্দন অনিয়মিত বা দ্রুত হইয়া থাকে। ডিজিটেলিস রোগী খাইবার পর বা নড়াচড়া করিলে মনে ভাবে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া স্থির হইয়া যাইবে (কোকেন) আবার নড়াচড়া করিলে হৃদ্‌পিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে (জেলস), সকল অবস্থাতেই হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ লক্ষণ লোবেলিয়াতে আছে। ডিজিটেলিস রোগী সামান্য মাত্র দেহ সঞ্চালন করিলেই হৃদ্‌স্পন্দন উপস্থিত হয় এবং হৃদ্‌পিণ্ড মধ্যে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা হইতে থাকে (আয়োড)।

আর্সেনিক :—রোগীর ভয়ানক হৃদ্‌স্পন্দন উহা রাত্রি ১২টার পর শয়নকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কোনায়াম, নাক্স—হৃদ্‌পিণ্ড মধ্যে পুনঃ পুনঃ সঙ্ঘাত বোধ।

অ্যাসিড-ফ্লোরিক :—হৃদ্‌পিণ্ড পুনঃ পুনঃ নাচিয়া উঠে।

কেলি-কার্ব্ব :—হৃদ্‌যন্ত্রে জ্বালা অনুভব।

নেট্রাম-মিউর :—হৃদ্‌প্রদেশে শীত অনুভব।

ক্যাক্টাস :—রোগী মনে করে যেন তাহার হৃদ্‌যন্ত্র লৌহনির্ম্মিত হস্ত দ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছে।

ফেসিওলাস :—অতি সাংঘাতিক প্রকারের বুক ধড়ফড়ানি রোগে যেখানে রোগী মনে ভাবে আমার এখনই মৃত্যু হইবে তথায় ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

অ্যাসপ্যারাগাস :—প্রস্রাবে অত্যন্ত ঝাঁঝাল গন্ধ, প্রস্রাবের দ্বারে অত্যন্ত সূচফোটান ব্যথা, ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, সেই সঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্রের চারিদিকে ব্যথা ও ধড়ফড়ানি থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

ষ্টোফ্যানথাস :—এই ঔষধ দুরারোগ্য হৃদ্‌পিণ্ড পীড়ায় উপযোগী।

ক্র্যাটিগাস :—দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোনও প্রকার হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ভুগিয়া হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার লোপ হইবার উপক্রমে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। ডিজিটেলিস রোগী হৃদ্‌স্পন্দন কালে অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করে তখন তাহার মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়। রোগীর হৃদ্‌পিণ্ড এত দুর্ব্বল যে বিছানায় উঠিয়া বসিতে গেলেও মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়—সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিগত নাড়ীত আছেই অর্থাৎ নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ধীর গতি, সবিরাম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম বিলোপী।

মধ্যলোপী নাড়ী—স্পাইজিলিয়া,

মধ্যলোপী নাড়ীর সহিত হৃদ্‌স্পন্দন—সিকেলি, কোনায়, ডিজি, কেলি-কার্ব্ব, নেট-মিউর,

শোথ :—হৃদ্‌পিণ্ডের কোনরূপ পীড়ার জন্য শোথ বা উদরী হইলে অথবা বসন্ত ও হাম প্রভৃতি পীড়ার পর সার্ব্বাঙ্গিক শোথ হইলে যদি পূর্ব্ববর্ণিতরূপ নাড়ীর গতি ও দুর্ব্বলতা থাকে, তাহা হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়াজনিত শোথ বা উদরী প্রায় সার্ব্বাঙ্গিক হইয়া পড়ে। প্রথম অবস্থায় রোগীর সামান্য সামান্য শ্বাসকষ্ট দেখা যায়, পরে তাহার অনবরত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা হইতে থাকে। ডিজিটেলিসের ধাতুবিশিষ্ট রোগীর **এক হাত গরম অন্যটী ঠাণ্ডা** (চায়না, পালসে)।

মস্কাস—রোগীর এক হাত আগুনের মত গরম ও ফ্যাকাসে, অপর হাত বরফের মত ঠাণ্ডা ও লালাভ।

চেলিডোনিয়াম, লাইকোপো—এক পা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, অপর পা খুব গরম।

ডিজিটেলিস রোগীর সার্ব্বাঙ্গিক শোথ আছে, প্রস্রাবে অ্যালবুমেন থাকে, ফলে প্রস্রাব অত্যন্ত কম হয়। রোগীর ভিতর ও বাহির সমস্ত যন্ত্রই শোথাক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগীর হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক হইয়া যায়।

অ্যাডোনিস-ভার্ণালিস—হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ার জন্য শোথরোগে যেখানে বুকে জল জমিয়া যায় ও উদরীরোগ হয়, তথায় এই ঔষধ উপযোগী।

যকৃতের পীড়া:—হৃদ্‌যন্ত্রের নানাবিধ পীড়ার জন্য যকৃতের পীড়া হইলে এবং যকৃতের পীড়ার জন্য ন্যাবা হইয়া রোগীর মল শাদা ছাইএর মত হইলে, যকৃত বড় হইলে, যকৃতের স্থানে বেদনা থাকিলে, সেই সঙ্গে মুখে তিক্তস্বাদ, জিহ্বা পরিষ্কার, নাড়ীর গতি ধীর ও সবিরাম, অঘোর ও অবসন্নভাবের সহিত অল্প অল্প প্রস্রাব হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ডিজিটেলিস হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া হেতু বমি হইলে এবং বমির সহিত অঘোর আচ্ছন্নভাব ও পরিষ্কার জিহ্বা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। বমিতে পরিষ্কার জিহ্বা সিনা ও ইপিকাকে দেখা যায়। সিনার বমন কৃমির জন্য এবং ইপিকাকের বমন পাকযন্ত্রের বিকৃতির জন্য হইয়া থাকে। ডিজিটেলিস রোগী ধূমপান করিলে উহা মিষ্টস্বাদযুক্ত হয়, রুটী লাগে তিক্ত, তাহার জিহ্বা পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও আহারে অরুচি বোধ।

স্বপ্নদোষ:—ডিজিটেলিস স্বপ্নদোষের একটি উত্তম ঔষধ। রোগীর রমনেচ্ছা তীব্র। রাত্রে পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গম হইয়া রেতঃপাত হইলে ইহা উপযোগী ঔষধ। ডাঃ বেয়ার উপদেশ দেন যে, স্বপ্নদোষ রোগে এই ঔষধের ২x বা ৩x (ডিজিটেলিস ২x চূর্ণ আরও ভাল) প্রত্যহ বা দুই একদিন অন্তর সেবন করিলে স্বপ্নদোষ যত শীঘ্র আরোগ্যলাভ করে, এত শীঘ্র আর কোন ঔষধে আরোগ্যলাভ করে না। স্বপ্নদোষের জন্য এই ঔষধ সকালে প্রয়োগ করিবে, বৈকালে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

নিউমোনিয়া রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের নিউমোনিয়া রোগে যদি নিউমোনিয়ার সহিত হৃদ্‌স্পন্দন থাকে বা পূর্ব্ববর্ণিতরূপ নাড়ীর গতি বিদ্যমান থাকে।

ম্যালেরিয়া বা সবিরাম জ্বর:—রোগীর একবার শীত ও একবার উত্তাপ বোধ, সেই সঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা অথবা একখানি হাত ঠাণ্ডা ও একখানি হাত গরম, নাড়ীর গতি ধীর ও অসম, সামান্য নড়াচড়ায় নাড়ীর গতির বৃদ্ধি, **ভিতরে শীতবোধ, বাহিরে উত্তাপবোধ** রোগীর ঘাম শীতল ও চটচটে ইত্যাদি ডিজিটেলিসের প্রশস্ত লক্ষণ।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—রাত্রিকালে বা ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিবার পর, খাইবার পর, নড়াচড়ায়, বিছানায় শায়িত অবস্থায়, তুলিয়া বসাইতে গেলে, ঠাণ্ডা জল পানের পর ও ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইবার পর রোগের বৃদ্ধি। তামাক খাইলে বুকের যন্ত্রণা ও চোখের কষ্ট বাড়ে এবং রোগীর পেট খালি থাকিলে ও মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইলে উপশম।

সম্বন্ধ:—ডিজিটেলিস হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায়—লোবেলিয়া, নাইকো, ক্রোটেলাস, অ্যাস্‌পেরেগাস তুল্য ; নিদ্রাবস্থার পর রোগের বৃদ্ধিতে—অ্যাপোসাই, ল্যাকে, ক্যাল্‌মিয়া সমতুল্য ; ভয়ঙ্কর বিবমিষায়—স্পাইজে, অ্যান্টিম-টার্ট তুল্য ; ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম ও বমনে—ট্যাবেকাম ও ভেরেট্রাম তুল্য।

শক্তি:—৩x, ৬x, চূর্ণ, ৩০, ২০০ শক্তি।

ডিফ্‌থিরিণাম (Diphtherinum.)

পরিচয় :— ইহা একটী নোসোড। এই ঔষধ ডিপ্‌থিরিয়ার রোগের বিষ বা বীজ হইতে চূর্ণ বা আরক আকারে তৈরী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—ডিপথিরিণামের উচ্চ বা উচ্চতর শক্তি ডিপথিরিয়া রোগের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন কোথাও এই রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দেয় তখন ঐ জনপদবাসিগণকে এই ঔষধের ২।১ মাত্রা করিয়া সেবন করাইলে রোগ হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। ডিপথিরিণাম **পুনঃ পুনঃ** বা **নিম্নশক্তি** প্রযোগ করা কর্ত্তব্য নহে ; করিলে উপকার ত হয়ই না, বরং অপকারই হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির খুব শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয় বা যাহারা অত্যন্ত সর্দ্দিপ্রবণ-ধাতুর লোক তাহাদিগের পক্ষে এবং সাংঘাতিক ডিপথিরিয়া রোগে যেখানে কণ্ঠাভ্যন্তরস্থিত গ্রন্থিসকল বৃদ্ধিত হয়, ব্যথান্বিত হইয়া জিহ্বা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠে, সেখানে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী। এই ঔষধের স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (কেলি-পার্মাঙ্গ)। ডিপথিরিয়ার পর পক্ষাঘাত হইলে ডিপথিরিণাম—ল্যাকেসিস, কষ্টি, জেল্‌স, ল্যাক্‌-ক্যানাইনাম সদৃশ ঔষধ।

এই ঔষধের ঝিল্লী পুরু, মলিন-ধূসর, গাত্রতাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অল্প, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত, রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং দুর্ব্বলতা প্রবলভাবে দেখা দেয়। ডিপথিরিয়ায় আক্রমণের সূত্রপাত হইতেই নাসিকা হইতে রক্তপাত হইতে থাকে এবং রোগের সূচনা হইতেই রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হয় (ক্রোটে, মার্ক-সায়ে)। ডিপথিরিণামের নিজ প্রকৃতিগত লক্ষণ বড় একটা দেখা যায় না, কেবল যখন রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই রোগের সাংঘাতিক অবস্থার উৎপত্তি হয় এবং সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করা সত্বেও যখন কোন উপকার পাওয়া যায় না তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ডাঃ অ্যালেন উপরোক্ত লক্ষণ অনুসারে ডিফ্‌থিরিণাম ব্যবহার করিয়া ফল পাইবেন।

ডিপথিরিণামের রোগীর টনসিল ও গলার চারিদিকের বীচি (গ্ল্যাণ্ড) গুলি বড় হয় ও বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে এবং নাসিকা বা মুখ হইতে যে কোন স্রাব নির্গত হউক না কেন, উহা অত্যন্ত **দুর্গন্ধযুক্ত** (রোগীর নিশ্বাস হইতেও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়), রোগী অন্যান্য দ্রব্য আহার করিতে পারে কিন্তু যে কোন প্রকার **তরল পানীয়** পান করিতে গেলেই উহা **নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।**

ডিপথিরিণাম—মূর্চ্ছারোগীদের মূর্চ্ছার আক্রমণ যখন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে থাকে, যাহার ফলে সে মনে করে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য, তাহার শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হইতে থাকে, হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়, তখন এই ঔষধের উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

ইহার রোগীর রোগ-লক্ষণ সাধারণতঃ যন্ত্রণাবিহীন, সে তাহার রোগ-লক্ষণ নিজে অনুভব করিতে পারে না, রোগী সকল কার্য্যে উদাসীন, তাহার নিজের এমন কোন শক্তি তখন থাকে না যে নিজের হাত পা নাড়িয়াও তাহার রোগলক্ষণ বর্ণনা করে। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে রোগী পুনরায় চৈতন্য পাইয়া থাকে। (আর্ণিকা,—ব্যাপ্টে)।

ডাঃ অ্যালেন বলেন, আমার ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি **ডিপথিরিয়ার** একটী উত্তম প্রতিষেধক ঔষধ **ডিপথিরিণাম।**

শক্তি :—৩০, ২০০, ৫০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ।

ড্যাফনি-ইণ্ডিকা (Daphne Indica)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ অন্ধত্ব, ক্ষীণদৃষ্টি, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাসি, জ্বর, পাকাশয়ের শূল, প্রমেহ, কুষ্ঠ, পারদদোষ ও উপদংশ, শুক্রক্ষয়, প্লীহা রোগ প্রভৃতির উত্তম ঔষধ।

মাংসপেশী, গাত্র চর্ম্ম ও অস্থিই ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল। অতএব উপদংশ রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার বেদনা স্থান-পরিবর্ত্তন শীল এবং ইহা বিদ্যুৎবেগে দ্রুত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। **ধূমপানের প্রবল পিপাসা** ড্যাফনি প্রয়োগের কতকটা নির্দ্দেশক লক্ষণ।

রোগীর গাত্রচর্ম্মের উপর ঈষৎ চটচটে ঘর্ম্ম হইয়া সন্ধ্যার সময় পায়ের উপর উদ্ভেদ নির্গত হয়। রোগীর জিহ্বার **একপার্শ্ব** লেপাবৃত। নিঃশ্বাস, ঘর্ম্ম, মূত্র প্রভৃতি **অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত**। ইহার হস্ত পদাদির শেষভাগ হইতে বেদনা হঠাৎ স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির তলদেশ হইতে বেদনা হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডে আবির্ভূত হয়। রোগী মনে ভাবে যেন তাহার মাথা, হাত প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। প্রস্রাব করিবার সময় মনে হয় যেন মূত্রনলী ভাজিয়া গিয়াছে। পেট জ্বালা।

শক্তি :—১, ৩, ৬, ১২, ৩০ শক্তি।

ড্যামিয়ানা (Damiana)।

ইহার অপর নাম টার্ণেরা।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ঋতুবন্ধ, বাধক, **ধ্বজভঙ্গ**, শ্বেতপ্রদর, মাথার যন্ত্রণা, শুক্রক্ষয়, বন্ধ্যাত্ব, মূত্রবেগ ধারণে অসমর্থতা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য।

ডাঃ হেল বলেন, এই ঔষধ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অত্যন্ত ইন্দ্রিয়সেবা, উপদংশ বা প্রমেহ, রজোরোধ ও বাধক এবং প্রদর প্রভৃতির জন্য জননেন্দ্রিয়ের **শিথিলতায়** এই ঔষধ ফলপ্রদ। স্বপ্নদোষ বা অসাড়ে লালাবৎ স্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ।

বৃদ্ধদিগের মূত্রবেগ ধারণ ক্ষমতার অভাব, তাহাদের অসাড়ে অনবরত ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গত হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ভয়ানক আধ-কপালে মাথাধরায়ও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

ধ্বজভঙ্গ রোগে এই ঔষধ জেল্‌স, সেবাল-সেরুলেটা, অ্যাগ্নাস তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা মাত্রা।

(Datura Arborea.)।

ব্যবহারস্থল :—রোগী তাহার চিন্তাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারে না। মস্তিষ্ক শত সহস্র চিন্তা বা চিন্তাধারা দ্বারা পরিপূর্ণ। যেমন তাহার চিন্তার বিষয়গুলি মস্তিষ্কের বাহিরে ঘুরিয়া

বেদনা হইতেছে এরূপ অনুভব। মস্তিষ্কের পীড়া, হৃদযন্ত্রের চতুর্দ্দিকে ও পাকস্থলীর ভিতর জ্বালা। যকৃৎপ্রদেশে গরম ও দপ্‌দপানি অনুভব।

শক্তি :—টিংচার হইতে ৬ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ডেরিস-পিনেটা (Derris Pinneta)।

ব্যবহারস্থল :—বাতধাতুর লোকদিগের স্নায়ুশূল জাতীয় শিরঃপীড়ায় ব্যবহার্য্য।

ড্রোসেরা-রোটাণ্ডিফোলিয়া (Drosera Rotandifolia)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সান্‌ডিউ। এই জাতীয় গুল্ম ইউরোপ, এসিয়া ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিলেই সমগ্র বৃক্ষটী সংগ্রহ করিয়া প্রক্রিয়াবিশেষে উহা হইতে অরিষ্ট বা আরক প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হুপিং কাসি, হাঁপানি, শ্বাসনলী-প্রদাহ, ক্ষয়কাসি, স্বরনলী-প্রদাহ, মৃগী, ক্ষীণদৃষ্টি, সর্দ্দি, রক্তস্রাব, ঘাম, বমনেচ্ছা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য।

ড্রোসেরা হুপিং কাসির একটী প্রধান ঔষধ। ইহার হুপিং কাসির প্রকোপ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এত শীঘ্র শীঘ্র কাসির প্রকোপ আরম্ভ হয় যে, রোগী না পারে কথা বলিতে, না পারে শ্বাস ফেলিতে। ইহার কাসি জলপান করিবামাত্র, গরমে, গান গাহিলে, হাসি-কান্না প্রভৃতিতে বেশী হয়। রোগী কাসিতে কাসিতে প্রথম ভুক্তপদার্থ সকল, তারপর শ্লেষ্মা বমন করে। ড্রোসেরার কাসির প্রকোপ প্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর আবির্ভাব হয়, ঐ কাসি গভীর, ঘড়্‌ঘড়ে স্বরভঙ্গকারী। রোগী মনে করে তাহার গলার ভিতর একটী পাখীর পালক আছে, সেইজন্য এত কাসির প্রকোপ হইতেছে।

যুবকদিগের ক্ষয়রোগে যদি রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি, গয়ারে পূঁজ বা রক্ত মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে ড্রোসেরা কার্য্যকরী ঔষধ। এই ঔষধ বক্তাদের বা কথকদের গলক্ষত, স্বরভঙ্গ, গলার শুষ্কতা বোধ, স্বরনলীর শুষ্কতা বোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সংক্রামক হুপিং কাসির সময় ঘাম উঠিয়া যদি উহার ভিতর কুট্‌কুট্‌ করে, জ্বালা করে, পিট্‌পিট্‌ করে এবং গায়ের ঢাকা খুলিলে জ্বালা করে তাহা হইলে ড্রোসেরা উপযোগী ঔষধ।

সায়েটিকা ব্যথা বা উরু-পশ্চাৎস্থিত স্নায়ুশূলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়; যদি ঐ ব্যথা টিপিলে বা শরীর সম্মুখদিক অবনত করিলে বা ব্যথাযুক্ত স্থান চাপিয়া শুইয়া থাকিলে ব্যথা বাড়ে, এবং বিছানা হইতে উঠিলে ব্যথা কমে তবে এই ঔষধে উপকার হয়।

হুপিং-কাসি :—ড্রোসেরা রোগীর মানসিক অস্থিরতা খুব বেশী, সেইজন্য সে কোন বিষয়ে অধিক সময় মনোযোগ দিতে পারে না। সামান্য কারণে রোগী বিচলিত হইয়া পড়ে। খব গরম বোধ, সন্ধ্যাবেলা একলা থাকিলে অথবা রাত্রিকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে রোগী মনে ভাবে, কেহ যেন জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করিতেছে (ম্যাগ-ফস, রাস, সিংকম, সাইলি)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহা হুপিং কাসির একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হুপিং কাসির প্রচণ্ড বেগ এত ঘন ঘন হয় যে, রোগী শ্বাস গ্রহণ করিবার অবসর পায় না। রাত্রে শয়ন করিবার উপক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই কাসির উপক্রম হয়, ঐ কাসির স্বর ঘড়্ ঘড়ে ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা। রোগীর কাসিতে কাসিতে গলা বন্ধ হইয়া যায়, কাসিবার সময় বুকের পাঁজরা যেন চাপিয়া ধরে, যদি কাসির সময় গয়ার না উঠে তবে বমি ও কাট-বমি হইতে থাকে। কাসির বৃদ্ধি রাত্রি ১২টার পর বা ঘাম বসিয়া যাইবার পূর্ব্বে বা পরে। হুপিং কাসির সহিত উদরাময় ও আমরক্ত মিশ্রিত মল থাকিলেও ইহা উপযোগী।

কক্কাস-ক্যাকুট—রোগী কাসিতে কাঁসিতে প্রাতে ৬ ৭টার ভিতর জাগ্রত হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠাইতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনবরত কাসিতে থাকে।

ইণ্ডিগো—দিনের বেলা রোগীর বারম্বার খুকখুকে কাসি নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে এবং রাত্রিবেলা "হুপ"শব্দযুক্ত কাসি হয়।

কোরেলিয়াম-রুব্রাম—ইহার কাসি সম-সময়-ব্যবধান-অন্তর রহিয়া রহিয়া হইতে থাকে। কাসির পূর্ব্বে রোগীর দম আটকাইবার ভাব ও কাসির পর অসম্ভব দুর্ব্বলতা অনুভব হওয়া নির্দ্দেশক লক্ষণ। ইহার কাসি দিনের বেলায় ঘন ঘন হয় এবং ঐ কাসির প্রকোপ কয়েক মুহূর্ত্ত থাকে, কিন্তু রাত্রিবেলা যে কাস হয় তাহা ভয়ঙ্কর, কাসির ধমকে দম আটকাইয়া যাইবার মত হইয়া শিশু নীল হইয়া যায়।

ভার্ব্বাসকাম—ভগ্নস্বরবিশিষ্ট ঘড়্ ঘড়ে কাসি ইহার বিশিষ্টতা, ড্রসেরায়ও এইরূপ দেখা যায়। ভার্ব্বাসকামের কাসির প্রকোপ সাধারণতঃ রাত্রেই বেশী দেখা যায় এবং শিশুদিগের নিদ্রিত অবস্থার কাসিতেই ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়।

এখন আমরা হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নজর দিব। ইহার হুপিং কাসির বৃদ্ধি শয়নে, মধ্যরাত্রি হইতে রাত্রি ৩-৫টা পর্য্যন্ত, আহারের পর, ঠাণ্ডা পানীয় সেবনের পর, গরমে, কথা কহিলে, হাসিলে, কাঁদিলে রোগের বৃদ্ধি। এই শয়নে বৃদ্ধি আমরা মেফাইটিস ও কোরেলিয়ামেও দেখিতে পাই। মেফাইটিসের বৃদ্ধি মধ্যরাত্রে না হউক রাত্রে বৃদ্ধি। কোরেলিয়ামের খুকখুকে কাসি সমস্ত দিন চলিতে থাকে এবং রাত্রে রীতিমত "হুপ"যুক্ত কাসি আরম্ভ হয়, বিশেষতঃ ইহার কাসির বৃদ্ধি ভোরের দিকে খুব বেশী। মেফাইটিস ও কোরেলিয়াম শিশুর মুখমণ্ডল **কালবর্ণ** ধারণ করে এবং ড্রোসেরার মুখমণ্ডল **নীলবর্ণ** ধারণ করে। কক্কাস ও কেলি-বাইক্রমের কাসির বেগও ভোরের বেলা বেশী হয় এবং বমন করিলে উপশম দেখা যায়, উভয় ঔষধেই দড়ির ন্যায় লম্বা লম্বা শ্লেষ্মা বহির্গত হওয়া আছে। কক্কাসের শক্ত সূতার ন্যায় এবং কেলি-বাইক্রমের হলুদবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হওয়াই বৈশিষ্ট্য। কক্কাসের হুপিং কাসি সাধারণতঃ শীতকালে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে বেশী হয়। যদিও তাহার ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি তবুও সে গরম ঘরে বা গরমের ভিতর থাকিতে চায় না, তাহাতে তাহার কাসির বৃদ্ধি হয়; ড্রোসেরায়ও এই লক্ষণ আছে। কক্কাস রোগী শীতল পানীয় চায়, তাহাতে উপসর্গের উপশম হয়।

সাধারণ কাসি:—ড্রোসেরা সাধারণ কাসিতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাসিতে রোগীর গলা সুড়্ সুড়্ করে, সেই সঙ্গে স্বরভঙ্গ আছে, এবং মাথাটি বালিসের উপর রাখিলেই কাসির সূত্রপাত—এই লক্ষণটি থাকা চাই। বালিসে মাথা দিলেই কাসির উপক্রম, ইহা ক্রোটন, হাইওস, রিউমেক্স প্রভৃতি ঔষধেও আছে।

ক্রোটন রোগীর বালিসে মাথা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া বসিতে হইবে, সেইজন্য রোগী চেয়ারে বসিয়া ঘুমায়। **হায়োসিয়ামাস** রোগীর কাসিও ড্রোসেবার ন্যায়, তবে ইহার কাসি আক্ষেপযুক্ত, এমন কি তাহার শরীরের মাংসপেশীতে অল্প-বিস্তর আক্ষেপ দেখা যায়। ইহার রোগীর মোটেই ঘুম হয় না, বিনিদ্র অবস্থায় রাত্রি কাটায়। **রিউমেক্স**—ইহারও শয়নে বৃদ্ধি, কিন্তু ইহার প্রকৃত বৃদ্ধি ঠাণ্ডা বাতাসে, এইজন্য রোগী শয়নের করিবার সময় সমস্ত শরীর ঢাকিয়া শয়ন করে। ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই, প্রাতঃকালীন উদরাময় ও নৈশকাসি—সেই সঙ্গে গলার ভিতর সুড়্ সুড়্ করা।

ক্ষয়কাসি :—ক্ষয়কাসির প্রকোপ রাত্রে যদি খুব বেশী দেখা যায় এবং ঐ কাসি সমস্ত রাত্রিই যদি চলিতে থাকে, বিশেষতঃ উহা যদি রাত্রি ১২টার পর হইতে বেশী হয়, তবে ড্রোসেরা উপযোগী ঔষধ। কাসির সহিত যদি রক্ত ও রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে ড্রোসেরা ব্যবহারে অনেকটা ফল পাওয়া যায় (কক্কাস-ক্যাক)। যুবকদিগের ক্ষয়কাসির সহিত রক্তমিশ্রিত বা পুঁজমিশ্রিত গয়ারের সহিত নৈশকাসি থাকিলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। যক্ষ্মারোগের অবিরাম, যন্ত্রণাদায়ক নৈশকাসি অনেক সময় এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করে এবং যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের শ্বাস-কাসিতেও এই ঔষধের প্রয়োগ আছে। ড্রোসেরা **শ্বাসনলীর ক্ষয়রোগেও** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বরভঙ্গ, গয়ের শক্ত, বুকে বেদনা, যেন বুকের ভিতর ক্ষত হইয়াছে প্রভৃতি উপসর্গ দেখা গেলে ড্রোসেরার কথা ভাবা উচিত। শ্বাসনলীর ক্ষয়রোগে যে আক্ষেপিক কাসি হয়, উহা হয়ত একবার সন্ধ্যাবেলা, না হয় দুই প্রহর রাত্রির পর আরম্ভ হইয়া থাকে।

হুপিং কাসি বা ক্ষয়রোগীর পূর্ব্বলিখিতরূপ নির্দ্দিষ্ট কাসির সহিত যদি **উদরাময় ও আমাশয়** থাকে তাহা হইলেও ড্রোসেরা দ্বারা উপকার দর্শে।

সতর্কতা :—**হানেমান বলেন,** প্রকৃত হুপিং কাসি রোগে যেখানে ড্রোসেরার প্রয়োজন হয়, সেখানে ইহার ৩০ শক্তির একটী মাত্রা প্রয়োগ করিলেই ৭।৮ দিনের ভিতর রোগী আরোগ্যলাভ করিবে, সুতরাং প্রথম মাত্রা প্রয়োগের অল্প কয়েক দিন পর পুনরায় দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ নিষিদ্ধ, তাহাতে উপকার ত হয়ই না, অধিকন্তু অপকারের আশঙ্কাই বেশী।

হেরিং বলেন, হুপিং কাসি রোগে ড্রোসেরা প্রয়োগের ব্যবধানকালে সালফার এবং ভিরেট্রাম প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যক্ষ্মারোগের নৈশকাসিতে ড্রোসেরার পর কোনায়াম অত্যন্ত উপযোগী ঔষধ।

হুপিং কাসিতে (ড্রোসেরা,—কোরেলিয়াম-রুব, কুপ্রাম, কক্কাস-ক্যাক, সিম্ফাইটাম, ট্রাইফোলি-প্র্যাট, ইপিকাক, সিনা, হাইওসিয়ামাস তুল্য ঔষধ।

শক্তি :— ১x, ৩x, ৬, ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

থাইমল (Thymol)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের ক্রিয়া জননেন্দ্রিয়ের উপর সুন্দরভাবে দেখা যায়। থাইমল **বক্রকৃমি** বা হুকওয়ার্মসের অব্যর্থ ঔষধ (চেনোপোডিয়াম)। এই ঔষধ স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য,

মূত্রাশয়ের প্রদাহ (সিস্টাইটিস), যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক (Priapism), ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী। ঔষধ পরীক্ষায় ইহাতে অসম্ভব কামোদ্রেক পরিলক্ষিত হইয়াছে।

থাইমল রোগীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া শুক্রক্ষয় হয়। কোন উত্তেজক কারণ ব্যতিরেকে মুহুর্মুহু কষ্টকর লিঙ্গোদ্রেক হইয়া থাকে। রোগী প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা অনুভব করে এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করে। ইহার প্রস্রাবের পরিমাণ অতিরিক্ত এবং প্রস্রাবে ইউরেটের (Urates) মাত্রার আধিক্য ও ফস্‌ফোরাসের মাত্রায় হীনতা দেখা যায়।

নিদ্রার ভিতর অশ্লীল ও কাল্পনিক স্বপ্ন দেখে এবং তাহার নিদ্রা, শ্রান্তি ও ক্লান্তির সহিত ভাঙ্গিয়া যায়।

শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে লক্ষণের বৃদ্ধি।

রোগী বড়ই রাগী, খামখেয়ালি মেজাজের। লোকসমাজের ভিতর থাকিতে ভালবাসে।

শক্তি :—৬ষ্ঠ শক্তি।

থাইমাস গ্ল্যাণ্ড (Thymus gland Extract)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সন্ধিবাত হইয়া অঙ্গবিকৃতি হইলে, অস্থিসন্ধিবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার ৫ গ্রেণ ট্যাবলেট রোজ তিনবার সেব্য।

থাইমাস-সার্পাইলম (Thymus Serpyllum)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ শিশুদিগের সংক্রামক শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় উপযোগী, শুষ্ক স্নায়বিক হাঁপানি, হুপিং কাসি এবং তীব্র আক্ষেপিক কাস রোগে যেখানে গয়ার সামান্য বাহির হয় সেখানে কার্য্যকরী ঔষধ।

থাইমাস রোগীর মাথায় ভারীবোধের সহিত কাণের ভিতর ঝন্‌ঝন্ শব্দ হয়, ফেরিংসের (গলকোষ) ভিতর জ্বালা করে ঐ জ্বালা ঢোক গিলিবার সময় বেশী অনুভব করে। রোগীর বক্ষস্থলে নাড়ী দপিয়া উঠে এবং উহার বর্ণ মলিন হয়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট।

থাইরয়েডিনাম।

পরিচয় :—ইহা থাইরয়েড-একষ্ট্রাট। এই ঔষধ মেষের শুষ্ক থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড (দ্বিদল গ্রন্থির) হইতে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ রক্তহীনতা, শিশুদের শীর্ণতা, পেশীর দুর্ব্বলতা, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির স্নায়বিক কম্পন, পক্ষাঘাত, প্রচুর ঘর্ম্ম, তরুণ হৃদ্‌শূল, বাধক, সূতিকাকালে আক্ষেপ, মূর্চ্ছা, অর্ব্বুদ, স্তন-দুগ্ধের অল্পতা, কুষ্ঠরোগ, চর্ম্মপীড়া, বুদ্ধির জড়তা, স্থূলকায়ত্ব, হস্ত ও পদের পক্ষাঘাত, সর্ব্বশরীরে লাল্ লাল উদ্ভেদ, চুল উঠিয়া যাওয়া ও শোথ প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ উপযোগী।

মন :—থাইরয়েডিনাম উন্মাদ বা প্রসবান্তিক উন্মাদ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীকে এক এক সময় কিছুতেই কথা বলান যায় না। আবার এক এক সময় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে, তাহার সম্মুখে যাহাকে পায় তাহার গলা টিপিয়া ধরে। বিকার অবস্থায় সে মনে করে যেন তাহাকে উৎপীড়ন করা হইতেছে। রোগী ভয়ানক রাগী, সামান্যতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। সময় সময় যেন কিছু দেখিয়া ভয় পাইয়াছে এরূপ ভাব হয়। রোগীর কপালের বেদনা একাদিক্রমে ৯ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

শিশু :—থাইরয়েডিনাম যে সকল শিশুর গলগ্রন্থি অপরিস্ফুট বা তাহার অভাব জন্য দেহের পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব সংঘটিত হইবার ফলে মুখমণ্ডল ও হস্তের চামড়া ফুলিয়া শোথের ন্যায় হয়, রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে রক্তহীন হইয়া যায়, বুদ্ধির জড়তা ঘটে তাহাদের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী। তারপর গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থি অপরিস্ফুট হইলে শিশুর চক্ষুতারকা প্রসারিত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাহার হৃদস্পন্দন বা হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং রোগী নানাবিধ পীড়ার অধীন হইয়া পড়ে। যে সকল শিশুর থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ থাকে সে আজন্ম জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া মুখ হইতে লালা নির্গত হইতে থাকে এবং তাহার দৃষ্টি ফ্যালফ্যালে হয়। ইহার শোথের একটী বিশিষ্টতা আছে যে টিপিলে টোপ পড়ে না। থাইরয়েডিনাম রোগীর মাথার চুল সমস্তই উঠিয়া যায়। ইহার রোগীর যখন তখন শরীরের কোন না কোন অংশ ব্যথা করিতে থাকে।

যে সকল শিশুর (বালকের) অণ্ডকোষ বা বীচি কুঁচকীর নিকট বা তাহার একটু উপরে ঝুলিতে থাকে **যথাস্থানে নামে না,** শরীর ক্রমশঃই শীর্ণ হইতে থাকে অথচ অনবরত খাই খাই করে (সিনা, অ্যানাকার্ডিয়াম, আয়োড্) হাড় রীতিমত পুষ্ট হয় না, হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে শীঘ্র জোড়া লাগে না তাহাদিগকে কিছুদিন ধরিয়া এই ঔষধ ৩x চূর্ণ আধ গ্রেণ মাত্রায় দৈনিক দুইবার সেবন করিতে দিলে উপকার দর্শে। রোগীর শরীরে থাইরয়েড গ্রন্থির অভাব হইলে সে অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্য খাইতে চায় (আর্জ্জে-নাই)। **অতিরিক্ত মেদাধিক্য রোগও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে।**

গলগণ্ড রোগের সহিত অত্যধিক হৃদস্পন্দন থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ। গলগণ্ড রোগে আয়োডিন, স্পঞ্জ, স্পাইজিয়া, ক্যাকটাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হৃদশূল :—থাইরয়েডিনাম একটী বিশেষ উপযোগী ঔষধ। শূলবেদনা এত তীব্র হইতে থাকে যাহার ফলে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। রোগী ১।২ ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিবার সময় বা উপরে উঠিবার সময় তাহার হৃদযন্ত্র দ্রুত স্পন্দিত হইতে থাকে, রোগী মনে করে মৃত্যু আসন্নপ্রায়, যখন এইরূপ সঙ্কট উপস্থিত হয় সেই সময় কয়েক মাত্রা ৩x চূর্ণ বা ৬ শক্তি ঘন ঘন প্রয়োগে রোগী শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে। এমন কি রোগী হেঁট হইয়া জুতা পরিবার সময়ও সাংঘাতিক হৃদশূল হইয়া থাকে। একদিন একটু বেশী পরিশ্রম করিলে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়, দেহ নীলবর্ণ ধারণ করে এবং সে মনে করে যেন আর বাঁচিবে না। থাইরয়েডিনাম হৃদযন্ত্রের পীড়ায় একটী অতি চমৎকার ঔষধ।

স্ত্রীরোগে :—থাইরয়েডিনাম একটী উত্তম ঔষধ। **যে সকল স্ত্রীলোকের ঋতু এক বৎসর যাবৎ বন্ধ ছিল** এই ঔষধ সেবনে এক সপ্তাহের ভিতর পুনরায় **ঋতুর আবির্ভাব** সম্ভব হইয়া থাকে। যে সকল মেয়েদের প্রথম যৌবনে ঋতুস্রাব অল্প হয় তাহাদের পক্ষেও উপযোগী।

রোগিণীর বামদিগের ডিম্বকোষে অনবরত ব্যথানুভব। থাইরয়েডিনাম রোগিণী অত্যন্ত ক্যাকাসে, রক্তশূন্য, দুর্ব্বল, অথচ ক্ষুধা খুব, খাইতেও পারে প্রচুর কিন্তু দিন দিন রক্তশূন্য শীর্ণ হইয়া যায়। সদ্য প্রসূতিদিগের আক্ষেপ বা ধনুষ্টঙ্কার ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। প্রসূতির স্তনে দুগ্ধাভাব ঘটিলেও ইহা ব্যবহার্য্য। স্তনের অর্ব্বুদ ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। জরায়ুর অর্ব্বুদ রোগে ইহা কার্য্যকরী। গর্ভাবস্থায় বমন, গা-বমি-বমি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণেও ইহা দ্বারা সুফল পাওয়া যায়।

চর্ম্মরোগ:—এই ঔষধ কুষ্ঠ, একজিমা, মাছের আঁইসের ন্যায় ঔপদংশিক চর্ম্মপীড়ায় খোলস বাহির হইলে উপযোগী ঔষধ।

হৃদ্‌যন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায় থাইরয়েডিনাম - অরম-মিউর (হৃদস্পন্দন) সামান্য মাত্র পরিশ্রমে হৃদস্পন্দন হইলে।

সম্বন্ধ:—হৃদস্পন্দনে ইহা— আর্সে, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, আয়োড, কেলি-কার্ব্ব, স্পাইজে সদৃশ। সামান্য মাত্র শরীর নড়াচড়ায় হৃদস্পন্দন হইলে —ডিজি, ফেরাম, নেট্র-মিউর, ষ্ট্যাফি, তুল্য। হৃদপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ মূর্চ্ছা হইলে ইহা—কেলি-ফস্ তুল্য।

হৃদপিণ্ডের পক্ষাঘাতে ইহা— অ্যাকো, কার্ব্বো-ভে, ক্রোটে, ল্যাকে, ন্যাজা, অ্যাসি-হাইড্রো সমতুল্য।

শক্তি:—৩x, ৬x চূর্ণ ও ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

থালিয়াম (Thallium Metallicum,) ।

ব্যবহারস্থল:—নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, সমস্ত পেটে ও পাকস্থলীতে তড়িতাঘাতের ন্যায় বেদনা, **অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত**, কঠিন রোগের পর **চুলউঠা বা টাকপড়া**; নৈশঘর্ম্ম; বহুবিধ স্নায়ুশূল (poly neuritis), কশেরুক মজ্জায় তীব্র বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ।

থিওসিনামিনাম (Thiosinaminum.) ।

পরিচয়:—এই ঔষধ সরিষার তৈল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী।

ব্যবহারস্থল:—পেশীবহুল ক্ষতচিহ্ন, অর্ব্বুদ, স্ফীত-গ্রন্থি, বৃক্করোগ বা লুপাস, সংবৃতি (stricture); **কর্ণনাদ**, বধিরতা এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ভাঙ্গা অস্থি সংযোজন করিতে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

থিওসিনামিনাম দ্বারা অক্ষিপুটের রোগ, কর্ণিয়ার (চক্ষুকণীনিকার) বিচ্ছিন্নতা, ছানি, গুল্ফ সন্ধির প্রদাহ, জরায়ুর তন্তুময় অর্ব্বুদ; কঠিন আঁশবিশিষ্ট চর্ম্মরোগাদি আরোগ্য লাভ করে। **কাণের ভিতর নানাপ্রকার শব্দ**।

যাহাতে বার্দ্ধক্য শীঘ্র আসিতে না পারে বা অকাল বার্দ্ধক্য **উপস্থিত** না হইতে পারে তজ্জন্য **ডাঃ হার্ভে** এই ঔষধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। এই ঔষধ চক্ষুরোগের নানাবিধ পীড়ায় উপযোগী। লোকোমোটর-এটাক্সিয়া বা মজ্জা ক্ষয়রোগে ইহা উপকারী ঔষধ।

শক্তি :—১x ক্রম্।

থিবেইনাম (Thebainum.)।

এই ঔষধ ধনুষ্টঙ্কার রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

থিয়া-চিনেন্সিস (Thea Chinensis.)।

পরিচয় :—ইহার অন্য নাম টি বা চা। উৎকৃষ্ট চায়ের পাতা হইতে এই ঔষধ তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উন্মাদ, প্রলাপ, আত্মহত্যা বা নরহত্যা করিবার প্রবল প্রবৃত্তি বা ঝোঁক, আধকপালে মাথাব্যথা, পক্ষাঘাত, স্নায়ুশূল, অনিদ্রা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী।

থিয়া :—পুরাতন চা-পায়ীদিগের যখন দিবানিদ্রা খুব থাকে অথচ রাত্রে নিদ্রা মোটেই হয় না তখন ইহা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। রোগী স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য অনিদ্রা রোগে ভুগিতে থাকিলে ইহা উপযোগী। অতি মাত্রায় চা পানের বিষময় ফলের জন্য রোগীর অজীর্ণ রোগেও ইহা ফলপ্রদ। থিয়া রোগী তাহার উপর পেটে অত্যন্ত খালি খালি বোধ করে এবং লেবু, তেঁতুল প্রভৃতি টকদ্রব্য খাইতে তাহার বড়ই আকাঙ্ক্ষা। চা-পায়ীদিগের হৃদপ্রদেশে যন্ত্রণা ও হৃদস্পন্দন প্রভৃতিও ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়। রোগী সামান্য পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে সময় সময় তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস এত দ্রুত হয় যে, সে মনে করে বুঝি এখনই শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে।

থিয়া রোগী বিকারাবস্থায় মহা উল্লাস প্রকাশ করে, গান গায়, ছন্দে কথা বলে ও অনবরত হাসে। অতিরিক্ত উগ্র চা পান করিবার ফলে নানাবিধ শারীরিক অস্বস্তি ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। থিয়া রোগী মনে করে তাহার বাড়ীর সর্ব্বত্র দুষ্ট-প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নদীর তীরে বেড়াইবার সময় নদীতে ডুবিয়া মরিবার ইচ্ছা (ড্রসেরা, হায়ো, ল্যাকে, বেল, হেলিবো)। ইহার রোগী মনে ভাবে কেহ তাহাকে আত্মহত্যা করিতে বা তাহার শিশুসন্তানকে উপর হইতে উত্তপ্ত জলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিতে প্ররোচিত করিতেছে। থিয়ার রোগী ভয়ানক কলহপ্রিয়, ভাল কথায়ও লোকের সহিত ঝগড়া করে। রাত্রিতে রোগীর নিদ্রা হয় না কিন্তু নানাবিধ চিন্তা তাহার মনের ভিতর উদয় হয়।

সম্বন্ধ :—থিয়া—মাথাধরা ও বাম ডিম্বাধারের বেদনায়—সিপিয়া তুল্য, লেখাপড়ায়, কাজকর্ম্মে অনিচ্ছায়—হাইড্রাস তুল্য, পাকস্থলীর শিথিলতায়—ইপিকাক তুল্য।

অম্লদ্রব্য খাইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়—হিপার-সাল্ফার, অ্যান্টিম-ক্রুড ও ফস্ফোরাসের সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

থিরিডিয়ন্ (Theridion Curassavicum.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম অরেঞ্জ-স্পাইডার। হেরিং এই ঔষধ প্রথম পরীক্ষা করেন। এই জাতীয় কাল মাকড়সা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দেশে কমলালেবুর বৃক্ষে পাওয়া যায়। জীবন্ত মাকড়সা হইতেই মাদার টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—থিরিডিয়ন—মাথাঘোরা, মাথায় যন্ত্রণা, মূর্চ্ছা, বয়োসন্ধিকালের পীড়া, জলাতঙ্ক, দন্তশূল, গলগণ্ড, হৃদশূল, ক্ষয়কাসি, গর্ভাবস্থায় বমন, অস্থিবিকৃতি, জাহাজে বা নৌকায় চড়িয়া বেড়াইলে বমনেচ্ছা, ধনুষ্টঙ্কার, শব্দকাতরতা প্রভৃতি পীড়ার উত্তম ঔষধ।

এই ঔষধ শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া ও মেরুদণ্ডের স্পর্শকাতরতা, দ্রুত-বর্দ্ধনশীল সাংঘাতিক ক্ষয়কাসি, পূতিনস্য এবং অস্থির ক্ষতাদিতে বিশেষ ফলপ্রদ। **ব্যারুচ বলেন**—অস্থিরোগে বিশেষতঃ অস্থিক্ষয়ে এবং অস্থিপূতিতে অতি সতর্কতার সহিত ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার পরও যদি কোন উপকার পাওয়া না যায় তখন এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করা ভাল। এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর আট দিন অপর কোন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

থিরিডিয়ন রোগী চক্ষু বুজিলেই গা-বমি ও মাথাঘোরা আরম্ভ হয় (ল্যাকে, থুজা, চক্ষু খুলিলেই মাথা ঘুরায়, ট্যাবাকাম ; উপরের দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরায় পাল্‌সে, সাইলি) সামান্য গণ্ডগোলে, চক্ষু বুজিলে বা যানবাহনাদিতে চড়িলে (ককিউ) মাথা ঘুরায়, **গা-বমি-বমি করে।** রৌদ্রের ভিতর এবং অতি সামান্য শব্দেও উহার বৃদ্ধি। সামান্য কোন শব্দ শুনিলেও রোগী মনে করে ঐ শব্দের ঢেউ তাহার অস্থিমজ্জা ভেদ করিয়া অন্তর প্রদেশে ঢুকিয়া যাইতেছে। ইহার রোগীর স্নায়ুসকল এত দুর্ব্বল যে কাপড়, সিল্ক বা কাগজের ঘর্ষণজনিত শব্দও সহ্য করিতে পারে না (অ্যাসারা, ফেরাম, ট্যারান্টে)। থিরিডিয়ন রোগী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে (ইগ্নে)। রোগীর বাম বক্ষের উপরে এবং পৃষ্ঠের নীচে সূঁচফোটান ব্যথা অনুভব করে, ঐ বেদনা গ্রীবা পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। যক্ষ্মারোগের প্রথম অবস্থায় উহা যদি মারাত্মকজাতীয় যক্ষ্মায় পরিণত হয় ও উপরোক্ত ঐ সূঁচফোটান ব্যথার সহিত ভয়ানক কাসি থাকে ও কাসির সময় রোগীর জানু-দুইটী বুকের দিকে এবং মাথার সম্মুখদিকে নুইয়া পড়ে, হৃদ্‌পিণ্ড হইতে একটী তীব্র বেদনা আরম্ভ হইয়া উহা বাম বাহু ও কাঁধের দিকে সঞ্চারিত হইলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। থিরিডিয়ন—থাইসিস ফ্লোরিডা রোগের প্রথমাবস্থায় ঐরূপ লক্ষণ পাইলে উপযোগী।

লিলিয়ান্থাল বলেন যে নব যৌবনা ও বয়োসন্ধিকালের রমণীদিগের মূর্চ্ছাবায়ু রোগে যখন মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, আত্মনির্ভরশীলতার অভাব, মাথা ঘুরান ও গা-বমি-বমি প্রভৃতি সামান্য শব্দে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন ইহা উপযোগী।

থিরিডিয়ন **সূর্য্যাঘাত** রোগেরও একটী উত্তম ঔষধ। ইহার প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থায় অসহ্য শিরঃবেদনা সেই সঙ্গে অত্যন্ত গা-বমি-বমি ও বমন, শীত ও কম্প, **সামান্য শব্দে** রোগের বৃদ্ধি, সম্মুখকপাল হইতে পশ্চাৎকপাল পর্য্যন্ত বেদনা ও দপ্‌দপানি এবং চক্ষুর পিছনের দিকে তীব্র বেদনা ও চাপবোধ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

এই ঔষধ যকৃতের স্ফোটক বা লিভার-অ্যাবসেস রোগে যখন যকৃত প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালা, সামান্য স্পর্শে উহার বৃদ্ধির সঙ্গে পিত্ত-বমন, মুখ ও জিহ্বা অবশ ও আঠা আঠা তখন ইহা উপযোগী।

থিরিডিয়ন গা-বমি-বমি বা বিবমিষার একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। গর্ভাবস্থায় প্রবল গা-বমি-বমি থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। গর্ভাবস্থায় গা-বমি-বমির সময় ইহার ৩০ শক্তির ঘ্রাণ বা আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ।

ইহার শিরঃপীড়াও একটু অদ্ভুত ধরণের, রোগী চলিতে আরম্ভ করিলেই শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়, শয়ন করিলে উহার বৃদ্ধি এবং কেহ যদি রোগীর ঘরের ভিতর চলাফেরা করে তাহা হইলে অত্যন্ত বাড়ে বা রোগী সামান্য একটু মাথা নাড়াইলে যন্ত্রণা বেশী হয়।

থিরিডিয়ন রোগী মনে ভাবে তাহার সময় দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইতেছে (কক্কিউ), আর্জ্জে-নাই রোগীর সময় আর কিছুতেই ফুরায় না, এই লক্ষণ ক্যানাবি, অরাম, মেডোরি, নাক্স-মস, প্যালেডি প্রভৃতি ঔষধেও আছে।

থিরিডিয়ন আধকপালে মাথাধরায় সিপিয়া তুল্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৩০, ২০০।

থ্যাস্পীয়াম অরিয়ম (Thaspium Aureum.)।

(জিজিয়া দ্রষ্টব্য)।

থ্ল্যাস্পি বারষা প্যাস্টোরিস্ (Thlaspi Bursa Pastoris.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ক্যাপ্সেলা-বার্ষা প্যাস্টোরিস্।

ব্যবহারস্থল :—থ্ল্যাস্পি রক্তস্রাব নিবারণের একটী ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা দ্বারা গর্ভস্রাবের পর রক্তস্রাব, রক্তপ্রস্রাব, জরায়ু হইতে প্রচুর রক্তস্রাব, রক্তামাশয় ও অন্যান্য প্রকারের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে। এই ঔষধ জরায়ু এবং মূত্রাশয়ের উপর বেশী ক্রিয়াশীল।

সকলপ্রকার রক্তস্রাবেই ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। শরীরের যে কোন দ্বার হইতে অসাড়ে প্রচুর কাল জমাটবাঁধা রক্তস্রাব হওয়া ইহার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ইহার ঋতুস্রাব অত্যন্ত অকালে প্রকাশ পায়। ঋতুস্রাব প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে এবং ঐ স্রাব কখন কখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এমন কি আট দিন হইতে পনের দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। গর্ভস্রাবের পর, প্রদরস্রাবের পর ও বয়োঃসন্ধিকালে জরায়ু হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতে থাকিলে এবং ঐ রক্ত কাল জমাট হইলে ইহা উপযোগী। ইহার রোগিণী একমাসের ঋতুস্রাবের ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতেই পুনরায় ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়। রক্তপ্রদরস্রাব প্রচুর কালচে দুর্গন্ধযুক্ত হইলে, ঋতুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে ও পরে প্রকাশ পাইলে এবং উহা কিছুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

রক্তস্রাবের সহিত পুনঃপুনঃ প্রস্রাব করিবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রস্রাবে জ্বালা, দুর্গন্ধ ও মূত্ররেণু নির্গত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

থ্ল্যাস্পি জরায়ুর অর্ব্বুদ জনিত রক্তস্রাবে, গর্ভাবস্থায় মূত্রে অণ্ডলাল থাকিলে, লাইকোর ন্যায় ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানি নির্গত হইলে ও মূত্রপাথুরী রোগে ব্যবহার্য্য।

জরায়ুর ক্যান্সার রোগেও ইহার প্রয়োগ আছে, ক্রোকাস, ইপিকাক, মিলিফো, ট্রিলিয়াম, অষ্টিলে, ভাইবর্ণাম ইহার সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :— মূল অরিষ্ট হইতে ৩০ শক্তি।

থুজা অক্সিডেন্টালিস (Thuja Occidentalis.)।

পরিচয় :—ইহা একপ্রকার ঝাউ জাতীয় বৃক্ষ; স্বয়ং হানেম্যান এই ঔষধের প্রথম প্রুভিং করেন। ইহার তাজা পাতা কুচাইয়া সুরাসারে ভিজাইয়া মাদার টিংচার তৈরী করিতে হয়। যদিও এই ঔষধ হানেম্যান প্রুভিং করিয়াছেন কিন্তু এই ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এক পাদ্রী সাহেব দ্বারা। এক সময় তিনি দেখিতে পান যে তাহার গণোরিয়ার লক্ষণসমূহ দেখা দিয়াছে, পাদ্রী সাহেব ভীত হইয়া হানেমানের চিকিৎসাধীনে উপস্থিত হন। হানেমান নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াও কেন তাহার গণোরিয়ার লক্ষণগুলি দেখা দিয়াছে বুঝিতে পারেন নাই সুতরাং অনিশ্চিতের উপর ঔষধ না দিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে উপদেশ দিলেন, পুনরায় যখন পাদ্রী সাহেব দেখা করিতে আসিলেন তখন তিনি রোগমুক্ত। হানেমান জিজ্ঞাসা করিলেন কি ঔষধে এই ভীষণ ব্যাধি আরোগ্য হইল, তিনি বলিলেন,—বাড়ী যাইবার সময় "আমি এক জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম হঠাৎ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া আমি একটী গাছের পাতা চিবাইয়া খাই, আশ্চর্য্য, সেই পাতার গুণেই আজ আমি রোগমুক্ত হইয়াছি" তখনই হানেমান বৃক্ষের খোঁজে পাদ্রী সাহেবের সহিত বাহির হইলেন, গাছ দেখিয়া তিনি বলিলেন, ইহা আরবর ভিটি বা (coniferæ বৃক্ষ) তখন ঐ বৃক্ষের পাতা আনিয়াই পরীক্ষা করেন। পাতা হইতে প্রস্তুত ঔষধ প্রুভিং করিয়া তিনি যে মূল্যবান লক্ষণাবলী পাইয়াছেন তাহাতে তিনি জগতের কাছে **'থুজা'** এন্টিসাইকোটিক ঔষধের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ এন্টিসাইকোটিক ঔষধের শ্রেষ্ঠ ঔষধ যে থুজা তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। থুজা আবিষ্কারের জন্য আমরা যেমন হানেমানের নিকট কৃতজ্ঞ, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত পাদ্রী সাহেবের নিকটও আমরা কম ঋণী নহি।

ব্যবহারস্থল :—মূত্র-যন্ত্রের নানাবিধ পীড়া, প্রমেহ, প্রমেহ অবরুদ্ধ হইয়া নানাবিধ পীড়া, গর্ভপাত, ভগন্দর, ক্যান্সার, অর্ব্বুদ, আঁচিল, বাধক, কাণ ও নাকের ভিতর ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ, মৃগী, অন্ত্রমধ্যে-অন্ত্রের প্রবেশ, অর্শ, অন্ত্রবৃদ্ধি, নিকট-দৃষ্টি, স্নায়ুশূল, কৃত্রিম মৈথুনের কুফল, নাকের পুরাতন সর্দ্দি, কোন রোগ চাপা দিবার মন্দফল, গো-বীজে টীকা দিবার মন্দফল, পোড়ানারাঙ্গা, নৈশ রেতঃপাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—থুজা সাধারণতঃ শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুর রোগীদিগের এবং মোটা কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুরোগ প্রবণ ব্যক্তির পীড়ায় ব্যবহার্য্য। চক্ষুর বহির্ঝিল্লি রোগে ও উপদংশজাত তারকা প্রদাহে ডাঃ **নর্টন** থুজা প্রয়োগ করিতে বলেন। থুজা বসন্তরোগের একটী ভাল ঔষধ এবং বসন্তের ফলপ্রদ প্রতিষেধক। বসন্তরোগের গুটিকাগুলি রসপূর্ণ হইবামাত্র থুজা প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র চিপিটিকা উৎপন্ন হইয়া রোগী আরোগ্যলাভ করে।

গঠন ও স্বভাব :—রসপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট স্থূলকায ও মোমের ন্যায় চকচকে মুখ, মনে হয় যেন মুখে চর্ব্বি মাখান আছে, আবার কখনও মুখের অবস্থা এমন দেখা যায় যেন সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত।

সাধারণতঃ এইরূপ মুখের অবস্থা প্রমেহ পীড়াগ্রস্ত রোগীদিগের হইয়া থাকে এবং চর্ম্মরোগ প্রবণ ব্যক্তি ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্র।

মন :—থুজা রোগী কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না; সে অতি ধীরে ধীরে কথা বলে, কথা কহিবার সময় যেন কথা খুঁজিয়া বাহির করিতেছে এইরূপ মনে হয়। থুজা রোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস যেন কেহ তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছে, যেন তাহার দেহ ও আত্মা পৃথক, যেন কোন দেবাত্মা তাহাকে চালনা করিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহার দেহ কাঁচ নির্ম্মিত—কোন শক্ত জিনিষ ঠেকিলেই ভাঙ্গিয়া চুড়মার হইয়া যাইবে (দেহ কাষ্ঠনির্ম্মিত বোধ—কেলি-নাই)। রোগী মনে করে যেন তাহার পেটের ভিতর একটী জীবন্ত পদার্থ নড়িয়া বেড়াইতেছে (ক্রোকাস, স্যাবাড, কুবারি, সাইক্লে, কলুভ্যালে, সাল্ফার, অ্যারাণ্ডো)। রোগী অত্যন্ত ঝগড়াপ্রিয়, রোগী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাঁদে ও তাহার পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে। ইহার রোগী লিখিবার সময় ভুল কথা লেখে এবং কথা বলিবার সময় ঢোক গিলিয়া কথা বলে। কথা বলিবার সময় জিহ্বায় কামড় লাগে (পেট্রোলিয়ামের রোগী কথা বলিবার সময় গালে কামড় লাগে) এই সকল অশুভ লক্ষণ থুজায় পাওয়া যায়।

শিরঃপীড়া :—প্রমেহ বিষদুষ্ট স্নায়বিক শিরঃপীড়ায় রোগীর মাথার চাঁদিতে ক্ষতবৎ বেদনায় রোগী মাথায় বালিস দিয়া শুইতে পারে না, ঐ মাথার যন্ত্রণা রাত্রে ও চা-পানের পর বেশী হইলে ইহা উপযোগী। মাথার রগের ভিতর যেন কেহ পেরেক ঠুকিতেছে বা বোতামের পিঠটা কেহ টিপিয়া ধরিয়াছে, ঐ স্থান হাত দিয়া ধীরে ধীরে টিপিলে উপশম। রোগীর মাথায় মরামাস পড়ে ও মাথার চুল উঠিয়া যায়।

চক্ষুরোগ :—প্রমেহ বা উপদংশ বিষগ্রস্ত পিতামাতার শিশুদিগের চক্ষু-প্রদাহ এবং চক্ষুর চারিদিকে আঁচিলের ন্যায় উদ্ভেদ উঠিয়া রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া গেলে ইহা উপযোগী। চা-পানকারীদিগের চক্ষুরোগে ইহা অধিকতর উপযোগী। রোগীর চক্ষুর পাতায় ও ভিতরে যেন পিঁচুটি জন্মে এবং আঁচিলের ন্যায় অর্ব্বুদ রোগীর চক্ষুর পাতার উপর হয়। চক্ষুর প্রদাহে চক্ষু লালবর্ণের হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, কর্‌কর্‌ করে। চক্ষুর উপর পাতার প্রদাহে যখন চক্ষু বড়ই লাল হয়, চক্ষুর পাতার উপর যখন আঁচিল জন্মে, চক্ষুর পাতা ফুলিয়া যায়, চক্ষু হইতে ঘন হরিদ্রাবর্ণের পুঁজের ন্যায় স্রাব অনবরত হইতে থাকে, তখন থুজা উপযোগী। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় বহু পুরাতন চক্ষুরোগ থুজা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অক্ষিপুটের স্নায়বীয় শূলে বা সিলিয়ারি নিউর‍্যাল্‌জিয়া রোগেও থুজা মেজিরিয়ামের ন্যায় উপযোগী ঔষধ। চক্ষুর অঞ্জনী রোগেও ইহা পাল্‌সেটিলা তুল্য ঔষধ।

সর্দ্দি :—পুরাতন সর্দ্দি, ঘন সবুজ শ্লেষ্মা, সময়ে সময়ে রক্ত ও পুঁজ পড়ে। নাকের ভিতর জোরে ফুঁ দিলে দাঁত ব্যথা করে। নাকের ভিতর হইতে গাঢ় সবুজবর্ণের পুঁজ রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয় (পাল্‌স)। ক্রমে-ক্রমে ঐ শ্লেষ্মা নাকের ভিতর শুকাইয়া চিপিটিকায় পরিণত হয়। প্রমেহদুষ্ট ব্যক্তিদিগের নাসাপুটের উপর লালবর্ণের পীড়কা সকল উঠিয়া থাকে।

আঁচিল :—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আঁচিলের জন্য থুজা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার আঁচিল শরীরের যে কোন স্থানে হইতে পারে, কাণের ভিতর রক্তবর্ণের আঁচিল উঠে, উহা সামান্য রগড়াইলে কাণের ভিতর হইতে রক্ত বাহির হয়। কাণের ভিতর রক্ত আঁচিল উঠিবার ফলে কাণ হইতে পচা মাংসের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট রস নিঃসৃত হয় ও তৎসহ কাণের ভিতর যেন জল ফুটিতেছে এরূপ শব্দ। নাসিকার উপর আঁচিল, মলদ্বারে আঁচিল উঠিয়া মলদ্বার ফাটিয়া যায়, ঐ ফাটা স্থান হইতেও রস

নিঃসৃত হয়। জরায়ুর উপর আঁচিল ও অর্ব্বুদ হইয়া ঐ স্থানে খুব ব্যথা অনুভব, সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয়। জরায়ুর গ্রীবাদেশে ফুলকপির ন্যায় এক প্রকার উদ্ভেদ উঠে, যোনির উপর আঁচিল। থুজা আঁচিলের শ্রেষ্ঠ ঔষধ সন্দেহ নাই কিন্তু অনেক চিকিৎসক আছেন আঁচিল দেখিলেই থুজা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা নিতান্ত ভুল, আঁচিলের জন্য বহু ঔষধ আছে, থুজার আঁচিল বৃহৎ দানাযুক্ত, ইহার রোগীর চর্ম্ম মলিন এবং শরীরের চামড়ার স্থানে স্থানে বাদামীবর্ণের দাগ থাকে।

অ্যান্টিম-ক্রুড—ইহাও একটী আঁচিলের ঔষধ। ইহার আঁচিল সাধারণতঃ হাত ও পায়ের তলায় বেশী হয়।

কষ্টিকাম, অ্যাসিড-নাই—রোগীর সাধারণতঃ মুখমণ্ডলেই বেশী নির্গত হইয়া থাকে, তারপর নাসিকায়, ভ্রূতে, মুখে, নখের ধারে ও আঙ্গুলেও আঁচিল হইলে ব্যবহার্য্য।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ও অ্যাসিড-নাই—চক্ষুর পাতায় আঁচিল নির্গত হইলে উপযোগী।

কণ্ডুর‍্যাঙ্গো—মুখের কোণে আঁচিল উঠিলে উপযোগী।

অ্যানাকার্ডিয়াম—হাতের তালুতে আঁচিল বাহির হইলে।

সিনাবেরিস, ইউক্যালিপ—জননেন্দ্রিয়ের চর্ম্মে, ইন্দ্রিয়ের মুখে ও ভিতরে আঁচিল হইলে পর হাত লাগিলেই রক্তস্রাব হইলে ইহা উপযোগী।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব—মুখে, ঘাড়ে এবং শরীরের উপর অংশে আঁচিল হইলে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ, প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ক্যাল্‌কেরিয়ার ধাতুগত লক্ষণ ভালরূপ দেখা উচিত।

নেট্রাম-মিউর—ইহার আঁচিল গাঁট গাঁট; মলদ্বারে, পেটে ও উরুর মধ্যস্থলে আঁচিলের ন্যায় উদ্ভেদ উঠিলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

গোবীজ জনিত টীকার মন্দফল:—টীকার মন্দফল জনিত নানা প্রকার লক্ষণে থুজা, সাইলিসিয়া ও অ্যান্টিম-টার্ট উপযোগী ঔষধ। টীকার মন্দফলের জন্য রোগীর সমস্ত শরীরে বসন্তের ন্যায় গুটী অথবা ছোট ছোট ঘামের ন্যায় পীড়কা বাহির হইয়া অত্যধিক জ্বর ও উদরাময় হইলে থুজা ব্যবহার্য্য। যদি টীকার মন্দফলের জন্য তড়কা, বিসর্প ও উদরাময় হয় তবে সাইলিসিয়া উপযোগী, কিন্তু **সাইলিসিয়া** প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে সাইলিসিয়ার ধাতুগত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিতে হইবে। টীকার মন্দফলের জন্য যদি ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, জ্বর প্রভৃতি হয় তবে **অ্যান্টিম-টার্ট** কার্য্যকরী ঔষধ।

দন্তরোগঃ—থুজার রোগীর দন্তের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে কিন্তু উপরের অংশ ভাল থাকে (মেজি)। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার রোগীর দাঁতের কিনারা ক্ষয় পাইয়া যায় ও হলদে রং ধারণ করে। রোগী তাহার নাক ঝাড়িবার সময়ও তাহার ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতের গর্ত্তে ও উহার পাশে চাপবৎ বেদনা অনুভব করে। চা-পানের পর দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি।

কোষ্ঠকাঠিন্য:—থুজায় কোষ্ঠকাঠিন্য অত্যধিক। রোগীর মলদ্বারে আঁচিল হইয়া ফাটিয়া যাইবার ফলে বাহ্যে করিতে ভয়ানক বেগ পাইতে হয়, কোঁথ দিবার ভয়ে মল আংশিক বাহির হইয়া পুনরায় উপরের দিকে চলিয়া যায়, সাইলিসিয়া রোগীরও এইরূপ কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া উপরে চলিয়া যায়।

উদরাময়:—থুজা উদরাময়েও ব্যবহৃত হয়। টীকা দিবার মন্দফলের জন্য উদরাময় হইলে ইহা ফলপ্রদ। ইহার উদরাময় চিংড়ি মাছ খাইবার ফলে হইয়া থাকে। বাহ্যে অতি প্রত্যূষে প্রবল

বায়ুনিঃসরণ সহ হইয়া থাকে। রোগী যখন বাহ্যে করে তখন মনে হয় যেন পিপা হইতে জল পড়িতেছে। টীকা দিবার পর উদরাময়ের বৃদ্ধি এবং প্রাতে আহারাদির পর, চা ও কফি পানে, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে, চিংড়ি মাছ ও পেঁয়াজ খাইবার ফলে। রোগীর মলদ্বারে আঁচিল উঠিবার ফলে মলদ্বার ফাটিয়া যায় বা শ্লেষ্মাময় অর্ব্বুদ বাহির হয়।

স্ত্রীরোগ :—থুজা স্ত্রীরোগের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ডাঃ **গারেন্সি** বলেন,—বাম ডিম্বাশয়ের পুরাতন প্রদাহে ও বাধক বেদনায় থুজা উপযোগী। গর্ভবতী রমণীর গর্ভস্থ শিশু যখন খুব জোরে জোরে নড়িতে থাকে, তখন ইহা ব্যবহার্য্য। তৃতীয় মাসের গর্ভস্রাব ইহার দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে (কেলি-কার্ব্ব, স্যাবাইনা, সিকেলি-কর, ট্রিলিয়াম, অষ্টিলেগো)।

প্রমেহ বা গণোরিয়া :—প্রমেহরোগ বহুদিন স্থায়ী হইলে অথবা উপর্য্যুপরি প্রকাশ পাইতে থাকিলে থুজা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার প্রমেহের স্রাব তরল, সবুজ বা হলুদবর্ণের। প্রস্রাব করিবার সময় ভয়ানক জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে এবং প্রস্রাব করিবার পরও রোগীর মনে হয় যেন ২।১ ফোঁটা প্রস্রাব ভিতরে রহিয়া গেল। তাহার অত্যন্ত প্রস্রাবের বেগ হয় অথচ যখন প্রস্রাব করে তখন ফোঁটা ফোঁটা করিয়া করে। উহাতে রক্তমিশ্রিত প্রস্রাবও হয় আর যদি ঐরূপ রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব না হয় তবে মূত্রনলীর ভিতর ভয়ানক জ্বালা করে। রোগীর প্রস্রাবের বেগ যেন সদাসর্ব্বদাই থাকে। রাত্রে তাহার কষ্টকর লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় তাহার ফলে রোগীর ঘুম হয় না (ক্যান্থারিস)। তাহার লিঙ্গে, মলদ্বারে এবং অন্যান্য স্থানে আঁচিল বাহির হয় কোন কোন রোগীর জিহ্বার উপরও ঐরূপ আঁচিল উঠিয়া থাকে, **ফ্যারিংটন** জিহ্বার আঁচিল থুজা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন। সময় সময় উপদংশজাত রোগীর ন্যায় থুজার রোগীরও লিঙ্গে, মলদ্বারে, অণ্ডকোষে ও লিঙ্গমুণ্ডে ছোট ছোট ক্ষত হইয়া ঐ ক্ষত সকল গভীর ও পূঁজপূর্ণ থাকে। পল্‌সেটিলা, নাইট্রিক-অ্যাসিড, কেলি-বাই; ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, মার্কারি, স্যাবাইনা, নেট্রাম-সাল্‌ফ, সার্সা-পেরিলা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি ঔষধও গণোরিয়ার স্রাবে উপযোগী।

পাল্‌সেটিলা—থুজার সহিত পাল্‌সেটিলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়; প্রমেহ রোগে গাঢ় হরিদ্রাভ ও হরিদ্রামিশ্রিত সবুজ স্রাব পাল্‌সেটিলার লক্ষণ। লালামেহ বা গ্লীট রোগেও এই দুই ঔষধের স্রাব একইরূপ কিন্তু পাল্‌সেটিলার স্রাব বেশী ঘন। থুজার রোগীর আঁচিল শ্রেষ্ঠ লক্ষণ আর পাল্‌সেটিলার রোগীর শুষ্ক জিহ্বা কিন্তু পিপাসার অভাব ও গরম অসহ্য প্রধান লক্ষণ। প্রমেহ জনিত বাত, অণ্ডকোষ-প্রদাহ, প্রষ্টেট-গ্রন্থির বা মূত্রশায়ী গ্রন্থির প্রদাহ দুই ঔষধেই আছে।

অ্যাসিড-নাইট্রিক—আঁচিল, ফুলকপির ন্যায় উদ্ভেদ ইত্যাদিতে থুজার সহিত নাইট্রিক-অ্যাসিডের বিশেষ সাদৃশ্য আছে তবে অসম প্রান্তের ক্ষতে ও তালুমূলের বিবর্দ্ধনে নাইট্রিক-অ্যাসিডই প্রশস্ত ঔষধ, উহা উপদংশ জনিতই হউক বা প্রমেহ জনিতই হউক। গুহ্যদ্বারের ফাটা ও আর্দ্র বিদারণ, লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ, পাতলা ও সামান্য হলুদবর্ণের স্রাব দুই ঔষধেই আছে প্রভেদ এই, নাইট্রিক-অ্যাসিডের রোগীর প্রস্রাব হইতে **ঘোড়ার প্রস্রাবের গন্ধ বাহির হয়,** আর থুজার রোগীর প্রস্রাব করিবার সময় তীব্র জ্বালা ও প্রস্রাবের পর মনে হয় এক বিন্দু প্রস্রাব রহিয়া গেল।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—সূত্রাকার আঁচিল জন্মান ইহার বিশিষ্টতা। দাঁতের মূলের ক্ষয়প্রাপ্তি, পারদের অপব্যবহার প্রভৃতি ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

মার্কারি—লিঙ্গমুণ্ড-প্রদাহ, মূত্রনলী হইতে হরিদ্রাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে ও বাতরোগে মার্কারি থুজার সমতুল্য ঔষধ। মার্কারি রোগীর ঘর্ম্মে ও বিছানার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি, থুজা-রোগীর আবৃত অংশে ঘর্ম্ম হওয়া এবং জননেন্দ্রিয়ের ঘর্ম্ম হইতে মধুর ন্যায় ঘর্ম্ম বাহির হওয়া প্রধান লক্ষণ। **বনিংহোসেন** বলেন এই লক্ষণ পাইয়া একটী মুমূর্ষু রোগীর প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মার্কারির আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, তাহার জিহ্বা হইতে প্রচুর **লালাস্রাব** ও তৎসহ দারুণ পিপাসা।

স্যাবাইনা—স্ত্রীলোকদিগের যোনিপথে বা অন্য স্থানে আঁচিল উঠিয়া যদি উহাতে জ্বালা ও চুলকানি থাকে তবে উপযোগী।

নেট্রাম-সালফ—নেট্রাম-সালফ সাইকোটিক রোগীদিগের একটি প্রধান ঔষধ; এই ঔষধটি থুজার অনুপূরক।

সার্সাপেরিলা—প্রমেহ ও উপদংশ দোষের ফলে যখন চর্ম্মাপেক্ষা অনুচ্চ, সামান্য ঘর্ষণেই ছাল নির্গমনশীল, অসহ্য চুলকানিযুক্ত এবং বসন্তকালে বৃদ্ধিপ্রবণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিলের ন্যায় উদ্ভেদ বাহির হয় তখন সার্সাপেরিলা বিশেষ কার্য্যকরী। অণ্ডকোষ ও উরুর মধ্যবর্ত্তী দেশে আর্দ্র উদ্ভেদ নির্গত হওয়াই সার্সাপেরিলার লক্ষণ। সার্সা-পেরিলার প্রধান লক্ষণ রোগী বসিয়া প্রস্রাব করিতে পারে না এবং তাহার প্রস্রাবে সাদা সাদা রেণু নিঃসৃত হয়।

পেট্রোলিয়াম—ইহার রোগীরও অণ্ডকোষ ও উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে আর্দ্র উদ্ভেদ বাহির হয় ইহা ব্যতিরেকে রোগীর গুহ্যদ্বারের ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্ত্তী স্থানেও চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ উঠিয়া থাকে।

চর্ম্মরোগ :—রোগীর গাত্রচর্ম্ম অত্যন্ত মলিন, তাহার গায়ের স্থানে স্থানে কটাবর্ণের দাগ দেখা যায় এবং বড় বড় বৃন্তবিশিষ্ট আঁচিল রোগীর গায়ে বাহির হয়, আঁচিলগুলি টিপিলে ভিতরে বীজ বীজ করে। রোগীর দেহের যে সকল স্থান আবৃত থাকে সেই সকল স্থানে নানাবিধ চর্ম্মরোগের সৃষ্টি হয় এবং উহাতে ভয়ানক চুলকানি হইয়া থাকে। টীকার মন্দ ফলের জন্য তাহার শরীরে উদ্ভেদ নির্গত হইলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। বসন্ত রোগে যখন গুটিকার ভিতর পূঁজ সঞ্চয় হয় তখন থুজা ব্যবহার্য্য। থুজার রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যখন তখন অবশ হইয়া যায়। হাঁটা চলা করিবার সময় শরীর অত্যন্ত হাল্কা অনুভব করে, প্রাতে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হয় এবং তাহার আক্রান্ত অংশ অত্যন্ত অবশ হইয়া যায় (আয়োড, ফস্, প্লাম, সিপি, সালফ)।

জ্বর (ম্যালেরিয়া) সবিরাম জ্বরে রোগীর **উরুদেশ** হইতে শীত আরম্ভ হইয়া তাহার বাম-দিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত শীতল হইয়া যায়। রোগের আক্রমণ সাধারণতঃ ৩টার সময়ই হয়, ভোর ৩টার সময়ও রোগাক্রমণ হয়। গরমের দিনেও যদি তাহার শরীরের কোন অংশ ঢাকা না থাকে তবে সে শীতে কাঁপিতে থাকে। রোগীর প্রাতে উত্তাপ বোধ অথচ সন্ধ্যায় শীত, তাহার হাত ঠাণ্ডা কিন্তু মুখমণ্ডল উত্তপ্ত। জ্বরের সময় রোগীর চিন্তার উপর চিন্তা উদিত হয় তৎসহ অত্যন্ত জলপিপাসা। ঘর্ম্মাবস্থায় ঘর্ম্ম কেবল অনাবৃত অংশেই বেশী হয় অথবা মাথা ব্যতীত অন্যান্য অংশেও প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় ঘর্ম্ম বেশী আবার জাগ্রত হইবা মাত্র ঘাম শুকাইয়া যায়।

ঘর্ম্ম :—থুজা রোগীর ঘর্ম্ম লক্ষ্য করিবার বিষয়, রোগীর **অনাবৃত অংশে এবং মাথা ভিন্ন শরীরের অন্যান্য অংশে** প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। রোগীর নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম হয় অথচ ঘুম ভাঙ্গিলে ঘর্ম্ম হয় না, ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত। জননেন্দ্রিয়ের উপরের ঘর্ম্ম হইতে মধুর ন্যায় গন্ধ বাহির হয়।

নিদ্রা :—রোগীর ঘুম খুব গাঢ়, তাহার ঘুম প্রাতে সহজে হয় না। আবার অনিদ্রাও ইহাতে আছে—নিদ্রাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেই নানাপ্রকার ভয়ের স্বপ্ন দেখে, রোগী রাত্রে যে দিক চাপিয়া শয়ন করে সেই দিকে তীব্র বেদনা, বাম পার্শ্বে শুইলে সে উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—কেহ স্পর্শ করিলে, চক্ষু বুজিলে, হাঁটা-চলা করিলে, বাহু ঝুলাইয়া রাখিলে, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে, শীতল দ্রব্য পানাহার করিলে, উজ্জ্বল আলোকে, আহারের পর ও বমনের পর এবং শুক্লপক্ষে রোগের বৃদ্ধি। রোগীর শরীর মর্দ্দন করিলে, টিপিয়া দিলে ও চুলকাইয়া দিলে, পিছনের দিকে মাথা হেলাইলে উপরদিকে চাহিলে উপশম।

সম্বন্ধ :—থুজা গো-বীজে টীকা দিবার মন্দ ফলে অ্যান্টিম-টা, সাইলি, ভ্যাকসি, ভেরিওলিনাম তুল্য ; পূতিনস্য, প্রমেহ, বাত, ও অণ্ডকোষের প্রদাহে—পাল্সেটিলা তুল্য, অর্ব্বুদ আঁচিল ও শ্বেতপ্রদর রোগে—নাইট্রিক-অ্যাসিড, ষ্ট্যাফি তুল্য ; সাইকোসিস ও সিফিলিস রোগে, সিনা বরিস ও নেট্রাম-সালফ তুল্য, গো-বীজের টীকার দোষে উদরাময় রোগে,—সাইকিউটা, সাইলি তুল্য, চা-পানকারীদিগের পীড়ায়,—থিয়া, সিপিয়া তুল্য ; চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য আহারের ফলে পীড়ায়—ইপি, পাল্সে, কার্ব্বো-ভেজ তুল্য, সাংঘাতিক ভাবে জ্রূণ সঞ্চালনে—ওপিয়াম, ক্রোকাস, সাল্ফার সমতুল্য, বাম ডিম্বাধারে বেদনায়—ব্রাইওনিয়া, কলো, ফস্ফোরাস তুল্য ; শিরঃপীড়ায়—ইগ্নে, কফিয়া, সাইলি তুল্য ; দন্তমূলের ক্ষয়রোগে—ম্লেজেরিয়াম তুল্য, জিহ্বার অর্ব্বুদে—অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া তুল্য ; নখের বিকৃতভাব ও নখের কোণ বিশ্রী হওয়ায়—অ্যান্টিম-ক্রুড তুল্য, তরল দ্রব্য পান কালে শব্দে—সিনা, কষ্টিকাম, কুপ্রাম সমতুল্য ; কাসিলে প্রস্রাবত্যাগ—কষ্টিকাম তুল্য ; ঋতুকালে স্তনে বেদনা ও ফুলা—কোনায়ম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ।

ইহার মূল অরিষ্ট বাহ্য ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস্ (Nitri Spiritus Dulcis)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সুইট-স্পিরিট-অভ্-নাইটার।

১০০ ভাগ ৯০% স্পিরিটে ২৫ ভাগ নাইট্রি-অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—**টাইফয়েড ও সান্নিপাতিক জ্বরে** অথবা মৃদুজ্বরে যখন রোগীর বোধ-শক্তি এবং চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়, অনেক ডাকাডাকি করিয়া বা বহু চেষ্টার পর তাহার চৈতন্যশক্তি সামান্য ফিরিয়া আসে তখন দুই একটী কথার উত্তর দিয়া পুনরায় অচৈতন্য হইলে স্বয়ং হানেমান এই ঔষধের মূল অরিষ্টের কয়েক ফোঁটা, ২ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপকার না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ চৈতন্যলোপ জনিত রোগীকে অ্যাসিড-ফস, আর্ণিকা, ওপিয়াম, হেলিবোরাস প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগ করিয়া উপকার না পাইলে উপরোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য্য। প্রকৃত কথা এই ঔষধ আন্ত্রিক জ্বরে, রোগীর মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত জন্মিলে বা জন্মিবার আশঙ্কা থাকিলে অ্যাসিড-ফস্ প্রয়োগে উপকার না পাইলে নাইট্রি-স্পিরিট-ড্যাস্সিস্ ব্যবহারে উপকার নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। বমন, বমনের পরেই অবসন্ন ও নির্জ্জীব হইয়া পড়া ইহার বিশেষত্ব।

এই ঔষধ **অতিরিক্ত লবণসেবীদিগের** উদরাময় ও মুখক্ষত, মুখের স্নায়ুশূল প্রভৃতি রোগেও উপযোগী। মূত্রযন্ত্রের তরুণ প্রদাহে ও ঝড়-বৃষ্টির দিনে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে সর্দ্দি, রক্তবাহে এবং হাতের স্থানে স্থানে আঁচিলবৎ উদ্ভেদ বাহির হইলে উপযোগী। শোথ ও স্বল্পমূত্র রোগে ইহা ব্যবহারে খুব ভাল হয়, মূত্র বাড়ান ইহার বৈশিষ্ট্য। শীতকাতুরে রোগী যদি সামান্য মাত্র ঠাণ্ডাও সহ্য করিতে না পারে, তাহারা অসুস্থ হইলে নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্সিসের কথা মনে করা উচিত।

হ্যানেমান বলেন,—ইহার টাইফয়েড রোগীর কোন চৈতন্য থাকে না কেননা রোগী আচ্ছন্নভাবে শুইয়া থাকে ; কোন কথা বলাইবার চেষ্টা করিলে সে প্রায়ই কথার উত্তর দেয় না, মনে হয় যেন কথা শুনিতে পায় না বা কথা বুঝিতে পারিতেছে না অথবা কথা বুঝিবার চেষ্টাও করে না, রোগীর সুখ দুঃখের কোন জ্ঞান থাকে না **সম্পূর্ণ উদাস**। তাহার মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হয় না তবুও অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই ঔষধের লক্ষণ—অ্যাসিড-ফস, হেলিবোরাস ও ওপিয়ামের তুল্য।

অ্যাসিড-ফস—ইহার রোগীও সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকে তবে রোগীকে সহজে জাগান যায়। যখন সে জাগরিত হয় সেই সময় দেখিলে মনে হইবে রোগীর জ্ঞান আছে কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

হেলিবোরাস—এত আচ্ছন্নভাব যে অনেক ডাকাডাকিতেও রোগী কিছুতেই সাড়া দেয় না। সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য থাকে, ইহার রোগীর মাংসপেশীগুলি শ্লথ হইয়া পড়ে ; অ্যাসিড-ফস ও স্পিরিট-নাইটারে তাহা হয় না। হেলিবোরাস রোগীর নাসিকারন্ধ্রের নিকট হইতে ঠোঁট পর্য্যন্ত স্থান কাল হইয়া যায়।

ওপিয়াম—রোগীর বিকারভাব খুব, তাহার মস্তিষ্কের প্রদাহ দেখা যায়। রোগী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শিবনেত্রে পড়িয়া থাকে, সে ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া জোরে জোরে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে। রোগীর পাশে কি আছে, কে আছে জানে না বা বুঝিতে পারে না, ডাকিলে কোন সাড়া-শব্দ করে না কিন্তু স্পিরিট-নাইটার রোগীকে অনেক চেষ্টার পর জাগান যায় এবং অ্যাসিড-ফস রোগীকে ২।১ বার ডাকিলে উত্তর দেয়।

শক্তি :—১০ ফোঁটা অরিষ্ট ১ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ১ ড্রাম বা ১ চামচ মাত্রা প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

নাক্স-জুগলান্স (Nux Juglans)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম জুগলান্স-রিজিয়া।

ব্যবহারস্থল :—বয়োব্রণ, দুগ্ধপীড়কা (ক্রুষ্টাল্যাকটিয়া) ; কাণ ও কাণের চারিদিকে ছোট ছোট উদ্ভেদ উঠিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলে ; হাতে ও বগলে পাঁচড়ার ন্যায় ঘা হইয়া অত্যন্ত বেদনা, আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত লাল ও তথায় চুল্‌কানি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

নাক্স-জগলান্স রোগীর মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, সে মনে করে যেন তাহার মাথাটা বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় রহিয়াছে। রোগীর চোখের পাতায় ক্রমাগত অঞ্জনী হইতে থাকিলেও ইহা উপযোগী।

স্ত্রীলোকদিগের যথাসময়ের পূর্ব্বে কাল আল্‌কাতরার ন্যায় খণ্ড খণ্ড ঋতুস্রাবে ইহা উপযোগী। বিশেষতঃ যদি তৎসহ নিম্নোদর ফুলিয়া উঠে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ৩০ বা তদূর্দ্ধ।

নাক্স-ভমিকা (Nux Vomica)।

পরিচয় :—আমাদের দেশে এই ঔষধটিকে কুচিলা বলে। এই জাতীয় বৃক্ষ ভারতবর্ষের বহু স্থানে দেখা যায়। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে কুচিলা বা নাক্স-ভমিকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে আছে।

"নাক্স-ভমিকা" হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার একটি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই ঔষধটি না থাকিলে চিকিৎসা-জগতের যেন একটি প্রধান অঙ্গের হানি হইত। বস্তুতঃ প্রতিদিনই এই ঔষধটির প্রয়োজন দেখা যায়। এমন কি সাধারণ একটী রমণীও খাইবার গণ্ডগোল হইলে নাক্স-ভমিকা ৩০ শক্তি সেবন করিতে বলিবে। নাক্স-ভমিকাকে চিকিৎসক ও রোগীর পরমাত্মীয় বলিলেও অন্যায় হইবে না।

ইহার অপর নাম পয়জন-নাট বা কুচিলার বীজ। কুচিলার বীজকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইহার সূক্ষ্ম চূর্ণ সুরাসারে ভিজাইয়া রাখিয়া যথারীতি ইহার মাদার টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ঔষধ শক্তি $\frac{1}{10}$; বিচূর্ণের জন্য ৭নং ফরমূলা ব্যবহার্য্য।

আমাদের দেশের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও এই নাক্স-ভমিকা বা কুচিলা বহু যুগান্তর ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ব্যবহারস্থল :—অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মুখে বয়োব্রণ, ক্রোধের মন্দ ফল, ঔষধের মন্দ ফল, মদ্যাদি পানের মন্দ ফল, অত্যধিক যৌন-মিলনের মন্দ ফল, অত্যধিক আহারাদির মন্দ ফল, অতিরিক্ত বা অত্যধিক পানের মন্দ ফল, তামাকের মন্দ ফল, অত্যধিক মসলাযুক্ত খাদ্যের মন্দ ফল, সংন্যাস, মস্তিষ্কের পীড়া, শ্বাস প্রশ্বাসে অম্ল গন্ধ, যান বাহনাদিতে চড়িবার ফলে বমন বা বিবমিষা, হাঁপানি, পৈত্তিকতা, মূত্রাধারের পীড়া, অন্ত্র বৃদ্ধি, কৃত্রিম-মৈথুন, ধ্বজভঙ্গ, কামোন্মাদ, নিদ্রাহীনতা, শুক্র ক্ষরণ, স্বপ্নদোষ, সর্দ্দি, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, রাত্রি জাগরণ হেতু নানাবিধ পীড়া, নিদ্রাহীনতা, আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, সবিরাম জ্বর, পিত্তজ্বর, অজীর্ণ জ্বর, পক্ষাঘাত, গর্ভিণীর রোগ, ট্যারা দৃষ্টি (তীর্য্যগ), চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ দর্শন, কটীবাত, নানাবিধ মস্তিষ্কের পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—নাক্স-ভমিকা অন্ত্রবৃদ্ধি, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, যকৃতের পীড়া, অবসাদ বায়ু, সংন্যাস, নাসিকা ক্ষত, অন্ত্র ও মূত্রাশয়ের সর্দ্দিতে ফলপ্রদ ঔষধ। **ডাঃ টেষ্টি** বলেন নাক্স-ভমিকা নিরামিষ-ভোজী অপেক্ষা আমিষ ভোজীদিগের পীড়ায় বেশী উপযোগী। **ডাঃ ভিউয়ি** বলেন বাহিরেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক, স্নায়ু ও পিত্তপ্রধান ধাতুর ক্ষীণকায় রাগী, বিরেচক ঔষধ, উগ্র ঔষধ, গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার, শারীরিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছা, গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করিয়া উদরসম্বন্ধীয় রোগ, প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া বসিলে ক্লান্তি অনুভব প্রভৃতি নাক্সের প্রধান লক্ষণ।

নাক্স-ভমিকা রোগীর কোমরে অত্যন্ত ব্যথা হয়, বিছানায় শুইয়া পাশ ফিরিতে হইলে রোগীকে ধরিয়া (উঠাইয়া) বসাইতে হয়। নাক্স শিরঃপীড়ার একটী মূল্যবান্ ঔষধ, যদি মাদক দ্রব্য সেবনের পর, অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ, অন্যান্য অত্যাচার, কোনরূপ মানসিক পরিশ্রমের পর মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া উহা সমস্ত দিন বিদ্যমান থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ে এবং সেই সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির হীনতা, টক্-বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকে তবে ইহাই ব্যবহার্য্য ঔষধ।

স্বভাব ও গঠন :—নাক্স-ভমিকা পাত্‌লা, শীর্ণ, কোপনস্বভাব, অসহিষ্ণু, পরছিদ্রান্বেষী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, বিবাদপ্রিয়, সতর্ক, সাহিত্যসেবী, শ্রমবিমুখ, সাংসারিক চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, মদ্যাদি পানে অভ্যস্ত, যাহাদের প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, যাহারা প্রায়ই ড্রুসাদি ব্যবহার করে, যাহারা অর্শ ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত তাহাদের পীড়ায় (নাক্স-ভমিকা) উত্তম ঔষধ।

মন :—নাক্স-ভমিকা রোগীর উৎকণ্ঠা অত্যধিক, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা খুব কিন্তু ভয়ে সে আত্মহত্যা করিতে চায় না। রোগীর দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ আস্বাদন প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি প্রখর—রোগী কোনরূপ শব্দ, গন্ধ, আলোক, সঙ্গীত সহ্য করিতে পারে না, অত্যন্ত বিরক্তি হয়। নাক্স-ভমিকা রোগী সামান্য রোগে ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়ে—**হেরিং বলেন** যাহারা নির্দ্দোষ কথায় বিরক্ত হয়, সামান্য শব্দে ভয়ে অস্থির হয়, যাহারা অতি সামান্য ব্যাপারে ব্যাকুল ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, যাহাদের অল্প মাত্রার ঔষধ—এমন কি উপযুক্ত ঔষধ সহ্য হয় না, যাহারা অতি সতর্ক, ব্যগ্র, সহজে উত্তেজিত ও কুপিত হয় এবং যাহারা স্নায়বিয় প্রকৃতির লোক তাহাদের পক্ষেই নাক্স-ভমিকা উপযোগী।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—নাক্স-ভমিকা কোষ্ঠকাঠিন্যের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ, রোগীর পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ, বারবার সে পায়খানায় যায় তত্রাচ সে মনে করে তাহার পেটে বহু মল জমিয়া আছে, রোগী কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, সর্ব্বদাই মনে ভাবে তাহার মলত্যাগ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

ইহাতে পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, এই লক্ষণ সাধারণতঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহারা বিরেচক ঔষধ সেবন করে তাহাদেরই হইয়া থাকে। অর্শরোগের ইহা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ, অর্শ রোগে পুনঃ পুনঃ বাহ্যের চেষ্টা অথচ পরিষ্কার বাহ্যে হয় না। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীদিগের হার্ণিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি রোগেও ইহা উপযোগী ঔষধ। কোমরের ব্যথার জন্য নাক্স একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ যদি উহা পূর্ব্বোক্ত কারণাদির জন্য হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য নাক্স-ভমিকা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। রোগীর মলত্যাগের ইচ্ছা প্রবল, সে বারংবার পায়খানায় যায় অথচ তাহার পরিষ্কার বাহ্যে হয় না, সর্ব্বদাই সে মনে করে যেন মল তাহার পেটের ভিতর রহিয়া গেল। মলদ্বারের পেরিষ্টল্টিক গতির বা ক্রিমিসঞ্চলনবৎ ক্রিয়ার অভাবের জন্য পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ অথবা অসম্পূর্ণ মলত্যাগ, রোগীর মলত্যাগের ইচ্ছা যেন আর শেষ হইতে চাহে না এরূপ বোধ।

অ্যানাকার্ডিয়াম :—রোগীরও কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকটা নাক্স-ভমিকার ন্যায়। রোগীর বাহ্যের বেগ ঘন ঘন আসে কিন্তু বাহ্যে বসিলে আর বাহ্যের ইচ্ছা মোটেই থাকে না, তখন যেন মলদ্বারের কোন ক্ষমতাই তাহার থাকে না এরূপ ভাব, রোগী মনে করে যেন তাহার মলদ্বারে কি একটা গোঁজা রহিয়াছে। **সিপিয়া** রোগীর মলদ্বারে কি যেন একটা গোঁজা রহিয়াছে এরূপ বোধ, এমন কি বাহ্যের পরও ঐ ভাব দূরীভূত হয় না, সিপিয়া রোগীর মলদ্বারের কোন শক্তিই থাকে না,

সেইজন্য তরল মলও কষ্টে নিঃসৃত হওয়া সিপিয়ার প্রধান লক্ষণ। **লাইকোপোডিয়াম** রোগীরও ঐরূপ বাহ্যের ইচ্ছা অথচ বাহ্যে মোটেই হয় না, তবে লাইকোর রোগীর পেটফাঁপা খুব এবং ঐ পেটফাঁপা বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতরই বেশী হয়।

নাক্স-ভমিকার কোষ্ঠকাঠিন্য বা অজীর্ণ-রোগ সাধারণতঃ মদ্যপান ও নানা প্রকারের নেশা করিয়া রোগা বা পাতলা হয়।

উদরাময় :—নাক্স ভমিকার উদরাময় সাধারণতঃ রাত্র জাগরণ, অতিরিক্ত অধ্যয়ন, মসলাযুক্ত খাদ্য এবং মদ্যপান বা অন্যান্য নেশা ইত্যাদি করিবার পর (উদরাময়) হইলে, রোগীর পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের আকাঙ্খা থাকিলে, মল অধিক হউক কি অল্প হউক মলত্যাগের পর যদি তাহার মনে হয় আরও পেটে মল আছে, মলত্যাগের পূর্ব্বে নাভি-প্রদেশে ছেদনবৎ বেদনা ও কোমরে বেদনা থাকে তবে ইহাই ঔষধ। উদরাময়ের সহিত কোমরের বেদনায় রোগী মনে ভাবে তাহার কোমর বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইবে; মলদ্বারে জ্বালা সেই সঙ্গে আরও মল পরে নির্গত হইবে এরূপ ভাব থাকিলে ইহাই একমাত্র ঔষধ। নাক্সের উদরাময়ের বেগ সাধারণতঃ ভোরের দিকেই বেশী হয়। উদরাময়ের সঙ্গে বমি ও কাটবমি থাকিলে ইহা আরও উপযোগী ঔষধ। নাক্স-ভমিকার মল কখনও কাল এবং কখনও রক্ত মিশ্রিত লাল হইয়া থাকে। নাক্স-ভমিকায় পর্য্যায়ক্রমে তরল ও কঠিন মল নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। ইহার রোগীর মলত্যাগের সময় প্রথমে বায়ু নিঃসৃত হইয়া সামান্য পাতলা মল নির্গত হইয়া তার পর কিছু কঠিন মল বাহির হয়।

ঈস্কিউলাস হিপ—মলের প্রথমাংশ কঠিন শেষাংশ দুধের মত সাদা ও পাতলা।

বোভিষ্টা—মলের প্রথমাংশ কঠিন শেষাংশ জলের ন্যায়।

জিঙ্কাম— „ „ „ শেষেরদিক একেবারে পাতলা জলের ন্যায়।

ব্রাইওনিয়া—মলের প্রথমাংশ কঠিন, শেষাংশ আম ও রক্ত মিশ্রিত।

ক্যালকেরিয়া—মলের প্রথমাংশ মণ্ডের ন্যায় শেষাংশ জলের ন্যায় পাতলা।

ক্যালকেরিয়া-ফস্—মলের প্রথমাংশ পাথরের ন্যায় শক্ত শেষাংশ জলের ন্যায় পাতলা ও সাদা।

অর্শ :—নাক্স-ভমিকা কোষ্ঠকাঠিন্যের যেমন একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ সেইরূপ অর্শেরও একটী প্রধান ঔষধ। কোন কোন চিকিৎসক অর্শের লক্ষণের বিচার না করিয়াই রাত্রে নাক্স ও সকালে সালফার প্রয়োগ করিয়া থাকেন এইপ্রকার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বহির্গত। কোন সুধী চিকিৎসক এই চিকিৎসার পক্ষপাতিত্ব করিবেন না। নাক্স-ভমিকায়—অন্ধ অর্শ এবং স্রাবশীল উভয়বিধ অর্শই আছে। অর্শের বৃদ্ধি মসলাযুক্ত খাদ্যাদির পর, অত্যাচারাদির পর, রাত্র জাগরণের পরই বেশী হয়, বসিয়া বসিয়া যাহারা জীবন অতিবাহিত করেন, কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম যাহারা করেন না তাহাদের অর্শ হইয়া মলদ্বারে চুলকানি, জ্বালা ও সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকিলে ও মলত্যাগের কিছু পরে মলদ্বারে জ্বালা, উত্তেজনা এবং কাটিয়া গিয়াছে এরূপ যন্ত্রণা থাকিলে নাক্স-ভমিকাই ঔষধ। নাক্স-ভমিকার মলদ্বারে এত জ্বালা ও চুলকানি যাহার জন্য রোগী মলদ্বারে **জলের পটি লাগায় বা জলপূর্ণ টবের ভিতর বসিয়া থাকে।** নাক্স-ভমিকায় অপরাপর পীড়ায় গরম ঢাকা চায় কিন্তু অর্শ রোগে জলের টবের ভিতর বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। অর্শ রোগে যখন নাক্স-ভমিকার সেই পরিচিত লক্ষণ বাহ্যের পরও মলবেগ ও বাহ্যের পরও শান্তি না পাওয়া ভাব থাকিবে তখন ইহাই

একমাত্র ঔষধ। অর্শ রোগে নাক্স-ভমিকা প্রয়োগ করিবার পর সামান্য কিছু উপকার হইয়া আর উপকার না হইলে তখন সালফার ব্যবহার্য্য। অর্শের জন্য **ঈসকুলাস-হিপও একটী উত্তম ঔষধ।** ইহার রোগীর সাধারণতঃ রক্তস্রাব হয় না। যদি কখনও হয় সামান্য; রোগীর মলদ্বারে শুষ্কভাব ও কাঁচিদ্বা কেহ মলদ্বারে খুঁচিতেছে এইরূপ ভাব খুবই বেশী। **অ্যালোজ** রোগীরও নক্সভমিকা ও সালফারের ন্যায় বায়ুর জন্য পেট ফাঁপা ও পেটের ভিতর দপ্‌দপানি খুব আছে। উভয়ের ভিতর পার্থক্য এই যে অ্যালোজের **অর্শ রোগীর উদরাময়** আছে উহাদের তাহা নাই। উহার রোগী বাহ্যে করিবার সময় ভয়ানক বায়ু নিঃসরণ করে, অপর কেহ শুনিলে মনে করিবে সাংঘাতিক রকমের বাহ্যে হইতেছে। মলদ্বারের উপর রোগীর কোন হাত নাই অর্থাৎ অনিশ্চিতভাব। রোগী যখন তখন কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অর্শের বলিগুলি আঙ্গুরের থোকার ন্যায় ঝোলে। ইহার রোগীরও অর্শ বা উদরাময়ের সহিত মাথায় যন্ত্রণা আছে (নক্স)।

কলিনসোনিয়া—উদরাময়ের সহিত অর্শ অ্যালোজের প্রধান লক্ষণ, কলিনসোনিয়ায় আবার কোষ্ঠ-কাঠিন্যের বা কোষ্ঠ বদ্ধের সহিত অর্শ হওয়া প্রধান লক্ষণ। তারপর জরায়ুর পীড়ার সহিত অর্শ রোগেও ইহা একটী মূল্যবান ঔষধ যাহা নক্স ও অ্যালোজে নাই।

আমাশয় ও রক্তামাশয়—নক্সভমিকা আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগের একটী মূল্যবান ঔষধ। নানাপ্রকার মসলাযুক্ত খাবার খাইবার পর, রাত্রি জাগরণ, বিরেচক ঔষধাদি বা অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির আমাশয় হইয়া যখন ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা অথচ বাহ্যে সামান্য সামান্য হয় এবং বাহ্যে হইয়া যাইবার পর রোগের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি। রোগীর বাহ্যের সহিত কখনও রক্তযুক্ত আম, কখনও কেবল আম কখনও বা কেবল রক্তমিশ্রিত মল নির্গত হইয়া থাকে, তাহার বাহ্যের পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত পেটের যন্ত্রণা হয়। তবে বাহ্যে হইয়া যাইবার পর কিছু সময় যন্ত্রণা থাকে না; **মার্কারি** রোগীর বাহ্যে হইয়া যাইবার পরও বেদনা তীব্রভাবে থাকে। ইহার বেদনা, বেগ ও কোঁথ বাহ্যের পূর্ব্বে, বাহ্যের সময়ে ও বাহ্যের পরে হয়, **অ্যালোর** আমাশয় রোগীর বাহ্যের পূর্ব্বে নীচের পেটে কামড়ানি ব্যথা। ইহার আম ও রক্তের পরিমাণ বেশী; বাহ্যের পর কখনও ব্যথা থাকে, আবার কখনও থাকে না। অ্যালোজ রোগী জেলির ন্যায় অনেকটা আম হড়াৎ করিয়া নির্গত করে। **সালফার** সাধারণতঃ পুরাতন আমাশয় রোগে বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল আমাশয় কোন ঔষধেই আরোগ্য হইতে চায় না সেইস্থানে সালফার ব্যবহার্য্য। **সালফার** রোগীর বাহ্যের বেগ মার্কারীর ন্যায় বাহ্যের পরও থাকে, আবার নক্সভমিকার রোগীর ন্যায় বারংবার বাহ্যে হওয়াও দেখা যায়।

অজীর্ণ বা গরহজম—বহুবার আমরা বলিয়াছি নক্স-ভমিকা গরহজম বা অজীর্ণ রোগের একটী উত্তম ঔষধ। ইহার রোগী যাহা কিছু খায় জীর্ণ হয় না, পেটে গ্যাস হয় ও পেটে বেদনা অনুভব করে, উহার জন্য মুখে টক কখন বা তিক্ত স্বাদ বোধ। পেটে অজীর্ণ দ্রব্য বা বায়ু জনিত এত বেদনা হয় যাহার ফলে সে অস্থির হইয়া পড়ে। কিছু খাইবার পরই পাকযন্ত্রের উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যাহার ফলে রোগী—হয় পিত্ত বমন করে, না হয় ভুক্ত দ্রব্য বমন করে আর যদিংবমি না হয় তবে তাহার পেটের ভিতর অত্যন্ত শূল বেদনা হইতে থাকে। ঐ শূল বেদনা তলপেট হইতে আরম্ভ করিয়া পেটের চতুর্দ্দিকে এমন কি কোমর পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। শূল বেদনার সহিত উদরাময়,

কোষ্ঠকাঠিন্য ঘন ঘন বাহ্যের চেষ্টা অথচ বাহ্যে হয় না, যদি বা হয় রোগী আরাম বোধ করে না এই ভাব থাকিলে নক্স-ভমিকা একমাত্র ঔষধ।

আহারের পর উদর শূলের ব্যথার বৃদ্ধি নক্স ভমিকার প্রসিদ্ধ লক্ষণ। নক্স ভমিকার রোগী আহারাদির পর কোমরের কাপড় ঢিলা করিয়া দেয়, ঢিলা না করিলে থাকিতে পারে না এবং ইহার রোগী আহারের পর শুইয়া পড়িতে চায়। নক্স-ভমিকায় অজীর্ণ রোগীর জিহ্বার অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং ইহার পিছনের দিকটা গাঢ় লেপাবৃত। ইহার অজীর্ণ সাধারণতঃ **পিত্তপ্রধান**; **অতিশয় মানসিক পরিশ্রমশীল** অথচ **শারীরিক শ্রমবিমুখ অব্যায়ামী, সাহিত্য-সেবী, মদ্যপায়ী প্রভৃতি দিগের বেশী হইয়া থাকে।** ইহাদের অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল শূল প্রভৃতি পীড়ার জন্য নক্স-ভমিকাই একমাত্র ঔষধ।

বহুদিন পর্য্যন্ত রোগী ভুগিয়া ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এবং আহারে অরুচি ধরিলে বা আহার মাত্রেই তাহা বমি হইয়া গেলে নক্স প্রযোজ্য। রোগী যদি শিশুও হয় আর পাকযন্ত্রের উত্তেজনার সহিত শিশু ভয়ানক রাগে ও কাঁদে তাহা হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য। আবার যদি পূর্ণ বয়স্কদিগের ঐরূপ ভাবের সহিত পূর্ব্বে অমিতচারিতা, রাত্রিজাগরণ বা অতি ভোজনের ইতিহাস থাকে তবে তাহাকেও নাক্স-ভমিকা প্রয়োগ করিবে।

আর্সেনিক—অজীর্ণ রোগে যখন জ্বালাকর বেদনার সহিত অত্যন্ত অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও পিপাসাদি থাকে, কুলপি, মালাই-বরফাদি খাইবার পরে যখন এইরূপ অজীর্ণ হয় তখন ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়োজোট—ইহাও অজীর্ণরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগী যাহা আহার করে তাহা কিছু সময় পর্য্যন্ত পেটে থাকিয়া শেষে অজীর্ণাবস্থায় বমি করিয়া ফেলা ইহার বিশেষ লক্ষণ।

কার্ব্বো-ভেজ—যদি মদ্যাদি পানের পর বা অত্যধিক তাপ ভোগ (প্রখর রৌদ্র, প্রবল অগ্নি প্রভৃতির তাপ জন্য) অজীর্ণ হয়, নাক্স প্রয়োগের পর যদি কোনরূপ উপকার না পাওয়া যায়, বা নাক্স-ভমিকার প্রকৃতিগত লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকে, রোগী আহারের পর অসহ্য অস্বস্তি অনুভব করে, পেট ফুলিয়া উঠে অনবরত হাওয়া চায়, তাহা হইলে ইহাই ঔষধ।

পালসেটিলা—মাংস, পিঠা, পায়স, চর্ব্বি ও ঘৃত সংযুক্ত খাদ্য, বরফাদি মিশ্রিত খাদ্য-দ্রব্যাদি খাইবার ফলে যদি অজীর্ণরোগ হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে নাক্স-ভমিকা প্রয়োগ না করিয়া রোগীর প্রকৃতিগত লক্ষণ মিলাইয়া পালসেটিলা প্রয়োগ করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি এরূপ ক্ষেত্রে ২।১ মাত্রা পালসেটিলা মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

হিক্কা—নাক্স-ভমিকা হিক্কার জন্য একটী প্রশস্ততর ঔষধ। এই হিক্কা কলেরাই হউক বা অতিরিক্ত গরম ঔষধাদি সেবনের ফলেই হউক বা অজীর্ণ দোষ বা স্নায়বিক কারণের জন্যই হউক অথবা ডায়েফ্রাম পেশীর আক্ষেপিক আকুঞ্চনবশতঃই হউক নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। কলেরায় হিক্কা একটী মারাত্মক উপসর্গ, হিক্কা দেখিলেই সাধারণতঃ নাক্স-ভমিকার কথা স্মৃতিপথে উদয় হয়, নাক্সের পূর্ণ চিত্র পাইয়া নাক্স প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যাইবে। যদি নাক্সে উপকার না হয়, তখন অন্য ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অপরিমিত আহারাদির জন্য বা অতিরিক্ত অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সেবনের ফলে বা অত্যধিক রাত্রি জাগরণের ফলে অথবা অনেক দিন কোন পীড়ায় ভুগিবার জন্য হিক্কা হইলে, সেই সঙ্গে অম্ল বা চোয়া-ঢেকুর উঠিলে, পেটফাঁপা

এই নক্স-ভমিকা একমাত্র ঔষধ। কলেরা রোগীর যখন অত্যন্ত পেটফাঁপের সহিত হিক্কা হয়, হিক্কার পর রোগী হিমাঙ্গ হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে তখন কার্ব্বো-ভেজ ব্যবহার্য্য। কিছু খাইবার বা পান করিবার একটু পরেই অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলী মধ্যে গরম হইয়া গেলেই বমি ও হিক্কা হইলে ও কন্‌কন্ করিতে থাকিলে ফস্‌ফোরাস কার্য্যকরী ঔষধ।

ইগ্নেসিয়া—তিক্তিবিরক্ত ধাতুর রোগীদিগের হিক্কায় উপযোগী। রোগী জলপান করিয়া বা কিছু খাইবামাত্র হিক্কা এবং নাভির চারিদিকে খামচান বেদনার সহিত হিক্কা হওয়া ইহার প্রাপ্ত লক্ষণ।

সাইকিউটা—এই ঔষধ অনেকদিন স্থায়ী হিক্কার একটী উত্তম ঔষধ। ইহার হিক্কা উচ্চ শব্দকারী, অবিরাম এবং অনবরত হইয়া থাকে। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগী একাদিক্রমে ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত সমানভাবে হিক্কা তোলে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে হিক্কা হইবার ফলে সে অচেতন হইয়া পড়ে। কৃমির জন্য এরূপ হিক্কা হইলে সাইকিউটা ও সিনা উপযোগী।

অ্যামিল নাইট্রেট—যখন ব্যবহার্য্য ঔষধ সেবনেও হিক্কা কিছুতেই কমিতে চায় না, অধিকন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন কয়েক ফোঁটা ১x শক্তির এই ঔষধ রুমালে ঢালিয়া রোগীকে আঘ্রাণ করিতে দিলে হিক্কা কমিয়া যায়।

ম্যাগ-ফস—সুস্‌লার বলেন হিক্কার শ্রেষ্ঠ ঔষধ ম্যাগ-ফস। তিনি ৩x, ৬x বা ১২x ক্রমের ২।৪টি করিয়া বটিকা গরম জলে মিশ্রিত করিয়া ১০।১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

অ্যাসিড অ্যাসেটিক—বা ভিনিগার—হিক্কা রোগীকে সেবন করিতে দিলে হিক্কার উপশম হয়। কোন কোন রোগীকে ভিনিগার বা আদত সির্কান্নের ৮।১০ ফোঁটা জলে মিশাইয়া ৪।৫ বার সেবন করিতে দিলে হিক্কার উপশম হইয়া থাকে।

শূল—অম্লরোগী বা অজীর্ণরোগীদিগের অম্লশূলে নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। রোগীর পেটে প্রচুর বায়ু জমিয়া উপরের দিকে ফুলিয়া উঠে সেই সঙ্গে অনবরত বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ হয়, অথচ বাহ্যে প্রস্রাব মোটেই হয় না বা সামান্য সামান্য হইতে থাকে, অর্শরোগীর শূলবেদনায়ও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। অর্শরোগীর বহুদিন হইতে অর্শ আছে, উহা হইতে মধ্যে মধ্যে বা প্রতিদিন রক্তস্রাব হয় হঠাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া রোগীর শূলবেদনার সহিত মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হইলে নাক্সভমিকা সকল উপসর্গ আরোগ্য করিয়া দেয়। এইরূপ স্থলে রোগীর যদি যকৃতের দোষ থাকে বা ব্যভিচার, অতি ভোজনাদির ইতিহাস বা বিবরণ পাওয়া যায় তবে নাক্স-ভমিকাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মূত্রশূল বা পাথরী (রেনাল কলিক) :—মূত্রপাথরী রোগের ফলপ্রদ ঔষধ লাইকো-পোডিয়াম, বার্ব্বারিস, বেলেডোনা, নাক্স ভমিকা ও ক্যান্থারিস প্রভৃতি। নাক্স-ভমিকায় রোগীর মূত্রপাথরীর বেদনা ডানদিকের কিড্‌নিতেই বেশী, ঐ বেদনা ডানদিকের মূত্রগ্রন্থি হইয়া জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং কোমরে অত্যধিক বেদনা পাওয়া যায় সেই সঙ্গে বাহ্যে প্রস্রাবের প্রবল ইচ্ছা অথচ বাহ্যে প্রস্রাব সামান্য হয়।

সীসক ধাতু নিয়া যাহারা নাড়াচাড়া করে তাহাদের শূলবেদনার জন্য নাক্স-ভমিকা ঔষধ। সীসক কলিকের জন্য—প্লাম্বাম, অ্যালিউ, প্ল্যাটিনাম, ওসিয়াম প্রভৃতি উপযোগী।

অন্ত্রবৃদ্ধি বা হার্ণিয়া—অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের জন্য নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। ডানদিকের ও বামদিকের উভয়বিধ হার্ণিয়াতেই নাক্স-ভমিকা কার্য্যকরী, শিশুদিগের হার্ণিয়া রোগে প্রথম নাক্স

প্রয়োগ করিয়া উপকার না দেখিলে **ককিউলাস** ব্যবহার্য্য। ডানদিকের হার্ণিয়া রোগে **লাইকোপোডিয়াম** ঔষধ। হার্ণিয়া-ইন্‌কার্সিরেটেড -যে হার্ণিয়া বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে ফিরিয়া আসিতে পারে না, সেই সকল ক্ষেত্রে ওপি, প্লাম্ব, নাক্স-ভমিকা, লক্ষণানুসারে ব্যবহার্য্য।

যকৃত-রোগ ও ন্যাবা (কামলা-রোগ):—যাহারা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী, অত্যাচারী, নেশাখোর এবং যাহারা প্রায়ই জোলাপ ব্যবহার করে তাহাদের যকৃত রোগে বিশেষতঃ যকৃত যদি ফুলিয়া শক্ত হয় তাহার উপর কোনরূপ চাপ এমন কি কাপড় পরাও সহ্য না হয়, শূলবেদনার ন্যায় বেদনা থাকে তবে নাক্স-ভমিকা উপযোগী ঔষধ।

অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনকারীদের এবং মদ্যপায়ীদিগেরও ন্যাবা রোগ হইলে নাক্স-ভমিকা উত্তম কার্য্য করে। অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার খাইতে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদিগেরও ন্যাবা রোগে নাক্স-ভমিকা ব্যবহার্য্য।

সর্দ্দি:—সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় বিশেষতঃ রোগী যদি ঠাণ্ডা স্থানে বসিয়া ঠাণ্ডা লাগায় বা শীতকালে পাথরাদির উপর বসিয়া সর্দ্দি-কাসি জন্মায় তাহা হইলে নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। স্নায়বিক কাসিতেও ইহা উপযোগী। যে সকল রোগীর সর্দ্দির সহিত প্রবল হাঁচি থাকে, দিনের বেলা নাক দিয়া প্রচুর জল গড়ায় কিন্তু রাত্রে নাসিকা বন্ধ থাকে, গলার ভিতর শুষ্ক চাঁচা ভাব হয়, গরম ঘরের ভিতর সর্দ্দির বৃদ্ধি, মুক্ত হাওয়ায় উপশম নাক্স-ভমিকা তাহাদের উত্তম ঔষধ। নাক্সের সর্দ্দি শীতঋতুতে বেশী হয়, সর্দ্দি হইয়া গলা খস্‌খস্ করে।

শিরঃপীড়া:—রোগীর মস্তিষ্কের জড়তা অত্যধিক; সে ভাবে যেন রাত্রে প্রচুর মদ্যাদি পান করিয়াছে বা নেশা করিয়াছে, এত মাথা ঘুরায় যে তাহার কোনরূপ জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না, মাথা ঘুরাইবার ফলে সম্মুখের দিকে পড়িয়া যাইবে এরূপ ভাব হয় (অ্যাগা, কষ্টি, কার্ব্বো-ভে, গ্লোন, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকে ইত্যাদি। মাথা ঘুরানিতে রোগী মনে ভাবে তাহার বিছানাদি পর্য্যন্ত ঘুরিতেছে। মাথা ঘুরিবার সময় সে যদি উপরের দিকে তাকায় তাহা হইলে মনে হইবে এই বুঝি পড়িয়া গেলাম সেইজন্য সামনে যাহা পায় তাহাই আকড়াইয়া ধরে। রোগী পূর্ব্বদিন হইতেই যে নেশাদি করিয়াছে সেই নেশার মত্ততা যেন এখনও রহিয়াছে এইরূপ অনুভব, ঐজন্য তাহার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পায়।

নাক্স রোগীর আহারের পর এবং ঘুম ভাঙ্গিবার পর মাথার পশ্চাৎদিকে অথবা বামদিকের চক্ষুর উপরে বেদনা অনুভূত হয়। ঐ ব্যথা সাধারণতঃ ঘুম ভাঙ্গিবার পর আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিন সমান ভাবে থাকিয়া রাত্রির দিকে কমিতে থাকে। মাথার যন্ত্রণার সময় রোগীর অম্ল বমন ও হৃদ্‌স্পন্দন হইতে থাকে এবং পেটে বায়ু সঞ্চালন হইয়া সমস্ত পেট ফোলে, দেহ চুলকায়। এই মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক আহার, রাত্রিজাগরণ, অধ্যয়ন ও মদ্যাদি পানের ফলেই হইয়া থাকে। যাহারা অতিরিক্ত কফিপান করে তাহাদের মাথার একদিকের বেদনায় ইহা উপযোগী অর্থাৎ আধকপালে মাথাধরার জন্য—**নক্স-ভমিকা** স্যাঙ্গুইনেরিয়া, আইরিস, সিপিয়া, বেলেডোনা, স্পাইজিলিয়া তুল্য।

নাক্স-ভমিকার শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি—শীতল বায়ুর ভিতর মাথা না ঢাকিয়া বেড়াইলে, মানসিক পরিশ্রমাদির পর, ব্যায়ামাদি ও আহারাদির পর।

উপশম:—সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর, গরম ঘরের ভিতর, পায়চারী করিলে বা মাথা উত্তমরূপে ঢাকিয়া চলাফেরা করিলে উপশম।

মস্তিষ্কের কোমলতায়ও নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। মস্তিষ্কের কোমলতায় যেখানে সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার ফলে বা অতিশয় মানসিক পরিশ্রম, অত্যধিক মাদকদ্রব্য সেবন বা অতিরিক্ত বাদসাহী চালে তাহাদের পক্ষে নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। মস্তিষ্কের কোমলতা হইতে রোগীর স্মৃতিশক্তির অভাব ঘটে, সামান্য মানসিক পরিশ্রমে মাথা ঘুরায়, টন্ টন্ করে, সকালে ঘুম হইতে উঠিবার সময় মাথা ঘুরায় ইত্যাদি।

মস্তিষ্কের ক্লান্তি রোগেও এই ঔষধ অ্যাসিড-পিক্রিক ও আর্জেন্টাম-নাইট্রির সমতুল্য ঔষধ। নাক্স-ভমিকা যেমন মস্তিষ্কের বহুবিধ পীড়ায় উপযোগী সেইরূপ **চক্ষুর নানাবিধ পীড়ায়ও** ব্যবহার্য্য। মদ্যপায়ীদিগের বা অত্যাচারীদিগের বা অতিভোজীদিগের চক্ষুর নানাবিধ পীড়ায় নাক্স-ভমিকা প্রয়োগ করা চলে।

কোমর, মেরুদণ্ড ও ঘাড়ের বেদনা—কোমরের ব্যথা বা কটি-বাতের জন্য নাক্স একটী চমৎকার ঔষধ—যদি ঐ ব্যথা অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা, অত্যধিক নেশা ও রাত্রি জাগরণের ফলে হয়। ভোর ৩।৪টার সময় বেদনার বৃদ্ধি। "নাক্স" এর পৃষ্ঠ বেদনার বিশেষত্ব এই যে বিছানায় শায়িত অবস্থাতেই বেদনা আরম্ভ হয়, তখন রোগী শুইয়া পাশ ফিরিতে পারে না, উঠিয়া বসিয়া তবে পাশ ফিরিতে পারে।

মেরুদণ্ডের উত্তেজনায় রোগী প্রাতে হঠাৎ পদদ্বয়ের শক্তিহীনতা লক্ষ্য করে। রোগীর হাত-পা যেন সহজেই টেনে থাকে। তাহার পায়ের আঙ্গুল হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত বা উরুতের হাড়ের ঊর্দ্ধদেশ হইতে ডাণ সন্ধির পশ্চাৎ গহ্বর পর্য্যন্ত শূলবেদনার ন্যায় তীব্র বেদনা হয়; ঐ বেদনা মলত্যাগের সময়, চলাফেরা করিলে বা অতিরিক্ত ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিলে এবং বাহ্যে বৃদ্ধি।

নাক্স রোগীর **দুইটি কাঁধে** অত্যন্ত বেদনা, বেদনার সময় সে মনে করে যেন কেহ তাহার ঐ কাঁধ দুইটি ঘষিয়া দিতেছে এবং কাঁধ হইতে হাতের আঙ্গুল পর্য্যন্ত সাঁটিয়া বা টেনে ধরার ভাব, রোগী মনে ভাবে যেন তাহার কাঁধ দুইটী অসাড় হইয়া গিয়াছে, এইজন্য হাত অত্যন্ত ক্ষীণ ও পক্ষাঘাতভাবাপন্ন মনে হয়।

প্রস্রাব—আমরা পূর্ব্বেই মূত্রশূল অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, নাক্স-ভমিকা পাথরী বা মূত্রশূল পীড়ার উপযোগী ঔষধ। মূত্রগ্রন্থিতে অত্যন্ত বেদনা, ঐ বেদনা জননেন্দ্রিয় ও ডাণ-পা পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। রোগীর যন্ত্রণাদায়ক নিষ্ফল প্রস্রাবের বেগ হইয়া ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয়, এবং রোগী মূত্রনালীর ভিতর জ্বালা ও বিদারণবৎ বেদনা অনুভব করে। রোগী প্রস্রাবের পূর্ব্বে মূত্রাশয়ের উপর চাপ অনুভব করে (পল্‌সে, ফাইটো), তাহার প্রস্রাব প্রথমে ফিকা, তারপর গাঢ়-শ্বেতাভ, পুঁজময় লাল রেণুবিশিষ্ট।

রক্ত-প্রস্রাব হইলেও নাক্স দ্বারা উপকার দর্শে, যদি উহা ব্যভিচার, অমিতাচার, মদ্যাদি পান প্রভৃতির জন্য হইয়া থাকে।

প্রমেহ:—যখন বিনা যন্ত্রণায় মূত্রনালী হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়, রাত্রে প্রস্রাবের বেগ বেশী এবং কয়েক ফোঁটা ঘোর রক্তবর্ণ প্রস্রাব জ্বালার সহিত নির্গত হয়। আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে কষ্ট হইলে নাক্স-ভমিকা উপযোগী। গ্লীট রোগে কোপেবা ও কিউবেবের পর নাক্স-ভমিকা চমৎকার কার্য্য করে।

পুংজননেন্দ্রিয়ের পীড়া:—নাক্স-ভমিকা রোগীর অতি সহজেই কামোদ্রেক হয়। **কোঁপেরা** রোগীর যে লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় উহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। রোগীর লিঙ্গের উত্তেজনা খুবই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার ক্ষমতা অতি অল্প। স্ত্রীসঙ্গমের সময় শিথিল হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবী, মদ্যপায়ী বা অধ্যয়নশীলদিগের স্বপ্নদোষ নিবারণ করিতে নাক্স-ভমিকা অদ্বিতীয় ঔষধ। যাহারা অতিভোজী বা যাহারা অতিরিক্ত মসলাদি ব্যবহার করে, তাহাদের স্বপ্নদোষের জন্য ইহা উত্তম ঔষধ। নাক্স-ভমিকা রোগীর অত্যন্ত কামোদ্রেক হয়, তাহার পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছ্বাস হইয়া শুক্রক্ষয় হয়। ইহার স্বপ্নদোষ, কামাধিক্যতা, লিঙ্গোচ্ছ্বাস, রেতঃপাত সমস্তই **শেষ রাত্রের দিকে বেশী** হয়। রেতঃপাতের পর সে অত্যন্ত নির্জীব হইয়া পড়ে। অ্যাসিড-ফস্, অ্যাভেনা-স্যাটাইভা প্রভৃতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীরোগ:—নাক্স-ভমিকা নানাবিধ স্ত্রীরোগেও বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। বাধক বেদনার রোগিণীর নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বে ঋতুস্রাব হইয়া থাকে, স্রাব কাল ও অতি সামান্যই হয় এবং ঋতুস্রাবের সময় পেটে আক্ষেপিক বেদনা দেখা যায়—এই আক্ষেপিক বেদনা **সিপিয়াতেও** আছে, তবে সিপিয়া রোগিণীর **জরায়ু যেন নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে** এই ভাব বেশী, ঋতু অনিয়মিত, কখনও রীতিমতভাবে হয় না। নাক্স রোগিণীর ঋতুস্রাবের সময় যে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, তাহা ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার পরেও বিদ্যমান থাকে (সাল্ফ); ঋতুস্রাবকালে—আক্ষেপিক শূলবেদনা, সকালবেলা গা-বমি-বমি করা, অত্যন্ত অবসাদ, মাথার যন্ত্রণা, মাঝে মাঝে শরীর কাঁপিয়া উঠা এবং হস্তপদাদিতে বাতের বেদনা অনুভব করে। যাহারা অতিরিক্ত মসলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য খায়, যাহারা অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, রাত্রি জাগরণ করে, অত্যধিক মানসিক চিন্তা করে, অথচ আদৌ দৈহিক পরিশ্রম করে না, অলস ভাবে কাল কাটায়, তাহাদের ঋতুসম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়ায় নাক্স-ভমিকা উত্তম ঔষধ। ঋতুর গণ্ডগোলের সহিত যাহাদের অর্শরোগ, কোমরে অত্যধিক বেদনা, বাহ্যে-প্রস্রাবের ঘন ঘন ইচ্ছা অথচ বাহ্যে-প্রস্রাব না হওয়া লক্ষণ থাকে তাহাদের পক্ষেও ইহা উপযোগী। ইহার রক্তস্রাব ঘোর লাল বা কৃষ্ণবর্ণের এবং সেই সঙ্গে সামান্য কারণে মূর্চ্ছা, কোনরূপ গন্ধ, শব্দ বা ঝগড়া-ঝাটির পর মূর্চ্ছা লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য। নাক্স-ভমিকার রোগিণী মনে করে সে সর্ব্বদাই গাড়ীর ভিতর বসিয়াছে, ঐ তাহার গাড়ী চলিতেছে, গাড়ীর লোকজন সেখানে নানাপ্রকারের কথাবার্ত্তা কহিতেছে ইত্যাদি।

নাক্স-ভমিকার রোগিণীর ঋতুর পুনরাবির্ভাব সাধারণতঃ পূর্ণিমা তিথিতেই বেশী হয়।

গর্ভাবস্থায়:—প্রাতঃকালীন বমনে নাক্স-ভমিকা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ—বিশেষতঃ ঘুম হইতে উঠিবার পর যদি তাহার কাট-বমি বেশী হয়। রোগিণীর এইরূপ বমনের সহিত যদি যকৃতের পীড়া, ন্যাবা প্রভৃতি হয় এবং তাহার গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে হইয়া যায়; কোষ্ঠ-কাঠিন্যেও যদি বারংবার নিষ্ফল প্রস্রাবের ইচ্ছা থাকে তবে নাক্স ব্যবহার্য্য।

প্রসবান্তিক বেদনা বা **ভ্যাদাল** ব্যথা অত্যন্ত তীব্র ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, প্রসব বেদনার সময় পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছার ভাব হইলে, আক্ষেপ থাকিলে, ঐ সময় অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য রোগী বারংবার বাহ্যে করিতে যাইলে, প্রস্রাব করিতে যাইয়া বারংবার অতৃপ্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে এবং সেই সঙ্গে কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে একমাত্র নাক্স-ভমিকাই ঔষধ। নাক্স-ভমিকার প্রসূতি গরম ঘরের ভিতর থাকিতে পছন্দ করে। নাক্স-ভমিকার প্রসূতির প্রসব বেদনার

সময়, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ হইলে, ফুল আটকান অবস্থায় এবং গর্ভস্রাব ও প্রসব বেদনার পর রোগিণীর ক্রমাগত নিষ্ফল বাহ্যের বেগ হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

রক্তপিত্ত :—মদ্যপায়ী, রাত্রিজাগরণকারী, অতিরিক্ত মসলাযুক্ত, ঘৃত পক্ক আহার্য্য সেবীদিগের মুখ হইতে রক্ত উঠিলে নাক্স-ভমিকা উপযোগী। অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকিলে নাক্স উত্তম ঔষধ।

অর্শ-রোগীদিগের **নাসিকা হইতে রক্তস্রাব** হইলে এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের পূর্ব্বে মাথায় যন্ত্রণা থাকিলে ইহা কার্য্যকরী। সাধারণতঃ নাক্স-ভমিকায় নাসিকার রক্তস্রাব রাত্রে শুইবার সময় অথবা যখন তখন নির্গত হয়।

নাক্স-ভমিকা—বাত, কটি বাত, হাঁপানি, লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়া, পক্ষাঘাত, ম্যারাসমাস, কমি-বিপুর অতিরিক্ত চালনার মন্দফলের জন্য নানাবিধ পীড়ায় এবং **পাকাশয়িক** বিশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট যে কোনও রোগে উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

গাত্রচর্ম্ম :—রোগীর গাত্রচর্ম্ম অত্যন্ত ফ্যাকাসে ও সামান্য পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট ; রোগীর সর্ব্বশরীরে জ্বালাযুক্ত চুলকানির বৃদ্ধি, সন্ধ্যাকালেই বেশী। স্নায়বিক বা রক্তশূন্য রোগীর শরীরে (পরিপাক যন্ত্রের নানাবিধ গণ্ডগোলের জন্য) চুলকানি, আমবাত, শরীরে হামের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা নির্গত হইয়া তথায় অত্যন্ত জ্বালা ও চুলকানি হইলে নাক্স-ভমিকা ব্যবহার্য্য।

ম্যালেরিয়া ও সবিরাম জ্বর :—নাক্স-ভমিকা ম্যালেরিয়ার নানাবিধ জ্বরে যথা পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা-যকৃতযুক্ত জ্বর ; দোকালীন জ্বর এমন কি সামান্য জ্বরেও ইহা উপযোগী।

নাক্স-ভমিকার রোগের বৃদ্ধি প্রাতঃকালে তাহা আমরা বহুক্ষেত্রে বলিয়াছি সুতরাং ভোরের সময় যে জ্বর আগাইয়া আসে সেই জ্বরে নাক্স কার্য্যকরী। নাক্সের জ্বর সকাল ৬টা—৭টা, ৬—৯টা, ১১টা—১২টা, অপরাহ্ন ৭টা—৫টা, সন্ধ্যা ৭টা—৯টা আসিতে পারে। সন্ধ্যাবেলায় যে জ্বর হয়, সাধারণতঃ সেই জ্বর সমস্ত রাত্রি ভোগ করে। ইহা পালা-জ্বরের একটী উত্তম ঔষধ তবে ইহার পালার কোনই স্থিরতা নাই। ইহার জ্বর আসিবার যেমন সময়ের ঠিক নাই সেইরূপ জ্বরাবস্থারও কোন স্থির থাকে না। কোনদিন প্রথম শীত করে, কখনও বা আগে উত্তাপ শেষে শীত কম্প হইয়া ঘাম হয়।

রোগীর জ্বর হইবার পূর্ব্বে উরুতে, পাছায় ও পায়ে অসহ্য কামড়ানি ব্যথা সেইজন্য সে পা ছড়াইয়া শুইয়া থাকে। নাক্স-ভমিকার রোগীর সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পরই ভয়ানক শীত ও কম্প হয়, কম্পের সময় জলপিপাসা নাই, তাহার এত কম্প হইতে থাকে যাহার ফলে তাহার হাত, মুখ ঠাণ্ডা ও নীল হইয়া যায়। শীতের সহিত ভয়ানক হাই উঠা সেই সঙ্গে হাত-পা কামড়ানিও ইহাতে আছে। বৈকালিক কম্পে শীত বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, এইরূপ শীতের পর উত্তাপ বোধ। হাত-পা জ্বালা ও পিপাসা থাকে অথচ ঘর্ম্ম মোটেই থাকে না। শীতাবস্থায় তাহার এত শীত যে কিছুতেই তাহার শীতের নিবৃত্তি হয় না, রোগীকে আগুনের নিকট রাখিলে বা নানাবিধ গরম জামা ও কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেও তাহার শীতের উপশম হয় না।

উত্তাপাবস্থায় বা জ্বর অবস্থায় রোগীর জল পিপাসা অত্যধিক। নাক্স-ভমিকার উত্তাপাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিবার জন্যই বোধ হয় রোগীর খুব জল পিপাসা পায়। উত্তাপাবস্থায় গায়ের ঢাকা

তাহাদের অসহনীয় হয় বটে কিন্তু সামান্য নড়াচড়া বা গায়ের চাদর সরাইলে অত্যন্ত শীতবোধ (অ্যাকো, আর্ণিকা), সেইজন্য রোগী তাহার **গায়ের ঢাকা মোটেই খুলিতে চাহে না**—বেল)। রোগীর গাত্রোত্তাপ অত্যধিক তথাপি সে কিছুতেই গায়ের ঢাকা খুলিতে চায় না (গায়ের জ্বালার জন্য গায়ের ঢাকা ফেলিয়া দেয়—সিকেলি)। ঘর্ম্মাবস্থায় তাহার মোটেই পিপাসা থাকে না; ঘর্ম্মাবস্থায় প্রবল জল পিপাসা—আর্সেনিক ও চায়নায় দেখিতে পাওয়া যায়)। নাক্স রোগীর ঘর্ম্ম অতি অল্প এবং ঘর্ম্মাবস্থা থাকেও অল্প সময় কিন্তু ঘর্ম্মাবস্থায় কেহ হাওয়া দিলে বা নড়াচড়া করিলে শীত করে। ঘর্ম্ম হইবার পর রোগীর গায়ের ব্যথার উপশম বোধ। নেট্রাম-মি, ইউপে, লাইকো), ইহার ঘর্ম্ম ও শীত পর্য্যায়ক্রমে অনুভূত হইয়া থাকে (অ্যান্টি-ক্রু)। **কষ্টিকাম** রোগীর সর্ব্বদা শীত বোধ করে না অথচ প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ইহার ঘর্ম্ম সাধারণতঃ ডানদিকেই বেশী।

ডাঃ ন্যাস নাক্সভমিকার জ্বরের বিষয়ে বলেন যে, রোগীর সর্ব্বশরীরে অত্যধিক উত্তাপ এমন কি মুখে হাত দিলে যেন হাত পুড়িয়া যায়, রোগীর মুখ লাল অথচ সামান্য নড়াচড়া করিলে বা গায়ের ঢাকা সরাইলে ভয়ানক শীত বোধ, এই সকল লক্ষণ যে কোন জ্বরেই থাকুক না কেন নাক্স-ভমিকাই ঔষধ। রোগীর জ্বর বিচ্ছেদ হইবার পর সে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, পিত্তবমন, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য নিস্ফল মল প্রবৃত্তি।

শিশুদিগের সবিরাম জ্বরে যখন ভয়ানক শীত ও কম্প থাকে, গায়ে ছিট্‌ছিট্ দাগ পড়ে বিশেষতঃ আবৃত অংশে, শীত ও জ্বরের সময় অত্যন্ত পিপাসা, অত্যন্ত অক্ষেপের জন্য ধনুষ্টঙ্কারের ভাব সেই সঙ্গে ক্ষুধামান্দ্য ও পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ অথচ বাহ্যে না হওয়া নাক্স-ভমিকার লক্ষণ।

নাক্স-ভমিকা **টাইফয়েড জ্বরের** ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় যদি রোগীর বায়ুপিত্তের লক্ষণ প্রস্ফুটিত থাকে। গা-বমি-বমির সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য, রোগীর শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা, রাত্রে চম্‌কাইয়া উঠা, সামান্য জ্বর সেই জন্য ঘুমের ব্যাঘাত। অনবরত ঘুমের ব্যাঘাতের জন্য পীড়ার বৃদ্ধি, সন্ধ্যার সময় নিদ্রালুতার ভাব এবং অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ থাকিলে নাক্স-ভমিকা প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে।

নাক্স-ভমিকার মোট কথা:—রোগীর পাতলা চেহারা, কৃষ্ণ কেশ, পিত্ত ও রক্ত প্রধান ধাতু—ঝগড়াটে, হিংসুক, খিটখিটে, রাগী, চিত্তোন্মাদ, অধ্যয়নশীল; আলো, গন্ধ, গান-বাজনা, ভাল কথায়ও বিরক্তি প্রকাশ; আত্মহত্যার তীব্র আকাঙ্ক্ষা কিন্তু মরিতে ভয়; রোগীর মদ্য, কফি, তামাকু সেবনের এবং ভোগ বিলাসের ও পেটেন্ট ঔষধ সেবনের ভয়ানক ইচ্ছা অথচ সহ্য হয় না, অতি ভোজন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাবজনিত পীড়া; অর্শ, অজীর্ণ, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি পীড়ায় পুনঃপুনঃ নিস্ফল বেগ অথচ বাহ্যে হয় না, হইলেও তৃপ্তির অভাব; অতিরিক্ত মৈথুন, জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা প্রভৃতির জন্য কোমরের বেদনায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে কষ্ট, নিয়মিত কালের বহু পূর্ব্বে দীর্ঘকালস্থায়ী প্রচুর ঋতুস্রাব, সন্ধ্যাবেলা নিদ্রা প্রবণতা কিন্তু সমস্ত রাত্র নিদ্রাশূন্যতা ও শেষ রাত্রে স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, শীত কাতুরে, জ্বরের সর্ব্ব অবস্থায়ই ভয়ানক শীত, সর্দ্দিতে দিনের বেলা প্রচুর স্রাব, রাত্রিকালে নাসিকা বন্ধ হওয়া নাক্স-ভমিকার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—রোগের বৃদ্ধির কথা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বহুবার বলিয়াছি সুতরাং যেগুলি বিশেষভাবে বলা হয় নাই সেইগুলি বলিব—ঠাণ্ডা হাওয়ায়, কাসির সময়, আহারের পরই, মদ্যাদি পানের পরই, কফি পান করিবার পর, ঠাণ্ডা জল পানে, প্রস্রাব করিবার সময়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়াইলে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, শরীর স্পর্শ করিলে, সঙ্গীত শ্রবণে রোগের বৃদ্ধি।

শীতল বায়ুতে (কষ্ট) গরম কাপড়ে শরীর ও মাথা ঢাকিয়া রাখিলে, কোমরের কাপড় আল্গা করিয়া দিলে, গরম ঘরে, গরম খাদ্যে, বিছানায় শুইলে ও বায়ু নিঃসরণ করিলে রোগের উপশম।

সম্বন্ধ :—নাক্স-ভমিকা হাঁপানি রোগে—কার্ব্বো-ভে, লাইকো, নেট্র-সা তুল্য; মলদ্বারের পেশীর পক্ষাঘাতে—সিপিয়া, বেল, সাল্‌ফার তুল্য; ঋতুস্রাবের সময় উগ্র মেজাজে—ক্যামোমিলা তুল্য; রাত্র জাগরণ জন্য চৈতন্য লোপে—ককিউলাস তুল্য; হত্যা করিবার তীব্র ইচ্ছায়—আর্স, হিপার তুল্য; বাহ্যের সময় মূর্চ্ছায়—নাক্স-মস্কেটা, ডিজি তুল্য, অর্শরোগে—ইস্কুলাস, সাল্‌ফ, কলিনসোনিয়া তুল্য, মৈথুনের অপব্যবহারের ফলে ধ্বজভঙ্গে—ক্যাল্‌কেরিয়া, সাল্‌ফার তুল্য; মূত্র-পাথরীরোগে—লাইকো তুল্য; ধনুষ্টঙ্কারে—ভিরেট্রাম, সাইকি, বেল, কুরারী তুল্য, মস্তিষ্ক মেরু-মজ্জার পীড়ায়—অ্যাসিড-পিকরিক তুল্য; মূর্চ্ছা যদি স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য হয়—ইগ্নেসিয়া, নাক্স-মস্কেটা তুল্য।

মদ্যপানজনিত পীড়ায়—নাক্স, রডোডেন্ড্রন, গ্লোনয়েন, সেলিনি, লেডাম, ফ্লুয়োরিক-অ্যাসিড, অ্যান্টিম-ক্রুড, পাল্‌সেটিলা উপযোগী।

মদ্যপানহেতু সাংঘাতিক মাথা ব্যথায়—গ্লোনয়েন, লালবর্ণের মদ্য পান করিবার জন্য পীড়ার বৃদ্ধি—অ্যাসিড-ফ্লুয়োরিক, টক স্বাদযুক্ত মদ্য পানহেতু রোগের বৃদ্ধি—অ্যান্টিম-ক্রুড; মদ্য পান করিবার পর সহজেই নেশা হইলে—বোভিষ্টা, মদ্য পান করিবার পর সহজেই মাথায় রক্ত উঠিলে—সাইলিসিয়া উপযুক্ত ঔষধ।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ।

নাক্স-ভমিকা সাধারণতঃ পুরাতন রোগে রাত্রিতে ঘুমাইবার পূর্ব্বে প্রয়োগ করা ভাল।

নাক্স-মস্কেটা (Nux Moschata.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম নটমেগ, জায়ফল বা মিরেসটিকা মস্কেটা। এই জাতীয় বৃক্ষ ভারতবর্ষের বহু দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। ভারতীয় চিকিৎসকগণ জায়ফল বহুক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। বিশেষতঃ পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করিতে বা অত্যধিক তরল বাহ্যে হইলে ইহার ব্যবহার অত্যধিক। ইহার মাদারটিংচার করিতে হইলে জায়ফলটী চূর্ণ করিয়া সুরাসারে ভিজাইয়া তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ মূর্চ্ছা; স্মৃতি-ক্ষীণতা; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য; দৃষ্টিশক্তিহীনতা; সান্নিপাতিক জ্বর, নিদ্রালুতা; স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের পীড়া, গর্ভপাত; সন্ন্যাস; হাঁপানি; উদরাময়; বাধক, রক্ত কৃচ্ছ্রতা, অত্যধিক শিরঃপীড়া, হিক্কা, রক্তাক্ত ঘর্ম্ম; আমবাত, শীর্ণতা; অজীর্ণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—নাক্স-মস্কেটা সাধারণতঃ স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের পীড়ায় এবং যাহাদের কখনও ঘর্ম্ম হয় না তাহাদের সাংঘাতিক নিদ্রালুতা রোগে ফলপ্রদ। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের নানাবিধ পীড়াতেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীর মন ও মস্তিষ্কের উপর এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া আছে। নাক্স-মস্কেটা রোগীর মুখ ও জিহ্বা এত শুষ্ক যে জিহ্বা তালুতে ঠেকে তবুও জল পানের আকাঙ্ক্ষা মোটেই থাকে না (পাল্‌স); জিহ্বা সদাসর্ব্বদাই ভিজা অথচ ভয়ানক পিপাসা (মার্কারি)। মূর্চ্ছা প্রবণতা নাক্স-মস্কেটার নির্দ্দেশক লক্ষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মন :—নাক্স মস্কেটা রোগীর ঘুম অত্যন্ত, এত ঘুম ঘুম ভাব যে বহু চেষ্টা করিয়াও সে ঘুম দমন করিতে পারে না ; নাক্স-মস্কেটা রোগী যখন লেখাপড়া করে বা হিসাবের কার্য্য করে তখন অভাব স্মৃতিশক্তি লোপ পায় এবং সে নিদ্রায় কাতর হইয়া পড়ে, কোনপ্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অনেকক্ষণ চিন্তার পর উত্তর দেয় ; স্মৃতিশক্তি এত ক্ষীণ যে পরিচিত রাস্তার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। নাক্স-মস্কেটা রোগিণীর অত্যধিক পরিবর্তনশীল মেজাজ, এই হাস্য পরিহাস করিতেছে আবার পরমুহূর্তেই রোদন করিতে থাকে (ইগ্নে, পালসে) অথবা এই অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন আবার পরক্ষণেই আহ্লাদে আটখানা।

শুষ্কভাব :—সমস্ত শরীর শুষ্ক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা ইহার প্রধান লক্ষণ। চক্ষু দুইটী এত শুষ্ক যে, বুজিতে গেলে ভিতরে করকর করে, ইহার গলা, মুখ, জিহ্বা ও সমস্ত শরীর অত্যধিক শুষ্ক। ইহার রোগীর গায়ের চামড়া শুষ্ক অথচ ঘাম মোটেই হয় না, অধিকন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি হয় এবং বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে রোগী আরাম অনুভব করে। রোগী কোনও দ্রব্যের দিকে চাহিয়া থাকিলে সে মনে করে যে দ্রব্যটী ক্রমান্বয় ছোট হইয়া আসিতেছে। নাক্স-মস্কেটা রোগী যেদিকে চাপিয়া শয়ন করে সেই দিকে অত্যন্ত বেদনার-স্পর্শ-কাতরতা অনুভব করে।

উদরাময়ের সহিত ঘর্ম্মহীনতা, শুষ্কাবস্থা ও অত্যন্ত জল পিপাসার অভাব লক্ষ্য করিলে নাক্স-মস্কেটা একমাত্র ঔষধ।

প্রতিবার ঋতুর সময় রোগিণীর গলা, মুখ, জিহ্বা অত্যধিক শুষ্ক হইলে এবং নিদ্রালুতা থাকিলে ; রক্ত স্রাবের পরিবর্ত্তে যদি তাহার শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়, তাহা হইলে উপযোগী।

শিরঃপীড়া :—নাক্স মস্কেটা মাথা ঘোরা ; মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ। মাথা ঘোরায় রোগী মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে (কার্ব্বো-অ্যানি, কেলি-নাই, নাক্স-ভম, ফাইটো, ষ্ট্র্যামো)। রোগী মনে ভাবে তাহার মাথার ভিতর কি যেন দুলিতেছে (ক্যানা-স্যাটা), মাথা ঘুরিবার জন্য অত্যধিক দুর্ব্বলতা বোধ, হাত, পা তাহার অবশ হইয়া যায়, তখন যেন শূন্যে উড়িতেছে এরূপ বোধ (অ্যাসেরাম, ক্যানা-ইণ্ডি, জুগলান্স, ল্যাক্-ক্যান)। রোগীর প্রত্যহ মাথা ধরে এবং উহার ভিতর দপ্ দপ্ করে, ঐ একটী সীমাবদ্ধ স্থানে বেদনার অনুভূতি। ইহার মাথার যন্ত্রণা বামদিক হইতে ডানদিকে চালিত হয় (ল্যাকে)।

চক্ষুরোগ :—নাক্স-মস্কেটা চক্ষুরোগের একটী কার্য্যকরী ঔষধ। রোগীর চক্ষু শুষ্ক, তাহার চক্ষু বুজিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ। সন্ধ্যাবেলা কোন আলোর সম্মুখে বসিয়া কিছু পড়া তাহার পক্ষে অসম্ভব, রোগী কোন দ্রব্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে সেই জিনিষ ছোট দেখায়, আবার সকল দ্রব্যই সে বড় দেখিতেও থাকে। চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল বিন্দুসকল উড়িয়া বেড়াইতেছে এরূপ বোধ। ইহার রোগী অন্ধকারের ভিতর থাকিলে চক্ষুরোগের উপশম কিন্তু আলোকে ও চক্ষুর পরিশ্রমে রোগ যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

নাক্স-মস্কেটা রোগীর শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর, সামান্য একটু শব্দই তাহার নিকট অসহ্য, সে দূরের শব্দ বেশ শুনিতে পায়।

মূর্চ্ছা :—নাক্স-মস্কেটা রোগিণীর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অত্যধিক, অতি সহজেই মূর্চ্ছা হওয়া এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। ইহার রোগী একটুতেই স্তম্ভিত হইয়া যায়, সে মনে করে কোন এক স্বপ্ন রাজ্যে আছে। সদাসর্ব্বদাই **ঘুমে ঢুলু ঢুলু ভাবে থাকে,** তারপর ক্রমান্বয় সে

অচৈতন্য হইয়া পড়ে। সহজেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। ইহার মূর্চ্ছা ও রোগিণীর মনের গতি সদা সর্ব্বদা পরিবর্তনশীল। **ডাঃ ফ্যারিংটন** বলেন পুনঃ পুনঃ মনোভাবের পরিবর্তন; অত্যল্প আহারের পরও পেটের ফোলাভাব এবং মুখ, জিহ্বা ও গলা অত্যধিকভাবে শুষ্ক, পিপাসার অভাব এই ঔষধের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। নাক্স-মস্কেটা রোগিণী যখন তখনই কাঁদে, কান্নাকাটির পর আবার যখন তখন হাসিয়া উঠে। তাহার মানসিক ভাবের পরিবর্তন যেমন আছে সেইরূপ শারীরিক শক্তিও ক্রমান্বয় কমিতে থাকে, মূর্চ্ছিত হইবার পর সমস্ত দেহে থ্যাৎলান ব্যথা অনুভব করে এবং সর্ব্বশরীর তাহার এত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া যায় যে, সে এক পা হাঁটিতে পারে না। মাথা তাহার অত্যন্ত ভারী হইয়াছে বোধ, অজীর্ণহেতু পেট ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে। রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে তাহার মাথা সম্মুখের দিকে বাঁকিয়া যায়, দাঁত কপাটি পড়ে চোয়াল শক্ত হয়, হৃদ্‌যন্ত্রে ভারবোধ সেই সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে অনেকক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপ ও অল্পক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপের সহিত সম্পূর্ণ অচৈতন্য ভাব দেখা যায়, কোনরূপ মানসিক উত্তেজনায় তাহার মুখের সেই শুষ্ক ভাব ও পেটের ফাঁপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার রোগীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, অন্যান্য লক্ষণ ইগ্নেসিয়া অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

নাক্স-মস্কেটা গর্ভবতীর মূর্চ্ছারোগের সহিত, পেটফাঁপা, গা-বমি-বমি ও দন্তশূলের বেদনা থাকিলে উপযোগী।

উদরাময় :—এই ঔষধ বালক বালিকাদিগের উদরাময় বিশেষতঃ যাহারা অতি শীঘ্রই সর্দ্দির দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহাদের, **বৃদ্ধদিগের ও পোয়াতিদিগের উদরাময়ে** উপযোগী। ইহার উদরাময় বর্ষাকালে, সর্দ্দির জ্বর, দুধ পান করিবার পর এবং গর্ভাবস্থায় হইলে বিশেষ ফলপ্রদ। ভয়ানক উদরাময় হইয়া রোগীর সমস্ত পেটটি সাঁটিয়া ধরায় সে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। ইহার বাহ্যে তরল, হরিদ্রা বর্ণের; অজীর্ণযুক্ত মল, এরূপ মল গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে হইয়া থাকে। হেমন্তকালের বহুব্যাপক উদরাময়ে, শ্বেতবর্ণের মল হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। কোন কোন রোগীর কেবল রক্তও নির্গত হয়, আবার কাহারও রক্তমিশ্রিত মলও নির্গত হইয়া থাকে।

হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া :—নাক্স-মস্কেটা রোগীর বা রোগিণীর হৃদ্‌পিণ্ডের ধড়ফড়ানি ও হৃদ্‌কম্প অত্যধিক। এত হৃদ্‌স্পন্দন হইতে থাকে যে তাহার ফলে রোগিণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সাংঘাতিক ভয় পাইলে বা চিত্তবিকার ঘটিলে যেরূপভাবে হৃদ্‌স্পন্দন হয় সেইরূপ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর হৃদ্‌স্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত হইতে থাকে। হৃদ্‌স্পন্দনের জন্য হয়ত তাহার হৃদ্‌পিণ্ড স্থির হইয়া গেল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই প্রবলবেগে স্পন্দন আরম্ভ হইয়া রোগিণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়াই ইহার বিশেষত্ব। রোগিণী কখন কখনও মনে করে যেন তাহার হৃদ্‌পিণ্ড সবলে কেহ ধরিয়া রাখিয়াছে।

স্ত্রীরোগ :—ইহার ঋতুস্রাবের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, কখনও অকালে অসময়ে আরম্ভ হয়, আবার কখনও হয়ত খুব বিলম্বে হয়। ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে প্রদরস্রাব (ফকিউ), ঐ সময় তাহার মুখ, জিহ্বা, গলা শুকাইয়া যায়। ঋতুর সময় রোগিণীর নিতম্বদেশে বেদনা, যেন একখণ্ড কাষ্ঠখণ্ড ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ঠেলিতেছে।

টাইফয়েড জ্বর বা বাতশ্লেষ্মা জ্বর :—নাক্স-মস্কেটা টাইফয়েড জ্বরের বিকারাবস্থায় যখন রোগী সদাই ঘুম-ঘুমভাবে সময় কাটায় ও অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন দেখিলেই মনে হইবে ইহা একটী ওপিয়াম রোগী। উভয় ঔষধের ভিতর পার্থক্য এই—প্রথমটির ঘুম-ঘুমভাব

স্নায়ুমণ্ডলীর অসাড়ভাবের জন্য হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়টির এরূপ হইবার কারণ রক্তের অত্যধিক চাপহেতু। দুইটি ঔষধই টাইফয়েডের বিকারাবস্থায় উপযোগী। নাক্স মস্কের রোগীর অজ্ঞান, অচৈতন্যভাবের সহিত মুখ, গলা, জিহ্বা শুষ্ক; এত শুষ্ক যে রোগীর জিহ্বা তালুতে ঠেকিয়া যায়, মুখ হইতে তুলার ন্যায় শুষ্ক লালা নির্গত হয়, তত্রাচ সে জলপান করিতে চায় না (এপিস, পাল্‌সে, ল্যাকেসিস)। নাক্স-মস্কেটা রোগীর **পেট ফোলাও অত্যধিক,** কোন জিনিষ খাইতে খাইতে বা খাইবার পর রোগীর পেট ফুলিয়া যায়। টাইফয়েড রোগীর উদরাময় থাকিলেও ইহা দ্বারা কার্য্য পাওয়া যায়, যদি সেই সঙ্গে মুখ, জিহ্বা, গলা শুষ্ক, পেটফাঁপা, শরীর ঠাণ্ডা অথচ শুষ্ক, অত্যন্ত ঘুম-ঘুমভাব থাকে তবে ব্যবহার্য্য। নাক্স-মস্কেটা রোগিণীর জিহ্বায় শাদা লেপ থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—রোগীকে স্পর্শ করিলে এবং বালিস হইতে মাথা তুলিলে, শয়ন করিলে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে, ঠাণ্ডায়, প্রবল হাওয়া লাগিলে, ঋতুর পরিবর্ত্তনে, ঠাণ্ডা দ্রব্য পানাহারের পর, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, গাড়ী করিয়া বেড়াইলে রোগাক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শুইয়া থাকিলে, রোগের বৃদ্ধি। শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ুতে, গরম ঘরের ভিতর, গরম ঢাকা দিলে, হাঁটা চলা করিলে উপশম।

সম্বন্ধ :—নাক্স-মস্কেটা- মূর্চ্ছারোগে ইগ্নেসিয়া তুল্য; ডান হাতের বাত রোগে ফেরাম তুল্য, জরায়ুভ্রংশ রোগে সিপিয়া, প্ল্যাটিনাম তুল্য, তন্দ্রালুতায় ওপিয়াম, অ্যান্টিম-টার্ট তুল্য, স্মৃতিশক্তির হীনতায় অ্যানাকার্ডি, লাইকো তুল্য, ঋতুর সময় রক্তস্রাবের পরিবর্ত্তে প্রদরস্রাবে কক্কিউলাস তুল্য, সহসা স্বরভঙ্গে ইউফ্রেসিয়া তুল্য; গাড়ীচড়ার মন্দ ফলে কক্কিউলাস তুল্য; বাহ্যের সময় মূর্চ্ছায় এপিস, পাল্‌সে, সাল্‌ফার তুল্য; মাথাঘোরায় মাথা বামদিকে টলিয়া পড়ায় ল্যাক্-ডি তুল্য; রক্তাক্ত ঘর্ম্ম হইলে ক্রোটেলাস, ল্যাকে, আর্ণিকা তুল্য, মাথা তুলিলেই গা-বমিতে ব্রাইওনিয়া তুল্য, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ক্যাক্টাস সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ১২, ৩০, ২০০ শক্তি সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য।

নার্কোটিনাম (Narcotinum)।

পরিচয় :—মর্ফিনামের ন্যায় ইহাও আফিং হইতে প্রস্তুত উপক্ষার বিশেষ। ইহা সাধারণতঃ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত, শিরঃঘূর্ণন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাহার শুষ্ক মুখ, চটচটে ও অস্পষ্ট স্বর পাওয়া যায় সেইস্থলে ব্যবহার্য্য)

শক্তি :—মূল বিচূর্ণ ও নিম্নশক্তি।

নার্সিসাস (Narcissus)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ব্রঙ্কাইটিস, সাধারণ কাসি, সর্দ্দি কাসি ও হুপিং কাসির আক্ষেপিক অবস্থায় যদি সম্মুখ কপালে তীব্র যন্ত্রণা থাকে এবং উগ্র আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (রাস-টক্স, ডাল্‌, নেট-সাল্‌ফ) তবে উপযোগী ঔষধ। রস ও পুঁজপূর্ণ অরুনিমা রোগেই ইহা উপযোগী।

শক্তি :—১ম শক্তি।

নিকট্যান্থিস-আর্বর-ট্রিসটিস (Nyctanthes-Arbor-Tristis)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ পৈত্তিক ও দুর্দ্দমনীয় স্বল্প বিরাম জ্বরে উপযোগী ; সায়েটিকা ; আমবাত ; বালক-বালিকাদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যেও ইহা ফলপ্রদ।

ইহার রোগীর উৎকণ্ঠা অস্থিরতা খুব বেশী, মাথার যন্ত্রণা অবিরাম হইতে থাকে, আমাশয়ে তীব্র জ্বালা ঠাণ্ডা প্রয়োগে তবে শান্তি, যকৃতপ্রদেশে ভয়ানক বেদনা, গা-বমি-বমির সহিত অত্যধিক পৈত্তিক মল ; কোষ্ঠকাঠিন্য। জ্বরের রোগীর শীতাবস্থায়, উত্তাপাবস্থায় ও তাহার পূর্বে অত্যন্ত পিপাসা, শীতের পর বমন করিলে উহার শান্তি।

শক্তি :—মাদার-টিংচার।

নিকোটিনাম (Nicotinum)

পরিচয় :—এই ঔষধ তামাকের উপক্ষার অর্থাৎ তামাকের বীজের ও পাতার মধ্যে এক প্রকার শ্বেতসার পাওয়া যায়, তাহাই নিকোটিনাম। ইহা তৈলবৎ পদার্থ। নিকোটিনামের গন্ধ তামাকের ন্যায়। ঔষধ শক্তি ১/১০০, ৬নং (২) ফরমূলা।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কের ক্লান্তি, হিমাঙ্গাবস্থা, বমন, আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার, তামাক সেবনের মাদকতা প্রভৃতি ও মৃগী রোগের ঔষধ।

নিকোটিনামেও ট্যাব্যাকামের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী আক্ষেপ আছে, আক্ষেপে রোগীর ঘাড় ও পিঠ আকৃষ্ট হইয়া মাথা পিছন দিকে বক্র হইয়া পড়ে, ধনুষ্টঙ্কারাদির আক্ষেপে রোগীর দৃষ্টিশক্তি নাশ হইয়া যায়, সে চক্ষে আলোক সহ্য করিতে পারে না, কাণে ভাল শুনিতে পায় না, রোগী মনে করে যেন তাহার কাণ তুলা দ্বারা বন্ধ হইয়া আছে। চর্ব্বণ পেশীর সঙ্কোচন এবং স্বরনলী ও বায়ুনলীর সঙ্কোচনবশতঃ রোগী ফুৎকার করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার বুকের ভিতর চাপবোধ বশতঃ গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করে। কিড্‌নি বা বুকাস্থির পশ্চাতে যেন কিলকবৎ আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব, ঐজন্য রোগীর নাড়ী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া আসে।

ধনুষ্টঙ্কারে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী। পর্য্যায়ক্রমে আক্ষেপের পর রোগীর দেহ শিথিল হইয়া পড়িলে, অবিরাম গা-বমি-বমি, ঠাণ্ডা ঘাম ও শ্বাসরোধ হইয়া পতনাবস্থার উপক্রম হইলে নিকোটিনাম উপযোগী।

মূত্রপাথরী রোগেও নিকোটিনাম ব্যবহৃত হয়। মূত্রপাথরীশূলে রোগী এতই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে সে তাহার মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারে না, তাহার দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। রোগী বিকারের ভিতর বা মূর্চ্ছার ভিতর ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করে। ইহার লক্ষণগুলি প্রায় ট্যাবেকামের ন্যায়।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।

নিকোলাম (Niccolum Metallicum) ।

পরিচয় :—ইহা এক প্রকার ধাতু। ইহাকে মেটালিক-নিকেল বলে।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ কাসি, দৃষ্টিক্ষীণতা, চক্ষু প্রদাহ, মাথাধরা, হিক্কা, বাক্রোধ, জিহ্বার কাঠিন্য, গলক্ষত পরিপাকশক্তির ক্ষীণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ।

মন :—হেরিং বলেন যে সমস্ত সাহিত্যসেবী বা অন্যান্য মস্তিষ্কের চালকগণ সময়ে সময়ে স্নায়বিক শিরঃপীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন, দেহ যাহাদের ক্ষীণ, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, তাঁহাদের পরিপাকশক্তির অভাব, প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়, সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর পীড়ার বৃদ্ধি, অথবা তাহারা যদি মাঝে মাঝে মনে করেন যে পীড়া কঠিনাকার ধারণ করিবে, তবে নিকোলাম তাহাদের পক্ষে উপযোগী ঔষধ।

নিকোলাম রোগী বড়ই ঝগড়াটে, অত্যন্ত খিট্খিটে, উত্তেজনাপ্রবণ। সর্ব্বদাই অমঙ্গল চিন্তায় অস্থির, কথাবার্ত্তা বলিতে অনিচ্ছা, চঞ্চল প্রকৃতি, ভয় ভয় ভাব, বিষাদ ভাবাপন্ন।

শিরঃপীড়া :—যে সমস্ত সাংঘাতিক শিরঃপীড়া মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, বিশেষতঃ যদি ঐ মাথার যন্ত্রণা বেলা ১০টা হইতে ১১টার ভিতর বামদিক হইতে হঠাৎ ডানদিকে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পর মাথাধরা না থাকিলে নিকোলাম উত্তম ঔষধ। নিকোলাম রোগীর মাথার যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে, রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে। মাথার যন্ত্রণা প্রায় সমস্ত দিনই সমভাবে থাকে, মাথার যন্ত্রণার সহিত মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে তাহার পিত্ত বমন হইতে থাকে। মাথার যন্ত্রণার সময় তাহার মাথা অত্যন্ত গরম থাকে যাহার জন্য সে খোলা বাতাসের ভিতর বেড়াইতে যাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে।

সিফিলিনামের মাথার যন্ত্রণা সমস্ত রাত্রি থাকে এবং রাত্রি ১০টা হইতে ১১টার ভিতর অত্যধিক হয়, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। নিকোলামের মাথার যন্ত্রণা প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রচণ্ডবেগে আবির্ভূত হয়।

নিকোলামের আর একটী মূল্যবান লক্ষণ আছে, রোগী তাহার মাথা নোয়াইলেই অনুভব করে যেন তাহার মাথা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইতেছে, যেন তাহার মাথার ভিতর একটী লোহার শলা বিদ্ধ আছে, যেন তাহার ঘাড় মচ্কাইয়া গিয়াছে। মাথা ঘুরাইতে ফিরাইতে গেলে গ্রীবার কশেরুকা সকল মট্মট্ করিতে থাকে (অ্যাগারি, চেলি, পেট্রো), রোগীর বামদিকের কাঁধ যেন মচ্কাইয়া গিয়াছে বা সন্ধিচ্যুত হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ (অ্যাগার), মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিলে বা অন্যান্য ব্যায়াম করিলে ব্যথার উপশম। রোগীর ব্রহ্মতালু হইতে মস্তিষ্ক এবং নখের ডগা পর্য্যন্ত বাতের ব্যথা।

সর্দ্দি ও কাসি :—ইহার রোগীর অত্যধিক হাঁচি আছে অথচ সর্দ্দি নাই, নাক এরূপভাবে বন্ধ হইয়া যায়, যাহার ফলে সে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে মোটেই পারে না। রোগীর নাসাগ্র লাল ও ফুলিয়া যায়, সর্দ্দি যখন থাকে তখন দিনের বেলায় খুব সর্দ্দিস্রাব হয়, রাত্রে নাক শুকাইয়া যায় (নাক্স-ভমিকা, স্যাম্বুই)।

নিকোলামের কাসিরও একটী বিশেষত্বপূর্ণ লক্ষণ আছে, রোগী কাসিবার সময় উঠিয়া বসে এবং দুই হাত দিয়া নিজের মাথা চাপিয়া ধরে। শিশুকে কাসির সময় তুলিয়া বসাইতে

হয়, নচেৎ শিশু কাসিতে কাসিতে শক্ত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের মত হইয়া যায়। অনেক রোগী কাসিবার সময় নিজের উরুতের উপর দুই হাত রাখিয়া তারপর কাসিতে থাকে।

রুচি :—নিকোলাম রোগীর ক্ষুধা বেশ আছে অথচ রুচি নাই, কিন্তু ইহার লক্ষণাদি আহারের পর উপশম হয়। সন্ধ্যার সময় রোগীর অত্যধিক জল পিপাসা হয়, দিনের বেলায়ও জল পিপাসা খুব, উপবাস করিলে মানুষের যেরূপ অনুভূতি হয়, নিকোলাম রোগীরও সেইরূপ ভাব হয় অথচ সে পেট ভরিয়া খাইতে পারে না, ২।১ গ্রাস বেশী খাইলেই তাহার হিক্কা হইতে থাকে ও পাকাশয় ভারবোধ করে।

রোগীর রাত্র দ্বিতীয় প্রহর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত নিদ্রা থাকে না, সেই সময় বায়ুনলীর ভিতর চুলকানির জন্য সে কাসিতে থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর কথা বলিলে, হাই তুলিলে, শুইলে ও দুধ পান করিলে বৃদ্ধি। মুক্ত হাওয়ার ভিতর বেড়াইলে, খাইবার পর, ঠাণ্ডা লাগাইলে, ডন-বৈঠক ও মুগুর ভাজিলে এবং ঢেঁকুর উঠাইলে উপশম।

সম্বন্ধ :—নিকোলাম—পদার্থবৎ দেখাইলে—হায়ো, নেট্রাম তুল্য, নীল দেখাইলে—লাইকো তুল্য ; দ্বিত্বদর্শন ও রামধনুর ন্যায় দর্শনে—ফস, জেলস তুল্য ; সর্দ্দিরোগে—নাক্স, অ্যান্টিকাস তুল্য ; দন্তশূলের বেদনায়—ম্যাঙ্গেনাম তুল্য ; পাকস্থলীর শূন্য বোধে—সিপিয়া তুল্য, বাৎসরিক স্বরভঙ্গে—আর্সেনিক তুল্য, গলক্ষতে লাইকোপোডিয়াম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x বিচূর্ণ হইতে ৬, ৩০, ২০০ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।

নিকোলাম-সালফিউরিকাম (Niccolum Sulphuricum.)।

পরিচয় :—সালফেট অভ্ নিকেল। ইহা কার্ব্বনেট অভ্ নিকেল এবং ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিডসহ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিচূর্ণ-পদ্ধতি অনুসারে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—ছাত্র ও ছাত্রী বা পাঠাভ্যাসী দুর্ব্বল, অজীর্ণরোগগ্রস্তদিগের—অজীর্ণ ও দুর্ব্বলতায়—নাক্স-ভমিকা তুল্য এবং ঋতুলোপকালীন বিবিধ উপসর্গে—ল্যাকেসিস তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—২x বিচূর্ণ।

নিম্ফিয়া-ওডোরেটা (Nymphœa-Odorata.)।

ব্যবহারস্থল ঃ অতিরিক্ত সঙ্গমেচ্ছা ; শ্বেতপ্রদর, ক্ষতকর প্রদর, প্রাতঃকালীন উদরাময়, কটিশূল, সর্দ্দি ; গলায় ক্ষত প্রভৃতিতে মূল অরিষ্ট ব্যবহার্য্য।

নুফার-লুটিয়াম (Nuphar-Luteum.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ইয়েলো-পণ্ডলিলি। আমাদের দেশের পুকুরের ভিতর হলুদবর্ণের একজাতীয় ফুলকে কুমুদ ফুল বলে। এই কুমুদ ফুলই নুফার-লুটিয়া বা ইয়েলো-পণ্ডলিলি।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উদরাময় ; অজীর্ণ ; শিরঃপীড়া , ধ্বজভঙ্গ ; শুক্রক্ষয় ; সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

সুফার-লুটিয়া অ্যাগনাস ক্যাকটাসের ন্যায় কামেন্দ্রিয়ের অবসাদ এবং রিউমেক্সের ন্যায় উদরাময় উৎপাদন করিতে সমর্থ সেইজন্য ডাঃ **হিউজ** বলেন, এই ঔষধ দুইটী পুরাতন ঔষধের স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার উদরাময় পডোফাইলাম, নেট্রাম-সাল্ফ, সাল্ফার ও রিউমেক্সের ন্যায় প্রাতঃকালীন। ডাঃ **ফ্যারিংটন** বলেন প্রাতঃকালীন উদরাময়ে গেম্বোজিয়া, গম্মি-গাটী (Gummigutti) ও চেলিডোনিয়াম প্রভৃতি ঔষধ নিষ্ফল হইলে **সুফার-লুটিয়াম** ব্যবহার্য্য। সুফার-লুটিয়ার রোগী প্রতিবার মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা ও উত্তেজনা অনুভব করে, তাহার মলদ্বারের ঊর্দ্ধস্থিত মলান্ত্রমধ্যে যেন সূঁচ বিঁধিতেছে একপ অনুভব (ফস, ক্যাপ্সিকে)। উদরাময় হইবার কয়েক দিবস পূর্ব্বে রোগী পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে, তাহার পর উদরাময়ের সূত্রপাত হয়। যন্ত্রণাহীন উদরাময়েও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহার মল হরিদ্রাবর্ণের জলের ন্যায় কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত, যন্ত্রণাশূন্য অথবা পেটে অত্যন্ত শূলযুক্ত উদরাময়েও ইহা কার্য্যকরী। ভোর ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে ইহার উদরাময়ের বৃদ্ধি। বাহ্যে হইয়া যাইবার পর পেটের যন্ত্রণার অবসান। কিন্তু মলদ্বারে জ্বালা ও উত্তেজনা থাকিয়া যায়। উদরাময়ের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যেন তাহার শরীরস্থ কোন যন্ত্রে বা অংশে কোনরূপ শক্তি নাই। পুরুষত্বহীনতায় ইহা একটী উত্তম ঔষধ। কামোদ্দীপক কোন প্রকার আলোচনা করিলেও তাহার লিঙ্গোদ্গম হয় না। তাহার পুংইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত ও শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। সুফার-লুটিয়াম রোগীর অজ্ঞাতসারে রেতঃপাত হয়। রোগী ঘুমাইয়া আছে কোনরূপ স্বপ্ন দেখে নাই অথচ সকালে উঠিয়া দেখে যে কাপড় বিছানা রেতঃপাতের ফলে ভিজিয়া গিয়াছে। বাহ্যে, প্রস্রাব করিবার সময় লিঙ্গোদ্গম না হইয়া রেতঃপাত হয় (অ্যাসিড-ফস, জেল্‌স, প্লাম্ব, ইরিজি, নেট-ফস, ডিজি)। রোগীর রমণ ইচ্ছা ও পুংজননেন্দ্রিয়ের শক্তির অভাব, ধ্বজভঙ্গ।

টাইফয়েড রোগীর আরোগ্য মুখে যখন বারংবার স্বপ্নদোষ হইতে থাকে এবং ইহার ফলে যখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন ইহা ব্যবহার্য্য।

সুফার রোগীর শরীরের স্থানে স্থানে লাল চাকা চাকা দাগ পড়ে ও তথায় ভয়ানক চুলকায়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—ভোর ৪টা হইতে ৭টা; টাইফয়েড জ্বরের আরোগ্যমুখে; কোনরূপ অত্যাচারের পর; সঙ্গমের ও রেতঃপাতের পর বৃদ্ধি। শরীর দলিয়া বা ঘষিয়া দিলে উপশম।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x, ৩x, ৬x, ১২, ৩০ শক্তি। সাধারণতঃ ৩x ও ৬x বেশী ব্যবহৃত হয়।

নেকট্রেনড্রা-অ্যামেরা (Nectrandra-Amara.)

ব্যবহারস্থল :—জলের ন্যায় তরল উদরাময়ের বাহ্যে, জিহ্বা শুষ্ক, উদর শূল, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল বর্ণের রেখা, অস্থির নিদ্রা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

নিম্ন শক্তি ব্যবহার্য্য।

নেকট্রিয়ানিনাম (Nectrianinum.)।

ব্যবহারস্থল :—ইহাকে নোসোড্ জাতির ঔষধ বলা চলে। বৃক্ষাদির ক্যানসার আক্রান্তস্থ হইতে এই ঔষধ বিচূর্ণন ও তরল আকারে প্রস্তুত হয়। ইহা **ক্যান্সার রোগের** উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নেগাণ্ডিয়াম-অ্যামেরিকানাম (Negundium-Americanum.)।

ব্যবহারস্থল :—গুহ্যদ্বারের স্ফীতি ও অর্শরোগে যখন অত্যধিক বেদনা বিদ্যমান থাকে এই ঔষধের মাদার টিংচারের ১০ ফোঁটা দুই ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

নেট্রাম-আর্সেনিকাম (Natrum Arsenicum.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সোডিয়াম-আর্সেনেট। ইহা সোডা ও আর্সেনিকের রাসায়নিক সংমিশ্রণ। এই ঔষধ বিচূর্ণন পদ্ধতিতে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—পুরাতন জ্বর; যক্ষ্মাকাস; হাঁপানি; চক্ষু-প্রদাহ; পুরাতন সর্দ্দি; অণ্ড-কোষের মধ্যশূল; ডিফথিরিয়া; নাসিকার বেদনা; ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃত সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী।

নেট্রাম-আর্সের ডিফথিরিয়া রোগীর গলার ভিতরটা লালবর্ণের হয় বা বেগুনীবর্ণেরও হইয়া থাকে, আক্রান্ত স্থান স্ফীত শোথবৎ উজ্জ্বল বা চকচকে, তত বেশী বেদনা থাকে না, ঐ সঙ্গে দুর্ব্বলতা অত্যধিক থাকিলে ইহাদ্বারা উপকার দর্শে। গলার বেদনায় যেন রোগীর গলার ভিতর একটা পিন ফুটিয়া আছে বা একটা পিত্তের ন্যায় পদার্থ দ্বারা গলা আবদ্ধ হইয়া আছে। ইহাতে মাথার অসুখেরও একটা চমৎকার লক্ষণ দেখা যায়, রোগী যখন তাহার মাথা ফিরায় তখন তাহার এরূপ মনে হয় যেন সম্মুখের দ্রব্যাদির উপর ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে বা নড়িতেছে। তাহার চক্ষুতারকা ক্রমান্বয়ে এত বড় হইয়া যাইতেছে যেন চোখের পাতা তাহাদিগকে আর ভিতরে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, চক্ষু বুজিয়া চক্ষু-তারকা নাড়াইলে, ভিতরে অত্যন্ত কর্-কর্ করিতে থাকে। লেখাপড়া করিবার সময় রোগীর চক্ষু বড়ই ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইজন্য তাহার চক্ষু আপনা হইতেই বুজিয়া আসে, নেট্রাম-আর্স রোগীর **জল পিপাসা আছে, পুনঃ পুনঃ জলপান করে কিন্তু খুব কম পরিমাণে** (আর্স), জলপানের পর রোগের বৃদ্ধিও ইহাতে আছে। ইহা রক্ত-পিত্ত বা রক্ত বমনেরও উপযোগী ঔষধ। রক্ত-পিত্ত রোগীর পেট ফাঁপিয়া উঠে, বায়ু-নিঃসরণে বা উদ্গারে পেটফাঁপার উপশম (কার্ব্বো-ভেজ, লাইকো)। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্যও ইহাতে দেখা যায়। উদরাময়ের রোগী মলত্যাগকালে ছুটিয়া মলত্যাগ করিতে যায় (নেট্রাম-সালফ, সালফার, পডো), মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা কিন্তু মলত্যাগের পর উপশম।

নেট্রাম-আর্সের রোগী অল্পেই দুর্ব্বল ও কাতর হইয়া পড়ে এবং দুর্ব্বলতার জন্য তাহার হাত কাঁপে। নেট্রাম-আর্স সর্দ্দি রোগের একটী উত্তম ঔষধ, সর্দ্দির জন্য রোগীর ঘ্রাণশক্তি লোপ পায়।

রোগীর ভিতর নাসিকা হইতে স্রাব নির্গত হইয়া গলার ভিতর ফোঁটা ফোঁটা পতিত হয়। সর্দ্দির জন্য তাহার নাক সর্ব্বদা বন্ধ থাকে বিশেষতঃ প্রাতে ও রাত্রিকালেই বেশী বন্ধ থাকে। হাঁপানি রোগী মনে করে তাহার ফুস্‌ফুস্ দুইটী শুকাইয়া গিয়াছে এবং প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত উহার ভিতর ধোঁয়া ঢুকিতেছে। শ্বাসনালীর মধ্য হইতে যে শ্লেষ্মা নির্গত হয় উহা শক্ত হরিতাভ বা রক্তিমাভ। নেট্রাম-আর্সের রোগীর শীতভাব খুব বেশী।

নেট্রাম আর্স—আর্সেনিক ও নেট্রাম সংমিশ্রণ জন্য **ম্যালেরিয়া জ্বরের** একটী উত্তম ঔষধ। ম্যালেরিয়া জ্বরে আর্সেনিক ও নেট্রাম-মিউরের সংমিশ্রিত লক্ষণ পাইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। কেবল ম্যালেরিয়া নহে, ইহা অবিরাম জ্বর, যকৃত সংক্রান্ত জ্বর, প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বর; শিশু-জ্বর এবং নানাবিধ জ্বররোগের লক্ষণে উপযোগী। রোগী সর্ব্বদা গায়ে কাপড় জড়াইয়া রাখিতে চায়। নেট্রাম-আর্সের রোগী রাত্রে নানাপ্রকার মারামারি ও হত্যাদির স্বপ্ন দেখে।

সম্বন্ধ:—নেট্রাম-আর্স—ডিফ্‌থিরিয়া রোগে—এরাম ও এপিস তুল্য; চক্ষু-ফোলায় -আর্স, কেলি-কা তুল্য; চট্‌চটে শ্লেষ্মায়—কেলি-বাই সমতুল্য ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—নড়াচড়ায়, দিনের বেলা, শরীর গরম হইলে, মাথার দক্ষিণদিকে, চোখের বামদিকে, বাম অণ্ডকোষে এবং সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি; বায়ু-নিঃসরণে উপশম।

শক্তি:—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

নেট্রাম-আয়োড (Natrum Iodatum.)।

ব্যবহারস্থল:—পুরাতন সর্দ্দি; হৃদ্‌শূল, মাথাঘোরা; স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগ এই ঔষধের নিম্ন বিচূর্ণনের ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রা রোজ তিনবার সেবনে আরোগ্য লাভ করে বিশেষতঃ স্বরভঙ্গের তীব্রতা ইহা দ্বারা অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

নেট্রাম-কার্ব্বনিকাম (Natrum Carbonicum.)।

পরিচয়:—ইহার অপর নাম সোডিয়াম-কার্ব্বনেট অর্থাৎ বাজারের পরিষ্কার সোডা। বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী।

ব্যবহারস্থল:—নেট্রাম-কার্ব্ব—সর্দ্দি-গর্ম্মির মন্দফল জনিত পীড়া, রৌদ্রের ভিতর কার্য্যাদি করিবার ফলে অত্যধিক শিরঃপীড়া, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগের মাথাধরা; সর্দ্দি; পূতিনস্য; নাসিকার স্ফীতি; চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের ক্ষত; দূরদৃষ্টির দোষ; বধিরতা; গলগণ্ড, তোত্‌লামি; দন্তশূল; আঁচিল; দাদের ন্যায় উদ্ভেদ; বাধক; মূর্চ্ছাবায়ু, অজীর্ণ; কষ্টরজঃ; বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল—নেট্রাম-কার্ব্ব রোগী মুক্তবায়ু পছন্দ করে না; **রৌদ্রের ভিতর কোন কার্য্যাদি করিলে তাহার সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়,** সূর্য্যের উত্তাপকে সে অত্যন্ত ভয় করে। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমাদির পর সে **অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।** সামান্য পরিশ্রম করিবার পর বা

যে সকল রোগীর বহুদিন পূর্ব্বে সন্ন্যাস রোগ হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে তাহাদের, গ্রীষ্ম আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মাথার তীব্র যন্ত্রণায় এই ঔষধ ফলপ্রদ।

মন :—ইহার রোগী সর্ব্বদাই বিমর্ষ ও চিন্তিত অবস্থায় দিন কাটায়, সামান্য মানসিক চিন্তা করিলেই বুদ্ধির জড়তা ঘটে; সামান্য ঝড়বৃষ্টি বা বৈদ্যুতিক ব্যাপারের সময় রোগী অত্যধিক চঞ্চল হইয়া পড়ে, গান বাজনা শুনিলে আরও বেশী চঞ্চলতার বৃদ্ধি হয়। নেট্রাম-কার্ব্ব রোগীর গ্যাসের আলোকের ভিতর, রৌদ্রের ভিতর বা সামান্য পরিশ্রম করিলেই মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। মাথার যন্ত্রণার সময় রোগী মনে করে তাহার মাথা অত্যন্ত বড় হইয়াছে এবং উহা ফাটিয়া যাইবে। নেট্রাম-কার্ব্ব রোগী মানব ও জনসমাজের উপর বীতরাগ। **সিপিয়া** রোগিণীর নিজের পরিজনের উপর বিরাগ। **প্লাটিনাম** রোগিণীর বিরাগ সন্তানের উপর। **র‍্যাফেনাস** রোগিণীর পুরুষের উপর বিরাগ, **পালসেটিলা** রোগীর স্ত্রীলোকের উপর বিরাগ।

এই ঔষধের রোগী অত্যন্ত লোভী ও হিংসাদ্বেষপূর্ণ। সঙ্গীতে রোগের বৃদ্ধি। **অ্যাকোনাইট** রোগী সঙ্গীত শুনিলে বিরক্ত হয়, বিউফো, ক্যামোমিলা, স্যাবাইনা রোগীর সঙ্গীত শুনিবার পর বুকের ধড়ফড়ানির বৃদ্ধি দেখা যায়, **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** রোগী গান শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলে, সঙ্গীতে **গ্র্যাফাইটিস** রোগীর বিষাদের উদ্রেক হইয়া থাকে। নেট্রাম-কার্ব্ব রোগী অতিরিক্ত পড়াশুনার ফলে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া পড়ে।

শিরঃপীড়া :—গ্রীষ্মকালের গরমে বা রৌদ্রের ভিতর হাঁটা চলা করিবার ফলে অথবা কোন শারীরিক পরিশ্রমাদির পর যদি রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; যাহারা বহুদিন পূর্ব্বে সর্দ্দি-গর্ম্মি-দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তাহাদেরও নানাবিধ শিরঃপীড়া যদি গ্রীষ্মের সঙ্গে আবির্ভূত হয় তবে ইহাই ঔষধ। নেট্রাম-কার্ব্ব রোগীর গ্রীষ্মকালে সামান্যমাত্র মানসিক পরিশ্রম করিলে বা কোনরূপ গবেষণামূলক কার্য্যাদি করিলে অথবা রৌদ্রের ভিতর কিম্বা গ্যাসের আলোকের ভিতর পরিশ্রমাদির ফলে মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হয় এবং শীতের প্রারম্ভে ঘাড়ে ও মাথার পিছন দিকে আড়ষ্ট-ভাব থাকে (মাইরিকা-সেরিফ, সাইলি)। মাথার যন্ত্রণার সময় রোগী মনে করে তাহার মাথা প্রকাণ্ড হইতেছে এবং এখনই ফাটিয়া যাইবে। ইহার রোগীর মাথার যন্ত্রণা প্রতিদিন সকালে 'মাথার' ব্রহ্মতালুতে দপ্ দপ্ করিয়া আরম্ভ হয় এবং দিনের বেলা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কপালে তীব্র বেদনা থাকে। নেট্রাম-কার্ব্ব গ্রীষ্মকালীন শিরঃপীড়ায় এবং সর্দ্দিগর্ম্মি প্রভৃতি রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। নেট্রাম-কার্ব্ব চক্ষুরোগেরও একটী উপযোগী ঔষধ। যদি লেখাপড়া করিবার সময় চোখের ভিতর জ্বালা করে, চক্ষুর সম্মুখে পালকের কুঁচা উড়িয়া বেড়াইতেছে এরূপ মনে হয়, চক্ষুর আবছায়া ভাব দূর করিবার জন্য ঘন ঘন চক্ষু রগড়াইতে হয় তবে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। নেট্রাম-কার্ব্ব রোগীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত ম্লান, রক্তশূন্য এবং চক্ষুর চতুর্দ্দিকে একটী নীল রেখা থাকে।

দন্তশূল :—নেট্রাম-কার্ব্ব দন্তশূলের একটী উত্তম ঔষধ কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ঔষধটী রীতিমত ভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহার দন্তশূলের ব্যথায় রোগীর দাঁতের ভিতর যেন খুঁচাইতেছে এরূপ ভাব বিশেষতঃ মিষ্টদ্রব্য বা ফলমূলাদি আহারের পর দাঁতের ব্যথা বেশী হয়। দন্তের শূলবেদনা সাধারণতঃ রাত্রেই বেশী হয়, নিম্নোষ্ঠ ও মাড়ী ফুলিয়া উঠে। ইহার দন্তশূল ধূমপানে উপশম হইয়া থাকে। নেট্রাম-কার্ব্ব রোগীর জিহ্বা, মুখ শুষ্ক সেইজন্য কথা কহিতে রোগী বিরক্তি বোধ করে, মুখের ভিতর ও জিহ্বা শুষ্ক বোধ, ঐজন্য রোগী ঘন ঘন জলপান করে।

পায়ের গাঁটের পীড়া :—নেট্রাম-কার্ব্বের রোগীর পায়ের গাঁটের দুর্ব্বলতা অত্যধিক এবং দুর্ব্বলতার জন্য তাহার হাঁটিতে কষ্টানুভব এমন কি দুই পা হাঁটিবার পরই রোগী অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়ে। নেট্রাম-কার্ব্বের বিশেষ লক্ষণ পায়ের তলায় টাটানি ব্যথা ও ফুলা ভাব থাকিবার জন্য হাঁটিতে কষ্টবোধ, অনেকক্ষণ ধরিয়া বেড়াইবার জন্য পায়ের গোড়ালিতে ঘা বা ক্ষত হইলেও নেট্রাম-কার্ব্ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ হাঁটিবার জন্য পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ফুলিয়া উঠে, ফোস্কা পড়ে, জ্বালা করে এবং পায়ের কড়ার ভিতর হুলফোটান ব্যথা হয়। নেট্রাম-কার্ব্ব রোগীর গুল্‌ফ এত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ যে আপনা হইতে ঘুরিয়া পড়ে, সে গুল্‌ফের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে গেলে বা হাঁটিতে গেলে ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। শিশুরা হাঁটা শিখিবার সময় হাঁটিতে গেলে যদি ঘুরিয়া পড়িয়া যায় তবে **কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস, নেট্রাম-মিউর** উপযোগী।

অজীর্ণ ও উদরাময় :—নেট্রাম-কার্ব্ব অজীর্ণ ও উদরাময়ের রোগীর পক্ষে উপযোগী ঔষধ, ইহার অজীর্ণ রোগী নিরামিষ আহার যথা—শাক-সব্জী ও তরিতরকারী বা দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না। দুধ বা নিরামিষ দ্রব্য অথবা মিষ্টদ্রব্য আহার করিলে অজীর্ণ উদরাময়ের বৃদ্ধি। ইহার রোগীর দুধের উপর বিতৃষ্ণা ; দুধ পান করিলেই রোগীর মলতারল্য আরম্ভ হয়। দুধে অরুচি—ইথুজা, অ্যান্টিম-টার্ট, ক্যালকেরিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, পালস, সাইলি, সাল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধে আছে। দুধ পান করিলে উদরাময় হয়—ইথুজা, ক্যালকে, নিকোলাম, সাল্‌ফ, সিপিয়া, গরম দুধ পানের পর উদরাময়—নাক্স-মস, সিপিয়া। শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ার পর শীতল জলপান করিবার পর উদরাময় হইলেও ইহা উপযোগী। আহারাদির পর অজীর্ণের বৃদ্ধি ও অজীর্ণের সহিত টক ঢেঁকুর দিতে থাকে, মুখে জল উঠে, পেট ফাঁপিয়া শক্ত হয় ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হইয়া থাকে, পেট কামড়ায় আহারের দোষের জন্য যেমন উদরাময় হয় তেমন কোষ্ঠকাঠিন্য ও দেখা যায়। নেট্রাম-কার্ব্ব রোগীর উদরাময়ের মল জলের ন্যায় পাতলা। হঠাৎ অত্যধিক বেগের সহিত নিঃসৃত হয়। আবার কোন কোন রোগীর অত্যন্ত বেগ দিতে দিতে মল নিঃসৃত হইতে থাকে, মলত্যাগের পর ও মলত্যাগ কালে মলদ্বারে জ্বালা ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে। মলদ্বারে চুলকানি এবং কৃমিসঞ্চলনবৎ অনুভব, মলের সহিত কোন কোন শিশুর কৃমি নির্গত হয়।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া :—নেট্রাম-কার্ব্ব রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতরটা যেন ফাটিয়া বা মচ্‌কাইয়া গেল এইরূপ অনুভব। ইহাতে অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি দেখা যায়। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় এবং রাত্রে বামদিকে শয়ন করিলে বুকের ধড়ফড়ানির বৃদ্ধি। যখন হৃদ্‌স্পন্দন হইতে থাকে তখন রোগীর সমস্ত মেরুদণ্ডের ভিতর জ্বালা বোধ।

সর্দ্দি-কাসি :—তরুণ সর্দ্দি হইয়া পুনঃপুনঃ হাঁচি হইতে থাকিলে, নাক দিয়া কাঁচা জলের ন্যায় স্রাব নিঃসৃত হইলে ইহা উত্তম ঔষধ। রোগীর শরীরে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে অথবা গায়ের ঢাকা খুলিলে পুনরায় হাঁচি হইতে থাকে। দিনের বেলা তাহার জলের ন্যায় সর্দ্দি নিঃসৃত হয় কিন্তু রাত্রে নাক বন্ধ হইয়া যায় (নাক্স-ভমিকা, স্টাম্বিউ)। ক্রমাগত সর্দ্দি হওয়ার জন্য নাসিকার উপর ছোট ছোট উদ্ভেদ সকল নির্গত হইয়া থাকে। নেট্রাম-কার্ব্ব যেমন সর্দ্দি রোগের ঔষধ তেমন অত্যন্ত শুষ্ক কাসিরও ঔষধ। খুক্‌খুকে কাসির সময় বুকের ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ হয়। গরম ঘরের ভিতর ঢুকিলে কাসির বৃদ্ধি। দীর্ঘকাল স্থায়ী সর্দ্দি রোগে নাক দিয়া শ্লেষ্মাস্রাবের সহিত শুষ্ক কাসি থাকিলে সেই সঙ্গে ডানদিকের বুকে জ্বালা, নোনাস্বাদযুক্ত সবুজবর্ণের গয়ার উঠিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। নেট্রাম-

কার্ব্ব রোগীর অজীর্ণের বিশেষত্ব এই যে তাহার পেটের ভিতর সকাল ১০টার সময় খালি খালি অনুভব করে ঐ ভাবটা খাইবার পরই কমিয়া যায় সন্দেহ নাই কিন্তু খাইবার পর আবার তাহার পেট ফুলিয়া উঠে।

প্রস্রাবের রোগ:—নেট্রাম-কার্ব্ব রোগীর দিনরাত্রি যখন তখন মূত্রবেগ হয় এবং প্রতিবারে প্রচুর প্রস্রাব না হইলেও কম হয় না, রোগীর রাত্রে অসাড়ে প্রস্রাবও হইয়া থাকে, রাত্রে অজ্ঞাতে প্রস্রাব হইবার ফলে বিছানা ভিজাইয়া দেয় (সিনা, সিপিয়া, কষ্টি, ক্রিয়োজোট, সাল্ফ, সাল্ফ)। ইহার প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণের অম্লগন্ধযুক্ত, কখন কখন নাইট্রিক-অ্যাসিডের প্রস্রাবের ন্যায় ঝাঁঝাল হইয়া থাকে, প্রস্রাব করিবার সময় ও পরে রোগী প্রস্রাবদ্বারে জ্বালা অনুভব করে এবং প্রস্রাবে শ্লেষ্মাময় তলানি পড়ে। নেট্রাম-কার্ব্ব রোগী ভয়ানক কামার্ত্ত, রোগী অস্বাভাবিক উপায়ে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। অণ্ডকোষে ভয়ানক যন্ত্রণা; অণ্ডকোষে ভয়ানক ব্যথা লাগিয়াছে এরূপ ব্যথানুভব।

স্ত্রীরোগ:—ঋতুস্রাব অকালে আরম্ভ হয়, ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঘাড়ের পিছনে আড়ষ্টভাব দেখা দেয় এবং তীব্রভাবে মাথার যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে ভোরের বেলা পেটফাঁপা ও মাথার যন্ত্রণা মলত্যাগের পর উপশম। ঝড় বৃষ্টির সময় ও গ্রীষ্মকালে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি। **সিপিয়ার** ন্যায় জরায়ু নিম্নদিকে বাহির হইয়া পড়িতেছে এরূপ লক্ষণও ইহাতে আছে। শ্বেত-প্রদরের রোগেও এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। শ্বেতপ্রদরের স্রাব গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের এবং দুর্গন্ধযুক্ত, প্রস্রাবের পর শ্বেতপ্রদরের স্রাব বন্ধ হইয়া যায়, রোগিণীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, প্রস্রাবও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই ঔষধ দ্বারা ভ্রূণপিণ্ড নিঃসারিত হয় এবং কৃত্রিম গর্ভ নেট্রাম-কার্ব্ব দ্বারা আরোগ্যলাভ করে (কলো, পল্‌সে)। **ক্রোকাস-স্যাটাইভা** দ্বারা কাল্পনিক গর্ভ আরোগ্য হইয়া থাকে, ইহা ব্যতিরেকে নেট্রাম-কার্ব্ব **প্রসব বেদনার** জন্যও একটী উত্তম ঔষধ। যে সকল প্রসব বেদনা খুব জোরে আসে না অথচ প্রাত বেদনার সময় রোগিণীর দেহ কাঁপিতে থাকে, অত্যধিক উৎগ্রীব হইয়া পড়ে, প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, দেহ রগড়াইয়া দিলে উপশম বোধ করে তখন ইহার ৬x চূর্ণ ঘন ঘন সেবন করিতে দিলে উপকার দর্শে।

চর্ম্মরোগ:—হাতের পশ্চাৎদিকের একাঙ্গিমায় যদি আক্রান্ত অংশ ফুলিয়া উঠে; চর্ম্মের নিম্নে পিপীলিকা হাঁটিয়া যাইবার ন্যায় সড়্‌সড়ি অনুভব করিলে এবং দেহের সর্ব্বত্র পোকা বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভূতি লক্ষণে নেট্রাম-কার্ব্ব, উপযোগী। ইহার আঁচিল ক্ষতে পরিণত হয়, এবং গায়ের চামড়া ফাটা ফাটা ও শুষ্ক, কিন্তু সামান্য পরিশ্রমেই শরীর ঘামে ভিজিয়া যায়।

নেট্রাম-কার্ব্ব—ম্যালেরিয়া জ্বরেরও একটী ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—রৌদ্রে, উত্তাপে, গ্যাসের আলোতে কার্য্য করিলে, দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর, সঙ্গীত শ্রবণের পর, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনে, জলে ভিজিলে, শীতল জল পানের পর, ঝড়বৃষ্টির দিনে, বিশ্রামে, বামপার্শ্বে শয়নে, পূর্ণিমার দিনে, দুগ্ধপানে, নিরামিষ আহারাদি ও মিষ্ট খাইবার পর রোগের বৃদ্ধি। পেটের শূন্যভাব, খাইবার পর, শরীর ঘামিয়া গেলে, চুলকাইলে, নাকের ভিতর ও কাণের ভিতর আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া চুলকাইলে উপশম।

শক্তি:—৩x, ৬x চূর্ণ, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

নেট্রাম-কোলাইনিকাম (Natrum Cholinicum.) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ কোষ্ঠকাঠিন্য, পুরাতন অম্লরোগ, পুরাতন আন্ত্রিকরোগ, পুরাতন যকৃতের পীড়া, মধুমেহ (ডাইবেটিস), খাবার পরই নিদ্রার আবেশ অর্থাৎ নিদ্রাপ্রবণতা, বা নিদ্রাকাতর ভাব, পেটে অত্যধিক বায়ু সঞ্চয়, শোথ প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম-ক্যাকোডাইল (Natrum Cacodyl.) ।

ব্যবহারস্থল :—ডাঃ বোরিক বলেন যক্ষ্মা রোগে এই ঔষধের ৫ সেন্টিগ্রাম ইনজেকসন করিলে রোগীর রক্তকণিকা (R B C) দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস, মুখে দুর্গন্ধ, পেটের উপর শুষ্ক-চর্ম্মরোগ ও সাংঘাতিক জাতীয় অপরাপর রোগেও উক্ত ঔষধ ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম-নাইট্রিকাম (Natrum Nitricum.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম নাইট্রেট অভ্ সোডা। এই জাতীয় সোডা দক্ষিণ আমেরিকার নিসর্গ-জাত খনিজ পদার্থ। নেট্রাম-নাইট্রি তিন হাজার ফিট উর্দ্ধে ভূমিতে পাওয়া যায়। নানাবিধ রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে শোধিত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ দুর্ব্বলতা, রক্ত স্বল্পতা; কোষ্ঠকাঠিন্য, কর্ণশূল, কর্ণপ্রদাহ, আধ কপালে মাথা ধরা; রক্তস্রাবী বসন্তরোগ, রক্ত প্রস্রাব, রক্ত বমন এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের উত্তম ঔষধ।

নেট্রাম-নাট্রিকাম উদর সম্বন্ধীয় বিশেষতঃ উদরশূল রোগে যখন পেটের মাংস পেশীর প্রবল পশ্চাৎ আকর্ষণ দেখা যায় তখন ইহা ব্যবহার করা যায়। যন্ত্রণাদায়ক কোষ্ঠকাঠিন্য রোগেও ইহা প্রয়োগ করা চলে। রক্তাল্পতা ও শারীরিক অবসন্নতা ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। নাসিকার রক্তস্রাবে ইহা একটী অমূল্য ঔষধ। ডাঃ বোরিক ইহাকে নাসিকার রক্তস্রাবের একটী অব্যর্থ (Specific) ঔষধ বলেন। ডাঃ বেডিমেচার—নেট্রাম-নাইট্রিকামকে প্রাদাহিক রোগের প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করিতে বলেন। যদিও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মতে প্রাদাহিক অবস্থার প্রথম ঔষধ **ফেরাম-ফস, অ্যাকোনাইট** কিন্তু তিনি এই ঔষধের খুব প্রশংসা করেন। আমরা ২।১টী রোগীতে প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইয়াছি, বটে কিন্তু পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রয়োগ করিতে পারি নাই, তাই পাঠকদিগের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে তাঁহারা এই ঔষধটী প্রাদাহিক পীড়ার প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া কিরূপ ফল লাভ করেন আমাদিগকে জানাইলে, বাধিত হইব। বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ হইলে আমরা জনসাধারণের মঙ্গলার্থে ইহার কার্য্যকরী শক্তি প্রকাশ করিব।

নেট্রাম-নাইট্রিকাম—ম্যালেরিয়া জ্বরেও প্রয়োগ করা চলে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বিশ্রামের পর এবং সিঁড়ি আরোহণের সময়। উদ্গার তুলিলে এবং বায়ু নিঃসরণ করিলে।

শক্তি।—৩x, ৬x, চূর্ণ।

নেট্রাম-নাইট্রোসাম। (Natrum Nitrosum.)

ব্যবহারস্থল :—সন্ন্যাস রোগ ; হৃদ্‌শূল ; সর্ব্বাঙ্গ নীল হইয়া যাওয়া ; নৈশ উদরাময় ; অচৈতন্য হইয়া যাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—১x, ৩x।

নেট্রাম-ফস্‌ফোরিকাম (Natrum Phosphoricum.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ফস্‌ফেট অভ সোডা। এই জাতীয় সোডা সুরাসারে দ্রব হয় না। ৬ ভাগ ঠাণ্ডা জল ও ২ ভাগ গরম জলে দ্রব করিতে হয়। বিচূর্ণন পদ্ধতিতে ইহার শক্তি প্রস্তুত করিতে হয়।

বায়োকেমিক মতে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-ফস্ সুস্‌লার আবিষ্কৃত ১২টী লবণের অন্যতম। যদিও ইহা বায়োকেমিক মতের অন্তর্গত ঔষধ, তথাপি ডাঃ **ফেরিংটন** ইহাকে হোমিওপ্যাথিক মতে পরীক্ষা করাইয়া হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার ভিতর উত্তম স্থান দিয়া গিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল :—অম্ল, অজীর্ণ, চক্ষু-প্রদাহ ; টেরাদৃষ্টি, বহুমূত্র, অম্লশূল, বিসর্প, পাকাশয়ের শূল, গণ্ডমালা ; বাত, যক্ষ্মা, কৃমি (উভয় জাতীয়), গ্রন্থি স্ফীতি, গলগণ্ড, শ্বেত-প্রদর ; বন্ধ্যাত্ব, আমবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—নেট্রাম-ফস্ কৃমির একটী উত্তম ঔষধ। যে সকল শিশু বা যুবক অত্যধিক মিষ্টি, গুড়, চিনি ইত্যাদি খায়, তাহাদিগের যদি কৃমির উপদ্রব হয় বা অম্বলের অসুখ হয়, তাহা হইলে ইহা উত্তম ঔষধ। শিশু কৃমির জন্য রাত্রে দাঁত কড়মড় করে, টক ঢেঁকুর তুলে, টক বমন করে। অম্লশূলেরও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। মাথায় শূন্যবোধ, সে ঘুরাইয়া পড়িয়া যাইবে এইরূপ অনুভব, দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ, যাহারা গ্যাসের আলোতে কার্য্য করে, তাহাদের রাত্রি ৮টার পর চোখের দৃষ্টিহীনতা ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি। কৃমিজনিত টেরাদৃষ্টির জন্যও ইহা উপযোগী ঔষধ (সিনা, স্পাইজি, সাইক্লে)। উদর সম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়ায় নেট্রাম-ফস্ একটী উত্তম ঔষধ। যাহারা ঘৃতপক্ক বা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যাদি খাইবার পর অজীর্ণরোগে বা গ্রীষ্মকালীন উদরাময় দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাদের পক্ষে নেট্রাম-ফস্ পাল্‌সেটিলা তুল্য ঔষধ। যে সকল ব্যক্তি বা শিশু অতিরিক্ত দুগ্ধ, মিষ্টদ্রব্যাদি ভোজন করে, তাহাদের অম্লশূল, অন্ত্রশূল, কণ্ঠনালী প্রদাহ, মূত্ররোধ করিবার শক্তিহীনতা প্রভৃতি রোগে নেট্রাম-ফস্ উত্তম ঔষধ।

নেট্রাম-ফস্ স্বপ্নদোষের বা রেতঃপাত জনিত নানাবিধ পীড়ায় ব্যবহার্য্য ঔষধ।

মন :—নেট্রাম-ফসের রোগী রেতঃপাতের পর সমস্ত দিন বিমর্ষভাবে অতিবাহিত করে, সেইজন্য সে পড়াশুনায় মন দিতে পারে না। রাত্রে রোগীর ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হয়, যেন তাহার কোন বিপদ আসিবে, সামান্য কারণে সে চমকাইয়া উঠে। ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ঘরের সমস্ত জিনিষকেই মানুষ বলিয়া রোগীর ভুল হয়।

চক্ষুরোগ :—নেট্রাম-ফস্ চক্ষুরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর চক্ষু হইতে হলুদবর্ণের সরের ন্যায় পূঁজ বাহির হওয়া ইহার বিশেষত্ব। চক্ষুউঠা, চক্ষুর প্রদাহ ইত্যাদি জন্য যখন

পীতবর্ণের ঘন আঠার ন্যায় স্রাব নির্গত হইয়া সকালবেলা চক্ষু জুড়িয়া যায়, তখন ইহা ব্যবহার্য্য। গ্যাসের আলোকের ভিতর যাহারা কাজ করে, তাহাদের ক্ষীণদৃষ্টি, চক্ষু জ্বালা, চক্ষুর ভিতর ধূলিকণা পড়িলে যেরূপ অনুভব, সেইরূপ অনুভূতি। অত্যধিক কৃমির জন্য টেরাদৃষ্টি। ঋতুস্রাবের সময় ডান চক্ষুর ভিতর চাপবোধ। রোগীর চক্ষুর সমক্ষে দ্রব্যাদি ঝিকিমিকি করিতে থাকা।

অজীর্ণ ও উদরাময় :—নেট্রাম-ফস্ অম্ল, অজীর্ণ এবং পাকযন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায় উপযোগী ঔষধ। অম্ল ঢেঁকুর, অম্লশূল, অম্ল বমন, মুখে অম্লস্বাদ, খাইবার ২ ঘণ্টা পরে পেটে বেদনা, গা-বমি-বমি, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ফুলিয়া উঠা, প্রভৃতি এবং গ্যাষ্ট্রিক ক্ষত রোগের ইহা উত্তম ঔষধ। ঘিয়ের রান্না খাদ্যদ্রব্য বা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যাদি ভোজনের পর অথবা অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি খাইবার ফলে অজীর্ণ ও গ্রীষ্মকালীন উদরাময় হইলে, নেট্রাম-ফস্ফোরিকাম উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-ফসের অজীর্ণ রোগী ঝাঁঝাল খাদ্য, মাংস, ডিম এবং ভাজা মাছ খাইতে ভালবাসে, তাহার রুটী ও মাখনে অরুচি। ইহা শিশুদিগের পেটের কামড়ানির সহিত সবুজবর্ণের পাতলা বাহ্যের ভিতর ছানার ন্যায় জমাট দুগ্ধ বমন ও অম্লগন্ধযুক্ত বাহ্যে ও বমির উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-ফস্ কৃমিজনিত কলেরারও একটী কার্য্যকরী ঔষধ। কলেরায় প্রস্রাব বন্ধ অবস্থায়ও ইহা ফলপ্রদ।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনার জন্য পীড়া ও স্বপ্নদোষ :—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় জন্য অজীর্ণ, বিনা স্বপ্নে রেতঃপাত জন্য কোমরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, হাত পায়ের কম্পন, হাঁটুর দুর্ব্বলতা প্রভৃতি এবং পরিণত বয়সে অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গমাদির পর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িলে বা সঙ্গমেচ্ছার অতিরিক্ত হ্রাস হইয়া পড়িলে ইহা উত্তম ঔষধ।

ক্ষয়কাসি ও হৃদ্যন্ত্রের পীড়া :—অম্ল ও অজীর্ণাদির সহিত বা অম্ল অজীর্ণাদির ফলে ক্ষয়কাসি হইলে বা হৃদ্পিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া ও হৃদ্স্পন্দন হইলে, এবং হৃদ্স্পন্দন খাইবার পর বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ১২x চূর্ণ ৬, ১২, ২০০ শক্তি।

নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম (Natrum Muriaticum.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সোডিয়াম-ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ)।

নেট্রাম-মিউর সাধারণ লবণ। এই ঔষধ দ্বারা কতরকমের ছোট বড় ব্যাধি যে আরোগ্য লাভ করে তাহার কোন সীমা-সংখ্যা নাই। যে জিনিষ আমরা প্রতিদিন খাইয়া থাকি তাহা যে এত বড় একটী অ্যান্টিসোরিক ও অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ হইতে পারে ইহা অবিশ্বাসী কখনও বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু তাহারা যদি দয়া করিয়া একবার সাধারণ লবণের শক্তিকৃত অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখেন তবে ইহার অদ্ভুত কার্য্যকরী ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। নেট্রাম-মিউর হানেমান স্বয়ং, সুস্থ নরনারীর উপর পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। একভাগ লবণ, ৩ ভাগ ঠাণ্ডা বা গরম জলের ভিতর গলিয়া যায় কিন্তু সুরাসারের ভিতর লবণ মোটেই গলে না সেজন্য জলমিশ্রিত সুরাসারে নেট্রাম-মিউর তৈরী করিতে হয় অর্থাৎ একভাগ লবণ নয় ভাগ পরিস্রুত জলে মাদার সলিউশন তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল:—এই ঔষধ রক্তশূন্যতা, মৃৎপাণ্ডু, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর; সাংঘাতিক জাতীয় শিরঃপীড়া, স্কুল-কলেজের পাঠাভ্যাসী বালক-বালিকাগণের মাথার যন্ত্রণা এবং অত্যধিক হৃদস্পন্দন, মস্তিষ্কের জড়তা, সর্দ্দি, তাণ্ডব, কোষ্ঠকাঠিন্য, চক্ষুরোগ, বহুমূত্র, শোথ, অজীর্ণ, মৃগী, চক্ষুর পীড়া, গলগণ্ড, বাত, জ্বরঠুঁটো, ব্যাধিশঙ্কা, শ্বেতপ্রদর, হিক্কা, কৃত্রিম মৈথুনের মন্দফল প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল:—নেট্রাম-মিউর শিরঃপীড়া ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়ার একটী অতি উত্তম ঔষধ। ডাঃ **গ্যারেন্সি** বলেন, প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় শিরঃপীড়া, রুটীতে অরুচি, লবণ খাইবার প্রবল ইচ্ছা। মলদ্বারের সঙ্কোচন এবং ঋতুকালে বিমর্ষতা লক্ষণে এই ঔষধ শ্রেষ্ঠ। **হিউজেস** ঐরূপ লক্ষণদৃষ্টে নেট্রাম-মিউর ৩ শক্তি দ্বারা অনেক শিরঃপীড়াগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমাদের অভিজ্ঞতায় এইরূপ শিরঃপীড়া (বিশেষতঃ যদি ম্যালেরিয়াজনিত হয়) নেট্রাম-মিউর দ্বারা অনেক আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি।

নেট্রাম-মিউর ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী উত্তম ঔষধ—জ্বর বেলা ১০টা হইতে ১১টার সময় আরম্ভ হয়, শীতের পূর্ব্বে ও শীতাবস্থায় অত্যন্ত জল পিপাসা, উত্তাপাবস্থায় প্রবল জল পিপাসা, জ্বরের সময় ঠোঁটে মুক্তার ন্যায় জ্বরঠুঁটো বাহির হয়। শরীর খুব উত্তপ্ত হইলে প্রবল মাথার যন্ত্রণা, ঐ সময় মনে হয় যেন বহু ছোট ছোট হাতুড়ী দ্বারা মাথায় কেহ আঘাত করিতেছে, মলদ্বারের সঙ্কোচন, ঘর্ম্ম হইবার পর অপ্রত্যাশিতরূপে যন্ত্রণার উপশম ইহাই নেট্রাম-মিউরের জ্বরের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ডাঃ হিউজেস, মিচেল, ন্যাশ, ফ্যারিংটন, কাউপারথোয়েট প্রভৃতি মনীষীগণ উপরোক্ত লক্ষণে নেট্রাম-মিউর প্রয়োগ করিতে বলেন। তরুণ, পুরাতন, অচিকিৎসিত, কুচিকিৎসিত এবং কুইনাইনের অপব্যবহারজনিত জ্বর তাহা ম্যালেরিয়াই হউক বা বিষমজ্বরই হউক উপরোক্ত লক্ষণ পাইলে নেট্রাম-মিউর ব্যবহার্য্য।

ডাঃ মিচেল বলেন—আমি কেবল পুরাতন জ্বর ও কুইনাইন সেবনের পরবর্ত্তী জ্বরেই নেট্রাম-মিউর ব্যবহার করিতাম কিন্তু এখন দেখিতেছি ইহা তরুণ জ্বরে ও ঐকাহিক জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ, যদি অতিশয় ঘর্ম্ম, শীতাবস্থায় পিপাসা ইত্যাদি থাকে।

চক্ষুরোগের জন্যও নেট্রাম-মিউর উপযোগী। ডাঃ **নর্টন** ও **অ্যালেন** ইহার প্রশংসা করেন। নেট্রাম-মিউরের চক্ষুর-স্নায়ুশূল সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাড়ে ও কমে।

স্বভাব ও গঠন:—নেট্রাম-মিউর সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যের পক্ষে উত্তম ঔষধ। ইহার শিশু সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়, কেহ সান্ত্বনা দিতে গেলে আরও বেশী কাঁদে ও উত্তেজিত হয়। রোগী রীতিমত আহার করে অথচ দিন দিন রুগ্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রোগীকে সাধ্যানুসারে খাবার খাইতে দেওয়া হয় কিন্তু ইচ্ছানুসারে আহার করিলেও তাহার পুষ্টি সাধিত না হইয়া শরীর শুকাইয়া যায়। তাহার লবণ ও লবণাক্ত দ্রব্যাদি খাইতেই আগ্রহ বেশী। রুটীর উপর মোটেই রুচি নাই। নেট্রাম-মিউর রোগী দিন দিন শুকাইয়া যায় বটে কিন্তু তাহার গলাটাই বেশী জীর্ণ-শীর্ণ হইতে থাকে। ইহা অতিরিক্ত অম্ল, লবণ, রুটী, কুইনাইন সেবন এবং কষ্টিকাদি দ্বারা পোড়াইবার কুফল ও ক্রোধ, বিরক্তি, শোক, ভয়, মর্ম্মপীড়া প্রভৃতি হইতে যে সকল পীড়া হয় তাহার পক্ষেও নেট্রাম-মিউর একটী মূল্যবান ঔষধ।

শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ের আক্রমণে যদি তাহাদের গলা ও শরীরের অন্যান্য অংশ শুকাইয়া যায়, নখগুলি দেখিতে বিশ্রী ও আলগা। উহার চারিদিকের চামড়া শুষ্ক ও ফাটা, সন্দিপ্রবণতা দেখা যায় তবে ইহাই ঔষধ।

রক্তশূন্য ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের হৃদপিণ্ডের নানাবিধ পীড়া তৎসহ বুক-ধড়ফড়ানিতে কার্য্যকরী। সূর্য্যাঘাতের জন্য নেট্রাম-কার্ব যেমন কার্য্যকরী ইহাও সেইরূপ উত্তম ঔষধ। কোষ্ঠ-কাঠিন্যেরও ইহা উত্তম ঔষধ। মলদ্বারের সঙ্কোচনের অভাব, বিদারিত মলদ্বার, অনেক চেষ্টায় সামান্য মল নির্গত হওয়া, তাহাও চূর্ণ হইয়া বাহির হওয়া, মলত্যাগ করিবার চেষ্টায় মলদ্বার চিরিয়া ফাটিয়া যাওয়া প্রস্রাবের নানাবিধ পীড়ায় নেট্রাম-মিউর উপযোগী ঔষধ। হাসিবার সময়, কাশিবার সময় হাঁটিবার সময় প্রস্রাব অজ্ঞাতসারে নির্গত হয়। ধাতুদৌর্ব্বল্যেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নেট্রাম-মিউর নানাবিধ চর্ম্মরোগের বিশিষ্ট ঔষধ। আমবাত, একজিমা মস্তকের রসস্রাবী উদ্ভেদ প্রভৃতি। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের মাথায় হাত দিলে গোছায় গোছায় চুল উঠিয়া যায়। ডাঃ ডানহাম বলেন, স্তন্যপায়ী শিশুদিগের চুল আঁচড়াইয়া দিলে বা হাত দিলে গোছায় গোছায় চুল উঠিয়া যাওয়া ইহার বৈশিষ্ট যোনির চুল উঠা ও ইহাতে আছে। কোমরের বেদনা, অপরিমিত ঋতুস্রাব, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রোগে নেট্রাম-মিউর ফলপ্রদ।

মন :—নেট্রাম-মিউর রোগীর স্বভাব বড়ই উগ্র, সে সামান্য কারণে বা অকারণে কাঁদিতে থাকে, সামান্য বিষয়ে রাগিয়া অস্থির হয়, সেই সময় কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিলে আরও রাগিয়া উঠে। কিন্তু একাকী থাকিলেও আবার কাঁদিয়া অস্থির হয়। রোগিণী তাহার জীবনকে বড়ই ভারস্বরূপ ও নিরানন্দ অনুভব করে। রোগিণী যখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় তখন তাহার হৃদযন্ত্র অসম্ভব রকম স্পন্দিত হইতে থাকে। অত্যধিক ক্রুদ্ধ হওয়ার পরেই আবার অধিক হাস্য করে ; এত বেশী হাস্য করিতে থাকে যে তখন তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়ে, কেহ দেখিলে মনে করিবে বুঝি কাঁদিতেছে। মূর্চ্ছারোগীর পর্য্যায় ক্রমে হাসি ও কান্নার ইহা একটী উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-মিউর ইগ্নেসিয়ার অনুপূরক ঔষধ, ইহার রোগীর স্মরণ শক্তি অত্যন্ত কম, তাহার মাথায় যেন কিছুই নাই এরূপ অনুভব। রোগিণী সকল বিষয়েই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। অতিশয় প্রতিশোধ গ্রহণ করার স্বভাব। পরলোকে তাহার কি হইবে এই চিন্তায় অস্থির।

শিরঃপীড়া :- আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বহু বার বলিয়াছি, যে নেট্রাম-মিউরের মাথার যন্ত্রণা বা শিরঃপীড়া অত্যধিক আছে। রোগীর মাথার যন্ত্রণা সকালবেলা অত্যন্ত বেগের সহিত উপস্থিত হয়, এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যে, রোগী উহার জন্য উন্মাদের মত করিতে থাকে। যন্ত্রণার সময় তাহার কপালের দুইদিক অত্যন্ত দপদপ্ করে। কখন কখন মাথার যন্ত্রণা এত তীব্রভাবে হইতে থাকে যে, রোগী চোখে সমস্ত অন্ধকার দেখে, যেন মনে হয় তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। মাথার যন্ত্রণার সহিত রোগীর গা-বমি বমি ও বমন হওয়া ইহার বিশিষ্টতা, ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ও পরেই এরূপ ভাব বেশী দেখা দেয়। যাহারা চক্ষুর অত্যন্ত ব্যবহার করে, তাহাদের মাথার যন্ত্রণায়ও ইহা উপযোগী। শিরঃপীড়ার সহিত নিদ্রালুতাও ইহার একটী মূল্যবান লক্ষণ। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিরঃপীড়া, সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া দুপুরবেলা সাংঘাতিকরূপে বাড়িয়া গেলে এবং সন্ধ্যাবেলা কমিয়া গেলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হইবেই। যৌবনোন্মুখ বালিকাদিগের মাথার যন্ত্রণাতে ইহা কার্য্যকরী। মাথার যন্ত্রণার সময় রোগী মনে করে যেন তাহার জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে,

কিন্তু জিহ্বা দেখিতে রসাল দেখা যায়। সেই সঙ্গে প্রবল জল-পিপাসা ও হৃদযন্ত্রের স্পন্দন। নেট্রাম-মিউর রোগীর মাথার যন্ত্রণার সহিত দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় (কষ্টি, বেল, জেল্‌স ফেরাম)। শিরঃপীড়ার প্রারম্ভে দৃষ্টিশক্তির অস্পষ্টতা হইয়া শিরঃপীড়া আরম্ভ হইলে আইরিস, কেলি-বাই, ল্যাক্‌-ডি, সোরিনা, ফস ; অস্পষ্ট দৃষ্টিশক্তির সহিত শিরঃবেদনা আরম্ভ হইলে অ্যাসিড-ফস, সাইক্লে, পাল্‌সে, ভিরেট্র-ভি , মাথার যন্ত্রণার পর অস্পষ্ট দৃষ্টিতে সাইলিসিয়া, মাথার যন্ত্রণা যত বেশী হইতে থাকে তত বেশী অস্পষ্ট দৃষ্টি হইতে থাকিলে আইরিস, কেলি-কা, ল্যাক-ডি; নেট্রাম-মিউর রোগীর দৃষ্টির সম্মুখে বিদ্যুতের ন্যায় আঁকা-বাঁকা নানাবিধ রেখা সকল আসিয়া দপ্‌দপ্‌কারী শিরোবেদনা আরম্ভ হয়। মাথার যন্ত্রণার সময় মনে হয় যেন মাথার উভয় দিক একটী বড় সাঁড়াসী দ্বারা নিস্পিষ্ট হইতেছে। নেট্রাম-মিউরের মাথার যন্ত্রণা শয়ন করিলে, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইবার পর, মুক্ত হাওয়ার ভিতর গেলে বা ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইলে উপশম এবং মানসিক পরিশ্রমে ও সূর্য্যোত্তাপে বৃদ্ধির সহিত, সকালে ও গরমে বৃদ্ধি।

সর্দ্দি-গর্ম্মি :—সর্দ্দি-গর্ম্মির বা সূর্য্যাঘাতের ইহা একটি অতি উত্তম ঔষধ যদিও বেলেডোনা, গ্লোনয়েন, নেট্রাম-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে ফলপ্রদ, তত্রাচ আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি—যাহারা অত্যন্ত রক্তশূন্য, সামান্যতেই মাথার যন্ত্রণা হয়, রৌদ্রের কিরণ মোটেই সহ্য হয় না, তাহাদের সর্দ্দি গর্ম্মি বা সূর্য্যাঘাতে ইহা উত্তম ঔষধ। সন্ন্যাস রোগেও এই ঔষধ ব্যবহার করা চলে যদি অধিক সময় রৌদ্রের ভিতর ভ্রমণ করিবার ইতিহাস পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের শূন্যতা রোগে যদি নিদ্রাহীনতার সহিত রোগী ভবিষ্যতে তাহার ভয়ানক অমঙ্গল হইবে বা তাহার নৈরাশ্যপূর্ণ জীবন, কথা বলিতে ক্লান্তি বোধ ইত্যাদি পাওয়া যায় তবে ইহাই ঔষধ।

চক্ষুরোগ :—নেট্রাম-মিউর রোগী তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সকল দ্রব্যের চতুর্দ্দিকে নানা ভঙ্গির বাঁকা বাঁকা রেখা দেখিতে পায়। একটি জিনিষ দুইটী দেখে, কোন জিনিষের অর্দ্ধেক মাত্র দেখিতে পায় বাকী দেখিতে পায় না। কোন জিনিষ দেখিবার পর উহা সরাইয়া নিলে রোগী কিছু সময় পর্য্যন্ত তাহা দেখিতে পায় (অ্যানাম্বেরাম, ট্যাবেকা, ল্যাক-ক্যান)।

ল্যাকক্যানাইনাম—রোগীর দৃষ্টবস্তু সরাইয়া দিলেও তাহার পিছনের দিকটা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে পায়।

ডাঃ **নর্টন ও অ্যালেন** স্ক্রফিউলাস-ধাতু বা গণ্ডমালা-ধাতুবিশিষ্ট শিশুর চক্ষু উঠা রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। অত্যন্ত চক্ষুর স্রাবের সহিত চক্ষুর যে কোন রোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। রোগীর চক্ষুর ও মুখের কোণ ফাটা, চক্ষুশূলের ব্যথায় চক্ষু হইতে জল পড়ে। গণ্ডমালা-ধাতুর চক্ষু উঠায় আর্জ্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম, গ্র্যাফাইটিস উপযোগী, নেট্রাম-মিউর রোগীর অশ্রুস্রাব যেখানে লাগে সেই স্থানের চামড়া হাজিয়া যায়, চোখের পাতায় প্রায়ই ক্ষত দেখা যায়। ইহার চোখের স্নায়ুশূল সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্তে চলিয়া যায়, চোখের শূলের সময় রোগী আলোর দিকে তাকাইতে পারে না, তাকাইলে মনে হয় যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে জোনাকী পোকার ন্যায় বা আগুনের ন্যায় উজ্জ্বল পদার্থ সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে।

রক্তশূন্যতা :—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নেট্রাম-মিউর রক্তশূন্যতার একটী উত্তম ঔষধ। ইহার রক্তশূন্যতা বিবিধ কারণে সংঘটিত হইয়া থাকে। জীবনীশক্তির নিস্তেজতা, শরীরস্থ তেজস্কর পদার্থের অপচয় যেমন স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাবাদি প্রচুর হইবার ফলে এবং পুরুষদিগের অতিরিক্ত

রেতঃপাত, শুক্রক্ষয় প্রভৃতি তরল বিধানের ক্ষয়ের জন্য রক্তহীনতা হইয়া রোগী জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণ, গাত্রচর্ম্ম হরিদ্রাভ হইয়া পড়িলে নেট্রাম-মিউর উত্তম ঔষধ। রোগী খায় দায় ভাল তত্রাচ দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে বিশেষতঃ তাহার ঘাড় গলা বেশী শুকাইয়া যায়। সামান্য মাত্র শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সামান্য একটু শারীরিক পরিশ্রমে তাঁহার বুকের ভিতর ভীষণ স্পন্দন হইতে থাকে। বুকে হাত দিলে মনে হয় যেন কোন পদার্থ বুকের ভিতর ঝটপট্ করিতেছে। নেট্রাম-মিউর রোগী শারীরিক যেমন কৃশ হইতে থাকে মানসিক'ও সে অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ ভাবে দিন কাটায়। সামান্য কারণে কাঁদিয়া ফেলে, কেহ তখন সান্ত্বনা দিলে আরও বেশী কাঁদে ও উত্তেজিত হয়। শোক-তাপের সময় কেহ তাহাকে উপদেশ দিলে বা সান্ত্বনা দিলে সে বেশী কাঁদে বা বেশী উত্তেজিত হইয়া পড়ে। রক্তশূন্য রোগী বা রোগিণীকে নেট্রাম-মিউর প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীর মানসিক লক্ষণ উত্তমরূপে দেখিয়া নিতে হইবে এবং রোগী রৌদ্র সহ্য করিতে পারে কিনা, লবণপ্রিয় ও রুটীতে অরুচি আছে কিনা? ইহা মিলাইয়া ঔষধ দিতে পারিলে উপকার অবশ্যম্ভাবি।

সর্দ্দি :—হইয়া রোগীর নাসিকা হইতে ও মুখ দিয়া জল পড়ে এবং তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে সে হাঁচি দেয়। সামান্য একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়, তরল সর্দ্দির সহিত পর্য্যায়ক্রমে শুষ্ক কাসি হইতে দেখা যায়। সর্দ্দি হইয়া রোগীর নাকের ধারগুলি হাজিয়া যায়, তাহার সর্দ্দি হইলে কোন গন্ধ পায় না।

মেরুদণ্ডের পীড়া :—নেট্রাম-মিউরের মেরুদণ্ডের বেদনার বিষয় কিছু ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। মেরুদণ্ডের বেদনা নড়াচড়ায়, হাসিলে, কাসিলে বৃদ্ধি। মেরুদণ্ডের পীড়া সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ার সময় দেখা দেয়। ঐ বেদনা পিঠের নীচে কোন কঠিন জিনিষ রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইলে উপশম বোধ।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—নেট্রাম-মিউর রোগীর মল অত্যন্ত শক্ত, ঐ মল অত্যন্ত কষ্টের সহিত বা চূর্ণ হইয়া নির্গত হয় (ম্যাগ-মিউর, অ্যামন-মিউর, নেট্রাম-আর্স)। ইহার কোষ্ঠবদ্ধতা অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে, মল অত্যন্ত বড় বড়, ঐ মল সহজে বাহির হইতে চায় না, মল বাহির হইবার সময় মলদ্বার ফাটিয়া যায় ও রক্ত পড়ে। স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু-চ্যুতির সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ইহা আরও উপযোগী। কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত যদি মাথার যন্ত্রণা থাকে, মনটী অত্যন্ত বিমর্ষ দেখা যায় তাহা হইলে নেট্রাম-মিউর একমাত্র ঔষধ।

অর্শ :—অর্শের সহিত সাংঘাতিক কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য মলদ্বার ফাটিয়া গেলে এবং মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে দাঁদের ন্যায় ছোট ছোট উদ্ভেদ উঠিলে এবং মলদ্বার হইতে রস নির্গত হইতে থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ। অর্শরোগীর মলান্ত্রের বহির্নিঃসরণ এবং মলদ্বারে জ্বালা করিতে থাকিলে, নেট্রাম-মিউর উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-মিউর প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহার চরিত্রগত লক্ষণ উত্তমরূপে দেখিয়া প্রয়োগ করিলে মন্ত্রের ন্যায় ফল পাওয়া যায়।

অজীর্ণ ও উদরাময় :—নেট্রাম-মিউর অজীর্ণরোগের একটী উত্তম ঔষধ। একদিন যে সকল ব্যক্তি রুটী খাইতে ভালবাসিত তাহাদের রুটীতে অরুচি জন্মিয়া—মাছ, তিক্তদ্রব্য এবং লবণাক্ত দ্রব্যের উপর আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইলে ইহা উত্তম ঔষধ। অজীর্ণরোগের সহিত পেটে বেদনা, জলের ন্যায় বমন, মুখ দিয়া জল উঠা থাকিলে ইহা আরও কার্য্যকরী। নেট্রাম-মিউর রোগী ফল সহ্য করিতে পারে না, ফল খাইলে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি। লবণের প্রতি তাহার

অত্যধিক ঝোঁক, এমন কি কাঁচা লবণ মুঠা করিয়া খাইয়া থাকে, জল পিপাসাও অত্যধিক এবং আহারের পর আনন্দবোধও খুব। রোগী খাইয়া উঠিয়াই পেটের কাপড় জোড়ে কসিয়া দিলে ব্যথার উপশম (অ্যাসিড-ফ্লুরিক), অজীর্ণের সহিত রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য ও চিন্তোন্মত্ততা থাকে, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলেই চিন্তোন্মত্ততার আধিক্য হইয়া থাকে। খাইয়া উঠিবার পর রোগীর অত্যন্ত জল পিপাসা।

অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের কুফলের জন্য উদরাময় হইলে বা ম্যালেরিয়া জ্বরে উদরাময় থাকিলে ইহা উপযোগী।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া:—রক্তশূন্য দুর্ব্বল এবং মানসিক পীড়াগ্রস্ত রোগী ও রোগিণীদিগের হৃদ্‌পিণ্ডের নানাবিধ পীড়ায় ইহা উপযোগী। নেট্রাম-মিউরের হৃৎস্পন্দন এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, রোগীর সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়া উঠে। হৃদ্‌যন্ত্রের ধড়্‌ফড়ানি, রৌদ্রের ভিতর হাটা-চলা করিলে, মানসিক পরিশ্রমাদির পর, শোক-তাপের পর, নড়াচড়া করিলে এবং বামপার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

চর্ম্মরোগ: আমবাতের একটী উত্তম ঔষধ। সন্ধিস্থানের আমবাত, বিশেষতঃ পায়ের সন্ধিস্থানের আমবাতে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার আমবাত রৌদ্রের ভিতর পরিশ্রমাদির পর এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত বা সমুদ্রতীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া চাকা দাগ বাহির হওয়া বিশিষ্টতা। এপিস, রাস এবং ডালকামারাও আমবাতের ঔষধ। এপিস আমবাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ, এপিস অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এপিসের আমবাত পুরাতন হইলে নেট্রাম-মিউর প্রয়োগ বিধেয়।

নেট্রাম-মিউর একজিমা বা কাউর রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার একজিমা অতিরিক্ত লবণসেবীদের বেশী হইয়া থাকে। শিশু বা স্তন্যদায়ী রমণীদিগের মাথায় একজিমা হইয়া মেড়মেড়ী পড়িলে এবং পূঁজ বাহির হইয়া চুলে জটা পাকাইয়া গেলে, চুল আঁচড়াইবার সময় গোছা গোছা চুল উঠিয়া গেলে নেট্রাম-মিউর উত্তম ঔষধ।

নেট্রাম-মিউর রোগীর শরীরের বিভিন্ন স্থান ফাটা ফাটা আছে, যথা হাত, পা, ঠোটের কোণ, মলদ্বার, গুহ্যদ্বার ইত্যাদি।

ধাতুদৌর্ব্বল্য:—নেট্রাম-মিউর রোগীর শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্বেও কামপ্রবণতা অত্যধিক। রোগী কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলিলে বা নাটক, নভেলের ভিতর স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র সম্বন্ধে পাঠ করিলে অথবা সিনেমায় স্ত্রীলোক সংক্রান্ত বিষয় দেখিলে—পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত না হইয়াও রেতঃপাত হইয়া থাকে। মলত্যাগের সময় কোঁথ দিলে পাতলা পাতলা রেতঃপাত হয়, ইহার শুক্রে কোনরূপ গন্ধ থাকে না। রোগীর পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইবার পর পাতলা ধাতুর স্রাব নিঃসৃত হয়। রোগীর স্ত্রীসঙ্গমাদির ইচ্ছা মোটেই থাকে না, তাহার সহবাসের পর স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ রেতঃপাত হইবার ফলে রোগীর কোমরে ও মেরুদণ্ডে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে এবং রাত্রে খুব ঘর্ম্ম হইয়া রোগীর পা দুইখানি ঠাণ্ডা হইয়া যায়। অত্যন্ত ইন্দ্রিয় সেবার পর পক্ষাঘাত রোগে নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভমিকা ও ফস্‌ফোরাস সমতুল্য ঔষধ।

বহুমূত্র:—রোগে যখন রোগী অত্যন্ত পিপাসায় প্রচুর পরিমাণে জলপান করে বা করিবার আকাঙ্ক্ষা, সেই সঙ্গে মুখে জল উঠা ও শরীর অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইতে থাকে এবং এক একবার অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব করে; প্রস্রাব করিবার পর প্রস্রাবদ্বার দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় ও

জ্বালা করে, প্রস্রাবের বেগ আসিলে সে প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে পারে না (কষ্টিকাম, ফেরাম, জিঙ্কাম), হাঁটিতে, কাসিতে ও হাসিতে গেলে অজ্ঞাতসারে প্রস্রাব হইয়া যায় তথায় নেট্রাম-মিউর উপযোগী। নেট্রাম-মিউর রোগীর ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ পায় বিশেষতঃ রাত্রের দিকেই প্রস্রাব বেশী ঘন ঘন হয়। নেট্রাম-মিউরের প্রস্রাব খুব পরিষ্কার কিন্তু প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে ইষ্টকচূর্ণের ন্যায় তলানি পড়ে (লাইকো, প্যারাইরা, সিপিয়া, চিনিনাম-সাল্ফ)। নেট্রাম-মিউরের রোগী প্রকাশ্য স্থানে প্রস্রাব করিতে পারে না।

প্রমেহ রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয় (বিশেষতঃ গ্লীট অবস্থায় ও প্রমেহে কষ্টিক লোশনের অপব্যবহারের পর নেট্রাম-মিউর উপযোগী।

স্ত্রীরোগ :—নেট্রাম-মিউর স্ত্রীরোগের একটী অতি মূল্যবান ঔষধ। ইহা স্বল্পরজঃ, কষ্টরজঃ, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, ঋতুপ্রকাশে বিলম্ব, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী। স্ত্রীরোগ চিকিৎসার সময় লক্ষ্য করিবার প্রধান জিনিষ রোগিণীর মানসিক লক্ষণ, তারপর শারীরিক পরিবর্ত্তন। রোগিণী অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ, শুষ্ক ও গলা সরু; সামান্য কারণেই তাহার হৃদ্‌স্পন্দন হয়,—**লবণ খাইবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা**, রুটীতে অরুচি, তাহার রাগও অত্যন্ত, সামান্য কারণেই অর্থাৎ অল্পেই চটিয়া উঠে, ধর্ম্ম চিন্তায় বিষণ্ণভাব, কান্না ও আবার কান্নার সময় কেহ সান্ত্বনা দিলে কান্নার বৃদ্ধি বা কোপ; এই সকল লক্ষণের সহিত যদি ঋতু বিলম্বে, পাতলা জলের ন্যায় বা অতি সত্বর অল্প মাত্রায় হয় বা অধিক মাত্রায় হয় কিম্বা অনেকদিন ঋতু বন্ধ থাকিয়া বহু বিলম্বে ঋতু হয় অথবা বহুদিন স্থায়ী অথবা ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে তরল পরিষ্কার প্রদরস্রাব হয়, তবে নেট্রাম-মিউরই একমাত্র ঔষধ। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে পরে ও সময়ে রোগিণী অত্যন্ত দুঃখিত, অবসন্ন ও সামান্য কারণে রাগান্বিত হয় এবং সামান্য কারণে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতর ধড়ফড় করিতে থাকে। রোগিণীর কথায় কথায় যেমন শীত করে, তেমন সামান্য কারণে ঘর্ম্মও হয়। নেট্রাম-মিউর রোগিণীর যোনির ভিতর অত্যন্ত শুষ্ক সেইজন্য সঙ্গম করিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা করে না, সঙ্গম অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। ইহা জরায়ু-চ্যুতির একটী উত্তম ঔষধ। রোগিণীর সকালবেলা জরায়ু বাহির হইয়া যাইতেছে বোধ, সেইজন্য সে পায়ের উপর পা দিয়া বসে। জরায়ু-চ্যুতির সহিত অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে নেট্রাম-মিউর একমাত্র ঔষধ; জরায়ু-চ্যুতির সহিত কোমরের বেদনা ঐ বেদনা চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে উপশম। নেট্রাম-মিউর ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে ইহার মানসিক পরিবর্ত্তন, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া, লবণ খাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দেখিয়া লইতে হইবে। স্ত্রীরোগে নেট্রাম-মিউর অনেকটা সিপিয়া ও পাল্‌সেটিলার তুল্য। আমরা পাল্‌সেটিলা অধ্যায়ে ইহাদের বর্ণনা করিব।

নেট্রাম-মিউর গর্ভবতীদিগের প্রাতঃকালীন বমনেও উপযোগী।

পক্ষাঘাত :—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের জন্য পক্ষাঘাত হইলে বা কোনরূপ মানসিক উচ্ছ্বাসের পর পক্ষাঘাত হইলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

শোথ :—অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের ফলে শোথ হইলে, শোথের সহিত অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ও ঘর্ম্মের পর সর্ব্বলক্ষণের উপশম এবং নেট্রাম-মিউরের অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

জিহ্বা :—নেট্রাম-মিউরের জিহ্বা একখানা ম্যাপের ন্যায় অঙ্কিত, আমরা ট্যারাক্সেকাম অধ্যায়ে জিহ্বা বর্ণনাকালে তুলনা করিয়াছি। ডাঃ **লিপি** বলেন নেট্রাম-মিউরের জিহ্বাতে ঝিঁ ঝিঁ ধরা এবং নাসিকা ওষ্ঠ ও জিহ্বায় চিট্ চিট্ করা বিশেষ লক্ষণ। ইহার জিহ্বা পরিষ্কার, আঠা আঠা বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত থুথুর মতন এবং অগ্রভাগে ফোস্কা ও ক্ষত আছে। এইরূপ মানচিত্রের মত জিহ্বা ল্যাকে, মার্কারি ও ট্যারাক্সেকামেও আছে।

জরায়ু ও জিহ্বার ক্ষত এবং ক্যান্‌সার ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়, আবার সাদা সাদা ফুস্কি পড়িলেও ইহা দ্বারা উপকার সম্ভবে।

শরীরের শীর্ণতা বা ম্যারাসমাস :—নেট্রাম-মিউরের বহু স্থানে আমরা বলিয়াছি যে উহা শরীর-কৃশতার একটী উত্তম ঔষধ। এই শীর্ণতা সাধারণতঃ পরিপোষণ-ক্রিয়ার অভাবের জন্যই হইয়া থাকে। নেট্রাম-মিউর শিশু বেশ খায় দায় কিন্তু দিনদিনই শুকাইয়া যাইতে থাকে বিশেষতঃ তাহার ঘাড়টাই বেশী শুকাইয়া যায়। শিশুর ক্ষুধা আছে বেশ, খাইতেও পারে মন্দ না তবুও শরীর দিন দিন শুকাইতে থাকে। রোগীর মুখের ভিতর ও গলার ভিতর সর্ব্বদাই শুষ্ক ও গরমভাব, সেইজন্য সে অনবরত জলপান করিতে চায়; জলপান করিবার পর এবং ঘর্ম্ম হইবার পর শরীর সুস্থ বোধ। শরীর শীর্ণতার সহিত শিশুর হয় কোষ্ঠকাঠিন্য না হয় উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে এবং পূর্ব্ববর্ণিতরূপ মানসিক পরিবর্ত্তন ও লবণ খাইবার আকাঙ্ক্ষা ও রুটীতে অরুচি থাকিলে নেট্রাম-মিউরই ঔষধ।

আমরা আয়োডিয়াম, অ্যাব্রোটেনাম, সার্সাপেরিলা, ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্ প্রভৃতি ঔষধে এইরূপ শীর্ণতা দেখিতে পাই।

আয়োডিয়াম রোগীর খাই-খাই ভাব অত্যধিক, খাইতে পারেও সে খুব, না খাইলে তাহার কষ্টের বৃদ্ধি, তত্রাচ শরীর তাহার দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে, শরীরের গ্রন্থিসকল ফুলিয়া উঠে। নেট্রাম-মিউর শিশুর খাই-খাই ভাব খুব, খায় দায় মন্দ নয়, অথচ শিশু শুকাইতে থাকে, বিশেষতঃ তাহার ঘাড়ের দিকটাই বেশী শুষ্ক, আর শরীর শীর্ণতার সহিত তাহার জিহ্বা, গলা, শুষ্কভাব, পিপাসা খুব, আয়োডিনে এই লক্ষণের অভাব। আয়োডিন রোগী খাইলে পর সুস্থবোধ করে, নেট্রাম-মিউর রোগী আহারের পর অলস ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে কিন্তু পরিপাকক্রিয়া আরম্ভ হইলে উপশম বোধ করে।

সার্সাপেরিলা রোগীরও ঘাড় সরু এবং চর্ম্ম লোল ও ভাঁজপড়ার মত।

ক্যালকেরিয়া-ফস্—ইহার শিশু জীর্ণ-শীর্ণ, অস্থিচর্ম্মসার, পেট ডাগর, ব্রহ্মতালু অযুক্তাবস্থায় থাকে এবং সেই সঙ্গে বহু শিশুর মেরুদণ্ডের বক্রতাও দেখা যায়, শিশু তাহার মাথার ভার সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্য ঘাড় বাঁকিয়া যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বর :—নেট্রাম-মিউর ম্যালেরিয়া জ্বরের বা কুইনাইন চাপা জ্বরের অথবা যে কোন তরুণ জ্বরের উত্তম ঔষধ। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন চাপা জ্বরেরই ইহা একটী মূল্যবান ঔষধ। জ্বর হইবার পূর্ব্বে রোগীর দুর্ব্বলতা, আলস্যভাব, তীব্র যন্ত্রণা ও অত্যধিক পিপাসা দেখিয়া বুঝা যায় যে রোগীর জ্বর আসিতেছে।

নেট্রাম-মিউর রোগীর কম্প অত্যধিক, যদি রোগীর সকাল ৮টার সময় শীত-কম্প আরম্ভ হয় তবে ঐ কম্প দুপুরবেলা পর্য্যন্ত থাকে। সুতরাং রোগী কম্প হইবার ভয়ে কাতর হইয়া পড়ে,

তীব্র মাথার যন্ত্রণা, প্রবল জল পিপাসা আরম্ভ হইলেই সে বুঝিতে পারে এইবার তাহার কম্প আরম্ভ হইবে। শীতাবস্থায় তাহার মাথার যন্ত্রণা এত সাংঘাতিকভাবে হয় যে সে চোখে কিছু দেখিতে পায় না বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। যদি অজ্ঞান হইয়া না পড়ে তাহা হইলে সে মনে করে, এই বুঝি তাহার মাথা ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। আমরা ইউপেটোরিয়ামেও দেখিতে পাই শীতাবস্থায় খুব জল পিপাসা এবং ঘন ঘন জল পান করা আছে কিন্তু রোগী জলপান মাত্র তাহা বমি করিয়া তুলিয়া দেয়। **আর্সেনিক** রোগীরও জল পিপাসা আছে, সেও ঘন ঘন ও স্বল্প অল্প জল পান করে, অথচ জল তাহার পেটে গেলে অস্বস্তির উদ্রেক হয়। নেট্রাম-মিউর রোগীর কম্পের সময় যেমন জল পিপাসা অত্যন্ত সেইরূপ এই অবস্থায় রোগীর মাথার যন্ত্রণা আরও তীব্রতর হইয়া উঠে; মাথার যন্ত্রণার জন্য রোগী পাগলের ন্যায় করে। সে বলে যেন সহস্র সহস্র ছোট হাতুড়ি দ্বারা কেহ তাহার মাথায় আঘাত করিতেছে। রোগীর মাথার যন্ত্রণা ঘর্ম্ম হইলে আংশিক উপশম হয়। জ্বরের সময় রোগীর উপর ও নিম্ন ওষ্ঠের উপর মুক্তার ন্যায় জ্বর ঠুঁটো বাহির হয়, ওষ্ঠের সংযোগ স্থানে ক্ষত হয় (নাক্স), জ্বরের সময় উপর ওষ্ঠের উপর জ্বরঠুঁটো বাহির হওয়া কেবল রাস্-টক্সে দেখা যায়।

নেট্রাম-মিউরের শীতাবস্থা যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী, ইহার উত্তাপাবস্থাও সেইরূপ বহুক্ষণ স্থায়ী। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বর থাকিবার ফলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। নেট্রাম-মিউর ও **ইউপেটোরিয়াম-পার্ফের** ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে, আবার **ব্রাইয়োনিয়ার** সহিত ইহাদের অনেক সাদৃশ্য থাকিবার জন্য ঔষধ নির্ণয় শক্ত হয়। সুতরাং ইহাদের লক্ষণের পার্থক্য জানা থাকিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা কম। পিপাসার আধিক্য আমরা তিনটী ঔষধেই দেখিতে পাই। জ্বরের প্রারম্ভে পিপাসা ইউপেটো ও নেট্রাম-মিউর উভয়েরই আছে, ইউপেটোর পিপাসা অত্যধিক, আবার জ্বরের সময় সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, মাথাধরা ও খুব পিপাসা, পিপাসায় বেশী বেশী জলপান করা, সমস্ত শরীর শুষ্ক দেখা যায়। ইউপেটোর মাথার যন্ত্রণা জ্বর কমিবার সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায় না, আস্তে আস্তে চলিয়া যায়, নেট্রাম-মিউর ও ব্রাইওনিয়ার মাথার যন্ত্রণা ঘর্ম্ম হইবার পর চলিয়া যায়, ব্রাইওনিয়া ও নেট্রাম-মিউরের লক্ষণের সাদৃশ্য এত বেশী যে ধরা শক্ত। দুইটী ঔষধেই নড়াচড়ায় বৃদ্ধি ও শরীরে বেদনা, পিপাসা, কোষ্ঠকাঠিন্য, তাপাবস্থার পর লক্ষণের বৃদ্ধি আছে, পার্থক্য এই—ব্রাইওনিয়ার রোগী একেবারে চুপচাপ পড়িয়া থাকে, নড়িতে মোটেই চায় না, নেট্রাম রোগী নড়াচড়া করে। ব্রাইওনিয়ার লক্ষণগুলি আস্তে আরম্ভ হইয়া বাড়িতে থাকে, নেট্রামের তাহা নহে, একদিন কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে বেলা ৯।১০ টার সময় খুব শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ হয়, সেই সঙ্গে তীব্রতর মাথার যন্ত্রণা, পিপাসা, অবসাদ দুর্ব্বলতা, প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যাওয়া দেখা যায় এবং ইহার জ্বর সবিরামই বেশী, কিন্তু ব্রাইওনিয়ার জ্বর প্রায় ক্ষেত্রেই স্বল্প বিরাম।

নেট্রাম-মিউরের জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায়ও পিপাসা খুব, ঘর্ম্ম হইলে গায়ের বেদনা কমিয়া যায় না। (ইউপেটোরিয়ামের মাথার যন্ত্রণা ঘর্ম্ম হইলে বৃদ্ধি)। এই সময় রোগী সামান্য নড়াচড়া করিলে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। ডাঃ 'ন্ন' বলেন, যে-সকল জ্বর ১১টার সময় অত্যন্ত কম্প, উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থার সহিত প্রবল শিরোবেদনা, ঘর্ম্ম হইয়া লক্ষণের উপশম পাইলে নেট্রাম-মিউরই একমাত্র ঔষধ।

নেট্রাম-মিউরের মোট কথা:—অত্যন্ত শীর্ণতা বিশেষতঃ গলার; খাব-দায় ভাল, তত্রাচ শুকাইয়া যায়; নোন্‌তা দ্রব্যে লোভ।

শিরঃপীড়ায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা, স্কুলের বালক বালিকাদিগের শিরঃপীড়ায় বহু হাতুড়ির আঘাত হইতেছে এরূপ বোধ।

প্রচুর ঋতুস্রাব, শুক্রক্ষয় বা জীবন রক্ষক তরল দ্রব্যের ক্ষয়-জনিত বা মানসিক পীড়া হেতু বহুবিধ লক্ষণের আবির্ভাব।

নোনতা দ্রব্যে রোগীর অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা, রুটীতে অরুচি। রাত্রে চোর ডাকাতের স্বপ্নে জাগরিত হইয়া ঘরের ভিতর অনুসন্ধান করা।

জিহ্বা চিত্রিত, জিহ্বার কিনারায় দদ্রুবৎ পীড়কা।

নখের চতুর্দ্দিক ফাটা ফাটা; তরুণ ও পুরাতন আমবাত, অত্যধিক পরিশ্রমে উহাদের নির্গমণ।

চুল উঠিয়া যাওয়া বিশেষতঃ মাথার এক দিক হইতে অপর দিকের। তরুণ ও পুরাতন সর্ব্বজাতীয় জ্বরের মহৌষধ।

জ্বর কুইনাইন চাপা জ্বর, জীর্ণজ্বরে বেলা ১০-১১টার ভিতর কম্প। জ্বরের সময় জ্বর ঠোঁটে, প্রচুর ঘর্ম্মের পর শান্তি, শীতও উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা, তীব্র মাথার যন্ত্রণা।

কোষ্ঠকাঠিন্যে মল খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহির হওয়া, মলদ্বার ফাটা ফাটা ইত্যাদি।

রোগী বড়ই রাগী, রাগের পর কান্না ও হাসি, কান্না সান্ত্বনায় বৃদ্ধি, ইহাই নেট্রাম-মিউরের মোট কথা।

জ্বরের হ্রাস হইবার পর রোগী বড়ই দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও ফ্যাকাশে হইয়া পড়ে, তাহার প্লীহা ও যকৃতে বেদনা হয়, প্রস্রাবে ছাইবর্ণের তলানি পড়ে, রুটী খাইবার অনিচ্ছা, লবণ খাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

নেট্রাম-মিউর কুইনাইন অপব্যবহার নিমিত্ত ঘিনঘিনে জ্বর, প্লীহা-জ্বর এবং ম্যালেরিয়া জাতীয় জ্বরে উপযোগী। রোগীর নাড়ী অত্যন্ত সবিরাম ও অনিয়মিত বিশেষতঃ যখন সে বাম পার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করে; আবার নাড়ী কখনও মন্দগতিবিশিষ্ট বা দ্রুত হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বেলা ৯।১০টা বা ১১টার সময় বৃদ্ধি; সমুদ্রতীরে বসবাস করিলে, রৌদ্র ও আগুণের তাপে, মানসিক পরিশ্রমে, লেখাপড়া করিলে, উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য খাইলে, বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, নিদ্রা ও স্ত্রীসঙ্গমাদির পর, পূর্ণিমা তিথিতে, রুটী খাইলে, লবণ ও মধু পানে বৃদ্ধি।

মুক্ত হাওয়ার ভিতর বেড়াইলে, শীতল জলে স্নান করিলে, উপবাস করিলে, দুপুরে খাইবার পর ডানদিকে ফিরিয়া শুইলে, শক্ত বিছানায়, কাপড় আঁটিয়া শয়ন করিলে উপশম।

সম্বন্ধ :—নেট্রাম-মিউর—ম্যাপের মত চিত্রিত জিহ্বায়—ট্যারাক্স, নাস, পডো, আর্স তুল্য। ছাত্র ছাত্রীদিগের শিরঃপীড়ায়—ক্যাল্কে-ফস্ তুল্য; সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণায়—স্পাই, স্যাঙ্গু, ফস্, জেল্, গ্লোনয়েন তুল্য; কাসিবার সময় অসাড়ে প্রস্রাব—কষ্টি, ফেরাম, পালস্ তুল্য; রোগীর রাক্ষুসে ক্ষুধা অথচ রোগা হইয়া যাওয়ায়—আয়োড, অ্যাব্রোটে তুল্য; ওষ্ঠে জ্বরঠোঁটো হইলে—নাক্স, রাস্, আর্স তুল্য; হৃদপিণ্ডে শীতবোধ লক্ষণে পেট্রোলিয়াম তুল্য; গুহ্যদ্বারে যেন কিছু আটকাইয়া আছে লক্ষণে—সিপিয়া তুল্য; মলান্ত্রের সঙ্কোচনবশতঃ বাহ্যে কষ্ট—ওপিয়া, কষ্টি, ল্যাকে তুল্য; জিহ্বায় চুল আটকাইয়া আছে লক্ষণে—সাইলিসিয়া তুল্য; ঋতুস্রাবের সময় অত্যন্ত বিষণ্ণভাব—সিপিয়া ও লাইকো তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৬x, ১২x, ৩০x চূর্ণ, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ।

নেট্রাম-সালফিউরিকাম (Natrum Sulphuricum)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সালফেট্ অভ-সোডা বা সোডিয়াম সালফেট। নেট্রাম-সালফ—এন্টিসোরিক, এন্টিসাইকোটিক ও এন্টিসিফিলটিক ঔষধ। এই ঔষধটি কি হোমিওপ্যাথিক কি বাইকেমিক অথবা কি এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের ব্যবহার্য্য। এ্যালোপ্যাথদের ইহা একটী জোলাপ জাতীয় ঔষধ। নেট্রাম-সালফ, কার্ল্‌স বাড ওয়াটার নামক মিনারেল জলের প্রধান উপাদান; সেইজন্য যকৃত সম্বন্ধীয় রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা সালফিউরিক-অ্যাসিড এবং সাধারণ লবণ সহ বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—উদরাময়, হাঁপানি, পৈত্তিক যে কোন পীড়া; মস্তিষ্কের আঘাতজনিত পীড়া, বহুমূত্র, মৃগী, নাক দিয়া রক্ত পড়া, আঁচিল, অসাড়ে প্রস্রাব, প্রমেহ, মাথার যন্ত্রণা, শোথ, বেঁধিবেরি, অর্দ্ধ শিরপীড়া, ক্ষত, নালীক্ষত, ম্যালেরিয়া জ্বর, জ্বর, পুরাতন জ্বর, মূত্র-যন্ত্রের প্রদাহ ও ইহার নানাবিধ পীড়া, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—নেট্রাম-সালফের ক্রিয়া পিত্তের উপর অত্যধিক দেখা যায়। পিত্তাধিক্য জনিত যে কোন রোগে নেট্রাম সালফ বিশেষ উপযোগী ঔষধ। রোগীর মুখে তিক্তস্বাদ; পিত্তবমন, পিত্ত বাহ্যে, জিহ্বায় পিত্তজ লেপাদি, সমুদয়ই পিত্তের ক্রিয়া এবং এই সকল ক্ষেত্রে নেট্রাম-সালফ উত্তমকার্য্য করিয়া থাকে।

নেট্রাম সালফের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য করিবার জিনিষ হ্রাস ও বৃদ্ধি। যে সকল ব্যক্তি বাটীর নিম্নতলে, ভিজা ভূমিতে, নদী ও পুষ্করিণীর ধারে বসবাস করে বা যাহারা অধিক জল ব্যবহার করে, সামান্য ভিজা বায়ু লাগিলে যাহারা পীড়িত হইয়া পড়ে অর্থাৎ ঝড়বৃষ্টির দিনে যাহারা রোগে ভুগিতে থাকে, তাহাদের জন্য এমন কি যাহারা জলজ শাকসব্জি ইত্যাদি খাইয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে তাহাদের জন্য নেট্রাম-সাল্‌ফ উত্তম ঔষধ।

নেট্রাম-সাল্‌ফ তরুণ ও পুরাতন নানাজাতীয় উদরাময়ের উত্তম ঔষধ। ইহার উদরাময় হঠাৎ বেগে উপস্থিত হয় এবং বেগের সহিত তরল মল নিঃসৃত হয়। সাল্‌ফার, পডোফাইলাম, রিউমেক্স প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় ইহাও প্রাতঃকালীন উদরাময়ের উত্তম ঔষধ। যকৃতের নানাবিধ পীড়া, যকৃতে রক্তাধিক্য, যকৃতে বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

মন :—তাহার অধিক পিত্ত বৃদ্ধির জন্য মানসিক উত্তেজনার বৃদ্ধি, এমন কি সময় সময় আত্মহত্যা করিবার আকাঙ্ক্ষা; মেজাজ অত্যন্ত খিট্‌খিটে হওয়া ইহার বিশেষত্ব। পিত্তাধিক্য বশতঃ মানসিক লক্ষণের পরিবর্ত্তন যেমন দেখা যায়, সেইরূপ মাথায় আঘাতাদি লাগিবার ফলে রোগীর মানসিক বিকৃতিও ইহাতে দেখা যায়। তাহার কোন কার্য্যে উৎসাহ নাই, সর্ব্বদাই বিষাদাচ্ছন্ন। রোগী গান-বাদ্য শুনিলে বিষাদাচ্ছন্ন হয় এমন কি উৎকৃষ্ট গান বাজনা শুনিলেও সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কোন বন্ধুবান্ধবের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে বা চলাফেরা করিতে চাহে না। তাহার নিজের জীবনের প্রতি মোটেই মায়ামমতা নাই।

শির পীড়া :—রোগীর আহারাদির পর মাথায় ভয়ানক চাপ বোধ, মাথায় ভয়ানক ব্যথা ও দপ্‌দপানি বিশেষতঃ মাথার উপরিভাগে ঐ ব্যথা বেশী হয়, ঐ ব্যথা মলত্যাগের পর কমিয়া যায়। সন্ধ্যার পর হইতে তাহার মাথা অতিরিক্ত ঘুরিতে থাকে, সেই সঙ্গে পিত্ত বমন বা গা-বমি-বমি করা,

মুখে তিক্তাস্বাদ। মাথাঘোরার সহিত পিত্তজ উদরাময়, মলত্যাগের পর মাথাঘোরার উপশম। মাথায় আঘাত লাগিবার ফলে তীব্র মাথার যন্ত্রণা বা মানসিক বিকার জন্মিলে ইহা উত্তম ঔষধ। বহুকাল পূর্ব্বে মাথায় আঘাত লাগিলে বা আছাড় খাইয়া মস্তকের যন্ত্রণা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলে (আর্ণিকা, চাইপাবি, জিঙ্কাম-ফস); পড়াশুনা করিলে ঐ যন্ত্রণা তীব্র হইলে বা রোগী তাহার মস্তিষ্ক অসংলগ্ন অবস্থায় আছে ভাবিলে বা থাকিয়া থাকিয়া মস্তক নাচিয়া উঠিলে ইহা উপযোগী ঔষধ।

পৈত্তিক লক্ষণযুক্ত আধকপালে মাথাধরারও ইহা ঔষধ। **ডাঃ কেণ্ট** বলেন মেকমজ্জা-ঝিল্লীর প্রদাহের জন্য ইহা একটী উত্তম ঔষধ। রোগীর মস্তিষ্কের নিম্নদেশে ভয়ানক চর্ব্বণবৎ বেদনা, মস্তিষ্কের ভিতর রক্তসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ সে প্রলাপ বকে, শরীর ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া যায়।

চক্ষুরোগ :—নেট্রাম-সাল্‌ফ রোগীর চক্ষুর পাতার উপর বড় বড় ফোস্কার ন্যায় মাংসাঙ্কুর বা আঁচিল জন্মিলে ও চক্ষু হইতে জল পড়িলে বা জ্বালা করিলে ইহা উপযোগী। চক্ষু হইতে পীতবর্ণের পূঁজ নির্গত হয় এবং চক্ষুর ভিতর জ্বালা করে। রোগীর চোখের পাতা অত্যন্ত ভারী বোধ, সন্ধ্যাবেলা অধ্যয়ন কালে চক্ষুর ভিতর চাপ বোধ বেশী হয়।

কোনায়াম—লেখাপড়া বা সূচীকার্য্য করিবার সময় চক্ষুতে চাপ বোধ।

ইগ্নেসিয়া—পড়াশুনা ও সূচীকার্য্য করিলে চোখের যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

ম্যাঙ্গেনাম—প্রদীপের সম্মুখে অধ্যয়ন ও সূচীকার্য্য করিলে বৃদ্ধি। নেট্রাম-সাল্‌ফ রোগীর চক্ষু হইতে পূঁজ নির্গমন হেতু সকালে চোখের পাতা জুড়িয়া যায়।

নাসিকার রোগ ও সর্দ্দি :—ঋতুর সময়, ঋতুর পূর্ব্বে বা ঋতুর পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। সাধারণতঃ এই রক্তস্রাব বৈকালের দিকে বেশী হয়।

ব্রাইয়োনিয়া ও ব্রোমিয়াম—রোগিণীর ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়।

ডিজিটেলিস—রোগিণীর ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়।

ফস্‌ফোরাস—ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হয়।

সিপিয়া, সাল্‌ফার—মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব থামিয়া গিয়া পুনরায় রক্তস্রাব হইলে উপযোগী।

নেট্রাম-সাল্‌ফ রোগীর ধাতুগত উপদংশ হেতু নাসিকার ক্ষত হয় উহাকে ওজিনা-সিফিলিটিকা বলে, ঐ নাসিকার ক্ষত গ্রীষ্মের পর বর্ষাঋতু পড়িলেই বেশী হয়। নেট্রাম-সাল্‌ফ রোগীর সর্দ্দি ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ বর্ষাকালে, ভিজা স্থানে বসবাস ইত্যাদির জন্য সর্দ্দিরোগে ইহা রাস-টক্স, অ্যাবেনিয়া ডায়ডেমা তুল্য ঔষধ।

দন্তশূল :—ইহা দন্তশূলে কফিয়ার ন্যায় উপযোগী ঔষধ। দন্তশূল বা দাঁতের নানাবিধ পীড়া সাইকোসিস দোষের জন্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। দন্তশূল ধূমপানে অথবা তামাকের ধূম লাগিলে অথবা মুখে ঠাণ্ডাজল রাখিলে আরাম বোধ বা উপশম।

অজীর্ণ :—অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপসিয়া রোগে যখন রোগী পিত্তবমন, পিত্তবাহ্যে করে, জিহ্বায় পিত্তজ লেপ, মুখে পিত্তস্বাদ পাওয়া যায় তখন নেট্রাম-সাল্‌ফই একমাত্র ঔষধ। যখন জিহ্বায় সবুজাভ বাদামী বর্ণের লেপ দেখিতে পাওয়া যায় তখনই বুঝা যায় যে পিত্তবৃদ্ধি হইতেছে। অম্লের পীড়ার জন্য পেটে বায়ু জমিয়া পেট ফুলিয়া উঠিলে, বুক জ্বালা করিলে ও গলা বাহিয়া অম্ল উদ্গার উঠিলে ইহা উপযোগী। নেট্রাম-সাল্‌ফ রোগী শাক-সব্জি সহ্য করিতে পারে না অথচ রুটী ও মাংসে অরুচি। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের বংশানুক্রমিক উদরাময়ে ইহা একটী উত্তম ঔষধ।

যে সমস্ত ছাত্র বা পূর্ণ বয়স্ক—অত্যধিক অধ্যয়ন বা মানসিক পরিশ্রমাদির পর যকৃতের পীড়ায় ভুগিতে থাকেন বা যকৃতের স্থানে বেদনা, অন্ত্রপ্রদাহাদি হইলে নেট্রাম-সাল্‌ফ উপযোগী। ইহারা যদি বর্ষাকালে প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ভুগিতে থাকেন তবে আর কথা নাই, নেট্রাম-সালফই একমাত্র ঔষধ। ত্বাবা বা সীসক অপব্যবহার হেতু শূলবেদনায়ও নেট্রাম-সালফ উপযোগী।

উদরাময়ে :—নেট্রাম-সাল্‌ফের খ্যাতি অত্যধিক। প্রাতঃকালীন উদরাময়েই ইহার অত্যধিক খ্যাতি। প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিয়া দুই পা হাঁটিবার পর হঠাৎ তাহার মলের বেগ এত পায় যে আর অপেক্ষা করিতে পারে না, অমনি ছুটিয়া পায়খানায় যায়। অনেকটা বায়ু নিঃসরণের সহিত তোড়ে ইহার বাহ্যে হয়, বাহ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া ইহার বাহ্যের বিশেষত্ব। ইহার মল সবুজ বর্ণের পিত্তসংযুক্ত। নেট্রাম-সালফ রোগী প্রাতঃকালে হয়তো ২।১ বার, বাহ্যে করিয়া আর সমস্ত দিন বাহ্যেই করিল না, কিন্তু পেটের ভিতর ভুটভাট করা, গঁড়গড় করা লক্ষণ সমস্ত দিনই বিদ্যমান থাকে। প্রাতঃকালীন উদরাময়ের জন্য সাল্‌ফার, পডো, অ্যালোজ, রিউমেক্স প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী অ্যালোজ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নেট্রাম-সালফের উদরাময় অন্যান্য রোগের ন্যায় বর্ষাকালে, ভিজা স্থানে বসবাস করিবার ফলে, পাকা বাড়ীর নীচের তলায় বসবাসের জন্য হইয়া থাকে।

নেট্রাম-সাল্‌ফ কলেরার একটী প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক ঔষধ। কলেরা মহামারীর সময় ইহার **৩x শক্তি প্রত্যহ** ২।১ মাত্রা সেবন করিলে উপকার দর্শে। কলেরার প্রথম অবস্থায় যখন সর্ব্বদা বমির ভাব, মুখে তিক্তস্বাদ প্রভৃতি পাওয়া যায় তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—ইহাতে যেমন উদরাময় আছে সেইরূপ কোষ্ঠকাঠিন্যও আছে। কোষ্ঠকাঠিন্যে মল কঠিন গুট্‌লে গুট্‌লে এবং শ্লেষ্মা জড়িত দেখা যায়। মল খুব কোঁথ দিয়া বাহির করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন—অধিক মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে জোলাপের ন্যায় কার্য্য করে। **নেট্রাম-ক্লোরেটামও** একটী জোলাপের উপযুক্ত ঔষধ, ইহার রোগীর একাদিক্রমে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত বাহ্যে বন্ধ থাকে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে ঐরূপ কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগিণীকে নেট্রাম ক্লোরেটামের ৩x চূর্ণ রোজ ২ বার ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইয়া সাত দিনের ভিতর আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়া ছিলাম। পরে অবশ্য ধাতুগত লক্ষণানুসারে নেট্রাম-মিউর, সালফার প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। অন্ত্রের আবরক ঝিল্লীর প্রদাহও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে পারে। এই রোগ হইয়া পেটে জল জমে, উহা উদরাময় হইলেও কমে না।

পিত্তশীলা :—পিত্ত-পাথুরী রোগের ইহা একটী উত্তম ঔষধ। পিত্ত-পাথুরী হইয়া রোগীর পিত্তবমন, পিত্তবাহ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য মুখে তিক্তস্বাদ প্রভৃতি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

বহুমূত্রে :—বহুমূত্র রোগে ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রস্রাবে চিনি বা শর্করা দূর করিতে নেট্রাম-সালফের ক্ষমতা আছে। যকৃতের এবং পিত্তের নানাপ্রকার বিকৃতি বশতঃ বহুমূত্র হইলে পরও নেট্রাম-সালফ দ্বারা বেশী উপকার দর্শে। প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে লিথিক অ্যাসিড নির্গত হয়, উহা দেখিতে অনেকটা ইঁটের গুড়ার ন্যায় (লাইকো)। যে পাত্রে প্রস্রাব করে তাহার চারিধারে লিথিক অ্যাসিড লাগিয়া থাকে। প্রস্রাবে পিত্ত নিঃসৃত হওয়াও ইহার চরিত্রগত লক্ষণ।

বহুমূত্রের জন্য অনেকগুলি ঔষধ আছে তন্মধ্যে অ্যাসিড-অ্যাসেটিক, অ্যাসিড-ফস, ক্রিয়োজোট, লাইকো-ভার্জিনিকা, রস-এরোমেটিকা, সিজিজিয়াম উত্তম ঔষধ।

অ্যাসিড অ্যাসেটিক :—ইহার রোগী প্রচুর প্রস্রাব করিয়া অত্যন্ত ফ্যাকাসে হয়। রোগীর গাত্র দাহ সেই সঙ্গে তীব্র জল-পিপাসা, জল পানের পর প্রচুর পরিষ্কার প্রস্রাব করে, নেট্রাম-সালফের ন্যায় লিথিক অ্যাসিড ও পিত্ত নির্গত হয় না। **অ্যাসিড-ফসের** ক্রিয়া মূত্র গ্রন্থির উপর খুব বেশী, নেট্রাম-সালফের যেমন যকৃত ও পিত্তের উপর ক্রিয়া অত্যধিক, অ্যাসিড-ফসের রোগী তেমন দুধের ন্যায় সাদা প্রস্রাব করে। সেই প্রস্রাবে চিনি পূর্ণ থাকে আর নেট্রাম-সালফের রোগীর প্রস্রাব পিত্তপূর্ণ ও লিথিক অ্যাসিড পূর্ণ, চিনিও তাহাতে বিদ্যমান থাকে। অ্যাসিড-ফসের প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে উহার ভিতর জেলির ন্যায় পদার্থ দেখা যায়, নেট্রামে ঐরূপ দেখা যায় না। অ্যাসিড ফসের রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। ক্রিয়োজোট রোগীর প্রস্রাব রাত্রে বহুবার হয়, কখনও অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া যায়, ইহার প্রস্রাবের পরিমাণ যেমন বেশী সেইরূপ দুর্গন্ধপূর্ণ। ক্রিয়োজোট রোগীর এত হঠাৎ প্রস্রাব পায় যে উঠিবার সময় থাকে না, নেট্রাম-সালফে ঐরূপ হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ দেখা যায় না। **লাইকোপাস-ভার্জিনিকা**—ইহাও বহুমূত্র রোগের একটি উত্তম ঔষধ ; অত্যন্ত প্রস্রাব করিবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর খুব ক্ষুধা পায়, বহুমূত্র হইয়া অতি অল্প কালের ভিতরই রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, ডাইবেটিস বা বহুমূত্র রোগের সহিত হৃদ্‌রোগ থাকা ইহার বিশেষত্ব। ইহা নেট্রাম-সালফ বা অন্য ঔষধে নাই। রস-এরোমেটার—যে সকল বহুমূত্র রোগে প্রস্রাবের গুরুত্ব অনেক কমিয়া যায়, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল শীর্ণ হইয়া পড়ে, অতিশয় পিপাসা, মধ্যে মধ্যে উদরাময় ও আমাশয় এবং প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **সিজিজিয়াম** বহুমূত্রের শর্করা দূর করিতে অতি চমৎকার ঔষধ। নেট্রাম-সালফ ও অ্যাসিড-ফসও মূত্রের শর্করা দূর করিতে অতি চমৎকার ঔষধ। নেট্রাম-সালফ ও অ্যাসিড-ফসও মূত্রের শর্করা দূর করিয়া দেয় কিন্তু সিজিজিয়াম প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও মধুমেহের ক্ষত আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়।

হাঁপানি ও কাসি :—বহুদিন স্থায়ী সর্দ্দিরোগ হইতে যে সকল হাঁপানি হয় এবং হাঁপানির কাসির সহিত গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হয় সেখানে নেট্রাম-সালফ উপযোগী। রোগী কাসির সহিত ঘন সবুজ বর্ণের দড়ী দড়ী কিম্বা পূঁজের ন্যায় গয়ার বাহির করে এবং কাসিবার সময় নিজের বুকে হাত চাপ্পা দিয়া বসে, কাসিবার সময় মনে হয় তাহার বুকে ক্ষত হইয়াছে।

প্রমেহ :—তরুণ গণোরিয়া রোগে সাধারণতঃ নেট্রাম-সালফের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। পুরাতন প্রমেহ রোগে যখন স্রাব ঘন ও সামান্য সবুজ বর্ণের অথবা সবুজাভ হলদে বর্ণের (স্রাব) নিঃসৃত হয় এবং যখন প্রস্রাব করিতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না তখন ইহা বিশেষ উপযোগী (পাল্‌সে) ; পুরাতন প্রমেহ অর্থাৎ গ্লিট অবস্থা বা লুপ্ত প্রমেহ রোগের সহিত কোনরূপ পিত্তসংঘটিত রোগ থাকিলে ইহা আরও কার্য্যকরী।

স্ত্রীরোগ :—ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ও সময়ে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। ঋতুস্রাব অত্যধিক, যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়, চুলকায়, জ্বালা করে ও ফুস্কুড়ীর ন্যায় উঠে। শ্বেত-প্রদরের স্রাবও যেখানে লাগে সেই স্থান জ্বালা করে ও ঋতুস্রাবের ন্যায় হয়।

শোথ ও বেরিবেরি :—রোগের ইহা একটী উত্তম ঔষধ, বিশেষ অধ্যায়ে দেখুন।

চর্ম্মরোগ :—রোগীর শরীরে সাইকোসিস দোষের জন্য আঁচিল উঠিলে ও বহুবিধ চর্ম্মপীড়ায় ইহা উপযোগী ঔষধ। দেহের স্থানে স্থানে রসপূর্ণ গুটী উঠিয়া অত্যন্ত চুলকাইলে এবং উহা হইতে জলের ন্যায় অধিক পরিমাণে রস নির্গত হইলে ইহা ব্যবস্থেয়। ম্যালেরিয়া ও স্নাবা রোগের পর শরীরে এক প্রকার চর্ম্মপীড়া বা খোঁস বাহির হয়, উহার বিশেষত্ব এই যে গায়ের ঢাকা খুলিলেই চুলকাইতে আরম্ভ করে। স্যাঁতস্যাতে স্থানে বসবাস জলে ভিজা ও পাকা বাড়ীর নীচের তলায় বসবাস করিবার ফলে যদি একজিমার ন্যায় উদ্ভেদ বাহির হয় এবং উহা হইতে জলবৎ চবিদ্রাভ পূঁজ নির্গত হইতে থাকে তবে ইহাই ঔষধ। রাস-টক্স)।

জ্বর :—নেট্রাম-সালফ ম্যালেরিয়া, স্বল্পবিরাম বা অবিরাম জ্বরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্ষাকালীন জ্বরের সময় প্রায় ক্ষেত্রেই এই ঔষধ একাই ঐ জ্বর আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়। রাসটক্সও বর্ষাকালীন জ্বরের একটী উত্তম ঔষধ, রাসটক্সের জ্বরে ছটফটানি অত্যন্ত, ছটফট করিলে গাত্র বেদনার হ্রাস, জল-পিপাসা এবং ত্রিকোনাকৃতি জিহ্বাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নেট্রাম-সালফের জ্বর যেমন বর্ষাকালে বেশী হয় সেইরূপ স্যাঁতস্যাতে স্থানে বসবাসের ফলে; গ্রীষ্মের অবসানের পর বর্ষার প্রারম্ভের জ্বরে উপযোগী। ইহার জ্বর সকাল ৩।৪ টার সময় বা একদিন অন্তর, দুইদিন অন্তর অথবা দৈনিক আসে। ইহার জ্বর বেলা ১০টা হইতে বৈকাল, সন্ধ্যা বা যে কোন সময় আসিতে পারে। জ্বরের সময় হাত পায়ের জ্বালা, মুখে তিক্তস্বাদ, জিহ্বায় সবুজ বর্ণের বা পাংশু বর্ণের লেপ, পিত্তবমন ইত্যাদি থাকিলে যে কোন জ্বরেই ইহা উপযোগী। জ্বর ছাড়িবার সময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

নিদ্রা : রোগী দুপুর বেলা কোন প্রকার লেখা পড়া করিতে বসিলেই তাহার ঘুম পায়। রোগী ঘুমাইয়া পড়িবার অল্প সময়ের ভিতরই যেন ঘুমের ভিতর ভয় পাইয়াছে এরূপভাবে চমকাইয়া উঠে, ঘুমের ভিতর অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া তাহার ঘুম বারংবার ভাঙ্গিয়া যায়। রোগী সন্ধ্যাবেলাই ঘুমাক কিংবা রাত্রে ১২।১টার পর ঘুমাক, সে ৪।৫ ঘণ্টার বেশী ঘুমাইতে পারে না, তাহার ঘুম ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁপানির টান আরম্ভ হইবে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার করিলে, কিছু গিলিবার সময়, কথা কহিলে, সকাল বেলা, বর্ষা ঋতুতে, স্যাঁতস্যাতে স্থানে বসবাস করিলে, অধিক জল ব্যবহার করিলে, ঝড়বৃষ্টির ভিতর পরিশ্রম করিলে রোগের বৃদ্ধি। টিপিয়া দিলে, কোমরের কাপড় ঢিলা করিয়া দিলে, ব্যায়ামের পর শুষ্ক হাওয়ার ভিতর হাঁটা চলা করিলে হ্রাস।

সম্বন্ধ :—নেট্রাম-সালফ সাইকোসিস রোগে থুজা, মেডো, স্যাবিনা, পলসে তুল্য; প্লীহা রোগে—মার্কারী ও অ্যারোনিয়া-ডায়া তুল্য; চক্ষুরোগে—গ্র্যাফাইটিস, হিপার-সালফ তুল্য; কাসি ও উদরাময়ে ব্রাইওনিয়া তুল্য; বহুমূত্র রোগে—লাইকোপোডিয়াম তুল্য; দন্তশূলে—কফিয়া তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x, ১২x চূর্ণ, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

নেট্রাম-সালফিউরোসাম্ (Natrum Sulphurosum)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ যে সকল উদরাময়ে মদের ফেনার ন্যায় ফেনা দেখা যায় সেই উদরাময়ের জন্য উপযোগী।

নেট্রাম-সালফোকারবল্ (Natrum Sulpho-Carbol) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ রক্তদুষ্টি ও পূঁজযুক্ত পুরোসিস রোগে ব্যবহৃত হয়, ৩x চূর্ণের ৩।৫ গ্রেণ মাত্রা প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

নেট্রাম-সিলেন (Natrum Selen) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ পুরাতন শ্বাস যন্ত্রের পীড়া এবং শ্বাসনালীর যক্ষ্মারোগে কার্য্যকরী।

নেট্রাম-সিলিনিকাম (Natrum Silenicum) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট স্বরযন্ত্রের যক্ষ্মারোগে—যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তাভ শ্লেষ্মাখণ্ড গয়েরের সহিত নির্গত হয় সেইস্থানে প্রযোগ করা যায়। রোগের প্রারম্ভেই এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

শক্তি :—৬x, ১২x, ৩০।

নেট্রাম-সিলিকাম (Natrum Silicum) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ধাতু-দোষ বা কুল-দোষের জন্য আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক প্রযোজ্য। রক্তস্রাব প্রবণতায় বিশেষতঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব প্রবণতায় বা যক্ষ্মারোগে বিশেষ উপযোগী। ইহা পুরাতন সন্ধিবাত, অস্থির কোমলতা, গণ্ডমালা জনিত অস্থিরোগ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতার একটী উত্তম ঔষধ।

শক্তি :—তৃতীয় ক্রম।

নেট্রাম-সিলিকো-ফ্লোর (Natrum Silico Fluor) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হাড়ের বিবিধ পীড়া এবং হাড়ের ক্ষতরোগে উপযোগী।

নেট্রাম-স্যালিসাইলিকাম (Natrum Salicylicum.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্যালিসাইলেট অভ সোডা।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ দুর্ব্বলতা, অবসাদ, তোতলামি, টেরাচক্ষু, কাণের ভিতর নানাবিধ শব্দ, বধিরতা, শোথ, অস্থিবেষ্টনীর প্রদাহ, আমবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

নেট্রাম-স্যালিসাইলিকাম **বধিরতা** রোগের উত্তম ঔষধ। কাণের ভিতর ক্ষত হইবার জন্য মাথা ঘুরানি রোগে ইহা একটী বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। মাথা ঘুরাইবার সময় সে মনে করে যেন তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যাদি ঘুরিয়া যাইতেছে। টেরাদৃষ্টির ইহা একটী উত্তম ঔষধ। রোগী যে কোন জিনিষের প্রতি তাকায় তাহার নজর দেখিলে মনে হইবে একটী চক্ষু দ্রব্যটীর উপর আছে, অন্যটী অপর দিকে আছে। সাইকিউটা, চেলিডো, স্পাইজিলিয়া প্রভৃতি ঔষধে টেরাদৃষ্টি আছে, ইহাদের দৃষ্টি নাসামূলের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ **তোতলামিরও** একটি কার্য্যকরী ঔষধ।

নেট্রাম-স্যালিসাইলিকাম রোগীর গায়ে মাঝে মাঝে লোমহর্ষণ হইতে থাকে; রোগীর পায়ে ও পেটে আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ এবং হাত ও দেহের অন্যান্য অংশে পোড়ানাবাঙ্গার ন্যায় চর্ম্মরোগ বাহির হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য। ইহার রোগী অল্পেই হাঁপাইয়া উঠে, সামান্য পরিশ্রমে এত হাঁপায় যে রাস্তার লোক পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে পায়। ইহার রোগী পর্য্যায়ক্রমে শান্তভাব ও উন্মত্ততা প্রকাশ করে। সে সময় সময় নানাপ্রকার ভুল শুনিতে পায়। বমির ধাক্কা সে সামলাইতে পারে না। বমি হইবার পর সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। **গলথিরিয়াতেও** এইরূপ বমনান্তে অচৈতন্য হইয়া পড়ে; রোগী ঠাণ্ডা হউক গরম হউক যাহা কিছু পান করে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া তুলিয়া দেয়।

শক্তি :—৩x, ৪x, ৬x দশমিক।

নেট্রাম-হাইপোক্লোরোসাম বা ক্লোরেটাম।

(Natrum Hypochlorosum or Chloratum.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম লাইকর-সোডি-ক্লোরেটা।

ব্যবহারস্থল :—মূর্চ্ছা, পাথুরী, মূত্র-পাথুরী, রক্তমূত্র, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ, ডিম্বকোষের পীড়া, জরায়ুর মধ্যে জল সঞ্চয়, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য।

এই ঔষধটী ইংলণ্ডের খ্যাতনামা চিকিৎসক **আর, টি, কুপার,** প্রথম পরীক্ষা করেন। নেট্রাম-ক্লোরেটাম জরায়ুর নানাবিধ পীড়ায় এবং জরায়ুর বিকৃত অবস্থায় বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে; এই ঔষধটী জরায়ুর একটী উত্তম ঔষধ। যখন জরায়ুতে জল সঞ্চয় হইয়া জরায়ুচ্যুত হয়, মনে হয় যেন জরায়ু নিম্নগামী হইয়া যাইতেছে; উহার জন্য যদি তাহার স্বাস্থ্যের নানাপ্রকার বিকৃতি ঘটে তাহা হইলে এই ঔষধ সিপিয়া, লিলিয়াম, সিমিসিফিউগা, নেট্রাম-মিউর সমতুল্য ঔষধ। এই ঔষধ সিপিয়া, লিলিয়াম, সিমিসিফিউগা, নেট্রাম-মিউর সমতুল্য। এই ঔষধটী সাধারণতঃ জরাজীর্ণ ক্ষীণ দেহ, ও অলস স্বভাবের স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় উপযোগী। ঋতুস্রাব অত্যন্ত চাপ চাপ ও কালবর্ণের, ঋতুর সময় রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং চক্ষুর চারিদিকে কালবর্ণের দাগ পড়ে। জরায়ু হইতে প্রচুর রক্তস্রাবও ইহাতে দেখা যায়। ইহার রোগিনীও অন্যান্য

নেট্রামের ন্যায় রৌদ্র ও উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। ইহা মাথার যন্ত্রণা ও মাথা ঘোরারও একটি ঔষধ। জরায়ুচ্যুতির সহিত তাহার নীচের কপালের এক দিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত বেদনা ও চক্ষুর মধ্যে, ব্রহ্মতালুতে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। কখন কখনও তাহার হাত পায়ে পক্ষাঘাতের ন্যায় হইয়া হাতের আঙ্গুল অসাড় হইয়া যায়। কোন কোন সময় তাহার মূর্চ্ছার ভাব হইয়া সম্মুখের দিকে ঝুকিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। নাসিকা হইতে দিবারাত্র কালবর্ণের চাপচাপ রক্তস্রাব হইতে দেখা যায় (ক্যামো; ফেরাম, ফেরাম-মিউর, লিসিন, অ্যা-নাই, পালসে, রস)। রোগীর পোকায়খাওয়া দাঁতে তীব্র বেদনা হইয়া যখন ঐ বেদনা মুখের ডাণ দিকে চালিত হয়, প্রাতে ও রাত্রে যখন ঐ বেদনা প্রখরতর হয় তখন ইহা ব্যবহার্য্য। বারংবার মাঢ়াতে ফোড়া হইলে ইহা দ্বারা আরোগ্য করিতে পারা যায়, রোগী মুখে ফিটকিরির কটু স্বাদ পায়, জিহ্বা ক্ষতযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে। নেট্রাম ক্লোরেটাম রোগিণী রক্ত বিকৃতির জন্য ক্রমান্বয়ে শীর্ণ, অবশ, ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ইহারও কোষ্ঠকাঠিন্য সাংঘাতিক। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য রোগিণীর ২।৩ দিন পর্য্যন্ত বাহ্যে হয় না। হঠাৎ বাহ্যের বেগ পাইবার পর শক্ত দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ করে; মলত্যাগের পর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। নেট্রাম-ক্লোরেটামের রোগী সমস্ত দিন কাসে অথচ কোনরূপ শ্লেষ্মা উঠে না। সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিবার সময় কোমরে অত্যন্ত বেদনা তৎসহ দুইখানা হাতই ফুলিয়াছে বোধ, আবার কোন দিন ডাণ হাত কোন দিন বা বাম হাত ফুলিয়া যায়।

সদৃশ :—অরাম-মিউর, প্যাট্রো, নেট্রাম ক্লোরেটাম, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিউর, কেলি-ক্লোর, সিপিয়া, লিলিয়াম-টাই, ফেরাম-আয়ড, লাইকো, চায়না প্রভৃতি সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০ শক্তি।

(Naphthalinum.)

পরিচয় :—আলকাতরা পরিশ্রুত করিয়া যে হাইড্রোকার্ব্বন বাহির হয় ইহা তাহাই। বিচূর্ণন পদ্ধতিতেই তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ দৃষ্টিক্ষীনতা, ছানি, সান্নিপাতিক জ্বর; হাঁপানি; কৃমি, হুপিং কাসি, প্রমেহ; উদরামযাদি রোগে উপযোগী।

ন্যাফ্‌থালীনামের কৃমি নাশ করিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, ইহার রোগী বা শিশু—কৃমির জন্য বারম্বার নিজের নাসিকার অগ্রভাগ চুলকায়। হেমন্তকালীন তরুণ সর্দ্দি রোগে যেখানে নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ জলের ন্যায় ত্বক ক্ষয়কারী শ্লেষ্মাস্রাব নির্গত হয় এবং বারংবার হাঁচি দিতে থাকে সেখানে ইহা ব্যবহার্য্য। হেমন্ত-কালীন চক্ষুর প্রদাহের জন্য বাথ্রীযুক্ত, অবিক্রিম হইলেও উহা ব্যবস্থেয়। চোখের ছানি ও চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে ইহা ব্যবস্থেয়। চোখের ছানি ও চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

এই ঔষধ হুপিং কাসিরও একটী উত্তম ঔষধ; ক্রমান্বয় হুপ, হুপ শব্দ করিয়া এত কাসি হয় যে রোগী শ্বাস গ্রহণ করিবার অবসর পায় না। **ডনগ্রেভোগল**—যক্ষ্মারোগের কাসিতেও ইহা উপযোগী ঔষধ বলেন। তিনি বলেন কাসির জন্য রোগী ঘুমাইতে পারে না, তাহার একটু তন্দ্রা হইবার উপক্রম হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার কাসি হইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। রাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া

রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং দিনের বেলা উদরাময় হয়। মল অত্যন্ত পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত ও বারংবার হয়; তাহার দিনের বেলায় বাহ্যে হওয়া বিশিষ্টতা। ন্যাফথালীন প্রমেহ ও লালামেহ রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার প্রস্রাব কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিবার পর কাল হইয়া যায়।

ইহা দ্বারা দীর্ঘকালের পুরাতন পীড়াদি আরোগ্য হইতে পারে। ইহার রোগ হঠাৎ আবির্ভূত হয়, নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতও ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে, হঠাৎ জ্বর হইয়া মাথার যন্ত্রণা ও অরুচি হইলে ইহা উপযোগী, বাতশ্লেষ্মা জ্বরের উত্তাপ ইহা দ্বারা হ্রাস হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ :—ন্যাফথালীনাম কাসিরোগে—বেল, সিনা, কক্কাস, কোরেলি-রুব, আর্ণিকা, ড্রসেরা, ইপিকাক, মিফাইটিস তুল্য; যক্ষ্মারোগে—টিউবারকুলিনাম, আর্স, আয়োড, ক্যাল্কে-ফস তুল্য; হেমন্তকালের সর্দ্দি-কাসিতে—আর্স, সিনা, কেলি-আয়োড, ইউফ্রে, স্যাবাড তুল্য, কৃমির উপদ্রব নাশ করিতে—সিনা, টিউক্রি, স্পাই, ষ্ট্যানাম, তুল্য।

হুপিং কাসিতে ন্যাফথালীনামের পর যদি প্রয়োজন হয় তবে ড্রোসেরা প্রয়োগ করিবেন।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x শক্তি।

ন্যাফেলিয়াম-পলিসিফেলাম (Gnaphalium Polycephalum.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ওল্ড ব্যালসাম বা ইণ্ডিয়ান লোজি। ইহা এক জাতীয় গুল্ম। সমস্ত তাজা গাছটী বাটিয়া মাদার টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটী সায়েটিকা বা গৃধ্রসী রোগেরই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা ব্যতিরেকে পায়ের স্নায়ুশূল, ভেদ-বমন, অতিসার, বাধক, সন্ধিবাত, কোমরের বাত প্রভৃতিতেও উপযোগী।

সায়েটিকা :—ন্যাফেলিয়াম—উরু পশ্চাতের স্নায়ুশূল অর্থাৎ সায়েটিকা রোগের একটী উত্তম ঔষধ। তীব্র বেদনার সহিত আক্রান্ত অংশে অসাড়তা অনুভব, একবার বেদনা একবার অসাড়তা অনুভব ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যখন ঐরূপ বেদনা আরম্ভ হয় তখন রোগী কিছুতেই শান্তি পায় না, **একমাত্র চেয়ারে উপবেশন করিলে** বা ঐরূপ কোন আসনে বসিলে পর উপশম বোধ। ইহার যন্ত্রণা রাত্রে বাড়ে, বেদনার আবির্ভাবের সময় রোগী বিছানার উপর গড়াগড়ি করিয়া চীৎকার করিতে থাকে।

বাধক :—ইহা বাধকের একটী উত্তম ঔষধ। ঋতুস্রাবের প্রথম দিন পেটে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং স্রাব অতি সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে।

উদরাময় :—উদরাময় হইয়া সকালে পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যে হইতে থাকে, মলত্যাগ সমস্ত দিনই হয়, পেটের ভিতর কুলকুল করে, রোগী সামান্য কারণে রাগিয়া যায়, মুখে কোন রুচি থাকে না এবং মুখের আস্বাদশক্তি একদম চলিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন কলেরার প্রথম অবস্থায় ইহা কার্য্যকরী ঔষধ, এ সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যদি শিশু কলেরায় উপকার পান, আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—শয়ন করিলে আক্রান্ত অংশ নাড়াচাড়া করিলে ও হাঁটা-চলায় বৃদ্ধি।

আক্রান্ত অংশ ঠাণ্ডা জলে ধুইলে; সায়েটিকা আক্রমণের সময় চেয়ারে বসিয়া থাকিলে এবং আক্রান্ত পাখানি গুটাইয়া পেটের উপর রাখিলে উপশম।

সম্বন্ধ :—এই ঔষধ কলোসিন্থ, কলোফাই, প্লাম্বাম, জেলস; ম্যাগ-ফস্, ক্যান্থারিস, লাইকোপোডিয়াম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—0, ৩, ৬, ৩০ শক্তিই বেশী ব্যবহৃত হয়, উর্দ্ধতম শক্তিও প্রয়োগ করা চলে।

রোগী :—আমরা কোনও এক খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারের সায়েটিকা "স্ট্যাফেলিয়াম" দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

শ্রীরামপুর থাকিতেন ....বন্দ্যোপাধ্যায়, বার-এট-ল, আমাদের চিকিৎসাধীনে আসেন। তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত "সায়েটিকা"র যন্ত্রণায় ভুগিতেছিলেন, অনেক রকম ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়াও বিশেষ ফল না হওয়ায় হোমিওপ্যাথিকমতে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন। তাহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ পাওয়া গেল—যন্ত্রণা রাত্রেই তীব্রতর হয়। যন্ত্রণার জন্য আমি কিছুতেই বিছানায় ঘুমাইতে পারি না, বিছানায় শুইতে গেলেই মনে হয় আমার পা দুইখানি অবশ হইয়া গেল। প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত আমি ইজি চেয়ারে বসিয়া ও চিৎ হইয়া আক্রান্তস্থান চাপিয়া রাত্রি কাটাইয়াছি।" এই লক্ষণ পাইয়া **স্ট্যাফেলিয়াম** ৩০ শক্তির ৪টী মাত্রা ১।২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া হয়। ৩ দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল যন্ত্রণা কম কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুইতে পারি না; পুনরায় ২ ডোজ ৫ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া হইল। ৪ দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল, রাত্রে বিছানায় শুইতে পারা যায়, তবে বেশীক্ষণ নহে। পুনরায় ১ মাত্রা ২০০ শক্তি দেওয়ায় তিনি অনেকটা সুস্থবোধ করিলেন। শেষে তাহাকে নেট্রাম-সাল্ফ ও সালফার দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা জানি অদ্যাবধি তিনি সুস্থই আছেন।

পডোফাইলাম (Podophyllum Peltatum.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম মে অ্যাপেল, ম্যাণ্ড্রেক। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গাছ, আমেরিকায় প্রতিবৎসর জন্মে। এই জাতীয় গাছের তাজা মূল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া সুরাসারে মূল অরিষ্ট তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—উদরাময়, শিশু-কলেরা, প্রাতঃকালীন উদরাময়, অম্লরোগ, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়কার নানাবিধ পীড়া, রক্তামাশয়, অজীর্ণ, খাইবার দোষে অজীর্ণ, বমনেচ্ছা পাকাশয়ের প্রদাহ, গুহ্যদ্বার চ্যুতি, হাঁপানি, শিরঃপীড়া, শ্বাসনলীর প্রদাহ, ফুস্ফুস্-প্রদাহ, কামলা বা ন্যাবা, অর্শ, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, জ্বর (সবিরাম, স্বল্পবিরাম প্রভৃতি), মূত্রাধার মুখশায়িকা প্রদাহ, জরায়ু-ভ্রংশ, ডিম্বাধারে বেদনা, ডিম্বাধারে অর্ব্বুদ, হুপিংকাসি, চক্ষুবিকৃতি, গলগণ্ড, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—পডোফাইলাম শিশুদিগের একটী বিশেষ উপকারী বন্ধু। শিশুদিগের উদরাময়, শিশুকলেরা, পাকাশয়ের নানাবিধ রোগ ইহার দ্বারা নিরাময় হয়, আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি কত শিশু যে এই মে অ্যাপেল বা পডোফাইলাম দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। প্রাতঃকালে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যে হওয়া—ইহার বিশিষ্টতা। ইহার

উদরাময় বেদনাশূন্য তবে মলদ্বারে বেদনা থাকে। প্রচুর পরিমাণে মলত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না; শিশু প্রচুর পরিমাণে বাহ্যে করিবার পরই পুনরায় পেট বড় হয় এবং পুনরায় প্রচুর পরিমাণে বাহ্যে করে, বাহ্যে করিবার সময় বোতল হইতে জল ঢালিবার সময় যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ হইতে থাকে। পডোফাইলামের মলের আর একটী বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে ভোর-রাত্রি হইতে বেলা ১০ পর্য্যন্ত উদরাময়ের বৃদ্ধি এবং প্রত্যেকবারই প্রচুর পরিমাণে বাহ্যে হইয়া থাকে। ১০টার পর হইতে ক্রমশঃ বাহ্যের বেগ কমিতে থাকে, বৈকালে শিশুর প্রায় স্বাভাবিক বাহ্যে হয়। পডোফাইলাম রোগীর পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও মাথার যন্ত্রণা হইয়া থাকে। শিরঃবেদনা **শীতকালে** এবং উদরাময় **গ্রীষ্মকালেই** সাধারণতঃ হওয়া ইহার বিশিষ্টতা।

মন :—সবিরাম জ্বরে রোগী শীতাবস্থায় আপন মনে প্রলাপ বকে ও বিড় বিড় করে। আবার শীতাবস্থায় তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে তথাপি কি বলে বুঝিতে পারে না বা ভুলিয়া যায়। সামান্য জ্বরের ভিতর সে অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়ে, জীবনে বিতৃষ্ণা আসে, এই জ্বরে তাহার মৃত্যু এই চিন্তাও কোন কোন ক্ষেত্রে উদয় হয়।

শিরঃপীড়া :—পডোফাইলামের মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক, মাথার যন্ত্রণার সময় রোগী জ্ঞান হারাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে, দুইদিকের রগ যেন বিদ্ধ হইতেছে এরূপ বোধ। ঐ সময় কেহ রগ টিপিয়া দিলে উপশম বোধ; ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইয়া দিলেও অনেকটা উপশম। দন্তোদ্গমন-কালীন শিশুর মাথা অত্যন্ত গরম হয় সেইজন্য সে অনবরত মস্তক চালনা করে, নিদ্রিত অবস্থায় অনবরত উঃ! আঃ! করে। পর্য্যায়ক্রমে মাথার যন্ত্রণা ও উদরাময়ের জন্য ইহা অতি উত্তম ঔষধ (অ্যালোজ); মাথার যন্ত্রণার পর উদরাময় এবং উদরাময়ের পর মাথার যন্ত্রণা এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব হয়; সাধারণতঃ শীতকালে মাথার যন্ত্রণা ও গ্রীষ্মকালে উদরাময় দৃষ্ট হয়।

উদরাময় :—আমরা বিশেষ অধ্যায়ে পডোফাইলামের উদরাময়ের কথা অনেকবার বলিয়াছি। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়কার উদরাময়, গ্রীষ্মকালীন উদরাময় এবং বহুদিন পর্য্যন্ত উদরাময় তৎসহ উদরে বিশেষতঃ উহার ডানদিকে ঘড়ঘড় ডাক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী। ইহার বাহ্যের পরিমাণ অত্যধিক—এত অধিক যে শিশুর মাতা বর্ণনাকালে ব্যাখ্যা করেন 'এতটুকু শিশু অত প্রচুর পরিমাণে বাহ্যে কিরূপে করে তাহা আমি বুঝিয়া পাই না'। বাহ্যের পর মনে হয় আর বুঝি বাহ্যে হইবে না, কারণ পেট চুপসে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার পেট ফুলিয়া উঠে এবং পুনরায় প্রচুর বাহ্যে করে। মল নিঃসরণকালে শিশুর মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে, কারণ এত জোরের সহিত বাহ্যে করে যে মলদ্বার আলগা হইয়া যায়। মলত্যাগের সময় ফট্‌ফট্‌ বা গব্‌গব্‌ করিয়া শব্দ হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। ইহার মল হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইবেই উহা প্রচুর হউক বা কম হউক অথবা শ্লেষ্মা মিশ্রিত হউক, চায়নার বাহ্যের ন্যায় দুর্গন্ধ বাহির হওয়াও পডোর একটী প্রধান লক্ষণ।

পডোর বাহ্যে খুব ভোর হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত একভাবে অধিক পরিমাণে হইতে থাকে এবং ১০টার পর হইতে আস্তে আস্তে বাহ্যের মাত্রা কমিয়া, বৈকালে হয় স্বাভাবিক বাহ্যে হইবে, নচেৎ মোটেই হইবে না। পডোর মল খুব জোরে নির্গত হয়, মনে হয় যেন কল হইতে জোরে জল পড়িতেছে।

শিশু-কলেরা ও দাঁত উঠিবার সময়কালীন উদরাময় যখন সাংঘাতিক আকার ধারণ করে তখন যদি শিশু অবিরত মাটী কামড়ায় অথবা উপরের দাঁত বা মাঢ়ী কেবল চাপিয়া ধরে তবে পডোফ ঔষধ। দাঁত উঠাকালীন উদরাময়ের সহিত যদি শিশু উঃ আঃ করে বা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে তাহা হইলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হইবেই। শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময় যখন ভীষণ আকার ধারণ করিয়া কলেরার ন্যায় হয়, কাটবমি ও ওয়াক তোলা, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়া এবং পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যে, প্রচুর মল, দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যে ইত্যাদির সহিত ভোর রাত্রের দিকে রোগের বৃদ্ধি, উহা যদি বেলা ১০টা পর্য্যন্ত তীব্রতরভাবে থাকে তবে পডোই একমাত্র ঔষধ।

ইহার প্রাতঃকালীন উদরাময় সাল্‌ফার, নেট্রাম-সাল্‌ফ, ব্রাইওনিয়া, সোরিণাম, রুফাস-লুটিয়া, অ্যালোজ, বিউমেক্স প্রভৃতি ঔষধের সমতুল্য।

সাল্‌ফার—ইহার বাহ্যের বেগ হঠাৎ হয় এবং বাহ্যের বেগ হইলে রোগী বেগ ধারণ করিতে পারে না। অমনিই সে ছুটিয়া পায়খানায় যায়; তখন তাহার কাপড়-চোপড় সাম্‌লান শক্ত। ইহার বাহ্যের বেগ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর হইতে সকাল পর্য্যন্ত থাকে, পডোফাইলামের বাহ্যের বেগ ভোর ৩।৪টা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত হয়। প্রত্যেকবারেই প্রচুর পরিমাণে বাহ্যে হওয়া ইহার বিশিষ্টতা কিন্তু সাল্‌ফারের প্রথম বাহ্যের পরিমাণটাই খুব বেশী, অন্যান্য বাহ্যে বেশীও হইতে পারে কমও হইতে পারে। সাল্‌ফারের বাহ্যে দুর্গন্ধযুক্ত, এই দুর্গন্ধ যেন রোগীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, মনে হয় যেন রোগীর কাপড় মলসিক্ত। সাল্‌ফারের শিশুর দাঁত উঠিবার সময় অতিরিক্ত দুগ্ধপানের ফলে বা কোনরূপ পীড়কা বা চর্ম্মরোগ বসিয়া যাইবার ফলে যদি উদরাময় হয় তাহাতে সাল্‌ফার বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ।

নেট্রাম-সাল্‌ফ ও ব্রাইওনিয়া—উভয় ঔষধই প্রাতঃকালীন উদরাময়ের উত্তম ঔষধ, নেট্রাম-সাল্‌ফ রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া হয়তো ২।১ পা হাঁটিল অথবা তামাকুসেবী তামাকের তোড়জোর করিয়া টান দিলেন, এমনি সময় তাহার বাহ্যের বেগ আসিল, বাহ্যে পাইলে পর আর বিলম্ব সহ্য হয় না, সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পায়খানায় যায়, প্রথম বায়ু নিঃসরণ হইয়া তারপর বাহ্যে হইবে এবং উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। নেট্রাম-সাল্‌ফ রোগী পায়খানা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর চিকিৎসক যদি পায়খানাটি দেখিতে যান, তাহা হইলে তিনি পায়খানার দুরবস্থা অর্থাৎ বাহ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া পায়খানা নষ্ট হইয়াছে দেখিয়াই বলিবেন ইহা নেট্রাম-সাল্‌ফ।

ব্রাইওনিয়ার—উদরাময় সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি লাভ করে। হয়তো রোগী শুইয়া আছে, একবার এ-পাশ হইতে অন্য পাশে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাহ্যের বেগ আসিল, ব্রাইওনিয়ার উদরাময় সাধারণতঃ শীতের অবসানের পর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে খাইবার দোষে হইয়া থাকে। প্রাতঃকালীন উদরাময়ের জন্য পডো ও সাল্‌ফারই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সোরিণামেও—প্রাতঃকালীন উদরাময়ে বিভৎস দুর্গন্ধ থাকে, (অত্যন্ত দুর্গন্ধই অনেক সময় সোরিণামের নির্দ্দেশক; রোগীর গা হইতেও যেন দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে)। বাহ্যের বেগ সাম্‌লাইতে পারে না, ঘুম ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই বেসামাল অবস্থায় পায়খানার দিকে ছুটিয়া যায়, এবং বাহ্যের বেগ রাত্রি ১টা হইতে ৪টার ভিতর হয়। সাল্‌ফারেও আমরা এরূপ বাহ্যের বেগ দেখিতে পাই কিন্তু সাল্‌ফারের বাহ্যে এত দুর্গন্ধযুক্ত নহে। পডোফাইলামের বাহ্যেও অত্যন্ত

দুর্গন্ধযুক্ত, তবে পডোর বাহ্যের বৃদ্ধি ভোর-রাত্রি হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত এবং প্রত্যেকবার বাহ্যের পরিমাণ হয় অত্যধিক। কিন্তু সোরিণাম রোগীর মত প্রচুর বাহ্যে হয় না।

রিউমেক্সও—প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ টিউবারকুলার ধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়, ভোর হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত উদরাময়ের বৃদ্ধি, বেলা ১০টার পর হইতে উদরাময়ের বেগ কমিতে থাকে, বৈকালে আর বাহ্যে হয় না, ভয়ানক কষ্টদায়ক অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাসি হয়। ইহাই রিউমেক্সের বিশেষ লক্ষণ। পডো, নেট্রাম-সালফ বা অন্য কোন ঔষধে এই লক্ষণ নাই।

নুফার-লুটিয়া—ইহাও প্রাতঃকালীন উদরাময়ের একটী উত্তম ঔষধ। ইহার বাহ্যের বেগ ভোর ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে বৃদ্ধি, মল দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ উদরাময় টাইফয়েড রোগীরই বেশী দেখা যায়। টাইফয়েড রোগীর এইরূপ উদরাময়ে নুফার-লুটিয়া ২।১ মাত্রায় উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

পডোফাইলামের উদরাময়ের বিশেষত্ব—যে সকল অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন স্থানে বহুলোক একসঙ্গে বসবাস করে, তাহাদের উদরাময়ে ও আমাশয়ে ইহাই ঔষধ। ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে ইহার উদরাময়ের লক্ষণ মিলাইয়া লইতে হইবে।

স্ত্রীরোগ :—রোগীর ডাণ ডিম্বাধারে ব্যথা, ঐ বেদনা ডাণ ডিম্বকোষ হইতে উরুতের দিক পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় আবার ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ হইয়া যন্ত্রণা কাঁধ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ডাণদিকের ডিম্বকোষে বেদনা এবং বামদিকের ডিম্বকোষে অসাড়তা বোধ। প্রসবের পর যে সকল রমণীরা ভারী দ্রব্য তুলে বা হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কার্য্য করে, তাহাদের জরায়ুভ্রংশ রোগে এবং অতিরিক্ত মলত্যাগের জন্য বা তোড়ের সহিত মল নির্গমনের জন্য জরায়ু ও মলদ্বারভ্রংশে ইহা একটী উত্তম ঔষধ।

পডোফাইলাম রোগিণীর গর্ভাবস্থায় যোনিদ্বার ফুলিয়া উঠে, ইহার রোগিণী গর্ভাবস্থার কয়েকমাস কেবল পেট চাপিয়া শুইয়া থাকে, ইহাতে রোগিণী আরাম অনুভব করে। গর্ভাবস্থায় রাত্রে তাহার পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হইয়া থাকে।

পডোফাইলাম রোগিণীর উদরাময়ের সহিত মলদ্বার ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি বিশেষ লক্ষণ। কলিন্সোনিয়া রোগিণীর মলের সহিত জরায়ুর স্থানচ্যুতি দেখা যায়, সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

জিহ্বা :—পডোফাইলাম রোগীর জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে, এই লক্ষণটী মার্কারিতেই বেশী দেখা যায়, **ইউয়াকা ফিলামেণ্টোসা** রোগীরও জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে তবে ইহার জিহ্বা হলুদবর্ণের।

জ্বর :—স্বল্পবিরাম ও অবিরাম জ্বরের ক্ষেত্রে পডোফাইলাম একটী কার্য্যকরী ঔষধ। পডোফাইলাম পিত্তপ্রধান এবং উদরাময় অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা যকৃতের পীড়াগ্রস্তদিগের স্বল্প-বিরাম জ্বরে বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। জ্বরের সময় ঘুম-ঘুমভাব ও প্রলাপ বকা ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও মাথার যন্ত্রণা; দন্ত নির্গমন সময়ে শিশু ঘুমের ভিতর দাঁত কড়মড় করে, নিদ্রিত অবস্থায় গোঙায়, মাথা অত্যন্ত গরম হওয়া ও মাথা এপাশ ওপাশ করা (সিনা), স্বল্প-বিরাম জ্বরের সহিত প্রাতঃকালীন উদরাময়; ভোরে বৃদ্ধি ও বৈকালে উপশম দেখিলে ইহাই ঔষধ।

ম্যালেরিয়া বা **সবিরাম জ্বর** রোজ সকাল ৭টায় জ্বর আসা পডোর বিশিষ্টতা; ইহার জ্বর প্রায় প্রত্যহই একই সময় আসিয়া থাকে, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে পাকাশয়িক ও পিত্তজ লক্ষণাদি প্রকাশ হয়, যথা, গা-বমি-বমি, কাঠ-বমি প্রভৃতি, তৎপর কোমরের বেদনাও দেখা দেয়। পডোর রোগীর শীতাবস্থায় পিপাসা মোটেই থাকে না, এই সময় উভয় কোঁক, জানু, হাতের ও পায়ের কব্জি, কনুই ও অন্যান্য সন্ধিস্থানে ব্যথা করে, এই সময় রোগী অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় থাকে এবং অনবরত ভুল বকিতে থাকে, শীতের সময় **অগ্নির উত্তাপে উপশম হয় না কিন্তু গরম কাপড় বা লেপ গায়ে দিয়া শুইলে উপশম।** উপশমাবস্থায় জল পিপাসা বিদ্যমান থাকে, ইহার রোগীর শীত থাকিতে থাকিতেই উত্তাপাবস্থার আরম্ভ, কোন কোন রোগীর শরীর খুব গরম হইয়া উঠিলেও শীত, কম্প উভয়ই থাকে। উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা, শীত ও ভুল বকা এবং ক্রমাগত কথা বলা পডোফাইলামের বিশেষ লক্ষণ। রোগীর যখন পূর্ণজ্বর হয় তখন সে ঘুমাইয়া পড়ে, ঘর্ম্মাবস্থায় তাহার মাথার যন্ত্রণা কমিয়া যায় ও নিশ্চিন্তমনে সে ঘুমায়। রোগীর মুখ হইতে এমন তীব্র গন্ধ বাহির হয় যে সে নিজেই সেই গন্ধে অস্থির হইয়া যায়, মুখ হইতে অত্যন্ত থুথু ও লালাস্রাব নিঃসৃত হয়।

পডোফাইলামের মোট কথা:—ইহা পিত্ত-প্রধান ধাতুর, পাকস্থলীর ও অন্ত্রের নানাবিধ পীড়াক্ষেত্রে কার্য্যকরী। প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত মল; উহা প্রাতে, গরম ঋতুতে ও দাঁত উঠিবার সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাহ্যের বেগ সকাল হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত, তারপর ক্রমান্বয় স্বাভাবিক বাহ্যে।

পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও শিরঃপীড়া—তৎসহ অত্যন্ত জল পিপাসা।

দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রমণ, যকৃতের বিকৃত ভাব; অবিরত যকৃত-প্রদেশে হস্তদ্বারা মর্দ্দন।

প্রসবের পর জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও অতিরিক্ত বেগে বাহ্যের পর মলদ্বারভ্রংশ ইহার লক্ষণ।

জ্বরের শীতাবস্থায় ও তাপাবস্থায় অত্যন্ত বাচালতা, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা। ২।১ মাস গর্ভাবস্থায় উপুড় হইয়া শুইয়া থাকা ইহার বিশিষ্টতা।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—কেহ গায়ে হাত দিলে, চলাফেরা করিলে বা পা সোজা করিলে, পরিশ্রমাদির পর, প্রাতে সকাল ৭টায়, গা ধুইলে পর, পানাহার করিবার পর, টক ফলাদি খাইলে, দুগ্ধ পান করিলে রোগের বৃদ্ধি।

আক্রান্ত অংশ কেহ টিপিয়া দিলে, শয়ন করিলে, গর্ভাবস্থায় উপুড় হইয়া শুইলে, বিছানায় হাত-পা ছড়াইয়া শুইলে, গরম বস্ত্রাদি দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখিলে, উপশম।

সম্বন্ধ:—পডোফাইলাম উদরাময়ে—সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ, অ্যালো ও ব্রাই তুল্য, পীতাভ-সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত মলে—ক্যামোমিলা তুল্য; শিশুদিগের ওলাউঠায়—ভেরেট্রাম, অ্যালোজ তুল্য, মলদ্বারের স্থানচ্যুতি ক্ষেত্রে—অ্যালো, নাক্স, সিপি, বেল, রুটা তুল্য; আহারের পরই বাহ্যের বেগ—অ্যালোজ, ক্রোট-টি, আর্স, চায়না তুল্য, উত্তেজনার জন্য মাথার যন্ত্রণায়—এপিফেগাস তুল্য; জিহ্বা যেন পুড়িয়া গিয়াছে লক্ষণে—স্যাঙ্গুইনেরিয়া তুল্য; উদরাময়ের সহিত ডিম্বকোষের বেদনায়—কলোসিন্থ তুল্য।

শক্তি:—১x, ৩x, ৬; ১২, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি, কিন্তু বালক-বালিকাদিগের উদরাময়ে বা কলেরায় ৩০ শক্তি বা উর্দ্ধশক্তি বেশী কার্য্যকরী।

পলিগোনাম-অ্যাভিকিউলার (Polygonum. Aviculare.)।

ব্যবহারস্থল :—যক্ষ্মারোগে, ম্যালেরিয়া জ্বরে, বিশেষতঃ ধমনির কাঠিন্যসংযুক্ত স্থূলত্বে (arterio-sclerosis) ও অরণিকা (erythema) রোগে পলিগোনাম-অ্যাভি'র মাদার টিংচার দুই ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

পলিগোনাম-পাংটেটাম (Polygonum Punctatum.)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চক্ষুর পাতার প্রদাহ, স্বরনলীর প্রদাহ, কিডনী বা মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ, মূত্রাশয়-মুখশায়ীর প্রদাহ, কাসি, উদরাময়, রক্তামাশয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, পাথুরী, স্নায়ুশূল, সায়েটিকা, হৃদপিণ্ডের পীড়া, বাধক প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

স্ত্রীরোগ :—পলিগোনাম স্ত্রীলোকদিগের রজঃলোপ, সঙ্গমাদিতে অনিচ্ছা, ডিম্বাধারাদিতে রক্তসঞ্চয়াদি নানাবিধ পীড়ায় উপযোগী। ইহার প্রধান লক্ষণ উরুদেশের শিখরে এবং নিতম্ব মধ্যে ব্যথা, বস্তিগহ্বর মধ্যে ভারবোধ, ডানদিকের কুঁচকির মধ্যে কিছু বিদ্ধ হইতেছে এরূপ বেদনা, রমণালিঙ্গনে অনিচ্ছা (নেট্র-মিউর, পেট্রোল, ফস্, সিপি), যদি তাহার স্বামী, সঙ্গম করিবার জন্য তাহাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে অত্যন্ত উত্তেজিত ও ভীত হয়। ঋতুস্রাব যদিও বিলম্বে হয় কিন্তু পরিমাণে অত্যধিক, স্রাব অতি ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া শেষে প্রচুর ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহার যোনি মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা বোধ। স্ত্রীরোগে উরুদ্বয় যেন পরস্পরের দিকে সবলে আকৃষ্ট হইতেছে এরূপ বোধ। রজঃলোপে বা লুপ্তরজে এই ঔষধ পাল্‌সেটিলা সদৃশ বলিয়া অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক ব্যক্ত করেন। তাঁহারা বলেন, পাল্‌সেটিলার পর এই ঔষধটী কার্য্যকরী। **ডাঃ এবারেল** বলেন যে, পলিগোনাম রোগিণীর সমস্ত শরীরে গরম বোধ এবং সুড়্‌সুড়ী লক্ষণ আছে, কটিদেশে ও কুঁচকীতে অল্প অল্প অবিরাম বেদনা এবং বস্তিগহ্বরে একপ্রকার সাঁটিয়া ধরার ভাব ও ভারীবোধ প্রভৃতি লক্ষণে প্রায় কুড়িজন বিলুপ্ত-ঋতুবিশিষ্টা রোগিণী আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি কোন রোগিণীকেই ৬।৭ দিনের বেশী ঔষধ দেন নাই। তিনি আরও বলেন, **রজঃলোপের জন্য যতগুলি ঔষধ আছে, তাহার মধ্যে পলিগোনামই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।** তাঁহার মাত্রা মূল অরিষ্ট ১ ড্রাম ½ আউন্স জলে রোজ তিনবার, কিন্তু **ডাঃ মার্সী** ইহার মূল অরিষ্ট তিন ফোঁটা মাত্রায় দিনে দুইবার সেবন করিতে বলেন।

ডাঃ স্মল বলেন, তিনি এই পলিগোনাম চারি ঘণ্টা অন্তর পাঁচ ফোঁটা মাত্রায়, ৬।৭ দিন বিলম্বে প্রকাশিত অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ঋতুতে বিশেষ উপকার পাইয়াছেন।

অজীর্ণ, উদরশূল ও অর্শ :—পলিগোনাম রোগিণীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা, কখনও আবার মোটেই ক্ষুধা থাকে না। তাহার নিকট আহার্য্য দ্রব্যের মোটেই স্বাদ লাগে না, তাহার ঠাণ্ডা জলপান করিবার খুব ইচ্ছা অথচ ঠাণ্ডা জলপান করিবার পর গা-বমি বমির উদ্রেক হয়, ঐ গা বমি-বমি মনে হয় যেন ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে উঠিতেছে। অম্লরোগে সে মনে ভাবে তাহার পাকযন্ত্রের ভিতর কি একটা ভারী জিনিষ চাপান আছে। রোগিণী মনে করে যেন তাহার অন্ত্র কেবল তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহার আক্রান্ত অংশে শীত ও উত্তাপ বোধ। **ডাঃ পেইন** এই সকল ক্ষেত্রে

আট আউন্স জলে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দুই ড্রাম মাত্রায় সেবন করিতে বলেন। অত্যধিক মলস্রাব ইহাতে দেখা যায় ঐজন্য মলত্যাগের উত্তেজনা, অনেক বেগ দিবার পর আমপূর্ণ বা মণ্ডের ন্যায় মল নির্গত হয়, মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা, ইহাতে পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়। অতিরিক্ত মলত্যাগের জন্য কুন্থন দেওয়ার ফলে অর্শের আবির্ভাব, অর্শবলিতে অত্যন্ত চুলকানি ও জ্বালা, এই লক্ষণে ডাঃ মার্সী ১x ক্রম ৪ বিন্দু মাত্রায় দিবসে দুইবার প্রয়োগ করিয়া খুব ফল পাইয়াছেন।

মূর্চ্ছা :—মূর্চ্ছাবায়ুরোগে যখন পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইতেছে মনে হয়, বারংবার প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, রজঃ লোপ, সমস্ত শরীরে উষ্ণভাব ও সুড়্‌সুড়ি বোধ দেখা যায় তখন ইহা উপযোগী ঔষধ। ডাঃ লিলিয়াস্থেল এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন।

মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তাদিগের বামদিকের কপালের রগের মধ্যে অত্যন্ত দপ্‌দপ্ করে এবং ঋতুর সময় তাহাদের মাথার মধ্যে অত্যন্ত চাপ বোধ ও মাথায় খুব স্পর্শকাতরতা, রোগিণী কোন কাজ করিতে করিতে হঠাৎ অনুভব করে যেন তাহার মাথার খুলি উড়িয়া যাইতেছে।

ক্ষত :—এই ঔষধ ক্ষতাদি রোগেও আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়। **ডাঃ স্মল** নিবৃত্তরজস্কাদিগের (climacteric period) নিম্নাঙ্গের ক্ষতে (lower extremities) এই ঔষধের প্রশংসা করেন। তিনি এই ঔষধের মূল অরিষ্ট ২০ ফোঁটা অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া দুই ড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে বলেন ও এক আউন্স জলে ½ ড্রাম অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া ঐ ঔষধ ক্ষত স্থানে ব্যবহার করিতে বলেন।

পুরুষদিগের বামদিকের শুক্রবহারজ্জুতে ও অণ্ডকোষে বেদনা, ঐ বেদনার জন্য অণ্ডকোষ অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়, কাহাকেও হাত ছোঁয়াইতে দেয় না। প্রমেহ রোগী যখন প্রস্রাব করে তখন প্রস্রাবদ্বারে ভীষণ যন্ত্রণার জন্য রোগী চীৎকার করিতে থাকে, রোগী কিছুই খাইতে চাহে না, রাত্রে ঘুমও তাহার ভাল হয় না এবং ৪।৫ দিনের ভিতর অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রাধার-মুখশায়িকা গ্রন্থির (প্রস্রাব গ্রন্থি) ভিতর ধক্ ধক্ ও জ্বালা করে।

ইহার কাসি জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে এবং সম্মুখদিকে মাথা হেঁট করিলে বৃদ্ধি। উত্তাপ লাগাইলে উপশম।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x ক্রম।

পলিগোনাম-পার্সিকারা (Polygonum Persicara.)

ব্যবহারস্থল :—কিড্‌নীর ব্যথা ও তথায় পাথুরী হইয়া কিড্‌নীশূল ব্যথা ও গ্যাংগ্রিন রোগে উপযোগী।

সাধারণতঃ মাদার টিংচার ব্যবহৃত হয়।

পলিনিয়া-সর্বিলিস (Paullinia Sorbilis.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম **গোয়ারাণা**। ইহা ব্রেজিল দেশীয় একপ্রকার বৃক্ষারোহী গুল্ম। ইহার বীজকে গোযারাণা বলে। ব্রেজিল দেশবাসী গোযারাণা-চূর্ণ কোকোর ন্যায় ব্যবহার করে। ইহার বীজের চূর্ণ দ্বারা বিচূর্ণ ও টাট্কা মূল দ্বারা অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উদরাময়, শিরঃপীড়া (বমনসংযুক্ত); যক্ষ্মারোগের সাংঘাতিক-রকম উদরাময়, শিশুকলেরা, রক্তশূন্যতা, পক্ষাঘাত ; স্নায়ুশূল প্রভৃতি রোগের উপযোগী ঔষধ।

ইহাতেও কফির ন্যায় উপক্ষার জাতীয় উপক্ষার আছে, সেইজন্য পলিনিয়া মাথার যাবতীয় তীব্র যন্ত্রণার উত্তম ঔষধ। পলিনিয়া চা ও কফিপায়ীদিগের মাথাধরা বা শিরঃপীড়ার একটী কার্য্যকরী ঔষধ। **ডাঃ ক্যারিংটন, উইল্কস, বোরিক** প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অর্দ্ধশির বেদনায়, বা কফি পায়ীদিগের পাকাশয়িক লক্ষণের সহিত সম্মুখ মস্তকের বেদনায় নিদ্রালুতা, পরিপোষণ স্নায়ুর দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট স্নায়বীয় শিরঃবেদনা থাকিলে এবং সেই রোগী যদি কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমাদি না করে তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

ডাঃ অক্সফোর্ড বলেন—যখন রোগীর সমস্ত মস্তকব্যাপী শিরঃবেদনা থাকে, সেই সঙ্গে বমন, গা-বমি-বমি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে তখন ইহার ১x বিচূর্ণ অতি উত্তম ঔষধ।

শক্তি :—১x চূর্ণ।

পলিপোরাস-অফিসিনালি বা বোলেটাস-ল্যারিসিস।

(Polyporus Officinale or Bolatus Laricis).

পরিচয় :- অপর নাম বোলেটাস-লার্গিগ্রেসেন্স। ইহার বহু নাম আছে। বেঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ। সমস্ত উদ্ভিদটী শুষ্ক করিয়া মাদার-টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—সবিরাম জ্বরে যেখানে সামান্য ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্ম হইবার পর শক্তির অভাব, যক্ষ্মারোগীর নৈশঘর্ম্মেও ব্যবহার্য্য। শিরঃপীড়ায় হলুদবর্ণের লেপযুক্ত জিহ্বা, অনবরত গা-বমি-বমি।

ক্রিয়াস্থল :—পলিপোরাস্ একটী বিষাক্ত ঔষধ। ইহার বিষ-ক্রিয়ার ফলে প্রলাপ, নিস্তেজ হইয়া যাওয়া, অত্যধিক পিপাসা, নাসিকা ও ঠোঁট ফিকে খয়েরী-রং হওয়া, উপর পেটে অসহ্য বেদনা, শীত-পিত্ত, শীতল ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং রোগক্ষেত্রে ঐ লক্ষণগুলি পাইলে উপকার হইবে।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০।

পলিপোরাস-পিনিকোলা (Polyporus pinicola.) ।

ব্যবহারস্থল :—অবিরাম জ্বর, পিত্তজ্বর ও সবিরাম জ্বরে যদি মাথার যন্ত্রণা, হলুদবর্ণের জিহ্বা, অনবরত বিবমিষা, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে ব্যবহার্য্য।

ইহার জ্বর-রোগীর অত্যধিক অবসন্নতা বা দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্কের প্রদাহ, মাথাঘোরা, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও তথায় কণ্টকাদি বিদ্ধবৎ বেদনা, রাত্রে হাঁটু ও হাতের কব্জীর বেদনা জন্য অস্থিরতা, বাতের বেদনা, অত্যধিক ঘর্ম্ম, সকাল ১০টার সময় মাথার তীব্র যন্ত্রণা, তৎসহ কোমরে, পায়ে ও হাঁটুতে বেদনা, ঐ বেদনা বৈকাল ৩টা পর্য্যন্ত থাকিয়া আস্তে আস্তে কমিতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

শক্তি : –নিম্নশক্তিই উপযোগী।

দ্রষ্টব্য ঃ—মাথার তীব্র যন্ত্রণায় কপালে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া দিলে ও মাথার ব্রহ্মতালুতে আর্ম্মিকা বাটিয়া দিলে উপকার দর্শে।

পলিম্‌নিয়া-ইউভেডেলিয়া (Polymnia Uvedelia.)।

ব্যবহারস্থল : এই ঔষধ পুরাতন প্লীহার প্রদাহ, সেই সঙ্গে বাম কোঁকে (হাইপোকন্‌ড্রিয়াম) স্পর্শদ্বেষ। ইহা যেমন তরুণ প্লীহা রোগের ঔষধ সেইরূপ পুরাতন প্লীহা রোগেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ। **কম্পজ্বরে বর্দ্ধিত প্লীহার** ও জরায়ুর বিবর্দ্ধনে উপকারী ঔষধ। পলিমনিয়া প্লীহারোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ করা ভাল। ইহার মূল অরিষ্টের ১০ ফোঁটা মাত্রা ৫ বার আভ্যন্তরীণ এবং একভাগ অরিষ্ট ও দুই ভাগ গ্লিসারিণ মিশ্রিত মিশ্রণ মর্দ্দন এবং জরায়ুর পীড়ায় মাসিক ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এই মিশ্রণ যোনিদ্বারে তুলায় করিয়া গুজিয়া দিলে উপকার দর্শে। কেহ কেহ পুরাতন প্লীহারোগে এই ঔষধের মালিস ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী বলিয়া বর্ণনা করেন।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট।

পপুলাস ক্যাণ্ডিক্যান্স (Populus Candicans)।

ব্যবহারস্থল :—রোগীর শরীরের চামড়ার উপর কোনরূপ অনুভব শক্তি থাকে না অর্থাৎ অসাড় ; বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও পেটের উপরের চামড়াতেই উহার আধিক্য বেশী এমন কি কাঁটা ফুটাইলে বা চিমটী কাঁটিলেও কিছু অনুভব করিতে পারে না। ইহার আঙ্গুলের ডগাগুলি শৃঙ্গের ন্যায় হয় ও ফুলিয়া যায়; তাহাতে কোনরূপ চেতনা থাকে না। এই ঔষধ তরুণ সর্দ্দি বা কাসি রোগে উত্তম কার্য্যকরী যখন স্বরভঙ্গ ও স্বর লোপ পাওয়া যায়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট।

পপুলাস-ট্রিমিউলয়ডিস (Populus Tremuloides)।

পরিচয় :—ইহা আমেরিকার একজাতীয় বৃক্ষ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি উত্তমরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। **ডাঃ হেল** ইহা দ্বারা পুরাতন অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সমস্ত রোগীর পেটফাঁপে, অম্লের আধিক্য বেশী হয় তাহাদের অজীর্ণ রোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। **ডাঃ বোরিক**

বলেন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগীর পাকস্থলী সম্বন্ধীয় এবং মূত্রথলী সম্বন্ধীয় গণ্ডগোল ও প্রস্রাবের লক্ষণাদি থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ; বিশেষতঃ বৃদ্ধদের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগেই ইহা বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অজীর্ণ রোগীদিগের বমি ও গা-বমি-বমি ও পেট ফাঁপা বিদ্যমান থাকাও ইহার বিশেষ লক্ষণ (নাক্স, ইপি, লাইকো)। তিনি আরও বলেন অস্ত্রপোচারান্তে ও গর্ভাবস্থায় মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় রোগ জন্মিলে উহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। প্রস্রাবকালে ভয়ানক কোঁথ দিতে হয় ও প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত যন্ত্রণা ও জ্বালা অনুভব করে। প্রস্রাবে শ্লেষ্মা ও পুঁজ নির্গত হয়, মূত্রাধার-মুখশায়িকা-গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে, প্রষ্টেট গ্রন্থির পীড়ায় ইহার প্রথম ও তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া ডাঃ **হেল** উত্তম ফল পাইয়াছেন পপুলাস, সিষ্টাইটিস বা মূত্রাশয়ের প্রদাহ রোগেও উল্লেখযোগ্য ঔষধ। ডাঃ নিলিয়াম্বেল মূত্রাশয়ের প্রদাহ রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট বা ১x বিচূর্ণ।

পাইনাস ক্যানাডেনসিস (Pinus Canadensis.)।

এই ঔষধ ও এবিস-ক্যানাডেনসিস একই ঔষধ।

"এবিস-ক্যানাডেনসিস" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পাইনাস ল্যাম্বার্টিয়ানা (Pinus Lambertiana)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সুগার পাইন বা এক প্রকার বন্য ঝাউ। ইহার ঘনীভূত রস হইতে ঔষধ তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—গর্ভপাত, ঋতুস্রাব, রজোরোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অত্যধিক ঋতুস্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

পাইনাস ল্যাম্বার্টিয়ানা বৃক্ষের মূল বিচূর্ণ বা ইহার মাদার টিংচার সেবনে **অতি সহজেই গর্ভপাত হয়,** ঋতুস্রাব পরিষ্কার হয় ও লুপ্তরজঃ পুনঃ প্রকাশ পায়। কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগীকে ইহার ঘনীভূত রস সেবন করিতে দিলে মৃদু জোলাপের কার্য্য করে।

শক্তি ঃ—ঘনীভূত রস, মূল বিচূর্ণ, ও নিম্নশক্তি।

পাইনাস সিলভেষ্ট্রিস (Pinus Sylvestris.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্কট্‌স পাইন, এক প্রকার ঝাউ গাছ। উচ্চ প্রায় এক শত হাত। ইহার পাতা ও ডালপালাগুলি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া সুরাসারে ভিজাইয়া অরিষ্ট তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—ইহা গণ্ডমালা ও বালাস্থি বিকৃতি রোগে—নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা বশতঃ শিশুর চলিতে শিখা বিলম্ব হয়-তখন এই ঔষধ দ্বারা বাস্তবিকই উপকার দর্শে। পাইনাস-সিলভেষ্ট্রিস রোগীর সমস্ত সন্ধির বিশেষতঃ অঙ্গুলীর সন্ধিতে গ্রন্থি বাতের ন্যায় বেদনা, পায়ের ডিমে, মাঝে মাঝে খিল ধরার ন্যায় হয়। এই ঔষধে মিশ্রিত বাতের পীড়া বা ব্রঙ্কাইটিস অথবা আম বাতের উদ্ভেদ নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে শীত-পিত্ত বা আম বাত সর্ব্বশরীরে বাহির হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত চুলকায় বিশেষতঃ সন্ধিস্থলে ও পেটেই বেশী চুলকায়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১, ৩ শক্তি।

পাইপার নাইগ্রাম (Piper Nigrum.)।

পরিচয় :—অপর নাম পিপার বা গোল মরিচ। শুষ্ক গোলমরিচ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে বা অরিষ্টাকারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—সর্ব্বশরীরে জ্বালা ও চাপবোধ লক্ষণে উত্তম কার্য্য করে। প্রসূতির অতিরিক্ত স্তনদুগ্ধ বন্ধ করিতে ইহা ল্যাক্-ডি-ফ্লোরেটার সমতুল্য। মূত্রত্যাগে জ্বালা, মলদ্বারের নালীঘা, অর্শ; শয্যামূত্র; হৃদ্‌যন্ত্রের দপদপানি, হৃদ্‌যন্ত্রের যন্ত্রণা, সবিরাম ও সূক্ষ্ম নাড়ী; দন্তশূল; অনিয়মিত ঋতুস্রাব; শিরঃপীড়া; বৈকালে মানসিক-স্তব্ধতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উত্তম কার্য্য করে।

শক্তি :—নিম্ন শক্তিই ব্যবহার্য্য।

পাইপার মেথিষ্টিকাম বা কাভা কাভা।

(Piper methysticum or Kava Kava.)

পরিচয় :—পলিনেসিয়া দ্বীপবাসী ইহাকে "কাভা কাভা" বলে; তাহারা ইহা কাফীর ন্যায় পান করে। কাভা কাভার টাটকা গাছ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া সুরাসারে ভিজাইয়া মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—ইহা কুষ্ঠ ব্যাধি, গুহ্যদ্বার ভ্রংশ, স্নায়ুশূল, অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, অস্বাভাবিক প্রফুল্লতা, মস্তিষ্কের ক্লান্তি, প্রমেহ, বাত, দন্তশূল, মাথাব্যথা, অণ্ডকোষের প্রদাহ প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ।

আর্য্য ঋষিগণ কোন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সময় যেমন "সোমরস" পান করিতেন সেইরূপ পলিনেসিয়া দ্বীপবাসী কোন বৃহৎ কার্য্যাদি করিবার পূর্ব্বে "কাভাকাভার" রস পান করিয়া ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করিতেন। এই কাভা কাভা সেবন করিলে লোকের অত্যন্ত আনন্দের উদয় হয় এবং এই পানীয় সেবনের পর তাহারা দীর্ঘকাল মানসিক পরিশ্রম, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু কিছু পরেই রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন সে আলো, সামান্য কোন শব্দ, বা উগ্র কোন গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। **অধ্যাপক বগলার** বলেন যে কাভামূলের দুই প্রকার গুণ দেখা যায়—ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় ও রোগীর মত্ততা জন্মে। অতিরিক্ত মত্ততার পর শেষে অত্যন্ত অবসাদ আনয়ন করে। মূত্রনলী প্রদাহও ইহাতে দেখা যায়।

ডাঃ হুইটজার মূত্রনলী প্রদাহের অতিশয় প্রদাহিত অবস্থায় যখন অন্যান্য ঔষধ বিফল হইয়াছে, তখন এই ঔষধটি প্রয়োগ করিয়া রোগী আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রোগীটির বহুদিনের কাসি ছিল তাহাও ইহা দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাভাকাভা দ্বারা শ্বেতপ্রদরের রোগিণীও আরোগ্য লাভ করে। প্রমেহের স্রাব বন্ধ হইয়া অণ্ডকোষের প্রদাহ তীব্রতর হইলে এবং যন্ত্রণায় রোগী ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিলে **ডাঃ গ্রিমওল্ড** : আউন্স জলে ১/২ ড্রাম "কাভাকাভা" মূল অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া উহার দুই ড্রাম মাত্রা ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে উপদেশ দেন।

যন্ত্রণা :—যন্ত্রণাদায়ক অন্ত্রশূলে যখন উদরের বামপার্শ্বে পেষনবৎ বেদনা—উহা যদি অবিরাম হয়, বেদনা যদি একবার উপরের দিকে একবার নীচের দিকে যাতায়াত করিতে থাকে, বেদনার সহিত ঢেঁকুর উঠা, বমি, গা-বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকে, যন্ত্রণার সময় রোগী কখন চিৎ হইয়া থাকে, কখনও এপাশ ওপাশ করে এবং কখনও বা হামাগুঁড়ি দেয় ; ঐ যন্ত্রণার জন্য কখন বা সম্মুখ দিকে কখন বা পশ্চাৎদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন কাভা-কাভা প্রয়োগ করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। ডাঃ গ্রিমওল্ড ১ শক্তির দুই ড্রাম মাত্রায় সেবন করিতে দিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। ইহার রোগীর রেতঃপাতের পর স্ফূর্তির আবির্ভাব, কিন্তু অক্লান্ত ভাবে দীর্ঘ সময় মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে না। মাথার যন্ত্রণার সময় কপালে চাপ বোধ। রোগী ভোরের বেলা যখন ঘুম হইতে উঠে তখন তাহার মস্তিষ্ক অবসন্ন হইয়া যায়। বৈকালবেলা অধ্যয়ন কালে ডাণদিকের চক্ষুর স্নায়ুর মধ্যে ব্যথা বোধ, এত ব্যথা অনুভব করে যেন ভিতর হইতে অক্ষিগোলক ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এবং বস্ত্র পরিধান কালে হঠাৎ মস্তকের শূন্যতা বোধ।

ইহা **কুষ্ঠব্যাধির** একটী উত্তম ঔষধ , কুষ্ঠব্যাধি হইয়া প্রথমে চামড়ার কোন অংশে আঁসের ন্যায় পরদা পড়ে, শেষে সেই পরদা উঠিয়া যায় এবং তথায় একটী শাদা দাগ পড়ে, তারপর ক্রমশঃ ঐ স্থানে ঘা হইতে থাকে ।

হোয়াংনান—কুষ্ঠব্যাধির ইহাও একটী ঔষধ। কুষ্ঠব্যাধির ক্ষত ও চর্ম্মপীড়া ইহা দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে।

হাইড্রোকোটাইল—ইহাও কুষ্ঠব্যাধির একটী ঔষধ। যেখানে প্রথমে চামড়ার উপর লালবর্ণের দাগ হইয়া ফুলিয়া ঐ স্থান খসখসে হইয়া যায়, আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম খসিয়া পড়িবার উপক্রম করে তথায় এই ঔষধ কার্য্যকরী।

অ্যানাকার্ডিয়াম-অক্সিডেণ্টালিস—কুষ্ঠ ব্যাধি রোগীর আক্রান্ত অংশের চামড়ার স্পর্শানুভূতি লোপ পায়।

ক্লুকামচক্—কুষ্ঠব্যাধিতে কেহ কেহ এই ঔষধের চূর্ণ দীর্ঘকাল সেবন করিতে উপদেশ দেন।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট হইতে ২০০ শক্তি।

পাইপারেজিনম্ (Piperazinum.) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রে ইউরিক-অ্যাসিডের আধিক্য। গেঁটেবাত ; মূত্র-পাথরী ; স্বল্পমূত্র ; অবিরাম পৃষ্ঠ-বাত ; বাতজনিত সন্ধি-প্রদাহ ; চর্ম্ম শুষ্ক, রুক্ষ ও খস্‌খসে ; কটিদেশের বেদনা ও কণ্ডুয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

শক্তি :—১x বা ৩x বিচূর্ণ দিনে তিনবার সেব্য।

পাইমেণ্টা (Pimenta.) ।

ব্যবহারস্থল :—এক পার্শ্বের স্নায়ুশূল তৎসহ শরীরের এক অংশ নরম অপর অংশ শক্তবোধ।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০।

পাইরাস (Pyrus.) ।

ব্যবহারস্থল :—চক্ষু-প্রদাহ, কোমরে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব, জরায়ু, মূত্রাশয় ও হৃদ্‌যন্ত্রে আক্ষেপিক বেদনা ; পাকাশয়ে ঠাণ্ডা জল আছে এরূপ বোধ ; শীতলতা গলনলী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে, স্নায়ুশূল, বাত, বেদনা ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—৩, ৬।

পাইরারা (Pyrara.) ।

ব্যবহারস্থল : নানাবিধ চর্ম্মরোগে—যথা কুষ্ঠব্যাধি, টিউবার-কিউলার চর্ম্মরোগ ও উপদংশ-দুষ্ট চর্ম্মরোগ, শিরা-স্ফীতি ও শিরাপ্রসারণ ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়।

শক্তি ঃ—নিম্নশক্তি।

পালমো-ভালপিস (Pulmo Vulpis) ।

পরিচয় :—ইহা নেকড়ে বাঘের ফুস্‌ফুস্ হইতে বিচূর্ণাকারে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—হাঁপানি ও হাঁপানির টান, নড়াচড়ায় টান বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট, তজ্জন্য শ্বাসনলী প্রদাহ ; ঘন্‌ঘনে বা ঘড়ঘড়ে কাসি ; **ফুস্‌ফুসে জলসঞ্চয়** প্রভৃতি লক্ষণে ইহার ২x বা ৩x বিচূর্ণ ব্যবহার্য্য।

শক্তি ঃ—১x, ৩x, ৬x।

পাইরোজিনাম (Pyroginum.)

পরিচয় :—পচা গোমাংস হইতে এই ঔষধ তৈরী হয়। আমেরিকায় সোয়ানের (Swan) শক্তিকৃত পাইরোজিনামই বেশী ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বার্নেট Heath's Preparation অর্থাৎ হিথের তৈরী পাইরোজিনামই বেশী ব্যবহার করিতেন।

পাইরোজিনাম ৮নং ফরমূলা অনুসারে তৈরী হয় ; ইহার নিম্নশক্তি ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। পাইরোজিনাম যদিও নোসোড্ নহে তবুও ইহাকে নোসোড জাতীয় ঔষধ বলা চলে।

ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ দুষ্ট জাতিয় জ্বর, রক্ত দোষিত হইয়া জ্বর, সুতিকা জ্বর ; টাইফয়েড ; সবিরাম জ্বর ; পচা মাছ মাংস সেবনের পর জ্বর ; শয্যাক্ষত, শব ব্যবচ্ছেদকালীন ক্ষত হইয়া জ্বর ; পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, নানাজাতীয় দুষ্ট ব্রণ, নালী ঘা ; তীব্র মাথার যন্ত্রণা, হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন ; হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া এখনি লোপ হইবে এইরূপ অনুভব, ক্ষয় জাতীয় জ্বর, সাংঘাতিক জাতীয় ইনফ্লুয়েঞ্জা, সকল প্রকার স্রাবই (মল-মূত্র, পুঁজ-রক্ত, শ্লেষ্মা, ঘাম) **বীভৎস দুর্গন্ধযুক্ত**, প্রসবের পর বহুবিধ সেপ্‌টিক উপসর্গ, ফুল আটকাইয়া বা ছিঁড়িয়া গিয়া সেপ্‌টিক হইলে, গর্ভপাতের পর বিষক্রিয়া লক্ষণে, সাংঘাতিক বসন্ত রোগে ইহা ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—এই ঔষধের বিষক্রিয়ায় রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বেই ব্যথা বোধ করে, **বিছানা অত্যন্ত শক্ত** মনে হয়, (আর্নিকা, ব্যাপ্ট), প্রত্যেকদিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থ্যাৎলাইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভবে পাইরোজিনাম বিশেষ কার্য্যকরী। রোগীর জিহ্বা বৃহৎ, থল্‌থলে, লাল ও পরিষ্কার। তাহার জিহ্বা এত লাল ও পরিষ্কার, দেখিলে মনে হয় কেহ জিহ্বাটীকে লাল বার্ণিশ করিয়া রাখিয়াছে। রোগীর জিহ্বার স্বাদ পুঁজের ন্যায় পচা, অথবা মিষ্ট।

বিষম-জ্বর ও সূতিকা জ্বর :—সুতিকা জ্বরে পাইরোজিনামের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে কয়েক ঘণ্টার ভিতর উপকার দর্শে। টাইফয়েডে যখন বাহ্যে হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়, খুব জ্বর, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে তখন সাধারণতঃ আমরা ব্যাপ্টেসিয়া প্রয়োগ করি। অনেক রোগী এই ঔষধেই আরোগ্য লাভ করে কিন্তু সাংঘাতিক জাতীয় টাইফয়েডে যখন জ্বর ১০৬° ডিগ্রী, বাহ্যে হইতে বিশ্রী গন্ধ বাহির হওয়া, নাড়ী অত্যধিক দ্রুত, জিহ্বা লাল ও পরিষ্কার তখন পাইরোজিনাম বিশেষভাবে উপযোগী। বাহ্যে ও অপরাপর স্রাব হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া ব্যাপ্টেসিয়া, সোরিণাম ও আর্সেনিকে আছে। পাইরোজিনাম রোগীর স্রাব হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়াই ইহার বিশিষ্টতা।

পাইরোজিনাম রোগী জ্বরের ভিতর অত্যন্ত প্রলাপ বকে, তখন সে অন্য সময় হইতে অধিকতর তাড়াতাড়ি কথা বলে। বিছানায় শুইয়া থাকিবার সময় সে মনে করে তাহার শরীর সমগ্র বিছানা আবৃত করিয়া রহিয়াছে, রোগিণী এইটা বুঝিতে পারে তাহার মাথা বালিসে আছে কিন্তু তাহার শরীর কোথায় আছে তাহা বলিতে পারে না। আমরা কোন এক অবসর-প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পুত্রবধুর সুতিকা জ্বরে আহূত হইয়া, অত্যধিক স্রাব, ১০৩° জ্বর ; নাড়ীর গতি মিঃ ১৯০, জিহ্বা চকচকে ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাই। সর্ব্বোপরি সে আমাদিগকে এই কথাটী বলিল—"আমার হাত-পা দুইটা যেন কেহ কাটিয়া নিয়াছে।" এই লক্ষণ দৃষ্টে

পাইরোজিনাম হাজার শক্তির একমাত্রা তখনই দিয়া আসি। 'সেই একমাত্রা' ঔষধেই তিনি অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন'।

জ্বর হইয়া রোগীর মেরুদণ্ডের মধ্যস্থল হইতেই শীত আরম্ভ হয় এবং তাহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও অস্থিসমূহের ভিতর অত্যধিক শীত অনুভব করে, অত্যধিক উত্তাপ বা হঠাৎ উত্তাপের আবির্ভাব, নাড়ীর গতি অত্যধিক দ্রুত, সূক্ষ্ম এবং লোহার তারের ন্যায় অনমনীয়। বক্ষ-দুষ্টি জ্বরে তাহার বুকের ভিতর হৃদ্‌যন্ত্র রহিয়াছে এরূপ বোধ। হৃদ্‌যন্ত্র এত জোরে দপ্‌দপ করে বা ধড়ফড় করে যে রোগী নিজে ঐ শব্দ শুনিতে পায়, হৃদস্পন্দন জন্য তাহার ঘুম পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের আসন্ন ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় **পাইরোজিনাম** উপযোগী ঔষধ।

পাইরোজিনাম রোগীর **আর্সেনিকের** ন্যায় অত্যন্ত অবসন্নতা, ব্যাকুলতা ও অতিশয় অস্থিরতা আছে। **ইউপেটোরিয়মের** ন্যায় হাড়ের ভিতর তীব্র বেদনা দেখা যায়; **আর্ণিকার** ন্যায় সর্ব্বশরীরে বেদনা, নরম বিছানায় শুইলেও কঠিন বোধ এবং যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন থ্যাংলাইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ; **রাস-টক্সের** ন্যায় অনবরত ছটফট্ করে কারণ যতই সে এপাশ ওপাশ করে, ততই সে একটু আরাম পায়, সেইজন্য ক্রমাগত সে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। ব্যাপ্টিসিয়ার ন্যায় ইহার সমস্ত স্রাব হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, পাইরোজিনাম রোগীর **শ্বাস-প্রশ্বাস** হইতেও অত্যন্ত **দুর্গন্ধ** বাহির হইয়া থাকে।

গর্ভপাত :—যে সকল স্ত্রীলোকের বহুদিন পূর্ব্বে গর্ভপাত হইয়াছে এবং গর্ভপাতের পর শরীর কিছুতেই ভাল হইতেছে না তাহাদের পীড়ায় অথবা যাহাদের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সূতিকা জ্বর হইয়াছিল সেই হইতে রোগিণী কিছুতেই ভাল হইতেছে না, তাহাদের পক্ষে ইহা একটী অমূল্য ঔষধ। তারপর প্রসব বা গর্ভস্রাবের পরবর্ত্তী জ্বরে যদি জরায়ুতে মৃত-ভ্রূণের অংশ বা ফুলের কিছু অংশ বহুদিন থাকিয়া পচিয়া গিয়া বিষাক্ত জ্বর হইয়া কাল দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয় সেই সঙ্গে পূর্ব্ব বর্ণিতরূপ জিহ্বা ও নাড়ীর গতি ও অন্যান্য লক্ষণাদি থাকে তবে ইহাই একমাত্র ঔষধ।

কোনও এক ভদ্র মাড়োয়ারী পরিবারের মহিলার গর্ভপাত হইবার পর তিনি অত্যন্ত অসুস্থা হইয়া পড়েন। যথাসম্ভব চিকিৎসায় ফল হইল না, রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকেই চলিল; তখন তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। কয়েক মাস হাসপাতালে থাকিয়াও সুফল না ফলায় রোগিণী নিজগৃহে পুনরানীত হইলেন। গৃহে মরণোন্মুখ উত্থানশক্তিরহিতা রোগিণী। হতাশ গৃহকর্ত্তা আমাদের ঔষধালয়ে আসিয়া রোগিণীর অবস্থা বলিলেন; রোগিণী শয্যাশায়িনী, চোখ, মুখ, হাত-পা একটু একটু ফোলা, নিস্পন্দভাবে বিছানায় শুইয়া আছেন, পেটে খুব ব্যথা, পেটে হাত দিবার যো নাই, অবিরাম **অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব**, জ্বর আছে। এরূপ অনেক ক্ষেত্রে আর্ণিকা সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু এক্ষেত্রে "অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাবই" পথ প্রদর্শন করিল; ব্যবস্থা "পাইরোজিনাম ২০০; রোগিণী আরোগ্য হইলেন।

সদৃশ :—পাইরোজিনাম—অ্যাসিড-কার্ব্বোলি, অ্যাসিড-ফস, আর্সেনিক, কার্ব্বো-ভেজ, ম্যালেরিয়া অফিসিন্যালিস, এচিনেসিয়া, সোরিণাম, রাস-টক্স, সিকেলি, আর্ণিকা, ব্যাপ্টিসিয়া প্রভৃতি সমতুল্য।

শক্তি:—৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

পাকুড় (Ashwatha, Ficus religiosa.) ।

[অশ্বত্থ]

ব্যবহারস্থল :—উদর ও ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্তস্রাবে এই ঔষধ অ্যাকালাইফা-ইণ্ডিকা তুল্য। অতিরজঃ, রক্তবমন, রক্তমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ রক্তস্রাবে ফলপ্রদ। রোগী বিষাদভাবাপন্ন, শান্ত, বেশী কথাবার্ত্তা কহে না। মস্তকশীর্ষ বা ব্রহ্মতালু জ্বালা, শিরোঘূর্ণন, মাথাব্যথা। বিবমিষা বা গা-বমি-বমি, রক্তবমন, পাকস্থলীতে বেদনা ও অস্বস্তি বোধ। শ্বাসকষ্ট, কাসি ও রক্তবমন। অত্যন্ত দুর্ব্বল নাড়ী। যে সকল রোগীতে আমরা উপরিউক্ত লক্ষণাদি দেখিতে পাই সেখানেই আমাদের এই ঔষধের কথা মনে করা উচিত। ইহা রক্তস্রাবে অ্যাকালিফা, ইপিকাক, থ্ল্যাস্পি, মিলিফোলিয়াম, হ্যামামেলিস্‌ সমতুল্য। আমাদের মনে হয় আমাদের দেশবাসীদের পক্ষে ইহা অধিকতর উপযোগী। নিম্নশক্তি ব্যবহার্য্য।

পাম্বোটানো (Pambotano.) ।

ডাঃ বোরিক বলেন, ম্যাক্‌সিকো-নিবাসীগণ সবিরাম জ্বর ও নানাবিধ ট্রপিকেল (tropical) রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করে।

শক্তি :—১x, ৩x, ৫, ৩০ বা তদূর্দ্ধ।

পারটুসিন (pertusın.) ।

পরিচয় :—এই ঔষধটির অপর নাম **ককিউলিউচিন**; এই নামই এখন প্রচলিত, "পারটুসিন" **পেটেণ্ট** নাম। ঔষধটি নোসোড বা রোগজ ঔষধ। হুপিংকাসির রোগবীজ-সম্বলিত আঠা আঠা দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা হইতে এই ঔষধ তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—হুপিংকাসির লক্ষণাবলী চলিয়া যাইবার পর যদি রোগের পুনরাক্রমণ হয়, পারটুসিন ফলপ্রদ।

কোন পরিবারের কোনও একটি শিশুর হুপিংকাসি হইলে সেই পরিবারস্থ অন্যান্য সুস্থ শিশু-দিগকে এই ঔষধের ২০০ শক্তির একমাত্রা করিয়া দিলে সুস্থ শিশুগুলির রোগ আক্রমণের ভয় কমিয়া যায়। 'হুপিং-কফ' স্পর্শাক্রমক; সুস্থ শিশুগুলিকে রুগ্ন শিশু হইতে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র রাখা আবশ্যক।

ডাঃ ক্লার্ক এই ঔষধটিকে হুপিংকাসিতে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। ইহা হুপিংকাসি ও অপরাপর আক্ষেপিক কাসি রোগে ফলপ্রদ।

সদৃশ :—পারটুসিন, ড্রসেরা, কোরালিয়াম, কুপ্রাম, মেফাইটিস প্রভৃতি সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ।

পারথিনিয়াম (Parthenium Escoba Amargo.) ।

ব্যবহারস্থল :—কিউবা-নিবাসীজনগণ, জ্বর বিশেষতঃ **ম্যালেরিয়া** জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাইয়া থাকে। স্তন্য দুগ্ধের অল্পতা দূর করিয়া শুভ্র দুগ্ধ বৃদ্ধি করা, রজঃলোপ এবং দৌর্ব্বল্যেরও ইহা ঔষধ। কুইনিনের অপব্যবহারের কুফলেও ইহা ব্যবহার্য্য।

শুধু যে জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, নিম্নলিখিত উপসর্গেও ইহা ব্যবহৃত হয়। মাথা ব্যথা, চক্ষু ভার ও অক্ষিগোলক ব্যথা, নাসামূলে ব্যথা, মনে হয় যেন নাসামূল ফুলিয়াছে, দৃষ্টি-বিভ্রম, কর্ণনাদ, দাঁত ব্যথা, দাঁত বড় মনে হয়, দাঁত টকা, শ্বাসকষ্ট, যকৃত ও প্লীহার বেদনা, হঠাৎ নড়ন চড়নে ও নিদ্রার পর বৃদ্ধি, উঠিয়া দাঁড়াইলে এবং ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইলে উপশম। ইহা চায়না, সিয়ানোথাস, হেলিয়্যান্থাস্ সমতুল্য।

শক্তি :—নিম্ন শক্তিই ব্যবহার্য্য।

পারশিকেরিয়া-ইউরেন্স (Parsicaria Urens.) ।

ব্যবহারস্থল :—রেনাল কলিক (কিড্‌নির বেদনা), পাথুরী ও পচা ঘায় (gangrene) উপযোগী।

শক্তি :—মাদার-টিংচার।

পালসেটিলা (Pulsatilla Nigricans.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম অ্যানিমোনি-প্র্যাটেনসিস, মধ্য ও উত্তর ইউরোপে পালসেটিলা বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তাজা পুষ্প ও বৃক্ষ সমেত ইহাকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া সুরাসারে প্রস্তুত করিতে হয়। স্বয়ং হানেমান এই ঔষধের প্রুভিং করিয়া গিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল :—স্ত্রীলোকদিগের ঔষধ বলিয়া পালসেটিলা বিখ্যাত। নাক্স-ভমিকা যেমন পুরুষের ঔষধ, পালসেটিলা সেইরূপ স্ত্রীলোকের ঔষধ বলিয়া কথিত। ইহা রজোবন্ধ, ঋতু সম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়া, গর্ভাবস্থায় পা ফোলো, গর্ভাবস্থায় বমন, সুপ্রসব করান; প্রসবের পূর্ব্বে ও পরের নানাবিধ উপসর্গ; সূতিকাক্ষেপ, সূতিকোন্মাদ, ফুল-আটকান, জরায়ু-চ্যুতি, জরায়ু-প্রদাহ, স্তনে ব্যথা, গর্ভবতীর অগ্নানী, স্তন্যদায়িনীর নানাবিধ পীড়া, বাধক, শ্বেত-প্রদর, ডিম্বাধার প্রদাহ ও বেদনা, কামোন্মাদ; বয়োব্রণ, রক্তাল্পতা, ক্ষুধামান্দ্য, মূত্রাধারের সর্দ্দি, মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থির প্রদাহ, অন্ধত্ব, চক্ষে বেদনা, পুরাতন চক্ষুউঠা, ছানি, চক্ষের কোণে নালী ঘা, পাকুই, কাসি, বুক জ্বালা, অতিসার, ক্ষয়রোগীর উদরাময়, অজীর্ণ, উদরাধ্মান, সন্ধিবাত, অর্শ, হৃদ্‌কম্প, একশিরা, কোরণ্ড, সবিরাম জ্বর, সন্ধিবেদনা, শ্বেত প্রদর, হাম, কর্ণশূল, কাণ-পাকা, আঁচিল; পট্টকৃমি, দন্তশূল, আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতি রোগে পালসেটিলা উপযোগী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—পালসেটিলা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ঔষধ। এই ঔষধটিও হোমিওপ্যাথিক-জগতের একটী উজ্জ্বল রত্ন। পালসেটিলার সৃষ্টি না হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিধানের যে কত

ক্ষতি হইত বলা যায় না। বর্ত্তমান যুগে পালসেটিলার নাম জানে না এমন কোন শিক্ষিত বা মধ্যশিক্ষিত লোক দেখা যায় না। কোনরূপ খাইবার গোলমালে উদরাময়, আমাশয় বা অজীর্ণ হইলে সাধারণ রমণীও পালসেটিলার ব্যবস্থা করিবেন। প্রসবের বেদনা অনিয়মিত হইতেছে, বেদনা থামিয়া গিয়াছে, এই সকল ক্ষেত্রে অনেকে চক্ষু বুজিয়া পালস্ প্রয়োগ করেন; গর্ভস্থ ভ্রূণ স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিলে পালস্ তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনে অর্থাৎ মাথাটি ঘুরাইয়া প্রসব দ্বারের দিকে আনিয়া সুপ্রসবের সহায়তা করে। গর্ভস্থ মৃত শিশুও ইহা সেবনে বিনাকষ্টে ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং পালসেটিলাকে রমণীদিগের বন্ধু বলা চলে, কিন্তু এইরূপ অন্ধবিশ্বাস হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে নিষিদ্ধ সদৃশ লক্ষণ থাকা আবশ্যক। পালসেটিলা কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে, এমন কি শিশুদিগের রোগেও পালসেটিলাকে বাদ দেওয়া যায় না, তবে লক্ষণ মিলাইয়া লইতে হইবে। লক্ষণানুসারে স্ত্রীলোককে নাক্স-ভমিকা ও পুরুষকে পালসেটিলা দেওয়া সর্ব্বদাই চলে।

পালসেটিলা দ্বারা আমরা যে কত উদরাময়, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, চক্ষুরোগ, প্রমেহ, শ্বেত প্রদর আরোগ্য করিয়াছি তাহার কোন হিসাব নাই। তবে ইহা অতি সত্য কথা যে, পালসেটিলার মানসিক ও বিশেষ লক্ষণ থাকিলে ইহা স্ত্রীরোগের একটী শ্রেষ্ঠতম ঔষধ।

যে সকল স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুস্রাব বিলম্বে হয়, প্রথম ঋতুকাল হইতেই যাহাদের বাধক থাকে, প্রথম ঋতুস্রাব বিলম্বে হয়, প্রথম ঋতুস্রাবের পর হইতেই রক্তাল্পতা, ক্ষয়কাসি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগে ভুগিতে থাকে, ঋতুস্রাব ক্রমশঃ কমিয়া মেদবৃদ্ধি হয়, ঋতুকালে অত্যন্ত বেদনা হয় অস্থিরতার বৃদ্ধি হয়, **পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলেই বা পা ভিজিলেই ঋতুবন্ধ হইয়া যায়,** থামিয়া থামিয়া ঋতুস্রাব হয় পালসেটিলা তাহাদের একমাত্র ঔষধ।

গর্ভবতীদিগের পালসেটিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেহ কেহ বলেন গর্ভাবস্থায় এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা সেবন করিতে দিলে ভ্রূণের কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে না অথচ জরায়ুর ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং প্রসবও অত্যন্ত সহজ হয়।

প্রসবের পর শিশু যখন মাতৃস্তন্য পান করে তখন যদি মাতার বুকের ভিতর বেদনা অনুভূত হয়, তাহার ঘাড় ও পিঠ টন্‌টন্ করিতে থাকে, ঐ বেদনা একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া বেড়ায় তবে পালস্ প্রযোজ্য।

এই ঔষধ যখনই প্রয়োগ করিবে তখন ইহার হ্রাস, বৃদ্ধি ও মানসিক লক্ষণ উত্তমরূপে দেখিয়া লইবে।

হামের পরবর্ত্তী মন্দফল; পুঁজযুক্ত চোখ-উঠা; কাণ-পাকা; নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি; শিশুদিগের বিছানায় প্রস্রাব করা, প্রমেহ রোগের শেষ অবস্থার গ্লিটরোগ; প্রমেহ রোগের স্রাব বন্ধ হইয়া অণ্ডকোষের প্রদাহে ইহা ব্যবহার্য্য।

রুচি:—পালসেটিলা রোগীর মুখে বড়ই বিস্বাদ, বিশেষতঃ সকাল বেলা তাহার কোন জিনিষই ভাল লাগে না। রোগীর জল পিপাসার অভাব, জিহ্বা শুষ্ক তবুও তাহার জল পিপাসার অভাব (মার্কারি ইহার বিপরীত)। রোগীর ঠাণ্ডা খাদ্যে রুচি, ঠাণ্ডা স্থানে থাকিবার অভিলাষ; গরম মোটেই সহ্য করিতে পারে না, গরম দ্রব্যে অরুচি; ঘৃত পক্ক বা তৈলপক্ক জিনিস খাইলেই তাহার পীড়ার বৃদ্ধি।

স্বভাব ও গঠনঃ—রমণী, শিশু এবং **শান্ত-স্বভাব** বিশিষ্ট পুরুষদিগের নানাবিধ পীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ধীর, স্থির ও শ্লেষ্মা প্রধান রোগী ও রোগিণী যদি সামান্য কারণে কাঁদিয়া ফেলে বা হাসিয়া ফেলে, যাহার হৃদয় অত্যন্ত **কোমল ও স্নেহপ্রবণ** তাহাদের পীড়ায় পালস একমাত্র ঔষধ। ইহার রোগী ও রোগিণী কিন্তু ছিচ্‌কাঁদুনে একটুতেই কাঁদিয়া আকুল। না কাঁদিয়া কোন কথা বলিতেই পারে না এমন কি চিকিৎসকের নিকটও সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া রোগ লক্ষণ বর্ণনা করে। ইহার রোগী মোটা-সোটা, নাক্স-ভমিকার রোগী রোগা পাতলা, ছিপছিপে, রাগী, হিংসুটে ও বদখেয়ালি। পুরাতন রোগীর চিকিৎসার সময়ও এইগুলি থাকা চাই।

পিপাসাহীনতা ও পরিবর্ত্তনশীলতাঃ—ঘৃত পক্ক বা গুরুপাক খাদ্য অথবা তেতাল মাছ, শূকরের মাংস, পিষ্টক ইত্যাদি খাইবার পর উদরাময় বা কলেরায় পালসেটিলা একমাত্র ঔষধ। উদরাময় বা কলেরার রোগীর জল পিপাসা থাকে না; কেবল উদরাময় ও কলেরা রোগীরই জল পিপাসা থাকে না তাহা নহে, যে কোন পীড়াই হউক না কেন **শুষ্ক জিহ্বা অথচ পিপাসার অভাব** ইহাই পালসেটিলার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ক্বচিৎ পিপাসা দেখা যায় তখন আর্সেনিকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প জলপান ও পানের পর বমনের উদ্রেক হয়। পালসেটিলা পরিবর্ত্তনশীল লক্ষণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার মলও পরিবর্ত্তনশীল; সকল বার একরকম বাহ্যে হয় না, কখনও পাতলা, কখনও ঘন, কখন শাদা, কখনও হলদে, কখন বা সবুজ। একবার পাতলা জলের ন্যায় হলুদবর্ণের হইল, আবার যে বাহ্যে হইল তাহা হরিদ্রাভ সবুজ, তারপর শ্বেতাভ সবুজ ইত্যাদি।

মনঃ—পালসেটিলা রোগিণীর ভ্রম জ্ঞান অত্যন্ত, সে মনে করে তাহার শয্যায় একজন উলঙ্গ পুরুষ শুইয়া আছে। রোগিণী ঘুমের ভিতরও পুরুষের স্বপ্ন দেখে। ঋতু লোপ হইয়া তাহার উন্মত্ততার বৃদ্ধি, ধর্ম্ম ও পরলোক সম্বন্ধে তাহার উন্মাদ ভাব, রোগিণী মনে করে যেন যম বা সয়তান তাহাকেই লইয়া যাইবার জন্য আসিতেছে। সে সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠে আবার একটুতেই কাঁদিয়া আকুল হয় সর্ব্বদাই যেন তাহার চোখে জল লাগিয়াই আছে; আবার সামান্য ব্যাপারেই হাসিয়া অস্থির হয়। তাহার নিজের যেন কোনও ব্যক্তিত্ব নাই, লোকে যাহা বলে বিনা আপত্তিতে সে তাহাতে সায় দেয়। রোগিণীর **পুরুষকে খুবই ভয়** (লাইকো)। হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, হৃদ্‌যন্ত্রের জন্য সে সর্ব্বদাই ব্যাকুল; এমন কি "অরাম্" রোগীর ন্যায় সে আত্মহত্যা করিতে চায়। পালসেটিলা রোগী সামান্য পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়ে ও তাহার শিরঃপীড়ার আবির্ভাব হয়। নিজের বৈষয়িক বিষয়ে ও স্বাস্থ্যের জন্য বড়ই ভাবিত হয় এবং বৈষয়িক ব্যাপারে সকলকেই অবিশ্বাস করে ও সন্দেহ করে। রোগিণী বা শিশু অথবা পালসেটিলা রোগী নিজের রোগ-লক্ষণ অথবা কোন কথা সহজভাবে ব্যক্ত করিতে পারে না, কাঁদিয়া ফেলে।

শিরঃপীড়াঃ—মাথার নানাবিধ পীড়ার জন্য পালসেটিলা উপযোগী। ইহার রোগীর মাথা এত ঘোরে যেন সে কোনরূপ নেশা করিয়াছে, কিছুতেই সে নিজেকে সাম্‌লাইতে পারে না; টলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। বিছানা হইতে উঠিতে গেলে, বসা অবস্থায় উঠিতে গেলে, বায়ু সেবন করিবার সময় মাথা ঘুরায়। ইহা যেমন মাথা ঘুরান'র ঔষধ সেইরূপ মাথার তীব্র যন্ত্রণার জন্যও উত্তম ঔষধ। রোগীর মাথার ভিতর যেন ধক্‌ধক্ করিতেছে, অপরিমিত ভোজনাদির পর বা চর্ব্বিযুক্ত মাংসাদি খাইবার পর তীব্র শিরঃবেদনায় ইহা উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে (অ্যান্টি-ক্রু, ইপি, নাক্স, আইরিস)।

ক্যামো, ইগ্নে, নাক্স—কফি পান করিবার পর মাথার যন্ত্রণা হইলে।

কার্ব্বো-ভে, কফি, নাক্স, পাল্সে—মদ্যপানের পর মাথার যন্ত্রণায়।

ক্যাল্কে, নাক্স, সাল্ফার—অতিরিক্ত অধ্যয়নাদির পর শিরঃপীড়ায়।

ইগ্নে, অ্যাসিড-ফস্, ষ্ট্যাফা—শোকাদির পর মাথার যন্ত্রণায় উত্তম ঔষধ।

পাল্সেটিলা আধ-কপালে-মাথার-যন্ত্রণার জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পুরাতন সর্দ্দি, অজীর্ণ বা অপরিমিত আহারাদির পর মাথার যন্ত্রণা, আধ-কপালে মাথাব্যথা বা শিরোঘূর্ণন রোগে ইহা উপযোগী ঔষধ। রোগীর মাথা সময় সময় হঠাৎ এত ঘুরিতে থাকে যে, তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়া যায়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ও স্ফীত হয়, চলিবার শক্তি লোপ পায় এবং ঘড়্ ঘড়্ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে, মস্তিষ্কের উপর অর্ব্বুদ বা টিউমার জন্মিলে ইহা ক্যাল্কে-ফ্লোর ও সাইলিসিয়ার ন্যায় কার্য্য করে যদি ইহার সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

চক্ষুরোগ:—নানাপ্রকারের চক্ষুরোগে ইহা উপযোগী। সপূঁজ চক্ষু-প্রদাহে যখন চক্ষু হইতে শ্লেষ্মা ও পূঁজ মিশ্রিত স্রাব নিঃসৃত হয়, ঐ স্রাব খুব পাতলাও নহে এবং খুব ঘনও নহে, প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিবার পর চক্ষু জুড়িয়া যায় তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। রোগীর চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বাহির হয়। পাল্সেটিলার স্রাব কখনও হলুদবর্ণের, কখনও সবুজের সহিত হরিদ্রা রং মিশ্রিত। রোগীর চোখের স্রাব যখনই বন্ধ হইবে তখনই তাহার চোখের যন্ত্রণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যদি পরিষ্কার করিয়া বলিতে হয়, তবে এরূপ বলা প্রয়োজন যে, চোখউঠা রোগে পাল্সেটিলা কখনও প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নহে, যখনই ইহা ব্যবহার করিবে তখনই দেখিয়া লইবে, সপূঁজ অবস্থা কিনা। চক্ষুউঠা ঠাণ্ডা লাগিয়াও হইতে পারে কিম্বা হামের পরও হইতে পারে।

ছোট ছোট শিশুদিগের বা আঁতুড়ের শিশুদিগের সপূঁজ চক্ষুউঠা রোগে বা চক্ষুর-প্রদাহে যখন চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের পূঁজ নির্গত হইয়া চক্ষু জুড়িয়া যায়, চক্ষুর পাতার উপর ছোট ছোট দানার ন্যায় ফুস্কুড়িসকল বাহির হয় তখন ইহা উত্তম ঔষধ (থুজা, আর্জ্জে-নাই, অ্যাপিস্‌নাই, সিফিলি)। প্রথম এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যদি বিশেষ কোন উপকার না পাওয়া যায়, তখন **আর্জ্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম** উপযোগী। আর্জ্জেণ্টাম সেবন ও আর্জ্জেণ্টাম মিশ্রিত জল (লোশন) বাহ্যপ্রয়োগ দুইই করা চলে। এই রোগে যখন কর্ণিয়ায় ছিদ্র বা ক্ষত হইতে থাকে তখন মার্ক-কর ব্যবহার্য্য।

পাল্সেটিলা আঞ্জিনা রোগেরও উত্তম ঔষধ। সাধারণতঃ ইহার আঞ্জিনা চোখের নীচের পাতায়ই বেশী হয় এবং রোগী মুক্ত-হাওয়ায় ভাল থাকে। কেহ কেহ বলেন, আঞ্জিনা রোগে পাল্সেটিলাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াও** আঞ্জিনা রোগের ঔষধ, তবে উপরের পাতায় হইলেই বেশী উপযোগী। **গ্র্যাফাইটিস** রোগীর ঘন ঘন আঞ্জিনা হইয়া থাকে।

ডাঃ **নর্টন** বলেন, চক্ষুরোগে যখন পাল্সেটিলা প্রয়োগ করিবে তখন. ইহার কর্ণিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি বাহির হওয়া, আলোক-ভীতি, ঝাপ্সা-দৃষ্টি, সেই সঙ্গে মাথাঘোরা, গা-বমি-বমি করা, চোখের পাতা ফোলা, আঞ্জিনা হওয়া, মুক্ত-হাওয়ায় উপশম এবং চক্ষু হইতে পূঁজ নির্গমন হওয়া দেখিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

কাণপাকা ও কাণের পীড়াঃ - কাণপাকা রোগে পাল্‌সেটিলা, সাইলিসিয়া, টেলিউরিয়াম ও গ্র্যাফাইটিস উত্তম ঔষধ

পাল্‌সেটিলা রোগীর কাণের মধ্যভাগের প্রদাহে যখন কাণ হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘন হরিদ্রাবর্ণের বা হরিদ্রাভ সবুজবর্ণের পুঁজ নির্গত হয় তখন পাল্‌সেটিলা উত্তম ঔষধ। কাঁণপাকার সহিত বধিরতা থাকিলে, কাণের ভিতর যন্ত্রণা থাকিলে এবং গন্ধহীন পূর্ব্ববর্ণিতরূপ পুঁজ নির্গত হইলে পাল্‌সেটিলা উপযোগী।

সাইলিসিয়া রোগীর কাণ হইতে পুঁজ পড়ে, ঐ পুঁজ তত ঘন নহে কিন্তু অতিশয় দুর্গন্ধিযুক্ত, রোগীর মাথায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, হাত-পা ঘামে ইত্যাদি থাকিলে উপযোগী।

টেলিউরিয়াম রোগীর কর্ণস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, জলের ন্যায় পাতলা যেন মাছধোয়া জল, স্রাব যেখানে লাগে হাজিয়া যায় এবং কর্ণ-পটহ ছিদ্র হইয়া বহুদিন ধরিয়া সেখানে পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে, সেই স্থানেই ইহা কার্য্যকরী।

গ্র্যাফাইটিস—কর্ণের পীড়ায় যখন বধিরতা অত্যধিক অথচ রোগী যখন গাড়ীর ভিতর বা গণ্ডগোলের ভিতর থাকে তখন ভাল শুনিতে পায়, এই লক্ষণ পাল্‌সেও আছে, পার্থক্য এই, পাল্‌সেটিলা রোগী ঠাণ্ডা চায়, মুক্ত-হাওয়ায় ভাল থাকে এবং কাণ হইতে অত্যন্ত ঘন পুঁজের ন্যায় স্রাব নিঃসৃত হয়, গ্র্যাফাইটিস রোগীর কাণ হইতে মধুর ন্যায় আঠা আঠা পুঁজ নির্গত হইয়া থাকে। পাল্‌সেটিলা শিশুদিগের কাণ পাকা প্রায়ই হাম বসিয়া যাইয়া হইয়া থাকে।

উদরাময়, অজীর্ণ:—পাল্‌সেটিলা উদরাময়, অজীর্ণ এবং পরিপাক-যন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায় ফলপ্রদ ঔষধ। ঘিয়ের রান্না, পিঠা, রাবড়ী, চর্ব্বিযুক্ত মাংস, বড় মাছের পেটি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য সেবন করিবার পর যদি উদরাময়, অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি রোগ হয় তাহা হইলে প্রথমেই আমাদের পাল্‌সেটিলার কথা স্মরণ হয়। বাস্তবিকই এই সকল রোগীদিগের পক্ষে পাল্‌সেটিলা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। উদরাময় রোগীর জিহ্বা শুষ্ক, জিহ্বায় শাদা লেপ পড়ে কিন্তু **পিপাসা মোটেই থাকে না**। বাহ্যে ঘন ঘন হয়, বাহ্যের সহিত পেটে শূলবেদনা দেখা যায়, পেটে যত বেশী বেদনা হইবে তত বেশী শীত করিতে থাকিবে, বাহ্যে এক একবার এক এক রকমের হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। বাহ্যে কখনও কম কখনও বেশী, কখনও লাল চড়চড়ে, কখনও অভুক্ত মল মিশ্রিত ইহার লক্ষণ। বমিতেও ভুক্তদ্রব্য, শ্লেষ্মা ও পিত্ত উঠে। বহুক্ষণ পূর্ব্বে রোগী যে খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়াছে তাহাও বমি হইয়া উঠিয়া যাওয়া ইহাতে আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য পেটে থাকিবে ততক্ষণ রোগী বমি করিয়া ঐগুলি তুলিয়া ফেলে।

ঘৃতপক্ব, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যাদি আহার করিয়া উদরাময় পাল্‌সেটিলায় যেমন দেখিতে পাই সেইরূপ কার্ব্বো-ভেজ, ইপিকাক, অ্যান্টিম-ক্রুড রোগীতেও দেখিতে পাই (এই সকল অধ্যায় দেখ)।

সাইক্ল্যামেন, ফেরাম, ট্যারাক্সেকাম—ইহাদের রোগী কেবল ঘৃতপক্ব দ্রব্যাদি খাইয়া উদরাময় বা অজীর্ণ রোগে ভোগে।

আর্সেনিক—কুল্পি-বরফ খাওবার পর উদরাময়ে ভুগিলে।

নাক্স-ভমিকা—রোগী অধিক মসলাযুক্ত খাদ্য খাইয়া বা রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি দ্বারা উদরাময়ে ভুগিলে।

ইপিকাক—নানাবিধ মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া উদরাময এবং সেই সঙ্গে বমন ও বিবমিষা থাকিলে।

পলস, চায়না, কলোসিন্থ—কেবল ফল আহার করিবার পর উদরাময হইলে ব্যবহার্য্য, শশা খাইয়া উদরাময হইলে কলোসিন্থ।

ভেরেট্রাম—পেয়ারা খাইয়া উদরাময হইলে।

থুজা—পেঁয়াজ খাইয়া উদরাময হইলে।

আর্স, ব্রাই, নাক্স—ঠাণ্ডা জল পান করিয়া উদরাময হইলে।

ক্যাম্ফার, জিঞ্জিয়া—অপবিত্র বা নোংরা জল পান করিয়া উদরাময হইলে।

সালফার, ক্যালকেরিয়া—দুগ্ধ পানের পর উদরাময হইলে উপযোগী।

সেপা—পচা মৎসাদি খাইয়া অসুখ করিলে।

পালসেটিলার উদরাময প্রত্যহ রাত্রে হয়, সেই সঙ্গে উদরাময়ের সহিত বুকের নিকট কি ঠেলিয়া উঠিতেছে লক্ষণে ইহাই ঔষধ। উদরাময বা অন্যান্য পীড়ার সময় লেমনেড খাইবার পর পালসেটিলা, বেলেডোনা, স্যাবাইনা ও সাইক্লামেন তুল্য ঔষধ। আহারের নামে বা খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে গা-বমি-বমি কলচিকামের রোগীতেই বেশী দেখা যায় কিন্তু ইহা পালসেটিলায়ও আছে। পালসেটিলার উদরাময়ের সহিত পেটডাকা, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা এবং **দিন অপেক্ষা রাত্রিতে** বাহ্যের আধিক্যই পালসেটিলার লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ অ্যান্টিম-ক্রুড, চায়না ও নাক্স অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

পালসেটিলা আমাতিসার, দুরারোগ্য কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কোমরের বেদনা সহ বস্তামাশয় ও অর্শ রোগে উপযোগী, তবে মানসিক ও বিশেষ লক্ষণ দেখিতে হইবে।

স্ত্রী-রোগ:—পালসেটিলা স্ত্রী-রোগের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা বাধক-বেদনা, রজোরোধ, ঋতু বন্ধ হইয়া অন্য স্থান (নাক, মুখ, গুহ্যদ্বার প্রভৃতি) হইতে রক্তস্রাব, শ্বেত-প্রদর ও প্রসব-বেদনায় ও প্রসবান্তিক উপসর্গাদির ঔষধ। ধর্ম্মোন্মাদ।

অল্প বয়স্কা যুবতীদিগের প্রথম ঋতু আরম্ভ হইয়াই যখন অনিয়মিত ঋতু হয় বা ঋতুস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যায় তখন এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়াই উহা বন্ধ হইয়া যায় এবং উহার ফলে রোগিণী অত্যন্ত রুগ্না হইয়া পড়ে, রক্তশূন্যতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ফুসফুসের নানাবিধ পীড়া, যথা- টিউবারকুলসিস বা যক্ষ্মাকাসি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগ আসিয়া দেখা দেয়। এই সময় আমাদের পালসেটিলা সত্যই মন্ত্রৌষধির ন্যায় কার্য্য করে। আবার পালসেটিলায় এরূপ দেখা যায়, ঋতুমতির বেশ রীতিমত মাসিক ঋতু হইতেছে কিন্তু হঠাৎ একদিন তাহার পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা খুব **ঠাণ্ডা জলে পা ধুইবার** ফলে ঋতু বন্ধ হইয়া গেল; এইরূপ ক্ষেত্রে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

পালসেটিলার বাধক-বেদনা ও প্রসব-বেদনা প্রায় সর্ব্বজনবিদিত; এমন কি, সাধারণ গৃহস্থের বৌ-ঝিরাও মনে করেন পালসেটিলা প্রয়োগ করিলে প্রসব বেদনা ভাল হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। ইহার ঋতু খুব বিলম্বে প্রকাশিত হয়, ঋতুস্রাবের পরিমাণ অতি অল্প ও অল্পদিন স্থায়ী, রক্তের বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল এবং ঋতুস্রাব থামিয়া থামিয়া হয়। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে রোগিণীর পেটে

অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ, ঐ যন্ত্রণা থামিয়া থামিয়া আসে, বেদনার সময় রোগিণী কাঁদিয়া কাঁটিয়া অস্থির; খোলা বাতাসে, ঠাণ্ডা স্থানে ও ঠাণ্ডা জিনিষ প্রযোগে ভাল থাকে এবং ইহার সহিত শুষ্ক জিহ্বা অথচ পিপাসার অভাব, যত বেশী পেটের ব্যথা তত বেশী শীত শীত ভাব থাকে।

অশোক :—(জনসিয়া অশোক) অতিরজঃ, স্বল্পরজঃ, রজঃলোপ অনিযমিত রজঃ প্রকাশ প্রভৃতি পাল্‌সেটিলার তুল্য। স্ত্রী জননেন্দ্রিয় ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদিতে অশোকের বলবতী ক্রিয়া দেখা যায়। মাসিক ঋতু বিপর্য্যযে উদরে দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

ককিউলাস—বাধক বেদনার একটী উচ্চাঙ্গের ঔষধ, পেট কামড়ানির ন্যায় পেটে বেদনা বোধ, পেটে থালধরা; বক্ষঃস্থলে চাপবোধ ও শ্বাস-কষ্ট, বাধক-বেদনার সহিত কোমরের অত্যধিক বেদনা, এত বেদনা যে রোগিণী নড়িতে চড়িতে পারে না সেই সঙ্গে গা-বমি-বমি বা বমন, মাথাঘোরা এবং চলিবার সময় তাহার হাত পা কাঁপে, কোমরের বেদনা রাত্রিকালে অধিক হয়, শ্বেত-প্রদর। পালসেটিলার বেদনা থাকিয়া থাকিয়া হয় কিন্তু ইহার বেদনা চলিতেই থাকে। **ম্যাগ-ফসেও** বাধকের বেদনা অত্যন্ত; ইহার বেদনাও থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত হয়, পেটে গরম সেক দিলে বা পেট চাপিয়া শুইয়া থাকিলে বেদনার উপশম। পাল্‌সের বেদনাও থাকিয়া থাকিয়া হয়, তবে পাল্‌সের বেদনা হঠাৎ আসে ও আস্তে আস্তে চলিয়া যায়। ম্যাগ-ফসের বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলিয়া যায় (বেল্)। **সিমিসিফিউগাও** বাধকের ঔষধ; ইহার বেদনা, পেটের এক দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যদিকে চলিয়া যায়, বাধকের সহিত হাতে পায়ের আঙ্গুলে বেদনা।

জ্যানথক্‌জাইলাম—ইহার বাধক-বেদনা অত্যধিক, বেদনা এত প্রবল ও অসহনীয় যে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না; এরূপ সঙ্কটকালে, জ্যানথক্‌জাইলাম রোগিণী ও চিকিৎসকের পরম সহায়। রোগীণীর কষ্ট দেখিলে মনে হয়, কোনরূপ সংজ্ঞানাশক ঔষধ ব্যবহারে রোগিনীকে সংজ্ঞাহীন করিয়া রাখা ভাল।

ক্যামোমিলা—ইহাতেও অত্যধিক বাধক-বেদনা আছে, বিশেষতঃ তল পেট হইতে কুঁচকি পর্য্যন্ত বেদনা, বেদনার সময় সে সকলকে গালাগালি করিয়া অস্থির করে, আর পাল্‌সেটিলা রোগিণী **কাঁদিয়া আকুল হয়**, ইহার ঋতুস্রাবও অত্যন্ত কাল।

এই সঙ্গে ভারতীয় উদ্ভিজ্জ রাজ্যের আর একটী শক্তিশালী ঔষধের উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ভারতীয় ঔষধ ভারতীয় নরনারীর পীড়ায় বিশেষ উপযোগী হইবে ইহা যেন আমরা না ভুলি। ঔষধটি **ওলট কম্বল** (অ্যাব্রোমা আগষ্টা)—ইহার মূলের বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহা জরায়ু সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগে অবস্থা বিশেষে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যবহারে জরায়ুর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। জরায়ুর ক্রিয়া বিকৃতি জন্য যে কোনও রোগ ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়। পাল্‌সেটিলার সঙ্গে ইহার সৌসাদৃশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষিত হইয়াছে। জরায়ু সংশ্লিষ্ট রোগে "ওলট কম্বল" বনৌষধির অমূল্য সম্পদ।

প্রসব-বেদনার কথা পূর্ব্বেই আমরা কিছু কিছু বলিয়াছি, পাল্‌সেটিলার প্রসব-বেদনা থামিয়া থামিয়া আসে, ইহার বেদনা কখনও অধিক হয়, আবার কখনও অতি কম হয়, যখন বেদনা কমিয়া যায় তখন রোগিণীকে দেখিয়া মনে হয় না যে আবার তাহার বেদনা আরম্ভ হইবে। যে বেদনা প্রথম হইতেই থামিয়া থামিয়া উপস্থিত হয়, বেদনার সময় রোগিণী কাঁদিয়া অস্থির, জল পিপাসা মোটেই থাকে না এবং খোলা হাওয়া যাহারা পছন্দ করে তাহাদের পক্ষে পাল্‌সেটিলা ধাত্রীর কার্য্য করে।

কলোফাইলাম, সিকেলি-কর, ক্যামোমিলা, বেলাডোনা প্রভৃতি ঔষধ প্রসব-বেদনার উপযোগী (ঐ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রসবের পর ভ্যাদাল ব্যথা ; প্রসবের পর ফুল আটকাইয়া থাকা, সূতিকাস্রব প্রভৃতি পীড়ায় ইহা উপযোগী ঔষধ কিন্তু ইহার **মানসিক লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই।**

গর্ভাবস্থায় নানাবিধ পীড়ায় পাল্‌সেটিলা উপযোগী। কেহ কেহ বলেন, এই ঔষধ পূর্ণ গর্ভবতীকে মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দিলে সুপ্রসব হইয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক, 'বিনা কারণে অন্ধভাবে অনর্থক ঔষধ প্রয়োগ করা শুভ নহে'।

যৌবনে হঠাৎ ঋতুবন্ধ হইয়া রোগিণীর মুখ, কাণ, বা নাসিকা অথবা গুহ্য দ্বার হইতে রক্তস্রাবে পাল্‌সেটিলা উপযোগী, ব্রাইওনিয়া, ফস্‌ফরাসও কার্য্যকরী। গর্ভাবস্থার পূর্ব্বে, গর্ভাবস্থায় ও পরে স্তনগ্রন্থি আক্রান্ত হইলে বা ফুলিয়া উঠিলে সেই সঙ্গে পূর্ব্ববর্ণিতরূপ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। প্রসবের পর স্তনে কোনরূপ আঘাত লাগিয়া বা অন্য যে কোন কারণে স্তন্যদুগ্ধ হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে পাল্‌স সেবনে স্তনে দুগ্ধ পুনরানীত হয় ; স্তন্যদুগ্ধ বন্ধের বিশেষ কোন কারণ জানা না গেলে—**আর্টিকা-ইউরেন্স**।

মৃতবৎসাদিগের দুগ্ধ কমাইতে বা বহুদিন পর্য্যন্ত স্তনে দুগ্ধ থাকিলে সেই দুগ্ধ কমাইতে—**ল্যাক-ক্যানাইনাম**।

হঠাৎ স্তন্যদুগ্ধ শুকাইয়া গেলে পর সেই স্তন্যদুগ্ধ পুনরায় আনিতে **ল্যাক-ভিফ্লোরেটাম** খুব ভাল।

গর্ভাবস্থায় মূত্রথলীর প্রদাহে যখন ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হয়, মূত্রনলীতে বেদনা থাকে, প্রস্রাবের সহিত শ্লেষ্মা নির্গত হয় তখন ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

পুংজননেন্দ্রিয়ের রোগ ও প্রমেহ :—যুবক বিবাহ করিতে চায় না, মনে মনে ভাবে যে, স্ত্রীসঙ্গমাদি অত্যন্ত পাপের কার্য্য। তাহার ধর্ম্মের দিকে খুব মতি। প্রবল সঙ্গলিপ্সা, বহুক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোচ্ছ্বাস, প্রত্যুষেই বেশী। অপরিমিত ইন্দ্রিয়চালনার ফলে মাথায় ও পিঠে ব্যথা, সর্ব্বাঙ্গে ভার বোধ। প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ কার্য্যকরী নহে, শেষাবস্থায় অর্থাৎ গ্লীট হইলে ইহা ফলপ্রদ। ইহার স্রাব ঘন, শ্লেষ্মা ও পূঁজ মিশ্রিত ; হরিদ্রা বর্ণের বা সবুজ মিশ্রিত ; হরিদ্রা বর্ণের বা সবুজ মিশ্রিত হরিদ্রাবর্ণের স্রাবের সহিত কুঁচকিতে বেদনা থাকে, সময় সময় পেটে পরিবর্ত্তনশীল বেদনার আবির্ভাব। প্রমেহে মূত্রত্যাগের পর মূত্রনলীতে জ্বালা। স্রাব রুদ্ধ হইয়া যখন রোগীর অণ্ডকোষ প্রদাহিত হইয়া ফুলিয়া লালবর্ণের হয়, অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে, সেই সঙ্গে যদি পালসেটিলার অন্যান্য লক্ষণাদি বিদ্যমান থাকে তখন ইহা উপযোগী। অণ্ডকোষে জল জমিয়া গেলে, বিশেষতঃ শিশুর জন্মের পর হইতে ঐরূপ হইলে ইহা ফলপ্রদ। অণ্ডকোষ প্রদাহে অ্যাসিড-অক্সালিক, সাইলিসিয়া, হাড্রোকোটাইল, রডোডেণ্ড্রণ, কোনায়াম প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুযায়ী সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থিপ্রদাহ পালস্ প্রয়োগে উপশমিত হয়।

হরিৎ-পাণ্ডুরোগ বা ক্লোরোসিস :—এই রোগ সাধারণতঃ প্রথম রজঃস্রাবের পর যখন রজঃস্রাব বন্ধ হয়, বা অজীর্ণরোগে ভুগিয়া রোগিণী জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে, কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্যে তাহার প্রবৃত্তি থাকে না, ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত দ্রব্য খাইলে কষ্ট বৃদ্ধি, মাসিক ঋতু অনিয়মিত হয় তখন ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এই অবস্থায় অন্যান্য চিকিৎসকগণ লৌহঘটিত ঔষধের

অত্যধিক অপব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের পালসেটিলা রোগিণীকে নিরাময় করিয়া তাহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনে—তখন তাহার মাসিক ঋতু নিয়মিতভাবে হইতে থাকে। ক্যাল্কে-ফস, নেট্র-মিউর, সিপিয়া, সাইক্লেমেন ইহার সমতুল্য ঔষধ।

নাসিকার ক্ষত, সর্দ্দি, কাসি ইত্যাদি :—পুরাতন নাসিকা ক্ষত হইতে যখন ঘন ঘন হরিদ্রাবর্ণের বা হরিদ্রা মিশ্রিত সবুজবর্ণের স্রাব নির্গত হইতে থাকে, তখন ইহা উপযোগী। পুরাতন সর্দ্দিরোগে ইহা অতি উপকারী ঔষধ। তরুণ অবস্থায় পালসেটিলা বিশেষ ফলপ্রদ নহে কিন্তু সর্দ্দি পুরাতন হইয়া যখন রোগীর নাসিকা হইতে পাকা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকে, ঘ্রাণশক্তি কমিয়া যায়, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে, নাসাপুটে ক্ষত হয়, রোগী **ঘরের ভিতর থাকিতে পারে না, অনবরত ঠাণ্ডা হাওয়া চায়,** মুক্ত বাতাসে বেড়াইলে তাহার কষ্টের উপশম ইত্যাদি দেখা যায় তখন ইহাই ঔষধ। কাসি ও যক্ষ্মা-কাসির পক্ষেও ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। কাসিতে কাসিতে যে গয়ার উঠে উহা ঘন হরিদ্রা বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের, কাসির রোগী বুকে ভারবোধ করে ও মুখে রক্তের আস্বাদ পায়। রোগীর দেহ একটু গরম হইলেই খুকখুকে কাসি হইতে থাকে, এত শুষ্ক কাসি যে রোগী মনে ভাবে কাসির সহিত বুঝি তাহার পাকস্থলী উল্টাইয়া গেল, দ্রুত বর্দ্ধনশীল মারাত্মক যক্ষ্মাকাসিতে ইহা একটি উত্তম ঔষধ। অবরুদ্ধ ঋতুর জন্য নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব (ব্রাই, ফেরাম, হ্যামা, ফস্, সিনিসিও) যুবতীদিগের ঋতু হঠাৎ বন্ধ হইয়া যক্ষ্মাকাসিতে পরিণত হইলে পালসেটিলা একমাত্র ঔষধ। বিশেষ লক্ষণ ও মানসিক অবস্থা মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ বিধি। স্ত্রীলোকদিগের হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া—যদি ভয়, মানসিক উদ্বেগ, ঋতুর গণ্ডগোল জন্য হয় তবে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

ফোড়া :—ফোড়া, বাগী, ইত্যাদির জন্য পালসেটিলা উত্তম ঔষধ।

মাথায় অর্ব্বুদ রোগে ইহা ক্যাল্কে-ফ্লোর সমতুল্য ঔষধ।

দ্রষ্টব্য :—ফোড়া যখন কিছুতেই ফাটে না অথচ ভিতরে পূঁজ হইয়াছে **তখন এই ঔষধের মূল অরিষ্ট কয়েকবার ফোড়ার উপর তুলি করিয়া লাগাইয়া দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।**

অনুরূপ বিধান—মূল অরিষ্ট ২০ ফোঁটা, গ্লিসারিণ ১ আউন্স মিশ্রিত করিয়া ফোড়া বা বাঘীর উপর বারংবার ব্যবহার্য্য।

মূল অরিষ্ট ২০ ফোঁটা, পরিশ্রুত জল ১ আউন্স মিশ্রিত করিয়া ফোড়া বা বাঘীর উপর ৪।৫ বার পটি লাগাইতে হয়।

বাহ্যিক ঔষধের সহিত আভ্যন্তরিক লক্ষণানুসারে ঔষধ ব্যবস্থা করিলে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

বাত ও সন্ধিবাত :—গণোরিয়ার স্রাব বন্ধ হইয়া অথবা আঘাত লাগিয়া বাত হইলে বা সন্ধিবাত রোগে যখন বেদনা এক দিক হইতে অন্য দিকে বা এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গে চলিয়া বেড়ায় (কেলি-সালফ) তাহা হইলে পলসেটিলা কার্য্যকরী। ইহার বেদনা যখন আরম্ভ হয় তখন রোগী আক্রান্ত স্থানে চাপ লাগায়, গরম সেক দেয় কিন্তু গরম সেক দিলে বেদনার বৃদ্ধি, **ঠাণ্ডায় উপশম**। সাইনোভাইটিস রোগে যখন বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায় তখন ইহা ব্যবহার্য্য (কেলি-বাই, ব্রাইওনিয়া, সাল্‌ফার)।

হাম :—হামের প্রথম অবস্থায় বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, জেল্‌সিমিয়াম প্রভৃতি ঔষধ আবশ্যক হয়, হামের প্রথম অবস্থায়, (বিশেষতঃ জ্বরের প্রবল অবস্থায়) পালসেটিলা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পালসেটিলা প্রয়োগ করিবার সময় সাধারণতঃ জ্বর থাকে না, অথচ নাসিকা হইতে প্রচুর সর্দ্দি ঝরে, চক্ষু হইতে জল পড়ে, কাসি খুব, কাসিতে কাসিতে শিশু উঠিয়া বসে, গরম সহ্য করিতে পারে না; সমস্ত শরীর চুলকায় তখনই উহা উপযুক্ত ঔষধ। পালসেটিলা যেমন হাম আরোগ্যকারী—সেইরূপ ইহা হামের একটি প্রতিষেধক ঔষধ।

জ্বর, (সবিরাম) :—পালসেটিলা সবিরাম জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর ও সাধারণ জ্বরের যেমন উত্তম ঔষধ সেইরূপ ইহা মাসিক পালাজ্বর, পক্ষান্তিক পালাজ্বর ও কঠিন পালাজ্বরের উপযুক্ত ঔষধ। জ্বরের সময়ের কোন বাধাধরা নিয়ম নাই, কারণ পালসেটিলার লক্ষণের কোন বাধাধরা নিয়ম কোন রোগেই থাকে না, সমস্তই **পরিবর্ত্তনশীল**, সেইরূপ উহার জ্বরের সময়ও পরিবর্ত্তনশীল। জ্বর আসিবার সময়—অপরাহ্ন ১টা হইতে ৪টা। বৈকাল ৪টা—৫টা। কখন আবার বেলা ৮টা—১১টা। শেষরাত্রে ১টার সময়ও জ্বর আসিতে পারে।

তবে সাধারণতঃ জ্বর **বৈকালে** বা **সন্ধ্যাকালে** আসিয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ করিয়া সকালে ছাড়িয়া যায়।

পালসেটিলার জ্বর খাইবার দোষে—অতিরিক্ত চর্ব্বি, তৈল ঘি ও মশলা সংযুক্ত গুরুপাক খাদ্য খাইবার পর জ্বর হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে তাহার তন্দ্রালুতা, পিপাসা, উদরাময় ও বমি থাকে।

পালসেটিলার শীতাবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী, শীত আরম্ভ হইয়া উত্তাপাবস্থা না আসা পর্য্যন্ত একটু সময়ও শীতের বিরাম হয় না, ঐ সময় গরম ঘরের ভিতর থাকিলেও শীতের বিরাম হয় না, গায়ের বেদনা দেখা যায়, পিপাসার অভাব, ঘর অত্যন্ত গরম বোধ এবং হাত পা অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। দেখিলে মনে হয় যেন মোটেই রোগীর শরীরে রক্ত নাই।

উত্তাপাবস্থাই পালসেটিলার লক্ষ্য করিবার বিষয়। উত্তাপাবস্থায় পিপাসা অধিকাংশ রোগীরই থাকে না। মুখ, ঠোঁঠ, জিহ্বা শুকাইয়া যায় তবুও সে জল পান করিতে চায় না। ঠোঁট হয়ত অত্যন্ত শুকাইয়া যায়, জিহ্বা দ্বারা ঠোঁট লেহন করে তথাপি জল পান করে না। ক্বচিৎ কখনও রোগী জলপান করিতে চায়। যখন পিপাসার্ত্ত হয় তখন সে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প করিয়া জলপান করে, জল পানের পর বমনোদ্রেক (আর্স)। রোগীর শরীর ভয়ানক গরম হয় যেন কেহ তাহার শরীরে গরম জল ঢালিয়া দিতেছে এরূপ অনুভব; গায়ের গরম, ছটফটানি ও গাত্রদাহ রাত্রিতেই বেশী হয়। রোগীর শরীর এত বেশী উত্তপ্ত হয় যে সে গায়ের ঢাকা দূরে ফেলিয়া দেয়, গাত্রের উত্তাপে সে গোঁ গোঁ করিতে থাকে, কোন রকমেই সে শান্তি পায় না। বাহ্যিক উত্তাপ রোগীর অসহ্য; গরম ঘর তাহার অসহ্য, উত্তাপাবস্থায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে। বেশীরভাগ রোগীরই পিপাসার অভাব দেখা যায় কিন্তু কোন কোন রোগীর ঠিক শীতাবস্থার পর উত্তাপাবস্থার প্রারম্ভে জল পিপাসা উপস্থিত হয়, তখন কেহ মনে না করেন যে ইহা পালসেটিলার লক্ষণ নহে। শীত ও উত্তাপের বৃদ্ধি স্থলে কোন কোন ক্ষেত্রে পিপাসা বিদ্যমান থাকিতে পারে। রোগীর ঘর্ম্ম বিশেষ হয় না (জেলস)—যখন ঘর্ম্ম হয় শরীরের এক পার্শ্বে বেশী হয়, উহা ডান দিকও হইতে পারে বাম দিকও হইতে পারে, (নাক্স-ভমিকা)। রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে তাহার

বিপরীত দিকে ঘর্ম্ম হইলে—অ্যাসিড-নাই, চিনি-সালফ, অ্যাকোনাইট। পাল্‌সেটিলা রোগীর রাত্রিকালে বা প্রভাতে বেশী ঘর্ম্ম হয় কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলে ঘাম বন্ধ হইয়া যায় (চায়না, কোনায়) ঘর্ম্মাবস্থায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি কিন্তু অনেক স্থলেই ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া গেলেও যন্ত্রনার উপশম হয় না।

পালসেটিলা কুইনাইন অপব্যবহার জনিত জ্বরে অধিকতর উপযোগী, আহারের অনিয়ম জন্য যে জ্বর হয় এবং ঋতুর অনিয়মে যে জ্বর হয় তাহাতে যদি পূর্ব্ব বর্ণিত রূপ লক্ষণ পাওয়া যায় তাহা হইলে পালসেটিলা ব্যবহার্য্য। যখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ইহার ধাতুগত ছবি দেখিয়া তবে প্রয়োগ করিবে।

জিহ্বা:—শাদা বা হরিদ্রাবর্ণের লেপাবৃত, জিহ্বা আঠা আঠা শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত। মনে হয় জিহ্বা লম্বা ও চওড়া হইয়াছে এবং ধারগুলি ক্ষতযুক্ত ও ঝলসিয়া গিয়াছে। মুখে দুর্গন্ধ, রোগীর উক্দ্রব্য, মদ, বা অন্যান্য উত্তেজক দ্রব্য পানে অভিরুচি। মাছ, মাংস, ডিম ও রুটী খাইতে অনিচ্ছা।

পালসেটিলার মোট কথা—শিশু, স্ত্রীলোক এবং মৃদু-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়ায়, কফ-প্রধান, নীলচক্ষু, মলিন মুখ ও ধীরগতিবিশিষ্ট রোগী, মাংসপ্রধান বা মোটাসোটা স্ত্রীলোকের পীড়ায়, যাহাদের ঋতুস্রাব অল্প, ব্যথাযুক্ত ও অনিয়মিত হয়, প্রথম ঋতুস্রাবের পরই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়, রক্তাল্পতা, যক্ষ্মা ও ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগিতে থাকিলে।

ছিঁচকাঁদুনে স্বভাব, একটুতেই কাঁদিয়া আকুল, সহজে হাসি, সহজে কান্না, না কাঁদিয়া রোগের লক্ষণ ব্যক্ত করিতে পারে না।

লক্ষণের পরিবর্ত্তন, ব্যথার পরিবর্ত্তন, মানসিক পরিবর্ত্তন, বাহ্যের পরিবর্ত্তন, দুইবারের বাহ্যে ও দুই বারের স্রাব কখনও একরূপ হয় না।

ঘৃতপক্ক খাদ্য, পিষ্টক, মাংস ও তৈল সংযুক্ত খাদ্য খাইবার পর অজীর্ণ ও উদরাময়।

অজীর্ণ রোগীর পেটের ব্যথা অত্যন্ত বাড়িয়া হঠাৎ চলিয়া যায়, ব্যথা যত হইবে তত বেশী বোধ করিবে। জিহ্বা শুষ্ক অথচ পিপাসার অভাব।

ঠাণ্ডা খাদ্য, ঠাণ্ডা দ্রব্য, ঠাণ্ডা স্থান ও মুক্ত হাওয়া, তাহার কাম্য, গরম খাদ্য, গরম ঘর অসহ্য।

ইহার সকল স্রাবই পরিবর্ত্তনশীল সাধারণতঃ পীতাভ-সবুজ-বর্ণের স্রাবই ইহার বৈশিষ্ট।

প্রমেহ রোগের শেষ অবস্থায়, হামের নানাবিধ উপসর্গ ও কাণের পুঁজের জন্য উপযোগী ঔষধ।

সম্বন্ধ:—পাল্‌সেটিলা—ছিঁচ-কাঁদুনি বা ক্রন্দন পরায়ণাদের জন্য—ইগ্নেসিয়া, সিপিয়া ও নেট্রা-মি তুল্য, চক্ষু-প্রদাহে—আর্জ্জে-নাইট্ তুল্য; পুরাতন পাকা সর্দ্দিতে সাইক্লেমেন তুল্য; যেন গলার ভিতর খাদ্যদ্রব্য আটকাইয়া রহিয়াছে—চায়না, অ্যাবিস-নাই তুল্য; চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে রোগ বৃদ্ধিতে—কার্ব্বো-ভে, ইপি তুল্য, কুল্‌ফি বরফ খাইয়া রোগের বৃদ্ধিতে—আর্স, কার্ব্বো-ভে, ইপি তুল্য; প্রসবান্তিক ভ্যাদাল ব্যথায়—ক্যামো, কুপ্রাম, জ্যান্থক তুল্য; ঋতুবন্ধ জন্য সহসা ঝাপসা দৃষ্টি হইলে—সিপিয়া তুল্য; ভয়ের জন্য উদরাময় হইলে—জেল্‌স, অ্যাকোন তুল্য; পা ভিজিয়া বা ভিজাইবার জন্য ঋতুবন্ধে—রাস-টক্স, ডালকা তুল্য; এক হাত ঠাণ্ডা এক হাত গরমে—চায়না, ইপি, ডিজি তুল্য; কর্ণমূলের ব্যথা সরিয়া অন্যদিকে গেলে—চেলি, রাস্-টক্স তুল্য। ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে ঋতুস্রাবে—বোভিষ্টা, হ্যামা তুল্য; স্তন্যদুগ্ধ না হওয়ায়—অ্যাগ্নাস, আর্টিকা তুল্য। পাল্‌সেটিলার পুরাতন ঔষধ সাইলিয়া কেহ কেহ সাল্‌ফারকেও এইরূপ বলে।

শক্তি:—৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি ব্যবহার্য্য।

পালসেটিলা-নাটেলিয়ানা (Pulsatilla Nuttaliana.)

পরিচয় :—ইহা আমেরিকান পালসেটিলা ; সপুষ্পতাজা গুল্ম হইতে মাদার-টিংচার তৈরী হয়। দুই প্রকার পালসেটিলারই লক্ষণাবলী ও ক্রিয়াস্থল একইরূপ সুতরাং পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

রোগের বৃদ্ধি :—মানসিক আবেগ, ঘুম ভাঙ্গিলে, কাসিলে, শোয়া বসা প্রভৃতি দৈনিক কার্য্যাদি করিলে, বামদিকে, শয়ন করিলে, ঘামের পর পুনরায় ঘাম উঠিলে, ঘি, চর্ব্বি, মাখন, তৈলাক্ত পদার্থ, রুটী, মাছ, মাংস ইত্যাদি ভক্ষণ করিলে, উষ্ণ দ্রব্য খাইলে উষ্ণ ঘরে ; পাকযন্ত্রের বিকৃতি ঘটিলে ; শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময়, ঋতুকালে, গর্ভাবস্থায়, প্রস্রাবের পূর্ব্বে, পরে ও সময়ে, ঝড়জলের সময়ে, বায়ুর পরিবর্ত্তনে, জলে ভিজিলে রোগের বৃদ্ধি।

উপশম :—আক্রান্ত স্থান চাপিয়া শুইলে বা ঘষিয়া দিলে (ব্রাই, টিলিয়া), গায়ের আবরণ খুলিয়া দিলে, শীতল বায়ুতে, উচ্চ বালিশে মাথা রাখিয়া শুইলে, মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইলে, ঠাণ্ডা দ্রব্যাদি আহার বা পান করিলে; আক্রান্ত স্থানে ঠাণ্ডা লাগাইলে, ধৌত করিলে বা জল লাগাইলে উপশম।

প্লাম্বাম-অ্যাসেটাম (Plumbum Acetum.)

পরিচয় :—সুগার অভ্ লেড। অ্যাসিটিক-অ্যাসিড সহ রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত। ইহার স্বাদ মিষ্ট।

ব্যবহারস্থল :—অসাড় অঙ্গের যন্ত্রণাদায়ক খালধরা ব্যথা, পাকস্থলী প্রদাহ ও ক্ষতরোগ, অসহ্য বেদনা, আর্দ্র কাউর রোগে এই ঔষধ বাহ্যিক ব্যবহার করা চলে, কিন্তু সাবধান বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে অনেক সময় বিপদ হইতে পারে।

প্লাম্বাম-আইয়োডেটাম (Plumbum Iodatum.)

ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ পক্ষাঘাত ; শীর্ণতা ; ক্ষত ; গণ্ডমালা ; গ্রন্থিস্ফীতি প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ কার্য্যকরী।

প্লাম্বাম-ক্রোমিকাম (Plumbum Chromicum)

ব্যবহারস্থল :—অসহ্য বেদনা সহ আক্ষেপিক বেদনা ও তড়কা ; চক্ষুতারকার স্ফীতি, উদরাময় ও প্রচুর হরিদ্রাবর্ণের ভেদে ব্যবহৃত হয়।

শক্তি :—৬, ৩০।

প্লাম্বাম-মেটালিকাম (Plumbum metallicum.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম লেড বা সীসক (ধাতু)।

ব্যবহারস্থল :—মেরুদণ্ডের প্রদাহ ও শূল, কোষ্ঠকাঠিন্য, অন্ত্রবৃদ্ধি, অন্ত্রাবরোধ বা মলপথ অবরোধ (intestinal obstruction), অন্ত্রের ভাঁজ মধ্যে অন্ত্রের প্রবেশ (intussusception), মলান্ত্রের শূল, অন্ত্রের ক্ষয়রোগ, অর্শ, নাভিকুণ্ডের স্ফোটক, রক্তাল্পতা, ধমনীতে অর্ব্বুদ, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রগ্রন্থির পীড়া, বহুমূত্র, উপাঙ্গের প্রদাহ, অন্ধত্ব, নানাবিধ চক্ষুপীড়া, দ্বিত্বদর্শন, হাঁপানী, ক্ষুদ্রসন্ধিবাত, রক্তোৎকাসি, শিরঃপীড়া, চর্ম্মরোগ, যকৃতের পীড়া, কামলা, জিহ্বার পক্ষাঘাত, চোয়ালের অর্ব্বুদ, চোয়াল আটকান, মস্তিষ্কের কোমলতা বা অর্ব্বুদ, সবিরাম জ্বর, অন্ননলীর সঙ্কোচন প্রভৃতি।

ক্রিয়াস্থল :—প্লাম্বাম উদরশূলের একটী অতি উত্তম ঔষধ। ম্যাগ-ফস, কলোসিন্থ, ও ডায়োস্কোরিয়া, যেরূপ উদরশূলের কার্য্যকরী ঔষধ ইহাও সেইরূপ। ইহার উদরশূলের সময় রোগীর মনে হয় তাহার সমস্তটী তলপেট কেহ রজ্জু বা তার দিয়া মেরুদণ্ডের দিকে টানিতেছে, সেই সঙ্গে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য। কোষ্ঠকাঠিন্যে রোগী ভেড়া বা ছাগলের নাদীর ন্যায় বাহ্যে করে (চেলিডো, ওপিয়াম) প্লাম্বাম রোগীর তরল দ্রব্য গিলিতে কোন কষ্ট হয় না কিন্তু কঠিন দ্রব্য খাইতে গেলে গলায় ঠেলিয়া উঠে (বিসমাথ ও ল্যাকেসিস, ইহার বিপরীত), মনে হয় গলার মধ্যে একটি বলক আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা অন্ত্রের মধ্যে অন্ত্রাংশ প্রবেশ রোগে (ইন্টাসাসেপসন) যখন রোগী মলময় বমন করিতে থাকে এবং ভয়ানক শূলের বেদনা হইতে থাকে এবং বেদনার সময় রোগী মনে করে তাহার পেট কেহ দড়ি দিয়া টানিয়া মেরুদণ্ডের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তখন ইহাই ঔষধ। মেরুদণ্ডের তন্তুর অপচয় হেতু পক্ষাঘাত। পক্ষাঘাত হইয়া রোগীর নিম্নাঙ্গ অবশ হইয়া যায়। যে পেশীর বলে আমরা হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিতে পারি সেই পেশীর পক্ষাঘাত এবং সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। মৃগীর ফিটের জন্যও ইহা উপযোগী, ফিট হইবার আগে রোগীর পা অতিশয় ভারী হয় ও পক্ষাঘাতের ন্যায় আড়ষ্ট হয়। মৃগীর ফিটের পর রোগী নাক ডাকাইয়া ঘুমায় (হাইয়োসা)।

কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা অনেকটা ওপিয়ামের ন্যায়, মল শক্ত কাল কাল বড়ির মত। গর্ভবতী রমণীদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যে লক্ষণানুযায়ী অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে উপকার না হইলে প্লাম্বাম ব্যবহার্য্য।

মন :—শূলবেদনা সহ রোগীর অত্যধিক মানসিক অবসাদ, রোগ সম্বন্ধে ভাবা ও অস্থির হইয়া পড়া। প্রবল বিকারগ্রস্ত ভাব, বিকৃত মুখভঙ্গি। রোগীর স্মৃতিশক্তির হ্রাস, স্থূল বুদ্ধি, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বুঝাইয়া না বলিলে নিজে আভিমত ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না। সহজে কোন বিষয় সে বুঝিতে পারে না। গুপ্তশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়, সে যাহাকে দেখে তাহাকেই গুপ্তশত্রু মনে করে।

শিরঃপীড়া ও চক্ষুরোগ :—রোগীর অত্যন্ত জড়বুদ্ধি। মাথার বেদনায় মনে হয় যেন গলা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একটা গোলাকার পদার্থ উঠিতেছে, মাথার যন্ত্রণার জন্য পশ্চাৎ মস্তক হইতে কপাল পর্য্যন্ত মাথার চামড়ায় ভয়ানক যন্ত্রণা। মাথায় অত্যন্ত রক্তসঞ্চয়াধিক্য জন্য মাথা অত্যন্ত গরম বোধ ও মাথার ভিতর দপ্ দপ্ করিতে থাকে। মাথার চুল অত্যন্ত শুষ্ক;

মাথার চুল, ভ্রূলোম ও দাড়ী উঠিযা যায। চক্ষুর মধ্যে চাপবোধ, রোগী মনে করে যেন তাহার চক্ষুতারকা বড় হইয়াছে, সেইজন্য চক্ষু নাড়িবার সময চক্ষুতারকা ভারী বোধ। চক্ষুর উপরঃ পাতার পক্ষাঘাতে ইহা উপযোগী। চক্ষুর শুক্ল মণ্ডল বা শ্বেতাংশ হলদে হইযা যায। রোগী মনে করে তাহার অক্ষি গোলক যেন বড় হইযাছে।

দাঁত :—মাঢ়ী ফুলিযা উঠে, মাঢ়ীতে সীসকের বর্ণের ন্যায় রেখা পড়ে; দাঁতে পোকা, বা দাঁত ক্ষয প্রাপ্ত হয (ক্রিযো, অ্যা-ফ্লু, ক্যাল্ক-ফ্লু, থুজা, ষ্ট্যাফ,) যাহারা সীসক নিযা মুখে রাখে তাহাদের দাঁতের রোগে ও জিহ্বার ঘাযে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। দাঁত কাল হয, দাঁতের উপর হলদে শ্লেষ্মা জমে, দাঁত কড়মড় করে।

পেটের শূল :—রোগীর নাভীপ্রদেশে অত্যধিক শূলবেদনা, ঐ বেদনা সমস্ত শরীরে ছড়াইযা পড়ে; পেটের ভিতর কামড়ায, খামচায, সেই সঙ্গে অন্ত্র টানিযা খেঁচিয়া ধরে, উদর প্রাচীর মেরুদণ্ডেরদিকে বসিযা যায, কেহ যেন তার দিযা উহা মেরুদণ্ডেরদিকে টানিতেছে বোধ। পেশী সকল সঙ্কুচিত হয। মর্দ্দন বা প্রবল চাপে কতকটা উপশম। ঐ বেদনার সহিত অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্য, কোন কোন রোগী ভুক্তদ্রব্য বা মল বমন করে। প্লাম্বামের বেদনা শরীরের সর্ব্বত্রই স্নাযুর সাহায্যে চালিত হইযা থাকে, এই বেদনা রোগীর মস্তক যখন আক্রমণ করে তখন রোগী অত্যন্ত প্রলাপ বকে, যখন বক্ষপ্রদেশে চালিত হয তখন শ্বাসকৃচ্ছ্রতা দেখা যায, নিম্নাঙ্গে গেলে পায়ে খালধরে এবং রোগীর অণ্ডকোষ কুঁচকাইযা যায।

প্রেসের কর্ম্মচারীদিগের **পেটের শূলবেদনায়** বা অন্যান্য রোগে **প্লাম্বাম** কার্য্যকরী।

ম্যাগ-ফস, কলোসিন্থ ও ডায়োস্কোরিয়া প্রভৃতি শূলবেদনার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ম্যাগ-ফসের শূলবেদনা গরম সেক দিলে উপশম হয, ইহার শূল হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিযা যায।

কলোসিন্থ রোগীর শূলবেদনা পার্শ্বে হইলেও নাভিরদিকে চলিযা আসে। সম্মুখেরদিকে ঝুঁকিলে বা শক্ত জিনিষের উপর চাপ দিলে যন্ত্রণার উপশম, **ডায়োস্কোরিয়ার** শূলবেদনা পিছনেরদিকে ঝুঁকিলে উপশম, কিন্তু **প্লাম্বাম** রোগীর শূলবেদনা কিছুতেই উপশম লাভ করে না, কি সম্মুখে ঝুঁকিলে কি পিছনেরদিকে ঝুঁকিলে অথবা গরম সেক দিলে।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—কোষ্ঠকাঠিন্যের সময রোগীর মলদ্বার সঙ্কুচিত হয এবং আক্ষেপিক বেদনা হইতে থাকে। মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা। রোগীর মলদ্বারে যেন একগাছা দড়ি বাঁধা আছে এবং উহা যেন সরলান্ত্রেরদিকে আকৃষ্ট হইতেছে এরূপ বোধ। যে সকল রোগীর পক্ষাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্যে প্লাম্বাম উপযোগী। ইহার মল কঠিন, কাল এবং ছাগলের নাদীর ন্যায বড়ি-বড়ি (অ্যালোমিনা, ক্যালি-কা, ম্যাগ-মি, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, ওপিয়াম)।

ওপিয়াম—মল বড়ি-বড়ি, প্লাম্বামের ন্যায রোগীর বাহ্যে করিবার ইচ্ছার অভাব, যেন তাহার সরলান্ত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে, সেইজন্য কতক মল বাহির হইযা আবার ঢুকিযা যায।

অ্যালিউমিনা—মলদ্বারপেশীর স্বাভাবিক ক্রিযার অভাবের জন্য তাহাকে পাতলা বাহ্যে করিতেও প্রবল বেগ দিতে হয।

অ্যানাকার্ডিয়াম—সহসা মলের বেগ কিন্তু বাহ্যে মোটে হয না, থামিযা যায, রোগী মনে করে তাহার মলদ্বারে ছিপি আঁটা আছে।

সিফিলিনাম—ইহার কোষ্ঠবদ্ধতাও প্লাম্বামের ন্যায়, রোগী মলদ্বারে আঙ্গুল না দিয়া মল বাহির করিতে পারে না। এই লক্ষণ কোন কোন **প্লাম্বাম** রোগীর আছে· কিন্তু তাহার বড় লক্ষণ এই, যেন মলদ্বারের পশ্চাৎদিকে কেহ দড়ি দ্বারা টানিতেছে অনুভব।

সাইলিসিয়া—কোষ্ঠবদ্ধতায় অত্যন্ত বেগ দিবার পর যদিও তাহার মল বাহির হইতে আরম্ভ করে কিন্তু কতকটা বাহির হইয়াই পুনরায় উহা উপরদিকে চলিয়া যায়।

অ্যালুমেন—রোগিণীর কয়েক দিবস পর্য্যন্ত বাহ্যের অনিচ্ছা, যখন বাহ্যে হয়—শক্ত কাল মল।

পক্ষাঘাত :—পক্ষাঘাত প্লাম্বামের বিশেষ লক্ষণ। মাংসপেশী শীর্ণ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি কোষ্ঠকাঠিন্য প্রবলভাবে দেখা দেয়, তাহা হইলে রোগীর একদিকের বা উভয়দিকের পক্ষাঘাত হইতে পারে। প্লাম্বামের পক্ষাঘাতের বিশেষত্ব এই যে আক্রান্তস্থান অবশ না হইলে হাত ছোঁযান যাইবে না। ইহাতে হাতের কব্জির পক্ষাঘাত জন্মিয়া রোগীর হাত নিস্তেজ হইয়া ঝুলিতে থাকে। পক্ষাঘাতের সহিত রোগীর মাঢ়ীতে একটী লাল দাগ পড়ে। ইহার পক্ষাঘাত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শরীরে কম্পন হয়। পক্ষাঘাতের সূচনায় রোগীর বৈকল্য, কম্পন, আক্ষেপ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। শিশুরা ক্রমশঃ রোগা হইয়া মাংসপেশী শিথিল হইয়া আসিলে ইহা ব্যবহার্য্য

ডাঃ **ন্যাস** বলেন, পক্ষাঘাতে যখন শরীরে স্পর্শদ্বেষ থাকে তখন এই ঔষধের উচ্চতর শক্তি ব্যবহার্য্য। পক্ষাঘাতে জিঙ্কাম, কষ্টিকাম ল্যাকেসিস্ প্রভৃতিও উপযোগী (স্ব স্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মৃগী :—পুরাতন অপস্মার বা মৃগীরোগে এই ঔষধে উপকার দর্শে। ডাঃ বার্ণেট একটী তের বৎসর-স্থায়ী-মৃগী রোগীকে প্লাম্বাম দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন অবশ্য প্লাম্বামের লক্ষণ দৃষ্টে। মৃগীর ফিট হইবার পূর্ব্বে রোগীর পা অতিশয় ভারী হয় এবং পক্ষাঘাতের ন্যায় আড়ষ্ট হয়। মৃগীর ফিটের পর রোগী নাক ডাকাইয়া ঘুমায় (হায়োসায়েমাস)।

অণ্ডকোষের গ্যাংগ্রিণ বা বিষাক্ত ঘা :—অণ্ডকোষের গ্যাংগ্রিণ আরোগ্য করিতে প্লাম্বামের শক্তি অদ্ভুত।

প্লাম্বাম হার্ণিয়া, ইন্‌টাসসেপ্‌সন, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি রোগে লক্ষণানুসারে উপযোগী।

নিদ্রা :—রোগীর দিনের বেলা অত্যন্ত ঘুম-ঘুমভাব এমন কি সে কথা বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়ে। মোহাবস্থা ও দেহের শৈথিল্যের জন্য মাথা ঘুরায়। রাত্রে উদরের শূলের জন্য ঘুমায় বা ঘুমের ভিতর চম্‌কাইয়া উঠে, নিদ্রিত অবস্থায় নানাবিধ কথা বলে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—স্পর্শ করিলে; শরীর সঞ্চালনে; মানসিক পরিশ্রম; বাম পার্শ্বে শুইলে; কোয়াসাযুক্ত জলবায়ু স্পর্শে; বহুলোকপূর্ণ গৃহের ভিতর রোগের বৃদ্ধি এবং খুব জোরে জোরে মর্দ্দন করিলে, বিশ্রাম করিলে, মুক্ত হাওয়ায় উপশম।

প্লাম্বাম—কোষ্ঠবদ্ধতায়—কৃষ্ণবর্ণ, ছাগলের নাদীর মত মলে—ওপিয়াম তুল্য; প্রলাপ বকিলে—বেলাডোনা তুল্য, মস্তিষ্কের কোমলতায়—জিঙ্কাম তুল্য; মূর্চ্ছা বা মৃগীরোগে—ইগ্নেসিয়া, ল্যাকে তুল্য; স্মৃতি দৌর্ব্বল্যে—অ্যানাকার্ডিয়াম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, চূর্ণ, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

প্ল্যাণ্টাগো-মেজর (Plantago Major.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম প্ল্যান্‌টেন। সাবধান ইহাকে আমাদের দেশের কলাগাছ বলিয়া ভুল বুঝিবেন না, এই জাতীয় বৃক্ষ ক্ষুদ্র, ইউরোপ ও আমেরিকায় রাস্তার পাশে জন্মে। পুষ্পোদ্গমকালে এই গাছ কাটিয়া সুরাসারে ভিজাইয়া মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—ইহা দন্তরোগের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। দন্ত-শূলের ন্যায় কাণের শূলেও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কর্ণশূলসহ দন্তশূল, মুখের স্নায়ুশূল, বিছানায় প্রস্রাব, তামাকু পাতা চিবানের জন্য দন্ত ও কর্ণের স্নায়ুশূল প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক শূলবেদনায় অতি চমৎকার ঔষধ। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত হইতে ও কর্ণ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত বেদনা প্রসারিত লক্ষণে অথবা দন্তশূল ও কর্ণশূল একই সময় আরম্ভ হইলে প্ল্যাণ্টেগো উচ্চ শক্তির ২।১ মাত্রা ও বাহ্যপ্রয়োগে যন্ত্রণা উপশম লাভ করে। ইহা ব্যতিরেকে সবিরাম জ্বর; স্তন-প্রদাহ; দাঁতে পুঁজ; বহুমূত্র, বিসর্প; অর্শ, ধ্বজভঙ্গ; স্নায়ুশূল; সর্পদংশন; কৃমি ও ক্ষতরোগে ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠকাঠিন্য ও অর্শরোগে ইহা নাক্স-ভমিকার ন্যায় কার্য্যকরী ঔষধ। রোগী পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের আশায় পায়খানায় যায় কিন্তু মলদ্বারে যন্ত্রণার জন্য মলত্যাগ হয় না, তাহার অর্শে এত ব্যথা যে রোগী দাঁড়াইতে পারে না কেহ কেহ এরূপ অর্শরোগে ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

শিশু বিছানায় প্রস্রাব করে। তাহার প্রবল জলপিপাসা, পুনঃ পুনঃ যেরূপ জলপান করে আবার সেইরূপ প্রস্রাবও করে। এরূপ প্রস্রাব সাধারণতঃ বহুমূত্র রোগে দেখা যায়।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরেও ইহার ব্যবহার আছে, যে সকল জ্বর কুইনাইন সেবনে আরোগ্য হয় না সেই সকল জ্বর প্ল্যাণ্টেগো দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। অতিরিক্ত দোক্তাপাতা খাইবার ফলেও নানাবিধ পীড়ায় ইহা উপযোগী। **প্ল্যাণ্টেগো তামাক খাইবার ইচ্ছা** দমন করে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬ শক্তি।

অর্শরোগে প্ল্যাণ্টেগো অরিষ্ট ২০ ফোঁটা ২ আউন্স গ্লিসারিণ মধ্যে মিশ্রিত করিয়া তুলি দ্বারা বা পাখীর পালক দ্বারা মলদ্বারে দৈনিক ৪।৫ বার ব্যবহার্য্য।

দন্তশূলে ইহার মূল অরিষ্ট উত্তম ঔষধ, কিন্তু আক্কেল দাঁত উঠিবার অসহ্য যন্ত্রণার সময় অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা **চিয়্যাণথাস** θ মূল অরিষ্ট বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিশেষ কার্য্যকরী।

দ্রষ্টব্য :—দন্তশূলে আক্রান্ত অংশে কাঁচা তামাক পাতা লাগাইয়া রাখিলে বা হরতকী মুখে রাখিলে অথবা ফিটকিরির জল দিয়া কুলকুচা করিলে উপশম হয়।

প্ল্যাটিনাম (Platinum.) ।

পরিচয় :—ইহা একপ্রকার বহুমূল্য ধাতব দ্রব্য। বিমিশ্র অবস্থায় দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যালিফোর্ণিয়া, রুশিয়া প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়; ইহা স্বর্ণ হইতেও মূল্যবান। বৈজ্ঞানিকদের ইহা শ্রেষ্ঠ ধাতব। হানেমান নিজে ইহার প্রুভিং বা পরীক্ষা করেন।

ব্যবহারস্থল :—মৃৎপাণ্ডুরোগ ; মূর্চ্ছাবায়ু ; কৃত্রিম মৈথুনের বিষময় ফল ; বাধক ; মানসিক বিকৃতি ; বিষাদ ; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ; কামোন্মাদ , ডিম্বাধারের পীড়া ; জরায়ুর কাঠিন্য ; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ; রক্তোস্বল্পতা ; সীসক বিষাক্ততা , রজোবন্ধ ; যোনিদ্বারে চুলকানি ; বিভ্রম ; নিস্তেজ ভাব ; অর্শ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

ক্রিয়াস্থল :—ডাঃ হিউজেস্ বলেন, পুরুষদিগের মন, জননেন্দ্রিয়, আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছায় "অরাম" যেমন উপযোগী সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের মন, কামোত্তেজনা, জননেন্দ্রিয় ও ডিম্বাধারের পীড়ায় "প্ল্যাটিনাম" উপযোগী। প্ল্যাটিনাম রোগিণী ভয়ানক অহঙ্কারী, সে সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করে। স্নায়ু-বিকৃতিগ্রস্ত-রমণীদিগের মনের উপর ইহার ক্রিয়া অত্যধিক। প্ল্যাটিনাম মূর্চ্ছাবায়ু, ধর্ম্মোন্মাদ, **কামোন্মাদ,** সূতিকা ও প্রসবান্তিক উন্মাদরোগে বিশেষ কার্য্যকরী। সাধারণতঃ মস্তিষ্ক বিকৃতি ও মূর্চ্ছারোগে উপরোক্ত লক্ষণ সকল দেখা যায় সেইজন্য এই দুই রোগে প্ল্যাটিনাম বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

যে সকল স্ত্রীলোকের অল্প বয়সেই অঙ্গাদি বেশ পরিপুষ্ট হয় এবং অল্প বয়স হইতেই প্রচুর, কাল চাপ চাপ, দুর্গন্ধযুক্ত ও বহুদিন স্থায়ী ঋতুস্রাব হয়, অল্প বয়স হইতেই কামোন্মত্ত হইয়া উঠে, জননেন্দ্রিয় সামান্য স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সহবাসকালে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, গর্ভাবস্থায় কামেচ্ছা বর্দ্ধিত হয় তৎসহ দুরারোগ্য কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে প্ল্যাটিনামই ঔষধ। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য প্লাটিনাম প্রয়োগ করিবার পর আরোগ্য না হইলে প্লাম্বাম ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠবদ্ধতায় মলদ্বারে মল আঁটিয়া থাকে সহজে বাহির হয় না।

মন :—প্ল্যাটিনাম রোগিণী বড়ই অহঙ্কারী, তাহার কাছে সকল বস্তু ও ব্যক্তি ছোট এবং বিদ্যায় বুদ্ধিতে সকলেই তাহা অপেক্ষা হীন। ভয়ানক কামোন্মাদ, কামোন্মত্ততায় সে যাহাকে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যায়। সে যেমন অহঙ্কারী তেমনি হত্যা করিবার দুর্দ্দমনীয় ঝোঁক। পরছিদ্রান্বেষী, অশ্লীল ভাষী ও রাগী। প্রত্যেক বিষয়েই বীতশ্রদ্ধা ও কান্না। ঋাবদ্ধ ঋতু জন্য নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা। মানসিক লক্ষণচয় বৃদ্ধি পাইলে শারীরিক লক্ষণচয়ের উপশম। কোন কারণে রাগিয়া গেলে বা ভয় পাইলে তাহার শরীর কাঁপিতে থাকে, প্ল্যাটিনাম রোগিণীর মেজাজ পরিবর্ত্তনশীল (ইগ্নে, পাল্‌সে, নাক্স-ম)। ইহার রোগীর মৃত্যুভয় খুব, তাহার মৃত্যু অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী এই মনে করিয়া তাহার হৃদ্‌স্পন্দন হয় (অ্যাকোনাইট)।

স্ত্রীরোগ :—অল্প বয়সেই প্রচুর দীর্ঘকালস্থায়ীকাল চাপ চাপ দুর্গন্ধযুক্ত ঋতুস্রাব হয়—ঋতুস্রাবের সময় রোগিণী ভয়ানক অহঙ্কারী হইয়া পড়ে এবং তাহার যোনিতে বেদনা ও জ্বালা এবং প্রসবের বেগের ন্যায় বেগ উপস্থিত হয়। ইহার রক্তস্রাব কাল চাপ চাপ আল্‌কাতরার ন্যায় জমাট রক্ত (ক্রোকাস)। প্ল্যাটিনামের রক্তস্রাব অনেকদিন স্থায়ী হইতে পারে, কোন কোন রোগিণীর ২০।২৫ দিন স্থায়ী রক্তস্রাব হয়। ইহাতে নিম্নদিকে ঠেলামারা বেদনা আছে, খালধরে পরক্ষণে সেই স্থান অসাড় হইয়া যায়। জরায়ুর স্থানচ্যুতির সহিত রোগিণীর কামোদ্রেক সাংঘাতিক আকার ধারণ করে, তাহার সম্মুখে যাহাকে দেখে তাহাকেই অত্যন্ত জোরের সহিত আলিঙ্গন করিতে যায়। **কামোন্মাদ ;** ঋতুস্রাবের সহিত তাহার জরায়ুতে সঙ্কোচন হইতে থাকে এমন কি কোন কোন রোগীর প্রসব বেদনার ন্যায় বেগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা রোগিণীদিগের এইরূপ জরায়ুর সঙ্কোচন থাকিলে প্ল্যাটিনামই ঔষধ। একস্থান হইতে অন্যস্থানে

যাইয়া যদি কোন যুবতীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে বা স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বা নিয়মিত মাসিক স্রাব বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে প্ল্যাটিনাম ব্যবহার্য্য।

ক্রোকাস রোগিণীরও কাল কাল জমাট রক্তস্রাব হয় কিন্তু ইহার রোগিণীর পেটের ভিতর যেন একটা জীবন্ত পদার্থ নড়িয়া বেড়াইতেছে এরূপ বোধ। প্ল্যাটিনামে ঐরূপ কোন অনুভূতি নাই। **ক্যামোমিলা** রোগিণীরও রক্ত অধিক পরিমাণে কাল চাপ চাপ হয় তবে ক্যামোমিলা রোগী অত্যন্ত রাগী আর প্ল্যাটিনামের রোগিণী অত্যন্ত অহংকারী। ইহাদের মানসিক লক্ষণের ভিতর বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই।

প্ল্যাটিনাম তড়কার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কামোন্মাদ, অহংকারী প্রভৃতিদের তড়কায় ইহা উপযোগী। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় তড়কা হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় তবে দেখিতে হইবে শিশু অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ এবং তড়কার পর সে নিস্তেজ হইয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে কিনা। তড়কার যেমন ইহা উত্তম ঔষধ সেইরূপ মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা রমণীদেরও উত্তম ঔষধ। মূর্চ্ছাবায়ু-পীড়িত রমণীদের মৃত্যুভয় অত্যধিক (অ্যাকোনাইটের ন্যায়) রোগিণী মনে করে যে এই মূর্চ্ছায় তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। মূর্চ্ছারোগগ্রস্তা রমণী সময় সময় আহ্লাদিত হয় আবার পরমুহূর্ত্তেই শোকার্ত্তা হইয়া পড়ে, আবার অল্পক্ষণের ভিতরই ভয়ানক কাম-পিপাসা জাগরিত হয় এই প্রকার মূর্চ্ছারোগীর পক্ষে প্ল্যাটিনাম অতি উত্তম ঔষধ। প্ল্যাটিনামের মূর্চ্ছাবায়ু রোগিণী দেখিলে মনে হয় যেন বদ্ধ পাগল। সূতিকা-উন্মাদ বা কামোন্মাদ রোগিণীর রোগ ক্ষেত্রেও প্ল্যাটিনাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উচ্চ হাস্য করে, এমন কি বাড়ীতে হয়ত কেহ মারা গিয়াছে কিন্তু রোগিণী অস্বাভাবিক হাসিতে সকলকে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

ডিম্বকোষের প্রদাহ হইয়া যদি তথায় পূঁজ জন্মে, আক্রান্তস্থান ফুলিয়া যায় তখন লক্ষণানুসারে ল্যাকেসিস, সাইলি, হিপার প্রয়োগ করিয়া কোন ফল না পাইলে প্ল্যাটিনাম উপযোগী।

জরায়ু-চ্যুতিতেও ইহা সিপিয়ার ন্যায় ফলপ্রদ ঔষধ। জরায়ু-চ্যুতির সহিত কুঁচকীতে ও কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে ও তথায় হাত দিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে কিন্তু প্ল্যাটিনামের সামযিক লক্ষণ সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরশূল প্রভৃতি রোগে প্ল্যাটিনাম ব্যবহার্য্য ঔষধ তাহা আমরা বিশেষ অধ্যায়ে এবং প্রাথমিক অধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়াছি (সেই সেই অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

পুংজননেন্দ্রিয়:—অল্প বয়সে বা যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে যাহারা অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করে তাহাদের নানাবিধ পীড়ায় প্ল্যাটিনাম উপযোগী। এইরূপ কুঅভ্যাসাদির ফলে যাহাদের মৃগী হইয়া সদা বিমর্ষ ভাবে দিন কাটায়, মৃগীর আক্ষেপকালে মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, হয় চোখ মুখ বসিয়া যায় তাহাদের জন্য ইহা উপযোগী। রোগীর অস্বাভাবিক কামোদ্দীপনা হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছাস হয়, রাত্রে কামোদ্দীপক ও প্রেমপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। সঙ্গম অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয় সেইজন্য তাহার বিশেষ সুখানুভব হয় না।

সন্ধ্যার সময় হঠাৎ মাথাঘোরা আরম্ভ হয় এবং সেই সময় সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। যে সকল রোগিণী অল্পে কাতর হয় বা সামান্যতেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে তাহাদের স্নায়বিক শিরঃপীড়ায় ইহা উপযোগী। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও রক্তিমাকার ধারণ করে, মাথার ভিতর ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে, বেদনা ধীরে ধীরে আসে ও ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। ক্রোধ জনিত ও বিরক্তিজনিত

শিরোবেদনা। মাথাধরার সময় তাহার এইরূপ অনুভব হয় যেন কেহ জোরে তাহার মাথায় একটী ফিতা বাঁধিয়া রাখিয়াছে (অ্যা-নাই, ককিউ, জেল্‌স)।

চক্ষুর ভিতর ঠাণ্ডা অনুভব, সে চোখে সকল দ্রব্য জীবজন্তু ও মানুষ ক্ষুদ্র দেখিয়া থাকে। চক্ষুর পাতায় অনবরত স্পন্দনে ইহা অ্যাগারিকাস তুল্য।

নিদ্রায় সে নানাবিধ স্বপ্ন দেখে, যুদ্ধবিগ্রহ ও শোণিতপাতের স্বপ্ন ও নানাবিধ কামোত্তেজক স্বপ্নও দেখে। তাহার নিদ্রাকালে অত্যন্ত ঘাম হয় (চায়না, কোনায়াম, পাল্‌সেটিলা)।

সম্বন্ধ :—প্ল্যাটিনাম—অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতায়—প্যালেডিয়াম তুল্য ; কৃত্রিম মৈথুন জন্য আক্ষেপে—ষ্ট্যাফিস তুল্য ; জরায়ু পীড়ায় অত্যন্ত কামোন্মত্ততায়—মুরাম, সিপিয়া তুল্য ; নির্লজ্জতায় ও বিকারে ভূতপ্রেত দেখায়—হায়োসায়েমাস তুল্য ; মৃত্যুভয় ও মৃত্যুর সময় বলায়—অ্যাকো, আর্সেনিক তুল্য ; কোষ্ঠবদ্ধতায়—লাইকো, অ্যালুমিনা তুল্য ; রক্তস্রাবে—ক্যামোমিলা তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

প্ল্যাটিনাম-মিউরিয়েটিকাম-নেট্রনেটাম।

(Platinum Muriaticum Natronatum.)

পরিচয় :—ক্লোরো-প্ল্যাটিনেট-অভ্-সোডিয়াম।

ব্যবহারস্থল :—বহুমূত্র ও মুখ হইতে লালাস্রাব এবং উদরাধ্মান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

প্ল্যাটিনাম-মিউরিয়েটিকাম (Platinum Muriaticum.)।

অপর নাম—ক্লোরাইড-অভ্-প্ল্যাটিনাম।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশ রোগে যেখানে কেলি-আয়োড বিফল হয় সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। উপদংশযুক্ত বাতরোগ, পুরাতন প্রমেহ, মুখব্রণ, পাকাশয়ের দুষ্ট ক্ষত, উপদংশ-জনিত অস্থিক্ষত (বিশেষতঃ নাসিকা ও আঙ্গুলের) গলক্ষত, পায়ের অস্থিক্ষত ও মস্তকের পশ্চাৎদেশে তীব্র বেদনা লক্ষণে ইহা ফলপ্রদ।

প্ল্যাটেনাস (Platanus.)।

ব্যবহারস্থল :—চোখের পাতায় অর্ব্বুদ ও চোখের ছানিপড়া রোগে কিছুকাল এই ঔষধের মূল অরিষ্ট প্রয়োগ করিলে ছানি ভাল হয় ও অর্ব্বুদ মিলাইয়া যায়। ইহা মাছের আঁসের ন্যায় কঠিন মামড়িযুক্ত চর্ম্মরোগেও উপযোগী।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা মাত্রা।

পলিনিয়া সোরবিলিস (Paullinia Sorbilis) ।

অন্যনাম :—গুযারাণা।

ব্যবহারস্থল :- যাহারা অতিরিক্ত চা ও কফি পান করে তাহাদের বমনেচ্ছাসহ মথার যন্ত্রণার জন্য ইহা উত্তম ঔষধ। মদ্যাদি পানের পর যাহাদের দপদপকারী মাথার যন্ত্রণা হয়, তাহাদের পক্ষেও ইহা ব্যবহার্য্য। মানসিক উত্তেজনা।

কপাল ও বাহুর উপরে হলদে রঙের দাগ ও রসপূর্ণ উদ্ভেদ; আমবাত (এপিস, ডালুকা, রাস-টক্স, ক্লোরাল) শিশুদের ওলাউঠা। উদরাময়, রক্তাক্ত, উজ্জ্বল সবুজ, ছোট ছোট পাতলা মাংসের মত কুচী মিশ্রিত গন্ধহীন প্রচুর মল। রোগী ক্ষেত্রে যেখানে গন্ধহীন মল দেখিলে পলিনিযার কথা মনে করিবে। আহারের পরই খুব ঘুম পায, কিছুতেই জাগিযা থাকিতে পারে না। মাথাভার, মুখ রক্তিমাভ ও যেন ফুলো ফুলো। সাধারণতঃ মূল অরিষ্ট পাঁচ ফোঁটা মাত্রায দিনে দু'বার সেব্য।

যাহাদের অত্যধিক নিদ্রাহীনতা হয তৎসহ মাথা ভারবোধ থাকে তাহাদের উপযোগী।

শক্তি :—ইহার মূল ঔষধ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয।

প্যানক্রিয়াটিনাম (Pancreatinum.) ।

পরিচয় :—মেষ ও অশ্বের লালাগ্রন্থি ও ক্লোমগ্রন্থির নির্য্যাস হইতে চূর্ণাকারে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—বদহজম, আহারের এক বা দুই ঘটা অন্তর উদরশূল; উদরাময় রোগে অর্দ্ধ পরিপক্ক ভুক্তদ্রব্য নির্গমন, বহুমূত্র ও বাতরোগে উপযোগী।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০।

প্যাপেভার (Papaver Somnifera.) ।

ইহার অপর নাম ওপিয়াম। ওপিয়াম অধ্যায দ্রষ্টব্য।

প্যাপেয়া (Papaya.) ।

প্যাপেযা ও ক্যারিকা-প্যাপেযা একই ঔষধ। ক্যারিকা-প্যাপেযা অধ্যায দ্রষ্টব্য।

প্যালেডিয়াম (Palladium.) ।

পরিচয় :—ইহা এক প্রকার বহুমূল্য ধাতু।

ব্যবহারস্থল :—ইহা সাধারণতঃ ডিম্বাশযের পুরাতন প্রদাহে ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা অনেকটা প্ল্যাটিনাম সদৃশ লক্ষণযুক্ত ঔষধ এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক। প্যালেডিযাম স্ত্রীরোগ এবং মানসিক নানাবিধ পীড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। রোগীর ডানদিকের

ডিম্বাশয় ফুলিয়া যায়, ব্যথাযুক্ত হয়, ঐ স্থানে হাত বুলাইলে বা টিপিলে ব্যথার উপশম। শ্বেতপ্রদরের রোগিণীর জরায়ু মধ্যে ও মূত্রাশয় প্রদেশে বেদনা এবং যোনিপথে সমস্ত যন্ত্রাদি নিম্নে বাহির হইয়া পড়িবে এইরূপ বোধ করিলে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। প্রস্রাব করিবার সময় অত্যন্ত কষ্টবোধ এবং তখন যেন জরায়ু বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ বোধ। শুইয়া থাকিলে কিছু উপশম। জরায়ুর স্থানচ্যুতির সহিত পিঠে ও উরুতে বেদনা।

ইহার ঋতুস্রাব দ্রুতপাদক্ষেপে আরম্ভ হয়, সাধারণতঃ যে ঋতুস্রাব অমাবস্যায় আসে সেই ঋতুস্রাব পূর্ণিমায় আবির্ভূত হয় এবং অত্যধিক শিরঃবেদনা থাকে। ঋতুস্রাবের সময় পেটে ভয়ানক ব্যথা, শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় ঋতুস্রাব। রোগিণী দিনের বেলায় সামান্য পরিশ্রম করিলেই জরায়ু ও মূত্রাশয়ের ভিতর যন্ত্রণাবোধ করে।

ইহার রোগিণীর সামান্য কারণেই ক্রোধ হয় এবং লোককে অত্যন্ত অবাক্য-কুবাক্য বলিতে থাকে। রোগিণী অত্যন্ত আত্মপ্রশংসাপ্রিয় পরের মন্তব্যের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব স্থাপন করে সুতরাং তাহার বাড়ীতে বহু বন্ধু একত্রিত হইলে ও তাহারা রোগিণীর সুখ্যাতি করিলে রোগিণীর মন প্রসন্ন থাকে। রোগিণী অত্যন্ত তোষামোদ প্রিয়। তাহার আত্মগরিমা অত্যধিক, সামান্য কারণে তাহার আত্মগরিমায় আঘাত লাগে। ইহার মানসিক লক্ষণাদি অনেকটা প্ল্যাটিনামের ন্যায়।

সম্বন্ধ :—প্যালেডিয়াম—ডানদিকের ডিম্বকোষের প্রদাহে—এপিস, গ্রাফাইট, প্ল্যাটিনা তুল্য ; জরায়ু বাহির হইয়া পড়িবে এই লক্ষণে—লিথিয়াম, সিমিসি, সিপি, তুল্য ; কোমরের বেদনায়—ট্যারেন্টুলা সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—৬x, ৩০, ২০০ এবং স্ত্রীরোগে ১০০০ বা তদুর্দ্ধ শক্তি।

প্যারাফাইন (Parafine.)

পরিচয় :—বিশুদ্ধ প্যারাফিন হইতে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—ইহা কোষ্ঠকাঠিন্যের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ বিশেষতঃ শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতায় ইহা অতি চমৎকার ঔষধ ; অজীর্ণ ; স্তনের পীড়া, শ্বেতপ্রদর, মেরুদণ্ডের পীড়া ও বেদনা, চক্ষুরোগ দৃষ্টি-বিকৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

প্যারাফিন—কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ এবং জরায়ুঘটিত স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের নানাবিধ রোগে ইহা উপযোগী। ইহার বেদনা একবার একস্থানে আবার অপর স্থানে; একবার পেটে আবার গলাতে বা মেরুদণ্ডে চলিয়া বেড়ায়। ইহার বেদনাদি কর্ত্তনবৎ, মুচড়ানবৎ, হুলবিদ্ধবৎ এবং দ্রুত চলিয়া বেড়ায়। যেমন বেদনা একবার পাকস্থলী ও মেরুদণ্ড বা পাকস্থলী ও গলার ভিতর এই দুই অংশে পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে। আবার পাকাশয়ের বেদনার সহিত হৃদস্পন্দন আরম্ভ হয়। ইহার রোগীর মাথায় ব্রহ্মতালুর বামদিকে যেন একটী লৌহকীলক প্রবিষ্ট হইতেছে এরূপ যন্ত্রণা। রোগীর মাথার চামড়া স্পর্শ করিলে মনে হয় যেন উহার ভিতর একটী বড় ফোড়া হইয়াছে। রোগীর দৃষ্টি আবছায়া আবছায়া, সকল জিনিষই সে অস্পষ্ট দেখে। তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন অসংখ্য কাল বিন্দু সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে এরূপ বোধ, কোন দ্রব্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চোখে জল

আসে। প্যারাফিন রোগীর ক্ষুধা অত্যন্ত, সব সময়ই সে যেন ক্ষুধার্ত্ত। ক্ষুধা অত্যন্ত থাকা সত্ত্বেও কোন দ্রব্যের আস্বাদ পায় না। আহারের কয়েক ঘণ্টার ভিতরই অম্বল ঢেঁকুর এবং পুনঃপুনঃ বমি করিবার ইচ্ছা, বমনে তাহার অপরিপক্ক পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। পেটের যন্ত্রণার সহিত পর্য্যায়ক্রমে গলায় ও মেরুদণ্ডে বেদনা। ঐ বেদনা বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় সেই সঙ্গে পেট ফাঁপাও থাকে। পেটের যন্ত্রণাব সহিত হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনও ইহাতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি প্যারাফিন মলকাঠিন্যের একটী উত্তম ঔষধ। ইহার মলকাঠিন্যতায় রোগীর দুইদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ বাহ্যে হয় না, দুইদিন পর সে ছোট ছোট গুটিলাযুক্ত অল্প মলত্যাগ করে (ব্রাই, হাইড্রাস, নক্স, ওপি)।

ফস, ম্যাগ-মিউর—রোগী তিন-চার দিবস অন্তর মলত্যাগ করে।

অ্যাসিড-পিক্রিক—রোগী চারি-পাঁচ দিবস পরে একবার বাহ্যে করে।

নেট্রাম-মিউর—রোগী পাঁচ-ছয় দিবস অন্তর বাহ্যে করে।

সিমিসিফিউগা—রোগিণীর পাঁচ-সাত দিবস অন্তর এনিমা না দিলে বাহ্যে হয় না।

প্লাম্বাম, মেজেরিয়াম, এপিস—রোগীর প্রতি আট-দশ দিবস অন্তর বাহ্যে হয়।

ওপিয়াম—রোগীর সপ্তাহে একবার বাহ্যে হয়।

প্যারাফিনাম রোগীর মলত্যাগ কালে মলান্ত্র মধ্যে ছেদনবৎ যন্ত্রণা এবং কুন্থন; কুন্থন প্রায় একঘণ্টা স্থায়ী হইয়া থাকে। শিশুদিগের দুরারোগ্য কোষ্ঠকাঠিন্যে বা যখন শিশু তিন-চার দিবস অন্তর মলত্যাগ করে এবং মলত্যাগের সময় অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে তখন ইহা উত্তম ঔষধ। প্যারাফিন রোগিণী যত অল্প জলই পান করুন না কেন ১৫।২০ মিনিট অন্তর তাহার প্রস্রাব হইবেই। ইহার প্রস্রাব অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ফিকা।

মাসিক ঋতু সময় মত হয় না, দেরিতে হয়; প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ স্রাব; প্রদর স্রাব শাদা; স্তনবৃন্ত স্পর্শাসহ, রোগিণী মনে করে যেন স্তনের ভিতর ঘা হইয়াছে; কামাদ্রি মধ্যে বিদ্ধকরণবৎ যন্ত্রণা প্রস্রাব করিবার সময় যোনি মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা। চর্ম্মরোগে ক্রিয়োজোট ন্যাপথালিন, পেট্রোল প্রভৃতির ক্রিয়ার সহিত প্যারাফিনের ক্রিয়ার অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে শীতকালে গা, হাত পা ফাটিলে প্যারাফিন মলম প্রয়োগ উপকারী।

শক্তি:—২x, ৩x, ৬x বিচূর্ণ, ৩০, ২০০ শক্তি।

প্যারেইরা-ব্রাভা (Pareira Brava.)

পরিচয়:—ইহার অপর নাম ভার্জ্জিন-ভাইন।

ব্যবহারস্থল:—এই ঔষধ প্রস্রাবের নানাবিধ পীড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। ইহা মূত্রগ্রন্থির-প্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রশাবিকা-গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং প্রমেহাদি পীড়া, মূত্রপাথরী প্রভৃতি রোগে কার্য্যকরী। মূত্রাশয়ের প্রদাহে রোগীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ, সেই সঙ্গে ভয়ানক বেদনা ও কুন্থন; ঐ সকল লক্ষণের বৃদ্ধি, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত।

মূত্রকৃচ্ছ্রতায় রোগীর ভয়ানক যন্ত্রণা—প্রস্রাব করিতে হইলে রোগীকে হামাগুড়ি দিয়া ভূমিতলে মস্তক স্পর্শ করিতে হয়, ইহা না করিলে তাহার মোটেই প্রস্রাব হয় না, মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্ররোধের

জন্য মূত্রাশয়-মুখশায়িকা-গ্রন্থির বৃদ্ধিতেও ইহা ফলপ্রদ। যখন রোগী হামাগুড়ি দিয়া প্রস্রাব করিতে থাকে তখন ঐরূপ ভাবে যে প্রায় ১০ হইতে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত থাকিবার পর তাহার থামিয়া থামিয়া ২।১ ফোঁটা প্রস্রাব হয়, আবার মধ্যে মধ্যে থামিয়া যায়, লিঙ্গমণির মুখে জ্বালা করে—প্রস্রাব রক্তাক্ত, ফেনাময়, অম্লযুক্ত ও ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানিযুক্ত।

মূত্রাশয়ের প্রদাহে রোগীর প্রস্রাবের গন্ধ ভয়ানক ঝাঁঝাল রকমের (অ্যা-নাই) প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে গাঢ় শাদা শাদা শ্লেষ্মা নির্গত হয়। মূত্রাশয়ের প্রদাহে বা মূত্রকৃচ্ছ্রতায় রোগীর মূত্রাশয় হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ইহা কার্য্যকরী।

বার্ব্বারিস-ভাল্‌গা:—ইহাও মূত্রগ্রন্থির শূলে উপযোগী ঔষধ, মূত্রগ্রন্থির শূল বেদনায় সাধারণতঃ আমাদের সর্ব্বপ্রথম এই ঔষধের নামই মনে পড়ে ইহার বেদনা মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্ক হইতে আরম্ভ হইয়া কেবল পাছা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রমেহ রোগে এই ঔষধ বার্ব্বারিস, টেরিবিন্থিনা, সার্সাপ্যারিলা, চিমাফিলা, স্যাবল্‌-সেরুলেটা তুল্য (ঐ সমস্ত ঔষধ দেখ)।

সম্বন্ধ:—প্যারেইরা-ব্রাভা—মূত্রাশয়ের আক্ষেপ ও প্রদাহ—চিমাফিলা, ইউভা-উর্সি ও ভার্কাস্‌কাম্‌ তুল্য; মূত্রাশয়ের মুখশায়িকা গ্রন্থির পীড়া—হাইড্রাষ্টিস, চিমাফিলা, স্যাবাল-সের্‌ তুল্য; মূত্রপাথুরীশূলে—ওপিয়াম, বার্ব্বারিস তুল্য, প্যারেইরা-ব্রাভা—প্রস্রাবের পর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাবে—সেলিনিয়াম তুল্য ঔষধ।

শক্তি:— মূল অরিষ্ট, ১x, ২x, ৩x ক্রম।

প্যারিএটেরিয়া (Perietaria.)।

ব্যবহারস্থল:—মূত্রপাথুরী, নিদ্রিত অবস্থায় খুব ভয়; মনে হয় যেন কেহ বুক চাপিয়া ধরিয়াছে। রোগী স্বপ্ন দেখে যেন তাহাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হইতেছে।

শক্তি:—মাদার টিংচার, ৩x, ৬x প্রভৃতি।

প্যারিস-কোয়াড্রিফোলিয়া (Paris Quadrifolia.)।

পরিচয়:—ইহার অপর নাম অ্যাকোনাইটাম-পারডেলিয়ানকেস।

ব্যবহারস্থল:— এই ঔষধ অম্ল, অজীর্ণ; শিরঃপীড়া; স্নায়ুশূল; চক্ষুর স্নায়ুশূল; (প্রসবান্তিক) ভ্যাদাল ব্যথা; পক্ষাঘাত, হিক্কা; হাঁপানি; মূর্চ্ছাবায়ু; উন্মাদ; আঙ্গুলহাড়া; মেরুদণ্ডের পীড়া প্রভৃতির উপযোগী ঔষধ।

প্যারিস রোগীর নিজের একটী শ্রেষ্ঠ লক্ষণ আছে, তাহার মনে হয়, যেন তাহার সমস্ত যন্ত্রের আকার বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে যেন তাহার মাথার হাঁড়গুলি অত্যন্ত বড় হইয়াছে, যেন তাহার মাথার হাড়গুলি অত্যন্ত পাতলা হইয়া মস্তিষ্ক ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। কেবল মাথার ব্যাপার নিয়াই সে চিন্তা করে না, চক্ষুর ব্যাপারও ঐরূপ; যেন তাহার অক্ষিগোলক বড় হইয়া অক্ষি-কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে; এত বড় হইয়া পড়িতেছে যে চোখের পাতা তাহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাহার জিহ্বাও অত্যন্ত বড় হইয়াছে এরূপ বোধ। রোগীর

চক্ষে এত বেদনা যেন মনে হয় কেহ দড়ি বাঁধিয়া তাহার চক্ষু পিছনের দিকে টানিতেছে। রোগীর দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়, অক্ষিগোলক সীসাকের ন্যায় ভারী বোধ। মাথার যন্ত্রণায় ইহার ক্রিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

রোগীর মাথার অত্যধিক যন্ত্রণা, যন্ত্রণা মাথার চাঁদিতেই বেশী হয়, মাথায় এত ব্যথা যে সে তাহার চুল আঁচড়াইতে পারে না, ইহার মাথাধরা ঘাড়ের নিম্নদিক হইতে আরম্ভ হইয়া উপরের দিকে চলিয়া যায়, ঐ সময় সে মনে করে মাথাটা প্রকাণ্ড বড় হইয়াছে।

ষ্ট্রন্‌সিয়া-কার্ব্ব—ইহারও মাথার যন্ত্রণা ঘাড়ের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া উপরেরদিকে চলিয়া যায় (সাইলি, নাক্স-ভমিকা)।

মেনিয়ান্থিসের মাথার যন্ত্রণা প্যারিসের ন্যায়, তবে পার্থক্য এই মাথার যন্ত্রণার সময় রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার পর্দ্দাগুলি টানিয়া ধরিতেছে, এখনই বুঝি মাথা ফাটিয়া যাইবে। প্যারিস রোগীর স্বরনলী ও বায়ুনলীর মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চয়বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসিয়া ঐ শ্লেষ্মা তুলিবার চেষ্টা করে, ইহাতে কাসি বিশেষ দেখা যায় না, বা কাসির রোগীর জন্য ইহার সেরূপ ব্যবহারও নাই; তবুও যখন দেখা যায় দিনের ভিতর অন্য কোন সময় রোগীর গয়ের উঠে না, কেবল প্রাতে গয়ার উঠে এবং ঐ গয়ের অত্যন্ত গাঢ় চটচটে ও উহার রং সবুজ তখন ইহা ব্যবস্থেয়। প্যারিস উন্মাদরোগীর উত্তম ঔষধ; বিশেষতঃ যদি ঐ সকল রোগী খুব বেশী কথা বলে, অসম্ভব অসম্বন্ধ কথা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া বলিতে থাকে, আবার মহাস্ফূর্ত্তির সহিত নানারূপ বাক্যালাপ করে তবে ইহা বিশেষ উপযোগী।

প্যারিস রোগীর গায়ের কোন কোন অংশ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়। জ্বরের শীতাবস্থায় রোগীর শরীরের চামড়া ও সমস্ত শরীর যেন কুঁচকাইয়া যাইতেছে এরূপ বোধ। রোগীর হাতের আঙ্গুল শুষ্ক, যখন তখন অবশ হইয়া যায়, কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে তাহা কর্কশ মনে করে, ইহার রোগীর হাতের আঙ্গুলগুলি পর্য্যায়ক্রমে ঠাণ্ডা বা গরম হয় এবং মরা মানুষের হাতের ন্যায় ফ্যাকাসে হইয়া যায়।

ইহার রোগী অত্যন্ত গন্ধকাতর, কোন জিনিসের গন্ধ সে সহ্য করিতে পারে না, এমন কি দুধ ও রুটী হইতে পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ পায়, তাহার মল হইতে সে পচা গন্ধ পায়, তাহার চক্ষু হইতে যে স্রাব নিঃসৃত হয় তাহাও যেন পচা গন্ধবিশিষ্ট।

গারেন্সি বলেন, প্যারিস রোগীর অত্যন্ত দুর্গন্ধ অসহিষ্ণুতা; প্রাতে রোগীর গয়ারে শ্লেষ্মা উঠে, সন্ধ্যার সময় কিছুই উঠে না; সমস্ত অঙ্গের আকার বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ বোধ, মনে করে তাহার শরীর প্রকাণ্ড বড় হইয়াছে, তাহার মুখে জল সঞ্চিত হয়, প্রস্রাবের উপর তৈলের ন্যায় সর ভাসে, এই সমস্তই প্যারিসের মোট কথা। ইহার রোগীর কি বিশ্রাম, কি দেহ সঞ্চালন, সকল অবস্থাতেই হৃদ্‌স্পন্দন হইয়া থাকে।

শক্তি:—১x, ৩x ও ৩০ শক্তি।

প্যাস্টিনেকা (Pastinaca.) ।

ব্যবহারস্থল :—বাবদূক বা বাচাল ; যাহারা অনাবশ্যক কতকগুলি এলোমেলো কথা বলে, রোগাবস্থায় অতিরিক্ত ভুল বকে (delirium) ; মদাত্যয়—অতিরিক্ত পানদোষ জন্য সর্ব্বাঙ্গের কম্পন ও বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকা ; দৃষ্টিবিভ্রম নানাপ্রকার কাল্পনিক দৃশ্য দেখে ; দুগ্ধ অসহ্য হওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। ক্ষয়িষ্ণু বা ক্ষয় রোগগ্রস্ত রোগী ও "মূত্র পাথরী" আক্রান্ত রোগী ইহার মূল অরিষ্ট ১০।১৫ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে সুফল আশা করিতে পারেন।

শক্তি :—৩, ৬।

প্যাসিফ্লোরা-ইনকারনেটা (Passiflora Incarnata.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম প্যানস-ফ্লাওয়ার বা ঝুমকো ফুল।

এই ঔষধের নাম পূর্ব্বে হেলের পুস্তকের কোনও এক পৃষ্ঠার এক পাশে উপেক্ষিতভাবে পড়িয়াছিল, এখন প্যাসিফ্লোরা চিকিৎসকগণের গোচরীভূত, চিকিৎসা জগতে সুপরিচিত ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুপরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত এবং বহুল ব্যবহৃত প্রায় সর্ব্বলোক বিদিত ঔষধ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ শিশুদিগের নানাবিধ পীড়ায় যথা শিশু-কলেরা, ধনুষ্টঙ্কার, আক্ষেপ, আক্ষেপিক হুপিংকাসি, আক্ষেপিক হাঁপানি, সদ্যজাত শিশুর চোয়াল আটকান, কৃমির জন্য নানাবিধ আক্ষেপ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

প্যাসিফ্লোরা নানাবিধ আক্ষেপের উত্তম ঔষধ। সদ্যজাত শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কার রোগে এবং প্রসবের পর প্রসূতির তড়কা বা আক্ষেপে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় ও কৃমির জন্য আক্ষেপ বা তড়কায় ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

প্যাসিফ্লোরা আক্ষেপিক হাঁপানি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। আক্ষেপিক হাঁপানির সময় ইহার মূল অরিষ্ট ১০ ফোঁটা মাত্রায় ১০।১৫ মিনিট অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিলে অতি অল্প সময়ের ভিতর হাঁপানির টান কমিয়া যায়।

প্যাসিফ্লোরা সেবনে অনিদ্রা, ঝিন্‌ঝিনে বাত, উদরশূল, দাঁতকপাটী লাগা, প্রসবকালীন ও প্রসবান্তিক উপসর্গ, আক্ষেপ, মদাত্যয, আনর্ত্তন বা দৈহিক কম্পন, অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা ও প্রসূতির নানা রোগ নিরাকৃত হয়। ইহা অনিদ্রার খুব ভাল ঔষধ।

শিশু, বৃদ্ধ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং শ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিদ্রাহীনতায় এই প্যাসিফ্লোরা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বিসর্প, উপদংশ, অর্শ প্রভৃতি রোগে ইহার মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রয়োগে অতি শীঘ্র শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

মূর্চ্ছার সময় বা আক্ষেপের সময় তাহার প্রবল মাথার যন্ত্রণা হয়, চক্ষু যেন ঠেলিয়া বাহির হইবে, তাহার পায়ের গোড়ালি যেন শূন্যে রহিয়াছে এরূপ বোধ (অ্যাসিড-ফস্ রোগীও ঐ ভাবে তাহার পায়ের গোড়ালি শূন্যে রহিয়াছে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট এবং ১ম শক্তি।

প্রুণাস-স্পাইনোসা (Prunus Spinosa.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্লোই ; প্রুণাস কমিউনিস।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চক্ষুরোগ, স্নায়ুশূল, **সর্ব্বাঙ্গিন শোথ** ও **উদরী** রোগের একটী উত্তম ঔষধ। **মূত্রযন্ত্রের** উপর ইহার **বিশেষ ক্রিয়া** আছে।

প্রুণাস-স্প্যাইনোসা রোগীর চোখের ভিতর এত চাপবোধ ও বেদনা যে রোগী মনে ভাবে যেন তাহার চক্ষু দুইটী গলিয়া গেল, তাহার চক্ষুতে তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা হইতে থাকে ; যেদিকের চক্ষুতে ঐরূপ বেদনা সেইদিকের মাথায়ও ঐরূপ তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা হইতে থাকে। চক্ষুতে থ্যাৎলান বেদনাও থাকে, এরূপ বেদনা সাধারণতঃ গ্লোকমা রোগীরই বেশী হয়। ডাঃ **নর্টন** ও অ্যালেন বলেন, **অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল এবং চক্ষু দুইটীর বিভিন্ন অংশের প্রদাহের জন্য ইহা একটী উত্তম ঔষধ।** তাঁহারা যে এই ঔষধটীকে উপশমকারক বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা বলেন যে এই ঔষধের দ্বারা চক্ষু প্রদাহের গতিরোধ করা যায় এবং দৃষ্টিশক্তি মন্দ হইবার আশঙ্কা দূর করিয়া দেয়।

প্রুণাস স্পাইনোসা উদরী ও হৃদ্‌রোগের উত্তম ঔষধ, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রোগী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এবং তাহার মনে হয় যেন তাহার নিশ্বাস আর নীচেরদিকে যাইতেছে না। রোগী যেন সর্ব্বদাই হাঁপাইতেছে এরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, সামান্য সঞ্চালনে হৃদ্‌যন্ত্রের গতি ভয়ানক বৃদ্ধি পায়।

রোগীর পা ও জানুতে মচ্‌কে যাইবার ন্যায় বেদনা, পৃষ্ঠভাগ আড়ষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ, যেন উহাতে আঘাত লাগিয়াছে; রোগী কলম বা অন্য কিছু ধরিতে পারে না, যেন তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি মচ্‌কাইয়া গিয়াছে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্ব যেন সন্ধিচ্যুত হইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা। ইহার রোগীর মুখমণ্ডলে কেবলমাত্র নিদ্রিত অবস্থায় ঘর্ম্ম হয়।

মূত্রযন্ত্রের উপর ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া দেখা যায়। মূত্রাশয়ে টানবোধ। মূত্রত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা; মূত্রবেগ খুব, কিন্তু বিশেষ চেষ্টাতেও মূত্রত্যাগ হয় না ; অনেক চেষ্টার পর মনে হয় মূত্রনলী দিয়া মূত্র বাহিরেরদিকে আসিতেছে কিন্তু মূত্রদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া মূত্র যেন মূত্রাশয়ে ফিরিয়া যায়, তখন মূত্রপথে তার যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকে। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রুণাস রোগীর মূত্রাশয়ে প্রবল সঙ্কোচন, এইজন্য রোগী মোটেই রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে না, হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হইলে সে প্রস্রাব করিতে ছুটিয়া যাইতে বাধ্য হয়, কারণ তখন ছুটিয়া না গেলে মূত্রাশয় মধ্যে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হইতে থাকে, কিন্তু **বহুক্ষণ কোঁথ না দিলে তাহার প্রস্রাব কিছুতেই হয় না।** ইহার প্রস্রাবের স্রোত দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নির্গত হয়।

ইহার ঋতুস্রাব একটু অদ্ভুত ধরণের ; ঋতু অকালে প্রকাশ পায়, স্রাব প্রচুর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। ঋতুস্রাব ১৫ দিন হইতে দশ সপ্তাহ পর্য্যন্ত হইতে থাকে। যত দীর্ঘদিন ঋতুস্রাব হয় ততই রক্তের বর্ণ জলের আকার ধারণ করে।

দাঁতের যন্ত্রণাও অত্যন্ত, ইহার দাঁতের যন্ত্রণায় মনে হয় যেন কেহ তাহার দাঁতগুলি উঠাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, মুখে গরম জল নিলে বেশী হয়। জিহ্বাতে অত্যধিক যন্ত্রণা, যেন জিহ্বা পুড়িয়া গিয়াছে এরূপ বোধ।

প্রুণাস রোগীর ভয়ানক চিত্তচাঞ্চল্য, রোগী কোনমতে একস্থানে থাকিতে পারে না, সামান্ত পরিশ্রমে হাঁপাইতে থাকে। সে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, সর্ব্বদাই বিমর্ষ, উদাস ও খিট্‌খিটে ভাব।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—দেহ সঞ্চালন করিলে, গরম জিনিষ মুখে লইলে, স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি এবং দাঁতে দাঁত ঘষিলে, বিশ্রামে ও সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে উপশম।

সম্বন্ধ:—প্রুণাস—হৃদপিণ্ড রোগে—ক্র্যাটিগাস, ল্যাকেসিস তুল্য; চক্ষুরোগে—বেলেডোনা তুল্য; জিহ্বার লক্ষণে - ক্যাল্‌কেরিয়া তুল্য।

শক্তি:—৩x, ৬, ৩০ শক্তি।

দ্রষ্টব্য:—ভোক্‌মা বা তিসি ভিজাইয়া সেই জলপান করিলে বা পুরাতন তেঁতুলের সরবৎ পান করিলে প্রস্রাব সরল হয়।

প্রুনাস পেডাস (Prunus padas.) ।

ব্যবহারস্থল:—গলায় ঘা, বুকাস্থির পশ্চাৎদিকে চাপবোধ, মলদ্বারে সূচবিদ্ধবৎ বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

প্রুনাস ভার্জিনিয়ানা (Prunus verginiana.) ।

ব্যবহারস্থল:—হৃদ্‌রোগের একটি অতি উত্তম ঔষধ, কেহ কেহ টনিক হিসাবে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। উপদাহিত (irritable) হৃদ্‌যন্ত্র, ডানদিকের হৃদ্‌যন্ত্র-কোটরের প্রসারণ (dilatation), কাসি রাত্রিকালে শুইয়া পড়িলেই বৃদ্ধি, পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতায় ইহা কার্য্যকরী।

পিওনিয়া (Pæonia officinalis.) ।

পরিচয়:—ইহার অপর নাম—পিওনি। ইহা একপ্রকার বাৎসরিক বৃক্ষ। বসন্তকালে এই জাতীয় বৃক্ষের টাট্‌কা মূল হইতে মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল:—ভগন্দর, অর্শ প্রভৃতি **মলদ্বার সংক্রান্ত** রোগে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ; মলদ্বারের বিদারণ, পক্ষাঘাত; স্তনের ক্ষত; চক্ষুর স্নায়ুশূল; মাথা ব্যথা; মস্তকে রক্ত উঠা; রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় যাহাদের বুক চাপিয়া ধরে ও যাহারা রাত্রে নানাবিধ ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখে; শিরা ফুলিয়া উঠে তাহাদের পীড়ায় ফলপ্রদ। বিটপ-প্রদেশে ও ত্রিকাস্থির পার্শ্বের নিম্ন প্রদেশের ক্ষতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থল:—এই ঔষধটির ক্রিয়া মলদ্বার; মলান্ত্র এবং জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী বিটপ প্রদেশেই বেশী দেখা যায় অর্থাৎ ভগন্দর, মলদ্বার বিদারণ, মলদ্বারের স্ফোটক ও অর্শ প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ বিশেষ ক্রিয়াশীল।

মন :—রোগী কাহারও সহিত রীতিমতভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে চাহে না পাছে কেহ তাহাকে কোন দুঃসংবাদ শ্রবণ করায়, দুঃসংবাদ শুনিলে রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে এই লক্ষণ আমরা ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্, কফিয়া ও অ্যালিউমিনায় দেখিতে পাই।

মস্তক ও মুখমণ্ডলে রক্তপ্রদাহ; রোগী স্নায়ুমণ্ডলের বিশৃঙ্খলা জন্য সামান্য কিছুতেই বিচলিত হয়। একটু নড়িলে চড়িলেই বৃদ্ধি। চোখ জ্বালা; কাণের ভিতর বিবিধ শব্দ অনুভূত হয়।

ভগন্দর, অর্শ ও মলদ্বারে ক্ষত :—অপরাহ্নে রোগীর মলদ্বার মধ্যে কুট্‌কুট্‌ করিতে থাকে—আবার মলদ্বারের মুখ ফুলিয়া উঠে। রোগী তরল মল নিঃসরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ও মলত্যাগের পর তাহার অত্যন্ত শীতবোধ। পুনরায় রোগী পূর্ব্বোক্তরূপ তরল মল ৬ ঘণ্টা পরে নিঃসরণ করিয়া ঐরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িবে। অর্শরোগে মলান্ত্রের মধ্যে ক্ষত হইয়া মলদ্বারের চতুপার্শ্ব নীলবর্ণের হয় ও তথায় অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে থাকিলে ইহা ফলপ্রদ। মলদ্বারের অভ্যন্তরে অসহনীয় ব্যথাযুক্ত ক্ষত ও তৎসহ সমস্ত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর ক্ষত ও তথায় বিদারিত হইতেছে এরূপ যন্ত্রণা। মলত্যাগের পর যন্ত্রণা ক্রমশঃ অসহ্য হইতে থাকে সেই সঙ্গে আক্রান্তস্থানে কুটকুটানি ও জ্বালা, জ্বালার জন্য রোগী ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করে আর তাহার ঐ ক্ষত হইতে বীভৎস রস বাহির হইতে থাকে। তাহার পাছার নীচে গর্ত্তের ন্যায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। অর্শরোগীর মূত্রাশয়ের সঙ্কোচনবশতঃ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়, তাহার রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগের জন্য ঘুমের ব্যাঘাত হয়। ঘুমের ভিতর নানাবিধ ভয়ানক স্বপ্ন দেখে।

হস্তপদাদি :—তাহার হাতের কব্জিতে, আঙ্গুলে, হাঁটুতে ও পায়ের আঙ্গুলে বেদনা; পায়ের দুর্ব্বলতার জন্য হাঁটিতে কষ্টবোধ।

চর্ম্মরোগ :—তাহার পিকচঞ্চু অস্থির (coccyx) নীচে ঘা, উহা বেদনাযুক্ত, এমন কি হাত ছোঁয়ান যায় না। ভেরিকোস ভেইন, শয্যাক্ষত ও নানাবিধ ক্ষত রোগে ইহা ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—নিম্নশক্তি।

পিক্‌রোটক্সিন (Picrotoxin..)।

ব্যবহারস্থল :—মৃগী; সকালবেলা বিছানা হইতে উঠিবার সময় রোগের আক্রমণ। যক্ষ্মারোগীর নৈশঘর্ম্মেও ইহা ব্যবস্থা করা চলে। হার্ণিয়া ও লোকোমোটর এটাক্সিয়া রোগেও ইহা কার্য্যকরী।

পিক্সলিকুইডা (Pixliquida.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম আল্‌কাতরা; আল্‌কাতরা পাইন বৃক্ষের নির্য্যাস। কোন বদ্ধ ঘরে পাইন বৃক্ষ পোড়াইলে আল্‌কাতরা পাওয়া যায়।

ব্যবহারস্থল :—ফুস্‌ফুসের রোগে ও চর্ম্মরোগে ইহার ক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। ডাঃ ক্ল্যারিংটন বলেন্ যক্ষ্মারোগে যখন দুর্গন্ধযুক্ত ও বিস্বাদ পুঁজযুক্ত গয়ের পাওয়া যায় তখন

ইহা ব্যবহার্য্য। রোগীর বামদিকের বায়ুনলীতে বেদনা অর্থাৎ যক্ষ্মারোগের তৃতীয় অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা চর্ম্মরোগেরও একটি উত্তম ঔষধ, রোগীর হাতের পশ্চাৎদিকে এক প্রকারের উদ্ভেদ বাহির হয়; রাত্রিকালে উহাতে অসহ্য চুলকানি এবং নখ দিয়া চুলকাইলে সহজেই রক্তপাত হওয়া ইহার বিশিষ্টতা।

শক্তি :—১, ৩, ৬ শক্তি।

নিউমো কক্‌সিন ও নিউমো টক্সিন।

(Pneumo coccin and Pneumo toxin.)

ব্যবহারস্থল :—নিউমোনিয়া ও প্যারামেটিক নিউমোনিয়ায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা চলে।

পিচি (ফেরিয়ানা ইব্রিকেটা)।

ব্যবহারস্থল :—সমস্ত মূত্রপথে প্রদাহ, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা, ও মূত্রাশয়ের কুন্থন। তরুণ ও পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহে ইহা ফলপ্রদ। প্রষ্টেটিক গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ। প্রমেহ, শ্লেষ্মা ও পুঁজ নিঃসরণ হয়।

শক্তি :—মূল অরিষ্টের ১০—২০ বিন্দু।

পিউমাস-বলডাস (Peumus Boldus.)।

অন্যনাম : -বল্‌ডো।

ব্যবহারস্থল :—পাকযন্ত্র-পেশীর ক্রিয়ার অভাব যেমন ইহাতে দেখা যায় সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় উদরপেশীর ক্রিয়ার অভাব। ম্যালেরিয়ার পর যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি; যকৃতের ক্রিয়ার অভাব তৎসহ অবিরাম জ্বর, যকৃতপ্রদেশে ও পেটের ভিতর জ্বালা তৎসহ ভারীবোধ; যকৃতের ব্রণরোগেও ইহা ফলপ্রদ। রোগীর মুখে বিস্বাদ। হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস, সর্দ্দি, ফুস্‌ফুসের শোথ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—নিম্নশক্তিই ফলপ্রদ।

পিলোকার্পিন-মিউর (Pilocarpin Mur)।

ব্যবহারস্থল :—যে সকল যক্ষ্মা অতিক্রত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, যে সকল যক্ষ্মারোগে রক্ত পড়েনা কিন্তু অত্যধিক ঘর্ম্ম হইতে থাকে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধের ২x বিচূর্ণ কার্য্যকরী।

পেডিকিউলাস (Pediculus) ।

পরিচয় :—ইহা মাথার উকুন।

ব্যবহারস্থল :—কচ্ছু প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশুদিগের রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ। রোগীর হাতের ও পায়ের পশ্চাৎদিকে উদ্ভেদ নির্গত হইয়া অত্যধিক চুলকায়। রোগীর পাঠ অধ্যয়ন ও নানারূপ কার্য্য করিবার অস্বাভাবিক স্পৃহা।

শক্তি :—উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়।

পেডিকিউলারিস-ক্যানাডেনসিস।
(Pedicularis Canadensis.)

ব্যবহারস্থল :—কশেরুক মজ্জার ক্ষয় ও কশেরুকা মজ্জার উপদাহ এই ঔষধে নিবারণ করে।

পেন্‌থোরাম (Penthorum) ।

পরিচয় :—ইহা একজাতীয় উদ্ভেদ, অপর নাম বার্জ্জিনিয়া-ষ্টোন-ক্রপ।

ব্যবহারস্থল :—সর্দ্দি; নাকের ভিতর রোগী সর্ব্বদা ভিজা ভিজা অনুভব করে অথচ তাহার স্রাব নিঃসরণ হইতেছে না; জোরে নাক ঝাড়িলেও কিছু বাহির হয় না বা এই বিরক্তিকর অনুভূতির নিরসন হয় না। সর্দ্দির বর্দ্ধিত অবস্থায় যখন পূঁজের ন্যায় শাদা ঘন স্রাব নির্গত হয় তখন পেনথোরাম পালসেটিলার ন্যায় কার্য্য করে। রোগী তাহার গলার ভিতর একটা প্রদাহবং অনুভব করে। স্বরভঙ্গ, গলাভাঙ্গা এবং স্বরযন্ত্রের শিথিলতায় এই ঔষধ কার্য্যকরী।

শক্তি :—নিম্নশক্তি ব্যবহার্য্য।

পেট্রোলিয়াম (Petroleum) ।

ব্যবহারস্থল :—উদরাময়, শীত-স্ফোটক, নানাবিধ চর্ম্মরোগ, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, শিরঃপীড়া, চিবুকাস্থি চ্যুতি, দৃষ্টি বিকৃতি, নাসিকায় ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, কর্ণরোগ, বধিরতা, পদতলের বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—যানবাহন ও রেলপথে ভ্রমণ ও জাহাজ ইত্যাদিতে ভ্রমণ জন্য যাহাদের পীড়া হয়; শীতের সময় রোগের বৃদ্ধি, ফুস্‌ফুস্ বা পরিপাক যন্ত্রের যে কোন পীড়া বহুদিন পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ভোগ করা। গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের রোগে লক্ষণের সদৃশ্য থাকিলে উহা বিশেষ উপযোগী। যাহাদের সর্দ্দি লাগিয়াই থাকে, পাকাশয়িক গোলযোগ জন্য যাহারা অল্প রোগে ভোগে, চর্ম্মরোগ যাহাদের সহচর পেট্রোলিয়াম তাহাদের পরম সহায়। পুরাতন উদরাময় ও চর্ম্মরোগে ইহার ক্রিয়া উল্লেখযোগ্য।

স্বভাব :—ডাঃ অ্যালেন বলেন যাহাদের কেশ ও চামড়া পাতলা, যাহারা সামান্য কারণে, উত্তেজিত হয়, বিবাদপ্রিয়, অতি সহজে যাহারা বিরক্ত হয় তাহাদের পীড়ায় ইহা উপযোগী।

মন :—রোগী পথে যাইতে যাইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে স্থির করিতে পারে না। (ক্যানাবিস-ইন—সুপরিচিত স্থান তাহার নিকট অপরিচিত বোধ) রোগী একটুতেই চটিয়া উঠে, সে বিকারের ভিতর এরূপ দেখিতে পায় যেন তাহার বিছানায় অপর একজন কে শুইয়া আছে অথবা তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বিগুণ হইয়াছে, প্রসূতি মনে ভাবে যেমন করিয়া সে দুইটী শিশুর তত্ত্বাবধান করিবে। যত সে ভাবে তত সে চিন্তায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে থাকে। যখনই দ্বিগুণ দর্শন, বিকার ও মানসিক লক্ষণাবলীর ভিতর পাইবে তখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সে অত্যন্ত বিমর্ষ, রোদনপরায়ণ ও কোপনস্বভাব সামান্য বিষয়ে ক্রোধ প্রকাশ করে ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে। চিন্তাশক্তির অভাব, বোধশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। হত্যা করিবার প্রবৃত্তি (হিপার) ও ভ্রম দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রদ।

শিরঃপীড়া :—মাথা নীচু করিয়া শুইলে, মাথা হেঁট করিলে, শয্যা বা আসন হইতে উঠিলে, সামুদ্রিক পীড়ার ন্যায় মাথা ঘুরাইলে ইহা আসে, পালসে, গ্লোন, কাকউলাস সমতুল্য ঔষধ। রোগী উপরদিকে তাকাইলে তাহার পুনঃ পুনঃ মাথা ঘুরিতে থাকে। তাহার মাথার পশ্চাৎভাগে ভারী সীসকপূর্ণ আছে এইরূপ বোধ।

চক্ষুরোগ :—রোগী প্রাতে চক্ষু খুলিতে পারে না, চক্ষুর দৃষ্টি ধোঁয়াটে, চক্ষুর ভিতর অনবরত ব্যথা, চক্ষুর পাতায় প্রদাহ, সন্ধ্যাকালে ও আলোকের ভিতর সকল লক্ষণের বৃদ্ধি। চক্ষুর নালী-ঘা রোগে এই ঔষধ অ্যাসিড-ফ্লোরিক সমতুল্য। রোগীর চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যেন কিছু উড়িতে থাকে, কখন আবার সে ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিতেছে এরূপ মনে করে (কষ্টি, লিথিয়া-কার্ব্ব, ফস্,) তাহার দৃষ্টির সম্মুখে কাল বিন্দুসকল উড়িতেছে এরূপ দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে।

চর্ম্মরোগ :—চর্ম্মরোগে পেট্রোলিয়ামের ক্রিয়া অত্যন্ত। ইহা একজিমা ও হার্পিস রোগের চিকিৎসায় বেশী ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়ামের চর্ম্মরোগ শরীরের যে কোন স্থানেই হইতে পারে তবে কর্ণ ও মাথার পিছনের দিকে, স্ত্রীজননাঙ্গে এবং দুই হাতে একজিমা ও হার্পিস হইলে এই ঔষধ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একজিমার উপরের দিকটা কাঁচা থাকে ও উহার উপরে পুরু আবরণ পড়ে ও পুঁজস্রাব হইতে থাকে। পেট্রোলিয়ামে হার্পিস রোগ যে স্থানে হয় সে স্থানে প্রথম লাল হইয়া একপ্রকার ঘন আঠা আঠা রস বাহির হইতে থাকে ও তথায় প্রবল ভাবে চুলকাইতে থাকে। পেট্রোলিয়াম হার্পিস রোগের যেমন ঔষধ সেইরূপ হার্পিস জোষ্টারও কার্য্যকরী। ইহাতে সর্ব্বজাতীয় চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে। পেট্রোলিয়াম কঠিন একজিমা রোগে যেখানে নানাবিধ ঔষধ সেবন করিয়াও বিশেষ ফল পাওয়া যায় না সেখানে কার্য্যকরী। ইহার একজিমা বা হার্পিস অথবা ইণ্টারট্রাইগো প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি শীতকালেই পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়াম একটী অ্যান্টিসোরিক ঔষধ। চর্ম্মরোগে ইহার লক্ষণ অনেকটা গ্র্যাফাইটিসের ন্যায়। ইহার বিশেষ লক্ষণ—শীতকালেই চর্ম্মরোগের বৃদ্ধি ও গ্রীষ্মকালে উপশম অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগের নিবৃত্তি। দাদ রোগেও ইহা ব্যবহার করা চলে, কুঁচ্‌কীতে এই পীড়া হইলে পেট্রোলিয়াম ৩০ শক্তি সেবন ও উহার লিনিমেণ্ট প্রস্তুত করিয়া বাহ্যিক ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক বিবমিষা :—সামুদ্রিক বিবমিষার ইহা একটী উত্তম ঔষধ। জাহাজে উঠিযাই ২।৩ ঘন্টা অন্তর পেট্রো সেবন করিলে গা-বমি, বমন প্রভৃতি চলিয়া যাইবে। গর্ভাবস্থায় বমন ও বিবমিষায়ও ইহা একটি ঔষধ। ডাঃ **গ্যারেন্সি** বলেন যে **পালসেটিলার ন্যায় ঘৃত পক্ক দ্রব্যের অরুচি** ইহার একটি লক্ষণ।

সামুদ্রিক বমনে পেট্রোলিয়াম—ককিউলাসের ন্যায় কার্য্যকরী ঔষধ।

উদরাময় :—উদরাময়ে এই ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। প্রবল মলবেগে রোগীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় (সাল্‌ফার, অ্যালো); খুব জোরে মলত্যাগ হয়। বাহ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, জলের ন্যায় তরল, বাহ্যের সহিত অভুক্ত দ্রব্য নির্গত হয় (চায়না, ওলিয়েণ্ডার), পেট্রোলিয়ামের বাহ্যের বেগ—সাল্‌ফার রোগীর ন্যায় হয় কিন্তু ইহার **বাহ্যে কেবল দিনের বেলাই হয়, রাত্রিকালে কখনও বাহ্যের বেগ হয় না। চায়না** ঠিক ইহার বিপরীত, চায়নার বাহ্যে রাত্রেই হয়, দিনে কদাচিৎ কখনও হইযা থাকে।

শিশুদিগের উদরাময়ে ও আমাশয়ে ইহা **ইপিকাক** তুল্য। **কপি** খাইয়া বা **শুষ্ক কপি** খাইয়া যাহাদের উদরাময় হয় অথবা শকটারোহণ করিয়া যাহাদের উদরাময় হয় তাহাদের পক্ষে ইহা ফলপ্রদ।

প্রস্রাবের পীড়া :—প্রস্রাবের পর অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ত্যাগ, প্রস্রাবে শ্লেষ্মাস্রাব; মূত্রযন্ত্রের দুর্ব্বলতা জন্য রোগী রাত্রে বিছানায় অসাড়ে প্রস্রাব করে এবং প্রস্রাবের পর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ত্যাগ।

প্রস্রাব রক্তাক্ত ও ঘোলা, প্রস্রাবে তলানি পড়ে উহা লাল রেণুবৎ আঠামষ। তাহার প্রস্রাবে সরের ন্যায় চকচকে পদার্থ ভাসিতে থাকে (ক্যাল্‌কে, প্যারিস, ফস্‌; তৈলের ন্যায় প্রস্রাবের উপর সর ভাসিলে—হিপার, লাইকো, মেজেরি)। মূত্রনলীর ভিতর জ্বালা ও তথায় সঙ্কোচন। প্রবল প্রস্রাবের রোগের পর স্ত্রীলোকদিগের মূত্রনলী দ্বারে অত্যন্ত চুলকানি।

প্রমেহ :—পুরাতন প্রমেহ রোগ সময় সময় প্রকাশিত হইলে ও মূত্রনলী মধ্যে অসহনীয় চুলকানি থাকিলে, রমণাকাঙ্খার হ্রাস, প্রায় প্রতি রাত্রিতে স্বপ্ন দোষ, মূত্রাধার-মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে রসস্রাব; মুখশায়িকা-গ্রন্থির প্রদাহ, রমণান্তে অবসাদ ও স্নায়বিক উত্তেজনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

বাত ও সন্ধিবাত :—পুরাতন বাত-রোগীর ক্ষত স্থানে মোচড়ানি বা ক্ষতে পেট্রোলিয়াম উপযোগী। বাতরোগে হাঁটু যখন অত্যন্ত শক্ত হইয়া যায় ও সেই সঙ্গে তথায় যন্ত্রণাদায়ক খোঁচামারার মত ব্যথা হয়—ঘাড় শক্ত বোধ ও উহা নাড়িলে-চাড়িলে উহাতে খট্‌খট্‌ করিয়া শব্দ হইতে থাকে তখন পেট্রোলিয়াম উপযোগী।

কাসি :—যন্ত্রণাদায়ক শুষ্ক কাসি, রাত্রিতে শুইলেই উহা আরম্ভ হইবে; শিশুর প্রায়ই এই জাতীয় কাসি হয়, তাহার যদি একজিমা বা অন্য কোন চর্ম্মরোগের সহিত এইরূপ কাসি হইতে থাকে তবে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার্য্য।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া :—হৃদ্‌যন্ত্র ও উহার নিকটস্থ স্থানে অতিশয় ঠাণ্ডা বোধ; যেন উহার উপরে একখণ্ড ঠাণ্ডা পাথর রাখা হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি। আবার কখনও ঐ স্থানে উত্তাপ ও চাপ বোধ তৎসহ হৃদ্‌স্পন্দন ও মূর্চ্ছার উপক্রম। রাত্রিকালে তাহার বুকে চাপ বোধ।

নাসিকা ক্ষত ((Ozæna) :—নাসিকার ভিতর শুষ্ক ভাব ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি। পুঁজ, পুঁজমিশ্রিত শ্লেষ্মা ও মেচ-মেচে নাসিকা হইতে নিঃসৃত হইয়া নাসিকার ভিতর বেদনা, নাসারন্ধ্র ফাটা ফাটা—নাসাপশ্চাৎ-রন্ধ্র মধ্যে গাঢ় শ্লেষ্মা (শিকনি) সঞ্চিত হইয়া থাকে। রোগীর নাসিকা ফুলিয়া উঠে ও তথায় ব্যথা অনুভব করে।

অজীর্ণ :—পেট্রোলিয়াম অজীর্ণ রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অজীর্ণ রোগীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা কিন্তু সামান্য আহারেই সে পরিতৃপ্ত হয়, আয়োডিয়াম রোগীরও সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা; সে যত পায় ততই খাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

রাত্রিকালে ক্ষুধা পাইয়া শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (লাইকো, ফস্)। রোগী যখনতখন একটু আধটু উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহার করিতে চায়। রোগী মধ্যাহ্নের ক্ষয় রোগে ভুগিতে থাকে, মাংস, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য এবং গরম ও রান্নাকরা আহার্য্যে রোগীর অরুচি হয়। অনবরত তাহার জলপান করিবার ইচ্ছা ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব। পাকাশয়ের শূলে নিষ্পেষণ বা আকর্ষণবৎ বেদনা, আহারাদি করিলে বেদনার উপশম। তাহার প্রায় সকল সময় মুখে জল উঠিতে থাকে, গা বমি বমির উদ্রেক হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে, অম্ল উদ্গার উঠে, জিহ্বা শুষ্ক ও শ্বেতবর্ণের হইয়া ক্রমান্বয় পরিপাক শক্তি হ্রাস হইয়া যাইতে থাকে।

জ্বর :—ইহার জ্বরের আক্রমণ সাধারণতঃ সকাল ১০টার সময় তবে সন্ধ্যার দিকেই আক্রমণ বেশী দেখা যায়। শীত ১০টার সময় আরম্ভ হইয়া আধ ঘণ্টা থাকে, তখন রোগীর হাত ও মুখমণ্ডল বরফের ন্যায় শীতল হইয়া যায়, আবার সন্ধ্যার সময় যে জ্বর আসে সেই জ্বরের পূর্ব্বে তাহার কম্প অত্যধিক হয় অথচ নিম্নাঙ্গ ব্যতীত সমগ্র দেহ ঘর্ম্ম দ্বারা আপ্লুত হয়, আর নিম্নাঙ্গে সে অত্যধিক শীত অনুভব করিতে থাকে। এত শীত ও কম্প হইতে থাকে যে রোগীর মুখমণ্ডল হিমবৎ, গণ্ডদ্বয়, হাতের অঙ্গুলি ও নখ সকল নীলবর্ণ ধারণ করে। রাত্রি ১০টার সময় শীত ও উত্তাপ যুগপৎ আবির্ভূত হয় কিন্তু বেশী রাত্রিতে রোগীর গায়ের ঢাকা অসহ্য হইয়া উঠে সেই জন্য গায়ের ঢাকা খুলিয়া দিতে বাধ্য হয়, থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ আবির্ভূত হইতে পারে। জ্বরের ভিতর সে প্রলাপ বকিতে থাকে, প্রলাপের ভিতর সে অনবরত কথা বলে, কেহ যেন তাহার পার্শ্বে শুইয়া আছে ও রোগী নিজেই যেন দুইজন ভাবে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—কোনরূপ মানসিক পরিশ্রমাদি করিলে, কেহ স্পর্শ করিলে, আলোকে, শব্দে, আহারাদির পর, দেহ সঞ্চালন করিলে, যানাদিতে আরোহণ করিলে, উপবিষ্ট অবস্থায়, শীতকালে, ঝড়ের দিনে, স্নানান্তে, উত্তাপে, হাসিলে এবং মস্তক নীচু করিলে বৃদ্ধি ; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে, উত্তাপ ও উষ্ণবায়ুর স্পর্শে উপশম।

সম্বন্ধ :—পেট্রোলিয়াম—সামুদ্রিক বমনে—আর্ণিকা, ককুলাস, ট্যাবেকাম তুল্য, গর্ভিণীর বমনেচ্ছায়—ককুলাস, সিপিয়া তুল্য ; চিত্তবিভ্রমে—ব্যাপটে, ষ্ট্র্যামো তুল্য ; কর্ণপশ্চাতে ঘা—গ্র্যাফাই, সোরি তুল্য ; হৃদ্যন্ত্রের নিকট ঠাণ্ডা বোধ—নেট্রাম তুল্য ; সকালে বাহ্যের বেগ—অ্যালো, সাল্ফার, সোরি তুল্য ; আহারান্তে দুর্ব্বলতায়, আর্স, লাইকো তুল্য ; পথ বিভ্রমে—গ্লোনয়েন তুল্য ; চর্ম্মের চৈতন্যাধিক্যে হিপার তুল্য।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

পেট্রোসেলিনাম (Petroselinum) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রধার-প্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, তরুণ প্রমেহ, পুরাতন প্রমেহ, মূত্রাশ্মরী, মূত্রনলী মধ্যে শলা বা ক্যাথিটার প্রবেশ করাইবার জন্য জ্বর, সবিরাম জ্বর ও রাতকাণা রোগে এই ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবস্থিত হয়।

পেট্রোসেলিনাম নূতন বা পুরাতন প্রমেহ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রমেহে-যন্ত্রণাযুক্ত লিঙ্গোত্থান। সকালের দিকে প্রচুর স্রাব। শ্লেষ্মাবৎ স্রাবে মূত্রনলীমুখ জুড়িয়া যায়। মূত্রনলীর প্রসারণ, মূত্রনলীর পশ্চাদ্ভাগে যেন কিছু নড়িতেছে বা বিঁধিতেছে এরূপ অনুভূতি তৎসহ মুহুর্মুহুঃ দুর্দ্দমনীয় মূত্র-বেগ। বেগ হইলেই রোগী কিছুতেই ঐ মূত্র-বেগ সম্বরণ বা বেগ ধারণ করিতে পারে না। বেগ হইলে অবিলম্বে মূত্রত্যাগ করিতেই হইবে, অন্যথায় কর্ত্তনবৎ অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণা হইতে থাকে। হঠাৎ রোগীর প্রবল প্রস্রাবের বেগ আসিয়া তাহার লিঙ্গমধ্যে আকর্ষণবৎ অনুভব, যাহার জন্য সমস্ত শরীরে শিহরণ অনুভূতি। যে সকল শিশুর হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হয়, মূত্রত্যাগ করিতে **একটু বিলম্ব হইলেই বেদনায় চীৎকার করিয়া লাফাইতে** থাকে, তাহাদের প্রকৃত বন্ধু পেট্রোসেলিনাম। ইহা ব্যতিরেকে পেট্রোসিলিনাম রোগীর আর একটী ক্লেশদায়ক লক্ষণ আছে তাহা রোগীর মূত্রনলীতে অর্থাৎ মূত্রমার্গ বা মূত্রপথে ভয়ানক চুলকানি ; তাহার লিঙ্গের ভিতর এত চুলকানি যে সেই জন্য রোগী মনে করে যেন একটা কাঠি ঢুকাইয়া দিয়া চুলকাইলে বুঝি আরাম হইবে।

প্রস্রাবের যন্ত্রণাজনক বেগ আমরা ক্যানাবিস, ক্যান্থারিস, সার্সা ও মার্কারিতেও দেখিতে পাই কিন্তু হঠাৎ প্রবল ভাবে যে প্রস্রাবের বেগ আসে তাহা পাই পেট্রোসিলিনামে। ইহার রোগীর প্রতি অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর বৃথা প্রস্রাবের বেগ।

প্রমেহ বা পক্ষাঘাত জনিত পুরাতন মূত্রনালী-প্রদাহ বা সঙ্কোচন-সংশ্লিষ্ট জ্বরে ইহা ক্লিমেটিস তুল্য ঔষধ। অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ জ্বর প্রত্যহ বা এক দিবস অন্তর আসিয়া থাকে। দূষিত বাষ্প ব্যতীত অন্য কারণে মজ্জার এবং স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার বিকৃতি জনিত তরুণ জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সম্বন্ধ :—পেট্রোসেলিযাম—প্রমেহ রোগে সহসা মূত্রবেগ—ক্যান্থারিস, ক্যানা, মার্ক তুল্য। শাদা বাহ্যে—ডিজিটেলিস তুল্য ; মূত্রাধার প্রদাহে—ক্যান্থা, ইউরিক-অ্যাসিড তুল্য ; ত্বকের বিকৃতিতে—আর্টিকা ইউরেন্স তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

পোথোস-ফিটিডাস (Pothos Fœtidus) ।

ব্যবহারস্থল :—হাঁপানি-রোগীর নানাবিধ উপসর্গ ; বিশেষতঃ যখন ধূলিকণা নিশ্বাস সহ গ্রহণ করিয়া হাঁপানির টান বেশী হয় তখন ইহা বেশ উপশমকারক ঔষধ। হিষ্টিরিয়ার ফিট, প্রসারণ-জনক আক্ষেপিক বেদনা। কোন **একটি বিশেষস্থানের শিরঃপীড়া** তৎসহ শঙ্খদেশ বা কপালের শিরা সমূহের প্রবল স্পন্দন দৃষ্ট হয়। পোথোস রোগী অন্যমনস্ক, উত্তেজনা প্রবণ, সহজেই চটিয়া উঠে। মুক্ত বায়ুতে সকল উপসর্গের সাময়িক উপশম। হাঁপানির টান মলত্যাগের পর উপশম।

শক্তি :—মাদারটিংচার এবং নিম্নশক্তি।

প্রোপাইলেমিন (Propylamin)।

ব্যবহারস্থল :—তরুণ বাতরোগের সহিত জ্বর ও যন্ত্রণায় ইহা ব্যবহারে স্বল্প দিনের মধ্যেই নিরাময় হয়। মুখমণ্ডলের বাত জনিত স্নায়ুশূল, বাতরোগ, স্থান-পরিবর্তনশীল বাতরোগে বিশেষতঃ হৃদ্‌যন্ত্রের বাতরোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

এক আউন্স জলে ১০।১৫ ফোঁটা ফেলিয়া তাহার ১ চামচ মাত্রা ১ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

প্রোটারগল (Protargol)।

ব্যবহারস্থল :—গণোরিয়ার তরুণ অবস্থার পর ২% সলিউসন। উপদংশ রোগে মিউকাস-প্যাচেস্ (mucous patches) থাকিলে ও উপদংশ ক্ষতে ইহার ১০% সলিউসন প্রত্যহ দুইবার ব্যবহার্য্য। নবজাত শিশুর চক্ষু উঠা রোগে ২ ফোঁটা দ্রাব লোশন তৈরী করিয়া ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

হাতের কব্জি ও পায়ের গাঁটে খুব ব্যথা, সামান্য একটু নড়িলে চড়িলেই এই ব্যথা বাড়ে। (নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি **ব্রায়োনিয়াতেও** দেখিতে পাই)। হাতপায়ের গাঁটের ব্যথার জন্য দাঁড়াইতে পারে না। অতিশয় অস্থিরতা ও দারুণ পিপাসা। তীব্র বাতের ব্যথার জন্য সামান্য ভারও সহিতে বা বহিতে পারে না—একটি সূঁচও ভারী মনে হয়, আঙ্গুল অসাড় আবার সময়ে সময়ে সুড়সুড়ও করে।

প্রিমিউলা অব্‌কণিকা (Primula Obconica)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধে নানাজাতীয় চর্ম্মরোগ আরোগ্য লাভ করে, মুখের একজিমা, গালে অপচ্যমান উদ্ভেদ ও আমবাতের ন্যায় এক প্রকার উদ্ভেদ উঠিয়া থাকে, ইহাতে মুখমণ্ডলে, বাহুতে, কব্জিতে ও হাতে রসস্রাবী একজিমা জাতীয় উদ্ভেদ দেখা যায়। ঘাড়ে বাতের ব্যথা, হাতের ব্যথা, হাতের আঙ্গুলে ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদ উঠিয়া উহাতে ভয়ানক চুলকানি হয়, রাত্রিতেই বৃদ্ধি। চর্ম্মরোগের সহিত জ্বর আসাও ইহার একটী লক্ষণ।

শক্তি :—নিম্নশক্তি।

প্রিমিউলা-ফেরিনোসা (Primula Farinosa)।

ব্যবহারস্থল :—চর্ম্মরোগ ও চর্ম্ম প্রদাহ; বিশেষতঃ তর্জ্জনী অঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেই বেশী হয়।

প্রিমিউলা-ভেরিস (Primula Veris) ।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কের প্রদাহ তৎসহ স্নায়ুশূল। মস্তক বেড়িয়া যেন কোন কিছু বাঁধা আছে ; মাথার উপর কোন প্রকার ভার সহিতে পারে না, এমন কি যাহারা টুপি পরে বা পাগড়ী বাঁধে তাহারাও তাহাদের অভ্যস্ত টুপি বা পাগড়ী অসহ্য বোধ করে। বাত এবং গেঁটে-বাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ; কাসি-রোগীর বুকে জ্বালা ও সূঁচফোটান ব্যথা, প্রস্রাবে উগ্র গন্ধ ও উহা নীলাভ বেগুনী রং বিশিষ্ট।

ফস্‌ফোরাস (Phosphorus) ।

পরিচয় :—ফস্‌ফোরাস সর্বজন পরিচিত ঔষধ। হোমিওপ্যাথিক-বিজ্ঞানের ভিতর ইহা একটী উজ্জ্বল রত্ন। ফস্‌ফোরাস এক প্রকার প্রস্ফুটক পদার্থ। অস্থি হইতে সালফিউরিক-অ্যাসিডযোগে কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ফস্‌ফোরাস সংগ্রহ করা হয়। মানবদেহে ও কোন কোন খনিজের ভিতর মিশ্রিত অবস্থায় ফস্‌ফোরাস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু পরিমাণে অতি অল্প। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে যে ফস্‌ফোরাস ব্যবহৃত হয়, উহা ৯৫% সুরাসারের ভিতর রাখিয়া, জলপূর্ণ পাত্রে সুরাসার মিশ্রিত মূল পদার্থ রক্ষিত কাচের আধার বসাইয়া মৃদু উত্তাপ দিলে মূল-পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া সুরাসার সহ মিশিয়া মল অবিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহার ঔষধ শক্তি ১০০০ অর্থাৎ ফস্‌ফোরাসের মাদার টিংচার ইহার তৃতীয় দশমিক তুল্য (৩x)।

ব্যবহারস্থল :—তরুণ রক্তাল্পতা, অস্পষ্ট দৃষ্টি, অন্ধত্ব, ক্ষীণদৃষ্টি, ছানি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, ক্ষয়কাসি, কেশপতন, অস্থির বিবিধ পীড়া, স্বরভঙ্গ, কাসি, ঘুংড়ি কাসি, বক্ষস্থলের বেদনা, মস্তিষ্কের ক্লান্তি, ব্রাইট্‌স ডিজিজ, পাকস্থলীর ক্ষত, উদর মধ্যস্থিত প্যানক্রিয়া গ্রন্থির পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, বধিরতা, মধুমেহ, উদরাময়, অজীর্ণ, হৃদযন্ত্রের পীড়া, রক্তোৎকাস, নানাবিধ রক্তস্রাব, রক্তবমন, রজঃরোধজনিত রক্তপাত, রক্তস্রাবপ্রবণতা, যকৃতের নানাবিধ পীড়া, ন্যাবা বা কামলা রোগ, হিপ্‌ জয়েণ্ট পীড়া, শিশুদিগের শীর্ণতা বা "পুয়ে পাওয়া," স্তনের স্ফোটক, স্ত্রীরোগ, ভগন্দর, নাসিকার ক্ষত, পক্ষাঘাত, পুংজননেন্দ্রিয়ের নানাবিধ রোগ, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, অন্ত্র মধ্যে অন্ত্রের প্রবেশ, টাইফয়েড, ক্যান্সার, মৃগী, কামোন্মত্ততা, মূর্চ্ছাবায়ু, বিদ্যুৎ বা বজ্রপাতের জন্য মন্দফল, জড়ুল, নখের চারিধারে ক্ষত, নিদ্রাবস্থায় শ্বাস অবরোধ প্রায়, পূতিনস্য, গর্ভাবস্থায় বমন, সূতিকাক্ষেপ, অস্থির বিকৃতি, মেরুদণ্ডের বক্রতা, প্লীহার বিবৃদ্ধি, তোতলামি, তামাক সেবনের কুফল, নানাপ্রকার অর্ব্বুদ, গোবীজে টীকা দিবার মন্দ ফল, বসন্ত, স্বরলোপ, আঙ্গুলহাড়া, ক্ষত, পীতজ্বর প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থল :—স্নায়ুবিধানের উপর ইহার ক্রিয়া সমধিক, বিশেষতঃ স্নায়ুপীড়ার প্রথম অবস্থায় যখন সর্ব্ব শরীরে তীব্র জ্বালা হইতে থাকে, রোগী একটুও বসিতে বা শান্ত থাকিতে পারে না, জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে তখন ইহা ফলপ্রদ। জ্বালার জন্য **আর্সেনিক** এবং **সালফারও** আছে। এই তিনটি ঔষধই জ্বালার শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ডাঃ ন্যাস্‌ এই তিনটী ঔষধকেই জ্বালার ঔষধ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, (তুলনা—সাল্‌ফার ও আর্সেনিক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্রিয়সমূহের উত্তেজনাও ইহার একটী বিশেষ

লক্ষণ, অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, আলো ইত্যাদি কিছুই রোগী সহ্য করিতে পারে না। অতিরিক্ত রতিক্রিয়া, হস্তমৈথুন অথবা শোকজনিত পীড়ায়ও ইহা ফলপ্রদ। রক্তস্রাব প্রবণতায় ফস্‌ফোরাস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, সামান্য ক্ষত হইতেও প্রচুর রক্তস্রাব ইহার বিশিষ্টতা।

বক্কাল্লতা ও তজ্জনিত শোথরোগে ইহা ক্যালি-কার্ব্ব ও এপিস সমতুল্য (এপিস অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

যে সকল বৃদ্ধ ব্যক্তি বিবমিষা ও প্রাতকালীন উদরাময়ে ভোগে ও মানুষের স্বর শুনিতে পায় না এই ঔষধ তাহাদের বন্ধু। হানেমান স্বয়ং বলেন যে, বহুদিনের পুরাতন উদরাময়ে ও তজ্জনিত ওলাওঠায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস ও প্লুরিসি প্রভৃতি রোগ ঠাণ্ডায়, হাসিলে, কথা বলিলে ও বাম পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে বৃদ্ধি লক্ষণে ফস্‌ফোরাস্ উপযোগী। যক্ষ্মারোগে রক্ত মিশ্রিত গয়ার উঠিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গঠন :—ইহার রোগী লম্বা, পাতলা, নাতি খর্ব্ব নাতি স্থূল, বক্রদেহ, অপ্রশস্ত বক্ষ, স্নায়ুপ্রধান ধাতু, গৌর কান্তি, দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য, যে সকল যুবক যুবতী শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় ও ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকে, তাহাদের পীড়া ও লালবর্ণের কেশযুক্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অভিমানী ব্যক্তি, হরিৎ-পাণ্ডুগ্রস্থ বৃদ্ধগণ ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া ক্ষেত্র।

মন :—পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব (পাল্‌সেটিলা), আপনা হইতেই কখন হাসে, কখন কাঁদে বা কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলে। রোগী অত্যন্ত উদাসীন, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না (মেডা, হাইয়ো, ষ্ট্র্যামো), কিম্বা ধীরে ধীরে উত্তর দেয় (হেলিবো, কেলি-ব্রোম। ককিউলাস রোগী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর দেয়), যাহারা দীর্ঘদিন হৃদযন্ত্রের রোগে ভুগিতে থাকে তাহারা কখন কখন অসংলগ্ন উত্তর দেয়। রোগী সর্ব্বদাই বিষাদ-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, সর্ব্বদাই সে ভবিষ্যৎ অমঙ্গল-চিন্তাকুল। ভয়চকিত ভাব, তাহার মনে হয় যেন ঘরের প্রতি কোণ হইতে কি সব বাহির হইতেছে। ঝড়-বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ চমকাইলে হৃদ্‌স্পন্দন আরম্ভ হয়। উদাসীন—নিজের সন্তানের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করে (অ্যাসিড-ফ্লু), রোগী যাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিত তাহাদের প্রতিও অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার ভাব, (সিপিয়া), নিজের পরিবারবর্গের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে। রোগী অতি সহজেই রাগিয়া যায়, আবার সেই রাগের জন্য পীড়িত হইয়া পড়ে। ফস্‌ফোরাস রোগী কামোন্মাদ (হায়ো, ল্যাকে, অরিগেনাম্, প্ল্যাটি)। রোগী, বিকারের ভিতর অত্যন্ত বকে; সে মনে ভাবে তাহার দেহ বা দেহের অস্থিসকল বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সে সেই খণ্ড সকল একত্র করিতে পারিতেছে না (ব্যাপ্টে, পেট্রো)। তাহার বিকারের ভিতর অবসন্ন অবস্থা আসিয়াও উদয় হয়, তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য জাগ্রত করিলেও পুনরায় বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া যায়। অ্যাসিড-ফস্ ও আর্নিকার অচৈতন্য অবস্থায় কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিয়া পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ভূত-প্রেত-ভীতি, ভ্রমদৃষ্টি, সামান্য কিছু উড়িয়া গেলে, এমন কি সামান্য এক খণ্ড তুলা উড়িয়া গেলেও তাহা ধরিবার চেষ্টা (হায়ো, অ্যাসিড-ফস্, ষ্ট্র্যামো)।

শিরঃপীড়া :—ফস্‌ফোরাস শিরোঘূর্ণনে ফলপ্রদ। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় এবং আসন হইতে উঠিবার কালে শিরোঘূর্ণনে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা, প্রাতঃকালে বা মাথা ঘুরাইলে বৃদ্ধি, শয়ন করিলে বা শীতল বাতাসে উপশম। রোগী পিয়ানোর বাদ্য সহ্য করিতে পারে না। শোক, দুঃখ ও অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় জন্য শিরঃপীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

মাথার স্থানে স্থানে অত্যন্ত চুলকায়, রোগী মনে করে তাহার চুলের মূল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, হাত দিয়া চুল টানিলে চুল উঠিয়া যায়, কাণের উপরদিকের চুল উঠিয়া যায়। মবামাস। রজকদিগের শিরোবেদনায় ইহা উত্তম ঔষধ, অর্থাৎ যাহারা গরম ঘরের ভিতর বসিয়া কাজকর্ম্ম করে ও জামা কাপড় ইস্তিরি করে তাহাদের মাথার যন্ত্রণায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

মস্তিষ্কের কোমলীভূতি—তৎসহ অবিরাম মাথার যন্ত্রণা, একদিন অন্তর মাথার যন্ত্রণা। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। সে চলিবার সময় পা টানিয়া চলে, তাহার হাত পায়ের উপরে যেন পীপড়া বেড়াইতেছে এরূপ বোধ।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া :—ব্রঙ্কাইটিস ও ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস রোগে ফস্‌ফোরাস একটী অতি উত্তম ঔষধ। লম্বা, রোগা ও ক্ষয়রোগপ্রবণ ধাতুর লোকদিগের কাসিতে এই ঔষধ চমৎকার কার্য্য করিয়া থাকে। খুক্‌খুকে কাসির জন্য রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, কাসির ধমকে সে হাঁপাইতে থাকে ও তাহার শরীর কাঁপিতে থাকে; কাসিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় সেজন্য হাত দিয়া বুক চাপিয়া কাসে। ব্রঙ্কাইটিস ও ক্যাপিল্যারী ব্রঙ্কাইটিস রোগীর বক্ষঃ পরীক্ষায় র‍্যালস বা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ পাওয়া যায়। তাহার কাসি অত্যন্ত আক্ষেপিক, কাসিতে কাসিতে বমি করিয়া ফেলে। ইহার গয়ার বিভিন্ন প্রকারের—কখন রক্তমিশ্রিত হড়হড়ে শ্লেষ্মার মত, আবার কোন সময় হলুদবর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত রক্তের ঢেলা মিশ্রিত। মরিচা ধরা লোহার বর্ণের ন্যায়, পুঁজের মত গয়ার প্রভৃতি কোন কোন ফস্‌ফোরাস রোগীতেও পাওয়া যায়।

ক্যাপিল্যারি ব্রঙ্কাইটিস সাধারণতঃ শিশুদিগেরই বেশী হইয়া থাকে। শিশুদের এই রোগ হইলে জীবন সংশয় হয়। এই রোগে ইপিকাক, অ্যান্টিম-টার্ট ও ফস্‌ফোরাস বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। **ইপিকাকের** রোগীর সমস্ত বক্ষে ঘড়ঘড়ানী শব্দ পাওয়া যায়। কাসিতে কাসিতে বমি করিয়া ফেলে। বক্ষে প্রচুর শ্লেষ্মা জমিবার জন্য তাহার শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে। রোগী ছট্‌ফট্ করে, তাহার জিহ্বা পরিষ্কার। **অ্যান্টিম-টার্টের** রোগীর ঘড়্ঘড়ানি অত্যন্ত বেশী, ঘড়্ঘড়ানি দেখিলে মনে হইবে যেন কত শ্লেষ্মা উঠিবে কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই উঠে না, কাসির সহিত তাহার নাকের পাখা উঠা নামা করে ও রোগী আচ্ছন্নের ন্যায় পড়িয়া থাকে। তাহার জিহ্বা শাদা লেপাবৃত। **ইপিকাক** রোগের প্রথম অবস্থায় ও **অ্যান্টিম-টার্ট** রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযোজ্য, (অ্যান্টিম-টার্ট ও ইপিকাক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ফস্‌ফোরাস রোগীর ফুস্‌ফুসে প্রদাহ উপস্থিত হইয়া প্রায় ক্ষেত্রেই নিউমোনিয়া উপস্থিত হয়। রোগীর গাত্রদাহ, ছটফটানি ও জলপিপাসা বেশী, ইহার কাসি এমন জোরে জোরে হয় যেন তাহার বুকের মাংসপেশী ছিঁড়িয়া যাইবে। রোগী মনে ভাবে, 'হাওয়া লাগিলে, কথা কহিলে, হাসিলে' কাসির বৃদ্ধি হইবে।

নিউমোনিয়া :—নিউমোনিয়ায় বিশেষতঃ ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় রোগীর ডাণদিকের ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে ও তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট থাকিলে, ডাণ পার্শ্বে কাত হইয়া শুইতে ভালবাসিলে; কথাবার্ত্তা, নড়াচড়া প্রভৃতিতে কাসির বৃদ্ধি হইলেও নিউমোনিয়ার সহিত বিকার থাকিলে ফস্‌ফোরাস বিশেষ ফলপ্রদ। ফস্‌ফোরাসের নিউমোনিয়া-রোগীর জ্বরের সহিত বিকার থাকিবে; বিকারের ভিতর সে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার নাড়ী ক্ষীণ হইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। কোন কোন্ রোগীর অসাড়ে বাহ্যে হইয়া যায়। ফস্‌ফোরাসের রোগী যেমন অত্যন্ত দুর্ব্বল, তেমনি **অ্যান্টিম-টার্টের**

রোগীও অত্যন্ত দুর্ব্বল ; তবে অ্যান্টিম-টার্ট রোগীর আচ্ছন্নতা, ঘড়ঘড়ানি, শিবনেত্র, চক্ষু ফোলা ফোলা প্রভৃতি বেশী, আর ফস্‌ফোরাস্ রোগীর ছটফটানি ও জ্বালা খুব বেশী। ফস্‌ফোরাসের রোগীর ঘনঘন শুষ্ক কাসি অধিক, অতি কষ্টে কাসিয়া কাসিয়া সে গয়ার তুলে; গয়ার মরিচাধরাবং, রক্তমিশ্রিত। অ্যান্টিমের কাসি ফস্‌ফোরাসের ন্যায় রাত্রে অধিক হয় না, রোগী মনে করে তাহার গলার নিকট থাবা থাবা গয়ার জমিয়া আছে, উহা অতি সহজেই উঠিবে কিন্তু সে সহজে তাহা তুলিতে পারে না, যদিও বা কষ্ট করিয়া উঠায় তাহা ঘন পুঁজের ন্যায়। **কেলি-কার্ব্বও** নিউমোনিয়া বা প্লুরো-নিউমোনিয়ায় ব্যবহৃত হয়, রোগীর সমস্ত বুকে সুঁচফোটান ব্যথা, সেই ব্যথায় সে অস্থির হইয়া পড়ে। নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় যখন কাসিবার সময় গলার ভিতর ঘড়্ ঘড়্ করে, শেষ রাত্রের দিকে অর্থাৎ ভোর দুইটা তিনটার ভিতর সর্ব্ব লক্ষণের বৃদ্ধি দেখা যায় ও গয়ারের সহিত পুঁজের ছোট ছোট গোল বড়ির ন্যায় পদার্থ বাহির হয়, চক্ষুর উপরের পাতা ফুলা ফুলা দেখা যায় তখন ব্যবহার্য্য, (কেলি-কার্ব্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অনেক চিকিৎসক নিউমোনিয়ার নাম শুনিয়াই ফস্‌ফোরাস প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ইহা সঙ্গত নহে। ফস্‌ফোরাস নিউমোনিয়ার প্রথম অবস্থায়ই ব্যবহৃত হয় সন্দেহ নাই কিন্তু উপযুক্ত লক্ষণাবলী থাকিলে সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করা চলে। দুরারোগ্য **প্লুরিসি** রোগেও ফস্‌ফোরাস আশাতীত ফলপ্রদ।

ঘুংড়ি-কাসি :—ঘুংড়ি-কাসির শেষ অবস্থায় বা ঘুংড়ি-কাসির গুরুতর অবস্থায় যখন ফস্‌ফোরাসের ছটফটানি, জ্বালা প্রভৃতি পাওয়া যায় তখন উপযোগী। ঘুংড়ি-কাসির সহিত যখন রোগীর স্বর ভঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ পতনাবস্থা উপস্থিত হয়, নাড়ী ক্ষীণ হয়, গলার ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় তখন ইহা লাইকোর ন্যায় উপযোগী।

কাসি :—গরম ঘরের ভিতর কাজকর্ম্ম করিয়া হঠাৎ যাহারা ঠাণ্ডা লাগায় বা রাত্রে গরম ঘরের ভিতর শুইয়া আছে হঠাৎ খোলা যায়গায় গিয়া ঠাণ্ডা লাগাইবার ফলে যাহাদের কাসি হয় বা মানসিক কষ্ট হেতু শোকাদির পর যাহাদের কাসি হয়—তাহাদের পক্ষে ফস্‌ফোরাস ফলপ্রদ। কাসি অত্যন্ত শুষ্ক, কাসিতে কাসিতে যেন বুক শুকাইয়া যায়, কাসির পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব, ঘরের বাহিরে গেলে কাসির বৃদ্ধি। কাসিতে কাসিতে গলা ভাঙ্গিয়া যায়, সন্ধ্যার সময় স্বরভঙ্গ বেশী ও ঐ সময় কাসির সহিত গয়ার মোটেই উঠে না। কাসি যত বেশী হইবে বুক ধড়্ ফড়ানি তত বেশী দেখা যাইবে।

ক্ষয়রোগ :—ক্ষয়রোগে ফস্‌ফোরাসের সাহায্য নিতেই হইবে। গয়ারের সহিত যখন অধিক পরিমাণে রক্ত উঠে তখন এই ঔষধের একমাত্রায় আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ডাঃ **কেন্ট** বলেন যক্ষ্মারোগে ফস্‌ফোরাস যখন প্রয়োগ করিবে তখন ইহার ৩০ শক্তির একমাত্রা দ্বারাই ফল পাওয়া যাইবে ; দ্বিতীয় মাত্রার প্রায়ই প্রয়োজন হয় না।

দ্রুত-বর্দ্ধনশীল অর্থাৎ যে বয়সে যাহার যতটা লম্বা হওয়া উচিত তাহার অধিক যদি কেহ বাড়ে, যদি চেহারা অত্যন্ত রোগা পাতলা হয় এবং বুকের মধ্যভাগে যদি বেদনা হয়, বিশেষতঃ ডানদিকের বুকেই বেশী হয় তাহা হইলে ফস্‌ফোরাসকে যেন কেহ না ভুলেন। ইহার গয়ার পুঁজের মত, রক্ত-মিশ্রিত। রোগী ভয়ে আমিষ খাইতে চাহে না কারণ মাংসাদি খাইলে প্রায় ক্ষেত্রেই সে জীর্ণ করিতে পারে না, অজীর্ণাবস্থায় মলের সহিত বাহির হয়। ফস্‌ফোরাসের রোগী একেই তো রোগা, পাতলা তারপর সে দিন দিন আরও যেন শীর্ণ হইতে থাকে, সেইসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্মও হয় ; স্ত্রীলোক

হইলে তাহার ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। ক্যাল্‌কেরিয়ায় ক্ষয়রোগীর অধিক ঋতুস্রাব হয়, এমন কি মাসে দুইবার ঋতুস্রাবও হইয়া থাকে।

রক্তোৎকাসঃ—রক্তবমন, রক্তস্রাব প্রভৃতি ও ঋতু বন্ধ হইয়া ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্ত বাহির হইলে ফস্, পাল্‌স ও ব্রাই উপযোগী। যক্ষ্মারোগীর রক্তোৎকাসে ফস্‌ফোরাস একটী অমূল্য ঔষধ, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহার ধাতুগত লক্ষণ দেখিয়া লইতে হইবে। ঋতু বন্ধ হইয়া অথবা পাকযন্ত্রের কোনরূপ প্রদাহবশতঃ কিম্বা পরিপাকযন্ত্রের যান্ত্রিক কোনরূপ বিশৃঙ্খলার জন্য রক্তবমন হইলে ইহা ফলপ্রদ। জরায়ুর ভিতর পলিপাস (ছোট অর্ব্বুদ বা আব) বা যে কোন স্থানের পলিপাস, ক্যান্সার অথবা ক্ষতাদি হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ফস্‌ফোরাসই ঔষধ। পাকস্থলীর ক্যান্সার হইয়া যদি রোগীর রক্তবমন হয় তাহাতেও ইহা প্রযোজ্য। যে কোন সামান্য ক্ষত হইতে অথবা শরীরের কোন স্থান সামান্য ছিঁড়িয়া গিয়া অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ফস্ ও ক্রিযো উত্তম ঔষধ। ফস্ রোগীর এত অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকে যে, রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ফস্‌ফোরাসের রক্ত এত বেশী দূষিত হইয়া যায় যে, রক্ত জমাট বাঁধিতে চাহে না।

অ্যাকালাইফা-ইণ্ডিকা—যে সকল যক্ষ্মারোগীর রাত্রি বেলায় শুষ্ক কাসি হয় ও প্রাতঃকালে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত নির্গত হয় এবং সন্ধ্যাবেলা কাসির সহিত কাল চাপ চাপ রক্ত উঠে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। **অ্যাকোনাইট**—হঠাৎ কাসির সহিত প্রচুর রক্ত উঠে এবং সেই সঙ্গে ছট্‌ফটানি, মৃত্যুভয়, ব্যাকুলতা জলপিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। **আর্ণিকা**—আঘাতাদি লাগিবার পর কাসির সহিত রক্ত উঠিলে ও সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ বুকে থ্যাৎলান ব্যথা থাকিলে উপযোগী। **ক্রোকাস**—ফস্‌ফোরাস রোগীর **রক্ত জমিতে চাহে না**, যেইরূপ বাহির হয় সেইরূপই থাকে কিন্তু ক্রোকাসের রক্ত বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে **জমাট বাঁধিয়া** যায়, ইহার রক্ত কখনও কাল চাপ চাপ, আবার কখনও দড়ীর মত লম্বা হইয়া বাহির হয়। **ফিকাস রিলিজিওসা**—যক্ষ্মারোগীর কাসির সহিত উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত বাহির হয়, তৎসহ মাথাঘোরা, মাথাব্যাথা, জ্বালা ও বমি-বমি ভাব থাকিবে। **ফেরাম-মেট**—যক্ষ্মারোগীর কাসির সহিত তরুণ আকারের রক্তপাত হইতে থাকে, সেই সঙ্গে তাহার বুকে টাটান ব্যথা, কোন গরম পানীয় পান করিলে কাসির বৃদ্ধি এবং রক্তের কতকটা উজ্জ্বল তরল, আর কতকটা জমাট অবস্থায় নির্গত হয়। **মিলিফোলিয়াম**—বেদনাবিহীন উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তপাতে ইহার তুল্য ঔষধ নাই। **ওপিয়াম**—মদ্যপায়ীদিগের কাসির সহিত রক্তপাত হইবার পর রোগী যখন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যখন তাহার বুক গরম ও সমস্ত শরীর শক্ত থাকে তখন ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। (অ্যাকালাইফা অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

স্বরভঙ্গঃ—স্বরভঙ্গের জন্য কয়েকটা বিশেষ উপযোগী ঔষধ আছে, ইহার ভিতর ফস্‌ফোরাস, সেলিনিয়াম, কষ্টিকাম, কার্ব্বো-ভেজ প্রভৃতি কয়টি ঔষধও বিশেষ কার্য্যকরী। **ফস্‌ফোরাসের** স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি সন্ধ্যাবেলা, সেই সঙ্গে শুষ্ক কাসি। কাসিলে বা বেশী কথাবার্ত্তা বলিলে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি, তাহার গলার ভিতর যেন কতকটা তুলা আছে এরূপ অনুভূতি। **কার্ব্বো-ভেজের** স্বরভঙ্গ সন্ধ্যার দিকে বাড়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে সকালের দিকেও স্বরভঙ্গ হয়। স্বরভঙ্গের সহিত রোগীর স্বরনলী ও কণ্ঠনলীতে শুষ্কভাব, তৎসহ শুষ্ক খুক্‌খুকে কাসি। **কষ্টিকামের** স্বরভঙ্গ প্রাতে বেশী হয়। **সেলিনিয়াম**—গায়ক ও বক্তাদিগের স্বরভঙ্গে (অ্যারাম-ট্রাই) ফলপ্রদ; (কার্ব্বো-ভেজ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

চক্ষুরোগ :—রোগীর শরীরস্থ তেজস্কর পদার্থের ক্ষয়হেতু চক্ষুরোগ বা ক্ষীণদৃষ্টি উপস্থিত হইলে অথবা ব্রাইট্‌স ডিজিজের সহিত ক্ষীণদৃষ্টি হইলে ফস্‌ফোরাস ফলপ্রদ। চক্ষুর নানাবিধ পীড়ায় ফস্‌ফোরাস কার্য্যকরী, যথা—রেটিনাইটিস, কোরাইডাইটিস প্রভৃতি। রেটিনার প্রদাহ হইয়া রোগীর দৃষ্টিশক্তি যখন কমিতে থাকে, যখন নানা রং বেরং-এর জিনিস চোখের সামনে দেখিতে পায়, যখন মনে করে প্রতিটি দ্রব্য কুয়াসার ভিতর দিয়া দেখিতেছে, পড়িবার সময় সকল দ্রব্য যখন লালবর্ণের দেখিতে পায় তখন ফস্‌ফোরাস ব্যবস্থেয়। পুরুষের কিড্‌নীর পীড়ার সহিত রেটিনাইটিস হইলে এবং স্ত্রীলোকদিগের মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া অথবা জরায়ু ও ডিম্বকোষের পীড়ার সহিত রেটিনাইটিস হইলে ফস্‌ফোরাস বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

বজ্রপাতের পর কেউ কেউ অন্ধ হইয়া যায়, এইরূপ অন্ধতায় যদি রোগী আলোর চারিদিকে এক প্রকার সবুজবর্ণের আভা দেখিতে পায় তবে ফস্ উপযোগী।

দ্রষ্টব্য—পাঠকগণ! বজ্রপাতের পর চোখের অন্ধতা জন্য যখন ফস্‌ফোরাস একটী ঔষধ, তখন বোমাঘাতের সঙ্গে বা বোমাঘাতের পর এইরূপ অন্ধত্ব উপস্থিত হইলে ফস্‌ফোরাস প্রয়োগ করিলে ফল অবশ্যই পাওয়া যাইতে পারে, নয় কি ?

দুর্ব্বলতা :—ফস্‌ফোরাস দুর্ব্বলতার একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত অবসন্ন হওয়ায় যখন হঠাৎ রোগীর নিস্তেজভাব আসে ও জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া রোগী যখন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন ফস্‌ফোরাসই ঔষধ। আবার অত্যন্ত হস্তমৈথুনাদি ও অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও ফস্‌ফোরাস প্রযোজ্য।

পাকস্থলীর ক্ষত :—এই রোগে যখন তাহার পাকস্থলীতে ছিদ্র হয় তখন ফস্‌ফোরাস উপযোগী। পেটে বেদনা, খাদ্যদ্রব্যাদি গলাধঃকৃত হইতে না হইতে উঠিয়া যায়, আহারের পর পাকস্থলী মধ্যে তাপবোধ ও বমন, তাঁহার পেটের ভিতর খিল ধরে ও যকৃত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। বমিত পদার্থ কাল, হড়্‌হড়ে। রোগী মনে করে যেন তাহার পেট পরিপূর্ণাবস্থায় আছে, ব্যথা করে, সময় সময় পেট হুড়্‌হুড়্ কুলকুল্ করিয়া উঠে ও সূঁচবিদ্ধবৎ ব্যথা অনুভব করে।

উদরাময়—পুরাতন উদরাময় রোগে বা বৃদ্ধদিগের উদরাময় রোগে ফস্‌ফোরাস উত্তম ঔষধ। রোগীর মলদ্বারের কাছে মল আসিলে আর সে চাপিয়া রাখিতে পারে না, মল রোগীর অজ্ঞাতসারে হঠাৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে (অ্যালোজ), চায়না ও ক্রোটনে আমরা দেখিতে পাই যে, খাইবার পরই বাহ্যের বেগ—তাহার বাহ্যে কলের জলের মত জোরে বাহির হয়। ফস্‌ফোরাসে পডো ও সাল্‌ফারের ন্যায় প্রাতঃকালীন উদরাময়ও আছে। পডোর ন্যায় বেদনাশূন্য ও প্রচুর বাহ্যে হওয়া ইহাতে আছে। রোগীর মলদ্বার ফাঁক হইয়া যায়, অনবরতই তাহার বাহ্যে ঝরিতে থাকে (এপিস)। বাহ্যে ও বমি উভয়ই যুগপৎ হইতে থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। জলপান করিবার কিছু পরেই অর্থাৎ জলটা উদরমধ্যে উত্তপ্ত হইলেই রোগী বমি করিয়া ফেলিয়া দেয়।

অজীর্ণ :—রোগীর আহারের অনতিবিলম্বেই ক্ষুধার উদ্রেক হয় (আয়ো), রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেই ক্ষুধা পায়, সেই সময় কিছু না খাইলে অস্বস্তি বোধ, সুতরাং কিছু খাইবেই খাইবে। যদিও তাহার আহারে বেশ রুচি আছে কিন্তু খাদ্যাদি সম্মুখে রাখিলে আর খাইতে চাহিবে না। সাল্‌ফার—খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে দেখিলেই রোগী সন্তুষ্ট, উদর পরিপূর্ণ আছে বোধ। হেলিবোরাস্ রোগী

খাবার দিতে বলে অথচ দিলেই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ফস্‌ফোরাস রোগী ঠাণ্ডা, রসাল ও স্নিগ্ধকর দ্রব্য পান ও আহার করিতে চায়, কুল্পী মালাই বরফ খাইলে তাহার শূলবেদনার উপশম (ক্যাল্‌কে, ইউপেটো, পার্ফো), কিন্তু আর্সেনিক রোগীর কুল্পী মালাই খাইলেই উদরশূলাদি রোগ হইবে। ফস্‌ রোগীর মিষ্টান্নে কিম্বা মাংসে অরুচি, (কেবল মিষ্টান্নে অরুচি—আর্স, কষ্টি, মার্ক, সাল্‌ফ; মাংসে অরুচি—চায়না, নাক্স, পেট্রোল)। ফস্‌ রোগী ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিতে বেশ আরাম পায়, কিন্তু পেটে যাইয়া গরম হইয়া গেলেই উহা উঠিয়া যায়। যে সকল অজীর্ণরোগীর এই সকল লক্ষণাবলী থাকিবে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

যকৃতের পীড়া ও কামলা বা ন্যাবা :—যকৃত প্রদাহ রোগে, যকৃত যখন বৃহৎ ও অনমনীয় আকারে হইয়া কিছুদিন পরে আবার শীর্ণ ও কুঞ্চিত হইয়া যায়, সেই সঙ্গে পেটে স্পর্শকাতরতা থাকে—স্পর্শ করিলে তীক্ষ্ণ ব্যথানুভব করে, পেটের ভিতর প্রায়ই হুড়হুড় গুড়গুড় শব্দ হয়, বিশেষতঃ জলপানের সময় ও পরে বেশী অনুভব করে, তখন ইহা ফলপ্রদ। আবার প্রদাহযুক্ত যকৃত পাকিয়া পূঁজ হইলেও ইহা ফলপ্রদ।

ফস্‌ফোরাস যেমন সঙ্কুচিত যকৃত (atrophies) ও প্রদাহান্বিত যকৃত রোগে উপযোগী সেইরূপ ইহা ন্যাবা বা কামলা রোগেরও উত্তম কার্য্যকরী ঔষধ। ফস্‌ফোরাসের কামলা রোগ ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ বা মস্তিষ্কের পীড়া অথবা কোনরূপ স্নায়বীয় উত্তেজনাসম্ভূত,—অত্যধিক ক্রোধোদ্রেকবশতঃ বা শোকাদির জন্য এবং সাংঘাতিক জাতীয় পীড়া, যকৃতের তরুণ পীতক্ষয় অর্থাৎ রক্তের যে সকল উপাদানে পিত্ত তৈয়ারী হইয়া থাকে তাহাদের নিঃসরণ বন্ধ হইয়া রক্তের মধ্যে মিশ্রিত হইলে সেই বিষক্রিয়া এই রোগের সৃষ্টি করে। এই রোগের শেষ অবস্থায় শোথ, উদরী প্রভৃতি হইয়া রোগীকে মৃত্যুর দ্বারে নিয়া যায়। শিশুদিগের সঙ্কুচিত-যকৃত পীড়ায় বা কামলা রোগে হাত, পা ও মুখ ফুলিয়া শোথ হইলে বা পেটে জল জমিলে, যকৃতে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা থাকিলে ও ফস্‌ফোরাসের অপরাপর লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকিলে ফস্‌ফোরাস দ্বারা উপকার সম্ভব। সঙ্কুচিত-যকৃত ও সাংঘাতিক জাতীয় ন্যাবায় **লরোসিরেসাসও** উত্তম ঔষধ, যদি রোগীর প্রথমে সামান্য জ্বর, পরে বৰ্দ্ধিত যকৃত, যকৃতে স্ফোটক, নৈশঘর্ম্ম প্রভৃতি পাওয়া যায়। শিশুর যকৃত বিকৃতি সহ ন্যাবা ও শোথ থাকিলে **কার্ডুয়াস**কে যেন না ভুলি।

গ্লুকোমা :—ফস্‌ফোরাস গ্লুকোমা রোগের একটী বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। এই রোগ রেবি-রেবির পর হইলে আরও বেশী ফল পাওয়া যায়। যে সকল রোগীর চক্ষু হইতে রক্ত পড়ে, চক্ষু জ্বালা করে, চোখের পাতায় শোথ হয়, আলোর চতুর্দ্দিকে রামধনুর ন্যায় দেখে, চোখের চতুর্দ্দিকে নানাবর্ণের আলো চমকাইতে ও আলোর চতুর্দ্দিকে হলুদবর্ণের বেষ্টনী বা গোলক দেখে, তাহাদের পীড়ায় ফস্‌ফোরাস বিশেষ ফলপ্রদ।

হৃদ্‌রোগ :—হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় সাধারণতঃ ডাণদিক যখন বেশী আক্রান্ত হয়, তাহার চোখ ফুলিয়া উঠে তখন ইহা ফলপ্রদ। হৃদ্‌রোগ মানসিক দুর্ভাবনার জন্য বেশী হয়, তাহার বুক ধড়ফড় করিতে থাকে, ঘরে কেহ প্রবেশ করিলেও ধড়ফড়ানি বেশী হয়, তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট, বুক সাঁটিয়া আছে বোধ, বুক ধড়ফড়ানিতে রোগীর বুকের স্পন্দন এত বেশী হইতে থাকে যে রোগী মনে করে যেন কেহ তাহার বুকে জোরে হাতুড়ির ঘা মারিতেছে। হৃদ্‌পিণ্ডের মেদাধিক্য রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হাম : নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস বা ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়াযুক্ত হাম-জ্বরে ফস্‌ফোরাস্ বিশেষ ফলপ্রদ। উভয় দিকের ফুসফুস্ মধ্যেই তরল শ্লেষ্মার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ ডাণ বুকের নিম্ন অংশেই বেশী পাওয়া যায়। রোগী অস্থির-চিত্ত, ক্রমান্বয় ছট্‌ফট্ করে, শরীরে জ্বালা বোধ, জল পিপাসা, ঠাণ্ডা জল পান করিবার কিছু পরেই বমন, তৎসহ বেদনাশূন্য জলবৎ উদরাময় ইত্যাদি ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ

টাইফয়েড :—ফস্‌ফোরাস ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়াযুক্ত টাইফয়েডের একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ। ইহার সহিত তাহার পেটের অসুখ থাকিবে। প্রায় ক্ষেত্রেই যকৃত বড় হইয়া তথায় অসহ্য বেদনা বিদ্যমান থাকে। এত বেদনা যে হাত ছোঁয়ান যায় না। কোন কোন রোগীর যকৃত ও প্লীহা—উভয় স্থানেই বেদনা, তৎসহ উদরাময় থাকে। রোগী কোন পানীয় দ্রব্য পান করিলে পর উহা ১০।১৫ মিনিট পেটে থাকিয়া একটু গরম হইলেই উঠিয়া যাইবে, উদরাময় ক্ষেত্রে আহারের পরই বাহ্যের বেগ হয়। আহারের পর বাহ্যে পাওয়া আর্সেনিক, চায়না ও ক্রোটনে আছে। টাইফয়েড জ্বরের সহিত উদরাময় যেমন থাকে সেইরূপ কোষ্ঠকাঠিন্য ও অজীর্ণও দেখা যায়। ফস্‌ফোরাসের কোষ্ঠকাঠিন্যের বাহ্যে লম্বা সরু সরু শক্ত ন্যাড়। টাইফয়েড রোগীর বুকের প্রদাহ বা পেটের নানাবিধ উপসর্গের সহিত গাত্রদাহ পাওয়া যায়, দাহের জন্য সে গায়ের কাপড় ফেলিয়া হাত পা ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে চায়, এই লক্ষণ সাল্‌ফারেও আছে, পার্থক্য এই যে ফস্‌ফো রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় কিন্তু ঘর্ম্ম হইয়া তাহার রোগের বা যন্ত্রণার কোন শান্তি হয় না, এই লক্ষণ মার্কারিতেও আছে, তবে মার্কারি প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহার ধাতুগত লক্ষণ ভালরূপ দেখিয়া লইতে হইবে, প্রচুর ঘর্ম্ম হইতেছে ও ঘর্ম্ম হইয়া লক্ষণের উপশম হইতেছে না পাইয়াই মার্কারি ব্যবস্থা করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। নিউমোনিয়াযুক্ত টাইফয়েড জ্বরের সাংঘাতিক অবস্থায় যখন রোগী অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে, গলার ভিতর ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ শুনা যায়, নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত, অত্যধিক ঘর্ম্ম হইতে থাকে, সেই সঙ্গে অত্যন্ত ছট্‌ফটানি পাইলে ফস্‌ফোরাসই ঔষধ। নিউমোনিয়ার পতনাবস্থায় কার্ব্বো-ভেজও একটি উত্তম ঔষধ, তবে সে অনবরত হাওয়া করিতে বলে, তাহার নড়িবার ক্ষমতা প্রায় ক্ষেত্রেই থাকে না।

ব্রঙ্কাইটিসযুক্ত রোগীর অত্যন্ত পিপাসা, পিপাসায় জল পান করিলে কিছু শান্তি; সন্ধ্যাবেলা অত্যধিক পিপাসা, ঠাণ্ডা জল পান করিলে পিপাসার কিছু শান্তি হয় কিন্তু উহা কিছুক্ষণ পেটে থাকিবার পরই বমন করিয়া ফেলিয়া দেয়; রোগীর জিহ্বা, দাঁত ও দাঁতের মাড়ীর উপর চট্‌চটে লালার ন্যায় পদার্থ জড়াইয়া থাকে, জিহ্বার উপরকার সেই লালাময় পদার্থ উঠিতে চায় না; তাহার মাথা ও হাত পা ঠাণ্ডা অথচ দেহের উপর ভাগ গরম।

হাঁটুর সন্ধির পীড়া ও হাড়ের ক্ষত রোগে ফস্‌ফোরাস একটি উত্তম ঔষধ। হাঁটুর সন্ধিপীড়ায় সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিবার পর আংশিক উপকার পাওয়া যায়, পূর্ণভাবে আরোগ্য করিতে ফস্‌ফোরাসই ঔষধ। যে সকল লোক দিয়াশলাইএর কারখানায় কাজ করে তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই নীচের চোয়ালের হাড়ে ক্ষত হইয়া থাকে, সুতরাং ফস্‌ফোরাস নীচের চোয়ালের ক্ষতরোগে উপযোগী। গণ্ডমালা গ্রস্ত শিশুদিগের মেরুদণ্ডের হাড়ের ক্ষতরোগেও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। মেরুদণ্ডের অস্থির ক্ষত যখন ভিতরের দিকে চলিয়া যায়, রোগী তাহার পিঠে কোনরূপ গরম সহ্য করিতে পারে না তখন ইহা উপযোগী।

স্তনের স্ফোটক বা শোথে সাইলিসিয়ার পর ইহা ব্যবহৃত হয়। তাহার স্তন ফুলিয়া বিসর্পের ন্যায় লালবর্ণের হয়, মুখে কতগুলি লাল দাগ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। উহা হইতে যে পূঁজ পড়ে উহা জলের ন্যায় পাতলা। ফস্‌ফোরাস শোথ বা নালী-ঘা'র জন্যও ব্যবস্থা করা চলে। নালী-ঘা বা শোথের সহিত জীর্ণজ্বর, জ্বালা ও সূঁচ-ফোটান বেদনা থাকে।

নাসিকার ক্ষত ও নাসিকার অর্ব্বুদ :—পূতিনস্য ও নাসিকার অর্ব্বুদ রোগে যখন সামান্য কারণে রক্তস্রাব প্রচুর পরিমাণে হইতে থাকে তখন ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার নাসিকার স্রাব সবুজবর্ণের, সেই স্রাবে রক্তের ছিটা থাকে।

পক্ষাঘাত :—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা, ক্লান্তি, মানসিক উচ্ছ্বাস, শোক ও দুঃখাদির পর পক্ষাঘাত হইলে ইহা ইগ্নেসিয়া, ককিউলাস, নেট্রাম-মিউর প্রভৃতি ঔষধ তুল্য—ঐ সকল অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ফস্‌ফোরাস—মস্তিষ্কের কোমলতার জন্য পক্ষাঘাত হইলে জিঙ্কাম ও প্লাম্বাম তুল্য ঔষধ।

পুংজননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—রোগীর পুনঃ পুনঃ রেতঃপাত হয়, তাহার অত্যধিক কাম-পিপাসা, এত কাম-পিপাসা যে সে অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিয়া থাকে (জেংস)। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনাদির ফলে ধ্বজভঙ্গ রোগে ইহা উপযোগী। রোগীর অনেক দিন ধরিয়া অসাড়ে রেতঃপাত হইবার ফলে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতিতে ইহা কার্য্যকরী। যাহারা অতিরিক্ত রতিক্রিয়া করে বা বহুদিন অকৃতদার থাকিয়া স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি দমন করিয়া ধ্বজভঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয় তাহাদের পক্ষে ফস্‌ফোরাস ভাল ঔষধ।

স্ত্রীরোগ ও জননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—রমণীদিগের কামোন্মাদ, বন্ধ্যাত্ব (অত্যধিক কামোন্মত্ততা জন্য অথবা বিলম্বে প্রচুর ঋতুস্রাব জন্য), বহুসন্তানাদি প্রসবের পর জরায়ুর প্রদাহ, জরায়ুর ক্যান্সার রোগে যদি সামান্য কারণে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, মাসিক ঋতু অকালে প্রকাশিত হয়, স্রাব পরিমাণে কম হয় কিন্তু বহুদিন স্থায়ী হইয়া থাকে, তাহার ঋতুস্রাব বা রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব, বক্ষোৎকাস অথবা ঋতুবন্ধ হইয়া স্তনে দুগ্ধাধিক্যে ফস্‌ফোরাস উপযোগী।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—সন্ধ্যার সময়, দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে, বাম পার্শ্বে বা আক্রান্ত দিকে শয়ন করিলে, ঝড় বৃষ্টির সময়, বিশ্রামে, শয়নে, চিৎ হইয়া শুইলে, পরিশ্রমে, কাসি হইলে—হাসিলে, কথা বলিলে, জোরে পড়াশুনা করিলে বৃদ্ধি, জলীয় বায়ুতে, উত্তাপে, বস্ত্রাদি ধৌত করিলে, আলোতে, শব্দে ও গান শুনিলে রোগের বৃদ্ধি।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় (বক্ষঃরোগ ব্যতিরেকে), অন্ধকারে, ডাণদিক ফিরিয়া শুইলে, নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস রোগে—ঠাণ্ডা জল পানে (যতক্ষণ উহা গরম হইয়া বমি না হয়) ও ঠাণ্ডা জলে হাত পা ধুইলে উপশম।

সম্বন্ধ :—কাসির পর হাঁপানি রোগে—আর্সেনিক তুল্য ; দুর্ব্বলতাকারক নৈশঘর্ম্মে—চায়না, লাইকো তুল্য ; সকালে ঘর্ম্ম হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া তুল্য ; সকালে ঘর্ম্ম হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া তুল্য, অন্ধকারে ভয়ে—ক্যাল্‌কে, ষ্ট্রামো ; ভূতের ভয়ে—পাল্‌সে তুল্য ; ঋতুর সময় মলদ্বার হইতে রক্তস্রাবে—ইগ্নে, ল্যাকে, পাল্‌স তুল্য ; রাত্রিকালে অত্যন্ত ক্ষুধা পাওয়ায—চায়না, পালসে, লাইকো, সিনা তুল্য ; স্বপ্ন সঞ্চরণে—ক্যানাবিস, সালফার তুল্য ; গুহ্যদ্বার খোলা অনুভবে—এপিস ও অ্যাসিড-ফস্‌ তুল্য ; ক্লান্তিবশতঃ পক্ষাঘাতে—জিঙ্কাম, প্লাম্বাম, ষ্ট্যানাম তুল্য ; অস্থিবিকৃতি রোগে ক্যাল্‌কে-ফস্‌, সাইলিসিয়া তুল্য ; ফুস্‌ফুসের যকৃতভাব প্রাপ্তিতে অ্যান্টিম-টা, লাইকো, সাল্‌ফার তুল্য ;

যুবকদিগের যক্ষ্মারোগে—আযোডি, ক্যাল্কে-ফস্ তুল্য; সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাবে—ক্রিযোজোট, ল্যাকেসিস তুল্য; সান্নিপাতিক জ্বরের পর বধিরতায—আর্স, পেট্রোলিয়াম তুল্য; যক্ষ্মা বা টিউবারকুলোসিস রোগে—ব্যাসিলি, টিউবার, আয়ো তুল্য; চুল কাটিবার মন্দফলে—বেলেডো তুল্য; কামোন্মত্ততায়—ক্যালকে-ফস্, ওরিগে তুল্য।

শক্তি:—৩x, ৬x, ৩০, ২০০ ১০০০, বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

ফস্ফোরাস-পেনটাক্লোরাইড (Phosphorus pentachloride.)।

ব্যবহারস্থল:—চক্ষু, নাক, গলা, বক্ষদেশ প্রভৃতির মিউকাস-ঝিল্লীর ক্ষত রোগে এই ঔষধ উপযোগী।

ফস্ফোরাস্-হাইড্রোজেনেটাস (Phosphorus Hydrogenatus)।

ব্যবহারস্থল:—দাঁতের ভিতর কুঞ্চন শব্দ, সংবেদনাধিক্য (Hy-peræsthesia) এবং কশেরুক মজ্জার ক্ষয়।

ফার্ম্মিকা-রুফা (Formica Rufa)।

পরিচয়:—ইহা একপ্রকার পালক যুক্ত পিপীলিকার বিষ। এই জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ বিছুটীর শুঁযায, কোন কোন পোকার হুলে এবং পুরাতন টার্পিন তৈলের ভিতর পাওয়া যায়। সজীব লাল পিঁপড়ে বা কাঠ-পিঁপড়ে হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল:—মস্তিষ্কের বিকৃতি, সন্ন্যাস রোগ আঘাতাদি লাগিযা নানাবিধ পীড়া, মুখের পক্ষাঘাত, পাযের ঘর্ম্ম বন্ধ হইযা বিবিধ পীড়া, ক্ষুদ্রসন্ধির ব্যথা ও পীড়া, কেশ পতন ও চুল উঠা, সজোরে কোন জিনিস তুলিতে গিযা শরীরের কোন স্থানে বেদনা, দৃষ্টির বিকৃতভাব, কালশিরা, তাণ্ডব রোগ, কাসি, উদরাময, অস্থিচ্যুতি; মেরুদণ্ডের নানাবিধ পীড়া, গলক্ষত, গ্রীহার বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

ইহার বেদনাদির হ্রাস-বৃদ্ধি অনেকটা ব্রাইযোনিযার মত তবে ইহার লক্ষণাদি দেহের ডানদিকেই বেশী দেখা যায আর ব্রাইযোনিযার লক্ষণাদি বাম পার্শ্বেই বেশী হয।

ফর্ম্মিকা ক্ষুদ্র সন্ধিবাত অর্থাৎ গাউট রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বেদনাদি হঠাৎ আসে (বেলেডোনা) এবং এক স্থান হইতে অপর স্থানে দ্রুত সরিযা যায। এই ঔষধ দ্বারা স্তন্যদায়িনী জননীদিগের স্তন্যদুগ্ধের অভাব দূর হইযা থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—দেহ সঞ্চালনে ও শীতল জল ব্যবহারে রোগের বৃদ্ধি; কেহ ধীরে ধীরে শরীর মর্দ্দন করিযা দিলে, চুল আঁচড়াইলে, লোহা গরম করিযা আক্রান্ত স্থানে সেক দিলে, এবং রাত দুপুরের পর রোগের উপশম।

শক্তি:—৬x, ১২, ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয।

ফর্ম্মালিন (Formalin)।

ব্যবহারস্থল :—স্মৃতিশক্তি লোপ, অমনোযোগী ও দুশ্চিন্তা-গ্রস্তদিগের পক্ষে, অতিশয় লালাস্রাব, মুখে স্বাদের অভাব, মুখে ও পেটে জ্বালা, উদরাময় রোগে হঠাৎ বাহ্যের বেগ, অণ্ডলালাযুক্ত প্রস্রাব, হুপিং কাসি, স্বরভঙ্গ, জ্বরের রোগীর বৈকালে শীতের পর দীর্ঘকাল স্থায়ী উত্তাপ, জ্বরের সময় হাড়ের ভিতর বেদনা (ইউপে), কোথায় সে আছে ভুলিয়া যায়, কাটা ঘায়ের চতুর্দ্দিকে একজিমার ন্যায় উদ্ভেদ বাহির হয়।

শক্তি :—৩x।

ফাইসালিস্ (Physalis)।

ব্যবহারস্থল :—পূর্ব্বে মূত্রযন্ত্রের পীড়া, মূত্রপাথরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত। মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, শিরোঘূর্ণন, স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা, মুখের পক্ষাঘাত, জ্বর রোগীর মুক্ত হাওয়ায় শীত বোধ, বৈকালের দিকেই জ্বরবোধ, বাহ্যে করিবার সময় ঘর্ম্ম, মূত্রে অ্যালবুমেন, জ্বরের সময় যকৃতে বেদনা। কাসি, স্বরভঙ্গ, বিছানায় প্রস্রাব করা, বহুমূত্র বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বহুমূত্র রোগে প্রস্রাবধারণে অক্ষমতা, উরুতের উপর উদ্ভেদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী। বর্ষাকালের বৈকালে ও উত্তপ্ত হইলে রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—মাদার-টিংচার, ১x, ৩x।

ফাইটোলকা (Phytolacca Decandra

পরিচয় :—ইহা দীর্ঘমূলজাতীয় একপ্রকার বাৎসরিক বৃক্ষ। ইহার সদ্য তাজা মূল, সুপক্ক ফল এবং টাট্‌কা পাতা হইতে মাদার-টিংচার প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—স্তনের বিবিধ পীড়া, ঠুন্‌কো, অর্ব্বুদ, স্নায়ুশূল, শিরঃপীড়া, মুখের ক্ষত ডিপ্‌থিরিয়া, গলক্ষত, গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, ক্যান্‌সার, স্থূলতা, কর্ণের বিবিধ পীড়া, দাঁত উঠিবার সময় শিশুর নানাবিধ উপসর্গ, রক্তসঞ্চয়, জিহ্বাপ্রদাহ, পুরাতন প্রমেহ, অর্শ, ধ্বজভঙ্গ, উপদংশ, নানাবিধ ক্ষত, দন্তশূল, আঁচিল, বহুব্যাপক সর্দ্দিজ্বর, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত, শিশুকলেরা, টন্‌সিলাইটিস, তড়কা, ধনুষ্টঙ্কার, হৃদ্‌পিণ্ডের বিবিধ পীড়া, বাম পায়ের গোড়ালির ব্যথা, চক্ষুপ্রদাহ, জিহ্বাপ্রদাহ, পারদের অপব্যবহার জনিত নানাবিধ পীড়া ও প্রদাহ, মলদ্বারের ক্যানসার, পায়ের ঝিন্‌ঝিনে বাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—ফাইটোলকার ক্রিয়া গ্রন্থিগুলের উপর, বিশেষতঃ গ্রন্থির, স্তনের সিরাস ফাইব্রাস ও মিউকাস টিস্যু প্রভৃতির উপরই বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ইহা অস্থিবেষ্ট ও চর্ম্মের উপর, মার্কারি, কেলি-আয়োডের ন্যায় কার্য্যকারী।

মন :—রোগী তাহার জীবনের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করে, তাহার বিশ্বাস এই রোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী (অ্যাকো, আর্স ক্যাম্ফা, থুজা), রোগী মানসিক পরিশ্রমে অত্যন্ত কাতর,

তাহার লজ্জা মোটেই নাই, সে কাহারও সম্মুখে তাহার লজ্জা-স্থান খুলিতে বা বাহির করিতে একটুও লজ্জা অনুভব করে না (হায়ো, ক্যান্থা, ক্যালেডি)। রোগী পথ্য-গ্রহণ করিতে চাহে না, রোগী রোগের ভিতর অত্যন্ত প্রলাপ বকে ও অল্পেই সে কাতর হইয়া পড়ে।

ডিপ্‌থিরিয়া:—ইহা ডিপ্‌থিরিয়া রোগের একটী উপযোগী ঔষধ। ডিপ্‌থিরিয়ার আক্রমণে রোগীর গলকোষ অতিশয় আরক্ত হয় ও তালুমূল ফুলিয়া উঠে। **ডাঃ হিউজেস** বলেন যে সকল ডিপ্‌থিরিয়ায় তীব্র জ্বর, মাথায় পিঠে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা ও দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব থাকে সেই ক্ষেত্রে ইহা উত্তম ঔষধ। যে সকল ডিপ্‌থিরিয়ায় দেখা যাইবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহার মুখ চোখ বসিয়া গিয়াছে, চোখের চারিদিকে কালিমা পড়িয়াছে, মুখে ঘা, জিহ্বার ধারে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ বাহির হইয়াছে, রোগীর জিহ্বার অগ্রভাগ, গলার ভিতরটা; তালু ও টন্‌সিল অত্যন্ত লাল এবং মুখ হইতে প্রচুর লালা নিঃসরণ হইতেছে সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। ডিপ্‌থিরিয়া রোগীর গলার ভিতর জ্বালা করে, সর্ব্বাঙ্গে আর্ণিকার ন্যায় ব্যথা থাকে। শীত ঋতুতে যখন এই রোগ হইতে থাকে তখন পূর্ব্ববর্ণিতরূপ গলায় ব্যথা হইবামাত্র এই ঔষধের ৩x প্রয়োগ করিবে। * কেহ কেহ বলেন এই ঔষধের অরিষ্ট ২৫ ফোঁটা ১ পাইট জলে মিশ্রিত করিয়া উহার বাষ্পাঘ্রাণ ও কুল্‌কুচা করিলে রোগের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। **ডাঃ ফ্যারিংটন** বলেন, যে সকল ডিপ্‌থিরিয়া রোগের পূর্ব্বে শীত ও পৃষ্ঠ বেদনা, দুর্ব্বলতা এমন কি বিছানায় উঠিয়া বসিলে মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হয়, গলার ভিতর মলিন লালবর্ণ, গলার ভিতর জ্বলন্ত অঙ্গার রহিয়াছে এরূপ অনুভব, গরম পানীয় পানে রোগের বৃদ্ধিতে ফাইটোলক্কাই ঔষধ। **মার্কুরিয়াস-সিয়ানেটাস**ও ডিপ্‌থিরিয়ার একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। রোগীর নাড়ীর গতি অত্যধিক, দুর্ব্বলতা অসম্ভব, গলার ভিতর যে পরদাটা পড়ে প্রথমে উহা শাদামত হয় তারপর উহা দ্বারা তালু ও টন্‌সিল আবৃত হইয়া পড়ে ও সেই সঙ্গে গ্ল্যাণ্ডগুলি ফুলিতে থাকে ও পরদাটি ক্রমান্বয়ে মরাটেবর্ণের হইতে থাকে। তাহার নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে ক্ষুধা মোটেই থাকে না, জিহ্বার উপর কটা রংয়ের লেপ পড়ে। সাংঘাতিক জাতীয় ডিপ্‌থিরিয়ায় জিহ্বার উপর কালবর্ণের লেপ। ডিপ্‌থিরিয়ার জন্য আমাদের অন্যান্য ঔষধও আছে সেগুলি অপর স্থানে ব্যক্ত করা হইতেছে।

ফাইটোলক্কা তালুমূল-গ্রন্থিদ্বয়-প্রদাহ (টন্‌সিলাইটিস) ও গলার ভিতর ক্ষত রোগে উপযোগী। যে সকল শিশু বা অপরাপর রোগী ক্রমান্বয় টন্‌সিল-প্রদাহ রোগে ভুগিবার ফলে তাহাদের নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, নিশ্বাস্ ফেলিবার সময় শব্দ হয় ও টন্‌সিল সর্ব্বদা বৃহদাকারের থাকে তাহাদের জন্য ফাইটো উত্তম ঔষধ।

স্তনে স্ফোটক, স্তনপ্রদাহ বা ঠুন্‌কো রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ ফাইটোলক্কা। **ডাঃ হেল** দেখিলেন যে গরুর স্তনের ফুলা বা তথায় রক্তসঞ্চয় হওয়া এবং প্রদাহ প্রভৃতি ফাইটোলাক্কা প্রয়োগে আরোগ্য হয় তাই তিনি স্ত্রীলোকদিগের স্তনের এইরূপ ফুলা ও প্রদাহে ফাইটো প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। প্রদাহের প্রথমাবস্থায় যেমন ইহা ব্যবহার করা চলে সেইরূপ পূঁজোৎপত্তি ও নালীক্ষত প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহা ফলপ্রদ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন, রোগের প্রথমাবস্থায় স্তন যখন অত্যন্ত শক্ত হয় তখন এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী। **ব্রাইওনিয়া** রোগের প্রথমাবস্থার উত্তম ঔষধ কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ ব্রাই ও রাসের মধ্যবর্ত্তী হয় সেই স্থানেই এই ঔষধ বেশী কার্য্যকরী। ফাইটো পূঁজ জন্মিবার সম্ভাবনায়ও প্রয়োগ করা চলে কিন্তু ব্রাই তখন ব্যবহৃত হয় না।

ব্রাইওনিযার সকল লক্ষণেই ফাইটো প্রয়োগ করা চলে, উহা ব্যতিরেকে যখন দেখা যায স্তনগ্রন্থি স্ফীত ও প্রস্তরবৎ কঠিন ও পুঁজ জন্মিযা ফাটিবার উপক্রম হইতেছে তখনও ফাইটো উত্তম কার্য্য করে। তারপর যখন শিশু মাতার স্তন্য পান করে তখন স্তনের বোঁটা হইতে মেরুদণ্ডের উপর ও নীচে ব্যথা ছড়াইযা সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত হইযা পড়িলেও ইহা ফলপ্রদ।

চক্ষুরোগ :—রোগীর চক্ষু হইতে অত্যধিক জল পড়ে ও তথায কর্‌কর্‌ করে ও জ্বালা অনুভব করে, আলোর ভিতব চক্ষুব জ্বালা যন্ত্রণা বেশী ; দীপালোকে অধ্যযন করিলে, চক্ষু জ্বালা ও কর্‌কর্‌ করে—ক্যাল্‌কেরিযা ; উজ্জ্বল আলোব ভিতব—ক্রিযো। তাহাব চক্ষুতে ধূলি পড়িয়াছে এরূপ অনুভব করে, লেখাপড়া করিবার সময চোখের তারা ভেদ কবিযা তাহার মাথার ভিতব জ্বালা যন্ত্রণা প্রবেশ করিতেছে এরূপ বোধ। তাহার এক চক্ষু স্থির থাকিলেও অপর চক্ষু নড়িতে থাকে। যে সকল ব্যক্তি উপদংশ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয, তাহাদেব চক্ষু-প্রদাহ রোগে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে বেদনায ইহা ফলপ্রদ।

চর্ম্মরোগ :—প্রাচীন ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া নির্গত হওযা ইহার বিশিষ্টতা। খোস্‌, দাদ, পাঁচড়া, ক্ষৌর হইবার পব অত্যধিক চুলকানি, উপদংশজনিত নানাবিধ চর্ম্মরোগ, মেদার্ব্বুদ প্রভৃতি রোগে এই ঔষধের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রযোগে উপকার দর্শে। ফাইটোলক্কার বাহ্যিক প্রযোগে ক্ষত ঠিক বিলুপ্ত হয, স্তনের ও শরীরেব অপরাপর স্থানের ক্যান্সার রোগও ইহা দ্বারা আরোগ্য হয।

শিশু-কলেরায় :—শিশু যখন অনবরত আপনার মাঢ়ী কামড়ায—এই লক্ষণে ফাইটোলক্কা ঔষধ। তারপর শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময সে যদি অনবরত মাঢ়ী কামড়ায তখন ইহা ফলপ্রদ। শিশু ঘন ঘন পাটকেলে বর্ণের জলের ন্যায পাতলা বাহ্যে করে ও সেই সঙ্গে অল্প অল্প আমও থাকে। পডোতেও মাঢ়ী কামড়ান লক্ষণটী আছে, তবে পডোর বাহ্যেব পরিমাণ প্রচুর তৎসহ কাঠবমি ও দুর্গন্ধই বিশিষ্ট লক্ষণ।

স্থূলকায়ত্ব (মেদবৃদ্ধি) :—যে সকল লোকের শরীরে অত্যধিক মেদ বৃদ্ধি পায তাহাদের শরীরের চর্ব্বি কমাইযা শরীর হাল্‌কা করিতে ফাইটোলক্কার ক্ষমতা অসম্ভব। ফাইটোলক্কাকে অমোঘ ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয না। **ফিউকাস-ভেসিকিউলোসাসও** মেদরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কেহ কেহ ইহাকে মেদবৃদ্ধি রোগের পেটেণ্ট ঔষধ বলিযা বর্ণনা করিয়া থাকেন।

বাত :—পুরাতন বাতরোগে ইহা ব্যবহৃত হইযা থাকে। বাতরোগে পা মাথা অপেক্ষা কিছু উঁচু করিযা রাখিলে যদি বেদনার হ্রাস হয তাহা হইলে ফাইটো শ্রেষ্ঠ ঔষধ। উপদংশ ও প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের গাঁটগুলি ফুলিযা লালবর্ণের হয, গ্রন্থিগুলি ফুলিযা তথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে, বর্ষাকালে ও ভোরের বেলায রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রদ। সাযেটিকা রোগেও ফাইটো ব্যবহৃত হয।

ধনুষ্টঙ্কার :—সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া হাত মুঠো থাকে বটে, তবে তাহার বুড়ো আঙ্গুল উঠিয়া থাকে, পা ছড়াইয়া পড়ে কিন্তু আঙ্গুলগুলি ছড়ান, দাঁতগুলি বাহির হইযা পড়ে এবং তাহার মাথাটা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিযা পড়ে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর অথবা ঘুম ভাঙ্গিলেই বেশী হয।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—আক্রান্ত পার্শ্বে শুইলে বা ডাণদিকে ফিরিয়া শুইলে, খুব উঁচু হইতে নীচেরদিকে নামিবার সময় গ্যাসের আলোয, ঢোক গিলিবাব সময়, দণ্ডাযমান অবস্থায়, হাঁটা-চলায, হাত তুলিলে, রাত্রে, প্রাতে, জলীয বায়ু এবং বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি। হাত দিয়া টিপিলে, বামদিকে এবং উপুড় হইযা শুইলে উপশম।

সম্বন্ধ :—ফাইটো ডিফ্‌থিরিয়া রোগে—ল্যাকেসিস ও মার্ক-সায়া তুল্য ; স্তনের স্ফোটকে—ব্রাইওনিয়া তুল্য ; ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপে—নাক্স-ভমিকা তুল্য ; লজ্জাহীনতায—হায়ো তুল্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট হইতে ১০০০ শক্তি।

দ্রষ্টব্য—যাহাদের অত্যধিক মেদবৃদ্ধি হয তাহাদের পক্ষে ঘোড়ায চড়া ও স্কিপিং অর্থাৎ দড়ির ভিতর হইতে লাফান ভাল।

ফাইটোলক্কা-বেরি। (Phytolocca Berry.)।

ব্যবহারস্থল :—গলার ঘা ও **মেদরোগ** এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ফিউকাস-ভেসিকিউলোসাস (Fucus Vesiculosus.)।

ব্যবহারস্থল :—মেদবৃদ্ধিরোগ, গণ্ডমালা, অক্ষিগোলকের বহির্নিঃসরণ অর্থাৎ ঢেলা বাহির হইযা পড়া, সাংঘাতিক কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃদ্‌কম্পন, ঋতুর বৈলক্ষণ্য, মূত্রাশযের উপদাহ ইহা দ্বারা দূরীভূত হয। ইহা সেবনে পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি ও উদরাধ্মান নিবারিত হয। কেহ কেহ বলেন যে, ক্ষীণকায ব্যক্তি এই ঔষধ রীতিমতভাবে সেবন করিলে স্থূলকায হইয়া যায। মেদরোগে যখন রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে হইবে তখন রোগীকে **ঘৃতপক্ক দ্রব্য খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।**

শক্তি :—মেদ রোগীর জন্য মাদার টিংচার আহারের পূর্ব্বে ৫ হইতে ৬০ ফোঁটা মাত্রায রোজ তিনবার সেব্য। রুগ্ন ব্যক্তিকে যদি স্থূলকায করিতে হয তবে ৩০ ফোঁটা মাত্রায রোজ তিনবার সেব্য।

ফিকাস-রিলিজিওসা (অশ্বত্থ)।

(Ficus Religiosa.)

পরিচয় :—ইহা ভারতীয উদ্ভিজ্জাত ঔষধ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সেবনে নানাপ্রকারের রক্তস্রাব নিবারিত ও আরোগ্য হইয়া থাকে, অতিরজঃ, রক্তোৎকাস, নানাবিধ রক্তস্রাব, রক্তমূত্রাদির পক্ষে উপযোগী।

শক্তি :—নিম্নশক্তিই প্রযোজ্য।

ফেনল (Phenol)।

ফেনল ও কার্ব্বলিক-অ্যাসিড একই ঔষধ। কার্ব্বলিক-অ্যাসিড অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ফিউলিগো-লিগ্নি (Fuligo Ligni.)।

ব্যবহারস্থল :—ইহার ক্রিয়া গ্রাণ্ডের উপর, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, সাংঘাতিক ঘা, উপচর্ম্ম, হার্পিস জাতীয় চর্ম্মরোগ, টিউমর প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায়। মুখের (মিউকাস্) ঝিল্লীর পুরাতন উপদাহ, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, ক্যান্সার, বহিস্তকের (Epithelial) ক্যান্সার, অণ্ডকোষের ক্যান্সার বিশেষতঃ যাহারা চিম্নির ঝুল (আগুনের) পরিষ্কার করে তাহাদের ঐরূপ ক্যান্সার হইলে, জরায়ুর ক্যান্সার রোগের সহিত জরায়ু হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী।

শক্তি :—৬x চূর্ণ।

ফিউসিনা (Fushina)।

ব্যবহারস্থল :—কর্ণের আরক্ততা, মাঢীর প্রদাহ, তৎসহ জ্বালা ও লালাস্রাব, গাঢ় লালবর্ণের প্রস্রাব, প্রস্রাবে অণ্ডলালা, উদরাময় রোগে প্রচুর মল নিঃসরণ, কিড্নির বাহ্যিক আবরণের অপকর্ষতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে।

শক্তি :—৬x, ৬, ৩০।

ফেগাস (Fagus)।

ব্যবহারস্থল :—মাথার যন্ত্রণা, নাসাস্রাব, মুখের প্রদাহ ও মুখ ফুলিয়া উঠা, জল-ভীতি অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগ আরোগ্য হয়। জল দেখিলে ভীতির উদয়, তাহার মুখ হইতে অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব হয় (লিসিন), জল পিপাসা অত্যধিক, কিন্তু জল দেখিলেই শিহরিয়া উঠে। শরীরে অত্যধিক জ্বালা।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x।

ফেল-ট্যাউরি (Fel Tauri)।

পরিচয় :—এই ঔষধ ষাঁড়ের পিত্ত হইতে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—পরিপাকক্রিয়ার অভাব, উদরাময়, হাঁপানি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, শিরঃপীড়া, বাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

শক্তি :—৩x, ৬x বিচূর্ণ।

ফিলিক্সম্যাস (Filixmas) ।

ব্যবহারস্থল :—গর্ভস্রাব, বন্ধ্যাত্ব, **ফিতার মত কৃমি**, নিম্নোদরের স্ফীতি। ফিতার ন্যায় কৃমির জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ ঔষধ—তবে বমন, উদরাময়, যোনিভ্রংশ, জ্বর তৎসহ কাঁপুনি, পেট বেদনা ও উদরাময় রোগে উপযোগী।

শক্তি :—১x, ৩x শক্তিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু ফিতাকৃমির জন্য অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম পর্য্যন্ত মূল অরিষ্ট ব্যবহৃত হয়।

ফেরুলা-গ্লউকা (Ferula Glauca) ।

ব্যবহারস্থল :—স্ত্রীলোকদিগের সাংঘাতিক কামোন্মত্ততা কমাইতে ইহা **অরিগেনাম** তুল্য। রোগীর মস্তকের পশ্চাৎভাগ বরফের ন্যায় শীতল।

ফেল্যাণ্ড্রিয়াম (Phellandrium Aquaticum) ।

ব্যবহারস্থল :—পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে যক্ষ্মারোগের শেষ অবস্থায় যখন গয়ার হইতে অত্যধিক দুর্গন্ধ বাহির হয় তখন ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। লিলিয়েন্থাল বলেন যে ডাণদিকের ফুসফুসের ক্ষত, শ্বাসে হিস্ হিস্ শব্দ, অনবরত কাশি, অত্যধিক ঘর্ম্ম, উদরাময়, ভুক্তদ্রব্য বমন, অত্যধিক পরিমাণে পূঁজের ন্যায় গয়ার ও শরীর অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যাওয়া লক্ষণে ফেল্যাণ্ড্রিয়াম উপযোগী ঔষধ। **বোরিক** বলেন—যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস ও কৌষিক তন্তু মধ্যে বায়ু সঞ্চয় বা বায়ুস্ফীতি (এমফাইসিমা) রোগ ; কাসি অত্যধিক থাকে ও গয়ার হইতে **বিশ্রী দুর্গন্ধ** বাহির হয় ; সব জিনিসই মিষ্ট লাগে ; রক্তবমন ও উদরাময়।

রমণীদিগের স্তনের বেদনাতে অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করা চলে, উভয় স্তনে বিশেষতঃ ডাণ স্তনে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। শিরঃপীড়াতেও ইহার প্রয়োগ আছে—মাথার উপর যেন একটা কঠিন দ্রব্য অথবা ভারী দ্রব্য রহিয়াছে বোধ, সেই সঙ্গে চক্ষুর উপরে ও শঙ্খ দেশে ব্যথা ও জ্বালা। শিরঃপীড়ায় নেত্রস্নায়ু আক্রান্ত হইলেও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। কাসি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেও ব্যবহার করা চলে, যদি দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ও কাসির জন্য রোগী মোটেই শুইতে পারে না, বসিয়া কটায়। ইহা ব্যতিরেকে অনিদ্রা, সর্দ্দি, সবিরাম জ্বর, জিহ্বায় ক্ষত, নিম্নোদরে শৈত্যানুভব প্রভৃতি রোগে কার্য্যকরী।

শক্তি :—মাদারটিংচার, ৩, ৬, ৩০, ২০০।

ফেসিওলাস-নানা ও ফেসিওলাস-ফন্‌গারিন।

(Phaseolus Nana.)

পরিচয় :—মুগডালের অবিষ্ট বা চূর্ণ হইতে এই ঔষধ তৈরী হয়। ফেসিওলাস-নানা ও ফেসিওলাস-ফন্‌গারিন উভয় জাতীয় ঔষধের ক্রিয়া একইরূপ।

ব্যবহারস্থল :—বহুমূত্র, শোথ, রক্তস্রাব, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রাধার-মুখশায়িকা গ্রন্থির পীড়া, প্রস্রাবে অ্যাল্‌বুমেন্ বা অণ্ডলালা, স্তনের অর্ব্বুদ, মাথাব্যথা, হৃদ্‌যন্ত্রের বিবিধ পীড়া, অন্ত্রবৃদ্ধি, বক্ষে জলসঞ্চয়, হৃদ্‌বেষ্ট ও ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

আমাদের দেশের মুগডাল লঘু পথ্য হিসাবে বহুযুগ হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ইহাকে অল্প বায়ুকারক, কফপিত্ত-নাশক, জ্বর ও নেত্ররোগের উপযোগী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ফেসিওলাস হৃদ্‌যন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায় বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত ধীর এবং দীর্ঘশ্বাসযুক্ত, নাড়ী দ্রুত। বুকের ভিতর ধড়ফড় করে, এত প্রচণ্ড ভাবে বুকের ভিতর ধড়ফড় করে যে রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু আসন্ন। আবার কখন কখনও ক্ষীণ নাড়ীসহ হৃদ্‌যন্ত্র প্রদেশে অস্বস্তি বোধ। হৃদ্‌রোগের শেষাবস্থায় নাড়ী যখন পাওয়া যায় না তখনও এই ঔষধ ডিজিটেলিসের ন্যায় কার্য্য করে। বহুমূত্র রোগীর মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, সামান্য মানসিক পরিশ্রমে ও সঞ্চালনে মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০। ডায়েবেটিস রোগীকে আস্ত (গোটা), মুগের ডালের ক্বাথ দেওয়া ভাল, তবে ক্বাথ দিবার পূর্ব্বে তাহার ভীষণ মাথার যন্ত্রণা আছে কিনা দেখিয়া লইবে।

ফাইসস্টিগ্মা (Physostigma.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ক্যালবার বীন্ অর্থাৎ একজাতীয় সিম বা শুটি; দক্ষিণ আফ্রিকায় গিনি-উপসাগরের নিকট নাইজার নদীর তীরের মোহনায় এই জাতীয় বৃক্ষ জন্মে, এই সিমগুলি প্রথমে চূর্ণ করিয়া তারপর সুরাসারে ভিজাইয়া মাদার-টিংচার তৈরী করা হয়। এই ক্যালবার বীন্ হইতে **এসিরিন্** পাওয়া যায়, ঔষধমাত্রা ১/১০০ ভাগ। **এট্রোপিন প্রয়োগে চক্ষুতারকা বিস্তৃত ও এসিরিন প্রয়োগে সঙ্কুচিত হয়।**

ব্যবহারস্থল :—চক্ষুর নানাবিধ পীড়া, যথা চক্ষুপাতার আক্ষেপ, চক্ষুপেশীর স্নায়ুশূল, তিমির দৃষ্টি, চক্ষুপ্রদাহ, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, ধনুষ্টঙ্কার, পক্ষাঘাত, মেরুমজ্জার-পক্ষাঘাত, ক্রমবর্দ্ধনশীল পেশীর শীর্ণতা, অবদাহ, অনিদ্রা, গলক্ষত, হিক্কা, মূর্চ্ছাবায়ু, চক্ষুতারকা স্থানচ্যুতি, হৃৎপিণ্ডের পীড়া, মাথার যন্ত্রণা, স্নানের মন্দ ফল, কোষ্ঠকাঠিন্য, বয়ঃসন্ধি-কালের পীড়া, গ্রীবাস্তম্ভ প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

শিরঃপীড়া :—রোগীর মাথা অত্যন্ত ঘুরায়, কিছু পড়িবার সময়, আসন হইতে উঠিবার সময়, চলা-ফেরার সময় মাথা ঘুরায়; সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় তাহার মাথা ঘুরিতে থাকে, শরীর টলমল্ করে ও চোখে ঘোলা দেখে, চলিতে চলিতে এক এক সময় এমন হয় যেন তাহার মাথার ভিতর ঢেউ

খেলিতেছে। ইহা ব্যতিরেকে তাহার মাথায় যেন একটা কিছু আঁটা আছে এরূপ অনুভব করে। তাহার মাথার যন্ত্রণা সন্ধ্যাবেলা গান-বাদ্যাদি শ্রবণ করিলে বেশী হয়। যখন তাহার মাথার যন্ত্রণা বেশী হয় তখন দুশ্চিন্তা এত বেশী হইতে থাকে যে সে কিছুতেই চিন্তাকে দূর করিতে পারে না কিন্তু মাথার বেদনার সময় চিন্তাশক্তির লোপ পায় (সাইমেক্সে, সাইকিউটা রোগী তাহার শিরোবেদনার কথা চিন্তা করিলে ভাল থাকে)।

চক্ষুরোগ :—চক্ষুর নানাবিধ পীড়ায় ইহা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। যাঁহারা দূরের দ্রব্য অস্পষ্ট দেখেন (short sightedness) এবং যাঁহারা দূরের দ্রব্য দেখিতে পান কিন্তু কাছের দ্রব্য দেখিতে পান না (long sightedness) তাহাদের পীড়ায় **ডাঃ হেল** নিম্নক্রমের ফাইসস্টিগমা ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন, ইহা বিষমদৃষ্টি (astigmatism), কোনরূপ আঘাতাদি লাগিয়া চোখের তারা বাহির হইয়া পড়িলে অর্থাৎ উপতারা স্থানচ্যুতি হইলে ইহার লোশন ব্যবহার করিলে ও আভ্যন্তরীণ এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে ফল পাওয়া যায়, চক্ষুর প্রদাহে প্রথমে ডাণ চক্ষু আক্রান্ত হয় শেষে বাম চক্ষু, **ব্যাডিয়েগায়** ডাণ চক্ষু পরে আক্রান্ত হয়। রোগী কিছু পড়িবার সময় এক চক্ষু বন্ধ করিয়া পড়েন, পড়িবার সময় কখন কখনও ২।১টি অক্ষর হলুদবর্ণের পরদা দ্বারা আবৃত আছে মনে করে, **ল্যাক-ক্যানাইনাম** রোগী বইয়ের সমস্ত পৃষ্ঠায়ই লাল, হলুদ ও অন্যান্য বর্ণের বিন্দু সকল দেখে, আর **সাইকিউটা** রোগী অক্ষরের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পায় রামধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণ। ফাইসস্ রোগী ডাণ চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল বিন্দু ও সর্প দেখিতে পায়।

চক্ষুর সঙ্কোচন—চক্ষু খুলিতে কষ্ট, চক্ষুকনীণিকার সঙ্কোচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। আংশিক অন্ধত্বও ফাইসস্ দ্বারা উপশম হয়। **ডাঃ অ্যালেন** বলেন যে চক্ষু-তারকার সঙ্কোচন সাধনে ফাইসস্টিগমার অসাধারণ শক্তি; চক্ষুকনীণিকার প্রান্তদেশের ক্ষত এই ঔষধে আরোগ্য হয় ইহা ব্যতিরেকে নিকট দৃষ্টি অক্ষিপুটের আক্ষেপ, গ্লুকোমা, কনীণিকার প্রদাহ প্রভৃতিতেও এই ঔষধ ফলপ্রদ।

চক্ষুরোগে লোশন হিসাবে এই ঔষধ দিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।

মূল ঔষধ ২ গ্রেণ, পবিস্রুত জল ১ আউন্স মিশাইয়া এক হইতে তিন ফোঁটা মাত্রা রোজ ৩ বার প্রয়োগ করিবে।

হৃদ্‌রোগ :—হৃদ্‌পিণ্ডের পেশীসকলের আক্ষেপিক কম্পন ও স্পন্দন, নাড়ী ক্ষীণ। রোগীর বুকে ও মাথায় হাত দিলে বুকের স্পন্দন সুস্পষ্ট অনুভূত হয় এমন কি তাহার হৃদযন্ত্রে এত স্পন্দন হইতে থাকে যে তাহার সমগ্র দেহে স্পন্দন অনুভূত হইতে থাকে (গ্লোন, নেট্রাম-মি, স্পাইজি), রোগী তাহার বামদিক চাপিয়া শুইলে পর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত হয়, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে উপশম।

মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহ :—রোগীর পিঠে, দুই কাঁধের মধ্যভাগে, ঘাড়ে ও কোমরে বেদনা ঐ বেদনা নড়াচড়া করিলে, গরম শেক দিলে বেশী হয়। ঐ বেদনার সহিত একজাতীয় স্নায়ুশূলের বেদনা থাকে সেইজন্য রোগীর হাঁটা-চলা করিতে, বসিতে, শেলাই করিতে, লেখাপড়ার কার্য্য করিতে কষ্ট হয়। ঐ সকল বেদনা আবার তাড়াতাড়ি অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়া বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকষ্ট, অত্যন্ত আক্ষেপিক কাসি, ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ, প্রত্যঙ্গাদির অসাড় ভাব, খিট্‌খিটে মেজাজ, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ঔষধে মেরুমজ্জার

প্রত্যেক স্নায়ুর প্রদাহ দেখা যায়; সেই জন্য মেরুদণ্ডের হাড়গুলির মধ্যে টিপিলে রোগী অস্থির হইয়া উঠে, মেরুদণ্ডের জ্বালা, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া যাওয়া, হাতে খিলধরা, কোমর আড়ষ্ট হওয়ায় উপযোগী। এই পীড়ায় ককিউ, ট্যারেণ্টুলা, নাক্স, ওলি, ফস, ফাইস, রাস-টক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধনুষ্টঙ্কার :—আঘাতজনিত বা স্বয়ম্ভূত ধনুষ্টঙ্কার রোগে এই ঔষধ উপযোগী। রোগীর নিকট দিয়া কেহ যাতায়াত করিলে বা তাহার নিঃশ্বাসের হাওয়া রোগীর গায়ে লাগিলেই টঙ্কারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। (হাইপার, সাইলি, নাক্স, ষ্ট্রিকনা)।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—আঙ্গুল দিয়া কেহ টিপিলে, আঘাতাদির পর, পড়িয়া গেলে, নড়াচড়ায়, সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় বামদিকে শয়ন করিলে, বৈকাল ৪টায়, রাত্রে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে এবং জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে রোগের বৃদ্ধি। রোগী চিৎ হইয়া শুইলে, ডাণদিকে শুইলে, মুক্ত হাওয়ার ভিতর, চক্ষু মুদ্রিত করিলে, পদদ্বয়ে উত্তাপ ও পেটে রাইসরিষার প্লাষ্টার লাগাইলে উপশম।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০।

ফেরাম-আয়োডেটাম (Ferrum Iodatum.)।

ব্যবহারস্থল :—গণ্ডমালা দোষ, গ্রন্থিগুলির বিবৃদ্ধি (glandular enlargement), অর্ব্বুদ, ছোট ছোট ফোড়া, জরায়ুভ্রংশ, ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ, মূত্রে অ্যালবুমেন বা অণ্ডলালা, স্তনের কর্কট (ক্যান্‌সার) প্রভৃতি রোগে এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের পর বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃত-রোগীদিগের ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ, কিন্তু রোগীর যদি জ্বর থাকে তবে ফেরাম-আর্স ব্যবহার্য্য। মলান্ত্রের বিবিধ পীড়ায়ও ইহা উপযোগী, যথা—রোগীর প্রায় এক সপ্তাহকাল বাহ্যেই হইল না, তাহার পর তরল বাহ্যের বেগ। রোগী মনে করে যেন তাহার মলদ্বারে কৃমি রহিয়াছে বা কিছু জড়াইয়া রহিয়াছে। যখন সে মনে করিবে তাহার জরায়ু যেন অনবরত নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে কিন্তু সে বসিলে জরায়ু উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে (স্লাট-ক্লোর) তখন ইহা ব্যবস্থেয়। জরায়ু এত নামিয়া আসে যে রোগিণী নিজে নিজে জরায়ুগ্রীবা স্পর্শ করিতে পারে। রিট্রোভার্টেড বা পশ্চাদাবর্ত্তিত জরায়ুর জন্যও ইহা ফলপ্রদ। প্রদররোগে যে স্রাব হয় তাহা অ্যারোরুট সিদ্ধের ন্যায়। তাহার যোনিপ্রদেশ ও যোনির বহির্দ্দেশ অত্যন্ত চুলকায় ও ঐ সকল অংশ ফুলিয়া উঠে।

শক্তি :—৩x চূর্ণ, ৬ ক্রম পর্য্যন্ত।

ফেরাম-আর্সেনিকাম (Ferrum Arsenicum.)।

পরিচয় :—আর্সেনিক ও লৌহের সংমিশ্রণ দ্বারা প্রস্তুত।

ব্যবহারস্থল :—প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, তৎসহ জ্বর অর্থাৎ সবিরাম জ্বরে যখন প্লীহা ও যকৃত বর্দ্ধিত অবস্থায় থাকে, অজীর্ণ রোগে ভুক্তদ্রব্যাদি বাহ্যের সহিত নির্গত হয় ও অণ্ডলালা

স্রাবে ফলপ্রদ। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই ঔষধটী বৰ্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন (ক্যাল্‌কে-আর্স)। ইহার জ্বরের রোগীর যখন জ্বর আসে তখন তাহার মুখমণ্ডল চক্‌চকে দেখায় এবং জ্বর বিরামকালে মুখ ফ্যাকাসে রক্তহীন হইয়া যায়। রোগী অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল শুষ্ক চর্ম্ম, হরিৎপীড়া, কাউর।

সাংঘাতিক রক্তাল্পতা, প্রসবান্তিক রক্তস্বল্পতাসহ পায়ের শোথ। মরণাপন্ন মধ্যবয়সের একটি স্ত্রীলোক ভুগিতেছিলেন। ফেরাম-আর্স ৩০ শক্তি প্রয়োগে মরণোন্মুখ রোগিণী রোগমুক্ত হইলেন, ইহাকে পুনর্জীবন লাভ করা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x চূর্ণ, ৬, ৩০, ২০০ ক্রম।

ফেরাম-অ্যাসেটিকাম (Ferrum Aceticum.)।

ব্যবহারস্থল :—কৃশ, দুর্ব্বল, রক্তশূন্য বালক-বালিকা, যাহারা শীঘ্র শীঘ্র লম্বা হইয়া উঠে ও সহজে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের রোগে উপযোগী। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, সাংঘাতিক রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, পায়ের শিরা ফুলিয়া উঠা, হাঁপানি রোগীর সবুজবর্ণ পুঁজের ন্যায় প্রচুর গয়ার, শয়নে ও স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি। যক্ষ্মারোগীর অবিরাম কাসি, ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, কাসিতে কাসিতে ভুক্তদ্রব্য বমন।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x চূর্ণ।

ফেরাম-কার্ব্বনিকাম (Ferrum Carbonicum.)।

ব্যবহারস্থল :—দুর্ব্বল, রক্তশূন্য রোগীদিগের রক্তসঞ্চয়জনিত দন্তবেদনা, হরিৎ পাণ্ডুরোগ (ক্লোরোসিস) প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ফেরাম-টার্টারিকাম (Ferrum Tartaricum.)।

ব্যবহারস্থল :—হৃদ্‌দাহ (cardialgia) ও পাকযন্ত্র ও হৃদ্‌যন্ত্রের সন্ধিস্থলে গরমবোধ।

ফেরাম-পাইরোফস (Ferrum Pyrophos.)।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যবশতঃ তীব্র মাথার যন্ত্রণা, অক্ষিপুটের থলির প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। ইহার ক্রিয়া কতকটা ফেরাম-ফস সমতুল্য।

ফেরাম-পার-নাট্রিকাম (Ferrum Per-nitricum.)।

ব্যবহারস্থল :—কাসিতে কাসিতে রোগীর মুখমণ্ডল যখন লালবর্ণ আভাযুক্ত হয়।

ফেরাম-পিক্রিকাম (Ferrum Picricum.)।

ব্যবহারস্থল :—কর্ণের নানাবিধ পীড়া, বধিরতা, ঋতুর পূর্ব্বে কর্ণের ভিতর খট্‌খট্ করা, কর্ণের ভিতর বোঁ-বোঁ শব্দ হওয়া প্রভৃতি। **ডাঃ কুপার যান্ত্রিক বধিরতায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন**। কামলা বা ন্যাবা, যকৃতের পীড়াযুক্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের বহু রোগে ইহা ফলপ্রদ। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, আঁচিল, স্বরলোপ, বক্তৃতাদি করিবার পর বা অন্য কোন যন্ত্রের ক্রিয়াধিক্যবশতঃ অবসাদ ও স্বরলোপ, আক্কেল দাঁত উঠিবার সময় শ্রবণশক্তির হ্রাস ও কর্ণ মধ্যে নানাবিধ শব্দ হওয়া, ম্যালেরিয়া জ্বরে যখন মাথার যন্ত্রণা ও ক্লান্তিবোধ থাকে তখন ইহা ফলপ্রদ। মূত্রাশয়-মুখশায়ীকা-গ্রন্থির বিবর্দ্ধন (prostate gland) রোগীর মুখমণ্ডলে যখন বোঁটাবিশিষ্ট একাধিক বহু আঁচিল নির্গত হয়, তখন ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ১২x বিচুর্ণ।

(Ferrum Protoxalatum.)।

ব্যবহারস্থল :—সাংঘাতিক রকমের স্বল্পরক্ত রোগে উপযোগী।

শক্তি :—১x

ফেরাম-ফস্‌ফোরিকাম (Ferrum Phosphoricum.)।

পরিচয় :—ইহা ফস্‌ফেট-অভ-আয়রণ। বিচূর্ণন পদ্ধতিতে এই ঔষধ তৈরী হইয়া থাকে। **ডাঃ সুস্‌লারের টিসু** ঔষধের অন্যতম প্রধান ঔষধ।

ব্যবহারস্থল :—প্রদাহ; আঘাত লাগা, চোট লাগা, শ্বাসনলী প্রদাহ, মূত্রাধার প্রদাহ, মস্তিষ্কের প্রদাহ, পাকাশয় প্রদাহ, কর্ণের প্রদাহ, শূলবেদনা, কাসি, ঘুংড়ি কাসি, বিসর্প, তরুণ প্রদাহ বশতঃ জ্বর, আমাশয়, অজীর্ণ, রক্তবমন, রক্তোৎকাসি, দেহের যে কোন দ্বার দিয়া রক্তস্রাব, নাক দিয়া রক্তস্রাব, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, হস্তস্ফীতি, মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, অঞ্জনী, বমন, হুপিং কাসি, হৃদ্‌স্পন্দন প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—ফেরাম-ফসের ক্রিয়া অ্যাকোনাইট ও জেল্‌সিমিয়ামের মধ্যবর্ত্তী। প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফেরাম-ফসের ক্রিয়া অ্যাকোনাইট ও বেলাডোনার মধ্যবর্ত্তী। প্রদাহের প্রথম অবস্থায় যখন ধমনি প্রদাহিত হইয়া থাকে সেই সময় ফেরাম অতি উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। শরীরের যে কোন স্থানের রক্তপাতে ইহা অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। **ডাঃ ফেরিংটন** বলেন, হ্যামামেলিসের ন্যায় ফেরাম-ফস রক্তস্রাবের একটী অতি মূল্যবান ঔষধ। রক্তহীনতা, রক্তে লোহিত-কণিকা (R. B. C.) অভাব ও শ্বেতকণিকার (W. B. C.) আধিক্য হইয়া রক্তশূন্যতা ও দুর্ব্বলতায় ফেরাম ফলপ্রদ।

মন :—কারণ যাহাই হউক না কেন, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যের জন্য রোগী উন্মত্তের ন্যায় নানাবিধ প্রলাপ বকে এবং অতি সামান্য কারণেই সে উত্তেজিত হয়। রোগী অত্যন্ত বাচাল,

সে অনাবশ্যক কথা বলিয়া মানুষকে উত্যক্ত করে। যখন রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হয় তখন তাহার মস্তিষ্কে রক্তের চাপ অধিক হয়। সে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করে অথচ যে কাজটা দরকারী নহে তাহা লইয়া অনর্থক হৈ চৈ করিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলে। স্মৃতিশক্তির হ্রাস (অ্যানা, ব্যাবাই, ল্যাক্-ক্যানা, মেডো, অ্যাসি-ফস্) এমন কি লোকের নাম, স্থানের নাম ভুলিয়া যায় (মেডো, লিথিয়া-কার্ব্ব)। আশা ভরসার অভাব। সামান্য বাধা তাহার নিকট পর্ব্বততুল্য। কোন কোন রোগীর নিদ্রার অভাব দেখা যায় আবার কাহারও নিদ্রাধিক্যও থাকে। তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল।

শিরঃপীড়াঃ—মাথায় রক্তের অতিরিক্ত চাপ বশতঃ দপ্‌দপ্‌কারী মাথার যন্ত্রণা (বেল্), ঐ বেদনা মাথার উপর হইতে অনেক সময় ডানদিকের চক্ষুর উপর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। সূর্য্যের উত্তাপ লাগানর মন্দফলের জন্য অতিশয় শিরঃপীড়া হইলে পর ফেরাম, নেট্রাম-মিউর ও গ্লোনোইনামের ন্যায় কার্য্য করে। মাথা অত্যন্ত ঘুরায়, রোগী মনে করে হঠাৎ যেন কেহ তাহার মাথাটা সামনের দিকে ঠেলিয়া দিল, যেন সকল দ্রব্যই তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে (বেল্, সাইকে, নেট-মি, নাক্স)। মাথায় এত তীব্র যন্ত্রণা হইতে থাকে যেন সে মনে করে কেহ হাতুড়ি দ্বারা ঐ স্থানে আঘাত করিতেছে (নেট্রাম-মিউর, টিউবারকু), রোগীর সংন্যাস রোগ হইবার ভয়। তাহার মস্তকের সম্মুখের দিকে অতিরিক্ত রক্তসঞ্চয় হইবার জন্য তাহার নাক দিয়া রক্ত পড়ে, নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে পর মাথার যন্ত্রণার উপশম (বিট্রফো, ম্যাগ-সাল্ফ, র‍্যাফেনাস)। ফেরাম-ফস্, বালকদের প্রদাহিত শিরঃপীড়ার মূল্যবান ঔষধ। বালকগণ রৌদ্রের ভিতর ছুটাছুটি করিয়া শিরঃপীড়া দ্বারা যখন আক্রান্ত হয় তখন ইহা **অ্যাণ্টিম-ক্রুড ও ব্রাইওনিয়ার** ন্যায় কার্য্য করে, রোগীর মাথার যন্ত্রণা যখন খুব বেশী হয় তখন সে চোখে কিছু দেখিতে পায় না, মাথা নোয়াইলে চক্ষু বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ বোধ, কোন কোন রোগীর চক্ষুর কোণে রক্ত জমিয়াও থাকে। ঋতুমতির যখন অত্যধিক স্রাব হইয়া তাহার মস্তক শীর্ষ অত্যন্ত ভারী ও বেদনাযুক্ত হয় তখন ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

সংন্যাস বা এপোপ্লেক্সি রোগের প্রথমাবস্থায় যদি মুখমণ্ডলের আরক্ততা, পাণ্ডুরতা, গণ্ডস্থলের ধমনীদ্বয়ের দপ্‌দপানি থাকে ও মাথার শিরাসকল ফুলিয়া উঠে তখন ফেরাম ফস অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রদাহজনিত পীড়ায় রস নিঃসরণ হইবার পূর্ব্বে ইহা ব্যবহার্য্য। প্রদাহিত পীড়ায় ফেরামের (ক) প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ, (খ) উক্ত স্থান উত্তপ্ত (গ) এবং দপ্‌দপানিযুক্ত থাকিবে (ঘ) কোন রোগীর প্রদাহিত স্থানে জ্বালাও থাকে।

চক্ষুরোগঃ—চক্ষুর প্রদাহের প্রথম অবস্থায় যখন চক্ষু লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয় অর্থাৎ চক্ষুপ্রদাহ হইয়া পূঁজ জন্মিবার পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য। হাম, বসন্ত বা অন্য কোন উদ্ভেদজাতীয় রোগে চক্ষুপ্রদাহ থাকলে রোগী অনবরত বলিতে থাকে, তাহার চোখের ভিতর বালুকণার ন্যায় পদার্থ রহিয়াছে সেইজন্য আলো সহ্য করিতে পারে না। অঞ্জনি ও কর্ণিয়ায় ফোড়াদি উঠিবার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। চক্ষুরোগে ফেরাম-ফসের লোশনও বেশ কার্য্য করিয়া থাকে।

সর্দ্দিঃ—ফেরাম-ফসের সর্দ্দিপ্রবণতা খুব, যাহাদের সামান্য কারণেই সর্দ্দি হইয়া নাসিকা হইতে জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয় ও অনবরত হাঁচি দেয় তাহাদের পক্ষে উহা ফলপ্রদ।

কারণ যাহাই হউক না কেন হঠাৎ যদি কাহারও নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে তবে ফেরাম উপযোগী। রক্তহীন, ক্ষয়রোগী ও এপোপ্লেকটিক রোগীদিগের নাসিকা হইতে সহজেই রক্তস্রাবে—ফেরাম, আর্ণিকা, অ্যাকো, ক্যাল্‌কে-ফস, হ্যামামে, মিলি তুল্য।

দন্তরোগ:—মাঢ়ীর ফোড়ার প্রথমাবস্থায়, দাঁতের মাঢ়ীর ও দন্তমূলের প্রদাহ ও দন্তশূল। দাঁত উঠাইবার সময় যদি রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে আক্রান্ত স্থানে ইহার নিম্নশক্তি চূর্ণ লাগাইলে বা লোশন দ্বারা কুল্লী করিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত পড়া বন্ধ হয়। অন্য যে কোন কারণবশতঃ দাঁতের গোড়া হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে আর সেই রক্ত সঙ্গে সঙ্গে জমাট বাঁধিলে, তথায় অসহ্য যন্ত্রণা থাকিলে ফেরাম-ফস অমূল্য ঔষধ। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় জ্বর—আরক্ততা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ফেরাম-ফস ঔষধ।

টন্‌সিল ও গলা-ক্ষত প্রভৃতি:—টন্‌সিল প্রদাহের প্রথমাবস্থায় যদি জ্বর, মুখের আরক্ততা, দ্রুত নাড়ী, টন্‌সিল লালবর্ণের থাকিলে ফেরাম-ফস উত্তম কার্য্য করে। **ডাঃ সুস্‌লার** বলেন, টন্‌সিল আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইলে ফেরাম-ফসের কুল্লী দ্বারা অতি শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। প্রদাহযুক্ত গলা-ক্ষতে গায়ক ও বক্তাদিগের গলা বেদনা, স্বরভঙ্গ ও গলায় ক্ষত হইলে ফেরাম-ফস্ উপযোগী।

পাক-যন্ত্রের ও উদরের পীড়া:—ফেরাম-ফস রোগী পাল্‌সেটিলা ও ইপিকাকের ন্যায় অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন করে। উদরের পীড়ায় সে টাট্‌কা শাকসব্জী, ফল ও চা পান করিতে চায়। রোগীর ক্ষুধাও প্রবল তৎসহ পিপাসাও অত্যধিক। পাকযন্ত্রের উত্তেজনা প্রভৃতি কারণবশতঃ কখনও রোগীর রক্তবমি হয়, বমির সহিত মাথার যন্ত্রণা ও গা-বমি-বমি। রোগীর জিহ্বা পরিষ্কার। সাধারণতঃ ফেরাম-ফসের রোগীর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হয়, উহা গ্রীষ্মকালীন উদরাময় তৎসহ বমির ভাবযুক্ত। নিউমোনিয়ার সহিত হলুদবর্ণের পাতলা উদরাময় থাকিলে এবং দাঁত উঠিবার সময় শিশুদিগের প্রবল জ্বরের সহিত উদরাময়, জলপিপাসা, তড়কা, চোখ মুখ বসা এবং জিহ্বা পরিষ্কার থাকিলে, ইহা বিশেষ উপযোগী।

প্রদাহ ও স্ফোটক:—সর্ব্বজাতীয় প্রদাহের ও প্রদাহযুক্ত পীড়ার প্রথম অবস্থায় ফেরামের কথা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। পীড়ার প্রথমাবস্থায় যখন রোগী শীত-শীতবোধ করে, তাহার অত্যন্ত জল পিপাসা ও অস্থিরতা থাকে তখন ইহাই ঔষধ। যকৃতের তরুণ প্রদাহে যখন বেদনা, টাটানি ও ক্ষতবৎ বেদনা থাকে তখন ইহা ফলপ্রদ। ফোড়া, ব্রণ ও আঙ্গুলহাড়ার প্রথমাবস্থায় যখন প্রদাহিত স্থান লাল, উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত হয় সেই সঙ্গে প্রবল জ্বর বিদ্যমান থাকে, তখন ইহা প্রয়োগে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

আঘাত:—কোন স্থান হইতে পড়িয়া গেলে, আঘাত লাগিলে, মচ্‌কাইয়া গেলে বা কাটিয়া গেলে এই ঔষধ আর্ণিকা ও ক্যালেণ্ডুলার ন্যায় কার্য্যকরী। কোন স্থান কাটিয়া যদি অত্যন্ত রক্ত বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধের ২x বা ৩x চূর্ণ কাটাস্থানে ছড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে। রক্ত যেমন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইবে সেইরূপ কাটা ঘাও অতি শীঘ্র শুকাইয়া যাইবে। মচ্‌কান স্থানে ফেরামের লোসন তৈরী করিয়া ঘন ঘন প্রয়োগ করিতে দিলে আর অপর ঔষধের প্রয়োজন হয় না। তারপর ফুটন্ত তৈল, ফুটন্ত জল বা ভাতের গরম ফেনে কোন অঙ্গ বা স্থান পুড়িয়া গেলে এই ঔষধের মলম (ভেসেলিন সহযোগে) তৈরী করিয়া,

অথবা জলপাই বা মসিনার তৈলের সহিত ফেরাম-ফসের ৩x চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া (যদি উহা না পাওয়া যায় তবে নারিকেল তৈলের সহিত) দগ্ধস্থানে দিলে মন্ত্রের মত ফল পাওয়া যায়। আমার মনে হয় ক্যান্থারিস অপেক্ষা ইহাতে অতি দ্রুত ফল পাওয়া যাইবে। লেখক বহুক্ষেত্রে ফেরাম-ফস ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছেন। যদি পুড়িয়া গিয়া ফোস্কা হয় তবে ফেরাম দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না, তখন কেলি-মিউর প্রযোজ্য।

জ্বর:—সর্ব্বজাতীয় জ্বরের প্রথম অবস্থায় ফেরাম উপযোগী। উহা প্রদাহিত জ্বর, সবিরাম, অবিরাম, আন্ত্রিক, ক্ষয় প্রভৃতি যে কোন জাতীয় জ্বরের প্রথম অবস্থায় ফলপ্রদ। যে কোন পীড়ার সহিত জ্বর থাকুক না কেন, যে পর্য্যন্ত জ্বর বা বেদনার উপশম না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ঔষধ প্রয়োগ করা চলিবে (সুস্লার)। সুস্লার আরও বলেন—মানব শরীরে লৌহের অভাব হইতে থাকিলে শরীরস্থ অক্সিজেন অপ্রচুর হইতে থাকে, সুতরাং রোগীর অতিরিক্ত গাত্রোত্তাপ, অস্থিরতা, দ্রুত ও পুষ্ট নাড়ী দেখা যায়। সুতরাং এই সময় ফেরাম-ফসের সূক্ষ্মমাত্রা রোগীকে সেবন করিতে দিলে আস্তে আস্তে অক্সিজেনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া তাহার রক্তাধিক্য, সর্ব্বাঙ্গের বেদনা, অস্থিরতা, পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণগুলি দূর হইয়া জ্বরের উত্তাপ কমিতে আরম্ভ করে। জ্বরের উত্তপ্তভাব কমাইতে ফেরামেরতুল্য ঔষধ খুব কমই আছে। ফেরামের সহিত আমরা অ্যাকোনাইট, জেল্‌স ও এপিসের তুলনা করিতে পারি। **অ্যাকোনাইট** অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি, ইহার অত্যন্ত অস্থিরতা, কাতরতা, পিপাসা ও মৃত্যুভয় আছে, এবং ইহা রোগের প্রথম অবস্থায়ই বেশী ব্যবহৃত হয়, ইহার যেরূপ **কাতরতা ও মৃত্যুভয়** আছে **ফেরামের সেইরূপ** নাই। **জেল্‌সের** রোগীর **ঘুম-ঘুমভাব** ও উত্তেজনা খুব; ফেরাম রোগীর ঐরূপ **ঘুম-ঘুমভাব নাই**। **এপিস্‌** রোগীর সংজ্ঞাহীনতার সহিত গাত্রদাহ ও ছট্‌ফটানি থাকে কিন্তু ফেরামের সংজ্ঞাহীনতার সহিত **ছটফটানি থাকে না**।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া:—যে সকল ব্যক্তি অতিরিক্ত স্বরযন্ত্রের চালনা করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে বা যাহারা উচ্চৈঃস্বরে গান ও বক্তৃতাদি করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া বসেন (সিলিনিয়াম) তাহাদের পক্ষে ফেরাম-ফস অতি চমৎকার ঔষধ। তাহার গলার ভিতর অত্যধিক শ্লেষ্মা জমে ও প্লুরার প্রদাহ হইয়া যেরূপ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হইতে থাকে সেইরূপ বেদনাদি ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রদ (কেলি-বাই, ব্যানা-বাল্‌বো, বিউমেক্স)। ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, নিউমোনিয়া ও প্লুরিসি রোগের প্রথমাবস্থায় ফেরাম-ফস চমৎকার কার্য্য করে, ঠিকমত প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আর দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না। বৃদ্ধ ও শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়ায় ইহা অধিক উপযোগী ঔষধ। শ্বাস-প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট হইলে এই ঔষধের ৩x চূর্ণ ঘন ঘন দিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র যন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপিক কাসি। রোগী সম্মুখেরদিকে ঝুইলে, নিজে বা অন্য কেহ তাহার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে তাহার ভীষণভাবে কাসি হইতে থাকে (ল্যাকে)। আক্ষেপিক কাসির সহিত রোগীর প্রস্রাব ছিট্‌কাইয়া পড়ে। হুপিংকাসিতেও ফেরাম ব্যবহার করা চলে, যদি কাসির সহিত শিশুর উঁকি উঠে ও বমন হয়। আঘাতাদি লাগিয়া বা পড়িয়া গিয়া যদি বুকে চোট লাগে ও কাসির সহিত রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে তবে ফেরাম উপযোগী।

ক্ষয়রোগ:—ফেরাম ও ফস্‌ফরাসের সংমিশ্রণ থাকিবার জন্য ইহা ক্ষয়রোগের একটী ঔষধ। রোগীর শরীর বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হয় না, সে সামান্য ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। একটু

ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি কাসি দেখা যায়। তাহার ক্ষুধা আছে বেশ, খাওয়া-দাওয়াও করে বেশ অথচ শরীর মোটেই পুষ্ট হয় না, শরীর শুকাইতে থাকে, গায়ের শক্তি হ্রাস হইতে থাকে। ক্রমিক ক্ষয়প্রাপ্তি; অন্ত্র, ফুস্‌ফুস্ অথবা অন্য কোন যন্ত্রে ক্ষত ও পচন ইহার বিশিষ্টতা। ক্ষয়রোগীর কাসির সহিত যখন অত্যন্ত রক্ত পড়িতে থাকে ফস্‌ফোরাস বা অন্যান্য ঔষধেও যখন রক্ত বন্ধ হয় না তখন ফেরাম-ফসের নিম্নশক্তির কয়েক মাত্রা অতি চমৎকারভাবে রক্ত বন্ধ করিতে সমর্থ হয়, অবশ্য ক্ষয়রোগীর বর্দ্ধিতাবস্থায় ইহার আরোগ্যদায়িনী শক্তি আছে কিনা বলা শক্ত, তবু রোগের তরুণ অবস্থায় ফেরাম অপরাপর ক্লেশাদি দূর করিয়া রোগীকে অন্ততঃ আশা দান করিতে পারে।

হাম, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির প্রথমাবস্থায় কার্য্যকরী।

রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্রের পীড়া :—রক্তবহা নালীর প্রদাহ, সেই সঙ্গে অত্যধিক জ্বর ও দ্রুত নাড়ী; হৃদ্‌যন্ত্রের দপ্‌দপানি, ধড়ফড়ানি প্রভৃতি, কার্ডাইটিস্ ও পেরিকার্ডাইটিস প্রভৃতি পীড়ার প্রদাহিত অবস্থায় যখন রক্তে লোহিত কণিকার অভাব হয় তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য্য, পরে ক্যাল্‌কেরিয়া প্রয়োগ বিধি।

গর্ভাবস্থার পীড়া ও প্রসবান্তিক পীড়া :—গর্ভিণীর প্রাতঃকালে গা-বমি-বমি ও বমন, বমনে ভুক্তদ্রব্য সমস্তই উঠিয়া যায়। কখনও আহার করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বমি হইয়া যায়। প্রসব হইবার পর "হাঁতোল ব্যথায়' ইহা উত্তম ঔষধ। প্রসবের পর ফেরাম-ফস প্রয়োগ করিলে প্রসবান্তিক জ্বরের ভয় থাকে না (আর্ণিকা), সুতরাং প্রসবের পরই রোগিণীকে ২।৪ দিন ফেরাম-ফস প্রয়োগ করিতে দেওয়া ভাল।

স্তন-প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ফেরাম দিলে "দুগ্ধ-জ্বর" হইবার ভয় থাকে না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—জরায়ু ও যোনিদ্বারের প্রদাহের সহিত জ্বর ও বেদনা থাকিলে ফেরাম-ফস ফলপ্রদ। বাধক বেদনার সহিত অনবরত প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, জরায়ুতে রক্তাধিক্য হইয়া আক্ষেপিক বেদনার সহিত রোগিণীর মুখ চোখ লালবর্ণের হয়, তৎসহ দ্রুত নাড়ী (বেল)। ফেরামের ঋতুস্রাব প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর হয়, ঋতুর সময় পেটে ও কোমরে ভয়ানক বেদনা, ঋতুস্রাব অত্যধিক তৎসহ মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা, যোনি-প্রদাহ ও যোনির অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতাবশতঃ সহবাস করিতে অনিচ্ছা, কারণ সহবাসে বেদনা ও আক্ষেপের বৃদ্ধি।

মূত্র :—প্রস্রাবদ্বারের মুখ বন্ধনকারী স্ফিংটার পেশীর শিথিলভাব জন্য প্রস্রাব ধারণে অসমর্থ, সেইজন্য রোগীর অনবরত প্রস্রাব করিবার আকাঙ্ক্ষা, সিষ্টাইটিস পীড়ার প্রথমাবস্থায় যখন প্রস্রাব করিতে জ্বালাবোধ, কিড্‌নীর উপরও যখন জ্বালা ও বেদনা অনুভব করে তখন ইহা কার্য্যকরী। প্রস্রাবকালীন পেশীসমূহ এত শিথিল হইয়া যায় যে, প্রস্রাবের ইচ্ছা না থাকিলেও সে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিয়া ফেলে। প্রত্যেকবার কাসির সময় মূত্র ছিট্‌কাইয়া বাহির হয়। শিশুদিগের বিছানায় প্রস্রাব করা এই ঔষধে দূর হয়, এমন কি অনেক স্ত্রীলোক শিশুদিগের ন্যায় বিছানায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে—তাহাদের মূত্রথলীর পেশীর শৈথিল্য হেতু বিছানায় প্রস্রাব করে।

প্রবল জ্বরের সময় যখন শিশুদিগের প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ফেরাম-ফস দিলে উপকার দর্শে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—শীতল বায়ু, উষ্ণ পানীয়, চা পান ও মাংস, রুটী ইত্যাদি আহারে, স্পর্শে ও ভোর ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে রোগের বৃদ্ধি; উষ্ণ ঘরে ও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে রোগ যন্ত্রণার হ্রাস।

বাহ্যিক প্রয়োগ :—ফোড়া, প্রদাহ প্রভৃতির উপর এই ঔষধের লোশন, কোন ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া রক্তপাত হইলে, আগুনে পুড়িয়া গেলে ইহার নিম্নশক্তির চূর্ণ আক্রান্ত স্থানে ছড়াইয়া দিবে।

শক্তি :—**ডাঃ সুস্‌লার** এই ঔষধের ৩x হইতে প্রয়োগ করিতে বলেন। ৩x, ৬x, ১২x, ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ফেরাম-ব্রোমেটাম (Ferrum Bromatum)।

ব্যবহারস্থল :—আঠা আঠা ও হাজিয়া যাওয়া শ্বেতপ্রদর ; জরায়ু নিম্নগামী ও ভারী, মস্তিষ্কে অসাড়ভাব, রক্তাল্পতা, অতিশয় দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

রোগীর মাথার যন্ত্রণা এরূপ আকার ধারণ করে যেন তাহার মস্তক পশ্চাৎ হইতে মস্তক-শীর্ষ কেশ পর্য্যন্ত অসাড় হইয়া গিযাছে। রাত্রি ২টার সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিযা যাইবার পর সে মনে করে তাহার মৃত্যু আসন্ন, তাহার মাথাটি যেন চতুদ্দিকে বাড়িয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাহার কাণ দুইটী যেন উঁচু হইযা উঠিতেছে, তাহার চক্ষুর উপরের পাতা দুইটী এত ভারী মনে করে যে সে কাহারও দিকে বেশীক্ষণ চাহিযা থাকিতে পারে না।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬ ক্রম।

ফেরাম-ম্যাগ্‌নিটিকাম (Ferrum Magniticum)।

ব্যবহারস্থল :—হস্তে ক্ষুদ্র আঁচিল, খাইবার সময পেট ফাঁপিযা উঠা, তারপর অবসাদ, তাহার উপর পেটে বেদনা, বিশেষতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসে বেদনা বেশী বোধ। পেটের ভিতর ভুট্‌ভাট্ করা ও কিছু নড়িয়া বেড়ায বোধ, পেটফাঁপার সহিত তরল বাহ্যে, পুনঃ পুনঃ বায়ু নিঃসরণ। এই ঔষধ অন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায ব্যবহার্য্য। পক্ষাঘাতযুক্ত দুর্ব্বলতায ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ফেরাম-মেটালিকাম।

(Ferrum Metallicum or Ferrum Redactum.)

পরিচয় :—ইহা লৌহ বা চলতি কথায লোহা (ধাতুবিশেষ)। লৌহ সর্ব্বজন পরিচিত। এই লৌহ বহু যুগ যুগান্তর হইতে আমাদের আযুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ব্যবহার করিযা আসিতেছেন। তাঁহারা রক্তশূন্যতার জন্য এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ লৌহ রক্তশূন্যতার একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফেরাম প্রমেহ বিষঘ্ন (এন্টিসাইকোটিক) ও কচ্ছুবিষঘ্ন (এন্টিসোরিক) ঔষধ। ফেরাম খনিজ পদার্থ। ইহার অপর নাম ফেরাম-হাইড্রোজেনিও-রেডাক্‌টাম। হানেমান স্বয়ং এই ঔষধ প্রথম প্রুভিং করেন। ফেরাম প্রথম ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণন পদ্ধতিতে প্রস্তুত করিয়া অরিষ্ট করিতে হয।

ব্যবহারস্থল :—রক্তাল্পতা, শরীরের তেজস্কর তরল পদার্থের নিঃসরণ হেতু রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতা, ক্লোরোসিস বা মৃৎপাণ্ডুরোগ, ক্ষযকাসি, ক্ষযজ্বর, স্বরভঙ্গ, হাঁপানি, নিস্পন্দন বায়ু, তাণ্ডব,

শিলধরা, অতিসার, অসাড়ে মূত্রত্যাগ, হৃদ্‌কম্পন, হৃদ্‌পিণ্ডের বিবিধ পীড়া, মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, গলগণ্ড, রক্তস্রাব, প্রমেহ, মূত্রনলী ও মূত্রপিণ্ডের পীড়া, স্নায়ুশূল, মূত্রধারণে অক্ষমতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, আভ্যন্তরিক বহুবিধ যন্ত্রের পক্ষাঘাত, গর্ভিণীর বহুবিধ উপসর্গ, রজোবিকৃতি, নানাবিধ কাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী। **কুইনাইন ও চা অপব্যবহারের** মন্দফল, **বিষম জ্বর**, শোথ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল।

ক্রিয়াস্থল :—লৌহের ক্রিয়া প্রধানতঃ রক্তের উপরই বেশী। এই জন্য রোগীর পরিপোষণ-মণ্ডলের দুর্ব্বলতা বিধান ও বিকার উৎপন্ন হয়। তাহার মস্তক, ফুস্‌ফুস্‌, বস্তিকোটরে রক্তসঞ্চয়, মূত্রমার্গ ও মূত্রাধারগ্রীবার উপদাহ জন্মে। লৌহ যাহারা সেবন করে অর্থাৎ যাহারা লৌহকণা মিশ্রিত ঝর্ণার জল পানে অভ্যস্ত তাহাদের কতকগুলি রোগ দেখা যায়। নানাবিধ পুরাতন পীড়া দ্বারা তাহারা বিব্রত থাকে, যথা—পক্ষাঘাত সদৃশ সর্ব্বাঙ্গীন বা একাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, হস্তপদে অত্যন্ত বেদনা, পেটের নানাবিধ রোগ, ক্ষয়জাতীয় পীড়া, ক্ষয়কাসি, রক্তস্রাবী কাসি, পেশীর উত্তাপের হ্রাস, ঋতুলোপ, গর্ভপাত, পুংজননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, বন্ধ্যাত্ব, মৃৎপাণ্ডুরোগ প্রভৃতি দেখা যায়।

মন :—রোগী বা রোগিণী অত্যন্ত অসহিষ্ণু, সামান্য প্রতিবাদও তাহার সহ্য হয় না, তাহার কথার উপর বা কোন বিষয়ে কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিলে সে চটিয়া যায়, সামান্য শব্দে সে শিহরিয়া উঠে, এমন কি কাগজের খড়্‌খড়্‌ শব্দে তাহার স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া উঠে (আর্স, বেল, কফি, ট্যারেণ্ট)। কোনও যাতনা, মানসিক আন্দোলন, উত্তেজনাপূর্ণ কথা বা শব্দ, বায়ুপ্রবাহ, চলন্ত গাড়ী, প্রবল স্রোতযুক্ত নদী ইত্যাদি দেখিলে রোগী তখনই যেন কেমন হইয়া যায়। মনের ও শরীরের অসহিষ্ণুতা—তাহার না আছে সমতা না আছে ধৈর্য্য। তাহার শরীরে রক্ত নাই অথচ যেন খুবই রক্ত আছে এরূপ মনে করে; তাহার স্নায়ুমণ্ডলী দুর্ব্বল অথচ সে সকলকে দেখায় যেন তাহার স্নায়বিক শক্তি কত; শরীরে শক্তির অভাব হেতু চলা-ফেরা করিতে পারে না অথচ লোককে দেখাইবে বেশ আছে।

রক্তস্বল্পতা :—রক্তাল্পতার জন্য ফেরাম একটী সর্ব্বজন পরিচিত ঔষধ। রক্তহীনতার জন্য প্রত্যেক মতের চিকিৎসকগণই লৌহ ব্যবহার করেন; তবে বেশী মাত্রায় বা মাত্রাধিক্য হইলে রোগীর উপকার হয় বটে, তবে বহুক্ষেত্রে অপকারটাই দেখা যায় বেশী। হোমিওপ্যাথিক মতে রক্তাল্পতার জন্য বহু ঔষধ আছে, যথা—চায়না, পাল্‌সেটিলা, ক্যাল্‌কেরিয়া, সেনা প্রভৃতি। তবে ফেরামের রক্তস্বল্পতার একটী বিশেষ ভাব আছে—রোগিণীর মুখের বর্ণ ফ্যাকাসে কিন্তু কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা উপস্থিত হইলে তাহার মুখ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল লালবর্ণের ধারণ করিবে। রক্তহীনতার সহিত তাহার ঘন ঘন শিরঃপীড়ার আক্রমণ উপস্থিত হয়, সেই সঙ্গে থাকে তাহার মস্তক উত্তপ্ত, হস্ত পদ শীতল ও জলপূর্ণ স্ফীততা, অতি সহজেই সে উত্তেজিত হয়, ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য হয় না।

ক্লোরোসিস বা হরিৎপাণ্ডুরোগেও এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। রক্তহীনতায় যে যে লক্ষণ থাকে ইহাতেও তাহাই থাকিবে; অধিকন্তু তাহার ব্যাকুলতা, ক্ষুধামান্দ্য, মুখ ও মুখমণ্ডলের স্ফীততা, আহারের পর অথবা মধ্যরাত্রে বমনেচ্ছা বা বমন, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা এমন কি মনে করে যেন প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অল্প পরিমাণ দানা দানা ঋতুস্রাব হয়, কোন কোন রোগিণীর রজঃলোপ হয়, যাহাদের ঋতু লুপ্ত হইয়া যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের নাসিকা হইতে বা ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্তস্রাব হয়, আবার কাহারও শ্বেতপ্রদর বিদ্যমান থাকে।

ফেরামের পর পাল্‌সে, সিপিয়া, গ্র্যাফা, ফলপ্রদ। ডাঃ লড্‌লাম ক্লোরোসিস্ রোগিণীকে
ফেরি-সাইট্রেট ও ফেরি-ষ্ট্রী্কনিয়া প্রয়োগ করিতে বলেন। কিন্তু ক্লোরোসিস্ রোগের সহিত
জ্বর, শোথ অত্যধিক দুর্ব্বলতা থাকিলে আর্সেনিক বা ফেরি-আর্স বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

যক্ষ্মা:— পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, যাহারা অতিমাত্রায় লৌহ সেবন করে বা যে সকল জলস্রোতের ভিতর লৌহের মাত্রা অধিক আছে, সেই সকল জলপান করিলে ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হইয়া যক্ষ্মারোগে পরিণত হয়। যক্ষ্মারোগীর যদি রক্তহীনতা, উদরাময়, পদদ্বয়ের শোথ, শীর্ণতা ও গয়ারের ভিতর রক্ত থাকে তাহা হইলে ফেরাম-মেট অতি চমৎকার ঔষধ। তবে ডাঃ কিড্ বলেন, যক্ষ্মারোগীর গলার ভিতর সুড়্‌সুড়্ করিয়া অনবরত কাসি, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও গয়ারে রক্ত বাহির হইলে অপরাপর ঔষধ অপেক্ষা ফেরাম-অ্যাসিটেট ফলপ্রদ। ডাঃ কাউপারথোয়েট বলেন, যে সকল যুবতীদিগের থাইসিস্ রোগে বক্ষঃস্থলে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল বেদনা, অতি সহজে তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হওয়া, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, হৃৎকম্প, গলার ভিতর সুড়্‌সুড়্ করিয়া অনবরত কাসি, গয়ারে পাতলা, ফেনিল ও উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ফেরাম-মেট্ দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। ফেরাম-মেট বেশী বয়সের লোকের যক্ষ্মা অপেক্ষা অল্প বয়সের লোকদিগের যক্ষ্মারোগে বেশী ফলপ্রদ।

রক্তস্রাব:—রোগী বা রোগিণী দেখিতে মোটা সন্দেহ নাই কিন্তু সামান্য একটু পরিশ্রমেই হাঁপাইয়া পড়ে ও রক্তস্রাব হয়।

রক্তস্রাব ও রক্তবমন:—ফেরাম শরীরের যে কোন দ্বারের রক্তস্রাবে ফলপ্রদ ঔষধ। ইহার রক্তস্রাব যে স্থানেরই হউক না কেন ইহার কতক রক্ত খুব লাল, উজ্জ্বল ও তরল এবং কতক জমা কালবর্ণের রক্ত, রোগিণীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, যেন রক্তের লেশমাত্র তাহার মুখে নাই কিন্তু সামান্য উত্তেজিত হইলে পর মুখমণ্ডল লালাভাযুক্ত হয়। রক্ত বমনের পর তাহার শুষ্ক কষ্টদায়ক কাসি এবং সেই কাসি কোন গরম পানীয় পান করিলে পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফেরামের সহিত ইপিকাক ও চায়নার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইপিকাকের রোগী ফেরামের ন্যায় স্বল্পরক্ত বা দুর্ব্বল নহে, তবে ইহাতে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত বাহির হয় তৎসহ ফেরামের ন্যায় উচ্চ ও দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস পড়িতে থাকে, বমন ও বিবমিষা থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। চায়নার রোগিণীও অত্যধিক দুর্ব্বল ও হীনরক্ত। শরীরস্থ তেজস্কর দ্রব্যের অপচয় জন্যই সে বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহার রক্তস্রাবও অত্যধিক হয়। ফেরাম-মেট সাধারণতঃ চায়না ও ইপিকাকের মধ্যবর্ত্তী লক্ষণে প্রযোজ্য। ক্রোকাসেও প্রচুর রক্তস্রাব দম্‌কে দম্‌কে নিঃসৃত হয়। ইহার রক্ত দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, তৎসহ গা-বমি-বমি ও জোরে জোরে নিশ্বাস পড়া আছে। ইহার রক্ত কিন্তু ইপিকাক, চায়না ও ফেরামের ন্যায় উজ্জ্বল লালবর্ণের নহে।

বাত:—লৌহ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে পর দেখা যায় যে, এক জাতীয় বাতজ বেদনা উপস্থিত হয়। ইহার বাতের বেদনা রাত্রে বেশী হয়, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে উপশম। রাস-টক্স রোগীর বাতের বেদনাও রাত্রে বাড়ে ও বেড়াইলে উপশম দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই, ফেরাম রোগী রক্তশূন্য ও পায়ের বেদনা হয় তরুণ। ফেরাম রোগীর বামদিকের কাঁধের সন্ধিস্থলে বেদনা হইয়া ঐ স্থান অসাড় হয় ও সে বাহু নাড়িতে পারে না। ডানদিকের স্কন্ধসন্ধিতে বেদনা (স্যাঙ্গুইনেরিয়া)। কুঁচকী হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত হুলফোটানবৎ

বা ছেদনবৎ বেদনা, রাত্রে বেশী হয়, ধীরে ধীরে বেড়াইলে উপশম এবং বিশ্রামকালে আক্রান্ত স্থানে খিলধরাবৎ বেদনা।

ঋতুস্রাব :—নিয়মিত সময়ের বহুপূর্ব্বে হয় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী প্রচুর রক্তস্রাব হইয়া থাকে, সেই সঙ্গে তাহার ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল লালবর্ণ ধারণ করে। কোন কোন রোগিণীর এরূপও দেখা যায় যে, স্রাব হইতে হইতে হঠাৎ থামিয়া ২।৩ দিন রহিয়া পুনরায় বেগে রক্তপাত হইতে থাকে। রোগিণী একে স্বল্পরক্ত ও দুর্ব্বল, প্রচুর রক্তস্রাবের পর সে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ঋতু আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে তাহার অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকে (কার্ব্বো-ভে, ল্যাকে, নেট্র-কা, নেট্র-মি)। ইহার রক্ত ফিকে জলের ন্যায়, উজ্জ্বল লালবর্ণের, রক্ত শীঘ্র জমিয়া যায়।

প্রদরস্রাব :—দেখিতে জল মিশ্রিত দুধের ন্যায়, যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায় ও জ্বালা করে। সঙ্গমকালে যোনি মধ্যে জ্বালা ও সুখবোধের অভাব।

পুংজননেন্দ্রিয় :—ধ্বজভঙ্গ, যাহারা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা করিয়া ক্লীবত্ব লাভ করে, তাহাদের জন্য ফেরাম-মেট বিশেষ ফলপ্রদ। রোগীর রাত্রে রেতঃপাত হয়। রেতঃপাত হইয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে অ্যাসিড-ফস, চায়না ফলপ্রদ। রোগীর রেতঃপাতের পর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, মনে হয় যেন কেহ হাতুড়ী দ্বারা তাহার মাথায় ঘা লাগাইতেছে (ক্যাল্কে, নেট্র-মি)।

শিরঃপীড়া :—রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা জলে পূর্ণ হইয়া আছে। সে কোন নদী, খাল, সমুদ্রের উপর দিয়া যাইবার সময়, কোন পুল বা সাঁকোর উপর দিয়া যাইবার সময় বা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার মাথা ভয়ানকভাবে ঘুরিতে থাকে, এত ঘুরায় যেন সে সম্মুখেরদিকে পড়িয়া যাইবে বোধ। তাহার মাথায় যন্ত্রণাও হইতে থাকে, যন্ত্রণায় সে মনে করে যেন বহু হাতুড়ী দ্বারা কেহ তাহাকে আঘাত করিতেছে (নেট্রাম-মি, ক্যাল্কে, অ্যামন-মিউর)। মাথার যন্ত্রণার জন্য রোগী শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয়, তাহার প্রতি দুই বা তিন সপ্তাহ অন্তর, তিন চারি দিন স্থায়ী মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকে; মাথার যন্ত্রণা এত তীব্র হইতে থাকে যে, উহা দন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং বেদনার সময় রোগীর হাত-পা বরফের ন্যায় শীতল হইয়া যায়। তাহার মাথার দুইদিকের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে, কেহ মাথায় হাত দিলে বা কেহ স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারে না। দুপুররাত্রের পর ও রাত্রিশেষে মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

জ্বর :—ম্যালেরিয়া জ্বরে লৌহের ব্যবহার সর্ব্বচিকিৎসা-শাস্ত্রে আছে। কুইনিনের অপব্যবহারজনিত ম্যালেরিয়া জ্বরে ফেরাম উপযোগী। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তাহার শীতবোধ, মধ্যে মধ্যে কম্পানুভব, শীতের সময় রোগীর মুখমণ্ডল গরম ও লাল হয়, জল পিপাসা খুব। সন্ধ্যাবেলা একপ্রকার শুষ্কজাতীয় উত্তাপ দেখা দেয়, তখন সে গায়ে কোন ঢাকা রাখিতে চায় না, তখন কথাবার্ত্তা বলিলে ও কিছু আহারাদি করিলে উপশম। দিনেরবেলা কোনরূপ নড়াচড়া করিলে, রাত্রিকালে ও উষাকালে বিছানায় শুইয়া থাকিলে তাহার প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী আঠা আঠা ঘর্ম্ম হয় এবং অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে তাহার যে ঘর্ম্ম হয় উহা বিশ্রী গন্ধবিশিষ্ট। আবার কোন কোন রোগীর প্রতি তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া থাকে উহা কাপড়ে বা বিছানায় লাগিলে হলুদে দাগ পড়ে এবং ঘামের

সময় তাহার সকল প্রকার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। যে সকল সবিরাম বা ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন অপব্যবহারের ফলে রোগীর তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মাথার যন্ত্রণাসহ প্লীহার বৃদ্ধি ও বেদনা, হাতে ও পায়ের শোথ, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে বিশেষত. ফেরামের অপরাপর লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহাই ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—হঠাৎ দেহ সঞ্চালন করিলে বা দ্রুত চলাফেরা করিলে অথবা শুইয়া পড়িলে (হাঁপানি), হঠাৎ দাঁড়াইলে, পুলের উপর দিয়া যাইবার সময় বা জলের স্রোতেরদিকে তাকাইলে, সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে গেলে ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি। ধীরে ধীরে মুক্ত-হাওয়ায় বেড়াইলে এবং হাঁপানি রোগী গরম বায়ুর ভিতর বুক খুলিয়া রাখিলে রোগের উপশম।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x, ৩, ৬, ৩০, ২০০ ক্রম।

ফেরাম-মিউরিয়েটিকাম (Ferrum Muriaticum.)।

ব্যবহারস্থল :—রজঃরোধ, যে সমস্ত যুবক ও যুবতীদিগের যৌবনাগমে তাহাদের প্রচুর রেতঃপাত হওয়া বা প্রস্রাব হওয়া, উদরাময়ে মলিনবর্ণের জলের ন্যায় মল, ডিপ্থিরিয়া, পাইলাইটিস্ (মূত্রাশয়প্রদাহ), রক্তহীনতা, মলিন জমাট রক্ত যক্ষ্মারোগীর কাসির সহিত নির্গত হয়। ক্লীবত্ব, রোগীর ডাণদিকের কাঁধে ও কনুইএ বেদনা এবং বেদনার পর ঐ স্থানে খিলধবার মত বেদনা হয়। রক্তশূন্য রোগীর প্রস্রাবে উজ্জ্বল চকচকে পদার্থ নিঃসৃত হয়।

শক্তি :—খাইবার পর ৩x ক্রম ব্যবহার্য্য।

ফেরাম-সাইট্রিকাম (Ferrum Citricum.)।

ব্যবহারস্থল :—নেফ্রাইটিস রোগে যখন রোগী অত্যন্ত রক্তশূন্য হইয়া পড়ে, শরীরের একজাতীয় দাগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। হরিৎ পাণ্ডুরোগেও ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়।

ফেরাম-সায়ানেটাম (Ferrum Cyanatum.)।

ব্যবহারস্থল :—নিউরোসিস্ (স্নায়ুমণ্ডলীর নানাবিধ রোগ), মৃগী, বুকজ্বালা সেই সঙ্গে গা-বমি-বমি-পেটফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ফেরাম-সালফিউরিকাম (Ferrum Sulphuricum.)।

ব্যবহারস্থল :—পিত্তকোষে বেদনা, দন্তবেদনা, অম্লরোগ, আহার্য্য দ্রব্য বমন, হরিৎ পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

ফ্যাগোপাইরাম-ইস্‌কিউলেণ্টাম (Fagopyrum Esculentum)।

ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ চর্ম্মপীড়া, আঁচিল, নাকের ক্ষত, গলার ক্ষত, উদরাময, চক্ষুর রোগ, মাথার যন্ত্রণা, যকৃতের পীড়া, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, ধমনীর স্পন্দন, বুকজ্বালা প্রভৃতি রোগে উপযোগী। ফ্যাগোপাইরাম রোগীর গ্রীবার উভয় দিকের ধমনী বাহির হইতে দেখা যায়। নানাবিধ চর্ম্মরোগ, যথা—একজিমা, ইরিসিমা (অকণিকা) এবং প্রত্যঙ্গাদির ভাজের মধ্যস্থিত স্থানে ঘা হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

ইহার মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক ; মাথার যন্ত্রণায় রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা দুই খণ্ড হইযা যাইতেছে। তাহার মাথা কেহ পিছন হইতে পেষণ করিতেছে এরূপ যন্ত্রণা, সেইজন্য তাহার চোখ দুইটী বাহির হইযা পড়িবে বোধ। ইহার রোগীর বগলে বিশ্রী গন্ধ। রোগীর সর্ব্বদা হাই উঠে ও ঘুম পায।

শক্তি :—নিম্নক্রমই ব্যবহার্য্য।

ফ্যাবাইনা (Fabina) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ যন্ত্রণাযুক্ত প্রস্রাব বা মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ রোগের লক্ষণাদি, পাথরী ও মূত্রাশযী গ্রন্থির শ্লেষ্মাস্রাবে উপযোগী।

ফ্র্যাগেরিয়া (Fragaria Vesca) ।

ব্যবহারস্থল :—শোথ, পৈত্তিক ভাব, ফোড়া, বিসর্পাদি ও আমবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয। রোগী মনে করে তাহার জিহ্বার উপর কাঁটা কাঁটা উদ্ভেদ বাহির হইযাছে, তাহার জিহ্বা ফুলিযা গিযাছে। প্রসূতিদিগের স্তনের আকারের খর্ব্বতা ও দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহৃত হয। পরিপাক যন্ত্র ও গ্রন্থি বিশেষের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায। ইহা ব্যবহারে পাথরী হইতে পারে না, বাত আক্রমণ বন্ধ থাকে এবং দাঁতের অনাবশ্যক চটা উঠিযা যায ও দাঁত ভাল থাকে।

শক্তি :—মাদার টিংচার ও ১x ক্রম।

(Phaseolus) ।

ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, হৃদ্‌কম্প, সাংঘাতিক ভাবে হৃদ্‌কম্প আরম্ভ হয যেন মৃত্যু অতি সন্নিকটে, নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল। বহুমূত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে ও সাংঘাতিক জাতীয শিরঃপীড়ার ক্ষেত্রে উপযোগী।

শক্তি :—৬, ৩০ বা তদূর্দ্ধ।

ফ্রানসিসসিয়া (Franciscea) ।

ব্যবহারস্থল ঃ—উপদংশ ও বাতরোগে অত্যন্ত বেদনা; সমস্ত শরীর অত্যন্ত গরম, ঘর্ম্ম হইবার পর উপশম, মাথায়, মস্তিষ্কে, মেরুদণ্ডে ও কোমরে ব্যথা। মাথাব্যথায় মনে হয় যেন মাথার চতুর্দ্দিকে একটী বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ আছে। তরুণ ও পুরাতন বাতরোগে, হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহে এই ঔষধের ব্যবহার আছে।

ফ্রাঙ্গুলা (Frangula.) ।

ব্যবহারস্থল :—নানাজাতীয় উদরের পীড়া, পেটের শূল, উদরাময়, অর্শ, বিশেষতঃ প্রাচীন অর্শরোগে উপযোগী। বাত ও বাতজ রোগে ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফ্রাক্সিনাস-অ্যামেরিকানা (Fraxinus Americana.) ।

ব্যবহারস্থল :—জরায়ুর বৃদ্ধি, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জরায়ুর ভিতর সূত্রবৎ পদার্থের বৃদ্ধি ও সূত্রার্ব্বুদ, জরায়ুর অর্ব্বুদ বা আব, সেই সঙ্গে জরায়ু নীচেরদিকে নামিয়া আসিতেছে অনুভূতি (সিপিয়া, লিলিয়াম), জরঠুঁটো, পায়ে খিলধরা, যুগপৎ সড়সড় করিয়া শীতের উত্থান ও উত্তাপ বোধ। বাধক, জলবৎ প্রদাহস্রাব। শিশুদিগের একজিমা বা কাউর রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

শক্তি :—মূল অরিষ্টের ১০-১৫ বিন্দু, দিনে তিনবার সেব্য।

ফ্লোরিড্‌জিন (Phloridzin.) ।

ব্যবহারস্থল :—বহুমূত্র রোগীর ক্ষেত্রে এই ঔষধের ৩x শক্তির বিচূর্ণ কার্য্যকরী, ইহা ব্যতিরেকে যকৃতের (fatty degeneration of the liver) ও ম্যালেরিয়া রোগে উপকার দর্শে। ইহা ব্যবহারে বহুমূত্র রোগীর মূত্রে শর্করা বাড়িতে পারে না ; ইউরেনিয়াম, সিজিজিয়াম, ল্যাকটিক-অ্যাসিড প্রভৃতি সহধর্ম্মী ঔষধ।

রোজ ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

বার্ব্বারিস-অ্যাকিউফলিয়াম (Berberis Aquifolium.) ।

ব্যবহারস্থল :-নানাবিধ চর্ম্মরোগ, গৌণ উপদংশ রোগের সর্ব্ব অবস্থায়, পুরাতন শ্লেষ্মাযুক্ত রোগে, শ্বাসনলীর সর্দ্দি, শিরঃপীড়া, শ্বেতপ্রদর, পাকাশয়ের দোষের জন্য সান্নিপাতিক জ্বর, পিত্তদোষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। মূত্র, অর্শ ও ঋতুসম্বন্ধীয় গোলযোগসহ যকৃৎ ও বাতদুষ্টি রোগীক্ষেত্রে ইহা অনেক সময় বেশ কাজ করে।

ক্রিয়াস্থল :—শিরঃপীড়ার রোগী মনে করে তাহার কাণের উপরিভাগে একটী বন্ধনী বাঁধা আছে (ইথীয, অ্যানা, লোবেলিয়া)। পিত্তাধিক্যবশতঃ শিরঃপীড়া ও নানাজাতীয় চর্ম্মরোগে, বার্ব্বারিস-অ্যাকিউও ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা **স্ত্রীলোকদিগের মুখমণ্ডলের কর্কশভাব ও অমসৃণতা দূর হয়।** মুখে যে সকল ব্রণ হয় তাহা শুষ্ক, ভয়ানক কড়া। মুখের অর্ব্বুদেও ইহার প্রয়োগ আছে। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে একজিমা ও ব্রণ হয়, ঐ একজিমাগুলিও কর্কশ এবং ব্যথাযুক্ত।

শক্তি :—মূল আরক ও ১x, ৩x ক্রম।

বার্ব্বারিস-ভাল্গারিস্ (Berberis Vulgaris.)

পরিচয় :—ইহার নাম বারবেরি। ইহারা একজাতীয় বৃক্ষ। বারবেরি বৃক্ষের বাকল হইতে মূল অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রপাথরী, মূত্রাধারের পীড়া, মূত্রের নানাবিধ পীড়া, পিত্তশূল, বাধক, কোমরের অত্যধিক বেদনা, যকৃৎপ্রদাহ, সন্ধিপ্রদাহ, হাঁটুর বেদনা, শ্বেতপ্রদর, দুধের ন্যায় প্রস্রাব, শুক্রবাহী নালীর স্নায়ুশূল, যকৃতের বিবিধ পীড়া, প্লীহার বিকৃতি, যোনিদ্বারের স্নায়ুশূল, কিডনীর প্রদাহ, কিডনীর শূল প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—বার্ব্বারিসের প্রধান ক্রিয়াস্থল কিডনী বা বৃক্কদ্বয় ও পিত্তপ্রণালী। ইহা অতিমাত্রায় সেবন করিলে মূত্রপ্রণালী ও পিত্তপ্রণালীতে জ্বালা ও বেদনা অনুভূত হয়। মূত্রপাথরী রোগে উরুদেশে অত্যন্ত বেদনা। যোনিপ্রদাহ ও যকৃতপ্রদাহ রোগে উপযোগী। **ডাঃ ন্যাস** বলেন, যে কোন রোগে রোগী তাহার কিডনীপ্রদেশে অনবরত জল-বুদ্বুদ্ উঠিতেছে মনে করে। গাড়ী হইতে নামিবার সময় ও সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় বেদনা অনুভব করিলে বা স্পর্শদোষ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। **ডাঃ ডিউই** বলেন, কিডনী শূল বা প্রদাহ জন্য কোমরে অতিরিক্ত বেদনা থাকিলে ইহাই ঔষধ। প্রস্রাবের সময় উরু ও কোমরের বেদনা, মলদ্বারের ভগন্দর বিশেষতঃ উহা যদি কাসি বা শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার সহিত হয়।

মন :—রোগী মনে ভাবে যে, সকল বস্তুই এমন কি তাহার শরীর পর্য্যন্ত দ্বিগুণ বড় হইয়াছে (নাক্স-মস্)। সে একমনে কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে পারে না, সামান্য কারণে তাহার চিন্তার স্রোত ভাঙ্গিয়া যায়। সে সকল বিষয়েই উদাসীন, কাহারও সহিত কথা বলিতে চায় না, সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট ও জীবনে বীতরাগ।

পিত্তপাথুরী ও মূত্রপাথুরী :—বার্ব্বেরিস উভয়বিধ পাথুরী রোগে ব্যবহৃত হয়। পাথুরী বাহির হইবার সময় অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় এবং বেদনায় যেন কি বিঁধিতেছে এরূপ অনুভব, রোগীর নড়িবার ক্ষমতা থাকে না। কিড্নীর স্থানে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা, তথায় আড়ষ্টভাব ও চাপবোধ, বেদনা ঐ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া পায়েরদিকে নামিয়া আসে। ঐ সময় সে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ করে বা ঘন ঘন প্রস্রাব করিতে চায়। মূত্রপাথরী রোগে উপরোক্ত লক্ষণ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

কিডনীর রোগক্ষেত্রে বার্ব্বারিস একটী অমোঘ ঔষধ বলিলেও অন্যায় হইবে না। হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ার শ্রেষ্ঠ ঔষধ যেমন ডিজিটেলিস, যকৃতের উত্তম ঔষধ যেমন চেলিডোনিয়াম, সেইরূপ কিডনী পীড়ার ক্ষেত্রে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পেরিটোনাইটিস, মেট্রাইটিস প্রভৃতি রোগে বার্ব্বারিসের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। কিডনী হইতে মূত্রথলি পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলার ন্যায় বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, ঐ বেদনা টিপিলে বেশী হয়। আবার কোন কোন রোগীর ঐ বেদনা কোমর পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত হয়, তখন তাহার কোমর বেদনাযুক্ত, শক্ত ও আড়ষ্ট হয়। কোমরের ব্যথায় ও কিডনীর ব্যথায় রোগীর কোমরে ও কিডনীর ভিতর জল বুদ্‌বুদ্‌ করিবার মত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। কোমরে থ্যাৎলান বেদনা থাকে। রোগী ব্যথার জন্য খোঁড়াইয়া হাঁটে, এমন কি সে যদি বসিয়া থাকে তবে উঠিতে কষ্টবোধ। তাহার কোমরের ব্যথা মূত্রত্যাগকালে বেশী হয়, কখনও ঐ ব্যথা উরু পর্য্যন্ত যায়। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ; মূত্রত্যাগ না করিলেও মূত্রনালীতে জ্বালাবোধ। পুরাতন কোমরের পীড়া ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

যকৃতের পীড়া :—তাহার ডাণদিকের পাঁজরার নীচে খোঁচান ব্যথা, ঐ ব্যথা কখনও কখনও যকৃত হইতে পেটের মধ্য দিয়া পাজরার ভিতর খোঁচা দেয়। সাধারণতঃ পিত্তপাথুরী রোগীর ঐরূপ খোঁচান ব্যথা থাকে। পূর্ব্ববর্ণিতরূপ প্রস্রাবের লক্ষণ থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

ভগন্দর রোগে রোগী যখন মলত্যাগ করে তখন তাহার গুহ্যদেশ ও তাহার চতুর্দ্দিকে ভয়ানক জ্বালা ও ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে অথচ মল নিঃসৃত হয় না। ভগন্দরের সহিত কাসি বা শ্বাসযন্ত্রের পীড়া থাকিলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

বাত, সন্ধিবাত ও গিটবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োগ আছে। তবে যখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করা দরকার হইবে, ইহার প্রস্রাবের লক্ষণাবলী ও কিডনীস্থ বেদনাদি লক্ষ্য করিতে হইবে, সেই সঙ্গে বাতাক্রান্ত স্থানে বুজবুজ করা আছে কিনা তাহাও দেখিতে হইবে।

বার্ব্বারিস—নেফ্রাইটিস, নেফ্রাইটিসের কলিক, স্পার্ম্মাটিক কর্ড ও অণ্ডকোষের স্নায়ুশূল এবং পিত্তজ উদরাময় ক্ষেত্রেও উপযোগী।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—দেহ সঞ্চালনে, দাঁড়াইয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

শক্তি :—১x, ৩x, ৩, ৬, ২০০ শক্তি।

বাজা (Baja)।

পরিচয় :—ইহা একটী পূর্ব্বভারতীয় ঔষধ।

ব্যবহারস্থল :—যে সকল সবিরাম জ্বর প্রত্যেক চতুর্থ দিনে আবির্ভূত হয় তাহাদের পীড়ায় বিশেষ উপযোগী।

বালসাম-পেরুভিয়েনাম (Balsum Peruvianum) ।

ব্যবহারস্থল :—শ্বাসনলী-প্রদাহ, ক্ষয়কাসি রোগীর পুঁজের ন্যায় প্রচুর গয়ের নিঃসরণ, সর্দ্দি, নাসিকা হইতে প্রচুর ঘন স্রাব, নাকের ভিতর ক্ষতযুক্ত একজিমা, বিনা কারণে নাসিকা হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭টায় পুনঃ পুনঃ রক্তপাত, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগীর গাঢ় পুঁজের ন্যায়, সাদা মাখনের ন্যায় গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসৃত, বুকের ভিতর ঘড়্ঘড়্ শব্দ হওয়া (অ্যাণ্টি, ইপি, কেলি-সা), বিলোপী জ্বর (hectic fever), রাত্রে প্রচুর নৈশঘর্ম্ম (ফস্, কার্ব্বো-অ্যানি), রোগীর শেষরাত্রে ঘর্ম্ম (কেলি-কার্ব্ব), ঘুমাইয়া পড়িলেই ঘর্ম্ম হওয়া (চায়না, কোনায়াম)। মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মাস্রাব রোগে ইহা উপযোগী।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x।

দ্রষ্টব্য :—পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে এই ঔষধের মূল অরিষ্টের ৫—১৫ ফোঁটা ডিমের কুসুমের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহার মূল অরিষ্টের লোশন তৈরী করিয়া চুলকানি ও পাঁচড়ায় প্রয়োগ করিলে ঐ সকল বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

বালসামাম-টলুটেনাম (Balsamum Talutanum) ।

ব্যবহারস্থল :—পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে যখন প্রচুর গয়ার নিঃসৃত হইতে থাকে তখন ইহা ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—১x শক্তি ব্যবহার্য্য, কিন্তু বিলোপী জ্বরে ৬x ক্রম।

বিসমাথ (Bismuthum Metallicum) ।

পরিচয় :—এক জাতীয় ধাতুবিশেষ, ইহা দেখিতে লালাভ সাদা।

এই জাতীয় পদার্থকে বিশুদ্ধ করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—বমন, পাকাশয় শূল, পাকাশয়ের প্রদাহ, পাকাশয়ের ক্যান্সার, কলেরা, শিশু-কলেরা, উদরাময়, হৃদ্শূল, হিক্কা, পচনশীল ক্ষত, শিরঃপীড়া, দন্তশূল প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ।

ক্রিয়াস্থল :—অন্নবহা নালীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া, সেইজন্য রোগী জলপান করিবার পর বমন করিয়া ফেলে। কলেরার ন্যায় ইহার ভেদ ও বমন। গ্রীষ্মকালীন সাংঘাতিক কলেরা ও গ্রীষ্মাতিসার রোগে যখন বাহ্যে অপেক্ষা বমন অধিক হয় তখন ইহা ফলপ্রদ। উদরশূলের (গ্যাস্ট্রালজিয়া) সহিত উদরাময় রোগে বেশী ক্রিয়াশীল।

মন :—রোগী নির্জ্জনতা মোটেই সহ্য করিতে পারে না বা চায় না। শিশুর একাকী থাকিতে ভয় খুব, সেইজন্য সে তাহার মাতাকে জড়াইয়া শুইয়া থাকে (কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, ষ্ট্রামো)। ইহার রোগী বড়ই অস্থিরমতি ও চঞ্চল, কখনও বসে, কখনও উঠিয়া বেড়ায়, আবার কখনও শুইয়া

পড়ে। সে এক স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে চাহে না (আর্স)। সে কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া আবার তখনই তাহা ত্যাগ করিয়া আবার অন্য কার্য্যে মন দেয়। সন্ধ্যাবেলা তাহার শরীর উত্তপ্ত না হইলেও সে শীতলজল পান করে। তাহার শারীরিক যন্ত্রণা হইতে মানসিক যন্ত্রণাই বেশী।

উদরাময়—বমন :—জল পেটে পড়িবামাত্র রোগী বমন করে। ফস্ফোরাসে জল-পান করিবার পর জল গরম হইলে রোগী বমন করে, বিস্মাথ রোগীর **জল সহ্য হয় না,** বমি করিয়া ফেলে কিন্তু অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য অর্থাৎ শক্ত দ্রব্য কিছুক্ষণ পেটে থাকে। আর্স রোগী জল বা অন্যান্য যাহা কিছু পানাহার করুক না কেন, উভয়ই বমি করিয়া ফেলিবে। বহু দিবস পূর্ব্বে যে জিনিষ আহার করিয়াছিল তাহাও অজীর্ণ অবস্থায় রোগী বমন করে। নিম্নোদর মধ্যে কোনও প্রকার অস্ত্রক্রিয়ার পরে আক্ষেপিক ও শ্বাসরোধক বমন, তৎসহ যন্ত্রণা (নাক্স)। বমন কালে দুর্গন্ধযুক্ত বেদনাহীন প্রচুর বাহ্যে হয়। তাহার পাকযন্ত্রের কোন অংশে অত্যন্ত চাপবোধ, সে মনে করে যেন আর একটি ভারী দ্রব্য রহিয়াছে। ভারবোধের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে জ্বালা ও পাকাশয়িক পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইতেছে এরূপ বোধ। রোগী তাহার পেটের মধ্যে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করে, সেই সঙ্গে বুক জ্বালা ও মুখে জল উঠাও দেখা যায়।

উদরাময় তৎসহ উদরশূল :—যদি স্নায়বিকযুক্ত হয় তবে বিস্মাথ বিশেষ কার্য্যকরী অর্থাৎ স্নায়বিক গ্যাস্ট্রালজিয়া রোগে ফলপ্রদ। রোগী মনে করে যেন কেহ তাহার পেট চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বেদনা। ডায়ফ্রাম (বক্ষঃ ও উদর মধ্যস্থিত পেশী) মধ্যস্থিত স্থলে খিলধরাবৎ বেদনা ও চিম্‌টানবৎ বেদনা। ঐ বেদনা বক্ষঃস্থলের মধ্য দিয়া ধাবিত হয়, সেই সঙ্গে কখনও পেটের ভিতর জ্বালা অনুভব করে। পাকস্থলীর ক্যান্‌সার রোগে যখন ভয়ানক বমন হয়, ঐ বমনে বহুদিনের ভুক্তদ্রব্য যদি উঠিয়া যায় তবে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। ঐ সকল ক্ষেত্রে আর্সেনিকের ন্যায় ভয়ানক জ্বালা ও ছট্‌ফটানি বিদ্যমান থাকিবে।

কলেরা ও উদরাময় :—সাধারণতঃ শিশু-কলেরাতেই এই ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হয়, তবে বয়স্কদের কলেরায় যে ব্যবহৃত হইবেনা তাহা নহে। শিশু-কলেরায় বিস্মাথ একটী অমূল্য ঔষধ। প্রকৃত শিশু-কলেরায় বিস্মাথ, ভেরেট্রাম, ক্যাল্‌কেরিয়া ও আর্সেনিক না দিলে রোগীকে বাঁচান শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। ইহার বাহ্যে জলের ন্যায়, পরিমাণে অধিক। বাহ্যের পরে, সময়ে ও পূর্ব্বে পেটে কোনরূপ বেদনা থাকে না অর্থাৎ বেদনাবিহীন কলেরায়ই বিস্মাথ ব্যবহৃত হয়। বাহ্যে ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত। বাহ্যের সহিত অত্যধিক বমন ও পিপাসা। পিপাসায় জলপান করে সত্য, কিন্তু জল-পানের পর বমন, আর্সেনিক বমন করে জল—যে কোন খাদ্যদ্রব্যের পর, আর বিস্মাথ বমন করে কেবল জল পানের পর। বিস্মাথ রোগীর বমি, কাটবমি এবং উকি উঠা আছে, অনবরত বাহ্যে বমি ও কাটবমি প্রভৃতির পর তাহার মুখ অত্যন্ত ফ্যাকাসে হইয়া যায় এবং চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কাল দাগ পড়িয়া যায়। পূর্ণবয়স্কদিগের কলেরায়ও পূর্ব্ববর্ণিতরূপ লক্ষণ পাওয়া যাইবে।

সম্বন্ধ :—বিস্মাথ—বমনে—অ্যান্টিম-ক্রুড, ইপি তুল্য ; উৎকণ্ঠা, অস্থিরতায়—আর্স তুল্য। দন্তশূলে—বেল, ব্রাইয়ো তুল্য ; গলক্ষতে—ক্যাল্‌কে ও ল্যাকে তুল্য ; পাকস্থলীর পীড়ায়—লাইকো, মার্ক, নাক্স তুল্য।

শক্তি :—নিম্ন হইতে উচ্চতম শক্তি।

বিউফো (Bufo.)।

পরিচয় :—অপব নাম ব্যাণা-বিউফো বা টোড।

ইহা একজাতীয ভেক্। এই ভেকেব পিঠের গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থিব বিষাক্ত রস-বক্ত হইতে এই ঔষধ তৈরী কবিতে হয। ইহার ৩x বিচূর্ণনই হইল ন্যুনতম শক্তি।

ব্যবহারস্থল :—কৃত্রিম মৈথুনজনিত মন্দফল, ধ্বজভঙ্গ, ক্যান্সার, দুষ্টব্রণ, অস্থিক্ষয রোগ, তাণ্ডব, মস্তিষ্কের কোমলভাব, দুষ্টব্রণ, শোথ, হৃদ্‌যন্ত্রেব পীড়া, মস্তিষ্কপ্রদাহ, আঙ্গুলহাড়া, চর্ম্মরোগ, তোতলামি প্রভৃতি পীড়ায কার্য্যকরী।

ক্রিয়াস্থল :—স্নায়ুবিধানের উপর ইহার ক্রিযা। রোগী অত্যন্ত নীচমনা ও কামপ্রবৃত্তি সম্পন্ন হয।

মন :—বিউফোব রোগীব লজ্জা ও ঘৃণা মোটেই নাই, সে যেখানেই থাকুক না কেন তাহাব একমাত্র উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয চবিতার্থ কবা। অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিযলিপ্সা পরিতৃপ্তিব জন্য নির্জ্জন স্থান খোঁজে এমন কি তাহাব বাম হস্ত পুনঃ পুনঃ জননেন্দ্রিয স্পর্শ করে, জননেন্দ্রিয না ধবিযা সে যেন কথা বলিতে পারেই না। রোগীব দংশন কবিবাব ইচ্ছা প্রবল; সে কেবল হাউ হাউ করিযা চীৎকার করে, একটুতেই কাতব হয। গীত তাহার নিকট অসহ্য (অ্যাকো, বেল, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-সালফ, স্যাবাই, থুজা), সামান্য শব্দেই বিরক্ত হয, নির্জ্জনতাপ্রিয, দুর্ব্বলচিত্ত।

ধ্বজভঙ্গ ও মৃগী :—দক্ষিণ আমেবিকাব আদিম অধিবাসী স্ত্রীলোকগণ, স্বামীদিগের প্রবল কামপ্রবৃত্তির পীড়নে অনবরত উত্যক্তা হইযা, সহবাসে অসমর্থা হইলে, পূর্ব্ববর্ণিত রস জলে মিশাইযা স্বামীকে পান কবাইযা পুরুষত্বহীন কবাইত। ডাঃ ক্লার্ক বলেন—এরূপভাবে তাহাদের পুরুষত্বহীনতাব ফলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের মৃগী বোগের সূচনা হয। অতিরিক্ত রেতঃপাত, বা অস্বাভাবিক উপাযে জননেন্দ্রিযেব উত্তেজনাকে রোধ কবিবার ফলে যে মৃগী হয সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। হস্তমৈথুনের পর মৃগী—মৃগীর আক্রমণের আরম্ভে সে ভীষণ চীৎকার করিযা মাটীতে পড়িযা গিযা পুনরায এরূপভাবে চীৎকার আরম্ভ করে যে শুশ্রূষাকারী বা আত্মীযগণ ভযে রোমাঞ্চিত হইযা পড়ে।

স্ত্রীলোকদিগেরও কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনায মৃগীর আক্রমণ বা ঋতুর সময মৃগীরোগের আবির্ভাব দেখা যায। ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয সেই সঙ্গে মাথায তীব্র যন্ত্রণা, তাহার ডিম্বাধাব ও জরায়ুর মধ্যে জ্বালা। জলের ন্যায স্রাব ও দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব হইযা পড়ে।

চর্ম্মরোগ :—বোগীব হাতের তলায বৃহৎ ফোস্কা বাহির হয, ঐ সকল ফোস্কা ফাটিযা রস নির্গত হইলেও ইহা দ্বারা ফল দর্শে। ঐ সকল ক্ষতে অত্যন্ত জ্বালাবোধ। আঙ্গুলহাড়া হইযা নখের চতুর্দ্দিকে কালশিরার মত দাগ পড়ে তারপর আক্রান্ত অংশ ফুলিযা উঠে, পাকে ও পুঁজ জন্মে। আক্রান্ত অংশে পুঁজ জন্মিযা তাহাব মৃগী হইযা থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—গরম ঘরে ও রাত্রে এবং মৈথুনাদির পর বৃদ্ধি; ঠাণ্ডায উপশম।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

বুচু (Buchu or Barosma) ।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রস্থলীর পীড়া, শ্বেতপ্রদর ও জননেন্দ্রিয়ের পুরাতন রোগাদি জনিত পুঁজময় শ্লেষ্মাস্রাব, পিত্তশিলা, শ্বেত-প্রদব, মূত্রগ্রন্থির পীড়া ও মূত্রগ্রন্থির গ্রীবাদেশে চুলকানি, সহ অসাড়ে মূত্রত্যাগ। এই সকল লক্ষণ স্ত্রীলোকদিগের হইলে **কোপেবা**; দিনের বেলায় অসাড়ে প্রস্রাব হইলে—**ফেরাম-ফস**; নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে প্রস্রাব হইলে—**সেনাগা**; দিবসে বা রাত্রে নিদ্রাবস্থায় প্রস্রাব হইলে—বেল্; কাসি বা হাঁচির সময় প্রস্রাব করিলে—কষ্টি, স্কীলা, ভেরেট্রাম। স্ত্রীলোকদিগের মূত্রাশয়ের পীড়াদির সহিত শ্বেতপ্রদর থাকিলে বুচু আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়বিধ প্রযোগ করা চলে।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবীদের মূত্রনালী বা মুখশায়ী গ্রন্থি হইতে বা রেতঃকোষ হইতে অত্যধিক স্রাব হইলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট অথবা ১x, ২x ক্রম ২।৪ বিন্দু মাত্রায়।

ব্যাডিয়েগা (Badiaga) ।

পরিচয় :—ইহা রুশদেশীয় এক প্রকার জলজ স্পঞ্জ—অপর নাম স্পঞ্জিয়া-ফ্লেভিয়া।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বাঘী রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, স্তনের ক্যান্সার বা কর্কটিয়া ক্ষত, কাণশিরা; শীত স্ফোট, চক্ষুর বেদনা, হাঁপানি, হৃদ্যন্ত্রের কাঠিন্য, হৃদ্‌কম্প, আমবাত, গণ্ডমালা, উপদংশ, হুপিংকাসি প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থল :—গ্রন্থিসকলের শক্ত ভাব ও গ্রন্থির বৃদ্ধি, গ্রন্থির প্রদাহ, বাঘী ও উহার অত্যধিক শক্ত ভাব; শিশু-উপদংশ রোগ, অত্যধিক মাথার যন্ত্রণা সেই সঙ্গে অক্ষিগোলকের পশ্চাৎভাগে কামড়ানিবৎ বেদনা, বৈকাল (অপরাহ্ন) ২টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ঐ মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। চক্ষু সঞ্চালনে মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। মাথার যন্ত্রণা রাত্রিকালে এবং আহারের পর কম থাকে কিন্তু আহারের পর প্রথমতঃ যন্ত্রণা ভীষণাকারের হয়। চক্ষুর প্রদাহ—সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। প্রচুর সর্দ্দিস্রাবের সহিত পুনঃ পুনঃ হাঁচি, কাসিতে কাসিতে হাঁচি আসে ও নাসিকা হইতে সর্দ্দিস্রাব হইতে থাকিলে ইহা উপযোগী। কষ্টিকাদি দ্বারা উপদংশ ক্ষত আরোগ্য করিলে, স্তনের কর্কটিয়া ক্ষত। দেহকে সামান্য স্পন্দিত করিলেই বুক ধড়ফড়ানি আরম্ভ হয়, কোন শুভসংবাদ শ্রবণের পর হৃদ্‌স্পন্দনের বৃদ্ধি, পুরাতন আমবাত প্রভৃতি রোগ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হইলে ও গরমে উপশম পাইলে, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, রাত্রে উহার বৃদ্ধি (অ্যামন-কার্ব্ব) প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী ঔষধ।

বাঘী :—ব্যাডিয়েগা রোগীর বাঘী জন্মিবার প্রবণতা খুব। ইহার **বাঘী ইটের ন্যায় শক্ত হয়**। যত শক্ত বাঘী হইবে ততই ব্যাডিয়েগা দ্বারা উপশম লাভ হইবে। কখনও যদি বাঘী শক্ত অবস্থায় কাঁচা থাকে এবং সেই সময় বাঘী অস্ত্রোপচার করা হয়, বাঘীর ক্ষত যদি শীঘ্র শীঘ্র না শুকায় তাহাতেও ব্যাডিয়াগা উপযোগী। কুচ্‌কির গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া শক্ত হইলেও ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। ইহার মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রয়োগ এবং আভ্যন্তরীক সেবনে রোগ শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য

লাভ করে। কার্ব্বো-অ্যানিমেলিসও শক্ত বাঘীর জন্য উপযোগী ঔষধ ; কার্ব্বো-অ্যানিমেলিসের বাঘীও ঠিক ব্যাডিয়েগ্যার বাঘীর ন্যায় শক্ত ও গ্রন্থির ফুলারও শক্তভাবে ইহা কার্য্যকরী (কোনায়া), তবে ইহার বেদনা কম।

গ্রন্থির স্ফীতি :—গণ্ডমালা ধাতুর রোগীর ও শিশুদিগের ঘাড়ে, কাণের গোড়ায় ও চোয়ালের নীচের গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া শক্ত হইলে এবং বেদনাযুক্ত হইলে ব্যাডিয়েগা উপযোগী।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া :—কোন আনন্দসংবাদাদি শুনিবার পর সামান্য মনোভাবের পরিবর্ত্তনে যদি বুকের ধড়ফড়ানি বাড়িতে থাকে অথবা হৃদ্‌পিণ্ড স্পন্দিত হয় তাহা হইলে ইহা উপযোগী ঔষধ।

হুপিং-কাসি, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ও কাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উপযোগী।

হানেমান এই ঔষধকে কচ্ছুদোষঘ্ন (অ্যান্টিসোরিক) ঔষধ বলিয়া আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। ডাঃ হেরিং বলেন—বাল্যকালে যাহাদের গণ্ডমালা দোষ ছিল যৌবনে তাহার পুনরাক্রমণ হইলে এই ঔষধ উপযোগী।

রুশিয়ায় এই ঔষধ অর্শরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পরিচিত ; অর্শরোগে ল্যাকেসিসের পর ইহা উত্তম কার্য্য করে।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x, ৩০, ২০০ বা উচ্চতম ক্রম ব্যবহার্য্য।

ইহার মূল অরিষ্ট গ্রন্থিস্ফীতিতে ও বাঘীরোগে বাহ্যিক ব্যবহার্য্য।

বেন্‌জিনাম (Benzinum)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম বেনজল। আল্‌কাতরা চুয়াইয়া একপ্রকার পদার্থ বাহির করিয়া তাহার টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—রক্তামাশয়, শিরঃপীড়া, টাইফয়েড জ্বর, অনিদ্রা, ঘর্ম্ম, দৃষ্টির বিকৃতি—ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি দিলে মাথায় ব্যথা অনুভব। পাকাশয়ের বিকৃতি, ক্ষুধা লোপ, কমলালেবু খাইবার তীব্র ইচ্ছা, বরফজল পান করিবার প্রবল ইচ্ছা কিন্তু একচুমুক পান করিলেই তৃপ্তি।

শক্তি :—১x, ২x, ৩x।

বেন্‌জিনাম-নাইট্রিকাম (Benzinum Nitricum)।

ব্যবহারস্থল :—অন্ধত্ব, তীর্য্যক বা ট্যারাদৃষ্টি, তাহার অক্ষিগোলক বামদিক হইতে ডানদিকে অনবরত সঞ্চালিত হয়, চক্ষুতারার প্রসারণ, মুদ্রিত চক্ষু, আক্ষেপ, মৃগী, শ্বাস-প্রশ্বাসের খর্ব্বতা, নীলিমা রোগ—ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল ও হস্ততলের নীলিমা, নাসাপুটের আকুঞ্চন ও প্রসারণ, ধনুষ্টঙ্কার, চোয়াল আটকান, অসাড়ে প্রস্রাব হওয়া ও সর্ব্বাঙ্গের পক্ষাঘাতাদিতে উপযোগী। তোৎলা কথার জন্যও এই ঔষধ ব্যবহার করা চলে।

শক্তি :—নিম্নক্রমই উপযুক্ত।

বেলাডোনা (Belladonna)।

পরিচয়:—ইহার অপর নাম এট্রোপা-বেলাডোনা। পূর্ব্ব-ইউরোপ দেশজাত বাৎসরিক গাছড়া, জুলাই মাসে ইহার ফুল ফুটে। ফুল ফুটিবার কিছু পূর্ব্বে এই জাতীয় গাছ সংগ্রহ করিয়া মাদার টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল:—হঠাৎ রোগের আবির্ভাব, মাথায় যন্ত্রণা, সংন্যাস, মস্তিষ্কের পীড়া, আক্ষেপ ও তড়কা, জ্বর, সবিরাম জ্বর, যোড়া, ব্রণ ও দুষ্টব্রণ, কাসি, ঘুংড়িকাসি, মৃগী, বিসর্প, জলাতঙ্ক, রক্তাধিক্য, ইনফ্লুয়েঞ্জা, রাতকানা, পক্ষাঘাত, ডিম্বাধার প্রদাহ, ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ, ফুসফুসের প্রদাহ, মস্তিষ্কের প্রদাহ, নানাজাতীয় প্রদাহ, রক্তামাশয়, হাম, বসন্ত, জরায়ুর নিম্ন গমন, হুপিং-কাসি (প্রদাহিত); মূত্রাধারের প্রদাহ জন্য মূত্রক্লেশ, পিপাসা, কেরটিড ধমনীর দপ্দপানি, নিদ্রা বিকৃতি, শূল ও অন্ধত্ব প্রভৃতি পীড়ায় কার্য্যকরী। "হঠাৎ রোগের আবির্ভাব ও হঠাৎ তিরোভাব" বেলেডোনার বৈশিষ্ট।

ক্রিয়াস্থল:—স্নায়ুমণ্ডলীর সর্ব্বাংশেই বেলাডোনার অধিকার, রক্তসঞ্চয়াধিক্যবশতঃ মস্তিষ্কের বিকৃতি, উন্মত্ততা, প্রলাপ, ভ্রমদর্শন, পেশীর নর্ত্তন এবং গ্রন্থিমণ্ডলীর প্রদাহ, আরক্তিম মুখমণ্ডল, লালবর্ণের চক্ষু, জ্বালাযুক্ত ও উত্তপ্ত দেহ, বিকার, প্রলাপ, অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ ক্রিয়াযুক্ত।

স্বভাব ও গঠন:—পিত্তপ্রধান, স্থূলকায় ও রসপ্রধান-ধাতুর ব্যক্তি এবং যে সকল বালক ও বালিকার সুন্দর কেশ, নীলবর্ণ চক্ষু, যাহারা সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়, যাহারা সুস্থাবস্থায় খুব প্রফুল্লভাবে দিন কাটায় কিন্তু অসুস্থ হইলে সেই আমোদ-প্রিয় ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় করিতে থাকে, সামান্যতেই ঠাণ্ডা লাগে, মস্তকে ও মুখমণ্ডলে সহজে রক্তাগম হয়। স্নায়ুমণ্ডলী সর্ব্বভাবেই বেলাডোনার অধিকারে।

মন:— বেলাডোনা রোগী রোগের ভিতর নানাবিধ ভ্রম দর্শন করিয়া ভীত হইয়া পড়ে ও নানাবিধ প্রলাপ বকিতে থাকে। সে যেন দেখিতে পায়—ভয়ঙ্কর একটা মূর্ত্তি, ভূত, প্রেত, কাল কুকুর, কীট পতঙ্গাদি তাহার দিকে আসিতেছে (ষ্ট্র্যামো), ল্যাক্-ক্যান।—দেখিতে পায় যেন অসংখ্য সর্প তাহার ঘরের ভিতর খেলা করিতেছে, বিকারের ভিতর সে অস্পষ্টভাবে বিড়্‌বিড়্ করিয়া কথা বলে এবং ব্যস্তভাবে বিছানার ভিতর কি যেন খুঁজিতে থাকে। বেল রোগী কাল্পনিক বস্তুর ভয়ে বিছানা হইতে পালাইবার চেষ্টা করে, এমন কি সে জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়ে। প্রচণ্ড বিকারের ভিতর সে লোককে কামড়ায়, থুথু দেয়, প্রহার করে, বস্ত্রাদি ও বিছানা ছিঁড়িয়া ফেলে। সে আলোর দিকে মোটেই তাকাইতে পারে না ও কোন প্রকার শব্দ সহ্য করিতে পারে না। বিকারের ভিতর তাহার মাথাটী ভয়ানক গরম হয় ও বেদনাযুক্ত থাকে, যখন চক্ষু মেলিয়া তাকায়, তখন দেখিলে মনে হইবে যেন উন্মাদের দৃষ্টি, তাহার চক্ষু প্রসারিত, নাড়ী পুষ্ট ও প্রবল। মুখের ভিতর অত্যন্ত গরম, চক্ষুর ভিতর লাল, মুখমণ্ডল গোলাপী আভাযুক্ত ও তাহার জীবনের উপর ঘৃণা জন্মে এবং জলে ডুবিয়া বা উচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে চায়।

প্রকৃতি:—ইহার যাহা কিছু সবই হঠাৎ—লক্ষণগুলি হঠাৎ আসে, কিছুক্ষণ থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যায়। এমন কি লক্ষণগুলি অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত হঠাৎ আসিতে পারে, কিন্তু যাইবার

সময় চলিয়া-যায় হঠাৎ। হঠাৎ আসা ও হঠাৎ চলিয়া যাওয়া ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ, তারপর প্রচণ্ডতাও এই ঔষধের একটি প্রকৃতি। হঠাৎ আসা ও যাওয়া আমরা অ্যাকোনাইটের রোগীর ক্ষেত্রেও পাই, পার্থক্য এই—অ্যাকোনাইটের রোগ আসে হঠাৎ, অল্পক্ষণ মধ্যে সমস্ত শেষ করিয়া আবার হঠাৎ চলিয়া যায কিন্তু কোন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে আসা বেলের চিত্র।

প্রদাহ :—সকল স্থানের প্রদাহে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রদাহ শীঘ্র বাড়ে, লাল ও বেদনাযুক্ত হয়, দপ্ দপ্ করে। ইহার প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ নিয়া আরম্ভ হয়, প্রদাহ যত বাড়ে ঐ লালবর্ণও ততই অনুজ্জ্বল বর্ণ হইতে থাকে। প্রদাহ বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার গাত্রোত্তাপও বেশী হইতে থাকে ও মুখের ভাবও লাল হয, চক্ষু রক্তাভ হইয়া প্রদাহের ভিতর দপ্ দপ্ করিতে থাকে। প্রদাহিত স্থান লালবর্ণ হইয়া তথায় জ্বালা করে, ঐ জ্বালা মনে হয় যেন একটী জ্বলন্ত কয়লা আক্রান্ত স্থানে রাখা হইয়াছে।" প্রদাহের জ্বালায় তাহার ভিতর ও বাহিরে দাহ থাকে। প্রদাহে **জ্বালা, আরক্তিমতা ও উত্তাপ**—এই তিনটী লক্ষণই শ্রেষ্ঠ। রোগী তাহার প্রদাহিত স্থানে কেহ হাত দিলে বা স্পর্শ করিলে চীৎকার করিয়া উঠে অর্থাৎ সামান্য স্পর্শ সে সহ্য করিতে পারে না। প্রদাহের সঙ্গে যেমন আক্রান্ত স্থানে দপ্ দপানি থাকে সেইরূপ থাকে তাহার সর্ব্বশরীরে দপ্ দপানি। **দপ্ দপানিই ইহার একটী মূল্যবান লক্ষণ**। বেদনা স্থান কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে সে আরাম বোধ করে; সামান্য ঠাণ্ডায, নড়াচড়ায়, ঝাঁকানিতে ও আলোর ভিতর তাহার সর্ব্বলক্ষণ বেশী হয। প্রদাহান্বিত রোগীর কাছে কেহ যাইলে সে বলে, 'আমার বিছানা ছুঁইবে না'। জ্বরের ভিতর সে **লেবুর রস** খাইতে চায, জল পিপাসাও খুব। তাহার মুখ, ঠোঁট, গলা শুষ্ক; সে অবিরত তাহা ভিজাইতে চাহে।

শিরঃপীড়া :—বেল্ শিরঃপীড়ার একটী ফলপ্রদ ঔষধ। মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়াধিক্যবশতঃ তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হয, কেরটিড নাড়ীর দপ্দপানি। নড়াচড়ায়, আলোকে, পরিশ্রমে ও শয়ন করিলে মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। মাথা দৃঢ়ভাবে বাঁধিলে বা গরম বস্ত্রাদি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলেও স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর সময় যন্ত্রণার হ্রাস। মাথার যন্ত্রণার সময় বালিসেই মাথাটী গুঁজিতে থাকে। বেলাডোনা রোগীর মাথার যন্ত্রণা **চুল কাটিলে** পর বেশী হয। ইহা মাথাঘোরারও একটী ঔষধ। মাথাঘোরায় বামদিকে বা পশ্চাৎদিকে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করে, সে মনে করে যেন গৃহমধ্যস্থ দ্রব্যাদি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে (কোনা, ব্রাই, নাক্স), মাথা নোয়াইলে, কিছুক্ষণ হেঁট হইয়া থাকিবার পর উঠিবার উপক্রমে মাথাঘোরা।

সংন্যাস রোগ :—এই রোগের প্রথমাবস্থায বেলাডোনা কার্য্যকরী। রোগীর ঘোর অবসাদভাব আসে ও সে অত্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া সে চমকাইয়া উঠে, চীৎকার করে ও যেন 'ভয় পাইয়াছে এইরূপভাবে লাফাইয়া উঠে। সংন্যাস রোগের সহিত তড়কা হওয়াই বেলাডোনার নির্ণায়ক লক্ষণ। তাহার মুখ, চোখ লাল ও থম্থমে।' (সংন্যাস রোগের সহিত তড়কা হাইওসায়েমাস, ল্যাকেসিস্ এবং ওপিয়ামেও আছে, স্ব স্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তড়কার জন্য বেলাডোনা অমোঘ ঔষধের মধ্যে একটী। ইহার শিশু বেশ সুস্থ আছে, হঠাৎ তড়কা আরম্ভ হইয়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। তড়কার সময় তাহার সমস্ত শরীর গরম, মুখ ও চক্ষু লাল, সেই সঙ্গে তড়কার ঝাঁকানি। তড়কা রোগে রোগীর মস্তিষ্ক প্রদাহ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্যই তাহার সমস্ত শরীর আগুনের মত গরম হয়, মুখখানা থম্থমে লালবর্ণের

হয়; আলোক অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়, রোগী মধ্যে মধ্যে লাফাইয়া উঠে। কোন উদ্ভেদ ভাল করিয়া বাহির না হইলে, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় তড়কা হইয়া তাহার মুখে গাঁজলা উঠে। তড়কার সময় সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিকেই বাঁকিয়া যায়; আড়ষ্ট হইয়া মাথাটী পিঠেরদিকে না হয় বুকেরদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহা যেমন শিশুদিগের তড়কায় উপযোগী, সেইরূপ প্রসূতিদিগের তড়কায়ও কার্য্যকরী। তড়কার প্রারম্ভে তাহার জরায়ুপ্রদেশে প্রচণ্ড বেদনা উপস্থিত হয়। প্রস্রাব অত্যন্ত গরম। তড়কার পূর্ব্বে রোগিণী বিছানায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করে, কাঁদে, চীৎকার করে, আবোল তাবোল বকে।

দন্ত নির্গমনকালীন পীড়ায় বেলাডোনার স্থান ক্যাল্, ক্যামোমিলার নিম্নে তো নহেই অনেক ক্ষেত্রে বেশী কার্য্যকরী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহার রোগ হঠাৎ আসে। এই সময়ও শিশুর হঠাৎ সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হয়। শিশু বেশ খেলা করিতেছে, হঠাৎ তাহার অত্যন্ত জ্বর হইয়া তড়কার আকার ধারণ করিল। সে অনবরত মাথা চালে, দাঁত কড়্‌কড়্ করে, কামড়াইতে চায়, তাহার মুখ চোখ লাল, এমন কি তাহার শরীর লালবর্ণের হয়। তাহার সমস্ত শরীর হইতে—মুখ, মাথা ও গলা অধিক গরম। তাহার ব্রহ্মতালু, রগ, ঘাড়ের শিরাগুলি দপ্‌দপ্ করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে সে এমনভাবে লাফাইয়া উঠে যেন সাংঘাতিক ভয় পাইয়াছে, থেকে থেকে চীৎকার করে ও কাঁদে। দাঁত উঠিবার জন্য নানাবিধ উপসর্গে **ক্যামোমিলাও** উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহার ন্যায় এত অধিক জ্বর থাকে না। ক্যামোমিলা রোগী অত্যন্ত চীৎকার করে, কাঁদে কিন্তু কোলে করিয়া বেড়াইলে কান্নার উপশম, বেলের শিশুর কান্না কোলে নিয়া বেড়াইলে কমে না। তাহার মাথায় হাওয়া দিলে কতকটা উপশম।

তরুণ উন্মাদ রোগে বেলের ব্যবহার আছে। জ্বর হইয়া রোগী যেরূপ প্রচণ্ডভাবে চীৎকার করে, বিড়বিড় করিয়া বকে, লাফাইয়া পড়িতে চায়, থুথু দেয়, ঠিক সেইরূপ জ্বরবিহীন উন্মাদ রোগে অর্থাৎ জ্বরশূন্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগে বেলাডোনা ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া যায়। ইহার রোগীকে সামান্য সামান্য খাইতে দিলে উপশম বোধ করে। বেলের উন্মাদ রোগী হয়তো ভূত ভূত বলিয়া এমন চীৎকার করিয়া উঠিবে যে, লোকে মনে করিবে সত্যই বুঝি ভূত আসিয়াছে। এরূপ প্রচণ্ডতার পর আবার অল্পক্ষণ চুপ থাকিয়া হঠাৎ আবার প্রেত, রাক্ষস, দানব প্রভৃতি বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিবে। কখনওবা বাঘ, ভাল্লুক ও কুকুরের ন্যায় চীৎকার করে। পাগল সামান্য শব্দ, সামান্য আলো সহ্য করিতে পারে না, লোকজন কাছে আসে ইহাও সে চায় না। সে চায় অন্ধকারের ভিতর একা পড়িয়া থাকিতে। ষ্ট্র্যামোনিয়াম, হাইওসিয়েমাস ও ওপিয়াম প্রভৃতি ঔষধও উন্মাদ রোগীর পক্ষে কার্য্যকরী।

বিসর্প রোগে বেলাডোনা একটী অমূল্য ঔষধ। ইহার আক্রান্ত অংশ উত্তপ্ত ও লালবর্ণের হয়, উহার ভিতর অত্যন্ত দপ্‌দপ্ করিতে থাকে, সেই সঙ্গে অত্যধিক জ্বর থাকে। ইরিসিপেলাসের প্রথম অবস্থায় ইহাকে অব্যর্থ বলা চলে, যদি ঠিকমত প্রয়োগ করা যায় তবে অপর ঔষধের প্রয়োজন হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চর্ম্মের উপর অত্যন্ত প্রদাহ ও লালবর্ণ দৃষ্ট হয় এমন কি ২।৪টি ফোস্কাও বাহির হয়, তথাপি অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না, বেলাডোনা দ্বারাই আরোগ্য করা যায়। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত লালবর্ণের হইয়া (চামড়ার প্রদাহ) যখন আক্রান্ত অংশের ফুলা বেশী দেখা যায়, উহা দেখিতে শোথের ন্যায় হয়, জ্বালা ও হুলফোটান ব্যথা বিদ্যমান

থাকে, তখন এপিস ব্যবহার্য্য। সাংঘাতিক জাতীয বিসর্পে ট্যারেন্টুলা, ল্যাকেসিস ও আর্সেনিক উপযোগী।

ফোড়া, কার্ব্বাঙ্কল প্রভৃতি পীড়াব প্রথমাবস্থায যখন ঐ স্থান লালবর্ণের হয়, দপ্ দপ্ করে, আক্রান্ত অংশ অত্যন্ত গরম, বেদনা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিযা যায, প্রদাহিত স্থান লালবর্ণের, প্রদাহ যত বাড়ে, লালবর্ণ ততই অনুজ্জ্বল হয, আক্রান্ত স্থানে জ্বালা করে, সামান্য নড়াচড়ায বেদনার বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেলাডোনা ব্যবহার্য্য।

গলনলীর পীড়া, টনসিল প্রদাহ প্রভৃতি বোগে বেলের ব্যবহার প্রশস্ত। রোগীর গলনলী অতিশয বেদনাযুক্ত, ঘন ঘন ঢোক-গিলিতে বা কোন তরল পদার্থ পান করিতে ভযানক কষ্ট, তাহার টনসিল প্রদাহান্বিত হইয়া ফুলিযা পড়ে সেই সঙ্গে তাহার মুখ লাল হয, জ্বর যতটা না হয তার চাইতে গাত্রোত্তাপ বেশী বোধ; মাথায তীব্র যন্ত্রণা, কপালে ও কেরোটিড্ ধমনীব দপ্ দপানি। অনবরত তাহার গলা খাকর দিতে ইচ্ছা, কাসি যখনই হয তখনই তাহার গলার ভিতর বেশী বেদনা অনুভব। বেলাডোনায গলার ব্যথা, টন্সিলের প্রদাহ ঠাণ্ডা লাগিযাই বেশী হয। টন্সিল প্রদাহ হইযা যে সমস্ত কাসি হয তাহা প্রাযই শুষ্ক, খুকখুকে-কাসি, কাসিতে প্রাযই কিছু উঠে না, যদিবা উঠে অতি সামান্য। সদাসর্ব্বদা গলার ভিতব সুরসুব ক'র সেইজন্যই কাসি বেশী দেখা যায। সে মনে করে তাহার গলার ভিতর পিণ্ডাকারে কি যেন বহিযাছে (অ্যানা, ল্যাকে, ব্যারাইটা)।

চক্ষুরোগে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল, চক্ষুব তারা দুইটী প্রসারিত, চক্ষুর ভিতর লালবর্ণ, ভিতরটা শুষ্ক ও আবক্ত। আলোব সম্মুখে বসিলে সে উহার চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকার পদার্থ দেখে। হঠাৎ যাহাদের চক্ষু উঠিযা তীব্র লালবর্ণের হয, চক্ষুব ভিতর জ্বালা করে, কর্কর্ করে, আলো অসহ্য হয তাহাদের ২।১ মাত্রায উপকার পাওযা যায। ট্যারা-দৃষ্টির জন্যও বেল্ কার্য্যকরী ঔষধ। তড়কা বা অন্য কোন কাবণে ট্যারা-দৃষ্টি হইলে **ষ্ট্র্যামোনিয়াম**; কোনও একটী চক্ষুব ট্যারা-দৃষ্টিতে—**অ্যালিউমি**; ডাণ চক্ষুর ট্যারা-দৃষ্টিতে—**অ্যালিউমেন** কার্য্যকরী ঔষধ।

বসন্ত রোগের প্রথমাবস্থায রোগীব অত্যন্ত জ্বর, গলাবেদনা, প্রলাপ বকা, রক্তবর্ণ চক্ষু, মাথার যন্ত্রণা, ক্যারোটিড্ ধমনীর দপ্ দপানি, সামান্য ঘুমের ভিতরও চমকান, টন্সিল প্রদাহ ইত্যাদি সহ ঘন ঘন জল পিপাসা ও ছোট শিশুদিগের তড়কার ক্ষেত্রে বেলাডোনা ব্যবহার্য্য। বসন্তের সর্ব্বপ্রথম অবস্থায অ্যাকোনাইটও উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু উদ্ভেদ বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহার অস্থিরতা, ছট্ফটানি, মৃত্যুভয প্রভৃতি থাকিলে তখন ইহা প্রযোগ কবিতে হয।

হামের প্রথমাবস্থাযও প্রবল জ্বর, তড়কা, লাফাইয়া উঠা, চমকান, চোখ-মুখ লাল থমথমে প্রভৃতি বেলাডোনার নিজস্ব লক্ষণাবলী থাকিলে ব্যবহার্য্য।

জলাতঙ্ক রোগে বেলাডোনার ব্যবহার আছে তবে জলাতঙ্কের তরুণ অবস্থায যখন রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক দাঁড়ায তখনই ব্যবহার্য্য। রোগী অত্যন্ত উগ্র প্রবৃত্তির হইয়া দাঁড়ায, কখনও রাগান্বিত হয়, কামড়াইযা দেয, কাপড় ছেড়ে, যে তাহার সামনে যায অথবা যাহাকে সামনে পায তাহাকে কুকুরের মত কামড়ায। চকচকে কোন জিনিষ দেখিলে, জলের দিকে তাকাইলে কিম্বা তাহার গায়ে হঠাৎ কেহ হাত দিলে আরও বেশী উত্তেজিত হয় এবং সর্ব্ব লক্ষণের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয (ষ্ট্র্যামোনিয়াম), জল বা কোন তরল পদার্থ সে পান করিতে চায না। কেহ যদি জোর করিয়া খাইতে বলে বা খাওয়াইতে যায় তাহা হইলে সে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে।

ধনুষ্টঙ্কার হঠাৎ হইলে ও বেলাডোনার অপরাপর লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে বেল্ চমৎকার কার্য্য করে, আঘাত জনিত টঙ্কার হইলে বা ধনুষ্টঙ্কারের সহিত অত্যধিক জ্বর থাকিলে **হাইপারিকাম** ও **ভেরেট্রাম-ভিরিডি** ব্যবহার্য্য।

বিকারে বেলাডোনার স্থান সর্ব্বোচ্চে না হইলেও ইহা উপযোগী ঔষধ। ইহার বিকার প্রচণ্ড ভাবে আরম্ভ হয় ইহার যে কোন লক্ষণই হঠাৎ ও প্রচণ্ড। হাইওসিয়ামাস ও ষ্ট্র্যামোনিয়ামও বিকারের উপযোগী ঔষধ। বেলাডোনায় প্রচণ্ড ভাবে বিকার আরম্ভ হইয়া হঠাৎ চলিয়া যাইয়া পুনরায় ঐরূপ হয়, **হাইওসিয়ামাসের** রোগী নিজের মনে বিড়বিড় করিয়া বকে ও অঘোর অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে, কোন কোন রোগীর সামান্য উগ্রভাব দেখা যায়, বেলাডোনার মুখ লাল থমথমে, হাইওর মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে ও দুর্ব্বল, বেলাডোনার ও **ষ্ট্র্যামোনিয়ামের** রোগীর খুব দুর্ব্বলতা নাই তাহাদের উত্তেজনা অধিক। বেলাডোনার প্রচণ্ডতা ভয়ানক, ষ্ট্র্যামোনিয়ামের প্রচণ্ডতা বিদ্যমান আছে, হাইওসিয়ামাসের বিকার প্রচণ্ডভাবে আরম্ভ হইয়া শেষে অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহার চোয়াল ঝুলিয়া যায়।

জ্বর :—প্রদাহ জন্য হউক বা ঠাণ্ডা লাগিয়া হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক, রোগীর গায়ের উত্তাপ অত্যন্ত থাকিবে। বেলাডোনার জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়; যখন জ্বর হইতে থাকিবে হঠাৎ ১০৪।১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার হঠাৎ কমিতে থাকে, জ্বরের সঙ্গে মাথা অত্যন্ত গরম, মুখ থমথমে, মাথার দুইদিকের রগের ভিতর দপ্ দপ্ করা থাকিবে, জ্বরের সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা, সর্ব্বশরীর অসম্ভব গরম, চক্ষু দুইটী জবাফুলের ন্যায় লাল হইয়া মধ্যে মধ্যে আবৃত অংশে ঘাম হয়; কপালে গরম বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়, প্রলাপ বকে, চম্কাইয়া উঠে, চক্ষু বুজিলেই নানা প্রকার ভীতিজনক দ্রব্য দেখিয়া লাফাইয়া উঠা, জ্বরের ভিতর উত্তেজিত হওয়া বেলাডোনার লক্ষণ।

অনেক চিকিৎসক বলেন, এমন কি অনেক গ্রন্থকার পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে বেলাডোনা টাইফয়েডের ঔষধ। আমরা বুঝিয়াই পাই না যে টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ বেল্ কি ভাবে হয়। বেলের জ্বর সবিরাম জাতীয়, হঠাৎ আসে, কমিয়া যায় আবার হঠাৎ আসে; কিন্তু টাইফয়েডের জ্বর হইল অবিরাম (continued) সুতরাং টাইফয়েডে বেলাডোনা কোনমতেই ব্যবহৃত হইতে পারে না। যিনি টাইফয়েডে বেলাডোনা ব্যবহার করিবেন তিনি জ্বরকে আরোগ্য না করিয়া রোগীর পরকালের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। কেণ্ট বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন যে অবিরাম জাতীয় জ্বরে বেলাডোনা প্রয়োগ করা অন্যায়।

স্কার্লেট জ্বর :—এই জাতীয় জ্বর আমাদের দেশে দেখা যায় না কিন্তু ইহা একটী সাংঘাতিক জাতীয় জ্বর। রোগীর জীবন অতি শীঘ্রই এই ব্যাধিতে নাশ হইতে পারে। এই জাতীয় জ্বরের পক্ষে বেলাডোনা অমূল্য ঔষধ; স্বয়ং হানেমান বহু রোগী বেলাডোনা দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্ত্রীরোগ :—নানা জাতীয় স্ত্রীরোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, জরায়ু ও ওভারির প্রদাহ এবং প্রসব-বেদনা ইত্যাদিতে ইহার প্রয়োগ আছে কিন্তু বেল্ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে স্মরণ রাখিতে হইবে ইহার পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণাবলী।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইবার সঙ্গে তাহার জরায়ুপ্রদেশে অত্যধিক বেদনা, দপ্দপানি ও টাটানি থাকে, রক্তস্রাব প্রচুর উজ্জ্বল বর্ণের; গরম গরম, চাপ চাপ রক্তও নিঃসৃত হয় (স্যাবাইনা)।

প্রসব-বেদনার সময় বেদনা হঠাৎ অত্যন্ত জোরে আসে আবার কমিয়া যায়, আবার খুব জোরে আসিয়া হঠাৎ কমিয়া যায়। এত জোরে ব্যথা আসে তত্রাচ তাহার প্রসব হয় না বা অসের মুখ ভালরূপ প্রসারিত হয় না। পেটে ভয়ানক ব্যথা, হাত ছোঁয়ান যায় না, পেটের কাপড় সরাইয়া দিলে বা কেহ হাত দিলে অথবা নিকটে গেলে ব্যথার বৃদ্ধি প্রভৃতি পাইলে বেলাডোনা দ্বারা অতি শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়।

বাধক-বেদনা, প্রসবান্তে রক্তস্রাব, ডিম্বকোষের প্রদাহ, সূতিকা জ্বর, জরায়ু প্রদাহ রোগে বেলাডোনার লক্ষণাদি পাইলে কার্য্য পাওয়া যায়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—স্পর্শ করিলে, দেহ সঞ্চালনে, শব্দে, উজ্জ্বল ও চক্‌চকে বস্তু দর্শনে, পান করিবার সময়, বেলা ৩টার পর, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, চুল কাটাইলে, শয়ন করিলে রোগের বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে, দাঁড়াইলে, সোজা হইয়া বসিলে এবং গরম ঘরের ভিতর উপশম।

যে সমস্ত রোগে বেলাডোনা ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না, সামান্য ভাল হইয়া আর আরোগ্য হইতে চায় না সেই ক্ষেত্রে **ক্যাল্‌কেরিয়া** রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে; আবার যে সকল রোগীর কেবলই বেলাডোনার লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাদের পক্ষেও ক্যাল্‌কেরিয়া প্রযোজ্য। ক্যাল্‌কেরিয়া বেলাডোনার অনুপূরক।

শক্তি :—১x, ৩x, ৩, ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ।

বেলিস-পেরেনিস (Bellis Perennis.)।

ব্যবহারস্থল :—কৃত্রিম মৈথুনের মন্দফল, বযোব্রণ, ক্লান্তি, মাথাঘোরা, নানা জাতীয় ফোড়া, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত, চর্ম্মরোগ, অর্ব্বুদ, গর্ভাবস্থার বিবিধ প্রকারের পীড়া, আঘাত লাগিবার মন্দফল, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

ডাঃ বার্ণেট বলেন—শরীরের উত্তাপাবস্থায় ঠাণ্ডা জলপান বা ঠাণ্ডা দ্রব্য ভোজন করিবার পর যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া যে সকল রোগ হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। যাহাদের জড়ুল আছে তাহাদের **জড়ুলে** এই ঔষধের **বাহ্য** প্রয়োগ করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা। এই ঔষধ যাহারা জরায়ুর উপর নানরূপ অত্যাচার করিয়া বা সন্তান উৎপত্তির ভয়ে নানারূপে জরায়ুকে দুর্ব্বল, শক্তিহীন ও উৎপীড়িত করেন তাহাদের নানাবিধ পীড়ায়; তাহাদের স্তন দুইটী শুষ্ক হইয়া তথায় কোনরূপ চিহ্ন পর্য্যন্ত না থাকিলে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ কার্য্যকরী।

অস্বাভাবিক উপায়ে মৈথুনাদি করিবার পর কোনরূপ পীড়া জন্মিলে বা কোনও স্থান মচ্‌কাইয়া গেলে অথবা আঘাত লাগিয়া বেদনাযুক্ত হইলে ইহা ফলপ্রদ। **আর্ণিকা** ও **সাল্‌ফারের** ন্যায় এই ঔষধ যাহাদের শরীরে উপর্য্যুপরি ফোড়া হয় তাহাদের পক্ষে ফলপ্রদ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ১x, ২x, ৩x, ৬।

বোথ্‌রপস-ল্যান্‌সিয়োলেটাস (Bothrops Lanceolatus.) ।

পরিচয় :—এক জাতীয় হলুদবর্ণের সর্প। প্রথমে গ্লিসারিণে মাদার-টিংচার তৈরী করিয়া পরে সুরাসারে উচ্চক্রম প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—দিবা অন্ধতা, অন্ধত্ব, অস্থিময় রোগ, পচনশীল ক্ষত, জিহ্বার পক্ষাঘাত, জিহ্বার কোন বিকৃত ভাব নাই অথচ বাকশক্তি রহিত, ডাণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেদনানুভব, তাহার হাত-পা ফুলিয়া তিনগুণ মোটা হয়। আধখানি অঙ্গের পক্ষাঘাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x-৬, ৩০।

বোমবাইক্স (Bombyx.) ।

ব্যবহারস্থল :—রোগীর সর্ব্বশরীরে চুলকানি ও আমবাত।

বোগম্যানসিয়া-ক্যানডিডা (Bougmancia Candida.) ।

ব্যবহারস্থল :—রোগী তাহার চিন্তাশক্তিকে একত্রিভূত করিতে পারে না। তাহার মস্তিষ্কের ভিতর হাজার হাজার ভাব ভাসিয়া বেড়ায়, আবার সে মনে করে তাহার চিন্তাধারাগুলি মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে ভাসিয়া আসিবে, মাথার যন্ত্রণা, বুক জ্বালা, পাকযন্ত্রের শেষপ্রান্তে জ্বালা অনুভব, ঐ জ্বালা অন্ননলী পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। যকৃতপ্রদেশে উত্তাপবোধ ও দপ্‌দপানি।

বোভিষ্টা (Bovista Nigrescens.) ।

পরিচয় :—অপর নাম ওয়াটেড্‌ পফবল বা শয়তানের নস্যদানী। ইহা ফাঙ্গাস জাতীয় বৃক্ষ। ইহার শুষ্ক ফল চূর্ণ করিয়া বিচূর্ণন পদ্ধতিতে তৈরী করিয়া তারপর মাদার-টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—কড়া, বহুমূত্র, তোত্‌লামি, ডিম্বাধারের পীড়া, ঋতুবিকৃতি, নানাবিধ স্ত্রী-রোগ, সন্ধির পীড়া, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, কর্ণে একপ্রকার বিষাক্ত ক্ষত, প্রমেহ, রক্তস্রাব, শিরঃপীড়া, মেরুদণ্ডের নীচে বেদনা, কামলা বা ন্যাবা, জিহ্বার ক্ষত, আঁচিল, আঙ্গুলহাড়া, ক্ষত, উদরাময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ঔষধ।

মন :—রোগী অত্যন্ত অন্যমনস্ক; সহজে সে কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, সে অত্যন্ত অসাবধান, সমস্ত দ্রব্যই তাহার হাত হইতে পড়িয়া যায় (এপিস, অ্যাগারিকাস)। হাঁ করিয়া একদিকে চাহিয়া আছে, অপর ক্ষেত্রে কি হইতেছে এ খেয়াল তাহার নাই, অত্যন্ত অভিমানি সামান্য কারণে রাগিয়া যায়। রোগী মনে করে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বড় হইয়া যাইতেছে ; বোধ করে যেন তাহার মাথা বৃহত্তর হইয়া যাইতেছে (বেল্‌, ইগ্নে, ড্যাফনি, ফেল্যান)।

স্ত্রীরোগ: বোভিষ্টা স্ত্রীরোগে একটী কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার রক্তস্রাব অত্যধিক কিন্তু রাত্রের বেলা বেশী, দিনে বিশেষ কিছুই থাকে না (অ্যামন-মিউর, ম্যাগ-কার্ব্ব); রোগিণী যতক্ষণ চলিযা বেড়ায ততক্ষণ ঋতুস্রাব হয—শযন করিবামাত্র রক্তস্রাব বন্ধ হইযা যায। লিলিয়াম-টিগ্রি, ক্যাক্টাস, কষ্টি; যতক্ষণ সে চলিযা ফিরিযা বেড়ায ততক্ষণ রক্তস্রাব হয, আর যখনই সে হাঁটা চলা বন্ধ করিবে তখনই রক্তস্রাব বন্ধ হইবে **লিলিয়াম-টিগ্রিয়াম**; কেবল শযন করিলেই স্রাব হইবে, উঠিযা বসিলে বা হাঁটা চলা করিলে রক্তস্রাব বন্ধ থাকিবে—**ক্রিয়োজোট**। বোভিষ্টা রোগিণীর **ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে উদরাময়** হওযা প্রকৃতি, এমন কি কোন কোন রোগিণীর কলেরার ন্যায লক্ষণ পর্য্যন্ত হইযা থাকে (অ্যামন-কার্ব্ব)। ইহার আব একটী লক্ষণ ঋতু বন্ধ হইযা যাইবাব পরও রোগিণীব ৫।৭ দিন অন্তর রক্তস্রাব হয। ইহাতে মাসে **দুইবার ঋতুস্রাব** আছে, ঐ সময় জমাট ও অত্যন্ত লালবর্ণের রক্তস্রাব হয (নাক্স-ভমিকা, সাল্ফাব) ঋতুর সময সে আট কাপড় পড়িতে পারে না কোমরের কাপড় ঢিলা করিযা দিতে হয, ঋতুকালে তলপেটে ভারবোধ তখন সে মনে করে যেন অন্ত্রাদি নীচের দিকে নামিযা পড়িবে। বোভিষ্টা রোগিণীর হাত হইতে দ্রব্যাদি পড়িযা যায, **এপিস** রোগিণীব এই লক্ষণ আছে ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই বোভিষ্টা শীতকাতুরে ও এপিস গ্রীষ্মকাতুরে। বোভিষ্টা রোগিণীর শ্বেতপ্রদরও আছে—স্রাব অত্যন্ত গাঢ় কষায ও ত্বকক্ষযকারক।

শিশুরোগ:—ছোট ছোট শিশুদিগেব **তোতলামি** রোগের ইহা একটী উত্তম ঔষধ (ষ্ট্র্যামো)। শিশুব নাসিকা হইতে ও অন্যান্য শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী হইতে **কেলিবাইক্রমিকের** ন্যায আঠাল লম্বা দড়ির ন্যায গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইযা থাকে। শিশু যতবার মাতৃস্তন্য পান করে ততবাব তাহার মাঢ়ী হইতে রক্ত নির্গত হয ও মাঢীতে বেদনা অনুভব করে। প্রাতে তাহার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হওযাও ইহার বৈশিষ্টতা। শিশুদিগের বা অন্যান্য রোগীদিগের দাঁত উঠাইযা ফেলিবার সময উহা হইতে অত্যধিক রক্তপাত হইতে থাকিলে বোভিষ্টা উপযোগী (হ্যামা, ক্রিযো) বোভিষ্টা রোগীর ঘর্ম্ম স্কন্ধদেশে ও বগলে বেশী হয এবং ঐ ঘর্ম্ম হইতে **পেয়াজের গন্ধ** বাহির হইযা থাকে।

সম্বন্ধ:—রোগীর ঘর্ম্ম যইতে সুগন্ধ বাহিব হয—কোপেবা, রডোড; রক্তের গন্ধ বাহির হয—লাইকোপোডিযাম; কর্পূরের গন্ধ বাহির হয—ক্যাম্ফার; কস্তুরীর গন্ধ বাহির হয—পাল্সেটিলা, সাল্ফার; রোগীব ঘর্ম্ম হইতে পচা গন্ধ বাহির হয—ষ্ট্যাফিসে, টকগন্ধ বাহির হয—ক্যাল্কে, রিউম; গন্ধকের গন্ধ বাহির হয—ফস্ফোরাস; প্রস্রাবের গন্ধ বাহির হয—বার্ব্বা, ক্যাস্থা, কলো, অ্যাসিড-নাই; ঘোড়ার প্রস্রাবের গন্ধ বাহির হয—অ্যাসিড-নাই।

আমবাত, একজিমা, বৃদ্ধদিগের উদরাময (যদি রাত্রে ও প্রাতঃকালে হয) পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হয।

শক্তি:—৩x, ৬, ৩০ ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

বোরাক্স-ভেনেটা (Borax Venata.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সোহাগা। বিচুর্ণ ও আরক উভযবিধই তৈরী হইযা থাকে।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি ছোট ছোট শিশুদিগের মুখে ঘা প্রভৃতির উত্তম ঔষধ। পল্লীগ্রামের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জিহ্বায ও মুখের ঘাযে সোহাগার খই ও মধু দিযা থাকেন, এইরূপ ঔষধ দ্বারা ঘা অতি সুন্দররূপে আরোগ্য লাভ হয। যদিও হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রমতে এই প্রথা অনুমোদনযোগ্য নহে তত্রাচ সোহাগার জিহ্বা ও মুখের ভিতরের ঘা আরোগ্য কবিবার ক্ষমতা আছে।

মুখেব ঘা ব্যতিবেকে ইহা কড়া, দাঁত উঠিবার সময শিশুদের পীড়া, উদরাময, কাণের পুঁজ, চক্ষুর বিবিধ পীড়া, স্তনের বোঁটায ক্ষত, নৌকা বা গাড়ীতে উঠিলে বমন বা গা-বমি, একজিমা, প্রস্রাবের উগ্র গন্ধ, মাথাঘোবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—**স্নায়ুমণ্ডল** বিশেষতঃ পাকস্থলী, অন্ত্রাদির কোমল আবরণীর উপর উত্তেজনা জন্মাইযা রোগীর বমন, উদরাময, মুখক্ষত, শূলবেদনা প্রভৃতি উপস্থিত করায।

মন :—**ডাঃ অ্যালেন** বলেন, রোগী অত্যন্ত স্নাযবিক ধরণের। সে অতি সহজেই ভয পায, বিশেষতঃ নিম্নাভিমুখী গতিকে তাহার অত্যধিক ভয। এই **লক্ষণটী** এ রূপ ক্ষেত্রে শিশুদিগেব বেশী দেখা যায, উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শিশুকে সিঁড়ি দিযা নীচে নামাইতে যাও, সে তোমাকে আকড়াইয়া ধরিবে। শিশুকে দোল্না হইতে নামাইতে যাও, সে ভযে চীৎকার করিযা উঠিবে। মাতা শিশুকে কোল হইতে বিছানায শোযাইতে গেলে অমনি শিশু ভযে চীৎকার করিযা উঠে ও মাতাকে জড়াইযা ধরে। শিশু ঘুমাইতে ঘুমাইতে পড়িযা যাইতেছে বোধ, এই জন্য সে অনবরত চীৎকার করিযা উঠে। শিশু কোন প্রকারের শব্দও সহ্য করিতে পারে না, এমন কি কেহ কাসিলে, কাঁদিলে, হাঁচিলে, দিযাশলাইএর কাঠি জ্বালিলে, জোরে কথা বলিলে এমন কি কাগজ ঘষিলে শিশু ভয পাইযা চীৎকার করিযা উঠে। সামান্য কারণে ভযে চীৎকার করিযা উঠা ইহার প্রধান লক্ষণ।

চুলের জটা বান্ধা :—**চুলে জটা পাকাইয়া গেলে পর** ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। চুলের জটা পাকাইযা উহা একে অন্যের গাযে মিশ্রিত হইযা যায ঐ জটা কাটিযা দিলেও পুনরায **জটা পাকাইলে** বোরাক্স দ্বারা উপকার পাওযা যায।

মুখের ক্ষত :—বোরাক্স মুখের ক্ষতের বিশেষতঃ শিশুদিগের একটী উত্তম ঔষধ ইহা আমরা ব্যক্ত করিযাছি ; ইহাতে জিহ্বায, মুখের দুইদিকের গালে, ঠোঁটে এবং তালুর সর্ব্বশেষ ভাগে ক্ষত বা ঘা হয, ঘাযের জন্য শিশুর মুখের ভিতর অত্যন্ত গরম, শিশু যখন মাতৃস্তন্য পান করে তখন মাতা বুঝিতে পারে যে শিশুর মুখের ভিতরটা কিরূপ গরম। মুখের ভিতর ঘায়ের জন্য স্তন্যপায়ী শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতে পারে না, স্তন্যপান করিবার জন্য একবার উহা ধরে কিন্তু মুখের ভিতর ব্যথা বোধ করিবার জন্য রাগ করিযা ছাড়িযা দেয আবার ধরে আবার ছাড়িযা দেয, মুখের ঘায়ের জন্য শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্য পান করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় এমন কি দুইএক টান দিবার পর মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকে। **এরাম-ট্রাইফিল্লির** ক্ষতও বোরাক্সের ন্যায, মুখের ক্ষতের জন্য শিশু অনবরত উহা খুঁটিতে থাকে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া রক্ত বাহির করে তত্রাচ

তাহার খোঁটার বিরাম নাই ; **ব্রাইওনিয়ার** শিশুর মুখের **শুষ্কভাব** অত্যন্ত—মুখের শুষ্কতার জন্য সে দুধ পান করিতে পারে না, দুধ পান করিতে গেলে মুখ হইতে রক্ত বাহির হয়, মুখের শুষ্কভাব চলিয়া গেলে সে পুনরায় দুগ্ধ পান করিবে। **মার্কারিতেও** ঐ প্রকার ক্ষত আছে, সেই সঙ্গে মুখ হইতে প্রচুর লালাস্রাব হয়, আমাশয় থাকে এবং আমাশয়ের কুন্থন বেগ অত্যন্ত দেখা যায়। **অ্যাসিড-নাইট্রিকের** মুখক্ষতও অত্যধিক, শিশুর পূর্ব্বপুরুষের পারদের অপব্যবহার ও উপদংশের ইতিহাস থাকিলে এবং মুখ দিয়া অনর্গল লালাস্রাব হইতে থাকিলে, ক্ষত প্রথমে মাটী ও জিহ্বায় আবদ্ধ হইয়া গলার ভিতর বিস্তৃতি লাভ করিলে ইহা কার্য্যকরী—বোরাক্সে ঐরূপ উপদংশ বা পারদের ইতিহাস পাওয়া যায় না।

উদরাময় ও উদরশূল রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন উদরাময় সহ জিহ্বায় ও মুখে ক্ষত থাকিলে বোরাক্স উপযোগী। উদরাময়ের সহিত পেটে শূলবেদনা নিম্নাভিমুখী গতিতে অত্যন্ত বেদনা ও ভয় ইত্যাদি ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ। বাহ্যে তরল, ফিকা ও হরিদ্রাবর্ণের আমময় কখনও বা দুর্গন্ধযুক্ত ও বিনা বেগে নির্গমন বোরাক্সের লক্ষণ। স্তন্যপায়ী ও দন্তোদ্গমনোন্মুখ শিশুদিগের মলত্যাগের পূর্ব্বে খিট্‌খিটে স্বভাব, মলত্যাগের সময় মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা, দুর্ব্বলতা বোধ এবং মলত্যাগের পর অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি বোধ ; বোরাক্সে রোগীর মুখমণ্ডল **ফ্যাকাশে, পাংশুবর্ণের,** নাসিকা ও ওষ্ঠের উপর ব্রণ হইবার ফলে তাহার মুখমণ্ডল ফুলিয়া যায়, মুখের ভিতর এবং গলার ভিতর স্রাদ্য; মুখের ভিতর ক্ষত হইবার জন্য বেদনা ; স্পর্শ করিলে, অম্লাক্ত দ্রব্য বা নোন্‌তা দ্রব্য আহার করিলে বেদনার বৃদ্ধি। রোগীর মুখের ডাণদিকে মাকড়সার জাল আছে এরূপ বোধ (ব্রাই, গ্র্যাফ, ব্যারাই) ইত্যাদি লক্ষণে বোরাক্স কার্য্যকরী ঔষধ।

বোরাক্স **শিশু প্রস্রাব করিবার সময় বড়ই কাঁদে,** শিশু ঘন ঘন প্রস্রাব করে কিন্তু প্রতিবার কাঁদিয়া আকুল এই লক্ষণ **লাইকো, সার্সাপেরিলা ও স্যানিকিউলা** শিশুতে দেখিতে পাই। **লাইকোপোডিয়াম** শিশুর প্রস্রাবও বোরাক্সের ন্যায় তবে ইহাতে ভয়জনিত ভাব নাই, প্রস্রাবে লাল লাল গুড়া বাহির হইয়া বিছানায় লাল দাগ পড়ে, **সার্সাপেরিলা** শিশুর প্রস্রাবে যন্ত্রণা, প্রস্রাব হইয়া যাইবার পরই আরম্ভ হয়, শিশু দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, বসিয়া প্রস্রাব করিতে পারে না, যদি করে বহু সময় বসিয়া ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করে, ইহার শিশুর প্রস্রাবে সাদা সাদা গুড়া নির্গত হয় ও শিশুকে বৃদ্ধের ন্যায় দেখায় (স্যানিকিউলা)। **স্যানিকিউলার** প্রস্রাব বোরাক্সের ন্যায়, ভীতিভাবও বোরাক্সের ন্যায় কিন্তু তাহার বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে হইয়া যায় ও শিশুকে বৃদ্ধের মত দেখায়।

সর্দ্দি :—শিশুর নাসিকার দুইটী ছিদ্রেই চটা পড়ে এবং প্রদাহযুক্ত হয় ঐ জন্য তাহার নাসাগ্র লাল ও চকচকে হয়। নাসিকার ভিতর চটা পড়িবার জন্য শিশুর ডাণদিকের নাসিকাটী বন্ধ হইয়া যায়, কোন কোন শিশুর প্রথম ডাণ নাক শেষে বাম নাক বন্ধ হইয়া যায়, পূর্ণ বয়স্কদিগেরও ঐরূপ নাকে চটা পড়ে ও ঐরূপ নাক বুজিয়া যায়। রীতিমত শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য সর্ব্বদাই নাকের ভিতরটা আঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করিয়া থাকে। কাণের পুঁজরোগেও ইহা কখনও কখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ডাঃ ন্যাশ ১৪ বৎসর স্থায়ী কাণের পুঁজরোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্ত্রীরোগ :—এতক্ষণ পর্য্যন্ত শিশুরোগে বোরাক্স কিরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বোরাক্স শিশুরোগেই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু বয়স্কাদিগের পীড়ায়ও প্রযোজ্য। ইহার **ঋতুস্রাব** উপযুক্ত সময়ের বহু পূর্ব্বে আবির্ভাব হয়; ইহার স্রাব পরিমাণে খুব হয় এবং সেই সঙ্গে তলপেটে ব্যথা ও বিবমিষা থাকে, স্রাবের ভিতর **চর্ম্মখণ্ডের ন্যায়** জমাটবাধা পদার্থ নির্গত হয়, ঐগুলি নির্গত হইবার সময় প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা অনুভব করে। ইহার **শ্বেতপ্রদর** প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে—প্রদরের স্রাব স্বচ্ছ ঠিক ডিমের সাদা অংশের ন্যায় চকচকে এবং গরম। প্রদরের স্রাবটি মাসিক ঋতু আরম্ভ হইবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, ইহার শ্বেতপ্রদরের স্রাব এত প্রচুর যে রোগিণীর পা বাহিয়া নীচে পড়ে (অ্যালুমিনা)। অত্যধিক স্তনদুগ্ধ ক্ষরণ; স্তন্যপান কালে শিশু যে স্তনটি পান করে তাহার বিপরীত দিকের স্তনটি ব্যথা করিতে থাকে। বোরাক্সের **স্তন্যদুগ্ধ অতিশয় ঘন ও বিস্বাদ** কিন্তু যে স্তনটী পান করে সেইটিতে খালি খালি বোধ, চাপ দিলেই খালি খালি বোধটি চলিয়া যায়। বোরাক্স রোগিণী একটুতেই হাঁপাইয়া পড়ে, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় এত হাঁপাইতে থাকে যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বলিতে পারে না।

চর্ম্মরোগ :—বোরাক্স রোগীর রক্ত একটুতেই দূষিত হইয়া যায়, সামান্য একটু স্থান আঁচড়াইয়া গেলে বা কাটিয়া গেলে তথায় পূঁজ জন্মায় এবং ঘায়ে পরিণত হয় (হিপার, ক্যালেণ্ডুলা, মার্কারি)। পুরাতন ক্ষতগুলি বা অস্ত্রোপচারগুলি পুনরায় পাকিয়া উঠে (অ্যাসি-ফ্লু, কষ্টি, গ্র্যাফ) তখনও ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। মুখের উপর **বিসর্প** রোগেরও ইহা ঔষধ। মাথায় চর্ম্মপীড়া বা একজিমা হইয়া খুব শীঘ্র শীঘ্র **চটা পড়ে** (মেজেরিয়াম)। ইহার জন্য চুলে জটা পাকাইয়া যায় ঐ জটা কাটিয়া ফেলিলেও যায় না পুনরায় হয়, জটার জন্য মাথায় চিরুণী ঢোকে না, চুলের গোড়ায় জটা বাধা বোরাক্সের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ।

নিদ্রা :—বোরাক্স রোগীর রাত্রি ৩টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং মস্তিষ্কের উত্তাপ জন্য তাহার ঘুম আর হয় না। কিন্তু ঘুমাইতে ঘুমাইতে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মাতাকে বা দাইকে জড়াইয়া ধরে, স্ত্রীরোগিণী নিদ্রার ভিতর এরূপ স্বপ্ন দেখে যেন সে তাহার স্বামীর সহিত সঙ্গমে লিপ্ত আছে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—নিম্নগতিতে, হঠাৎ কোন শব্দ শুনিলে, গরম দিনে, প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে এবং ধূমপান করিলে বৃদ্ধি, শীতকালে, সন্ধ্যারদিকে, বেদনাযুক্ত স্থান চাপিয়া ধরিলে **উপশম**।

শক্তি :—১x, ২x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০ শক্তি, কেহ কেহ প্রদর বা স্ত্রীরোগে উচ্চশক্তির প্রশংসা করেন।

বোলেটাস-ল্যারেসিস (Boletus Laricis.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম **পলিপোরাস অফিসিন্যালিস**।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উদরাময়, রক্তামাশয়, জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর, পিত্তথলির পীড়া, যকৃতের বিবিধ পীড়া, প্রচুর **নৈশঘর্ম্মে** বিশেষ কার্য্যকরী।

উদরাময়ে রোগীর হলুদবর্ণের জলবৎ-ফেনাযুক্ত ও থস্থসে মল নির্গত হয়, কখনও কখনও পিত্ত, ফেনা ও শ্লেষ্মাযুক্ত বা তৈলাক্ত মলও দেখা যায়। মলত্যাগের পর যকৃৎ ও নাভিদেশে

ব্যথা করিতে থাকে। ইহার মল প্রচুর পরিমাণে অজীর্ণযুক্ত ও বেগের সহিত নির্গত হয়। রোগীর জিহ্বা গাঢ় পীতবর্ণের লেপযুক্ত উহাতে দাঁতের দাগ পড়ে (মার্কারি, চেলি, পডো)। জিহ্বায় মোটা লেপ পড়ায় রোগীর আস্বাদ শক্তি থাকে না, তাহার অনবরত গা-বমি-বমি করিতে থাকে, কখনও বা বমি করিয়া দেয়, উহা তিক্ত।

ইহাতে সবিরাম বা ম্যালেরিয়া জ্বর আছে। ইহার জ্বর প্রত্যেক দিনই আসে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে মেরুদণ্ডের একদিক হইতে অন্যদিকে শীত ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তারপরই হঠাৎ জ্বর উপস্থিত হয়, শীতের সময় রোগী অনবরত আড়মোড়া খায়, শীতাবস্থায় ও উত্তাপাবস্থায় তাহার কাঁধে ও প্রত্যেক সন্ধিস্থলে অত্যন্ত বেদনাবোধ। উত্তাপাবস্থার পর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় তারপর জ্বর কমিতে থাকে। **প্রচুর নৈশঘর্ম্ম,** যক্ষ্মাকাসির নৈশঘর্ম্মেও ইহা উপযোগী। ন্যাবারোগে যখন যকৃতপ্রদেশে ব্যথা থাকে এবং প্রস্রাব গাঢ় **নীলবর্ণের** হয় তখন ইহা উপযোগী।

বোলেটাস-ল্যারেসিস **ডাঃ বার্ণেট** দ্বারা পরীক্ষিত হয়; তিনি ১x, ৩x, ৬, ৩০ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগে ইহার ২০০ শক্তি বা তদূর্দ্ধ ক্রম ফলপ্রদ বলেন।

বোলেটাস্-স্যাটেনাস্ (Boletus Satanas.) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উদরাময়, রক্তামাশয় ও বমনের একটী উত্তম ঔষধ; স্ত্রীরোগ ও শিরঃপীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়।

রোগীর চক্ষুর সম্মুখে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে এরূপ বোধ। এই লক্ষণটী সাধারণতঃ রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলেই দেখা যায়। অতিরিক্ত অবসন্নজনিত হইলে চায়না, যকৃতের দোষের জন্য এরূপ দেখিলে অ্যাসিড-নাই, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবন জন্য হইলে ফস্ফোরাস্ উপযোগী। অবসন্নতার জন্য রোগীর কর্ণের ভিতর নানাপ্রকার শব্দ হইতে থাকে।

ইহার রক্তাতিসারের রোগী এক একবার প্রচুর পরিমাণে রক্তবাহ্যে করে, রক্তের সহিত সামান্য আম বা শ্লেষ্মা ও সামান্য মলও নির্গত হয়। প্রচুর রক্ত বাহ্যে করিয়া রোগী হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়ে অত্যন্ত পিপাসা পায়, মুখের ও অন্যান্য পেশীতে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক খিল ধরে এবং পাকযন্ত্রে অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইহাতে যেমন রক্তবাহ্যে আছে, সেইরূপ বাহ্যে ও বমনও আছে; হঠাৎ তাহার বমনোদ্রেক হয় **রোগী ২।৩ ঘণ্টার ভিতর ২৫।৩০ বার বমন** করিয়া ফেলে এবং বমনের পর ও বমন করিবার সময় সে একেবারে নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া যায়, হাত পা বরফের মত শীতল হয়।

শক্তি :—নিম্নতম ক্রম ব্যবহার্য্য।

বণ্টুলিনাম Bontulinum.) ।

ব্যবহারস্থল ঃ—পক্ষাঘাতিক ডিপ্থিরিয়া রোগে ও যাঁহারা ডিপ্থিরিয়া বিষ বহন করিয়া আনে তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

টিনপাত্রে রক্ষিত বিষদুষ্ট খাদ্য খাওয়ার মন্দফল, দৃষ্টিবিভ্রম, দ্বিত্ব দৃষ্টি, অস্পষ্ট দৃষ্টি, গলাধঃকরণে ও শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট; শ্বাসরোধ বা কণ্ঠরোধবৎ ভাব, অস্থির ও অনির্দ্দিষ্ট

পদক্ষেপে চলাফেরা, মাথাঘোরা, কথা ভারী ভারী, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও দুর্ব্বলতার জন্য ইহার ব্যবহার কদাচিৎ হইয়া থাকে।

ব্যাপ্‌টিসিয়া কন্‌ফিউসিয়া।

ব্যবহারস্থল :--ডানদিকের মাঢ়ীতে ব্যথা এবং বামদিকের কোঁকে চাপবোধ, স্বর লুপ্ত হইয়া যাওয়া।

ব্যাপ্‌টিসিয়া-টিংটোরিয়া (Baptisia Tinctoria.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ওয়াইল্ড-ইণ্ডিগো বা বন নীল।

ব্যবহারস্থল :—ব্যাপ্‌টিসিয়া টাইফয়েড জ্বরের একটী অতি চমৎকার ঔষধ। কি চিকিৎসক কি গৃহস্থ সকলেই জানেন যে ব্যাপ্‌টিসিয়া সান্নিপাতিক জ্বরের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বস্তুতঃ টাইফয়েডের জ্বরের প্রথমাবস্থায় উপযুক্ত লক্ষণানুসারে ব্যাপ্‌টিসিয়া অমূল্য ঔষধ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতিরেকে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; অ্যাপেণ্ডিসাইটিস বা উপাঙ্গ-প্রদাহ, ডিপ্‌থিরিয়া; সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া ও আমাশয়; বহুব্যাপক সর্দ্দি, প্লেগ; মুখক্ষত; বসন্ত; পিত্তস্থলীর প্রদাহ; অন্ননলীর অবরোধ প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ কার্য্যকরী। ব্যাপ্‌টিসিয়া, অ্যাকোনাইট, বেলাডোনা প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় একটী তরুণ রোগের ঔষধ। এই ঔষধ পুরাতন রোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না।

ব্যাপ্‌টিসিয়ার প্রধান কথা অতিশয় **দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব**। পচন হইয়া যে কোন স্রাব হইতেই অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। দুর্গন্ধ সম্বন্ধে ডাঃ কেণ্ট বলেন ব্যাপ্‌টিসিয়ার সর্ব্বপ্রকার স্রাবই দুর্গন্ধযুক্ত, তাহার বাহ্যে, তাহার বমি, তাহার ঘর্ম্ম অত্যন্ত বিশ্রী গন্ধযুক্ত, যদি রোগীর ঘর্ম্ম নাও হয় তবুও তাহার শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হইবে। রোগীর শরীর হইতে ও অন্যান্য স্রাব হইতে এত খারাপ গন্ধ বাহির হইতে থাকে যে যদি রোগীর ঘরের দরজা খোলা থাকে তাহা হইলে সমস্ত বাড়ীখানা সেই দুর্গন্ধে ভরিয়া যাইবে। এই দুর্গন্ধ দেখিয়াই সুচিকিৎসক নির্ণয় করিবেন এই রোগী ব্যাপ্‌টিসিয়ার (পাইরোজেন)।

ক্রিয়াস্থল :—ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগী দ্রুতগতিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অল্পদিনের ভিতরে রোগী অজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া যায়। রোগ আক্রমণের প্রথম অবস্থায় তাঁহার শরীরে অত্যন্ত বেদনা থাকে, শীত ও কম্প দেখা যায় তারপর জ্বর ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। এই সময় সে অল্প সময়ের জন্য উত্তাপ অনুভব করে কিন্তু অতি দ্রুতগতিতে তাহার সে জ্ঞানশক্তি লুপ্ত হইয়া যায় সেই সময় রোগী কেবল অনুভব করে তাহার **বিছানাটা অত্যন্ত শক্ত** হইয়া গিয়াছে, সেই বিছানায় শয়ন করা অসাধ্য। তারপর ক্রমে ক্রমে তাহার সেই জ্ঞানশক্তিও লোপ পাইতে আরম্ভ করে তখন তাহাকে ডাকিলেও কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না। ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগীর অবস্থা ৩।৪ দিনের ভিতরেই অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে, রোগীকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে তাহার পচন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং রোগী তীব্রগতিতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। ব্যাপ্‌টিসিয়ার রক্তের উপর ক্রিয়া

প্রকাশ করিয়া রক্ত দূষিত করিয়া দেয়,—উহার ফলে তাহার টাইফয়েড লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইতে থাকে। রক্ত দূষিত হইবার কতকগুলি কারণ নিম্নে দেওয়া গেল—পচা নর্দ্দমার পাশে বাস করা; দূষিত জলপান করা, টাইফয়েড রোগীকে পরিচর্য্যা করা এবং প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ হইয়া যে সকল রোগ জন্মে তাহার জন্য ব্যাপ্‌টিসিয়া কার্য্যকরী ঔষধ (পাইরো)। টাইফয়েডে বা অন্যান্য রোগে যখন বিকার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় রোগী কখনও তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে থাকে আবার কখনও অস্থির ভাবে সময় অতিবাহিত করে তখন ব্যাপ্‌টিসিয়া ব্যবস্থেয়।

মন :—সে নিজকে দুইজন বা তিনজন ব্যক্তি মনে করে এবং নিজের সহিত এমনভাবে কথা বলিতে থাকে যেন সে অপরের সহিত কথা বলিতেছে। কখনও সে মনে করে তাহার শরীরটা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া বিছানায় ছড়াইয়া আছে—**সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একত্র করিবার জন্য রোগী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে**। এই লক্ষণ যে কোন রোগেই থাকুক না কেন ব্যাপ্‌টিসিয়া একমাত্র ঔষধ।

জিহ্বা ও মাঢ়ী :—টাইফয়েড বা অন্যান্য ব্যাপ্‌টিসিয়া দূষিত রোগের যখন পচন কার্য্য আরম্ভ হয় তখন প্রথমে তাহার জিহ্বায় ও মুখের ভিতর ঘা হয়, প্রথমে জিহ্বায় সেইরূপ ক্লেদ থাকে না; জিহ্বার উপর সামান্য শাদা লেপ ও মধ্যে মধ্যে লাল লাল দাগ থাকে তারপর ক্রমে ক্রমে উহা শুষ্ক কালবর্ণ ধারণ করে, দেখিলে মনে হইবে যে গরুর জিহ্বা, ইহার পর তাহার মুখে ও জিহ্বায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত সকল দেখা যায়। ঐ ক্ষতগুলি প্রথম ছোট ছোট ও স্বতন্ত্র থাকে শেষে সমস্ত ক্ষতগুলি একসঙ্গে মিলিত হইয়া যায় ও এক একখানি বড় ক্ষতে পরিণত হইয়া ঐ ক্ষত হইতে ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব নির্গত হইতে থাকে, মাঢ়ী ঝুলিয়া পড়ে, ক্রমবর্দ্ধমান অবসন্নতা, অবসন্নতার জন্য জিহ্বা ও হাত পা কাঁপে; পেটের ভিতর ও গলার ভিতর ঘা হয়, পেট ফাঁপে, তলপেটে টাটানি ব্যথা হয়, মল দুর্গন্ধযুক্ত ও বারে বারে হইতে থাকে।

টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক জ্বর :—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যাপ্‌টিসিয়া টাইফয়েড জ্বরের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। যদিও ব্যাপ্‌টিসিয়া টাইফয়েড জ্বরের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ কিন্তু লক্ষণের বিচার না করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে কারণ তাহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই বেশী হইয়া থাকে। ইহার প্রধান লক্ষণ অত্যন্ত অবসাদ, বিকারে আচ্ছন্নতা, মুখ থম্‌থমে, মুখের ভাব ভ্যাবাচ্যাকার ন্যায়, জিহ্বায় প্রথমে শাদা লেপ তারপর গরুর জিহ্বার ন্যায়, শেষে ঘায়ে পরিপূর্ণ, মুখ হইতে দুর্গন্ধ আঠা আঠা লালাস্রাব, **সর্ব্বপ্রকার স্রাব হইতেই অতিরিক্ত বিশ্রী গন্ধ নির্গত** হওয়া, নিজেকে ২।৩ জন ব্যক্তি মনে ভাবা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়ান আছে এরূপ মনে করা, কখন অস্থিরতা, আবার কখনও পূর্ণবিকার অবস্থায় নিস্তব্ধ ভাবে থাকা ইহার বিশিষ্টতা। ব্যাপ্‌টিসিয়ার রোগী প্রায় সর্ব্বদাই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না যদি বা সাড়া কখনও দেয় মাতালের ন্যায় যা'তা বলে। ব্যাপ্‌টিসিয়ার সান্নিপাতিক জ্বরের সহিত জেল্‌স, ল্যাকেসিস, ব্রাইওনিয়া, রাস-টক্স, আর্ণিকা, মিউরিয়েটিক-অ্যাসিড, অ্যারাম-ট্রিফিলামের সহিত সামান্য সাদৃশ্য আছে কিন্তু **জেল্‌স, ব্রাইওনিয়া, পাইরোজিনাম ও রাস-টক্সের** সহিত ব্যাপ্‌টিসিয়ার সাদৃশ্য অত্যধিক তাই নিম্নে ইহাদের পার্থক্য দেওয়া গেল। এই চারিটী ঔষধের জ্বর আরোগ্য করিবার ক্ষমতা যেমন আছে সেইরূপ জ্বর বাড়িতে না দেওয়ার ক্ষমতাও (short) বেশ আছে। টাইফয়েডের ভোগকাল অনেক ক্ষেত্রেই সুদীর্ঘ হইয়া থাকে তবে প্রথম

অবস্থায় সুচিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকিলে টাইফয়েড জ্বরও ২।১ সপ্তাহের ভিতর আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

ব্রাইওনিয়া ও জেল্‌স রোগী উভয়েই চুপচাপ থাকে, ব্রাইওনিয়া রোগী নড়াচড়াকে ভয় করে কারণ নড়াচড়া করিলে রোগের বৃদ্ধি, **জেল্‌স** রোগী নিজের শরীরকে ভারী মনে করে সেইজন্য নড়িতে চায় না। আচ্ছন্নতা ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগীরও আছে কিন্তু উহা বিকারের জন্য। ব্রাইওনিয়ার রোগীর মুখখানি শুষ্ক ও জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত এবং অত্যন্ত পিপাসা আছে, পিপাসায় প্রচুর পরিমাণে জলপান করে কিন্তু বারে কম। জেল্‌স রোগীর মুখমণ্ডল থম্‌থমে লালাভ, জিহ্বায় কোনরূপ লেপ থাকে না। পিপাসাও বিশেষ থাকে না। ব্রাইওনিয়ার রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্যে মল অত্যন্ত শক্ত মোটা, জেল্‌স রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্যে সেইরূপ উল্লেখযোগ্য কিছু দেখা যায় না। প্রকৃত সান্নিপাতিক জ্বরে প্রথমে জেল্‌সিমিয়ামের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে তারপর ব্রাইওনিয়ার লক্ষণ উপস্থিত হয়। দুইটী ঔষধেরই গতি ধীর, জ্বর আস্তে আস্তে আসে জ্বর হইবার পূর্ব্বে উভয় ঔষধেরই মেজাজ বড় গরম থাকে।

ব্রাইও ও রাস্‌-টক্স পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক অর্থাৎ একটীর পর অপরটির লক্ষণ প্রায় সকল রোগীক্ষেত্রেই দেখা যায়। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি ব্রাইওনিয়া রোগী চুপচাপ থাকিতে চায় নড়াচড়া পছন্দ করে না এই ভাবের পর রোগীর অস্থিরতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যত নড়াচড়া করে ততই বেদনার উপশম, নড়াচড়া না করিয়া পারে না, রোগীর পিপাসা থাকে, জিহ্বার অগ্রভাগ লাল ত্রিকোণভাবে দেখা যায়, রাত্রে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি দেখিলে রাস্‌-টক্স ব্যবহার্য্য। **ব্যাপ্‌টিসিয়া** রোগীর প্রথম অবস্থায় অস্থিরতা দেখা যায়, ঐ অস্থিরতা বেশী হয়, বিছানা শক্ত অনুভব করে। রাস্‌-টক্সের অস্থিরতা হয় তাহার সমস্ত শরীরে বেদনা আছে সেই নিমিত্ত। **ব্যাপ্‌টিসিয়ায়** পচনশীলভাবটী অত্যধিক, ইহা ব্রাইওনিয়া বা রাস-টক্সে মোটেই নাই, তবে **পাইরোজিনামে** ঐরূপ পচনভাব আছে। পাইরোজিনাম রোগীরও সমস্ত শরীরে দারুণ বেদনা বিদ্যমান থাকে। ইহার রোগীও বিছানাকে অত্যন্ত শক্ত অনুভব করে (আর্ণিকা)। রোগী তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টিপিয়া দিতে বলে এবং গরমে থাকিতে চায়। ইহার মল, মূত্র ও অন্যান্য স্রাব হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহার জ্বর হইবার কারণও অনেকটা ব্যাপ্‌টিসিয়ার সমতুল্য কিন্তু পাইরোজিনাম রোগীর জিহ্বা পরিষ্কার, জ্বর অত্যধিক, যদিও বা কখনও অল্প জ্বর থাকে, নাড়ীর গতি প্রবল অর্থাৎ মনে কর, রোগীর জ্বর ১০২° ডিগ্রী কিন্তু নাড়ীর গতি তথায় ১৫০।১৬০, ইহা ব্যাপ্‌টিসিয়া বা রাস-টক্স রোগীর নাই। পাইরোজিনাম রোগীর আর একটী মূল্যবান লক্ষণ এই যে, রক্তের তেজ কমিয়া যাইবার ফলে তাহার শরীরে ঘা হয়। শয্যাক্ষতের (bed sore) জন্য ইহা একটী অমূল্য ঔষধ (আর্স)।

সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া সাধারণ চিকিৎসক মনে করেন যে ব্যাপ্‌টিসিয়া কেবলমাত্র টাইফয়েডেরই ঔষধ অন্য কোন প্রকার জ্বরে ইহার প্রয়োগ নাই ; বস্তুতঃ তাহা নহে রোগলক্ষণের সহিত যদি ঔষধলক্ষণের সাদৃশ্য থাকে তবে যে কোন পীড়ায়ই ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। **ডাঃ কেণ্ট** বলেন,—প্রত্যেক ঔষধের প্রকৃতি ও প্রয়োগ জানা আবশ্যক। ব্যাপ্‌টিসিয়া টাইফয়েড ও সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়ায় ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রচণ্ডতার জন্য **বেলেডোনা** যেমন উপযোগী, সেইরূপ **দুর্গন্ধের জন্য** ব্যাপ্‌টিসিয়াও শ্রেষ্ঠতর ঔষধ। তবে একথাও যেন

স্মরণ থাকে যে মার্কিউরিয়াস, সাল্‌ফার, সোরিণাম প্রভৃতির মল ও স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত; অন্ধভাবে কোনও ঔষধ ব্যবহার চলে না, লক্ষণসমষ্টি মিলাইয়া সদৃশ ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ করিতে হয়।

ইহার ম্যালেরিয়ার জ্বর প্রায় বেলা ১১টার সময় আসে, জ্বরের সঙ্গে সর্ব্বশরীরে থ্যাংলানো ব্যথা, ব্যথার জন্য বিছানা শক্তবোধ, জ্বরের ভিতর ঘুমঘুমভাব, অসম্ভব অবসন্নতা, সর্ব্বশরীর চতুর্দ্দিকে ছড়ান আছে এরূপ ধারণা, তরল পদার্থ পানে কোন কষ্ট হয় না কিন্তু শক্তদ্রব্য খাইলে বমি করা বা ওয়াক তোলা। রোগীর জ্বরের সময় মুখে অত্যধিক জ্বালা, রাত্রে জ্বালার বৃদ্ধি, জ্বালার জন্য বিছানার যে অংশ ঠাণ্ডা থাকে সেই অংশে শুইতে চায়, উত্তাপাবস্থায় শরীরে হাত দিলে মনে হয় জ্বর নাই কিন্তু তাপমান যন্ত্রে তাপ উঠে। দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, যদি ঘর্ম্ম না হয়, তবুও শরীর হইতে বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়। নাড়ী সূক্ষ্ম, দুর্ব্বল ও পরিবর্ত্তনশীল। জ্বরের ভিতর অদ্ভুত রকমের প্রলাপ বকে। জ্বরের সহিত দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় থাকে ও অতিরিক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া ইহার বিশিষ্টতা।

রক্তামাশয় বা সাংঘাতিক জাতীয় রক্তাতিসার—ব্যাপ্‌টিসিয়ায় যে কোন রোগই হউক না কেন প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে। রক্তাতিসার হইয়া রোগীর বিকারাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়; মল দুর্গন্ধযুক্ত ও রক্তমিশ্রিত, ঘন ঘন মলত্যাগ করিয়া রোগী মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, মল নিঃসরণের সময় অত্যন্ত কোঁথানি ও বেগঃ থাকে অথচ পেটে কোনরূপ বেদনা থাকে না। মল অধিকাংশ স্থলেই ঘোলাটে, কালবর্ণের ও রক্তমিশ্রিত। মুখ হইতে, শরীর হইতে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হওয়া ও পেটের বেদনার অভাব ইহার বিশিষ্টতা।

মুখের ঘা:—আমরা টাইফয়েড অধ্যায়ে ব্যাপ্‌টিসিয়ায় মুখের ঘায়ের কথা ব্যক্ত করিয়াছি; ইহার মুখের ঘা'টা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মুখে ঘা হইলে সে তরল দ্রব্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুই গিলিতে পারে না। গলায়, মুখে ও জিহ্বায় অত্যন্ত ঘা, ঘায়ের জন্য মুখ হইতে অত্যন্ত বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়; রোগীর মুখে অত ঘা, মনে হয় যেন কত ব্যথা আছে অথচ ব্যথার নামগন্ধ নাই—ইহা ডিপ্‌থিরিয়া রোগীর ব্যাপারে ঐরূপ। ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগীর জিহ্বা ও দাঁতের মাঢ়ীতে যে ক্ষত হয় তাহা লাল ও গভীর। ইহা নূতন হউক বা পুরাতন হউক, পারদ সেবন জন্য হউক কিম্বা উদরাময় রক্তামাশয়ের সহিত হউক অথবা সান্নিপাতিক জ্বরের জন্য বা সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য হউক যদি ভীষণ দুর্গন্ধ থাকে তবে ইহাই একমাত্র ঔষধ। **ডাঃ হেল** ইহার বাহ্যপ্রয়োগ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রীরোগ:—মানসিক অবসাদ, শোক, রাত্রি জাগরণ এবং বিলেপী (ঘুস্‌ঘুসে) জ্বরের জন্য গর্ভস্রাব হইলে ইহা একটী অতি চমৎকার ঔষধ। গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হইয়া রোগিণীর যোনিদ্বার হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইতে থাকিলে বা সূতিকাজ্বর হইয়া বিকারাদি লক্ষণ উপস্থিত হইলে তৎসহ মুখে অসম্ভব দুর্গন্ধ ও ঘা থাকিলে ইহাই ঔষধ। এই ঔষধের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ফলপ্রদ। যদিও সিকেলি ও কলোফাইলাম এই অবস্থায় বেশী প্রযোজ্য হইয়া থাকে তথাপি ব্যাপ্‌টিসিয়ার লক্ষণ পাইলে ইহার দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল দর্শে।

নিদ্রা:—রোগীর অস্থিরতার জন্য ঘুম হয় না। ঘুমের ভিতর তাহার শ্বাসরোধ হয়, সে নানাপ্রকার ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। শরীরের অংশ যেন চতুর্দ্দিকে ছড়ান আছে সেইজন্যও তাহার ঘুম হয় না। প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ দিতে না দিতে আবার তন্দ্রার ভাব উপস্থিত হয়।

যক্ষ্মা রোগের শেষ অবস্থায় যখন পেট ছাড়িয়া দেয়, মুখে অত্যন্ত ঘা হয়, সমস্ত স্রাব হইতেই **অত্যধিক দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে** তখন এই ঔষধ ব্যবহার করা চলে।

আর্সেনিক যখন টাইফয়েড জ্বরে অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হয় তখন ব্যাপ্‌টিসিয়া তাহার ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

টাইফয়েড জ্বরের রক্তস্রাবে ব্যাপ্‌টিসিয়ার পর—ক্রোটেলাস, হ্যামা, অ্যাসিড-নাই, টেরিবিন্থ উত্তম কার্য্য করে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x, ৩x, ৬, ৩০ কোন কোন ক্ষেত্রে ২০০ শক্তি।

ব্যারাইটা-আয়োডেটা (Baryta Iodata.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম আয়োডাইড্‌-অভ্‌-বেরিয়াম্‌।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ক্যান্সার, অর্ব্বুদ, গ্রন্থির বৃদ্ধি ও স্তনের কর্কটিয়া ক্ষতের জন্য উপযোগী।

ইহার রোগীর গলার বা গলদেশের গ্রন্থিসকল ফুলিয়া শক্ত হয়, গলগণ্ড রোগের ইহা একটী উত্তম ঔষধ। ঘাড়ের গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া অর্ব্বুদের আকার ধারণ করিলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। অণ্ডকোষ দুইটী যদি বহুদিন পর্য্যন্ত ফুলিয়া শক্ত হইয়া থাকে তাহার জন্যও ব্যারাইটা-আয়োড কার্য্যকরী ঔষধ। ব্যারাইটা-আয়োড রোগীর বয়স বেশ হইয়াছে অথচ তাহার আকৃতি ও মানসিক চিন্তাধারার উন্নতি হয় না, এরূপ অবস্থায় এই ঔষধ দ্বারা তাহার শারীরিক ও মানসিক মনোবৃত্তির উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

আমরা নিম্নে গ্রন্থিস্ফীতির কয়েকটী ঔষধের বিশেষত্ব দিলাম, গলগ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে বা গলগণ্ড রোগে (thyroid gland) থাইরইডিনাম ও আয়োডাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ব্যারাইটা-আয়োডও উত্তম ঔষধ।

ঘাড়, বগল ও স্তন প্রভৃতি গ্রন্থির স্ফীতিতে—অ্যাকোনাইটাম-লাইকোটোনাম (Aconitum Lycotonum)।

ঘাড়ের গ্রন্থি ও গলগণ্ড রোগে—ল্যাপিস-অ্যাল্‌বাম ব্যবহার্য্য।

স্তনের গ্রন্থির কাঠিন্যে অর্থাৎ স্তনের গ্রন্থিগুলি ইঁটের ন্যায় শক্ত হইলে—কোনায়াম।

বাঘীর শক্তভাব দূর করিতে—কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস, ব্যাডিয়েগা, মার্ক-প্রোটো-আয়োড, মার্ক-বিন্‌-আয়োড।

ক্যাল্‌কেরিয়া ধাতুর ব্যক্তিদিগের বহুদিনের গ্রন্থিস্ফীতি রোগে এবং ঐ গ্রন্থি শরীরের সর্ব্বদেশেই হইতে পারে।

বায়ুনলীভুক্তস্থিত গ্রন্থির স্ফীতিতে—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব ও কেলি-আয়োড ;

টন্‌সিলাইটিস হইয়া ডানদিকের গলকোষ প্রদাহযুক্ত হইলে—গুয়েকাম।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০।

ব্যারাইটা-অ্যাসেটিকা (Baryta Acetica.) ।

ইহা অ্যাসিটেট্-অভ্-বেরিযাম্।

ব্যবহারস্থল :—ডাঃ **হেরিং** ও হ্যানিমান দুইজনেই বলেন যে ব্যারাইটা-অ্যাসেটিকা ও কার্ব্বনিকা একই ঔষধ এবং ইহাদের ক্রিযা একইরূপ সুতরাং ভিন্নরূপে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা ব্যারাইটা-কার্ব্বোনিকা অধ্যাযে ইহার বিষয় ব্যক্ত করিব। ইহারা একই ঔষধ পার্থক্য এই একটী তরল অপরটী চূর্ণ।

ব্যারাইটা-কার্ব্বনিকা (Baryta Carboncia) ।

পরিচয় :—ইহা একপ্রকার খনিজ পদার্থ। ইহা এন্টিসোরিক ও টিউবারকুলার ঔষধ। এই ঔষধের ক্রিযা খুবই গভীর।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কের বিকৃতি, মস্তিষ্কের খর্ব্বতা, স্মৃতিশক্তির অভাব ও দুর্ব্বলতা, টন্সিল প্রদাহ, অর্ব্বুদ, সন্ন্যাস, টাকপড়া, কোষময় অর্ব্বুদ, পাযে ঘর্ম্ম, আঁচিল, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, আঙ্গুলহারা, পক্ষাঘাত, গলক্ষত, কর্ণমূল-গ্রন্থি প্রদাহ রোগে উপযোগী।

মন :—ব্যারাইটা-কার্ব্ব বালকবালিকা ও বৃদ্ধদিগের পীড়ায বেশী ব্যবহৃত হইযা থাকে। যে শিশুর বযসের সহিত শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উন্নতি হয না, যাহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত স্থুল, যাহাদের মুখ হইতে প্রাযই লালাস্রাব হয, প্রাযই যাহাদের সর্দ্দি লাগিযাই থাকে, যাহাদের স্মরণশক্তি মোটেই নাই, সকল বিষয ভুলিযা যায, কোন কিছু যাহারা শিখিতে পারে না, বযস ১৭।১৮ হইযাছে তত্রাচ প্রথম ভাগ বা ধারাপাত, যোগ বিযোগ বা সামান্য জিনিষ যাহারা ভুলিযা যায, বোকাটে ভাবাপন্ন যাহারা লোকসমাজে আসিতে লজ্জা পায, ঘরের কোণে চুপটি করিযা বসিযা থাকে, গণ্ডমালা বা স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই যদি গলক্ষত হয বা গলগ্রন্থির স্ফীতি হয় বা যখন তখন সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি আসিযা উপস্থিত হয, তাহাদের পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ।

গঠন ও স্বভাব :—ইহার একটী উত্তম লক্ষণ এই যে শিশুদিগকে দেখিতে বা তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি বৃদ্ধদের ন্যায এবং বৃদ্ধদিগকে দেখিলে মনে হইবে ইহাদের ভাব বা কথাবার্ত্তা শিশুর ন্যায। ব্যারাইটা-কার্ব্ব রোগীর ঠাণ্ডা কোনরূপেই সহ্য হয় না, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই টন্সিল আক্রান্ত হয এবং পাকিযা পূঁজ জন্মে।

ক্রিয়াস্থল :—ডাঃ **অ্যালেন** বলেন, ব্যারাইটা-কার্ব্ব বৃদ্ধদিগের ধমনীর অর্ব্বুদাদি রোগে এবং তাহাদের সন্ন্যাস রোগে অতীব চমৎকার ঔষধ। তারপর মস্তিষ্কের ক্ষীণতাবশতঃ পক্ষাঘাত রোগে ও জিহ্বার পক্ষাঘাত রোগে ব্যারাইটা উপযুক্ত ঔষধ। ডাঃ **অ্যালেন** বৃদ্ধদিগের ছানিরোগে এবং অতিরিক্ত সম্ভোগলিপ্সা থাকা সত্বেও যদি শক্তিহীনতা থাকে তাহাতেও এই ঔষধের প্রয়োগ ব্যবস্থা দেন।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব যেমন বৃদ্ধ ও শিশুদিগের পীড়ায ব্যবহৃত হয সেইরূপ খর্ব্বাকৃতি মূর্চ্ছাবাযুগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব খুব কম হইলে এবং তাহাদের গাত্রতাপের অভাবের জন্য সর্ব্বদা শীত-শীত ভাব সেই সঙ্গে যোনিদেশের উপরিভাগে ভারবোধ থাকিলে উপযোগী ঔষধ।

শিরঃপীড়া :—মাথার যন্ত্রণার সময় মনে হয় যেন কেহ জোর করিয়া তাহার কপালটীকে নীচের দিকে চাপিয়া ধরিতেছে, তাহার মাথার যন্ত্রণা মুক্ত হাওয়ায় ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় উপশম লাভ করে কিন্তু ইহার রোগী অত্যন্ত শীত-কাতর, সামান্য ঠাণ্ডায় তাঁহার রোগ-লক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

চক্ষুরোগ :—ডাঃ **অ্যালেন** ছানিরোগে (বিশেষতঃ সন্ন্যাসরোগের পর) ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ব্যারাইটা-কার্ব্বে চোখের নানাজাতীয় পীড়া দেখা যায়, সে মনে করে ধোঁয়ার ভিতর হইতে দেখিতেছে, ইহা ব্যতিরেকে কর্ণিয়ার ক্ষত, চোখের পাতায় দানা দানা পড়া, চোখের মধ্যে ক্ষত ইত্যাদিতে উপযোগী। যে কোন রোগেই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় ইহার ধাতুগত লক্ষণ ও মানসিক লক্ষণ দেখিয়া প্রয়োগ করিবে।

শিশুদিগের শীর্ণতা (ম্যারাসমাস) :—ব্যারাইটা-কার্ব্ব ম্যারাসমাস ও গণ্ডমালাধাতুর রোগীর পক্ষে একটী অমূল্য ঔষধ। কিন্তু যখনই এই ঔষধটী শিশু-রোগীদিগের জন্য ব্যবস্থা করিবে তখনই ইহার **খর্ব্বতা** বা dwarfishness আছে কিনা দেখিয়া নিবে। ব্যারাইটা শিশুর সমস্তই **খর্ব্ব**, যথা—শরীর, শরীরের **পুষ্টিও** খর্ব্ব অর্থাৎ যতই সে খায় দায়, কিছুতেই শরীর ভাল হয় না, মানসিক অবস্থা সকলের চাইতে বেশী খর্ব্ব, শিশুকে **যাহা শিখান যায়, সকলই ভুলিয়া যায়** ; স্মৃতিশক্তির ভয়ানক অভাব। শিশুদিগের মানসিক উন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করে কিন্তু ব্যারাইটা-কার্ব্ব শিশুর উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন অবনতিই হইতে থাকে। ইহার শিশু ভয়ানক শীতকাতুরে সে কোন প্রকার ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। **কোন প্রকার ঠাণ্ডা লাগিলেই** গাল—গলা ফুলিয়া যায়, **টন্‌সিলে ব্যথা হয়**। দাঁত উঠিবার সময় শিশুর মুখ হইতে অত্যন্ত লালাস্রাব হইতে থাকে, এত লালাস্রাব হইতে থাকে যে মনে হইবে তাহার জিহ্বাটীতে পক্ষাঘাত হইয়াছে। শুইলে, বসিলে লালা পড়িয়া বালিশ, বিছানা, জামা ভিজিয়া যায়। তারপর শরীরের সহিত তুলনায় ইহার রোগীর মাথাটী বড়, তাহার **পায়ে** অত্যন্ত **দুর্গন্ধযুক্ত** ঘর্ম্ম হয়, মাথায় সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুখ করে। সাইলিসিয়া শিশুরও মাথাটী অত্যন্ত বড়, **পায়ে ঘাম** হওয়াও আছে কিন্তু সাইলিসিয়া শিশুর **মাথায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়** আর ব্যারাইটার মাথায় ঘর্ম্ম মোটেই হয় না। তারপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা সাইলিসিয়া শিশু অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ব্যারাইটা-কার্ব্বের শিশু একেবারে বোকা। যুবকদিগের স্মৃতিশক্তিলোপের উত্তম ঔষধ অ্যানাকার্ডিয়াম। ব্যারাইটা-কার্ব্বের যুবক যৌবনের প্রারম্ভে অবৈধ উপায়ে শুক্র নষ্ট করিয়া ফেলিতে থাকে, ঐজন্য তাহাদের প্রায় ক্ষেত্রেই স্বপ্নদোষ আরম্ভ হয়। স্বপ্নদোষ হইয়া হৃদ্‌যন্ত্র বিকৃত হইয়া বুক ধড়ফড়ানি হইলে, শরীরের নানাস্থানের গ্রন্থি ফুলিয়া উঠিলে, দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় হইলে ইহা উপযোগী।

সন্ন্যাস-রোগ :—বৃদ্ধদিগের সন্ন্যাসরোগে ব্যারাইটা-কার্ব্ব একটী বিশেষ উপযোগী ঔষধ। কেবল সন্ন্যাসরোগে ইহা উত্তম ঔষধ নহে, এপোপ্লেক্সি বা সন্ন্যাসরোগের উপক্রমেও ইহা কার্য্যকরী। সন্ন্যাসরোগের পর বৃদ্ধদিগের স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বৃদ্ধ হইয়াও চপলমতি বালকের ন্যায় মতিগতি, ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গ পছন্দ করে, বৃদ্ধ হইয়াও যুবক ও শিশুদিগের ন্যায় কার্য্যকলাপ হইলে তাহাদের রোগে ব্যারাইটা উপযোগী। ইহার বৃদ্ধগণ স্থূলকায় এবং সহজেই ঠাণ্ডা লাগে।

টন্‌সিল প্রদাহ :—ইহার রোগীর মধ্যে মধ্যে টনসিল প্রদাহান্বিত হয়, কখন কখন তরুণভাবে প্রদাহ আসে। সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলে যাহাদের টন্‌সিল আক্রান্ত হয়; এমন কি

পাকিয়া পুঁজ হয় অথবা টন্‌সিল আক্রান্ত হইয়া ফুলা ভাব কমিয়া গিয়াও যদি কতকটা গ্রন্থিস্ফীতি রহিয়া যায় এবং পুনরায় ঠাণ্ডা লাগিলে ঐ স্থান আক্রান্ত হইয়া পড়ে তখন ব্যারাইটা উপযোগী। ঠাণ্ডা লাগিয়া টন্‌সিল আক্রান্ত হইবার ফলে উহার নিকটস্থ গ্রন্থিসকলও ফুলিয়া শক্ত হইয়া যায়। ইহাতে যে কেবল গলার গ্রন্থিগুলিই আক্রান্ত হয় তাহা নহে, অন্যান্য স্থানের গ্রন্থিগুলিও আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহার টন্‌সিলের আক্রমণ গলার বামদিক অপেক্ষা ডানদিকেই বেশী হয়।

মুখের রোগ ও গলার ক্ষত :—ব্যারাইটা রোগীর মাঢী হইতে রক্তস্রাব হয়, স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে দন্তশূল। ডাঃ **অ্যালেন** বলেন, যাহাদের মধ্যে মধ্যে গলায় ক্ষতরোগ হয়, ঘা হইয়া মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহাদের পীড়ায় ইহা উপযোগী।

পক্ষাঘাত :—বৃদ্ধদিগের পক্ষাঘাত রোগে ইহা উপযোগী ঔষধ। বিশেষতঃ সন্ন্যাসরোগের পর যদি জিহ্বার ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হয়, ব্যারাইটা-কার্ব্ব ব্যবহার্য্য। ব্যারাইটা অ্যাসেটিকাও পক্ষাঘাতের উত্তম ঔষধ, ইহার পক্ষাঘাত শরীরের **নিম্নদিকে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধদিকে চালিত হয়,** ইহার রোগীর আর একটী বিশিষ্ট লক্ষণ এই—মনে হয় যেন মুখে মাকড়সার জাল লাগিয়া আছে, উহা ক্রমাগত মুছিয়া ফেলিলেও যায় না।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে, আক্রান্তদিকে শয়ন করিলে, আক্রান্ত অংশ ধুইলে এবং খাইবার পর বৃদ্ধি। মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিলে উপশম।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—সোরিণাম, সাল্‌ফার এবং ব্যাসিলিনামের পূর্ব্বে ও পরে উত্তম কার্য্য করে। ক্যাল্‌কেরিয়ার পরে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০, ২০০ ক্রম।

ব্যারাইটা-মিউরিয়েটিকা (Baryta Muriaticum.)

পরিচয় :—ক্লোরাইড-অভ্‌-বেরিয়াম্‌।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের ক্রিয়া অনেকটা ব্যারাইটা-কার্ব্বের তুল্য কিন্তু এই ঔষধের **আক্ষেপ লক্ষণ** বেশী এবং আক্ষেপের সহ কামেচ্ছার বৃদ্ধির সহিত উন্মাদরোগে ইহার নির্ণায়ক। জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার ক্রিয়া অত্যধিক থাকার জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কামোদ্রেক অত্যধিক দেখা যায়। কর্ণমূল-প্রদাহ ও কর্ণ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজস্রাব। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দীর্ঘকালের গলকোষের বিবৃদ্ধি রোগে যদি কিছু গিলিবার সময় বেদনা অনুভব করে এবং গলনলীর ভিতর যেন একটা খিল আট্‌কান আছে এই ভাব থাকে তাহা হইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

অঙ্গুলির প্রাদাহিক স্ফীতিসহ বাহুর অসাড়তা এবং মাংসপেশীর স্পন্দন, অসাড়তা ও পক্ষাঘাতের জন্য ইহা উত্তম ঔষধ।

ব্যারাইটা-মিউর ক্লোম বা পাচন গ্রন্থি (প্যান্‌ক্রিয়াস্‌) স্ফীতির ও কাঠিন্য রোগের একটী উত্তম ঔষধ (কেলি-আয়োড, মার্ক-সল); কুঁচ্‌কির গ্রন্থির স্ফীতিতেও ইহা উপযোগী ঔষধ।

শক্তি :—১x, ২x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০ ব্যবহার্য্য।

ব্ল্যাটা-আমেরিকানা (Blatta Americana.)।

ইহা আমেরিকা দেশীয় আরশুলা।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হাঁপানি, শোথ, ন্যাবা প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদরী ও অন্যান্য অঙ্গের শোথ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ন্যাবা রোগীর শরীর হলুদবর্ণ ধারণ করে, অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, প্রস্রাবের সময় মূত্রনলীর ভিতর বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

শক্তি :—১x, ২x ও ৩x বিচূর্ণ।

ব্লাটা ওরিয়েণ্টালিস (Blatta Orientalis.)।

পরিচয় :—ইহা ভারতবর্ষীয় আরশুলা বা তেলাপোকা।

ব্যবহারস্থল :—ব্লাটা-অরিয়েণ্টালিস হাঁপানির একটী ফলপ্রদ ঔষধ। কেহ কেহ ইহাকে মহৌষধ বলিয়া ব্যক্ত করেন। ইহা মহৌষধ না হইলেও ভয়ানক টানের সময় এই ঔষধের মূল অরিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ. সঙ্গে সঙ্গে রোগীর টান কমাইয়া দিয়া থাকে। স্থূলদেহ ও ম্যালেরিয়া-দোষযুক্ত ব্যক্তির বর্ষাকালে বা আর্দ্র সময়ে হাঁপানির টানের বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। **ডাঃ অ্যালেন** প্রভৃতি বড় বড় চিকিৎসকগণ বলেন,—শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসরোগ আর্সেনিক দ্বারা আরোগ্য না হইলে এবং শোথ রোগ এপিস, অ্যাপোসাইনাম, ডিজিটেলিস প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা না কমিলে ব্লাটা-ওরিয়েণ্টালিস দ্বারা উপকার দর্শে।

এই ঔষধের আবিষ্কার একটী মজার ব্যাপার। কোন এক হাঁপানি রোগীর চা পান করিবার খুবই অভ্যাস ছিল। তাহার হাঁপানির টান প্রায়ই উঠিত, উহার জন্য নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই তখন তিনি হতাশ হইয়া পড়িয়া আর কোন ঔষধাদি খান নাই। কিন্তু হঠাৎ একদিন চা পান করিবার পর দেখিতে পান যে তাহার হাঁপানির টান কমিয়া গিয়াছে। এত কষ্টের পর এরূপভাবে ক্লেশের উপশম দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া চা'এর কেট্‌লী খুঁজিয়া দেখেন উহার ভিতর একটী আরশুলা সিদ্ধ হইয়া আছে। তিনি তখন এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন যে, ঐ আরশুলা সিদ্ধ চা পান করিয়াই তাহার রোগের উপশম হইয়াছে। এই সংবাদ তখন বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ মানব **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** মহাশয় জানিতে পান। তিনি এবং ডাঃ **ডি, এন, রায়** এই আরশুলার অরিষ্ট তৈরী করিয়া নানাজাতীয় হাঁপানি রোগীকে সেবন করাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐ **নবাবিষ্কৃত** ঔষধ সেবন করিয়া শত সহস্র হাঁপানি রোগের শ্বাসকষ্ট এবং অন্যান্য উপসর্গ কমিয়া গিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ২।৩ বিন্দু মাত্রায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহার্য্য।

ব্যাসিলিনাম বা টিউবারকুলিনাম।

(Bacillinum or Tuberculinum.)

পরিচয় :—ইহা যক্ষ্মারোগজ জীবাণু; যক্ষ্মারোগীর ফুস্‌ফুস্ মধ্যস্থিত ক্ষতের বিষ বা রোগজ বীজ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। **ডাঃ বার্ণেট** ইহা প্রথমে চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন করেন; **ডাঃ হিন্দ্** ঐ বীজ শক্তিকৃত করেন। **ডাঃ কক্‌ও** পরে টিউবারকুলিনাম আবিষ্কার করেন, তবে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ঔষধ প্রস্তুত ও প্রযোগ প্রণালী স্বতন্ত্র।

ব্যবহারস্থল :—ক্ষযরোগ, ক্ষযরোগ-প্রবণতা, বুদ্ধির দোষ, মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, উন্মাদ, সন্ধির পীড়া, একজিমা, শিরঃপীড়া, নানাবিধ পুরাতন পীড়া, ব্যাপক সর্দ্দি, ব্রঙ্কাইটিস, হৃদ্‌কম্প, ধবল, হাঁপানি, অস্থিক্ষয, তরুণ ফুসফুস প্রদাহ, ব্যোব্রণ, ছোট ছোট ফোড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

অবয়ব :—ইহার রোগীর চেহারা গৌরবর্ণ, দেহ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল সঙ্কীর্ণ সমতল বা চেপ্টা। ভ্রু-যুগ্ম, বয়স অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান। যদি পরিবারের ভিতর কাহারও যক্ষ্মারোগের ইতিহাস থাকে তবে তাহাদিগের নানাবিধ পীড়ায় ইহা ব্যবহার করা চলে।

ঐ সকল রোগীর লক্ষণানুসারে অপর ঔষধ প্রযোগ করিয়াও যখন বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না তখন এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী। অথবা যখন প্রযোজ্য ঔষধ প্রযোগ করিয়াও স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না তখনও ব্যাসিলিনাম প্রযোগ করা বিধেয়। ব্যাসিলিনাম রোগীর ফুসফুস, মস্তিষ্ক, মূত্রযন্ত্র, যকৃৎ, পাকযন্ত্র ও স্নায়ু-মণ্ডল ইত্যাদির একের পর অপর আক্রান্ত হয় অর্থাৎ ঔষধটিতে স্থান পরিবর্ত্তনশীলতা দৃষ্ট হয।

ইহার রোগীদের সামান্য ঠাণ্ডাও সহ্য হয না, তাহাদের সামান্য কারণে ঠাণ্ডা লাগে, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহারা পীড়িত হইয়া পড়ে, কি ভাবে কোথা হইতে ঠাণ্ডা লাগে রোগী নিজেই বুঝিতে পারে না (ব্যারাইটা-কার্ব্ব)। ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি-কাসি রোগের আবির্ভাব হয। ব্যাসিলিনাম রোগী খায-দায তত্রাচ শুকাইয়া যায (আয়োডিন, অ্যাব্রোটে, নেট-মিউর, ক্যাল্‌কে-ফস)।

শিরঃপীড়া :—ইহার রোগীর তীব্র মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকে, মাথার যন্ত্রণায় রোগী কাতর হইয়া পড়ে, যেন একটী লৌহবেষ্টনী দ্বারা মস্তক বেষ্টিত আছে এরূপ বোধ, সাধারণতঃ এরূপ তীব্র যন্ত্রণা যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তিদের হইলে ইহা বেশী উপযোগী। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাধরা যদি অতিরিক্ত পড়াশুনার জন্য বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য হয (ক্যাল্‌কে-ফস, অ্যাসিড-ফস, কেলি-ফস, নেট্র-মি), কোনরূপ কারুকার্য্য করিবার জন্য দৃষ্টিশক্তির পরিচালনা করিলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যাইবার পর চশমা ব্যবহারেও যখন উপকার হয না (কেলি কার্ব্ব, লাইকো, নেট্রাম-মিউর, রুডো, রুটা, সাইলি) তাহাদের শরীরে যদি ক্ষযরোগের ইতিহাস পাওয়া যায তবে ইহাই একমাত্র ঔষধ। ইহার মাথার যন্ত্রণা, মানসিক উত্তেজনা, অত্যধিক ভোজন, অত্যন্ত উত্তাপ এবং পরিপাক যন্ত্রের বিভ্রাট ঘটিলে হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর তরুণ প্রদাহ জন্য রোগী রাত্রে নানা প্রকার ছায়া মূর্ত্তি সকল দেখে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিবার পর ভয় পাইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং চীৎকার করিতে থাকে এই লক্ষণ **এপিস-মেল, হেলিবো, জিঙ্কামেও** আছে—এই সকল ঔষধ প্রযোগ করিয়া যদি উপকার পাওয়া না যায তখন ডাঃ **অ্যালেন** ব্যাসিলিনাম প্রযোগ করিতে উপদেশ দেন। মাথার চুলের ভিতর দাদ্ হইলে এবং দাদ্ অত্যন্ত কুৎসিৎ জাতীয় হইলে এবং চুলে বোরাক্সের ন্যায জটা পড়িলে ব্যাসিলিনাম ব্যবহার্য্য।

প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ব্যাসিলিনাম একটী উত্তম ঔষধ, ইহার উদরাময় নেট্র-সাল্ফ, পডো ও সাল্ফার তুল্য। উদরাময়ের জন্য রোগী দিন দিন রুগ্ন-ক্লান্ত-অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় নৈশঘর্ম্ম ইহার প্রধান লক্ষণ। অন্ত্রাশয়ে ক্ষয়রোগের ইহা একটী অতি উত্তম ঔষধ। ইহাতে যেমন উদরাময় আছে সেইরূপ মলতারল্যও দেখা যায়।

ক্ষয়রোগে ব্যাসিলিনাম একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ব্যাসিলিনাম এবং টিউবারকুলিনাম সমগুণসম্পন্ন ঔষধ। এই ঔষধ পূর্ব্বপুরুষদের ক্ষয়রোগের ইতিহাস বিদ্যমান থাকে। ইহার কাসি পরিবর্ত্তনশীল; যেমন আজ এক অসুখ কাল অন্য, রোগীর ক্রমান্বয়ে একটা রোগ লাগিয়াই আছে, তাহার সর্দ্দি লাগিয়াই আছে, সর্দ্দি হইলে আর কিছুতেই ভাল হইতে চাহে না, সে খায়-দায় তথাপি শুকাইয়া যায়, সে এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। খকখক করিয়া তাহার বিরক্তিজনক কাসি হইতে থাকে, বাম বক্ষে ও বামদিকের পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণ বেদনা, রাত্রে ঐ বেদনার বৃদ্ধি, রাত্রে ভয়ানক কাসি ও প্রাতে পূঁজ মিশ্রিত গয়ার উঠে, কাসিতে কাসিতে হৃদ্স্পন্দন ও পৃষ্ঠ বেদনা হয়, বামদিকের ফুসফুসে সূঁচফোটান বেদনা, রাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম হওয়া, প্রতি সন্ধ্যায় ঘুসঘুসে জ্বর হওয়া সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, রক্ত মিশ্রিত গয়ার ইহার বিশিষ্টতা। তাহার কোন কোন দিন কাসির সহিত টাট্‌কা রক্তও উঠে, তাহার সর্ব্বঅঙ্গে বেদনা, ঐ বেদনা নড়াচড়ায় উপশম। রক্তস্রাবযুক্ত যক্ষ্মারোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ, যক্ষ্মারোগীর যদি প্রতি সন্ধ্যাবেলা জ্বর হয়, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে যদি কাসির বেগ বেশী হয়, তাহার বামদিকের উপরিভাগে যদি বেদনা অনুভব করে এবং নিত্য নূতন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় তবে এই ঔষধের ২০০ হইতে সি, এম শক্তি ব্যবহার্য্য। ডাঃ **বার্ণেট** বলেন **ব্যাসিলিনাম ব্যবহারের পর রোগী আরোগ্য লাভ করিলে হাইড্রাষ্টিস ব্যবহারে রোগী বেশ মোটাসোটা হয়। একজিমা** যখন রোগীর সর্ব্বদেহ আবৃত করিয়া রাখে এবং তজ্জন্য ভয়ানক চুলকানি হইতে থাকে, উহা হইতে আঁশের ন্যায় জিনিস বাহির হয় তখন ইহা উপযোগী ঔষধ। ইহার একজিমা সাধারণতঃ কাণের পশ্চাতে, চুলের ভিতর, চামড়ার ভাজে ভাজে হইয়া থাকে (গ্রাফ, মেজেরি, রাস, সোরিনাম সদৃশ) ডাঃ বার্ণেট বলেন ক্ষয়বিষ যে সকল রোগীর শরীরে লুকাইত আছে তাহাদের দদ্রুরোগে ব্যাসিলিনাম অমোঘ ঔষধ। ব্যাসিলিনামের চর্ম্মরোগী সদাসর্ব্বদা আগুনের নিকট বসিয়া থাকিতে চায় কারণ ঠাণ্ডা লাগিলেই চর্ম্মরোগের অত্যধিক বৃদ্ধি।

ব্যাসিলিনাম **ক্ষয়জনিত** জ্বরে, সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া জ্বরে, কালা-জ্বরে; যকৃত ও প্লীহার অত্যধিক বৃদ্ধিসহ জ্বর, যে জ্বর আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় দেখা দেয় এরূপ জ্বর, যে সকল রোগের পুনরাক্রমণ হয় সেই সকল রোগের অতি উত্তম ঔষধ।

ব্যাসিলিনাম রোগীর মানসিক বৃত্তি অনেকটা ব্যারাইটা-কার্ব্ব ও আইওডিনাম তুল্য। রোগীর বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল এবং মুখ হইতে তাহার অত্যন্ত লালা ঝড়ে। স্বভাব বড়ই খিট্‌খিটে, কাহারও সহিত কথা বলিতে চাহে না, উন্মাদের ন্যায় প্রকৃতি। ইহাতে যেমন অত্যন্ত স্থূল বুদ্ধিভাবাপন্ন রোগী দেখা যায় আবার বয়স অপেক্ষা অতিরিক্ত বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ দেখা যায়। ইহার রোগীর দেশদেশান্তর দেখিবার আকাঙ্ক্ষা অত্যধিক। রাত্রে মনের ভিতর নানারূপ ভাবের উদয় হয়।

ব্যাসিলিনাম—টিউবারকুলার মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহে আযোডফর্ম্ম তুল্য; রোগীর উন্মাদভাবে আয়োডিন তুল্য।

কোন এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের পায়ের গাঁইটের নিকট কাউর বা দক্রবৎ চর্ম্মরোগ হয় ; আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম ঘোর কালু, খসখসে, পুরু বা মোটা, ঠিক যেন গাড়ীটানা মহিষের কাঁধ। স্থানটি শুষ্ক, রসস্রাবী নহে। অনেক দিন ধরিয়া ভদ্রলোক এই চর্ম্মরোগে ভুগিতেছিলেন ; অ্যালোপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদিক, তান্ত্রিক ও অবধৌতিক প্রভৃতি অনেক প্রকার চিকিৎসা করান এবং অর্থব্যয়ও করেন অনেক, কিন্তু ব্যর্থকাম হন। রোগ যেমন ছিল তেমনই রহিল বরং গতি বৃদ্ধির দিকেই, অস্বস্তিও খুব ; তখন তিনি হতাশ হইয়া পড়েন, শেষ অবলম্বন স্বরূপ হোমিওপ্যাথির আশ্রয়ে মাসকয়েকের মধ্যেই রোগমুক্ত হন। ঔষধ ব্যাসিলিনাম ২০০ হইতে ১০,০০০ পর্য্যন্ত।

শক্তি :—৩০, ২০০, ১০০০ তদূর্দ্ধ শক্তি।

ব্যাসিলিনাম-টেষ্টিয়াম (Bacillinum Testium.)।

পরিচয় :—ইহা গুটিকাদোষযুক্ত অণ্ডকোষের রোগজীবাণু।

এই ঔষধ কুঁচ্‌কি-গ্রন্থির নানাবিধ পীড়া, মধ্যান্ত্রপ্রদেশের গ্রন্থি-প্রদাহ, যক্ষ্মারোগ, অণ্ডকোষের গুটিকা রোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ; বিশেষতঃ দেহের নিম্নার্দ্ধের রোগেই ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়। ফুস্‌ফুসের ক্ষয়রোগে যে টেষ্টিয়ামের ব্যবহার নাই তাহা নহে তবে ফুস্‌ফুসের ক্ষয়রোগে সাধারণতঃ ব্যাসিলিনাম-টিউবারকুলিনামই বেশী ব্যবহৃত হয়।

শক্তি :—৩০, ২০০, ১০০০ এবং তদূর্দ্ধ

ব্রোমিয়াম (Bromium.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ব্রোমিন। ইহা সমুদ্রের জল এবং লবণাক্ত নির্ঝরাদির জলে পাওয়া যায়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বহুপ্রকার রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—সন্ন্যাস, হাঁপানি, বুকের উপর কর্কটিয়া ক্ষত, ঘুংড়িকাসি, ক্ষয়কাসি, গ্রন্থি স্ফীতি, গলগণ্ড, অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি, গলায় ক্ষত, হৃদ্‌পিণ্ডের বিবৃদ্ধি, তালুমূল গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, নানাবিধ ক্ষত, অর্দ্ধশিরঃশূল প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—ব্রোমিয়াম রোগী প্রায়ই **শ্লেষ্মাপ্রধান** ধাতুর হয়। রোগীর চুল পাট বা শোণের ন্যায় হয়, চক্ষু নীল এবং স্ক্রফুলা ধাতুর রোগী, যাহাদের গ্রন্থিগুলি (বিশেষতঃ কর্ণমূলের গ্রন্থি) ফোলে, আক্রান্ত হয়, যাহারা প্রায়ই স্বরনলী প্রভৃতি শ্বাসরোগে ভোগে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই যাহাদের রসগ্রন্থিসকল প্রদাহযুক্ত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

মন :—ব্রোমিয়াম রোগীর মানসিক লক্ষণগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার রোগী সন্ধ্যাবেলা একাকী থাকিতে পারে না, যদি থাকে তাহা হইলে মনে হইবে, যেন কেহ তাহার পিছনে রহিয়াছে, ফিরিয়া দেখিতে গেলে আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। ইহার রোগী নীচের দিকে তাকাইলে মনে হয় যেন কেহ বা কোন জীব জন্তু ভূমি ভেদ করিয়া উঠিবে। ব্রোমিয়াম রোগী জলের স্রোতের দিকে তাকাইলে বা কোন পুলের উপর দাঁড়াইয়া নীচের দিকে তাকাইলে

মাথা ঘুরায় (লাইসিন)। রোগীর মুখের উপর মাকড়সার জাল রহিয়াছে এরূপ অনুভব (ব্যারাই, বোরাক্স, গ্র্যাফা)।

চক্ষুরোগ :—নূতন বা পুরাতন কাসির সহিত চক্ষু উঠার ন্যায় চক্ষুরোগে ইহা উপযোগী ঔষধ।

ডিপ্‌থিরিয়া ও ঘুংড়ি কাসিতে রোগীর স্বরনলীর-মুখ-সঙ্কোচন আসিয়া উপস্থিত হয়, যেন উহা কণ্ঠনালীর দিকে চাপিয়া আছে এরূপ বোধ। ঘুংড়ি পীড়ার প্রথম অবস্থায় এই ঔষধের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। যখন রোগীর জ্বর থাকে না, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কাসি অত্যন্ত আক্ষেপিক, কাসিতে কাসিতে দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, সময় সময় বুকের ভিতর ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ হইতে থাকে, শ্লেষ্মা সরল অথচ কিছুতেই উঠে না, তখনই ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। ঘুংড়ি কাসির শিশুর প্রথমে স্বর একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়, ক্রমশঃ সন্ধ্যার মধ্যে ঐ স্বর একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, শিশু ভাঙ্গা গলায় কাঁদিতে থাকে এবং গলার পর্দ্দাখানি স্বরনলী হইতে গলনলীতে আসিয়া পড়ে, তখন নিশ্বাসের সঙ্গে গলার ভিতর সাঁই সাঁই কোঁ কোঁ শব্দ হইতে থাকে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা দেখা দেয়। ঘুংড়ি কাস ও ডিপ্‌থিরিয়া উভয়ই শিশুদিগের মারাত্মক রোগ, ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা বড়ই শক্ত। কারণ উভয়েরই আক্রান্ত স্থান প্রায় একই। প্রভেদ এই, ঘুংড়ি কাসিতে—কাসির প্রাধান্য বেশী, আর ডিপ্‌থিরিয়ার প্রদাহ, পচন ও পর্দ্দা উঠা ও জ্বর থাকা। আর এক প্রকারের ঘুংড়ি আছে তাহাকে পর্দ্দা উঠা বা মেম্ব্রেনাস ঘুংড়ি বলে। ইহার সহিত ডিপ্‌থিরিয়ার পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যন্ত শক্ত।

ব্রোমিয়ামের ঘুংড়ি বা ডিপ্‌থিরিয়া হইবার বিশেষত্ব **দিনের বেলা,** অত্যন্ত গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ হইলে বিশেষতঃ শ্রাবণ ভাদ্র মাসেই ইহার রোগ জন্মিবার প্রধান সময়। ব্রোমিয়াম রোগী পীড়িত হইলে তখন সে ঠাণ্ডা মোটেই ভালবাসে না, সামান্য সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলেও তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়। ইহার ঘুংড়ি অ্যালো, স্পঞ্জিয়া, হিপার-সাল্‌ফ, আয়োডিন প্রভৃতি ঔষধ তুল্য (স্ব স্ব অধ্যায় দেখুন)। ব্রোমিয়ামের শ্বাসকষ্টও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। হাঁপানি, হুপিং-কাসি, ঘুংড়ি কাসির সহিত শ্বাসকষ্টও ইহাতে থাকে। হাঁপানি কাসিতে রোগী অত্যন্ত টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস ফেলে, ঐরূপ টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস ফেলিবার কারণ ঘুংড়ি কাসির মতন স্বরনলী সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া। হুপিং কাসিতেও যদি ঐরূপ সঙ্কোচন থাকে তবে ইহা ব্যবহার্য্য।

গ্রন্থি স্ফীতি :—ব্রোমিয়াম রোগীর গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডগুলি প্রদাহান্বিত হইয়া শক্ত হয় কিন্তু **মার্কারির** ন্যায় পাকিয়া যায় না। ইহার গতি খুব দ্রুত নহে, ধীরে ধীরে। ব্রোমিয়ামের রোগী ভুগিতে ভুগিতে ধীরে ধীরে ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। রোগী দুর্ব্বল শীর্ণ হইয়া পড়ে, হৃদ্‌স্পন্দন খুবই বাড়ে এবং ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে চালিত হয়। ব্রোমিয়ামের বাম দিকের গ্রন্থিগুলিই বেশী আক্রান্ত হয়। ইহার অণ্ডকোষটী ফুলিয়া শক্ত হয়, চক্‌চক্ করে, গরম হয় এবং সামান্য ধাক্কায় বেদনা অনুভব করে (বেলেডোনা)।

স্তনের ক্যান্‌সার রোগে ব্রোমিয়াম অনেকটা কার্ব্বো-অ্যানিমেলিসের ন্যায়। ব্রোমিয়াম রোগিণীর স্তন টিপলে খুব শক্তানুভব, ভিতরে সামান্য দপ্‌দপানি অনুভব, সময় সময় টেনে ধরার ন্যায় বা কেটে ফেলার ন্যায় ব্যথা, ঐ ব্যথা সময় সময় এত বেশী হয় যেন স্তনের গ্রন্থি হইতে বগল পর্য্যন্ত কি যেন টানিতেছে। এই লক্ষণ কেবল ব্রোমিয়ামেই আছে, কার্ব্বো-অ্যানিমেলিসে নাই।

স্ত্রীরোগ :—ব্রোমিযামের স্ত্রীরোগটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার রোগিণীর যোনিদ্বার হইতে ভযানক উচ্চশব্দে বায়ু নিঃসরিত হইযা থাকে (ল্যাক্-ক্যান, লাইকো, নাক্স-মস্কেটা, অ্যাসিড্-ফস্, স্যাঙ্গুইনেরিয়া)। কৃত্রিম ঝিল্লিনিঃসারক বাধক। ঋতু অতি শীঘ্রই প্রকাশ পায়, স্রাব প্রচুর ও ঝিল্লিখণ্ড মিশ্রিত।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় :—হৃদ্‌যন্ত্রটী আকারে বড় হয, রোগী মোটেই পরিশ্রম করিতে পারে না, সামান্যমাত্র নড়াচড়ায বুকের স্পন্দন অত্যন্ত বাড়িতে থাকে, নাড়ীর গতি ধীর, মোটা ও কঠিন—ইহাই ব্রোমিযামের বিশিষ্টতা।

পাকযন্ত্রের ক্ষত :—ইহার রোগীর আহারের পরই পেটে বেদনা ও বমন হয বা বাহ্যের বেগ হয। পেটের নানাস্থানে ম্যাণ্ড বা গ্রন্থিসকল ফুলিযা যায়, শক্ত হয, মলের সহিত রক্তের ২।১ ফোঁটা ছিট্ বা তাজা রক্তস্রাব হইযা রোগী দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে। ব্রোমিযাম রোগীর গরম পানীয বা গরম খাদ্য সহ্য হয না (ফস্‌ফোরাস্)।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—গরমের পর ঠাণ্ডায, আর্দ্র অর্থাৎ জলোবাতাসযুক্ত গরমের দিনে, সন্ধ্যা হইতে দ্বিতীয প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত, বাঁমদিকে শযন করিলে বৃদ্ধি; সামান্য নড়াচড়ায় ও সমুদ্রবক্ষে, ক্ষৌরকার্য্যের পর হ্রাস।

যখন রোগীকে ব্রোমিযাম সেবন করিতে দিবে তখন তাহাকে দুগ্ধ পান করিতে দিবে না।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ৩০। ঘুংড়ি প্রভৃতি রোগে নিম্নক্রম ব্যবহার্য্য, অন্য রোগে উচ্চশক্তি উপযোগী। নিম্নক্রম অনেকদিন থাকিলে আরোগ্যদাযিণী শক্তি নষ্ট হয।

ব্রাকিগ্লটিস-রিপেন্স (Brachyglotis Repens)।

পরিচয় :—ইহা নিউজিল্যাণ্ডদেশীয "পিউক পিউক" নামক ফুলের গাছ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের বিশেষ ক্রিযা মূত্রগ্রন্থির পীড়া, বাধক, বক্ষঃপ্রদেশে অস্বস্তি বোধ ইত্যাদি। ইহা দ্বারা লালামর প্রস্রাব ও মূত্রনলীর অন্যান্য বিকৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহার প্রস্রাব লালাময। মূত্রগ্রন্থির ভিতর অত্যন্ত বেদনা বোধ, মূত্রথলীর গ্রীবাদেশে অত্যন্ত ব্যথা ও নিষ্পেষণ বোধ, মূত্রনলীতে ক্ষতবোধ, রোগী মনে করে যেন সে মূত্রধারণ করিতে পারিবে না। ব্রাকিগ্লটিস রোগীর আর একটী উৎকৃষ্ট লক্ষণ এই যে, রোগী মনে করে তাহার শরীরে, বুকে, পেটে এবং অন্যান্য যন্ত্রাদির মধ্যে পট্‌পট্ ফড়্‌ফড়্ শব্দ হইতেছে বা কোন দ্রব্য নড়িয়া বেড়াইতেছে। যাহারা অতিরিক্ত কলম চালনা করে তাহাদের আক্ষেপ অর্থাৎ লিখিবার সময় হাতের আঙ্গুলে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ও মণিবন্ধে খালধরে এবং মণিবন্ধ হইতে প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত পেশীর টান ধরিলেই ইহা উপযোগী। রোগীর দুর্ব্বলতা অত্যধিক, ইহাতে পক্ষাঘাতও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শক্তি :—৩x, ৬x ক্রম।

ব্রাঙ্কা-আর্সিনা (Branca Ursina) ।

ব্যবহারস্থল :—ইহার রোগীর বেশ ক্ষুধা আছে অথচ গা-বমি-বমি ও খাদ্যদ্রব্যে অরুচি খুব। গ্রীবা স্থানে দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা। শূলবেদনায় মনে হয় কে যেন ঐ স্থানে মোচড় দিতেছে বা সূঁচবিদ্ধ করিতেছে। রোগীর পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয় এবং হাঁচি হইবার জন্য গ্রীবাদেশে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। ইহার মাথার ঘুরানিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু পড়িবার সময় ও বসিলে ঘুরানির বৃদ্ধি। ঘুম-ঘুমভাবের সহিত তাহার মাথার যন্ত্রণা। ঐ বেদনা মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইলে, ও কাপড় দিয়া মাথা বাঁধিলে উপশম। রোগীর মস্তকে অত্যন্ত তৈলাক্ত ঘর্ম হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। ইহার রোগীর শরীরে পাঁচড়ার ন্যায় রক্তস্রাবী উদ্ভেদ উঠে এবং তাহাতে অত্যন্ত চুলকায়।

শক্তি :—৩x, ৬x ক্রম।

ব্রুসিয়া (Brucia) ।

ব্যবহারস্থল :—ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপের সময় যদি রোগীর জ্ঞান অব্যাহত থাকে, সামান্য শব্দে ও তরল পদার্থে রোগের বৃদ্ধি। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত; স্পর্শভীতি—সামান্য স্পর্শেই রোগী কাঁদিয়া ফেলে।

শক্তি :—৩, ৬।

ব্রাইয়োনিয়া-অ্যালবা (Bryonia Alba) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ওয়াইল্ড-হপস্। ইহার তাজা মূল হইতে মাদার-টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটীও আমাদের হোমিওপ্যাথিক জগতের একটী বিশিষ্ট ঔষধ। অ্যাকোনাইট, বেলেডোনার ন্যায় ইহাও আমাদের সচরাচর ব্যবহার্য্য ঔষধ। বহু রোগে ব্রাইয়োনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জ্বর :—(সবিরাম, অবিরাম, স্বল্পবিরাম, আন্ত্রিক, সূতিকা-জ্বর প্রভৃতি); মদ্যপানাদির মন্দফল, রজঃস্বল্পতা, ঋতুর পরিবর্তে নাসিকা হইতে রক্তপাত, স্তনের প্রদাহ, ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, সর্দ্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বহুবিধ বাতরোগ, গেঁটেবাত, মুখে ক্ষত, কোষ্ঠকাঠিন্য, কটিদেশের বেদনা, শিরঃপীড়া, অর্দ্ধশিরঃশূল বা আধকপালে মাথাধরা, হাম, বসন্ত, কামলা, দন্তশূল, স্নায়ুশূল, যকৃত-প্রদাহ, যকৃতের নানাবিধ রোগ, উদরাময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

স্বভাব ও গঠন সন্ধিবাত-প্রবণ-ধাতুসম্পন্ন ব্যক্তি, যাহারা প্রায়ই পিত্তবিকৃতি বশতঃ রোগ ভোগ করে, যাহারা অত্যন্ত খিট্‌খিটে স্বভাবের, সামান্য কারণেই রাগিয়া যায়, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশ, শ্যামাঙ্গ, দৃঢ় মাংসপেশী, ঘর্মহীন, সামান্য কারণে যাহারা কাতর হইয়া পড়ে তাহাদের পীড়ায় ইহা উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—সমস্ত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি ও সমগ্র শরীরের অত্যধিক **শুষ্কতা** ব্রাইযোনিযার একটী বিশেষ লক্ষণ। নড়িলে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ বিশ্রামে রোগের উপশম, রোগী কোন গরম জিনিষ বা গরম খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারে না ; রোগী এক ভাবে বসিযা থাকিতে পারে না তাহাতে রোগীর বড়ই কষ্ট হয। যখনই ব্রাইযোনিযা ব্যবহার করিবে তখনই ইহার **হ্রাস-বৃদ্ধির** উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিবে। সাধারণতঃ ব্রাইযোনিযা **তরুণ পীড়ায়** বেশী ব্যবহৃত হয, পুরাতন পীড়ায যে ব্যবহৃত হয না তাহা নহে। লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে কি তরুণ কি প্রাচীন সর্ব্বজাতীয পীড়ায ইহা ও অন্যান্য সব ঔষধই প্রযোগ করা চলে।

শুষ্কতা :—ব্রাইযোনিযার রোগী সমস্ত শরীরবিধান শুষ্ক অনুভব করে, তাহার মুখের ভিতর শুষ্ক, গুহ্যদ্বার শুষ্ক, কাসি শুষ্ক ; বাহ্যে শুষ্ক—পোড়া পোড়া। টিপিযা দিলে, আক্রান্ত পার্শ্ব **চাপিয়া** শুইলে, বিশ্রামে ও ঠাণ্ডায ইহার সমস্ত কষ্টের উপশম হয।

ব্রাইযোনিযার রোগ সাধারণতঃ অতিরিক্ত গরমের পর ঠাণ্ডা পড়িলে, অতিশয গরমের দিনে খুব ঠাণ্ডা জলপান করিলে, অত্যন্ত উত্তপ্ত হইবার পর ঠাণ্ডা লাগাইলে (ব্রাইযোনিযার লক্ষণসমূহ) আবির্ভূত হয। গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিবার জন্য বহু রোগ হইয়া থাকে।

মন : ব্রাইযোনিযা রোগী **অত্যন্ত** খিট্‌খিটে স্বভাবের, ইহার রোগী দিন-রাত্র চুপচাপ পড়িযা থাকিতে চায ; যদি কেহ জোরে কথা বলিল বা হঠাৎ বাতি জ্বালাইল অথবা তাহার বিছানার উপর বসিযা তাহার সহিত কথা বলিল অমনি সে রাগিযা অস্থির হইযা যাইবে, সামান্য ব্যাপারেই বিরক্ত হয ও উত্তেজিত হইযা উঠে। প্রলাপের ভিতর নিজের **ব্যবসায়সংক্রান্ত ব্যাপার বা দৈনন্দিন কার্য্যের কথা** অথবা **কার্য্যস্থানের** কথা বলে। রোগের ভিতর সে মনে করে বাড়ী ছাড়িযা অন্যত্র রহিযাছে সেইজন্য **বাড়ী যাইবার** জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা অত্যধিক।

প্রলাপের ভিতর রোগী দিনের বেলা যে সকল কার্য্য করে তাহা দেখে তাহার বাড়ী যাইবার প্রবৃত্তি অত্যধিক। টাইফযেড জ্বরে ব্রাইযোনিযা রোগী যেন কি চিবাইতেছে এরূপ ভাব। ইহার শিশু এটা চায ওটা চায কিন্তু দিলে প্রার্থিত জিনিষ ছুঁড়িযা ফেলিযা দেয। রোগী যাহা পাওযা যায না তাহা খাইতে চায়।

শিরঃপীড়া :—ইহার মাথার যন্ত্রণা, মাথাঘোরা অত্যন্ত। সামান্য নড়াচড়া করিলে, শুইযা আছে তাড়াতাড়ি উঠিতে গেলে, হেঁট হইলে, কাসিলে, ঘুম ভাঙ্গিবার পর প্রথম চক্ষু খুলিলে মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয। মাথার যন্ত্রণা প্রথম চক্ষু খোলার পর আরম্ভ হয ও সমস্ত দিন থাকে রাত্রে শুইযা পড়িলে কমিযা যায়। প্রবল কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য মাথাব্যথায ইহা ওপিযাম, অ্যালো, কলিনসোনিয়া তুল্য ঔষধ। মাথার যন্ত্রণায রোগীর মাথাটি গরম, মুখমণ্ডল আরক্তিম্ এবং দেহের অন্যান্য অংশ ঠাণ্ডা (বেল, সিনা, আর্ণিকা)। ব্রাইযোনিযা রোগীর যখন মাথা ঘুরায তখন সে মনে করে যেন সে নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে, সে যেন কোথায় ভাসিযা যাইতেছে। ব্রাইযোনিযা রোগীর ওষ্ঠ, জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক, লালাশূন্য ও ফাটা ফাটা, মুখের ভিতর অত্যন্ত শুষ্ক, জিহ্বায ঘন শাদা লেপ, কর্কশ ও ফাটা ফাটা।

জ্বর :—ব্রাইয়োনিযায নানাজাতীয জ্বর হইবার প্রবণতা, সেইজন্য আমরা ইহার জ্বরটী প্রথমে উল্লেখ করিলাম। ইহাতে সবিরাম জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, বিকার জ্বর অর্থাৎ টাইফয়েড জ্বর,

বাতজ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর ইত্যাদি জ্বর আছে। বড় বড় জ্বরের আক্রমণ ভিন্ন সর্দিজ্বর, নবজ্বর, ঋতু পরিবর্ত্তনশীল জ্বর ইত্যাদিও ইহাতে আছে।

ম্যালেরিয়া বা সবিরাম জ্বরে ব্রাইযোনিয়া উচ্চাঙ্গের ঔষধ নহে। তরুণ অবস্থায় যদি ইহার লক্ষণ পাওযা যায়, তবে ব্যবহার্য্য। ব্রাইযোনিযার লক্ষণগুলি একই ভাবে ঘুরিযা ফিরিয়া আসিলে তাহাকে অ্যালুমিনা দেওযা কর্ত্তব্য, কারণ অ্যালুমিনা ব্রাইযোনিযার অনুপূরক ঔষধ। **অ্যালুমিনা** দ্বারা ব্রাইযোনিয়া লক্ষণযুক্ত অনেক পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগী আরোগ্য হইযা থাকে। ব্রাযোনিযার লক্ষণযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বর আসিবার নির্দ্দিষ্ট কোন সময় নাই। জ্বর হইবার পূর্ব্বে রোগীর হাতে, পাযে, কোমরে ও শরীরের অন্যান্য অংশে অত্যন্ত বেদনা, পিপাসা ও মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক। শীতাবস্থাযও খুব পিপাসা, যত জল পান করে ততই তাহার শীতের উপশম, শীতাবস্থায় শুষ্ক কাসি, তাহার বুকে সূঁচফোটান বেদনা রোগী অনবরত "চুপচাপ" পড়িযা থাকে। উত্তাপাবস্থায অত্যন্ত পিপাসা, জল বেশী পান করে, তাহার জল লাগেও ভাল। যত জ্বর বেশী হইবে রোগী নানাপ্রকার 'আবোল-তাবোল' বকিতে থাকিবে; **ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা,** দিনের সমস্ত কার্য্যবিবরণীর কথা ও অনবরত **বাড়ী যাইবার কথা** বলিবে। মাথার যন্ত্রণা তীব্র, মাথায় হাত দিয়া বসিযা থাকে। তাহার যে অংশে বেদনা সেই অংশ চাপিযা শুইযা থাকিলে উপশম। তাহার শরীর ভযানক শুষ্ক। শরীরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীগুলি পর্য্যন্ত শুকাইযা যায। ঘর্ম্ম তৈলাক্তবৎ। যখন ঘাম হয, ঘুমাইযা পড়ে। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—এমন কোন স্থান নাই যেখানে ব্যথা নাই। সমস্ত সন্ধিতে বেদনা, ব্যথাব জন্য তাহাব পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে কষ্টবোধ। ব্রাইযোনিয়া প্রযোগে ব্রাইযোনিযার লক্ষণ সকলের আপাতঃ ও বাহ্যতঃ নিবৃত্তি হইলেও পুনঃ পুনঃ ঘুরিযা ফিরিযা আসিলে তখন আব ব্রাইযোনিযা প্রযোগ করিবে না, কারণ ঐ সকল ক্ষেত্রে ব্রাইযোনিযা বিশেষ কোন সুফল দেয না, সে স্থানে অ্যালুমিনা প্রযোগ করা যুক্তিযুক্ত। গত ১৯৪৪ সালের ম্যালেরিযা যখন ব্যপকভাবে কলিকাতা মহানগরীতে ছড়াইযা পড়ে তখন ব্রাইযোনিযা দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাইযাছিলাম।

টাইফয়েড জ্বরে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। আমরা অন্যান্য অধ্যাযে বলিযাছি জেল্‌স; ব্যাপ্‌টি, ব্রাইযোনিযা ও রাস-টক্স টাইফযেড জ্বরের প্রথম অবস্থার উত্তম ঔষধ।

ব্রাইযোনিযার টাইফয়েড জ্বরে ঘুম-ঘুম ভাবটী খুব, ঐ অবস্থা হইতেই তাহার বিকার অবস্থা আসিযা উপস্থিত হয। বিকাবেব ভিতর সে ক্রমান্বযে বলিতে থাকে **"আমি বাড়ী যাইব,"** বাড়ীতে রাখিযা আইস। বিকারের ভিতর হযত তাহার মনে হয, আমি বাড়ী যাই, এখানে আমার রীতিমত শুশ্রূষাদি হইতেছে না, সুতরাং বাড়ী যাইবার কথা বারংবার উচ্চারণ করিতে থাকে। বিকারের ভিতর কি যেন চিবাইতে থাকে, ইহা শিশুদেরই বেশী দেখা যায। বিকারেব ভিতর দৈনিক কার্য্যের হিসাব বলে বা কার্য্যাবলীর কথা বলে। রোগীব সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা, উহা নড়াচড়ায, খাইতে গেলে বা উঠিযা বসিতে গেলে বাড়ে। ব্যথাব স্থানে চাপ দিতে বলে বা আক্রান্তদিকে চাপিযা শুইযা থাকে; টাইফযেড জ্বরের ভিতর শুষ্ক কাসি। শুষ্কজাত-ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতিরও ইহা উত্তম ঔষধ। **শুষ্কতা অত্যধিক,** শুষ্কতার জন্য সে বারংবার জল পান করিতে চায়। এক একবারে প্রচুর পরিমাণে জলপান করে। ব্রাইযোনিযার টাইফয়েড জ্বরের আক্রমণ ব্যাপ্‌টিসিয়ার ন্যায় এত শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে না, আস্তে আস্তে বাড়ে। **জেল্‌সিমিয়ামের**

রোগীও চুপচাপ পড়িয়া থাকে। পার্থক্য এই—ব্রাইয়োনিয়ার শুষ্কতা অত্যধিক, জল পিপাসা খুব, আর কোষ্ঠকাঠিন্য খুব বেশী। জেলসের সেইরূপ কিছুই নাই। জেলসিমিয়াম চুপচাপ থাকে, ইহার কারণ সে তাহার শরীরকে অত্যন্ত ভারী মনে করে সেইজন্য নড়িতে ভয় পায়, আর ব্রাইয়োনিয়া রোগী নড়াচড়াকে ভয় করে, কারণ নড়াচড়া করিলে তাহার রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি দেখা যায়। টাইফয়েড জ্বরে বা বাতজ্বরে ব্রাইয়োনিয়া ও রাস-টক্সের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। উভয় ঔষধেই শরীরে বেদনা অত্যধিক। কোন কোন ব্রাইয়োনিয়া রোগীর অস্থিরতা দেখা যায়, তবে সে নড়িতে ভয় পায়। আবার কোন কোন রাস-টক্স রোগী স্থির হইয়া থাকে, কারণ প্রথম সঞ্চালনের সময় তাহার বড়ই কষ্ট হয়, তারপর ক্রমান্বয় নড়াচড়া করিতে আরম্ভ করিলে উপশম লাভ। ব্রাইয়োনিয়া রোগী অনবরত পাখার **হাওয়া চায়** আর **রাস-টক্স** রোগী **ঢাকা চায়**। ব্রাইয়োনিয়ায়—কোষ্ঠবদ্ধতা, জিহ্বায় শাদা লেপ ও সূঁচফোটান বেদনা আছে; রাস-টক্সে—উদরাময়, জিহ্বার অগ্রভাগটী লাল, অন্য অংশ ক্লেদাবৃত ইত্যাদি ইহাদের তুলনা। ব্রাইয়োনিয়া রোগীর সন্ধ্যাবেলাবদিকে মুখ লাল হয় এবং প্রাতে নাক দিয়া রক্ত পড়ে। রাস-টক্সের রোগের বৃদ্ধি সন্ধ্যাবেলা।

বাতজ্বর, নবজ্বর বা অন্যান্য জ্বরেও যদি এই লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে ব্রাইয়োনিয়া ঔষধ। **জ্বরের বিশেষ দ্রষ্টব্য**—গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইলে, গায়ে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, নিঝুমভাবে চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিলে, বিকারে বাড়ী যাইবার কথা, অতিরিক্ত উত্তাপাবস্থায় নিজের দৈনন্দিন কার্য্যের কথা বলা, অত্যন্ত জল পিপাসা, পিপাসায় এক একবার প্রচুর পরিমাণে জল পান করা, সর্ব্বাঙ্গের শুষ্কতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নড়নচড়নে ভয়, খোলা হাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা, জিহ্বায় শাদা লেপ, গায়ে বিশেষতঃ সন্ধিস্থলে অত্যন্ত বেদনা—ব্রাইয়োনিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ। এই লক্ষণ যে কোন জ্বরে বা যে কোন পীড়ায় পাওয়া গেলে ব্রাইয়োনিয়াই ঔষধ।

বাত-জ্বর (Rheumatic fever) :—এই জ্বরে রোগীর সন্ধিস্থানে ভয়ানক ব্যথা, ফুলিয়া উঠা আছে। ইহাতে এত ব্যথা যে ব্যথা স্থানে সামান্য হাত লাগিলেও রোগী ব্যথায় শিহরিয়া উঠে, সামান্য নড়াচড়ায় অসহ্য বেদনা অনুভব করে। আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত হয়, চকচকে দেখায় এবং সে স্থানের চামড়া টানিয়া থাকে, গরম সেক দিলে উপশম বোধ। অত্যন্ত পিপাসা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই। সন্ধিস্থলের ব্যথা যদি নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় অর্থাৎ এক সন্ধি হইতে অপর সন্ধিতে চলিয়া যায় তবে কলোফাইলাম, কেলি-সাল্ফ, পালসেটিলা, অ্যাসিড-বেনজয়িক উপযোগী ঔষধ।

কোষ্ঠবদ্ধতা :—অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী শুকাইয়া যাওয়া ব্রাইয়োনিয়ার আছে, সুতরাং ঐজন্য উহার ভিতরের মলও শুকাইয়া **পোড়া পোড়া** মত হয়, **রোগীর মলত্যাগের ইচ্ছা মোটেই হয় না**, ইহার **মল বড়, শুষ্ক ও কঠিন**। সমুদ্রযাত্রার সময় তাহার মল অত্যন্ত কঠিন হয়। ব্রাইয়োনিয়া রোগীর মলত্যাগের ইচ্ছা নাই এমন কি **চেষ্টাও থাকে না**, কিন্তু যখন মলদ্বারের সম্পূর্ণ ক্রিয়ার অভাবের জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা হয় এমন কি তরল বাহ্যে করিতেও বেগ দিতে হয় ও কোঁথ দিতে হয় তখন **অ্যালুমিনা**।

ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগে ব্রাইয়োনিয়া কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার কাসি শুষ্ক ও অত্যন্ত কর্কশ, কাসিতে কাসিতে সামান্য গয়ার উঠে এবং কাসিবার

সময় বুক চাপিয়া ধরিয়া কাসিতে থাকে, কাসিবার সময় বুকে সুঁচফোটান ব্যথা অনুভব (কেলি-কার্ব্ব)। কাসিবার সময় রোগী মনে করে তাহার মাথা খণ্ড খণ্ড হইয়া ফাটিয়া যাইবে (ক্যাপ্‌সিকাম)।

নেট-মিউর—প্রতিবার কাসির সময় মাথায় যন্ত্রণা অনুভূত।

সালফার—রোগী কাসিবার সময় মাথার পশ্চাৎদিকে বেদনা অনুভব করে।

ইথুজা—কাসিবার সময় মাথায় এত বেদনা হয় যে, শিশু অচৈতন্য হইবার মত হইয়া পড়ে।

নাক্স-ভমিকা—কাসির জন্য রোগী উন্মত্তবৎ হইয়া যায়, কাসি এত তীব্র যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে।

অ্যাগারিকাস—কাসিতে কাসিতে বুকের ভিতর অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়।

কষ্টিকাম,—ফেরাম, পাল্‌সে, ভেরেট্র, **স্কীলা**—কাসিবার সময় প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

ব্রাইযোনিযার কাসি ঠাণ্ডা স্থান হইতে গরম ঘরে বা স্থানে প্রবেশ করিলে (কাসির) বৃদ্ধি (ফস্‌ফোরাস—গরম ঘর হইতে মুক্ত হাওয়ায় বাহির হইলে (কাসির বৃদ্ধি), কাসির জন্য রোগীর কড়ার উপরের হাড়ে বেদনা, অত্যন্ত ভারী বোধ এবং রোগী মনে করে যেন পাকস্থলী হইতে কাসি আসিতেছে, ইহার কাসি এত শুক্‌না যে, কাসির পর টান হয় এবং গয়ারে রক্তের ছিট থাকে। ব্রাইযোনিযার কাসি আহারের পর উষ্ণ স্থানে গমন করিলে বৃদ্ধি।

ব্রাইযোনিযার নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে—শুষ্ক কাসি, বুকে সুঁচফোটান ব্যথা, সামান্য নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি, জল পিপাসা অত্যধিক নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি ও শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি; আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিবার আকাঙ্ক্ষা—ইহাতে কিঞ্চিৎ উপশম, অন্য দিকে শয়নে রোগের বৃদ্ধি, কাসির সহিত অত্যন্ত শিরঃপীড়া. শুষ্ক কাসির সময় বুকে হাত দিয়া কাসি, ঘন ঘন শুষ্ক কাসি অথচ শ্লেষ্মা মোটেই উঠে না, রোগী চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিতে চায়, ইহাই রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ। ডাঃ **জোসেফ** নিউমোনিয়া রোগে ব্রাইযোনিযার উচ্চক্রম ব্যবহার করিতে বলেন।

ডাঃ ডানহাম—বলেন,—যে রোগী কাসিবার সময় বুকে হাত দিয়া বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া রাখে তাহার পক্ষে ব্রাইযোনিয়া উপযোগী। কাসিবার সময় ষ্টার্ণাম বা কড়ার উপরের হাড়ে ব্যথা, ইহাও ব্রাইযোনিযার একটী বিশেষ লক্ষণ। বক্ষঃস্থলে বেদনার লক্ষণে অপর কয়েকটী ঔষধ নিম্নে দেওয়া গেল।

গল্‌থেরিয়া—বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থানের সম্মুখভাগে বেদনাযুক্ত প্লুরোডিনা রোগে ইহা ফলপ্রদ।

র‍্যানানকিউলাস-বাল্‌বোসাস—অস্থিপঞ্জরের পেশীর ভিতর তীব্র সুঁচফোটান বেদনা। এই বেদনা নড়াচড়ায়, শ্বাস গ্রহণ করিলে, চাপ দিলে বা ঋতু-পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি। র‍্যানানকিউলাস প্লুরিসি রোগে যখন সুঁচফোটা ব্যথা থাকে তখন উপযোগী। ব্রাইযোনিযার পর ইহার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত।

রিউমেক্স ক্রিস্‌পাস্‌ঃ—রোগীর বাম দিকের ফুসফুসের মধ্য দিয়া তীব্র সুঁচফোটান ব্যথা যদি নিউমোনিযায় থাকে, এবং যক্ষ্মার প্রথম অবস্থায় বাম পার্শ্ব স্পর্শদ্বেষ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ব্রাইযোনিযার নিউমোনিয়ার সহিত অ্যান্টিমটার্টের নিউমোনিযার কতকটা লক্ষণের সাদৃশ্য দেখা যায়। ব্রঙ্কাইটিস যখন নিউমোনিযায় পরিণত হয় এবং রোগের আরম্ভ ডাণদিক দিয়া হইলে বুকে সুতীব্র বেদনা, প্রবল জ্বর প্রভৃতির সহিত ঘড়ঘড়ানি শব্দ থাকিলে **অ্যান্টিমটার্ট** উপযোগী।

ঘুংড়িবৎ (ক্রুপাস্) নিউমোনিয়ায় ব্রাইয়োনিয়া বেশী ব্যবহৃত হয় আর ক্যাটারাল নিউমোনিয়ায় অ্যান্টিমটার্ট বেশী কার্য্যকরী। চেলিডোনিয়াম ও স্যাঙ্গুইনেরিয়াও ঐ সকল ক্ষেত্রে কার্য্যকরী; ফস্ফোরাস ও অ্যান্টিমটার্ট অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সর্দ্দি:—ব্রাইয়োনিয়া রোগীর কাসিযুক্ত জ্বরে যেমন কার্য্যকরী ঔষধ সেইরূপ সর্দ্দি রোগেও উপযোগী। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইলে ও সর্দ্দির দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। ইহার সর্দ্দি ঘন কিন্তু নাকের সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শুষ্ক। সর্দ্দির সহিত মাথায় যন্ত্রণা থাকে। সর্দ্দির স্রাব বন্ধ হইয়া গিয়া মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হইলে ল্যাকেসিসের স্থায় ব্রাইয়োনিয়াও উপযুক্ত ঔষধ তবে ব্রাইয়োনিয়ায় রোগের বৃদ্ধি নড়াচড়ায় আর ল্যাকেসিসে রোগের বৃদ্ধি ঘুম ভাঙ্গিলেই হয়। **উদরাময়**—শীতল পানীয়, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আহার, শীতকালের অবসানের পর যখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয় তখন আহারের অনিয়মে উদরাময় হইলে ব্রাইয়োনিয়া উপযোগী। রৌদ্রের ভিতর কার্য্যাদি করিবার পর যখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয় তখন আহারের অনিয়মে উদরাময় হইলে ব্রাইয়োনিয়া এবং রৌদ্রের ভিতর কার্য্যাদি করিবার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা স্থানে উপস্থিত হইলে বা ঠাণ্ডা জল পান করিয়া উদরাময় হইলে ব্রাইয়োনিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ব্রাইয়োনিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধ—নেট্রাম সাল্ফ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহার সর্ব্বজাতীয় পীড়া নড়াচড়ায় বৃদ্ধি যেমন আছে, উদরাময় রোগও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহার মল আঠার স্থায় অথবা মলিন হরিদ্রা বর্ণের। শিশু ঘুমের ভিতর অজ্ঞাতসারে বাহ্যে করিয়া ফেলে। **উদরাময় রোগে নক্সভমিকা, পাল্সেটিলা ও ব্রাইয়োনিয়া সমকক্ষ ঔষধ**। এই তিন ঔষধেই পাকযন্ত্রের উপর চাপ দেওয়া ভাব আছে; এই চাপ ভাব পাল্সেটিলা অপেক্ষা নাক্সভমিকা ও ব্রাইয়োনিয়ায় বেশী আছে। উদরাময় বা পাকযন্ত্রের পীড়ায় **অতিরিক্ত** পিপাসায় ব্রাইয়োনিয়া, উহার চাইতে অল্প পিপাসায় নাক্সভমিকা আর **পিপাসা-হীনতায়** বা অতি সামান্য পিপাসায় পাল্সেটিলা কার্য্যকরী ঔষধ। ব্রাইয়োনিয়া ও পালসেটিলা রোগীর মুখের স্বাদ তিক্ত, নাক্সের মুখের স্বাদ অম্ল।

পাল্সেটিলার উদরাময় ঘৃত পক্ক দ্রব্যাদি, পিষ্টক, তৈলাক্ত পদার্থ খাইবার দোষে ও অতিরিক্ত কুল্পিবরফ খাইবার জন্য হইয়া থাকে; **নাক্সের** উদরাময় হইবার কারণ যে সকল ব্যক্তি অনেক দিন ধরিয়া খাইবার অনিয়ম করে, রাত্রি জাগরণ, অলস ভাবে চুপচাপ বসিয়া কাল কাটায়, কোনও প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করে না, যাহারা অধিক মাত্রায় চা বা কাফি ও মদ্যাদি সেবন করে এবং যাহারা অতিরিক্ত মসলা দেওয়া খাদ্য খায় তাহাদের পক্ষে ইহা একমাত্র ঔষধ। ব্রাইয়োনিয়ায় উদরাময়ের কারণ পূর্ব্বে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহার উদরাময় প্রাতে নড়নচড়নে বেশী হয়। গ্রীষ্মকালে পেট গরম হইয়া উদরাময় হইলে ও প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ব্রাইয়োনিয়া উপযোগী। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ব্রাইয়োনিয়া সালফার, পডো, অ্যালোজ, নেট্রামসাল্ফ, রুমেক্স, টিয়া প্রভৃতি ঔষধ তুল্য।

যকৃতের পীড়ায় ব্রাইয়োনিয়া: যকৃত আকারে বড় ও শক্ত হয় এবং তথায় সূঁচফোটান ব্যথা বোধ করে। চাপিলে উপশম সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্যে মল শুষ্ক ও বড় ন্যাড়; যকৃতের পীড়ার সহিত উদরাময়ও দেখা যায় উহা নড়নে চড়নে বৃদ্ধি অন্যান্য লক্ষণ উদরাময় অধ্যায়বৎ। যকৃতে বেদনা সেইসঙ্গে ডানদিকের স্কন্ধেও অত্যন্ত বেদনা (চেলিডো); মাথা ধরা ও ঘুরানি, ডানদিকে বেদনা ও গাত্রচর্ম্মের বর্ণ ঈষৎ পীত হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। ব্রাইয়োনিয়া

তরুণ জাতীয় যকৃত প্রদাহে বেশী ব্যবহৃত হয়। ব্রাইয়োনিয়া ও **চেলিডোনিয়াম** উভয় ঔষধ যকৃতের পীড়ায় উপযোগী; যকৃতের ভিতর তীব্র বেদনা, অংস-ফলক বা স্কন্ধসন্ধির নীচে বেদনা, মুখে তিক্তস্বাদ, জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ ইত্যাদি উভয় ঔষধেই আছে, ব্রাইয়োনিয়া রোগীর জল-পিপাসা অত্যন্ত, সে **ঠাণ্ডা জল** পান করিতে চায়; চেলিডো রোগী পিপাসায় **গরম জল** পান করিতে চায়, কেবল জল নহে চেলিডো রোগী আহার্য্য দ্রব্য মাত্রেই **গরম গরম** খাইতে চায়, **ব্রাইয়োনিয়া চায় ঠাণ্ডা**। কোষ্ঠবদ্ধতা উভয় ঔষধেই আছে; ব্রাইয়োনিয়ায় মলদ্বারের ক্রিয়ার অভাবের জন্য ও শুষ্কতার জন্য বাহ্যের ইচ্ছা হয় না হইলেও কুঁথিয়া কুঁথিয়া বড় একটী ন্যাড় (শক্ত) বাহির করে। চেলিডোনিয়াম রোগীর বাহ্যে ছাগল নাদীর ন্যায় বড়ি বড়ি।

শোথ হইয়া রোগীর পদদ্বয় ফুলিয়া যায়, ঐ ফুলা দিনে বেশী থাকে এবং রাত্রের দিকে হ্রাস হয়। বক্ষঃস্থলে জলসঞ্চয় রোগেও ইহা উপযোগী, সামান্য একটু নড়াচড়ায় শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি, তাহার বক্ষঃস্থলে যেন সূঁচ ফুটিতেছে এরূপ অনুভব, তাহার যে দিকে ব্যথা সেই দিকে চাপিয়া শুইলে উপশম, এই শোথের সহিতও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়, কোষ্ঠবদ্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা হয়। রোগীর অন্যান্য পীড়ার ন্যায় ইহাতেও জল-পিপাসা খুব, জলপান করেও খুব তবুও প্রস্রাব অল্প অল্প হয়, তাহার ঘামের অভাব, শরীর যেন শুকাইয়া আছে এরূপ বোধ।

স্ত্রীরোগ :—বিকল্প রজঃ; ঋতুর পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, কোন কোন রোগিণীর মুখ দিয়াও রক্ত নির্গত হয়। ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্তপাতের সহিত কঠিন শুষ্ক কাসি, বক্ষঃস্থলে সূঁচফোটান ব্যথা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য; জল-পিপাসায় প্রচুর জল পান করা থাকিলে ব্রাইয়োনিয়াই ঔষধ। **ডাঃ ডানহাম** বলেন রক্তস্রাবের পরিবর্ত্তে রোগিণীর নাসিকা, মুখ, ফুসফুস, চক্ষু, কর্ণ, স্তনবৃন্ত এবং শরীরের যে কোন স্থান হইতেই রক্তস্রাব হউক না কেন তাহাতেই ব্রাইয়োনিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। **ঠুনকো বা ম্যাস্টাইটিস** রোগে ব্রাইয়োনিয়া একটী ফলপ্রদ ঔষধ। ঠুনকো রোগের প্রথম অবস্থায় ব্রাইয়োনিয়া একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। **ডাঃ হিউজেস্** বলেন ঠুনকোর প্রথম অবস্থায় (লক্ষণানুসারে) ব্রাইয়োনিয়া প্রয়োগ করিয়া তিনি কখনও বিফল মনোরথ হন নাই। প্রথম স্তনে দুগ্ধ জন্মিবার পর, শিশুকে স্তন দিবার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বা হঠাৎ শিশুকে মাতৃস্তন্য ছাড়ান জন্য ঠুনকো জন্মিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

ঋতুর সময় বা অন্যান্য সময় স্তন্যদুগ্ধ একেবারে শুকাইয়া গেলে ব্রাইয়োনিয়া দ্বারা উপকার দর্শে (ল্যাক্-ডিফ্লো)।

মিল্ক-ফিভার বা প্রসবান্তে স্তন আওরাইয়া জ্বরে বা দুগ্ধজ্বরে ব্রাইয়োনিয়ার প্রয়োজন হয়। অনেকদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধজ্বরে ভুগিতে থাকিলেও ব্রাইয়োনিয়া দিয়া উপকার পাওয়া যায়; দুগ্ধজ্বর হইলে জ্বর খুব বেশী হয় না, স্তনে দুধ বেশী থাকার জন্য স্তন টনটনানি ব্যথা, গায়ে অত্যন্ত ব্যথা, জলপিপাসা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি থাকিলে ব্রাইয়োনিয়া উপযোগী।

হামজ্বরের প্রথম অবস্থায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় লক্ষণের বিচার না করিয়া হাম ভালরূপ বাহির হইতেছে না দেখিয়াই চিকিৎসক ব্রাইয়োনিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লক্ষণসমষ্টি নিয়া; লক্ষণের পূর্ণ চিত্র না পাইলে ঐরূপ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নহে। ব্রাইয়োনিয়া হামরোগীর প্রথম হইতেই সর্দ্দির ভাব বিদ্যমান

থাকে এবং শ্বাসনলীর ভিতর এবং অন্যান্য স্থানে শুষ্ক ভাব, কাসি শুষ্ক, জলপিপাসা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি এই সকল বিচার করিয়া যদি এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে হামের উদ্ভেদ সুন্দররূপে নির্গত হইয়া রোগী অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করিবে।

বসন্ত :—হামে ব্রাইয়োনিয়া যেরূপ ব্যবহৃত হয় বসন্ত রোগেও সেইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে হাম রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা যেরূপ ব্যবহৃত হয় বসন্ত রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা সেইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় যদি ব্রঙ্কাইটিস হইয়া অত্যন্ত কাসি ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় এবং ব্রাইয়োনিয়ার অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তবে ইহা প্রযোজ্য।

তরুণ পীড়ায় ব্রাইয়োনিয়া আমাদের একটী বিশেষ উপযোগী ঔষধ; লক্ষণ বুঝিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়া যায়। ব্রাইয়োনিয়া **দন্ত বেদনা ও দন্তশূলের** ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, দন্তশূলে দাঁতে সূঁচফোটান ব্যথা অনুভূত হয় কখনও ছিঁড়ে ফেলা, কেটে ফেলার মত ব্যথা, খাইবার সময় ও গরমে বৃদ্ধি, ধূমপান ও নড়াচড়ায় রোগের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ঠাণ্ডা খাদ্যে, ঠাণ্ডা ঘরে চুপ করিয়া থাকিলে এবং বেদনাক্রান্ত অংশটী চাপিয়া শুইলে বেদনার উপশম ইহার নির্দ্দেশক। ইহার সহিত কেলিকার্ব্ব, পাস্‌সেটিলা, ক্যামোমিলা, কফিয়া প্রভৃতি ঔষধের সাদৃশ্য আছে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—দেহ সঞ্চালন করিলে, স্পর্শ করিলে বিশেষতঃ আক্রান্ত স্থান, সোজা হইয়া বসিলে, উত্তাপে, উত্তাপ খাদ্য গ্রহণে বৃদ্ধি। শয়ন করিলে, পূর্ণ বিশ্রাম করিলে, আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে, জলপান করিলে বা ঠাণ্ডা খাদ্যাদি খাইলে ও মুক্ত হাওয়ায় উপশম।

সম্বন্ধ :—অনুপূরক অ্যালুমিনা ও রাসটক্স। ব্রাইয়োনিয়া র‍্যানানকিউলাস বালবোসাস সমতুল্য ঔষধ। যকৃত রোগে ব্রাইয়োনিয়া র‍্যানানকিউলাস বালবোসাস সমতুল্য ঔষধ। যকৃত রোগে ব্রাইয়োনিয়া চেলিডোনিয়াম তুল্য ঔষধ। ব্রাইয়োনিয়া প্রয়োগের পর অ্যালুমিনা, কেলিকার্ব্ব, নাক্স, ফস, রাসটক্স, সাল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার্য্য।

ব্রাইয়োনিয়া সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণযোগ্য কয়েকটি মূল কথা নিম্নে বলা হইল। রোগীক্ষেত্রে ঔষধ নির্ব্বাচন কালে ইহা ব্রাইয়োনিয়ার নির্ব্বাচনে বিশেষ সহায়তা করে।

১। **সঞ্চালনে বা নড়াচড়ায়** সকল উপসর্গের **বৃদ্ধি**।

২। দেহের যে যে স্থানে **শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী** আছে সেই সকল স্থানের **শুষ্কতা**। ঠোঁট, মুখ ও পাকাশয় শুষ্ক, এজন্য শুক্‌নো, কঠিন ও পোড়া পোড়া মল নির্গত হয়।

৩। **আবরক পর্দ্দাগুলিতে** (serous membranes) মস্তিষ্ক-আবরক-পর্দ্দা (meninges), ফুস্‌ফুস্‌-আবরক-পর্দ্দা (pleura), অন্ত্রাবরক পর্দ্দা (peritoneum) প্রভৃতিতে রস-সঞ্চয়।

৪। **কোষ্ঠকাঠিন্য (মলবেগই হয় না)** বা উদরাময়, প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর চলাফেরা করিতে আরম্ভ করিলে বৃদ্ধি।

৫। **সূচ ফোটান ব্যথা**, গাঁটগুলিতে এবং আবরক-পর্দ্দাগুলিতেই বেশী বেদনা।

৬। সোজা হইয়া বসিলে বড়ই অবসন্ন বোধ করে, গা-বমি বমি করে ও মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়।

৭। হ্রাস-বৃদ্ধি :—চলাফেরায় বা নড়াচড়ায় এবং শীতের অবসানে গরম পড়িতে আরম্ভ করিলে সকল উপসর্গ ও রোগযন্ত্রণা বাড়ে। চুপ করিয়া শুইয়া বা বসিয়া থাকিলে এবং যে পাশে বেদনা ঐ পাশটি চাপিয়া শুইয়া থাকিলে সকল উপসর্গ বা রোগযন্ত্রণা কম পড়ে।

৮। কাঠখোট্টা, কৃশ স্নায়ুপ্রধান, ছিপছিপে গড়ন, বদমেজাজী ও বেতো ধাতের লোকের পক্ষে ব্রাইযোনিয়া একটী প্রথম শ্রেণীর ঔষধ। গরম আবহাওযায় বা গ্রীষ্মকালের রোগ, শীতকালের শুষ্ক শীতল আবহাওয়া—পীড়ার কারণ হইলে ব্রাইযোনিয়া একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৯। শুকনো, কঠিন ও যন্ত্রনাদায়ক কাসি, একটু করিয়া গয়ের উঠে। কাসির সঙ্গে এত মাথা ব্যথা হয় যেন মাথাটি ফাটিয়া টুকরা টুক্‌রা হইযা যাইবে। প্রলাপে ভুল কথা বলে (টাইফয়েড্‌ বা সান্নিপাতিক জ্বর বিকারেই এই লক্ষণটী সাধারণতঃ পাওযা যায়)। মাথা বেদনা,—মাথা নীচু করিলে বা সাম্‌নে ঝুঁকিয়া কোন কাজ কর্ম্ম করিলে, নিজ হাতে কাপড় পোষাক ইত্যাদি ইস্ত্রি করিলে, গরম হাওয়ায় বা অনেকক্ষণ গরমে থাকিলে, কাসিলে ও নড়াচড়া বা চলাফেরা করিলে মাথা বেদনা বাড়ে।

মাথা বেদনার প্রকোপে মাথা ঘুরায়, গা-বমি বমি করে ও মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হয়। রোগী চুপ করিয়া বিছানায শুইযা থাকে, উঠিযা বসিলেই মাথা বেদনা গা-বমি-বমি ও মূর্চ্ছা ভাব অসম্ভব রকম বাড়িযা যায।

পেটে যেন পাথর চাপা রহিযাছে এরূপ ভারী বোধ, উদ্গার উঠিলে যেন একটু স্বস্তি বোধ করে।

১০। বিকল্প-ঋতু স্রাব (vicarious menstruation), ঋতু প্রকাশের নির্দ্দিষ্ট সমযে স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে নাক হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (ফস্)।

১১। মাই দুইটী খুব ভারী, পাথরের ন্যায কঠিন; ফ্যাকাশে ও বিবর্ণ অথচ শক্ত; গরম এবং বেদনা পূর্ণ।

১২। গাঁটে গাঁটে বাতের আক্রমণ। গাঁটগুলি খুব ফুলে- কিন্তু বিবর্ণ; সামান্য স্পর্শে বা নড়া চড়ায় অসহ্য বেদনা।

শক্তি :—১x, ৩x, ৩ ও ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

জ্বর রোগে ডাঃ **অ্যালেনের** মতে ২০০ শক্তি।

ভাইপেরা (Vipera Torva.)।

পরিচয় :—জার্ম্মান ভাইপার (বোড়া জাতীয সর্প)। এই সর্পবিষ হইতে ভাইপেরা তৈরী হয়। ডাঃ **জার** সর্ব্বপ্রথম এই বিষজ ঔষধের পরীক্ষা করিযা লিপিবদ্ধ করেন (vide Jahr's symptomen codex)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ অকাল বার্দ্ধক্য, নাক দিযা রক্তস্রাব, শিরাপ্রদাহ; যকৃতের রোগ; জিহ্বার স্ফীতি; গলগণ্ড প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইযা থাকে।

এই ঔষধ শিরা প্রদাহ ও শিরা স্ফীতি রোগে বিশেষ উপযোগী ঔষধ। শিরা ফুলিয়া উঠিলে পর ঐ অংশ ঝুলাইযা রাখিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি; ইহাতে যেমন শিরার স্ফীতি ও প্রদাহ আছে সেইরূপ শিরার প্রসারণ (varicosis of the vein) আছে। ইহাতে রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর বিদ্ধবৎ বেদনা, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘর্ম্মোদ্গম হইযা তৎসহ অবসন্ন হইযা পড়া আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইযা হৃদ্‌পিণ্ড স্থির হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয এবং তাহার মুখমণ্ডল নীলাভ ধারণ করে (স্তাজা)। **অকাল বার্দ্ধক্যের ইহা একটী উত্তম ঔষধ।**

শিশুর বুদ্ধির অভাব (ব্যারাইটা)। লক্ষণ সকল এক বৎসর অন্তর পুনরায় ঘুরিয়া আসে। এই ঔষধ হৃদযন্ত্রের পীড়ার জন্য যেমন উপযোগী সেইরূপ যকৃতের পীড়ার ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী ডাঃ ক্লোসেট বলেন, যকৃতের ভিতর পুরাতন রক্তসঞ্চয়ে এই ঔষধ কার্য্যকরী। বিবমিষা, বমন, শিরঃঘূর্ণন তৎসহ অজীর্ণ, মূর্চ্ছা, পাণ্ডুরোগ, ক্ষয়কর অতিসার, হৃদ্‌কম্প, সর্ব্বাঙ্গীন আলস্য, অকাল বার্দ্ধক্য ও বৃদ্ধদিগের অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার্য্য ঔষধ। সবুজবর্ণ ও রক্তমিশ্রিত তরল মলত্যাগের পর বর্দ্ধিত যকৃতের ভিতর ভয়ানক বেদনা, স্রাব ; জ্বর হইয়া রোগীর ডাণদিকের কাঁধে ও উরুশিখরে বেদনা সঞ্চারিত হইলে ইহা উপযোগী (চেলিডো)। ইহার রোগীর পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনাও আছে, পক্ষাঘাত হইলে তাহার দেহে টলটলায়মান গতি হয় এবং তাহার উরুর উপর দিয়া কি একটা উপরে যেন গেল এরূপ ভাব হয়, জানু ও গুলফ আড়ষ্ট হয়, তাহার পদদ্বয় ফুলিয়া উঠে, অসাড় হয় ও উত্তাপরহিত অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০ ও ১০০০ ব্যবহার্য্য।

ভাইবার্ণাম-অপুলাস (Viburnum Opulus.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম হাইক্রেন-বেরি। গুল্ম বিশেষ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় ব্যবহৃত হয় ; সাধারণতঃ ভ্যাদাল ব্যথা ; গর্ভাবস্থার কাসি ; খালধরা ; নানাপ্রকার বাধক , কৃত্রিম প্রসববেদনা ; গর্ভস্রাব ; ডিম্বাধারের বেদনা ; পক্ষাঘাত ; জরায়ুর বেদনা ; জরায়ুর নিম্নদিকে গতি ; প্রসূতির মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতি ইহাদ্বারা উপশমিত হয়।

যে সকল স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু ও ডিম্বাধার প্রদেশে অনিয়মিত আক্ষেপিক বেদনা বর্ত্তমান থাকে এবং পেটের মধ্যস্থিত অন্যান্য যন্ত্রের আক্ষেপিক বেদনা হয়, ভাইবার্ণাম সেই ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার ঋতুশূলের বেদনা, পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া কোমর হইয়া জরায়ু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ঋতুশূলে ভাইবারণামের ন্যায় সিমিসি, জ্যান্থাক, কলোসিন্থ, ম্যাগ-ফস প্রভৃতি ঔষধও বিশেষ ফলপ্রদ। রোগিণীর বাধক বেদনায় প্রচণ্ড খালধরার ন্যায় বেদনাও ভাইবার্ণাম দ্বারা নিরাময় হয়। ইহার ঋতুস্রাব অতি অল্প ঋতু হইয়া ২।১ দিন পরেই উহা বন্ধ হইয়া যায়, জরায়ুর ভিতর ভারবোধ এবং তলপেট হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া উরু দুইটীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। কিছুদূর হাঁটিবার পর রোগিণীর পায়ে খিল ধরে তারপর সে অচল হইয়া যায়।

সম্বন্ধ :-বাধক বেদনায় **অ্যাকটিয়া-রেসির** সমতুল্য বেদনা, পৃষ্ঠ হইতে উরুদেশের উপর দিয়া সমস্ত উরুতে সঞ্চারিত হয়। **ক্যামোমিলা** রোগিণী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে এবং কাতর ভাবে প্রকাশ করে যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। **কলোফাইলামের** বেদনা সবিরাম ও আক্ষেপিক। **ম্যাগ-ফস**—যন্ত্রণা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়, ভয়ানক আক্ষেপিক বেদনা, উত্তাপে উপশম। জেলস, গসিপিয়াম, সিকেলি, সিপিয়া, ভেরেট্রাম, জ্যান্থকসাইলাম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল আরিষ্ট ১x, ২x, ৩x ক্রম।

ভাইবার্ণাম-প্রুনিফোলিয়াম (Viburnum Prunifolium.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ব্লাক হ। গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি বিশেষ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটীও স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় বিশেষ কার্য্যকরী। গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, **প্রসবান্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল ব্যথা,** বাধক, জরায়ু হইতে প্রচুর রক্তস্রাব, ধনুষ্টঙ্কার জিহ্বার কর্কটিয়া ক্ষত প্রভৃতি রোগে ইহার ক্রিয়া দেখা যায়।

গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত যাহাদের স্বভাবগত বা অভ্যাসগত হইয়াছে এরূপ স্ত্রীগণের গর্ভপাতের পূর্ব্ব লক্ষণ পাইলে ইহাদ্বারা সুফল দর্শে। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদের জরায়ুর স্থানচ্যুতির জন্য ঋতু বিশৃঙ্খলায় ভাইবার্ণাম-প্রুনিফোলিয়াম কার্য্যকরী ঔষধ। **ইহাতে যেমন গর্ভপাতের ইতিহাস আছে** সেইরূপ **বাধক বেদনারও** "চিত্র" আছে। এই ঔষধ রীতিমত ভাবে গর্ভিণীকে সেবন করাইলে সুপ্রসব হইয়া থাকে ; প্রসবের পর ভ্যাদাল ব্যথা বেশী হয় না, প্রসবের পর অত্যধিক রক্তস্রাব হয় না এবং জরায়ু খুব শীঘ্র শীঘ্র সঙ্কুচিত হইয়া যায়। গর্ভাবস্থার প্রাতর্বমন এই ঔষধ দ্বারা উপশমিত হয়, স্থানচ্যুত-জরায়ুর জন্য এবং বন্ধ্যাদিগের ঋতুর অনিয়মে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x ক্রম।

ভায়োলা-ওডোরেটা (Viola Odorata.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সুইট সেণ্টেড্ ভায়োলেট বা সুগন্ধি ভায়োলেট।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণ কেশ ও কৃষ্ণ চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের কর্ণের বিবিধ পীড়ায়, কর্ণস্রাব ও কর্ণ হইতে পূঁজ নির্গত হইতে থাকিলে বিশেষ উপযোগী। রোগী কাণে কম শুনিতে পায়, কোন কোন রোগী কাণে মোটেই শুনিতে পায় না, তাহার কাণের ভিতর সূঁচফোটান ব্যথার ন্যায় অনুভূতি। ইহার রোগীর আর একটী বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে 'রোগী সকালবেলা বিছানা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে তাহার সমস্ত শরীরে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করে কিন্তু বিছানা হইতে উঠিয়া বাহির হইবার পর আর কোন ব্যথা থাকে না'। রোগী বেহালার বাদ্য মোটেই পছন্দ করে না। ভায়োলা শিশুদিগের কৃমিরোগে সিনা ও টিউক্রিয়ামের সমতুল্য ঔষধ। বালক-বালিকাদিগের হুপিং-কাসি রোগে বিশেষতঃ যাহারা অল্পে কাতর হয়, তাহাদের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

এই ঔষধ সর্পাঘাত, মৌমাছি, বোল্‌তা প্রভৃতির দংশনে ব্যবহৃত হয়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১, ৩, ৬, ৩০।

ভায়োলা-ট্রাইকোলার (Viola Tricolar.)।

পরিচয় :—অপর নাম জেসিয়া, সাধারণ বা ডাকনাম পেন্‌সি।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নানাবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ শিশুদিগের দুধে-মামড়িতে বিশেষ কার্য্য করে। ঐ সকল দুধে-মামড়ি ভোগ কালে যদি শিশুদিগের অসাড়ে প্রস্রাব করা, প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব বা **বিড়ালের প্রস্রাবের ন্যায় গন্ধযুক্ত** প্রস্রাব করা থাকে

তবে ইহা একমাত্র ঔষধ। গণ্ডমালা-দোষযুক্ত-শিশুদিগের যদি বারংবার ফোড়া উঠে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সন্ধির বাত হয়, তবে ইহা ব্যবহার করা চলে।

শিশুদিগের "শেযে মোতা" (বিছানায় প্রস্রাব) রোগ ইহা দ্বারা দূরীভূত হয়, যদি প্রস্রাবের গন্ধ বিড়ালের প্রস্রাবের গন্ধের ন্যায় হয় তবে ইহা আরও কার্য্যকরী।

ইহাতে স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, অসাড়ে রেতঃপাত প্রভৃতিও দেখা যায়। রোগী রাত্রে ঘুমের ভিতর নানাপ্রকার অশ্লীল স্বপ্ন দেখে এবং অসাড়ে তাহার ধাতুপাত হইয়া যায় (ডিজি, জেল্‌স, ক্যাল্কে-ফস্‌, অ্যাসি-ফ্লস্‌) এবং তাহার পর রোগীর অত্যন্ত মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়, দেহ কাঁপিতে থাকে, ক্ষুধা ভালরূপ হয় না, সর্ব্বদা আলস্য বোধ, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। বসিয়া থাকিলে তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি, চলাফেরা করিলে উপশম বোধ। ইহা দ্বারা অবরুদ্ধ-মেহরোগ, উপদংশের ক্ষতাদি হইয়া শিশ্নত্বক মধ্যে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, লিঙ্গমুণ্ডে জ্বালা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ইহা দ্বারা নানাজাতীয় চর্ম্মরোগ আরোগ্য লাভ করে; বিশেষতঃ মাথার, মুখের ও কাণের পশ্চাতের একজিমায় যখন অত্যন্ত চুলকায়, জ্বালা করে, রস পড়ে তখন ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬, ৩০ শক্তি।

ভারবাসকাম্‌-থ্যাপ্‌সাস্‌ (Verbascum Thapsus)।

ব্যবহারস্থল :—ইহা সাধারণের নিকট "মূলেন" নামে পরিচিত। এখানে বলা বোধ হয় অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ভারবাসকামের মুকুল ও ফুলের পাপ্‌ড়ি হইতে **মূলেন-অয়েল** প্রস্তুত হয়। নামে "অয়েল" হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা অয়েল বা তৈল নহে; ইহাকে পুষ্পসার বা পুষ্পারিষ্ট বলাই সঙ্গত বা ঠিক। কাণের পূঁজ বা কাণের নানাবিধ যন্ত্রণার জন্য, এবং শিশু-দিগের অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করার জন্য ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। কাণের নানাবিধ পীড়ায় ইহা উপযোগী। যেন তাহার কাণ দুইটী ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, কাণে তালা লাগিযাছে এরূপ অনুভব, উচ্চৈঃস্বরে অধ্যযন কালে প্রথমে ডাণ কাণে পরে বাম কাণের ভিতর যেন রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে বা যেন তাহাতে তালা লাগিতেছে এইরূপ অনুভব। কর্ণশূলে মূলেন অয়েল বিশেষ উপযোগী ঔষধ। কর্ণশূলে-মূলেন-অয়েলে তূলা ভিজাইয়া কাণের ভিতর দিলে সত্বর যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। কৃমিদুষ্ট-শয্যামূত্র মূলেন-অয়েল θ সেবনে নিবারিত হয়।

ইহার কাসি অনেকটা ড্রসেরার কাসির মত; কাসির সহিত স্বরভঙ্গ লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ভার্বেস্কামের কাসি গম্ভীর শব্দযুক্ত; বেগ সাধারণতঃ শিশুদিগেরই বেশী হয় এবং ঐ কাসি রাত্রেই বৃদ্ধি লাভ করে।

যে সকল ব্যক্তির মলদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি আছে এবং যাহাদের অর্শে ভয়ানক চুলকানি থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধের মলম বিশেষ কার্য্যকরী।

শক্তি :—মূল আরক, ৩, ৬। মূলেন অয়েল ৫।৬ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

ভারবেনা (Verbena)।

ব্যবহারস্থল :—স্নায়ুমণ্ডল ও চর্ম্মের উপর এই ঔষধের ক্রিয়া খুব। তাহার স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য, উত্তেজনা ও আক্ষেপ। এই ঔষধ রক্তের শোষণ ক্রিয়া বাড়াইয়া দেয় ও বেদনাদি কমাইয়া দেয়। ইহা ফোস্কাযুক্ত ইরিসিপেলাস বা বিসর্প, নিদ্রাহীনতা, অপ্রবল রক্তসঞ্চয় (passive congestion) ও সবিরাম (ম্যালেরিয়া) জ্বর, মৃগী ও মানসিক অবসন্নতা ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। মৃগীরোগে (epilepsy) এই ঔষধ রোগীর মানসিক শক্তিকে বলবতী করে এবং তাহার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া দেয়।

মাত্রা :—মাদার-টিচার ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার্য্য। মৃগীরোগে দীর্ঘ দিন এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়।

ভিস্কাম-অ্যাল্বাম (Viscum Album)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম মিসল্টো।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নানাবিধ স্নায়ুশূল বিশেষতঃ সায়েটিকা বা কটিদেশের স্নায়ুশূল মৃগী; বাতের জন্য বধিরতা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, ঠাণ্ডা লাগিয়া জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং বহুকালের জরায়ুর অন্তর্বেষ্ট প্রদাহে উপযোগী ঔষধ। যাহারা জলের ভিতর কাজ-কর্ম্ম করে তাহাদের ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতুবন্ধ হইলে বা জরায়ু হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে বা জলের ভিতর থাকা ও জলঘাটার জন্য অন্যান্য রোগ হইলে ইহা ব্যবহার্য্য (ক্যাল্কেরিয়া)। বাত, গ্রন্থিবাত সহ হাঁপানি রোগে, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে শয়নে শ্বাসরোধবৎ অনুভূতি জন্মিলে ইহা উপযোগী।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, অ্যামন-কার্ব্ব ও থুজা ইহার সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—মূল আরক, ৩, ৬, ৩০।

ভিট্রাম (Vitrum)।

ব্যবহারস্থল :—মেরুদণ্ডের প্রদাহ ও অস্থিক্ষত রোগে (Potts disease) সাইলিসিয়ার পর ভাল কার্য্য করে। হাড়ের ক্ষয়রোগে (necrosis) দুর্গন্ধযুক্ত জলের ন্যায় পাতলা স্রাব ও তথায় ভয়ানক ব্যথা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী।

ভিন্কা-মাইনর (Vinca Minor)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম লেসার পেরিউইঙ্কল।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের ক্রিয়া স্নায়ুমণ্ডল ও রক্তবহা নাড়ীর উপর দেখা যায়, বিশেষতঃ মাথার চামড়ার উপরই এই ঔষধের ক্রিয়া বেশী পরিলক্ষিত হয়। ইহার রোগীর মাথায়, মুখমণ্ডলে, কর্ণের পশ্চাতে এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভেদ বাহির হয়, এমন কি ঐ সকল উদ্ভেদে ছোট ছোট

কৃমিবৎ পোকা পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে। ঐ পোকা জন্মিবার কারণ ঐ সকল উদ্ভেদের উপর এক প্রকার মামড়ি পড়ে, ঐ মামড়ির নীচে পুঁজ পচিয়া পোকা জন্মায়। একজিমা জন্মিবার জন্য রোগীর মাথার চুল উঠিয়া যায় এবং পুনরায় সেই লাল স্থানে শাদা শাদা চুল গজায়। ইহার কেশদাদ হইবার প্রবণতা অত্যন্ত। কেশদাদ হইয়া তাহার চুলগুলি গোছায় গোছায় উঠিয়া যায় এবং নূতন চুল গজায়। ইহার চর্ম্মরোগ বড়ই স্পর্শকাতর, সামান্য স্পর্শ করিলে বা আঙ্গুল দ্বারা ঘষিলে রক্ত বাহির হয় এবং ক্ষত হইয়া যায়। মাথায় একজিমা বা কেশদাদ হইয়া অত্যন্ত কষ্টকর জ্বালা, উহা হইতে অত্যন্ত রস পড়ে, এবং ঐ রস চতুর্দ্দিকের চুলে লাগিয়া জড়াইয়া যায়, চুলকায়। ভিনকা-মাইনর রোগীর একটু রাগ হইতে না হইতেই তাহার সমস্ত নাকটী লাল হইয়া যায়, ইহার রোগীর অভ্যন্তরস্থিত ভেদকাস্থির গাত্রে পীড়কাসকল বাহির হইয়া উহা হইতে রস বাহির হয় এবং ঐ রস শুষ্ক হইয়া কপিশবর্ণের চিপিটিকা বাহির হয়। ইহার রোগীর নিতম্বের উপর শয্যাক্ষতের ন্যায় ক্ষত উৎপন্ন হইয়া জ্বালা করে ও রস পড়ে। ইহার রোগিণীর অত্যধিক পরিমাণে স্রোতের ন্যায় বেগে অবিরাম ঋতুস্রাব নির্গত হয়, এত অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাবের জন্য সে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। কৈশিকার্ব্বুদ (ফাইব্রয়েড টিউমার) হইবার জন্য জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হওয়া বা বহুকাল পর্য্যন্ত যে সকল রমণীর ঋতুস্রাব বন্ধ ছিল, হঠাৎ তাহার বহুল পরিমাণে ঋতুস্রাব হওয়া ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

ভিন্‌সি-টক্‌সিকাম (Vinci-toxicum)।

ব্যবহারস্থল :—শোথ, ডায়েবেটিস, অত্যধিক পিপাসা ও প্রচুর প্রস্রাব হওয়া ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ভেরোনল (Veronal)।

ব্যবহারস্থল :—ল্যাপা বা সংযুক্ত বসন্তরোগে যখন লাল আভাযুক্ত দাগ থাকে, অধস্তকের প্রদাহ; লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গাগ্র চর্ম্মে অত্যন্ত চুলকানি।

ভ্যাক্‌সিনিয়াম-মারটিলাস (Vaccinium Myrtillus)।

ব্যবহারস্থল :—রক্তামাশয়, টাইফয়েড; অন্ত্রের বিষদুষ্ট ভাব, রোগ পুনরাক্রমণের আশঙ্কা প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াক্ষেত্র।

ভ্যানিলিন (Vanillin)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের ৬ ও ৩০ শক্তি দ্বারা চর্ম্মের বহুবিধ রোগ আরোগ্যলাভ করে, ইহা চর্ম্মরোগের একটী উত্তম ঔষধ। ভ্যানিলা মস্তিষ্ক ও যৌনশক্তিকে বর্দ্ধিত করিয়া দেয়।

ভ্যারিওলিনাম ও ভ্যাক্‌সিনিনাম (Variolinum Vaccininum).

পরিচয় :—ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্‌সিনিনাম এবং ম্যালানড্রিনাম তিনটি রোগজ (nosode) ঔষধ। এই তিনটী ঔষধই বসন্ত রোগের যেমন প্রতিষেধক তেমন রোগ আরোগ্যকারী ঔষধ। আমরা এখন উপরোক্ত দুইটী ঔষধের বিষয় লিখিব, ম্যালানড্রিনামের বিষয় নিম্নে লিখিত হইবে। কারণ ভেরিওলিনাম ও ভ্যাক্‌সিনিনাম প্রায় একইরূপ ঔষধ, ইহাদের ক্রিয়াও সাধারণতঃ একই প্রকার। ভেরিওলিনাম আসল বসন্তের রস বা পুঁজ হইতে বিচূর্ণ আকারে তৈরী হয এবং ভ্যাক্‌সিনিনাম গো-বসন্ত-বীজের রস বা পুঁজ হইতে বিচূর্ণাকারে তৈরী হইয়া থাকে।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে গোবীজের টীকা দিবার প্রচলন আছে, এই গোবীজের টীকা ভাল কি মন্দ তাহা নিয়া আলোচনা করিবার কোন প্রযোজন নাই কারণ ইহার বিপক্ষে ও সপক্ষে অনেক মতামত আছে কেবল এই কথাটী বলা কর্ত্তব্য বিধায বলিতেছি যে জীবনে একবার টীকা নেওয়া কর্ত্তব্য যাহাকে ইংরাজিতে "প্রাইমারী ভ্যাক্সিনেসন বলে"; প্রশ্ন হইতে পারে উদ্দেশ্য? "উদ্দেশ্য" "বিধেয" প্রভৃতি যুক্তিতর্কমূলক অবাস্তব প্রশ্ন না উঠাইয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট "টীকা দেওয়া" বহু গবেষণা ও পরীক্ষার পর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং "টীকা লইতে আমরা আইনতঃ বাধ্য"; আরও, আমাদের এই ভারতবর্ষেই বহু যুগ যুগান্তর হইতে **'বাংলা টীকা'** দিবার প্রথা ছিল, এই টীকা বসন্ত রোগীর রোগ-বীজ হইতে সংগৃহীত হইত। "বাংলা টীকা" আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে এখন "গোবীজ টীকা" দেশে প্রচলিত হইযাছে; জীবনে একবার টীকা নিলে কোন দোষ হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না বরং ভাবী সুফলের আশা করা যায; কোনও বিষয়ে **গোঁড়ামী না করাই** বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। বারংবার টীকা না নেওয়াই ভাল, বারংবার টীকা নিবার কুফলের জন্য অনেকে নানাবিধ পীড়ায় ভুগিতে থাকে।

প্রতিষেধক :—ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিনাম বসন্ত রোগের প্রতিষেধক; ম্যালেনড্রিনামও সেইরূপ। কেহ কেহ বলেন ভেরিওলিনাম অপর দুইটী ঔষধ হইতে বেশী ক্ষমতাশালী; কিন্তু সদৃশ লক্ষণেই সকল ঔষধ কার্য্যকরী ইহা যেন স্মরণ থাকে। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সময প্রতি সপ্তাহে ইহাদের যে কোন একটী সেবন করা কর্ত্তব্য। যদি উচ্চশক্তি সেবন করিতে ইচ্ছা হয তবে সপ্তাহে ১ বার, নিম্নশক্তি মাঝে মাঝে সেবন করা বিধি। আমাদের হাম ও বসন্ত চিকিৎসা নামক পুস্তকে অতি সুন্দর ভাবে বসন্তের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক সরল ভাবে ব্যক্ত করা আছে। টীকা বরংবার গ্রহণ করিলে যেমন নানাবিধ চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দুরারোগ্য পীড়া, টিউবারকুলোসিস প্রভৃতি রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে সেইরূপ কিন্তু আমাদের এই প্রতিষেধক চিকিৎসায কোন পীড়া হইবার আশঙ্কা নাই; আবার বসন্ত যদিও বা হয তবে সাংঘাতিক জাতীয বসন্ত হয় না; বসন্ত-মহামারীর সময যখন শীত শীত ভাব, গা বমি-বমি, বমন, উদরাময় ও অক্ষুধা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায তখনই ভাবিতে হইবে বসন্ত হইবার সম্ভাবনা; সেই সময "ভেরিওলিনাম" ৩০ শক্তি প্রতি ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে বসন্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না; যদি বসন্ত হইয়া টাইফয়েড অবস্থা আসিযা পড়ে তাহা হইলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

ভেরিওলিনামের রোগীর জ্বর এত হয যেন রোগীর শরীর পুড়িয়া যাইবে, জ্বরের সহিত মাথায অসহ্য যন্ত্রণা, তাহার মাথা এত ভারী যে সে মাথা তুলিতে পারে না, মাথা তুলিতে গেলে যেন সে

পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে এরূপ ভাবহয়। যেমন তাহার সমস্ত শরীর আগুনের ন্যায় গরম হয় সেইরূপ তাহার মুখ ও নাকের ভিতর হইতে যেন আগুনের মত উত্তপ্ত বিস্পহার হইবে এরূপ ভাব হয়, সেই সঙ্গে কোমরে সাংঘাতিক বেদনা, সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা এই সকল বেদনার জন্য রোগী পাগলের ন্যায় হয়। জ্বরের সহিত বমি হয় বা গা বমি-বমি করিতে থাকে, মুখমণ্ডল ভয়ানক গরম ও টস্‌টস্ করে, মাথায় যন্ত্রণা এত সাংঘাতিক হইতে থাকে যেন মনে হয় কেহ তাহার মাথার ভেতর ছুরি দিয়া আঘাত করিতেছে। রোগীর জিহ্বায় পুরু হলুদবর্ণের লেপ পড়ে, রোগী যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন তাহার জিহ্বা বাহির করিয়া ঘুমায়, তখন সেই জিহ্বা দেখিতে কাল লেপাবৃত। তাহার মুখ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, কোন জিনিস খাইতে গেলে পর গলার ভিতর টাটানি ব্যথা অনুভব করে। জ্বরের সহিত বমি তো থাকেই সেই সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত বাহ্যে বা আমাতিসার দেখা যায়, প্রস্রাব ব্রাণ্ডির ন্যায় কৃষ্ণাভ লাল বর্ণবিশিষ্ট।

ভ্যাক্সিনিনামেও উপরোক্ত লক্ষণ থাকে তবে ভেরিওলিনামের ন্যায় শীত ভাব নাই, কপালে ও পায়ে সকালে যন্ত্রণার আধিক্য হয়; অস্থিরতা ও অক্ষুধা ইহার বেশী। এই সকল ব্যক্তিকে ক্ষত আরোগ্যের পরবর্ত্তী **চিহ্ন দূর** করিতে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। পামা, কুষ্ঠ, রক্তআঁচিল, স্নায়ুশূল, বহুকালের চর্ম্মরোগ; অগ্নিমান্দ্য; পেটে অত্যধিক বায়ুসঞ্চয়; হুপিংকাসি; নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

ভ্যালেরিয়ানা (Valeriana Officinalis.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ভ্যালেরিযান।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটী মূর্চ্ছা, হাঁপানি, শয্যাক্ষত, বয়ঃসন্ধিকালের পীড়া, নিম্নকটিশূল, স্নায়ুর অতিরিক্ত অনুভূতি ও স্নায়ুর বিবিধ পীড়ার ক্ষেত্রে যখন নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগে ফল পাওয়া যায় না তখন ভ্যালেরিয়ানা প্রয়োগে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। ইহা অনিদ্রা ও দন্তশূল প্রভৃতির উত্তম ঔষধ। ভ্যালেরিয়ানা বায়ু ও স্নায়ুপ্রধান-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়ায় যখন তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত প্রখর থাকে তখন কার্য্যকরী। মূর্চ্ছাবায়ু বা হিষ্টিরিয়া রোগে রোগীর মন অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, কখনও ভীষণভাবে রাগিয়া উঠে আবার কিছু পরেই সমস্ত রাগ চলিয়া যায়, সেই সঙ্গে তাহার এইরূপ ভাব হইলে—'যেমন সে শূন্যে উড়িতেছে বা তাহার গলার ভিতর একগাছা চুল ঝুলিতেছে' তাহা হইলে ভ্যালেরিয়ানা একমাত্র ঔষধ। ডাঃ ন্যাস একটী গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সায়েটিকা রোগে **গলায় একগাছা সুতা বা চুল ঝুলিতেছে অনুভূতি** এবং দাঁড়াইলে ও মেঝেতে পা রাখিলে রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন। স্নায়বিক নানাপ্রকার পীড়ার জন্য পাকযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা রোগেও ইহা উপযোগী।

ভ্যালেরিয়ানা রোগীর অস্থিরতা একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। তাহার মস্তিষ্কের অস্থিরতা, সে এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না। সায়েটিকার বেদনায় রোগী দাঁড়াইলে বা মেঝেতে পা রাখিলে বৃদ্ধি, অনবরত গরম লাগাইলে উপশম।

ইহার চোখের উপরও ক্রিয়া আছে, রোগীর চোখের পাতার কিনারায় জ্বালা করে, কটকট করে, অন্ধকারে চোখের সম্মুখে একটী উজ্জ্বল বস্তু রহিয়াছে, একটী উজ্জ্বল আলোক রহিয়াছে, এবং দূরের জিনিষগুলি অতি নিকটে আছে এরূপ বোধ।

যখন স্নায়ুপ্রধান মাতাগণ ক্রোধান্বিতা হয়েন তখন শিশু স্তন্যপান করিলে দধির ন্যায় জমাট দুগ্ধ বমন করে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ভ্যানেডিয়াম (Vanadium)।

ব্যবহারস্থল :—যকৃত ও ধমনীর অপকর্ষতা ইহাদ্বারা দূর হয়। ক্ষুধাশূন্যতা ও অজীর্ণ; প্রস্রাবে অণ্ডলালা বা অ্যাল্‌বুমেন, মাংস বা চর্ম্মকুচি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা (casts) এবং রক্ত থাকিলে, কাঁপুনি ইহার সর্ব্বাঙ্গীন বা একাঙ্গের হইতে পারে, শিরঃঘূর্ণন; মূর্চ্ছাবায়ু এবং অবসাদকর ভাব; অন্ধত্ব; শুষ্ক কাসি রক্তোৎকাসি, নাক, চক্ষু ও গলার প্রদাহ, ক্ষয়রোগ; পুরাতন বাত ও ডায়েবেটিস প্রভৃতি এবং অজীর্ণ ক্ষয়রোগের প্রথম অবস্থায় টনিকের কার্য্য করে।

শক্তি :—৬, ১২, ৩০।

ভেরেট্রিণ (Veratrin)।

ব্যবহারস্থল :—ফোস্কাযুক্ত পীড়কার প্রসারণ এই ঔষধে আছে কিন্তু ভেরেট্রিণ শরীরস্থ চর্ম্মের, কিড্‌নীর ও লিভারের দূষিত পদার্থ নিঃসারণ করিয়া উহাদিগকে কার্য্যক্ষম করিয়া দেয়।

ভেরেট্রিণা (Veratrina)।

ব্যবহারস্থল :—ইহা স্যাবাডিলার উপক্ষার (alkaloid) **ভেরেট্রামের উপক্ষার নহে** ইহা স্মরণ রাখিবে। স্নায়ুশূল ও শোথরোগ আরোগ্য করিতে ইহার ক্ষমতা আছে। তড়িৎ-প্রবাহ যদি মাংসপেশীতে লাগে তবে ইহাদ্বারা সুফল ফলে;

ভেরেট্রাম-অ্যাল্‌বাম (Veratrum album.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম হেলিবোরাস অ্যালবাম বা হোয়াইট হেলিবোর।

ব্যবহারস্থল :—কলেরা, সাংঘাতিক কলেরা, দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া, ভেদবমি, রক্তাল্পতা, হৃদশূল, সন্ন্যাস, শ্বাসনলী-প্রদাহ, হিমাঙ্গাবস্থা, খিলধরা অবসাদ, মৃগী, বাধক, শিরঃপীড়া, প্রসবের পর কোষ্ঠকাঠিন্য, যকৃতের রক্তাধিক্য, সবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, দূষিত জ্বর, ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ, প্লীহার স্ফীতি, বাধক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

কলেরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই ঔষধটী কত বড় এবং ইহার কার্য্যকরী ক্ষমতা কত চমৎকার তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন না। কলেরা, চিকিৎসায় অ্যাকোনাইট, ক্যাম্ফর, আর্সেনিক, কুপ্রাম ও ভেরেট্রাম অ্যালবাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাদের ভিতর কোনটী বড় আর কোনটি ছোট ব্যাখ্যা করা যায় না স্বয়ং হানেমান এই ঔষধগুলিকে কলেরার অতুলনীয় ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

ক্রিয়াস্থল ঃ—এই ঔষধ শিশু, বৃদ্ধ, জীবনীশক্তিহীন ব্যক্তি, স্নায়ুপ্রধান এবং আবেগপূর্ণ যুবকগণের পীড়ায় বিশেষ কার্য্যকরী। ইহার রোগী এত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে যে তাহার শক্তি রহিত হইয়া যায়। ভেরেট্রাম—অ্যালবাম কলেরার যেমন উৎকৃষ্ট ঔষধ সেইরূপ সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া জ্বরেও কার্য্যকরী ঔষধ।

ভেরেট্রাম অ্যালবামের যে কোন রোগে **কপালে প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম হইবে,** কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া ইহার নির্দ্দেশক লক্ষণ। রোগীর যখন পতনাবস্থা উপস্থিত হইবে তখনও তাহার ঐরূপ কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা যাইবে। রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে পাণ্ডুবর্ণ, তাহার চক্ষু ও গণ্ড কোটরাবিষ্ট, নাসিকা উচ্চ এবং মূর্ত্তি নীল হইয়া যায়। রোগী শুইয়া থাকিলে তবু এক প্রকার দেখা যায় কিন্তু উঠিয়া বসিবামাত্র তাহার চেহারা মৃতব্যক্তির ন্যায় ফ্যাকাসে হয়, নাড়ী ক্ষীণ, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা এবং **কপালে ঠাণ্ডা ঘাম,** অত্যধিক জল পিপাসা, পিপাসায় কেবল ঠাণ্ডা জল পান করিবার ইচ্ছা, কখন কখনও টক্‌ দ্রব্য খাইতে চায়।

ভেরেট্রামে প্রচুর ভেদ, বমি ও ঘর্ম্ম হইবে। প্রচুর স্রাব নিঃসরণের জন্যই ভেরেট্রাম বিখ্যাত ঔষধ। ইহার বাহ্যে হইবে প্রচুর, ইহার বমিও হইবে প্রচুর, ঘর্ম্ম যে হয় তাহাও প্রচুর, আবার সে জল পান করে তাহাও প্রচুর কিন্তু যত প্রচুর পরিমাণেই জলপান করুক না তাহার পিপাসার নিবৃত্তি হইবে না। কলেরা বা সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া বা উদরাময় রোগীর হাতে পায়ে খিলধরে মাথার উপরে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ করে, যেন কেহ তাহার ব্রহ্মতালুতে একখণ্ড বরফ রাখিয়াছে এবং তাহার মস্তিষ্ক যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এরূপ তীব্র যন্ত্রণা, রোগীর ঘাড় অতিশয় দুর্ব্বল সে তাহার মাথা খাড়া করিয়া রাখিতে পারে না, মাথা তুলিলেই ঝাঁকিয়া পড়ে এই লক্ষণ হুপিং কাসির রোগীর আরও বেশী হয়। অহিফেনের দোষ নষ্ট করিতে এবং যাহারা দোক্তা খায় তাহাদের নানাবিধ পীড়ায় ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

মন ঃ—ভেরেট্রাম রোগী যেমন একাও থাকিতে পারে না আবার কেহ তাহার কাছে থাকিলে কথা বলিতে চায় না। ইহার রোগী নিজের বলা কথা নিজেই বুঝিতে পারে না; সে নিজকে বিখ্যাত লোক বলিয়া মনে করে এবং অনর্গল টাকা উড়াইতে চায়। ইহার রোগীর যখন উন্মাদ অবস্থা হয় তখন সম্মুখে যাহা পায় ভাঙ্গিয়া ফেলে, কাপড় পাইলে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলে (ইগ্নে, ষ্ট্র্যামো, ট্যারেন্টি,) এইরূপভাবে উন্মত্ততা **ষ্ট্র্যামোনিয়াম** রোগীরও আছে, অনর্গল ভুল বকা ও ধর্ম্ম বিষয়ে কথা বলা এই ঔষধেই দেখা যায় তবে ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগীর মুখ অত্যন্ত লাল ও ফুলো ফুলো আর ভেরেট্রাম রোগীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, চোখ মুখ বসা যেন মরা মানুষ। তারপর দুর্ব্বলতা ও অবসাদ ভেরেট্রামের অত্যধিক—যাহা ষ্ট্র্যামোনিয়ামে পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় যখন ভেরেট্রাম প্রযুক্ত হয় তখন আবার এইরূপ মানসিক লক্ষণ দেখা যায় যেন সে গর্ভবতী হইয়াছে (ইগ্নে, স্যাবাড) এবং শীঘ্রই সন্তান প্রসব করিবে।

সূতিকা উন্মাদ অবস্থায় সে তাহার পরিধেয় কাপড় ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করে, অশ্লীল ব্যবহার করে, সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকে প্রণয়ের কথা বলে, ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে সকলকেই চুম্বন করিতে যায়; কখন বা ধর্ম্মমূলক উপদেশ দেয়। তাহার আর একটী অদ্ভূত লক্ষণ প্রকাশিত হয় যেন সে স্বপ্নরাজ্যে বিরাজ করিতেছে সমস্ত দ্রব্যই তাহার নিকট স্বপ্নবৎ (ল্যাক-ক্যানাইন, অ্যানাকা, ল্যাকে, মেডোরি ও ভ্যালেরিয়ানা প্রভৃতি ঔষধেও ঐরূপ স্বপ্ন লোকে বিরাজ করিতেছে লক্ষণ আছে)।

ভেরেট্রাম সম্বন্ধে বিখ্যাত কয়েকজন চিকিৎসকের অভিমত —

ডাঃ **গারেন্সি বলেন**—কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হইবার সহিত অতিশয় দুর্ব্বলতা ভেরেট্রামের প্রধান লক্ষণ; ডাঃ **রডক বলেন**—রোগীর চর্ম্ম নীলাভ, মুখমণ্ডল শীর্ণ, অত্যন্ত দুর্ব্বল সেই সঙ্গে খিলধরা, মূর্চ্ছা, নাড়ী লুপ্ত হইয়া যাওয়া, জিহ্বা শীতল, শ্বাসপ্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম অত্যন্ত শীতল এবং অতিশয় জল পিপাসার সহিত সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া যাওয়া, চাল ধোয়ানি জলের ন্যায় প্রচুর ভেদ, হাতপায়ের শীতলতা, ফ্যাকাসে ভাব হইয়া যাওয়া, যেমন অতিরিক্ত ভেদ হয় সেইরূপ অতিরিক্ত বমন হওয়া এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

ডাঃ হিউজেস বলেন—প্রচুর ভেদ বমি তৎসহ অবসন্ন হইয়া পড়া, মূর্চ্ছিত হওয়া, সর্ব্বশরীরে শীতল ঘর্ম্ম হওয়া ইহার বিশিষ্টতা।

ডাঃ ডানহাম নির্দ্দেশ দেন—অন্ত্র ও বক্ষঃস্থলের লক্ষণের সহিত মুখমণ্ডলে ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম বিশেষতঃ কপালে **প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম** হওয়া ইহার মুখ্য লক্ষণ।

কলেরায় ভেরেট্রাম একটী অতি উত্তম ঔষধ। ইহার ভেদ পুনঃ পুনঃ হুড় হুড় করিয়া হয়; ভেদ জলবৎ, চাল-ধোয়ানি জলের ন্যায়, উহার সহিত টুকরা টুকরা পদার্থ সকল নির্গত হয়, সেই সঙ্গে পেটে কর্ত্তনবৎ শূলবেদনা, খিলধরা, ঐ খিলধরা হাত পা হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে এবং মলত্যাগের সময় কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়, জল পিপাসাও প্রচুর; বাহ্যে যেমন হয় সেইরূপ গা-বমি-বমি ও বমন হইতে থাকে। ইহার বাহ্যে যেমন প্রচুর হয় বমিও সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। **আর্সেনিকের** ন্যায় জলপানের পর বমন ইহাতে আছে তবে আর্সেনিক রোগী যেমন পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করে ইহার রোগী সেইরূপ করে না, ভেরেট্রামের রোগী এক একবার প্রচুর পরিমাণে জলপান করিয়া থাকে, ইহার বমন সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয়; **ট্যাবাকাম** রোগীরও সেইরূপ নড়াচড়ায় বমনের বৃদ্ধি দেখা যায়; ট্যাবাকাম রোগীর বমনের পর **সর্ব্বাঙ্গে** শীতল ঘর্ম্ম হয় আর ভেরেট্রামের হয় **কপালে** প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম। বাহ্যে ও বমনের পর অত্যন্ত অবসন্ন হওয়া বা পতন বা হিমাঙ্গ অবস্থা হওয়া **কার্ব্বো-ভেজ** রোগীর ন্যায় ইহাতেও আছে। উভয় ঔষধেই সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া আছে, সর্ব্বশরীর নীলবর্ণের হয়; মুখ চুপসে যায়, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই কার্ব্বো-ভেজে **সর্ব্বশরীরে** ঠাণ্ডা ঘাম হয় আর ভেরেট্রামে **মাথায় ও কপালে** ঠাণ্ডা ঘাম হয়, কার্ব্বো-ভেজে **আক্ষেপ থাকে না**, ভেরেট্রামে **আক্ষেপ থাকে**; কার্ব্বো-ভেজ-রোগী অনবরত পাখার হাওয়া (বিশেষতঃ নাকের কাছে বেশী) চায়, ভেরেট্রামে ঐরূপ জোরে জোরে হাওয়া চাওয়া নাই।

আর্সেনিকের ও ভেরেট্রামের ভিতরও সাদৃশ্য আছে, সুতরাং ইহাদের পার্থক্য দেওয়া গেল। ভেরেট্রামে **অত্যধিক বাহ্যে ও বমি** করিবার পর রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, আর্সেনিক **অল্প ভেদ-বমির** পরই অবসন্ন হইয়া যায়। ভেরেট্রাম রোগী পরিমাণে যত বেশী বাহ্যে করে তত বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আর্সেনিক রোগীর ভেদ-বমির পরিমাণ অল্প কিন্তু আনুষঙ্গিক যাতনা ও বমনের চেষ্টা অত্যন্ত বেশী। আর্সেনিকের রোগীর যাতনা, অন্তর্দাহ, ঘনঘন পিপাসা, অসহিষ্ণুতা, মৃত্যুভয়, মানসিক যাতনা ইত্যাদি থাকে, ভেরেট্রাম রোগীর ঐরূপ কিছুই দেখা যায় না, আর্সেনিক রোগী ঘনঘন **অল্প অল্প** জলপান করে আর বমি করে বা বমনের চেষ্টা করে; ভেরেট্রাম রোগী পিপাসায় জলপান করে **প্রচুর পরিমাণে,** তারপর **বমনও করে** প্রচুর পরিমাণে। আর্সেনিক রোগী জলপান করিলে তাহার যন্ত্রণার **বৃদ্ধি** হয়, ভেরেট্রামে **উপশম** হয়, তাহার জলপান করিতে ভাল লাগে।

ক্যাম্ফারের সহিতও ভেরেট্রামের সাদৃশ্য আছে। পতনাবস্থায় উভয় ঔষধের রোগীর শরীরই ঠাণ্ডা হইয়া যায় কিন্তু ক্যাম্ফার রোগীর পতনাবস্থায় **ঘর্ম্মের অভাব** ভেরেট্রামে মুখমণ্ডলে **প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম,** ক্যাম্ফারের **বাহ্যে প্রচুর হয় না,** কখনও ২।১ বার বাহ্যের পরই রোগীর পতনাবস্থা উপস্থিত হয়, আর ভেরেট্রাম রোগীর **প্রতি বারে প্রচুর বাহ্যে।** কলেরায় যখন জ্বর বা জ্বরবিকার উপস্থিত হয় তখনও ভেরেট্রাম কার্য্যকরী। সাধারণতঃ কলেরার বিকার অবস্থায় অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, রাস-টক্স বেশী কার্য্যকরী।

ম্যালেরিয়া:—সাংঘাতিক (Malignant) ম্যালেরিয়া জ্বরে ভেরেট্রাম-অ্যাল্বাম একটী উত্তম ঔষধ। সাধারণ চিকিৎসক কেবল বলিয়া থাকেন ইহা কেবল কলেরার একটী ভাল ঔষধ। ভেরেট্রাম কলেরার যে একটী চমৎকার ঔষধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা যে আবার সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়ার উত্তম ঔষধ তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচিত হয় লক্ষণের সমষ্টি নিয়া, রোগের নাম নিয়া ইহার প্রয়োগ নাই, যেখানে শৈত্যের প্রাধান্য অত্যন্ত বেশী, উত্তাপাবস্থার অভাব, অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া যাওয়ার সঙ্গে **প্রচুরতা খুব** অর্থাৎ ভেদ, বমি ও ঘর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে হয় বিশেষতঃ কপালে প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম হয়, অত্যন্ত জল পিপাসা থাকে, পিপাসায় প্রচুর পরিমাণে শীতল জলপান করে, সকল অবস্থাতেই শক্ত জিনিষ খাইবার অত্যন্ত বাসনা থাকে সেখানে ভেরেট্রাম-অ্যাল্বাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার শীতাবস্থা অত্যন্ত প্রবল, রোগীর সর্ব্বক্ষণই শীত থাকে, তাহার সর্ব্বসময়ই শীত অনুভূত হয় এবং শীতল জলপানে ঐ শীতের আধিক্য বেশী দেখা যায়, হয়ত কখনও রোগীর কোন অংশ একটু গরম হইয়াছে, আবার পর মুহূর্ত্তেই সেই অংশ ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া ইহার বিশিষ্টতা। রোগীর পা দুইখানিতে যেন কেহ শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে এরূপ বোধ (হেলোডার্ম্মা, ক্যাম্ফার)। ইহার উত্তাপাবস্থা বহুক্ষেত্রেই আভ্যন্তরিক দেখা যায়, উত্তাপাবস্থায় শীতল জল পান করিতে না চাহিলেও ঠাণ্ডা পানীয় চায়, তাহাকে যত ঠাণ্ডা দ্রব্যই দাও না কেন তৃপ্তি হয় না। ঘর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে হয়, একটু নড়াচড়া করিলেই ঘর্ম্ম হইতে থাকে, ঘর্ম্ম কপালেই বেশী হয়, ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত আঠা আঠা, কাপড়ে দাগ পড়ে। ইহার জ্বরের সহিত কলেরার ন্যায় ভেদ ও বমন হইয়া থাকে, কোন কোন রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্যও দেখা যায়। ভেরেট্রামের ম্যালেরিয়া রোগীকে দেখিলে মনে হয় যে ইহার আর বাঁচিবার আশা নাই, মুখ চোখ বসিয়া যায়,

সমস্ত শরীর ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হইয়া পড়ে, নাকের ডগা সরু হইয়া উঠে ও হাত পা অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয় ও চুপসে যায়, ইহার রোগের বৃদ্ধি ভোর টায়। সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়ায় ২০০ শক্তির নীচে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

উন্মত্ততা :—ইহার উন্মত্ততা অত্যধিক। উন্মত্ততায় রোগিণীর কাপড় চোপড় ছিঁড়িয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি অত্যধিক। এই সময় তাহার অনবরত কামপ্রবৃত্তি জাগরিত হয় এবং প্রেম সম্বন্ধে অনবরত কথা বলে, কখন কখন আবার ধর্ম্ম সম্বন্ধেও উপদেশ দেয়। এরূপ উন্মত্ততা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূতিকাবস্থায় দেখা যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—ভেরেট্রামে যেমন মল তারল্য আছে সেইরূপ কোষ্ঠকাঠিন্যও আছে। মলাশয়ের জড়তা হেতু বাহ্যের অনিচ্ছা, বৃহৎ কঠিন মলত্যাগ, কাল কাল গোলাকার মল (ঢেলি; ওপি) ইহাতে আছে।

মূত্ররোধ : কলেরার পর মূত্রবিকার রোগে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার অসাড়ে প্রস্রাব, (অ্যা-নাই, আর্স, ক্যাম্ফার, ম্যাগ-কার্ব্ব). পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিবার সহিত অত্যন্ত জল পিপাসা, ক্ষুধা, মাথার যন্ত্রণা ও কাসিতে কাসিতে অসাড়ে প্রস্রাব করা ইহাতে দেখা যায়।

স্ত্রীরোগ :—সদ্য প্রসূতিদিগের কামোন্মাদ রোগ (প্ল্যাটি) আবার ঋতু বন্ধ হইয়া কামোন্মাদ রোগ জন্মিলে ইহা ব্যবস্থেয়।

গর্ভাবস্থায় :—যখন রোগিণী নিজের বাড়ীর ভিতর অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায়, কাহারও সহিত কথা বলে না, অত্যন্ত পিপাসা থাকে ও বমি করে, গর্ব্বিত ভাবে থাকে তখন ইহা ব্যবস্থেয়। প্রসবকালীন ধনুষ্টঙ্কারে যাহাকে ইকলামসিয়া বলে), এবং সামান্য নড়াচড়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে এবং ভেরেট্রামের অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। সাধারণতঃ ইকলামসিয়ার উত্তম ঔষধ অ্যাসি-হাইড্রোসিয়ানিক, বেলেডোনা, সাইকিউটা, হায়োসি, ওেনিরোর, কেলি ব্রোম।

ভেরেট্রাম - কপালে শীতল ঘর্ম্মে—ট্যাবাকামের তুল্য; (ট্যাবাকামে সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম থাকে)। অশ্লীল কথা, প্রণয় কথা বা ধর্ম্ম বিষয় উপদেশে —হায়োসায়েমাস, ষ্ট্র্যামো তুল্য; সামান্য নড়াচড়ায় মূর্চ্ছিত হওয়া—সাল্‌ফার, কার্ব্বো-ভেজ তুল্য; মাথার উপরে বরফ রহিয়াছে এই লক্ষণে—সিপিয়া তুল্য, অম্ল বা রসাল দ্রব্যে স্পৃহা—অ্যাসিড-ফস্ তুল্য; জলপানের পর বমনের বৃদ্ধি—আর্সেনিক তুল্য; বেদনাহীন কলেরা বা উদরাময়ে—রিসিনাস, ইলাটে, পডো তুল্য, ভেরেট্রাম—মানসিক আবেগ জন্য আক্ষেপ লক্ষণে—ইগ্নেসিয়া তুল্য; সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বরে—ল্যাকেসিস তুল্য; হাস্য বা ক্রন্দন পর্য্যায়ক্রমে—অরাম ও পাল্‌সে তুল্য, নাকে বিষ্ঠার গন্ধ পায়—অ্যানাকার্ডিয়াম তুল্য।

বাধক রোগে ভেদ বমন বিদ্যমান থাকিলে অ্যামন-কার্ব্ব ও বোভিষ্টার পর ভেরেট্রাম বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—কেহ স্পর্শ করিলে, টিপিলে, উত্তাপ লাগিলে, গরম জলে স্নান করিলে, জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে, গরম ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে, ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে, ঘর্ম্মাবস্থায়, এবং ভয় পাইবার পর বৃদ্ধি। স্থির হইয়া থাকিলে, মস্তক পশ্চাৎদিকে হেলাইলে, লম্বা ও চিৎ হইয়া শুইলে এবং নড়াচড়ায় বা চলাফেরায় এবং উত্তাপে উপশম।

শক্তি :—১x, ৩, ৬, ৩০, ২০০।

কলেরার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ৩x, ৬, ১২, ৩০ ব্যবহার করিতে বলেন। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ায় ২০০ শক্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ভেরেট্রাম-ভিরিডি (Veratrum Viride)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম হেলোনিয়াস-ভিরিডিস।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সন্ন্যাস রোগ, মাথার তীব্র যন্ত্রণা, মস্তিষ্কের প্রদাহ, সর্দ্দিগর্ম্মি, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, ঋতুলোপ, ঠাণ্ডা লাগা, মেনিনজাইটিস, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি পীড়ায় কার্য্যকরী।

ক্রিয়াস্থল :—রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। রক্তসঞ্চয় হইয়া রোগী যখন উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকিতে থাকে, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত মাথার যন্ত্রণা হয়, নাড়ী অত্যন্ত পুষ্ট, গাত্রোত্তাপ অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়া চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ, নাড়ীর গতি ধীর অথচ কঠিন স্বর বসিয়া যাওয়া, মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণের হয় তখন ইহা উপযোগী। অনেক চিকিৎসক বলেন অত্যধিক জ্বরে ভেরেট্রাম-ভিরিডি ব্যবহৃত হইলে জ্বর শীঘ্র শীঘ্র কমিতে থাকে, কিন্তু এরূপ প্রয়োগ সমর্থন যোগ্য নহে কারণ অধিক মাত্রায় ভেরেট্রাম-ভিরিডি সেবন করিবার ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং যখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের গতি ভালরূপ দেখিয়া নিতে হইবে, আর এই ঔষধ প্রয়োগ করিলেও ২।১ মাত্রার বেশী প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে।

ধনুষ্টঙ্কার—শিশুদিগের জ্বর হইলে শিশু ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে, এরূপ ঝাঁকিয়া উঠা দেখিলেই বুঝা যায় তাহাদের তড়কা হইবে, অত্যন্ত জ্বরের সময় শিশু তাহার মাথা অনবরত চালিতে থাকে, মস্তক পিছনের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। ইহা যেমন ধনুষ্টঙ্কারের উত্তম ঔষধ সেইরূপ মেনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার রোগে যখন চক্ষুতারকা প্রসারিত হয়, ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ হয়, ঠাণ্ডা আঠা আঠা ঘাম হয় তখন উপযোগী।

সর্দ্দিগর্ম্মি :—ইহার রোগীর মস্তক অত্যন্ত ভারী হয়, ধমনীসকল দপ্ দপ্ করিতে থাকে কোন প্রকার শব্দ সহ্য হয় না, চক্ষে প্রত্যেক বস্তু দুইটী দেখে, জিহ্বা শাদা বা হলুদবর্ণের এবং জিহ্বার মধ্যস্থলে **লম্বালম্বিভাবে একটী সরু লাল দাগ পড়ে।** জিহ্বা বোধ হয় যেন আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে নাড়ীর গতি অতি হঠাৎ দ্রুত হইয়া আস্তে আস্তে কমিতে থাকিলে এবং কখনও সবিরাম কখনও অবিরাম হইলে ইহা উপযোগী।

ভেরেট্রাম-ভিরিডির প্রধান লক্ষণ **জিহ্বার উপর একটী লাল রেখা,** এই রেখাটী জিহ্বার ঠিক **মধ্যভাগে লম্বালম্বি থাকে,** কেবল এই লক্ষণটী দেখিয়াই ভেরেট্রাম-ভিরিডি প্রয়োগ করা চলে।

নিউমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় যখন অত্যন্ত জ্বর থাকে সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, পূর্ণ কঠিন নাড়ী, অসহনীয় মাথার যন্ত্রণা; মুখমণ্ডল নীলাভ বা লালিমাযুক্ত, শীতল ও ঘর্ম্মসিক্ত; সন্ধি ও পেশীসমূহে তীব্র বেদনা (ব্রাইয়ো, ফ্যাসি-স্যাণি), জিহ্বার মধ্যে লালবর্ণের রেখা; রক্তাক্ত প্রস্রাব থাকিলে ভেরেট্রাম-ভিরিডি কার্য্যকরী ঔষধ।

তরুণ বাত রোগের সহিত প্রবল জ্বর, পূর্ণ কঠিন ও দ্রুত নাড়ী প্রভৃতি থাকিলে ইহা উপযোগী। জ্বরের সহিত মস্তকের উত্তপ্ততা; চক্ষুর লালবর্ণ, বাক্যের জড়তা ইত্যাদির সহিত পূর্ব্ববর্ণিতরূপ জিহ্বা থাকিলে ইহাই ঔষধ।

পোয়াতিদিগের তড়কা রোগে যখন মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হেতু রোগিণী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, পুনরাক্রমণের ভিতর তাহার পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার জন্য গভীর নিদ্রিতের মত পড়িয়া

থাকে এবং যখন চৈতন্যোদয় হয় তখন ক্ষীণদৃষ্টি, চক্ষু কনীনিকার প্রসারণের সহিত টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ হইতে থাকে, নাড়ী অতিশয় বেগবতী ও জিহ্বার পূর্ব্ববর্ণিতরূপ লাল রেখা পাওয়া যায় তখন ইহাই ঔষধ।

হামজ্বর হইতে যখন শিশুর তড়কা হয়; তড়কায় শিশু ক্রমাগত ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে ও মাথা নাড়ায়, নাড়ী কঠিন ও ঘন গতিবিশিষ্ট ও ফুসফুস প্রদাহযুক্ত এবং পূর্ব্ববর্ণিতরূপ জিহ্বার অবস্থা পাওয়া যায় তখন ইহাই ঔষধ। কোন কোন শিশুর কপাল, হাত, পা শীতল হইয়া যায় এবং আস্তে আস্তে পিঙ্গলবর্ণের গুটিকা সকল বাহির হইতে থাকে।

সতর্কতা:—কেবল নাড়ীর গতি মৃদু করিতে, জ্বরের তীব্রতা হ্রাস করিতে, মস্তিষ্ক ও শ্বাসযন্ত্রের রক্তসঞ্চয় কমাইতে বা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া নিয়মিত করিতে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে কারণ তাহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে রোগীর অপকারই হয়। ডাঃ **ন্যাস** বলেন, জ্বরের বা অন্যান্য তরুণ রোগের প্রথমাবস্থায় সময় সময় ভেরেট্রাম-ভিরিডি প্রয়োগে উপকার হয় কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া নষ্ট হওয়া রোগী বহুস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেইজন্য ইহার লক্ষণসমষ্টি দেখিয়া তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সাংঘাতিক জাতীয় বসন্তরোগে যখন অত্যন্ত জ্বর, মুখ চোখ লাল, পিঠে বেদনা ও দ্রুত নাড়ী থাকে ও জিহ্বায় ঐরূপ দাগ পাওয়া যায় তখন ইহা ব্যবহার্য্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—নড়াচড়ায়, বিছানা হইতে উঠিলে, গরম স্থান হইতে ঠাণ্ডা স্থানে যাইলে, সোজা হইয়া বসিলে, শীতের সময় অনাবৃত অবস্থায় বাহির হইলে বৃদ্ধি। মাথা ঠিকভাবে রাখিলে, স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে, ঘষিয়া দিলে ও মর্দ্দন করিলে উপশম।

ভেরেট্রাম-ভিরিডি—সূতিকা আক্ষেপে—জেলস্ তুল্য; রক্তাধিক্যে—ফেরাম-ফস, বেলাডোনা তুল্য; তাণ্ডবরোগে—হায়োসায়ামাস তুল্য; ফুসফুস্ প্রদাহে—স্যাঙ্গুইনেরিয়া তুল্য, ধনুষ্টঙ্কারে—নাক্স, ক্যাল্ক, হাইপো-ফস তুল্য; বাতের তরুণ জ্বরে—ব্রাইয়োনিয়া, অ্যাসি-সেলি তুল্য; সূর্য্যাঘাতে—গ্লোনয়েন, জেলস্ তুল্য; ধীর ও অনিয়মিত নাড়ীর গতিতে—ডিজিটেলিস তুল্য, ঘাড় নাড়ায়—লাইকো, ষ্ট্র্যামো ও গ্রীবার পেশীর দুর্ব্বলতায়—অ্যান্টি-টা তুল্য ঔষধ।

শক্তি:—১, ৩, ৬, ৩০।

ভেস্‌পা-ক্র্যাব্রো (Vespa Crabro)।

পরিচয়:—জীবিত বোলতা (Live wasp) হইতে প্রস্তুত।

ব্যবহারস্থল:—ইহা চর্ম্ম এবং স্ত্রীরোগ ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়। অক্ষিপুটের বিসর্পজনিত প্রদাহ, মাথা অত্যন্ত ঘুরান, পিছনে ঠেস দিয়া শুইলে আরাম বোধ, ঋতুর সময় পেটে ব্যথা, চাপবোধ ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য, বামদিকের ডিম্বাধারটি বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয় তৎসহ তথায় অনবরত জ্বালা, প্রস্রাবত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, ত্রিকাস্থিতে বেদনা, উহা কোমর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে।

শক্তি:—৩, ৬, ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত।

ভেসিকেরিয়া (Vesicaria)।

ব্যবহারস্থল—ইহা মূত্রগ্রন্থি, মূত্রাশয় ও প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগের ঔষধ। রোগীর অনবরত প্রস্রাব করিবার আকাঙ্ক্ষা সেই সঙ্গে তাহার মূত্রথলী ও মূত্রনলীর ভিতর জ্বালানুভব। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে মূত্রথলীর প্রদাহ।

ম্যালেন্ড্রিণাম (Malandrinum)।

পরিচয় :—ঘোড়ার খুরের ঠিক উপরিভাগের ক্ষত হইতে ক্ষরিত-চর্ব্বিবৎ পদার্থ বিশেষ (grease) এর বীজ হইতে ম্যালেনড্রিনাম প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল—বসন্ত রোগের ইহা একটী অতি চমৎকার প্রতিষেধক ঔষধ। কেবল বসন্ত রোগের নহে হাম, চর্ম্মরোগ প্রভৃতিরও প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক ঔষধ। ইহার একটী চমৎকার নির্দ্দেশক লক্ষণ আছে ; শিশুর জানুতে জানুতে লাগে এবং সে সর্ব্বদা তাহার জননেন্দ্রিয়ে হাত দেয় (জিঙ্কাম)। এই লক্ষণটী যে কোন রোগে পাইলে এই ঔষধ বা জিঙ্কাম মেটালিকাম প্রয়োগ করিবে। শীতকালে বা অধিকক্ষণ জলে থাকিবার জন্য রোগীর করতল ও পদতল ফাটিয়া গেলে ইহা উপযোগী। পায়ের আঙ্গুল সকল যেন আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে এরূপ বোধ। জিহ্বায় হলুদবর্ণের লেপ, মধ্যে লাল দাগ, জ্বরের সহিত ঘন দুর্গন্ধযুক্ত মল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে ভেরিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিনাম ও ম্যালেনড্রিণাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ কিন্তু আরও প্রতিষেধক ঔষধ আছে :—সালফার, স্যারাসিনিয়া, থুজা, অ্যান্টিম-টার্ট ইহারাও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ। ডাঃ বনিংহোসেন বসন্ত-প্রতিষেধক হিসাবে থুজা ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন (vide Bœnninghausen—lesser writtings)। আরও অন্য যে সকল ঔষধ আছে আমরা কখনও ব্যবহার করি নাই সুতরাং সেই সকল ঔষধের গুণাগুণ কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি না। বসন্ত মহামারীর সময় আমরা ম্যালেন্ড্রিণাম ও স্যারাসিনিয়া পর পর এই দুইটী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি, ডাঃ 'র' বলেন ম্যালেন্ড্রিণাম ৩০ শক্তি বা তদূর্দ্ধ শক্তি সেবন করিতে দিয়া আমি বহু ক্ষেত্রে উত্তম ফল পাইয়াছি। তিনি বসন্ত রোগের প্রারম্ভে প্রাথমিক জ্বরাবস্থায় ম্যালেন্ড্রিণাম দিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন। ১৮৮০—৮১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যখন বসন্ত মহামারী-রূপে দেখা দেয় তখন ডাঃ "ষ্ট্রব" 'র' এবং অন্যান্য বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ম্যালেন্ড্রিণাম ৩০ শক্তি ব্যবস্থা করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছিলেন। এই ঔষধ টীকা হইতে অধিক ফলপ্রদ, কারণ টীকায় নানাপ্রকার কুফল দেখা যায় কিন্তু এই ঔষধের সেইরূপ কিছুই নাই। আমাদের অভিজ্ঞতায়ও দেখিতে পাই ম্যালেন্ড্রিণাম ও মধ্যে মধ্যে স্যারাসিনিয়া বসন্ত রোগের প্রধান প্রতিষেধক। ডাঃ ক্যাজেকিউলী বলেন বসন্ত মহামারীর সময়— সালফার ৩০ শক্তির একমাত্রা সেবন করিবার পর ভ্যাক্সিনিনাম ৪র্থ শক্তি সেবনে উপকার দর্শে। ডাঃ অ্যালেন বলেন বসন্ত প্রতিষেধকের ভিতর ২০০ শক্তির ভেরিওলিনামই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। স্যারাসিনিয়া পারপিউরিয়া ইহাও বসন্ত রোগের একটী উত্তম প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক ঔষধ। রোগীর শুশ্রূষাকারীদিগকে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধের ৩০ শক্তি দিলে এবং ম্যালেনড্রিণাম

প্রযোগ করিলে বেশীব ভাগ ব্যক্তিই বসন্তের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিযা থাকে। এই ঔষধের প্রতিষেধক ক্ষমতা যেমন অত্যন্ত সেইরূপ আরোগ্যজনক ক্ষমতাও খুব—ইহা দ্বারা কৃষ্ণ বসন্ত, ল্যাপা বসন্ত আরোগ্য লাভ করে, যে কোন বসন্ত রোগে এই ঔষধ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেওয়া চলে।

মস্কাস (Moschus ; Musk.)

পরিচয় :—মৃগনাভী।

ব্যবহারস্থল :—মৃগী, মূর্চ্ছাবায়ু, হৃদশূল, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, অচৈতন্যাবস্থা, গর্ভাবস্থায পীড়া, ফুসফুসের পীড়া, ঘুংড়ী ও ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। "**ঠাণ্ডায়** রোগের বা রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি, খোলা বাতাস অসহনীয়", এই ঔষধ নির্ব্বাচনের নির্দ্দেশক।

ক্রিয়াস্থল :—মৃগনাভী ভারতীয় চিকিৎসকগণ স্মরণাতীত কাল হইতে ঔষধরূপে নানাবিধ পীড়ায় ব্যবহার করিযা আসিতেছেন ; অন্যান্য চিকিৎসাব্যবসাযীগণও ইহা **বিলুপ্ত-প্রায় নাড়ীতে** প্রযোগ করিযা থাকেন। ডাঃ **হিউজেস** বলেন **মূর্চ্ছাবায়ু ও স্নায়বীয় হৃদ্‌কম্পের জন্য** ইহা উপযোগী ঔষধ। তিনি আরও বলেন ইহাদের জন্য "মস্কাস" ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্য্যকরী ঔষধ আছে বলিযা তাহার বিশ্বাস হয় না। ডাঃ **ফ্যারিংটন** বলেন, মূর্চ্ছা-রোগে রোগিণী অচৈতন্য অবস্থায থাকিলেও মস্কাস ব্যবহৃত হয , ইহার রোগিণী এই **ক্রন্দন করে** পরমুহূর্ত্তেই আবার **অত্যধিক হাস্য** করে, হাসি কিছুতেই থামে না। মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিযার আক্রমণের সময সমস্ত শরীরের শীতলতা, মুখমণ্ডলের রক্তশূন্যতা, শ্বাসরোধের আবেশ ইত্যাদিও ইহার নির্ণাযক। ডাঃ **গারেন্সি** ডাঃ ফ্যারিংটনের উক্তিকে সমর্থন করিযা বলেন, হিষ্টিরিযা রোগে রোগিণীর শরীর অতিশয ঠাণ্ডা থাকিলে মস্কাসই ঔষধ। **আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও** রোগীর সর্ব্বশরীরের অত্যন্ত শীতলতা, ঘন ঘন মোহ ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি আসন্ন মৃত্যু লক্ষণে এই ঔষধের "মূল-ভেষজ" প্রযোগ করিযা উপকার পাইয়াছেন। ডাঃ **হিউজেস** ভারতীয আয়ুর্ব্বেদীয চিকিৎসকগণের মন্তব্যকে সমর্থন করিযা বলিযাছেন ইহার দ্বিতীয ও তৃতীয ক্রমের অবিষ্ট ব্যবহার না করিলে উপকার হয না কারণ 'মৃগনাভীর" **গন্ধ না থাকিলে** বিশেষ উপকার পাওয়া যায না।

মূর্চ্ছাবায়ু বা হিষ্টিরিয়া :—মৃগনাভী বা মস্কাস **হিষ্টিরিয়া বা স্নায়বিক আক্ষেপ রোগের একটী অতি উত্তম ঔষধ,** বিশেষতঃ যদি উহার সহিত কম্পন, মূর্চ্ছাপ্রবণতা ও সর্ব্বশরীরে ঠাণ্ডা ভাব থাকে তাহা হইলে ইহাই ঔষধ। রোগিণীর দেহের **বাহিরে অত্যন্ত শীত** বোধ কিন্তু **ভিতরে গরম** ; অত্যধিক প্রস্রাব, আহারে অরুচি, মদ্যাদি বা উত্তেজক পানীয পানে আকাঙ্ক্ষা, স্নাযবিক উত্তেজনার জন্য হৃদ্‌কম্পন ও ক্ষীণ নাড়ী, বক্ষমধ্যে চাপবোধ, শ্বাসরোধ, ফুসফুসের পক্ষাঘাত ইত্যাদির সহিত মাথা ঘুরানি, সামান্য নড়াচড়ায এমন কি জোরে চক্ষুর পলকপাতেও মাথা ঘুরিযা উঠে। সে কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িযা যাইতেছে এরূপ অনুভব। মস্কাস রোগিণী আপনা আপনি বিড় বিড় করিযা কথা বলে এবং হাত মুখ নাড়ে তাহাকে দেখিলে মনে হয যেন সে পাগল হইযা গিয়াছে। সে কখনও কাঁদে আবার কখনও এত জোরে জোরে হাসে যেন বাড়ীঘর ফাটিযা যাইবে। অত্যধিক দুর্ব্বলতার জন্য ক্ষণে ক্ষণে সে রোদন করে ও ক্ষণে ক্ষণে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার রোগের কথা ব্যক্ত করে কিন্তু তাহার রোগ যে কোথায তাহা প্রকাশ করিযা বলিতে পারে না। তাহার

মরিবার ভয় অত্যন্ত এবং সর্ব্বদাই তাহার মনে এই আশঙ্কা যে তাহার মৃত্যুর আর দেরী নাই (অ্যাকোন্)। তাহার মুখ শুষ্ক, ওষ্ঠ দুইটী নীল এবং দৃষ্টি একদিকে হইয়া যায়, তাহার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইলে দুঃখ হয়, যেন মরামানুষের মুখ। স্মৃতিশক্তির অভাব। তাহার জননেন্দ্রিয়ের ভিতরও বিকৃত ভাব দেখা যায়, জননেন্দ্রিয়ের ভিতর অত্যন্ত সুড়সুড় করে, সেইজন্য অত্যন্ত কামভাব জাগায় (প্ল্যাটিনা)। মস্কাস রোগিণী মূর্চ্ছারোগে সর্ব্বদাই অঘোরভাবে পড়িয়া থাকে, সে যেন তাহার চতুর্দ্দিকে অভাবনীয় দৃশ্য সকল দেখিতে থাকে, তাহার ঘুম-ঘুম ভাব অত্যধিক (নাক্স-মস্কেটা), ঐ ভাব হইতে ক্রমশঃ অচৈতন্য হইয়া পড়ে তখন তাহার কোন সাড়া শব্দ থাকে না, ডাকিলেও উত্তর দেয় না, এমন কি জোরে নাড়িলেও সাড়া দেয় না যেন নেশায় বিভোর। ইহার রোগিণীর আহার্য্য দ্রব্য খাইতে খাইতে বমি হইয়া যায় বা তাহার বমির ভাব হয়; আহার করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, আক্ষেপিক হিক্কা ও পেটফাঁপাও ইহাতে দেখা যায়। মূর্চ্ছারোগে ক্যাষ্টোরিয়াম্, ইগ্নেসিয়া নাক্স-মস্কেটা প্রভৃতি ঔষধও ফলপ্রদ।

ক্যাষ্টোরিয়াম (Castorium) এর সহিত মস্কাসের সাদৃশ্য থাকায় ইহার উল্লেখ করিলাম, অন্যান্য ইগ্নেসিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ক্যাষ্টোরিয়াম রোগিণীর মাস্কের ন্যায় স্নায়বীয়তা, উত্তেজনাপ্রবণতা, পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং ঋতুবিকৃতি উৎপন্ন করিয়া থাকে তবে মৃগনাভী যেরূপ পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত মূর্চ্ছাবায়ু রোগের ঔষধ, ক্যাষ্টোরিয়াম সেরূপ নহে। মূর্চ্ছাবায়ু পূর্ণাকারে বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে যে সকল স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার জন্য ইহা উপযোগী ঔষধ। কোন প্রকার সাংঘাতিক পীড়াদিতে ভুগিবার পর আক্ষেপাদি দুর্ব্বলতা, রজোরোধ, দিবান্ধতা, উদরাময় প্রভৃতি ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। টাইফয়েড হইতে আরোগ্য হইবার পরও যদি দুর্ব্বলতা না কমিয়া পেশীসমূহের সঙ্কোচন হয় তাহাদের পক্ষে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

কাসি :—আক্ষেপিক কাসিতেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তাদিগের হাঁপানিকাসি রোগে যখন তাহাদের এই রোগ হঠাৎ হয় এবং হাঁপানির জন্য অত্যন্ত হাঁপাইতে থাকে তখন ইহা উপযোগী ঔষধ। নিশ্বাসত্যাগের পর রোগিণী মনে করে যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, গন্ধকের ধূম গলার ভিতর প্রবেশ করিলে যেরূপ ভাব হয় সেইরূপ অনুভব করে।

প্রচণ্ড কাসির সময় ব্যথা অনুভব করে, বুকে সর্দ্দিভরা থাকে, গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ হয়। ফুসফুসের পক্ষাঘাতেও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার রোগিণীর **অ্যাণ্টিম-টার্টের** রোগীর ন্যায় গলায় অনেক কাসি জমিয়া থাকে তত্রাচ কাসি তুলিতে পারে না। রোগী কাসি তুলিতে না পারিবার জন্য বড়ই অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে এরূপ ভাব হয়। **হুপিংকাসির** শেষ অবস্থায় যখন রোগীর মাথা অত্যন্ত ঘুরায় স্বরনলী ও চক্ষের দৃঢ়বদ্ধ ভাব ও সঙ্কোচন অনুভূত হয়, বুকের ভিতর বিদ্ধকরণবৎ বেদনা সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট বিদ্যমান থাকে তখন ইহা উপযোগী।

বহুমূত্র রোগে রোগী প্রচুর পরিমাণে শর্করাযুক্ত প্রস্রাব করে। প্রস্রাব জলের ন্যায়। রোগীর অনবরত প্রস্রাব পায়, যেমন সে ঘন ঘন প্রস্রাব করে সেইরূপ তাহার জলপিপাসা, রোগী অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায়। ধ্বজভঙ্গের সহিত বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া রোগী অকাল-বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে এবং স্ত্রীসঙ্গমাদির পর বমি ও বিবমিষা হইতে থাকিলে মস্কাস কার্য্যকরী ঔষধ। কোন কোন রোগীর বমনেচ্ছা মোটেই থাকে না।

স্ত্রীরোগ :—মূর্চ্ছা ব্যতিরেকে ইহাতে অকালে ঋতুস্রাবের আবির্ভাব, অত্যধিক ঋতুস্রাব ঐ সময় তলপেটে আকর্ষণবৎ বেদনা, কামপিপাসা অত্যধিক এবং জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয়ের নিম্নদিকে গতি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। বাধকও ইহাতে আছে, বাধকের বেদনায় সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। গর্ভবতী রমণীগণ নানাপ্রকার অস্বস্তি প্রকাশ করে কিন্তু কি তাহার কষ্ট ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে না।

নিদ্রা :—রোগিণীর দিনের বেলা অত্যন্ত নিদ্রালুতা—ঘুম ঘুম ভাব এবং নিদ্রিত অবস্থায় মুখ নাড়ে—যেন কিছু চিবাইতেছে মনে হয়। রাত্রে সে এক পাশে ঘুমাইতে পারে না, যে পার্শ্বে শয়ন করে সেইদিকে ব্যথা অনুভব এবং স্নায়ুর অত্যধিক উত্তেজনা হেতু রাত্রে মোটেই ঘুম হয় না, মূর্চ্ছাবায়ু রোগ-গ্রস্তা রমণীগণ সমস্ত রাত্র অনিদ্রায় কাটায়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—শরীর ঘষিয়া দিলে, সঞ্চালনে, মাথা নোয়াইলে, সঙ্গমাদির পর, আহারের পর, দেহ গরম হইলে, মুক্ত হাওয়ায় উপশম। শৈত্যে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—মস্কাস—স্নায়বিক বেদনা ঠাণ্ডার জন্য বেশী হইলে—অ্যামন-মিউর, ইগ্নেসিয়া, ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর তুল্য ; খাদ্যদ্রব্য দেখিলে গা বমি-বমির ভাবে—কল্‌চি, লাইকো, অ্যাকোন তুল্য ; খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে বিবমিষা—কল্‌চিকাম তুল্য ; আহারের পরই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া ম্যাগ্নেসিয়া তুল্য ; মূর্চ্ছাবায়ু রোগে—ক্যাষ্টোরিয়াম, ইগ্নেসিয়া, প্লাটিনাম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—২x, ৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০।

তরুণ মূর্চ্ছাবায়ু রোগে কেহ কেহ নিম্নক্রম প্রয়োগ করেন আবার কেহ বা উচ্চশক্তির উপদেশ দেন।

মর্ফিনাম (Morphinum or Morphia.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম মর্ফিয়া বা অহিফেনের উপক্ষার।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ কোষ্ঠবদ্ধতা ; চোয়াল আটকান ; বজ্রাঘাত বা তড়িতাহতবৎ স্নায়ুশূল ; টেরাদৃষ্টি ; হনুস্তম্ভ ; মাথাধরা ; চক্ষুর পীড়া ; নিদ্রার বিকৃতি প্রভৃতি পীড়ার উপযোগী ঔষধ।

মন :—ইহার রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীলা, এত ক্রন্দন করে যে নিজের লক্ষণাদি পর্য্যন্ত ভালরূপে ব্যক্ত করিতে পারে না (পাল্‌স, কেলি-কার্ব্ব)। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা, মনে ভাবে তাহার মৃত্যুর আর দেরী নাই (অ্যাকো)। সে মনে ভাবে তাহার বিছানার পাদদেশে একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে, সে মনে করে সে বিছানায় বসিয়া ভিজিতেছে, তাহার ঘরের ভিতর নানাবর্ণের শিশু দ্বারা পরিপূর্ণ এবং বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়, সে নানাপ্রকার গন্ধ পায়, তাহার কাছে সকলই স্বপ্নময়, প্রকৃত জিনিস তাহার নিকট কিছুই নাই।

ক্রিয়াস্থল :—তাহার মাথা সামান্য নাড়িলেই সে মাথা ঘুরিয়া পড়ে তাহার মস্তক যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, মাথা অত্যন্ত গরম বোধ, জ্বালা বোধ ; তাহার চক্ষুর দৃষ্টি অন্ধকারময়, টেরা দৃষ্টির জন্যও ইহা উত্তম, তাহার নাসিকার ভিতর অত্যন্ত চুলকায় ; জিহ্বা অত্যন্ত মোটা সেইজন্য তাহার কথা অস্পষ্ট ; চক্ষু বুজিলে নানাপ্রকার ভ্রম দর্শন ; হঠাৎ মূর্চ্ছার উপক্রম তখন সে মনে ভাবে তাহার মৃত্যু আগত ; যখন তাহার হাঁচি হয় তখন উপর্যুপরি হইতে থাকে

(ট্যাবা, থিরি, নিকোলাস); রোগিণীর মাংসে অরুচি, গা-বমি-বমি খুব, গা-বমি-বমির সহিত তন্দ্রাভাব; বমন আছে, বমি করে অম্লাক্ত, তিক্ত হলুদবর্ণ জলের ন্যায় পদার্থ বা হলুদবর্ণের জল উঠাইয়া দেয়, রোগীর পা অত্যন্ত চঞ্চল এত চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় যে তখন সে মনে করে কেহ তাহার পদখানি জোরে ধরিয়া রাখিলে ভাল হয়; তাহার পায়ের মধ্যে যেন অসংখ্য পোকা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে এরূপ বোধ; তাহার বামদিকের পদতল এত ঠাণ্ডা যে সে কলাপাতা বা অয়েল ক্লথের উপর পা রাখিয়াছে এরূপ অনুভব, হাত-পা কাঁপে, হঠাৎ হাতে পায়ে আলোড়ন ও আক্ষেপ হয় এমন কি ঐরূপ ভাবে কাঁপার ফলে ধনুষ্টঙ্কার পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগীর নিদ্রার ভাব খুব বেশী, তাঁহার অর্দ্ধ জাগরণ অবস্থাও আছে, অর্দ্ধনিদ্রা ও অর্দ্ধজাগরণ অবস্থায় সে মধ্যে মধ্যে চমকাইয়া উঠে। বজ্রাঘাত জন্য স্নায়বিক আক্ষেপের জন্যও ইহা উত্তম ঔষধ। পুরুষদিগের ধ্বজভঙ্গ বা অসম্পূর্ণ লিঙ্গোদ্গমের জন্যও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x, চূর্ণ ৬, ৩০।

মাইগেল-ল্যাসিডোরা (Mygale Lasidora)।

পরিচয় :—ইহা কিউবা দেশীয় কাল মাকড়সা।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগ এবং কষ্টকর লিঙ্গোচ্ছ্বাসযুক্ত প্রমেহ রোগে উপকারী।

মাইগেলে মুখমণ্ডলের পেশীসকল, হাত-পা এবং শরীরের ডানদিকের পেশীসকল কাঁপে ও নাচে; রোগীর নিম্নাঙ্গ এত বেশী স্পন্দিত হয় বা নাচে যে সে হাঁটিতে পারে না, প্রবল হৃদ্স্পন্দনের সহিত দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দুর্ব্বলতা অনুভব, চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে, বসিবার সময় পা দুইখানি অনবরত স্পন্দিত হইতে থাকে, চলিবার সময় তাহার সমস্ত দেহ স্পন্দিত হইতেছে এরূপ অনুভব, হাত তুলিয়া মাথা স্পর্শ করিবার উপক্রমে সকল কথাগুলি মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়। তাণ্ডব রোগের জন্য অ্যাগারিকাস, ট্যারেনটীউলা, ইগ্নেসিয়া জিজিয়া প্রভৃতি উত্তম ঔষধ।

মাইগেল যেমন তাণ্ডব রোগের ঔষধ সেইরূপ দীর্ঘকাল প্রমেহ-রোগে ভুগিবার ফলে যাহাদের পুংজননেন্দ্রিয় বক্র হইয়া যায় এবং উচ্ছ্বসিত হইলে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং প্রস্রাব করিবার সময় আগুনের মত প্রস্রাব নির্গত হইয়া মূত্রনালী পুড়াইয়া দিতে থাকে তাহাদের পক্ষে ইহা উপযোগী। রোগীর মুখ শুকাইয়া যায়—সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া সমস্ত রাত্র ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। রোগের বৃদ্ধি প্রাতে ও সন্ধ্যাবেলা।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০।

মাইওসোটিস (Myosotis.) ।

ব্যবহারস্থল :—পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ ও যক্ষ্মারোগের ও নৈশঘর্ম্মের উত্তম ঔষধ। কাসির সহিত পুঁজ মিশ্রিত গয়ার নিঃসৃত হইয়া থাকে। কাসির সময় বমন। আহারের সময় ও পরে কাসির বৃদ্ধি। বায়ুনলী হইতে শ্লেষ্মাস্রাব (Bronchorrhœa), বামদিকের ফুস্‌ফুসে বেদনা।

শক্তি :—মাদার-টিংচার হইতে ২য় শক্তি পর্য্যন্ত।

মাইক্রোমেরিয়া (Micromeria.) ।

ব্যবহারস্থল :—ইহা ক্যালিফরনিয়া দেশের বৃক্ষবিশেষ। উদর সম্বন্ধীয় পীড়ায় বিশেষ কার্য্যকরী। উদরশূল ও পেটফাঁপা আরোগ্য করিতে ইহা চায়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়।

শক্তি :—মাদার-টিংচার।

মাইকানিয়া (Mıcanıa) ।

ব্যবহারস্থল :—স্নায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের উপর বিশেষ ক্রিয়াশীল। মাকড়সা ও সর্প দংশনের জন্য ইহা একটী বিষঘ্ন ঔষধ।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০।

মাইরিকা (Myrica) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ যকৃতের পীড়া, কামলা, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রোগে উপযোগী। যকৃত ও হৃদ্‌যন্ত্রের উপরেই ইহার ক্রিয়ার আধিক্য বেশী। রোগীর যকৃত মধ্যে অনবরত ব্যথা ও ভারবোধ। রোগীর কামলা হইয়া তাহার চক্ষু, মুখমণ্ডল পীতবর্ণের ও পাণ্ডুবর্ণের হয়।

শক্তি :—মূল আরক, ৩x, ৬x।

মাইরিকা-সেরিফেরা (Myrıca Cerifera.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম বেবেরি বা ক্যাণ্ডেলবেরি।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি যকৃতের বিবিধ পীড়ায় উপযোগী। ন্যাবা, সর্দ্দি, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া ; চক্ষুপ্রদাহ ; স্বরনলীর পীড়া ; শ্বেতপ্রদর ; গলক্ষত ; আমবাত প্রভৃতি পীড়ার উত্তম ঔষধ।

যকৃতের নানাবিধ পীড়ায়, ন্যাবা রোগে এবং শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর পীড়ায় উপযোগী ঔষধ। ন্যাবা রোগে মাইরিকা ও ডিজিটেলিস সমলক্ষণযুক্ত ঔষধ। **ডিজিটেলিসের** ন্যাবা রোগে

রোগীর হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হয় আর মাইরিকার রোগীর মানসিক অবসাদ শিরঃপীড়া দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব, অক্ষুধা ও নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইযা থাকে। মাইরিকায যকৃতের রোগীর যকৃৎ মধ্যে অনবরত ব্যথা, অক্ষিপুট স্ফীতিশয আরক্তিম, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, নাড়ী ক্ষীণ, পাংশুবর্ণের মল, মলিন পীতবর্ণের জিহ্বা, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ইত্যাদি দেখা যায। **ডাঃ ফেরিংটন বলেন**—মাইরিকা রোগীর যকৃত বিকৃত হইবার জন্য যথারীতি পিত্ত উৎপত্তি না হইযাই যকৃতের পীড়া হয।

হৃদ্‌যন্ত্রের উপরও ইহার ক্রিযা আছে, রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর তীক্ষ্ণ বেদনা এবং উহার গতি অত্যন্ত দ্রুত হয। তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর এত বেশী দপ্‌দপানি হয যে রোগী নিজে এমন কি অন্যেও শুনিতে পায কিন্তু তাহার নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ। বামদিকে রোগী শযন করিলে তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের বেদনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয।

গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহ অর্থাৎ ডিপ্‌থিরিযা রোগে বাহ্য কুল্লি করিবার পক্ষে মাইরিকা অন্যান্য ঔষধ হইতে কম কার্য্যকরী নহে। ডিফ্‌থিরিযা রোগীর তালুমূলে গাঢ় আঠার ন্যায শ্লেষ্মা জন্মিযা থাকে ইহাদ্বারা কুল্লি করিলে সেইগুলি চলিযা যায। ইহার প্রস্রাব অত্যন্ত ঘোলা পীতাভ ফেনাময, তাহাতে সামান্য তলানি পড়ে, প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং ইহার বর্ণ বিযার নামক মদের ন্যায।

স্ত্রীলোকদিগের প্রদর স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, গাঢ় পীতাভ এবং ত্বক ক্ষযকারী। তাহার বামদিকে শযন করিলে, বিছানার গরমে (মার্কারী) প্রাতে এবং দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—এই ঔষধ যকৃতের রোগে চেলিডোনিয়াম তুল্য, ন্যাবা রোগে ডিজিটেলিস, শ্বেতপ্রদরে হাইড্র্যাসটিস তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x ক্রম।

মাইরিস্‌টিকা-সেবিফেরা (Myristica Sebifera.)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধের পচনশীলতা নিবারণের অত্যন্ত ক্ষমতা আছে। চর্ম্ম-প্রদাহ, অস্থি আবরক ও কৌষিক ঝিল্লী (Cellular tissue) প্রদাহে ইহার ক্রিযা অধিক। হাতের আঙ্গুলে ব্যথা, সেই সঙ্গে আঙ্গুল-অস্থি প্রদাহ। শ্বেতবর্ণের জিহ্বা এবং উহা ফাটা ফাটা। **এই ঔষধ পুঁজ উৎপত্তি করাইয়া দ্রুত ফোড়া ফাটাইয়া দেয়।** প্রাযই অস্ত্র করিবার প্রযোজন হয না। ফোড়া ফাটাইতে মাইরিস্‌টিকা অনেক ক্ষেত্রে হিপার ও সাইলিসিযা হইতে **ক্ষমতাশালী**। কাণের ভিতর প্রদাহ বিশেষতঃ পুঁজ জন্মিলে আরও কার্য্যকরী।

শক্তি :—নিম্নশক্তিই ব্যবহৃত হয।

মাইমোসা (Mimosa)।

ব্যবহারস্থল :—বাত হইয়া হাঁটু শক্ত হইয়া যায়, আক্রান্ত অংশ, কোমর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা, গুল্‌ফসন্ধির ফুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। চক্ষুর আমবাতিক প্রদাহ।

মার্টাস-কমিউনিস (Myrtus Communis.)।

পরিচয় :—অন্য নাম—মার্টাস, আমাদের দেশের দাড়িম্বের ন্যায় গাছ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ক্ষয়কাসি, টিউবারকুলসিস, সর্দ্দিজ্বরে বক্ষ মধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইলে ও কাশি রোগে উপযোগী।

যক্ষ্মা—রোগে বাম দিকের ফুস্‌ফুসের উর্দ্ধাংশে ইহার ক্রিয়া দেখা যায়। রাজযক্ষ্মা, রক্ত-কাসি, ফুসফুসের যকৃতভাব প্রাপ্তি প্রভৃতি যে কোন ফুস্‌ফুসের রোগে ডাণদিকের ফুস্‌ফুসের উপর দিক হইতে বক্ষস্থল ভেদ করিয়া পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। যদি এই লক্ষণ উপরোক্ত কোন প্রকার কাসি রোগে পাওয়া যায় তবে "মার্টাস" উপযোগী। এই লক্ষণ **অ্যানাইসাম ষ্টেল,** (Anisum stellatum) পিক্স লিকুইড, মাইগ্রিকা সেরিফেরায় আছে। যদি ঐরূপ তীব্র বেদনা বাম পৃষ্ঠফলকের কোন স্থান হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তবে চিনোপোডিয়াম গ্লোকাই, আর বক্ষের বামদিকের নিম্নাংশে ঐরূপ বেদনা থাকিলে নেট্রাম-সালফ উপযোগী ঔষধ।

মার্টাস কমিউনিসের বেদনা সাধারণতঃ সূচীবিদ্ধবৎ হয় কোন কোন রোগীর দপ্‌দপকারী অথবা জ্বালাবৎ বেদনাও অনুভব হইয়া থাকে। ইহার বেদনা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে, ঢোক গিলিলে, কাসিলে বেশী হয়। ইহার কাসি অত্যন্ত শুষ্ক ও শূন্যগর্ভ। ফুস্‌ফুসের উপরাংশের সম্মুখে চুলকানি হইতে থাকে।

সর্দ্দিকাসি :—ইহার সর্দ্দি-কাসি প্রতি শীতকালে বা গ্রীষ্মের হ্রাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বা আবির্ভূত হয়। কণ্ঠনালী ও বুকের ভিতরে বেদনা এবং কাসিতে কাসিতে রক্তের ছিট গয়ারে দেখা যায়।

শক্তি :—৩x ও ৬x, ক্রম।

মারকিউরিয়াস-অ্যাসেটিকাম (Mercurius Aceticum)।

ব্যবহারস্থল :—অত্যন্ত বেদনাযুক্ত উপদংশের ক্ষত। উপদংশ জনিত ক্ষয় (টেবিস) রোগে যদি আক্রান্ত অংশে খোঁচানির ন্যায় বেদনা থাকে, প্রস্রাব করিবার সময় ও তৎপরে মূত্রাধারে যদি জ্বালাবোধ থাকে তবে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

মারকিউরিয়াস-অরেটাস (Mercurius Auratus.)।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশজনিত সাংঘাতিক চর্ম্মরোগ, করতল ও পদতলের একজিমা, অস্থির প্রদাহ ও পুঁজোৎপত্তি এবং নাসিকা ও গলকোষের দীর্ঘকাল স্থায়ী উপদংশজাত প্রতিশ্যায় রোগে উত্তম কার্য্য করে।

মারকিউরিয়াস-করোসাইভাস (Mercurius Corrosivus)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম করোসিভ-সাবলিমেট। দেশীয় নাম রস-কর্পূর। ইহার ভিতর এক ভাগ পারদ, দুই ভাগ ক্লোরিণ সহ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী করিতে হয়। হ্যানেমান নিজে এই ঔষধ পরীক্ষা (প্রুভিং) করেন।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশ, উপক্ষত, উপাঙ্গ প্রদাহ, হনুর নিম্নতলস্থ হাড়ের মধ্যে পীড়া, পচনশীল মুখের ঘা, মাঢ়ীতে ক্ষত ও মাঢ়ী ফুলা, অন্ত্রের ভিতর প্রদাহ, পাকাশয় ক্ষত ও রক্তামাশয়, সান্নিপাতিক জ্বর, চক্ষুর পীড়া, চক্ষুতারকার প্রদাহ, যকৃতের প্রদাহ, কামলা বা ন্যাবা, মূত্রযন্ত্রের পীড়া, বহুমূত্র, উল্টামুদা, লিঙ্গমুণ্ডে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ উঠা, পোড়া-নাবাঙ্গা, গলার ভিতর প্রদাহ, জিহ্বার পীড়া, আলজিহ্বা বড় হওয়া, চক্ষু গোলকের উপর-পাতায় বেদনা, জরায়ুর বাহ্য আবরণ প্রদাহ, পক্ষাঘাত, সূতিকা জ্বর, হাম, বসন্ত, গর্ভপাত, কর্ণমূল প্রদাহ, অস্থি-শূলের পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—এই ঔষধের ক্রিয়া অনেকটা মারকিউরিয়াস-ভাইভাস তুল্য, তবে উহা অপেক্ষা ইহার কার্য্যকরী ক্ষমতা অত্যন্ত দ্রুত। এই জাতীয় পারদ অতিশয় বিষাক্ত ও উপদাহক বিষাক্ত পদার্থ। তরুণ প্রদাহে বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে এবং প্রদাহের অতিশয় প্রবলতা থাকিলে মার্ক-কর উপযোগী। ইহার প্রদাহের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, **আক্রান্ত অংশ বিগলিত হইয়া উঠে।** গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালীন রক্তামাশয় রোগে এই ঔষধ যেমন ফলপ্রদ গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে ও অন্ত্রাশয়ের রোগেও সেইরূপ ফলপ্রদ। **কুন্থন** ইহার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। গলক্ষত, উপদংশ ও প্রমেহ রোগের উপরও ইহার ক্রিয়া অত্যধিক। কুন্থনের সকল ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের স্থান উচ্চে। ইহার কুন্থন বহুক্ষণ স্থায়ী।

মন :—মার্ক-করের রোগীর মানসিক বিকৃতি বড় বেশী দেখা যায় না, তবে সময় সময় মানসিক উদ্বেগাদির জন্য তাহার ঘুমের ব্যাঘাত জন্মে, বুদ্ধির জড়তাও কোন কোন রোগীর দেখা যায়। কেহ রোগীর সহিত কথা বলিলে সে জড়ভরতের ন্যায় তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে, সে কি বলিতেছে যেন তাহাই বুঝিতে পারিতেছে না (নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্সিস্)।

রক্তামাশয় রোগে মার্ক-করকে শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা চলে। সাংঘাতিক জাতীয় রোগী মার্ক-কর ৩০ শক্তির দুই একমাত্রায় চমৎকারভাবে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার ক্রিয়া এত তড়িৎ যে রোগী ও আত্মীয়স্বজন রোগের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। রক্ত মিশ্রিত মল বা কাল রক্ত, আমরক্ত বা আমের অংশগুলি রক্তের ভিতর থাকে। ভয়ানক কুন্থন, এত কুন্থন যে রোগী ইহার ভয়ে কাতর হইয়া পড়ে। বাহ্যের বেগ হইলে পর কুন্থন আরম্ভ হইয়া সেই কুন্থন বাহ্যে হইয়া যাইবার পর পর্য্যন্তও থাকে। ইহাতে যেমন মলদ্বারে বেদনা আছে, সেই সঙ্গে তাহার মূত্রদ্বারেও বেদনা হয় ও প্রস্রাব করিতে কুন্থন দিতে হয়। গ্রীষ্মকালীন আমাশয় অর্থাৎ মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের আমাশয়ে মার্ক-কর বিশেষ ফলপ্রদ।

অতিরিক্ত রক্তবাহ্যে হইবার ফলে রোগীর হাত ও পা ঠাণ্ডা সেই সঙ্গে নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া যাওয়া, জিহ্বা লাল ও মুখে ঘা সেইজন্য মুখ হইতে অনবরত লালা পড়ে তৎসহ ভয়ানক

পিপাসা, সবুজ তিক্তাস্বাদযুক্ত বমন, তলপেটে অতিশয় বেদনা। কেহ স্পর্শ করিলে চীৎকার করিয়া উঠে, রোগীর নাভিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বেদনা। বাহ্যে করিতে যেমন তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়, সেইরূপ প্রস্রাব করিতে, কুন্থন ও প্রস্রাবনালীর ভিতর জ্বালা, প্রস্রাবের পরিমাণ খুব কম ও প্রস্রাব অত্যন্ত গরম। রোগীর নিস্তেজতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার পায়ের ডিমে খালধরে, হাত পা কাঁপিতে থাকে। ব্যাসিলারি ডিসেণ্টি রোগে মার্ক-কর একটী উত্তম ঔষধ। **অ্যাকোনাইটের** পর মার্ক-কর অধিক কার্য্য করে। **নাক্স-ভমিকা** রক্তামাশয় রোগের একটী উত্তম ঔষধ, কিন্তু বাহ্যের পর ইহার যন্ত্রণার উপশম; বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময় রোগীর কোঁথ দেওয়া থাকে, মার্ক-করের কুন্থন বাহ্যের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, সেইজন্ত রোগী পায়খানা হইতে আর উঠিতে চায় না, কারণ সে মনে করে আরও বাহ্যে হইবে। **ক্যাপসিকামও** রক্তামাশয়ের একটী ভাল ঔষধ। রক্ত মিশ্রিত মল ও আমরক্ত মিশ্রিত মল আছে, তরল দ্রব্য পানের পরই বাহ্যের বৃদ্ধি এবং বাহ্যের পর কুন্থনের বৃদ্ধি, বাহ্যের পর জল পিপাসা খুব, কিন্তু জলপান করিলে সর্ব্বাঙ্গ সিড়সিড় করিয়া বাহ্যের বেগ হয়, মার্ক-করের আমাশয়ের সহিত **ইরিজিরণের** অনেকটা সাদৃশ্য আছে, ইহার রক্তের পরিমাণ মলের পরিমাণের চেয়ে বেশী।

প্রমেহ রোগে পারদ ঘটিত ঔষধের ব্যবহার আছে। প্রমেহ হইয়া উল্টামুদা জন্মিলে মার্ক-কর ও সল উভয় ঔষধই উপযোগী। ইহাদের প্রমেহের স্রাব ক্রমশঃ সবুজবর্ণের হইয়া পূঁজের মত হয় ও **রাত্রে সমস্ত যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়**। মার্ক-করের রোগীর জ্বালা, কোঁথানি ও ফুলা মার্ক-সল হইতে বেশী, কোন কোন রোগীর **ক্যান্থারিসের** ন্যায় জ্বালা থাকে। **পেট্রোসেলিনামও** গণোরিয়া বা প্রমেহ চিকিৎসায় মার্ক-সল, মার্ক-কর ও ক্যান্থারিস সমতুল্য ঔষধ।

পেট্রোসেলিনাম রোগীর মূত্রধারণ ক্ষমতা অতি কম।

উপদংশ রোগ ও উপদংশজনিত নাসিকা ও চক্ষুরোগে মার্ক-কর উপযোগী। ইহার প্রদাহ লক্ষণ অত্যন্ত ও যন্ত্রণাদায়ক, এত অধিক যন্ত্রণা হইতে থাকে যে রোগী কাতরাইতে থাকে। উপদংশজনিত নাসিকার পাতলা ব্যবধায়ক মধ্য অস্থিখানি (সেপটম) ক্ষত হইয়া ছিদ্র হইয়া যায় ও তথায় ভয়ানক জ্বালা হইতে থাকে, নাকের স্রাব যেখানে লাগে সেই স্থান যদি হাজিয়া যায়, প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা ইত্যাদি থাকে, তবে মার্ক-করই ঔষধ। চক্ষুরোগে মার্ক-করের অত্যধিক ক্ষমতা। উপদংশজনিত চক্ষুরোগে ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চক্ষুতারকা প্রদাহ যদি উপদংশজনিত হয় তবে মার্ক-করকে শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিলে ভুল হইবে না। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আইরাইটিস রোগে একমাত্র হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে প্যারাফিন জাতীয় কোন ঔষধ চোখের ভিতর দেওয়া ভাল। উপদংশজাত আইরাইটিস রোগে রোগীর চক্ষুর চতুর্দ্দিকের হাড়ের ভিতর অসহ্য বেদনা, সামান্য স্পর্শও সে সহ্য করিতে পারে না। ইহা ব্যতিরেকে এলবুমেহুরিয়া ও রেটিনাইটিস রোগেও ইহা ফলপ্রদ। মার্ক-কর প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহার রোগীর প্রস্রাব করিবার সময় যন্ত্রণা ও কুন্থন দেখিবে। পারদের অপব্যবহারজনিত আইরাইটিস রোগে কেলি-হাইড্রো ও নাইট্রিক-অ্যাসিড ব্যবহার্য্য।

শিশুদিগের পূঁজযুক্ত চক্ষুউঠায় যেমন **পালসেটিলা** উপযোগী ঔষধ, সেইরূপ সপূঁজ

চক্ষুউঠায় বিশেষতঃ শিশুদিগের কর্ণিযায ক্ষত হইযা কর্ণিযায ছিদ্র হইবার উপক্রম হয তবে প্রথম আর্জ্জেণ্টাম-প্রযোগ করিয়া শেষে মার্ক-কর প্রযোগে উপকার হয।

প্রস্রাব :—ইহাব প্রস্রাব অত্যন্ত অল্প পরিমাণে হয, প্রস্রাব কপিশবর্ণের ও ইহাতে ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানি থাকে। প্রস্রাব করিতে রোগীব অত্যন্ত কুন্থন দিতে হয়, তাহাব মূত্রথলীর মধ্যে তীব্র জ্বালা, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নির্গত হয বটে কিন্তু প্রস্রাব কবিবার সময তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা। প্রস্রাবে. অণ্ডলাল (এল্‌বুমেন) নির্গত হয ও ইঁটেব গুঁড়ার ন্যায তলানি পড়ে। গর্ভবতী রমণীদিগেব প্রস্রাবে অ্যালবুমেন থাকিলে ও প্রস্রাব করিতে অসহ্য যন্ত্রণা ও কুন্থন থাকিলে মার্ক-কব ঔষধ।

সম্বন্ধ :—চক্ষুতাবকা প্রদাহে—ফেবাম, কেলি-আযোড তুল্য ; আলজিব প্রদাহে—হাযোসা তুল্য ; শীতল জলের পিপাসায—আর্স, ক্যাম্ফাব তুল্য ; রক্তামাশয বোগে—নাক্স-ভমিকা তুল্য ; অন্ত্রমধ্যে অন্ত্রের প্রবেশে—থুজা তুল্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

মারকিউরিয়াস-কাম-কেলি (Mercurious-Cum-Kalı.) ।

ব্যবহারস্থল :—দীর্ঘকালস্থাযী সর্দ্দিরোগ ও তরুণ মুখের পক্ষাঘাত বোগে ইহা ফলপ্রদ।

মারকিউরিয়াস-ডালসিস (Mercurius Dulcis.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সাব্‌-ক্লোরাইড্‌-অফ্‌-মার্কাবি। সাধারণ নাম ক্যালোমেল্‌। ইহার মধ্যে দুই ভাগ পারদ ও এক ভাগ ক্লোরিণ মিশ্রিত থাকে। ইহার কোন স্বাদ বা কোন গন্ধ নাই। প্রথম বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈবী হয তারপর ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম হইতে তরল ক্রম প্রস্তুত হইযা থাকে।

ব্যবহারস্থল :—চক্ষু প্রদাহ, সর্দ্দি, পাকাশযের বিকৃতি, অন্ত্রাববণ প্রদাহ, উদরাময, কর্ণ-নলীর পীড়া, বধিরতা, মস্তিষ্কাববণ প্রদাহ, গলক্ষত, মূত্রাধার মুখশাযী গ্রন্থির প্রদাহ রোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—এই ঔষধ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিশেষতঃ চক্ষু ও কাণের ভিতরকার ঝিল্লীর সর্দ্দি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। শিশুদিগের উদরাময, লসিকা-গ্রন্থি (Lymphatic)র স্ফীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

চক্ষুরোগে :—বিশেষতঃ রক্ত-শূন্য গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের চক্ষুরোগে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। তাহার চোখের পাতায আঠার ন্যায শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে। চক্ষু লাল বর্ণের হয ও আলো সহ্য করিতে পারে না।

কর্ণরোগ :—যে সকল গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগেব কাণ হইতে বহুদিন ধবিযা পুঁজ পড়ে বা পুঁজ পড়িয়া পড়িয়া বধিরতা হইবার উপক্রম হয সেইস্থলে মার্ক ডালসিস ফলপ্রদ। বৃদ্ধদিগের বধিরতা রোগে বা বধিরতাব উপক্রমেও ইহা ফলপ্রদ। রোগীর বামদিকের কাণের মধ্যে হঠাৎ কিছু ফড়. ফড় করিতেছে এরূপ অনুভব করে।

উদরাময় :– যদি গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের হয়, বাহ্যে যদি শাদা কখনও অনেকবার আবার কখনও দুই-তিন বারের অধিক না হয় কুন্থন না থাকে তবে উপযোগী। রক্তামাশয়ে বিশেষে ফলপ্রদ।

শক্তি ঃ—৩x, ৬x চূর্ণ, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ডাঃ বোরিক বলেন, নিম্নশক্তির ১x চূর্ণে পেট খালি করিয়া দেয়।

মারকিউরিয়াস-ট্যানিকাস (Mercurious Tannicus.)।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশজাত চর্ম্মরোগে রোগীর অন্ত্রের কোন রোগ থাকিলে অথবা তাহার কোনরূপ পারদ বা পারদের সংমিশ্রণ সহ্য না হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

মারকিউরিয়াস-নাইট্রোসাস (Mercurious nitrosus)।

ব্যবহারস্থল :—সপূঁজ চক্ষুর প্রদাহ ও ক্যাটারাইসিস রোগে, প্রমেহ, একজিমা ইত্যাদিতে কার্য্যকরী।

মারকিউরিয়েলিস-পেরেনিস (Mercurialis Perennis.)।

অন্যনাম :—ডগ্ মার্কারি।

পরিচয় :—এই জাতীয় গাছ ইউরোপখণ্ডে পাওয়া যায়।

ব্যবহারস্থল :—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং ঘুম ঘুম ভাবাপন্ন, অ্যাপেনডিক্স স্থানে টিউমার; ঐ স্থানে হাত ছোয়ান যায় না এত ব্যথা। অত্যন্ত মাথা ঘুরান, সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে মাথা ঘুরায়, রোগী মনে করে যেন কোন একটা ভারী পদার্থ তাহার মাথার উপর চাপান আছে। রজলোপ, সামান্য রক্তস্রাব সেই সঙ্গে তাহার অত্যধিক রতি ইচ্ছা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। বুকে ব্যথা ও মাই ফুলিয়া উঠা। রজকৃচ্ছ্রতা রোগে ইহা কার্য্যকরী।

শক্তি ঃ—৩, ৬।

মারকিউরিয়াস-প্রিসিপিটেটাস-রুবার। (Mercurius Præcipitatus Rubber.)

ব্যবহারস্থল ঃ—ঘুমাইয়া পড়িবার উপক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। সেজন্য সে হঠাৎ লাফাইয়া উঠে, লাফ দিয়া উঠিলে আরাম বোধ। প্রমেহ রোগে মূত্রনলীকে একখানা শক্ত হুলের ন্যায় মনে হয়, বাঘী ও গলিত (Phagedenic) ক্ষতে এই ঔষধ কার্য্যকরী। পোড়ানারাঙ্গা, হাজা জাতীয় একজিমা, ক্ষৌরকার্য্যের মন্দফলের জন্য নানা জাতীয় উদ্ভেদাদির ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

মারকিউরিয়াস প্রোটো আয়োডাইড (Merc. Proto Iod) ।

পরিচয় :—ইহা আয়োডিন সংমিশ্রিত হলুদবর্ণের পারদ। অপর নাম মার্ক-আয়োড-ফ্লেভাস বা ইয়েলো আয়োডাইড-অভ্-মার্কারি।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশজাত চক্ষুপীড়া; স্তনের অর্ব্বুদ, সর্দ্দি, গলনালীর উপঝিল্লী প্রদাহ, কেরাণীদিগের হাতে বা হাতের আঙ্গুলে খিলধরা; দন্তশূল; ফোঁড়া ও উদ্ভেদাদি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—সাধারণতঃ এই ঔষধের ক্রিয়া ডাণদিকেই বেশী দেখা যায়। উপঝিল্লী-প্রদাহ তালুমূলের ডাণদিকের কৃত্রিম ঝিল্লী-প্রদাহ আরম্ভ হইয়া ডাণদিকেই আবদ্ধ থাকে।

ডিফ্‌থিরিয়া :—গ্রীবার ও কর্ণমূলের গ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি সংযুক্ত উপঝিল্লী-প্রদাহ ও অন্যান্য কণ্ঠরোগে এই ঔষধ কার্য্যকরী। যখন গলার ভিতর ডাণদিকে প্রথম ঝিল্লী জমিতে আরম্ভ হইয়া ঘাড়ের গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে, গলায় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে, জিহ্বা লেপাবৃত, লালা গিলিবার সময় গলার ভিতর জ্বালা বোধ। তাহার গলা পরিষ্কার করিবার সময় শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে এরূপ অনুভব হয়।

শিরঃপীড়া :—রোগীর মাথা ঘুরায়। কিছু পড়িবার সময় বা কোন আসন হইতে উঠিবার সময় মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যায় (আর্ণি, পাল্‌সে)। তাহার ভ্রূর উপর অসহ্য যন্ত্রণা, ঐ বেদনা নাসামূল পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। মাথার যন্ত্রণায় সমস্ত মাথা-ব্যথা করিতে থাকে, রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার ভিতর রক্তের ঢেউ খেলিয়া বেড়াইতেছে। সে অন্যমনস্ক থাকিলে তাহার মাথার যন্ত্রণা ভাল থাকে।

চক্ষুরোগ :—কর্ণিয়ার ক্ষত দেখিলে মনে হইবে যেন কেহ নখ দিয়া খামচাইয়া কতকটা তুলিয়া নিয়া গিয়াছে, চক্ষুরোগে রোগী নানা জাতীয় পদার্থ উড়িতে দেখে, বিশেষতঃ কাল বিন্দু বিন্দু পদার্থই বেশী উড়িতে দেখে। কর্ণিয়া বা স্বচ্ছাবরকের ক্ষতে মার্ক-প্রোটো ও মার্ক-বিনা-আয়োড উভয় ঔষধই কার্য্যকরী।

যকৃতের পীড়ায় :—যকৃৎপ্রদেশে সূঁচফোটান বেদনা, কেহ হাত দিয়া মালিশ করিয়া দিলে বা ঘষিয়া দিলে উপশম বোধ। রোগীর যকৃতে যেমন বেদনা সেইরূপ তাহার ডাণদিকের বুকে ও পিঠের ডাণদিকে বেদনা, তাহার ডাণদিকের অংশফলকের নীচে অত্যন্ত বেদনা, নড়াচড়ায় ও রাত্রে বেশী হয়। তাহার নাভিপ্রদেশে উত্তাপ ও জ্বালাবোধ, মনে হয় যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ওখানে রাখা হইয়াছে। যকৃতের বেদনা লাইকোর ন্যায় ডাণদিক হইতে বামদিকে চলিয়া যায়। রোগীর মল এঁটেল মাটীর ন্যায়; পুনঃ পুনঃ বেগ না দিলে মল নির্গত হয় না, ইহার মল কখনও রক্তমিশ্রিত কখনও বা রক্তশূন্যও থাকে।

উপদংশ রোগে বিশেষতঃ কঠিন ক্ষতে এই ঔষধের প্রয়োগ আছে। গ্রন্থির অধিক ফুলা ফুলা ভাব বেশী থাকিলে অপর পারদ ঘটিত ঔষধ অপেক্ষা ইহাই বেশী ফলপ্রদ। বেদনাশূন্য উপদংশজাত রোগে বঙ্ক্ষণগ্রন্থি ফুলা থাকিলে ও উহাতে পূঁজোৎপত্তির প্রবণতা না থাকিলে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

জিহ্বা :—গাঢ় লেপাবৃত, উহার ভূমিদেশ হলুদবর্ণের।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—রাত্রে, ঘুম ভাঙ্গিলে, বামদিকে শুইলে, লিখিলে, গরম ঘরে, গরম পানীয় পানে, বসন্তকালে রোগের বৃদ্ধি; ডাণদিকে শুইলে, মুক্তবায়ুতে বেড়াইলে, এবং কোন বিশেষ কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে উপশম।

শক্তি :—১x, ২x, ৩x, ৬x চূর্ণ ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ।

মারকিউরিয়াস-ফস্‌ফোরিকাস (Mercurious Phosphoricus.)।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশ রোগ হইতে স্নায়বিক রোগাদির ক্ষেত্রে ও অস্থি-অর্ব্বুদ রোগে ফলপ্রদ।

মারকিউরিয়াস-বিন-আয়োডেটাস।

(Mercurious-Bin-Iodatus.)

পরিচয় :—অপর নাম মার্কিউরিযাস আযোডেটাস রুবার বা রেড্-আযোডাইড্-অভ্-মার্কারি। একভাগ রেড আযোডাইড অভ্ মার্কিউরি এবং দুইভাগ আযোডাইড অভ্ পটাস সংযোগে প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—ডিপথিরিয়া, গলক্ষত, গ্রন্থি-স্ফীতিতে শরীরেব বামপার্শ্ব আক্রান্ত হইলে, সর্দ্দি; মুখের পক্ষাঘাত; নাসিকার অর্ব্বুদ; হাঁপানি ও বহুব্যাপক সর্দ্দি (ইনফ্লুয়েঞ্জা) রোগে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—এই জাতীয় মার্কারির ক্রিয়া গ্রন্থির উপর ও গলার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপরই বেশী, ইহার ক্রিয়াও অপরাপর পারদের ন্যায় কিন্তু ইহার ভিতর আযোডিন থাকার জন্য আযোডিনের ক্রিয়াও দৃষ্ট হয়। শরীরের বাম অংশ এই ঔষধের ক্রিয়াস্থল এবং মার্ক প্রোটো-আযোডের ক্রিয়াস্থল শরীরের ডাণপার্শ্ব।

ডিপথিরিয়া জাত গলক্ষতে মার্কারি দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না বটে কিন্তু মার্ক-বিন-আযোড বা প্রোটো-আযোড দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। উভয়ের ভিতর পার্থক্য এই বিন-আযোডাইডের আধিক্য বামদিকে বেশী অথবা বামপার্শ্ব হইতে রোগের আরম্ভ হয়, গ্রন্থির-স্ফীতি, জ্বর ও শিরঃপীড়া বিদ্যমান থাকে প্রোটো-আযোডেও এই সকল লক্ষণ আছে কিন্তু বিন-আযোডের ন্যায় অত অধিক নহে। প্রোটো-আযোডের আক্রমণ ডাণপার্শ্ব হইতেই আরম্ভ হয়। বিন-আযোড রোগীর পর্দ্দা (মেম্‌ব্রেন) বামদিকে উৎপাদিত হয়, টন্‌সিলের উপর হলুদবর্ণের পরদা পড়ে, ঘাড়ের গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে, রোগীর মুখে অনবরত ঘন লাল চটচটে শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ জমে, রোগীর ঢোক গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট কিন্তু অপর কিছু গিলিতে ততটা কষ্ট হয় না। ডিপথিরিয়া রোগে **মার্ক-সায়ানাইডকে** শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা চলে ইহার রোগী রোগের প্রারম্ভ হইতেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পরদা রোগীর তালু ও টন্‌সিল এমন কি জিহ্বা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত গ্রন্থিগুলি ফুলিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ সাংঘাতিক জাতীয় ডিপথিরিয়া ক্ষেত্রে এই ঔষধ চমৎকার কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে ফাইটোলাক্কা, ল্যাকেসিস, কেলি-বাই প্রভৃতি ঔষধও কার্য্যকরী; স্ব স্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সর্দ্দি :—মার্ক-বিন-আযোড রোগীর সর্দ্দির ধাত, একটুতেই সর্দ্দি লাগে। সর্দ্দির সহিত তাহার শ্রবণশক্তির হ্রাস হয়। তাহার নাসিকার ডাণদিকটা উত্তপ্ত এবং ফুলা। সে পুনঃ পুনঃ

হাঁচে ও নাসিকা হইতে জলের স্থায় শ্লেষ্মাস্রাব হইতে থাকে, রোগীর গলার স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনে হয়। কোন কোন রোগীর নাসিকা হইতে শ্বেতাভ হলুদবর্ণের স্রাব নিঃসৃত হয়। ইহাতে পশ্চান্নাসার রোগ আছে ঐ রোগ হইয়া নাসাস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় এবং শঙ্খাকার অস্থি ফুলিয়া উঠে।

ইহা ব্যতিরেকে মার্ক-বিন-আয়োড উপদংশের কঠিন ক্ষ্যাঙ্কারে উত্তম কার্য্য করে। উপদংশদুষ্ট রোগীর বাম অণ্ডকোষের বৃদ্ধি; যে বাঘী হইতে বহুদিন যাবৎ পুঁজস্রাব হইতে থাকে সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

শক্তি :—২x, ৩x, চূর্ণ ৩, ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ।

মারকিউরিয়াস-ব্রোমেটাস (Mercurius Bromatus)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ উপদংশের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের চর্ম্মরোগে কার্য্যকারী।

মারকিউরিয়াস-সলিউবিলিস-হানেমানি।

(Mercurious-Solubilis Hahnemanni.)

পরিচয় :—ইহা পারদ, এমোনিয়া নাইট্রেট-অভ-মার্কারি বা ব্লাক-অক্সাইড-অভ-মার্কারি এবং কুইক সিল্ভার। এই জাতীয় পারদ হানেমানের নিজের উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। এই ঔষধ বিশুদ্ধ পারদ, এমোনিয়া এবং নাইট্রিক-অ্যাসিডের রাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে। এই জাতীয় পারদ দেখিতে কাল বা কালচে। স্বয়ং হানেমান এই অভিনব মার্কারির সৃজন করিয়া চিকিৎসা জগতের কত উপকার করিয়াছেন তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ী ভালরূপ জানেন।

ব্যবহারস্থল :—মার্ক-সল ও মার্ক-ভাইভাস একই জাতীয় ঔষধ ইহাদের ক্রিয়ার ভিতর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, সুতরাং আমরা যে লক্ষণাবলী ও ব্যবহারাবলী লিপিবদ্ধ করিব তাহা উভয় ঔষধেরই।

ইহা উপদংশ ও প্রমেহ রোগের নানাবিধ বিকৃতির জন্য ফোড়া, নানাবিধ ক্ষত, উপক্ষত, উপাঙ্গপ্রদাহ, মুখের পচনশীল ক্ষত, মাঢ়ীর ফোড়া, আমাশয, রক্তামশয, অজীর্ণ, উদরাময়, রক্তাল্পতা, ত্বক হাজিয়া যাওয়া, চক্ষুর বিবিধ পীড়া, কামলা বা ন্যাবা, যকৃতের নানাবিধ পীড়া, কর্ণমূল প্রদাহ, মস্তিষ্ক ঝিল্লী প্রদাহ, বিবাদবায়ু, উন্মাদ, গর্ভাবস্থায় পীড়া, ডিম্বাধারের পীড়া, প্রদর, রজোরোধ, যোনিভ্রংশ, শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, **ঘর্ম্ম হইতে দুর্গন্ধ** বাহির হওয়া; অতিরিক্ত লালাস্রাব, মুদা, উল্টামুদা, জিহ্বার ক্ষত, গলার ভিতর ক্ষত, দন্তমূল প্রদাহ ও দন্ত পীড়া, কটিবাত, জিহ্বার উপর অর্ব্বুদ হওয়া, গোবীজের টীকার কুফল, সর্দ্দি, হৃদ্পিণ্ডের পীড়া, ডিপথিরিয়া ও তালুমূল প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—সমগ্র শরীরের উপর মার্কারির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ইহাদ্বারা শরীরস্থ সকল যন্ত্র, স্নায়ু ও নির্ম্মাণ উপাদানের ক্রিয়া বিধান আক্রান্ত হয়। পারদের প্রধান-ক্রিয়া পরিপোষণ

যন্ত্রেই বেশী। পারদের অপব্যবহারে শরীরস্থ রক্তের লোহিত কণিকা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অণ্ডলালা ও তন্তু বিনষ্ট হয় সুতরাং রক্তের সংযত হইবার শক্তি আপনা হইতে কমিয়া যায়। পারদের অপব্যবহার প্রথম এই বিধানের উত্তেজনা, স্ফীততা ও প্রদাহ জন্মিয়া তৎপর উহাতে পুঁজবৎ পদার্থ জন্মে। উপদংশের ক্রিয়ার সহিত পারদের অনেক সাদৃশ্য আছে সুতরাং উপদংশে এই ঔষধ বিশেষ ক্রিয়াশীল। যকৃতের উপর এবং স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া।

মার্ক-সল—পারদ হইতে তৈরী অতএব অনেকে মনে ভাবিতে পারেন মার্কারি বা মার্ক-সল দ্বারা পারদের অপব্যবহার চলিয়া যাইবে কিন্তু তাহা মোটেই নহে পারদের অপব্যবহারের জন্য অ্যাসিড-নাইট্রিক, হিপার-সালফ প্রভৃতি ঔষধ শ্রেষ্ঠ। তবে মার্কারি উপদংশ রোগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

মন :—মার্ক-সল রোগী সকল কার্য্যেই ভয়ানক ব্যস্ততা দেখায়, যে. হিপার-সালফ রোগীর ন্যায় কথাবার্ত্তা ও কার্য্য অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করে। তাহার স্মৃতিশক্তির অভাব, অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। তাহার উদ্বেগ ও অস্থিরতা খুব, একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না। তাহার কাল্পনিক ভয় ও পাগল হইবার ভয় খুব। সন্ধ্যা বেলা ও রাত্রিকালেই তাহার রোগের বৃদ্ধি। মার্ক-সল রোগী বাড়ী হইতে বিদেশে যাইতে চাহে, এরাম্, বেল, **ব্রাইওনিয়া** রোগী বাড়ীর জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। মার্ক-সল রোগী কখনও কখনও বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্র যাইবার চেষ্টা করে, এমন কি পলায়ন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, রোগীকে কোন প্রশ্ন করিলে সে অতি ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর দেয়, অধিকক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর দেয়—**ককিউলাস**। মার্কারির প্রসবান্তিক উন্মাদ রোগে, পোয়াতি তাহার শিশুকে আগুনের ভিতর নিক্ষেপ করিতে চায়, সে অত্যন্ত কলহ-প্রিয়, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং কাহাকেও বিশ্বাস করে না। মার্ক-সল রোগী ঘৃণাকর কার্য্য করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। রোগী সর্ব্বদাই উঁ আঁ শব্দ করে।

মুখের ঘা বা ক্ষত—রোগে মার্ক-সল অতি উত্তম ঔষধ। মুখে ক্ষত হইয়া তাহার মুখ হইতে প্রচুর লালাস্রাব হয় সেই সঙ্গে তাহার আমাশয়ের ন্যায় বাহ্যে হয়। সাধারণতঃ মার্ক-সল **যুবক ও যুবতীদিগের** মুখের ক্ষতে বেশী ফলপ্রদ এবং বোরাক্স কার্য্যকরী **শিশুদিগের** মুখের ক্ষতরোগে। মুখের ভিতর উপদংশ জনিত কোন ক্ষত হইলে মার্কারি ও নাইট্রিক-অ্যাসিড উভয়ই বিশেষ ফলপ্রদ। উভয় ঔষধে মুখ হইতে প্রচুর লালা নিঃসৃত হয় কিন্তু নাইট্রিক-অ্যাসিডের লালা যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায় এবং মনে হয়, ক্ষতের ভিতর কেহ যেন কাঠিদ্বারা খুঁটিতেছে, কিন্তু-মার্ক-সলে সেইরূপ কিছু হয় না, মার্ক-সল রোগীর জিহ্বার উপর দাঁতের দাগ বসে। মুখ হইতে ও লালা হইতে **অত্যন্ত দুর্গন্ধ** বাহির হয়। মুখক্ষত (ক্যাঙ্ক্রামরিস) রোগে মার্কারি বা পারদ দিয়া বসিও না।

দন্তমূলের রোগে—মার্ক-সল দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। দন্তক্ষয় জনিত দন্তশূলে মার্ক-সল ও ক্রিযোজোট বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। দন্তশূলের বেদনায় রোগীর সমস্ত মুখমণ্ডল ব্যথান্বিত হয়, এমন কি কর্ণ পর্য্যন্ত ঐ বেদনা বিস্তৃত হয়। দন্তবেদনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে প্রচুর লালাস্রাব নিঃসৃত হয়, রাত্রে ও বিছানার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি। গর্ভবতীর দন্তশূলেও ইহা উপযোগী। দাঁতের গোড়া বা মাঢ়ীতে ফোড়াদি হইলেও এই ঔষধ উপকারী।

চক্ষুরোগে :—মার্কসলের ব্যবহার অনেকটা ইউফ্রেসিয়ার ন্যায়। এই দুই ঔষধেই ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুপ্রদাহ হয়। ইহার চক্ষুর স্রাব ইউফ্রেসিয়ার ন্যায়। এই দুই ঔষধেই ঠাণ্ডা লাগিয়া

চক্ষুপ্রদাহ হয়। ইহার চক্ষুর স্রাব ইউফ্রেসিয়ার চক্ষুর স্রাব হইতে তরল কিন্তু উত্তাপে বৃদ্ধি মার্কের লক্ষণ। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের চক্ষুরোগে বিশেষতঃ রাত্রে ও আগুনের উত্তাপে যদি উহা বেশী হয়, রোগীর উপদংশের ইতিহাস যদি বিদ্যমান থাকে, মুখে অনবরত লালা থাকে অথচ জল পিপাসা খুব, সেই ক্ষেত্রে মার্ক-সল উত্তম ঔষধ। চোখের পীড়ায় রোগী রাত্রে আগুনের উত্তাপকে এমনকি আগুনের নিকট আসিতে ভয় পায়; উজ্জ্বল দ্রব্যের দিকে তাকাইলে রোগের বৃদ্ধি, রোগীর চোখের পাতার ভিতরভাগ মোটা হয়, সেই স্থান হইতে শ্লেষ্মামিশ্রিত পুঁজ নির্গত হয়, ঐ পুঁজ গালায় বা অন্য কোথায়ও লাগিলে তথায় ঘা ও ফুস্কুড়ি বাহির হয়। অগভীর কর্ণিয়ার ক্ষতও এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করে।

আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগে—মার্ক-সল নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহার আমাশয়ের বৃদ্ধি সন্ধ্যাবেলা ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় হয়। তবে গ্রীষ্মকালে, বর্ষা বা স্যাঁৎস্যাঁতে ঋতুতে যে রোগের আক্রমণ হইবে না তাহা নহে। আমাশয়ের বেগ হঠাৎ আসে এবং উহা যন্ত্রণাদায়ক। রোগীর পেটের ভিতর খাঁমচানি ও কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। মলদ্বারে জ্বালা ভয়ানক কুন্থন ও শূল। শূলের জন্য সে চীৎকার করে। বাহ্যের পরও তাহার কুন্থন ও শূল থাকে। বাহ্যে করিয়া আসিবার পর মুহূর্তেই আবার বাহ্যের বেগ। যেমন তাহার কুন্থন ও শূল বাহ্যের সময় ও পরে থাকে সেইরূপ তাহার পেটে থাকে অত্যধিক বেদনা। নাক্স-ভমিকার সহিত পার্থক্য এই, নাক্সের বাহ্যের বেগ ও কুন্থন বাহ্যের পর অনেকটা কম থাকে কিন্তু মার্ক-সলের বাহ্যের পরও বাহ্যের বেগ ও কুন্থন থাকে, পায়খানায় গেলে পর রোগী আর পায়খানা ছাড়িয়া উঠিতে চায় না, অ্যালোজে বাহ্যের আগে পেটে খাঁমচানি ও কামড়ানি থাকে, বাহ্যের ভিতর থলো থলো আম ও রক্ত মিশ্রিত থাকে। মার্ক-সলের আমাশয়ের প্রধান লক্ষণ, বাহ্যের পরও বহুক্ষণ কুন্থন ও শূল বিদ্যমান থাকে, বাহ্যে পাইলে রোগী কুন্থন ও শূল বেদনার ভয়ে কাঁদিয়া উঠে। অ্যালোয় মলবেগ সাধারণতঃ সাল্‌ফারের ন্যায় সকালের দিকেই বেশী, মার্ক-সলে রাত্রিকালেই বৃদ্ধি দেখা যায়।

ফোড়া:—জন্য মার্ক-সল একটী উত্তম ঔষধ। ইহার ফোড়া শক্ত ভাবাপন্ন হয়। গরম সেকে কোন উপশম পাওয়া যায় না। পুঁজ হইলেই সাধারণতঃ ফোড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। ফোড়ায় যখন মার্ক-সল প্রয়োগ করিতে হইবে তখন ইহার ঘর্ম্ম ও পিপাসার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। মার্ক-সলের কোন লক্ষণই ঘর্ম্ম হইয়া নিবৃত্তি হয় না বরং ঘর্ম্মের পর রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি। মুখ হইতে অনবরত লালা নিঃসৃত হইবার জন্য তাহার মুখ ভিজা থাকে তবুও তাহার পিপাসা খুব, জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে, এই সমস্ত লক্ষণ পাইলে মার্ক-সল ব্যবহারে উপকার হয়, (ফোড়া ফাটিয়া পুঁজ বাহির হইবে নচেৎ আস্তে আস্তে বসিয়া যাইবে)। মার্ক-সলের শক্তি নিয়া অনেকে অনেকরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, শক্তি যাহাই হউক না কেন ঔষধ নির্ণিত হইলে শক্তির তারতম্যে কিছুই আসে যায় না। হিপার, বেলাডোনা, সাইলিসিয়া ও ক্যাল্‌কেরিয়া সাল্‌ফ ফোড়াদির জন্য উত্তম ঔষধ। আমরা প্রত্যেক ঔষধের অধ্যায়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছি।

অস্থিপীড়া।—যদি উপদংশ হেতু হয় তবে মার্ক-সল কিন্তু উপদংশ ও পারদ উভয়ের সংমিশ্রণে যদি অস্থিক্ষত ও অস্থিবেদনা হয় তবে কেলি-আয়োড কার্য্যকরী ঔষধ।

প্রমেহ।—রোগে রোগীর প্রস্রাব করিবার সময় যন্ত্রণা ও মূত্রদ্বারে চুলকানি। প্রমেহের স্রাব প্রথমে পাতলা জলের ন্যায় পরে গাঢ় হলুদবর্ণের রক্তমিশ্রিত এবং শেষাবস্থায় কেবল মূত্রদ্বারে সামান্য লাগিয়া থাকে।

ডাঃ কাউপার-থোয়েট বলেন হলুদবর্ণের স্রাবযুক্ত যাতনাশূন্য, **রাত্রিতে স্রাবের বৃদ্ধি লক্ষণে** মার্কারি ফলপ্রদ। ইহা প্রমেহযুক্ত ফাইমোসিস ও প্যারাফাইমোসিস অর্থাৎ মুদা ও উল্টামুদা রোগে উপযুক্ত। **ডাঃ বেয়ার** বলেন প্রমেহ রোগে মার্কারি প্রায় সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করা চলে। **নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে** ইহা উপযোগী। রক্ত বাহির হইতে না হইতেই ইহা জমিয়া যায় এবং উহা নাসিকা হইতে বরফের তারের ন্যায় ঝুলিতে থাকে (ক্রোকাস্, ফেরাম-মিউর, পাল্‌সে) এই লক্ষণে মার্ক-সল বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ অবশ্য যদি মার্কারির লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। মার্কারি প্রয়োগে রক্তপড়া বন্ধ হইয়া ত যাইবেই অধিকন্তু পুনরায় ঐরূপ রক্তপাত হইবে না। রোগীর নাসিকা হইতে যেমন রক্তস্রাব হয়, সেইরূপ নাসিকা হইতে তরল শ্লেষ্মাস্রাব হইয়া অনবরত হাঁচিও হইয়া থাকে। নাসিকা হইতে সামান্য হলুদবর্ণের ও দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজস্রাব হয়, নাসিকার অস্থি ফুলিয়া উঠে এবং সে মোটেই স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। যে সকল **শিশুর নাসিকা হইতে অনবরত শিক্‌নি** বাহির হয় ও **মুখ হইতে লালা পড়ে** তাহাদের পক্ষে মার্ক-সল বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা কেবল নাসিকা হইতে রক্তস্রাবেই যে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে রক্তপ্রদর ও জরায়ুর রক্তস্রাবেও উপকারী যখন রক্তস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে ঐ রক্ত **জমিয়া যায়**।

উপদংশ।—রোগে মার্কারি একটী ফলপ্রদ ঔষধ তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; রোগীর জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হইয়া পূঁজ জন্মে। বাগী হইয়া তাহাতে পূঁজ জন্মিলেও মার্ক সল ব্যবহার করা চলে। মার্ক-সল কোমল ও কঠিন উভয়বিধ স্যাঙ্কার বা ক্ষতে কার্য্যকরী। পুরাতন পীড়ায় অস্থি বেদনা এবং ঐ বেদনা রাত্রিতে বেশী হইলে মার্ক-সল ফলপ্রদ।

বিছানার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি মার্কসলের নির্ণায়ক লক্ষণ। রাত্রে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি অনেক ঔষধেই আছে—কিন্তু রাত্রে বিছানার উত্তাপে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি মার্কারিতে আছে এবং বিছানা ঠাণ্ডা হইলে এবং আরামজনক বিছানা হইলে মার্ক রোগীর রোগ লক্ষণের উপশমও আছে। আর্সেনিকেও আমরা দেখিতে পাই রাত্রে বিছানায় শুইলে রোগের বৃদ্ধি, মার্কারিতেও আছে বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি, আর্সেনিক রোগীর রোগ-লক্ষণ বিছানা উত্তপ্ত হইলে উপশম হয় আর মার্ক-সলের রোগীর রোগ লক্ষণ বিছানা উত্তপ্ত হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

জিহ্বাঃ—মার্কারির জিহ্বার লক্ষণও একটী বিশেষ প্রয়োজনীয়। রোগীর জিহ্বা মোটা, ফোলা থল্‌থলে, জিহ্বার উপর দাঁতের দাগ পড়ে।

কাণ পাকা বা কাণ হইতে পূঁজ পড়া মার্কারিতে আছে। কাণ হইতে হলুদবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত বা পাতলা রসের ন্যায় পূঁজ নির্গত হয়। কাণের গ্রন্থিগুলি বড় হয় রোগী মনে করে তাহার কাণের ভিতর বরফ রহিয়াছে সেইজন্য যেন কাণের ভিতর হইতে বরফজল বাহির হইতেছে (মিনীয়্যান্থ, প্ল্যাট)। রোগীর কাণ হইতে রক্তও নিঃসৃত হয়। **সমস্ত লক্ষণ তাহার রাত্রে বেশী হয়**। নাইট্রিক-অ্যাসিডও কাণের পূঁজের জন্য উপযোগী ইহার কাণের পূঁজ পারদের অপব্যবহার জন্য হয়।

গলরোগ :—গলা বেদনা হইয়া যদি গলায় ক্ষত হয় তবেই যে মার্ক-সল ব্যবহৃত হইবে তাহা নহে। মার্ক-সল রোগীর গলার ভিতর ক্ষত হইয়া গলার গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে, মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হয়, গলার মধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভূতি এবং ডিপ্‌থিরিয়া, কর্ণমূল, তালুমূল-প্রদাহ প্রভৃতি রোগে প্রচুর দুর্গন্ধি লালাস্রাব, ম্যাপের ন্যায় চিত্রিত জিহ্বা, ক্রমাগত গিলিতে ইচ্ছা, আলজিহ্বা ফুলা ও আলজিহ্বা বেদনা রাত্রে বৃদ্ধি। মুখ, মাঢ়ী চোয়াল, জিহ্বা, গলা প্রভৃতিতে ঘা বা ক্ষত এবং প্রত্যেকটা ক্ষতই অসমান; রোগীর মুখে দুর্গন্ধ, শরীর ও ঘাম হইতেও দুর্গন্ধ বাহির হওয়া ইহার লক্ষণ।

যকৃতের পীড়ায় :—তাহার যকৃতে সর্ব্বদা ব্যথানুভব, এত ব্যথা যে স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ সেইজন্য রোগী যকৃতের স্থান স্পর্শ করিতে দেয় না, সে ডাণদিক ফিরিয়া শুইতে পারে না, যকৃত বড় হইয়া শক্ত হয়, সর্ব্বশরীর হলুদবর্ণ ধারণ করে। ইহা "কামলা রোগে" উপযোগী। যখনই মার্ক-সল ব্যবস্থা করিবে ইহার জিহ্বার অবস্থা দেখিবে, জিহ্বা ম্যাপের ন্যায় চিত্রিত, ময়লা বা হলদে লেপযুক্ত তাহাতে দাঁতের দাগ পড়ে, মুখ হইতে ভয়ানক গন্ধ বাহির হয় চক্ষুও হলদে বর্ণের হয়। যকৃতের পীড়ার জন্য তাহার বাহ্যে হলদে ও সবুজ। বাহ্যে করিবার সময় অত্যন্ত কুন্থন বিদ্যমান থাকে বাহ্যের সেই কুন্থনের শেষ হয় না। ম্যাগ্নেসিয়া মিউরও শিশুদিগের যকৃত রোগে উপযোগী। ইহার শিশুর শরীরস্থ অস্থিগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। শিশু শীর্ণ ক্ষুদ্রকায়, তাহার চুলের গোড়ায় ও চোখের পাতায় উদ্ভেদ বাহির হয়, নাকে ঘা, মুখে ফুস্কুড়ি এবং সাইলিসিয়ার ন্যায় পায়ে ঘর্ম্ম হওয়া ইহার লক্ষণ।

পেরিটোনাইটিস ও টিফ্লাইটিস (অ্যাপেণ্ডিসাইটিস) রোগে মার্ক-সলের ব্যবহার আছে মার্ক-সলের বাহ্যের লক্ষণ, জিহ্বা, ঘর্ম্ম ও রোগ বৃদ্ধি দেখিয়া লইতে হইবে।

জ্বর :—প্রদাহজনিত, সবিরাম অথবা টাইফয়েড জ্বরে যখন আমাশয় বা রক্তামাশয় লক্ষণ সহ উপস্থিত হয় এবং মার্ক-সলের বিশেষ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তখন ব্যবহার্য্য।

হাঁপানি :—আর্সেনিকের ধূম যদি নাসিকা পথে বা গলার ভিতর প্রবেশ করিয়া শ্বাসরোগ বা হাঁপানি হয় এবং উহা যদি আবার তামাকের ধূমে ও ঠাণ্ডায় উপশমিত হয় তবে মার্কসল উত্তম কার্য্য করে। ইহার কাসি রাত্রে অত্যন্ত হয় কাসিবার সময় রোগী মনে করে তাহার মাথা, বুক যেন ফাটিয়া যাইবে, কাসিতে কাসিতে সময় সময় উঁকি উঠে। তাহার বুকের ভিতর যেন শুখাইয়া যাইতেছে বোধ, সামান্য নড়াচড়ায় মনে করে যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

ক্ষয়কাসি রোগীর রক্ত মিশ্রিত গয়ার, তাহার বুকের ভিতর হইতে কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে, ডাণদিকের ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত কেহ শলাবিদ্ধ করিতেছে বোধ (চেলি, কেলি-কার্ব্ব) বাম ফুস্‌ফুসের উপরাংশ হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বেদনা—মর্টাস, পিকস্‌-লিকিউ, থিরি, সাল্ফ; ডাণদিকের ফুস্‌ফুসের উর্দ্ধাংশ ভেদকারী বেদনা—আর্স, ক্যাল্কে; বাম ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশ ভেদকারী বেদনা—**নেট্রাম-সাল্ফ**। রোগীর ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হইবার পর উহার মধ্যে পুঁজ জন্মিলে 'মার্ক-সল' **কেলি-কার্ব্ব** তুল্য কার্য্য করিতে সক্ষম অবশ্য লক্ষণের সাদৃশ্য থাকা চাই। রোগী শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ, হাঁচি বা কাসিবার সময় তাহার বুকে ও বুকের পাশে ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনানুভব করে।

নিদ্রা :—মার্ক-সল রোগীর নিদ্রালুতা খুব, সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারে, আবার স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ তাহার অনিদ্রাও খুব, সে রাত্রে ছট্‌ফট্ করে, অশান্তি অনুভব করে। তাহার সর্ব্ব লক্ষণের বৃদ্ধি রাত্রে বিশেষতঃ বিছানার উত্তাপে বেশী। রোগী ঘুমন্ত অবস্থায় নানাপ্রকার বস্তু দেখে, চীৎকার করে, কথা কহে, গোঁ গোঁ করে। ঘুম ভাঙ্গিলে পর অত্যন্ত ঘাম হইতে থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—রাত্রে, বিছানার উত্তাপে, জলীয় বায়ুতে, জলে ভিজিলে, হেমন্তকালে যখন দিনে গরম রাত্রে ঠাণ্ডা, গায়ের কাপড় খুলিলে (ব্যারাইট, হিপ) ডাণদিকে শুইলে, ঘাম হইলে পর, সর্দ্দি হইলে, দীপালোকে, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে, প্রস্রাব করিবার সময় ও পরে এবং আহারান্তে রোগের বৃদ্ধি ; বিশ্রামে, সমমাদির পর ও কার্য্যের ভিতর ডুবিয়া থাকিলে উপশম।

সম্বন্ধ :—মার্ক-সল—ফোড়াদি ; কিছু গিলিবার সময়, সহসা বেদনাদিতে বেল্ তুল্য ; শীতকালে বৃদ্ধিতে—হিপার ; হলুদবর্ণের ঘন শ্লেষ্মাস্রাবে—পাল্‌সে ; সর্দ্দি, রক্তামাশয, আমাশয় প্রভৃতিতে—নাক্স ; জিহ্বায় লেপ লক্ষণে—অ্যান্টিম-ক্রুড নেট্র-মি তুল্য ; মুখের ক্ষত—বোরাক্স, অ্যাসি-নাই তুল্য ; পৈত্তিক দোষযুক্ত ফুস্‌ফুস্ প্রদাহে—চেলিডো তুল্য ; যকৃত বেদনায—ম্যাগ্-মিউর তুল্য ; প্রদাহে—লাইকো, চেলি তুল্য।

শক্তি :—১x, ৩x ক্রম উপদংশাদিতে ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ ৩, ৬, ৩০, ২০০, ৫০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

মারকিউরিয়াস সালফিউরিকাস (Mercurius Sulphuricus.)।

পরিচয় :—ইহা সাল্‌ফেট অভ্ মার্কারি। ইয়েলো বা হোয়াইট প্রিসিপিটেট মার্কারি। প্রথমে চূর্ণীকৃত ভাবে তারপর তরল ভাবে তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—অতি ভোরেই উদরাময়ের আরম্ভ ; বাহ্যে গরম স্রোতের ন্যায় নিঃসৃত হয় মল হলুদবর্ণের। হুড়হুড় করিয়া চাউল ধোয়া জলের ন্যায় মল নির্গত হইতে থাকে। রোগীর অত্যধিক শ্বাসকষ্ট সেইজন্য উঠিয়া বসিতে হয়। কখন শ্বাস আস্তে আস্তে বহিতে থাকে কখনও বা দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে। বক্ষদেশে জ্বালা বোধ, **বক্ষঃস্থলের শোথ** রোগে মার্ক-সাল্‌ফ, আর্সের ন্যায় কার্য্য করে। বক্ষস্থলের শোথে রোগীর অত্যধিক শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বিদ্যমান থাকে সেইজন্য সে বসিয়া থাকে শুইতে পারে না, শুইলে পর শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি। ডাঃ লিপি বলেন যদি মার্ক-সালফ দ্বারা কোন রোগীর উপকার হয় তবে তাহার ভয়ানক উদরাময় হইয়া আরোগ্য লাভ করিবে। উদরাময়ে প্রচুর পরিমাণে জলের ন্যায় তরল মল নিঃসৃত হওয়া ইহার বিশেষত্ব।

শক্তি :—১x, ২x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০।

মারকিউরিয়াস-সায়ানেটাস (Mercurius Cyanatus.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সাইওনাইড অভ্ মার্কারি। ইহা ফেরোসাইনাইড-অভ্-পটাসিয়াম ও পারদসহ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সংমিশ্রিত পদার্থ। ইহা একটী তীব্র বিষ যদিও ইহার তীব্রতা সায়ানাইড্-অভ্-পটাশিয়ামের ন্যায় অত উগ্র নহে।

ব্যবহারস্থল :—ডিপ্‌থিরিয়া, গলক্ষত, রক্তামাশয়, সান্নিপাতিক জ্বর, উপদংশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

ডিপ্‌থিরিয়া :—রোগেই ইহা অদ্ভুত কার্য্যকরী; ডাঃ **হেল** বলেন সাংঘাতিক জাতীয় ডিপ্‌থিরিয়া রোগীর যে যে লক্ষণ বিদ্যমান থাকে এই মার্ক-সায়ানেটাসে সেই সেই লক্ষণ পাওয়া যায়। কোনও শিশু আকস্মিক ডিপ্‌থিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অবস্থা যদি সঙ্গে সঙ্গে সাংঘাতিক আকার ধারণ করে তবে ইহাই ঔষধ। ডিপ্‌থিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইবার পরই রোগীর নাড়ী ১৩০-১৪০ হয় অথচ নাড়ী বলশূন্য। ডিপ্‌থিরিয়ার পরদাখানি প্রথমে শাদা বর্ণের হয় ক্রমশঃ তালু ও টন্‌সিল উহাদ্বারা আবৃত হইতে থাকে সেই সঙ্গে গলার গ্রন্থিগুলি ফুলিতে আরম্ভ করে। ফুলিতে আরম্ভ করিলেই শাদা পর্দ্দা ময়লাটে বর্ণের হয় ও গ্যাংগ্রীন হইবার ভয় থাকে। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, ক্ষুধা মোটেই থাকে না, কিছু খাইতেও চায় না; জিহ্বার বর্ণ কাল হয় অনেক রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। ডাঃ **ফ্যারিংটন** বলেন—সায়েনাইড্‌-অভ্‌-মার্কারি ডিপ্‌থিরিয়া রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও সাংঘাতিকতাই ইহার বিশেষত্ব। ডাঃ **অ্যালেন** বলেন যে পচা গ্যাংগ্রীন বিশিষ্ট ডিপ্‌থিরিয়া তৎসহ বিগলিত ক্ষত, অতিশয় দুর্ব্বলতা এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ, যখন ব্যাপক আকারে ডিপ্‌থিরিয়া রোগ প্রকাশিত হইতে থাকে তখন এই ঔষধ প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডিপ্‌থিরিক ক্রুপ রোগে ইহা **কেলি-বাই** সমতুল্য ঔষধ। এই ঔষধ ফাইটোলেক্কা, ব্যাপ্‌টিসিয়া, এপিস-মেল আর্সেনিক সমতুল্য।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—কয়েক দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ রোগীর নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

উদরাময় :—দুর্গন্ধযুক্ত সবুজ, চক্‌চকে মল। মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত কুন্থন। অতিশয় মলত্যাগের আকাঙ্খা কিন্তু সে মলত্যাগ করে অল্প কাল রক্ত। কাপড়ে লাগিলে বড় বড় দাগ লাগে। রোগীর গলার ভিতর যেরূপ পরদা পড়ে সেইরূপ মলদ্বারের চারিদিকেও ধূসর বর্ণের পরদার ন্যায় দেখা যায়। ডিপ্‌থিরিয়ার সহিত বা অপর সাংঘাতিক রক্তাতিসার রোগে ইহা কার্য্যকরী।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ, ডাঃ **বোরিক** বলেন ৬ষ্ঠ শক্তির নিম্নে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি সম্ভব।

মাডার।

ক্যালোট্রোপিস জাইগ্যান্টিয়া ও মাডার একই ঔষধ ক্যালোট্রোপিস অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মিউরেক্স-পারপিউরা (Murex Purpura.)।

পরিচয় :—ইহা সমুদ্রজাত পার্প্‌ল ফিস নামক একজাতীয় মাছ। ইহার শরীর হইতে একপ্রকার লাল বর্ণের রস নির্গত হয়; সেই রস হইতেই ইহা বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের নানাবিধ পীড়া, গর্ভস্রাব, জরায়ুগ্রীবার পীড়া, জরায়ু হইতে প্রচুর রক্তস্রাব, গর্ভাবস্থার পীড়া, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ; কামোন্মাদ ; স্তনের বেদনা ; বাধক ; বয়োসন্ধিকালের পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—মিউরেক্স সিপিয়ার ন্যায় স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশিত করে। কামেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা, তাহার রমণালিঙ্গনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। জরায়ুর নিম্নগতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

মন :—রোগিণীর মনোভাবের বিশৃঙ্খলা, তাহার সন্ধ্যাবেলায় চিত্তমালিন্য উপস্থিত হয় সেইজন্য সে কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বলিতে চাহেনা কিন্তু তাহার প্রদরের স্রাব যদি বেশী হইতে থাকে তাহা হইলে সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—রোগিণীর কাম প্রবৃত্তি অত্যধিক, কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার জন্য সে বড়ই অস্থির হইয়া পড়ে এমন কি তাহার যোনিতে কাপড়ের স্পর্শ লাগিলেও তাহার কাম প্রবৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হয় ; **ওরিগেনাম** রোগিণীরও কাম প্রবৃত্তি অত্যধিক, উত্তেজনার জন্য সে অস্বাভাবিক উপায়ে কাম প্রবৃত্তির সমাধান করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, **প্ল্যাটিনাম** রোগিণীরও কাম প্রবৃত্তি অত্যধিক। এই ঔষধে যেমন কামেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা আছে ; ইহাতে জরায়ু-চ্যুতি জরায়ুর প্রবল নিম্নগতি রোগিণী মনে করে যেন তাহার জরায়ু আদি সমস্তই বাহির হইয়া পড়িবে সেইজন্য সে উরুর উপর উরু রাখিয়া যোনির মুখ চাপিয়া রাখে, সেই সঙ্গে তাহার কামোন্মাদনা বর্ত্তমান থাকে। **সিপিয়া** রোগিণীরও জরায়ুর নিম্নগামী ভাব ও জরায়ু-চ্যুতি আছে কিন্তু তাহার কামোদ্দীপনা নাই। **লিলিয়াম** রোগিণীরও জরায়ু-চ্যুতি আছে রোগিণী হাত দিয়া যোনিমুখ চাপিয়া রাখিলে উপশম ; লিলিয়াম রোগিণীরও কাম ভাব খুব। মিউরেক্স রোগিণীর নিজের জরায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা (হেলোনি), জরায়ুর মুখে অত্যধিক বেদনা যেন কেহ তথায় অস্ত্রাঘাত করিতেছে এরূপ বোধ। জরায়ুর বামদিকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা সে মনে করে যেন জরায়ুর একটা অংশ কেহ পেশন করিতেছে, জরায়ুর ডানদিক হইতে বাম স্তন পর্য্যন্ত একটা বেদনা চালিত হয়। জরায়ুর যে কোন পীড়ায় উপরোক্ত লক্ষণাবলী বিদ্যমান থাকিলে মিউরেক্স ঔষধ।

প্রদরাদি রোগেও মিউরেক্স ব্যবহার্য্য কিন্তু তাহার কামোন্মাদনার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহার প্রদরস্রাব হরিদ্রাভ রসের ন্যায় গাঢ়। উহা ক্রমে লালবর্ণের হয়। বাহ্যে করিবার সময় রক্তের ন্যায় প্রদরস্রাব নিঃসৃত হয়। গর্ভবতীদের প্রদরস্রাবকালে পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। ইহার একটী উল্লেখযোগ্য লক্ষণ আছে প্রদরস্রাবের **সময় সে বিমর্ষ হইয়া পড়ে কিন্তু যত বেশী প্রদরস্রাব হইতে থাকিবে ততই বেশী সে প্রফুল্লভাব** ধারণ করিবে।

ঋতুস্রাব নিয়মিত সময় অপেক্ষা কিছু বিলম্বে হয়, কয়েকদিন স্রাবের পর তাহার ঋতু বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু ১২ ঘণ্টা বাদ পুনরায় প্রকাশিত হয় এই লক্ষণ আমরা ক্রিয়োজোট ও সিপিয়ায় দেখিতে পাই। ক্রিয়োজোট রোগিণীর ঋতুস্রাবের সময় একপ্রকার বিদাহী স্রাব নিঃসৃত হইয়া তাহার স্ত্রী অঙ্গে ও উরুতে ঘায়ের সৃষ্টি করে ঐ স্থান ফুলিয়া যায়, চুলকায় ও জ্বালা করে।

নিদ্রা :—তাহার সন্ধ্যাবেলা ঘুমের ভাব আসে সেই সময় নানাপ্রকার বিরক্তিজনক স্বপ্ন দেখে। ঘুমের ঘোরে প্রবল প্রস্রাবের বেগ হয় প্রস্রাবের বেগ আসিলেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, প্রস্রাবে শাদা তলানি পড়ে।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ ক্রম।

মিউকোটক্সিন (Mucotoxin.)।

ব্যবহারস্থল :—শিশু ও বৃদ্ধদিগের তরুণ শ্লেষ্মাযুক্ত সর্দ্দিরোগে উপযোগী।

মিরবেন্ (Mirbane.)।

ব্যবহারস্থল :—রক্ত কাল ও গাঢ় অতি কষ্টে উহা জমাট বাঁধে। মস্তিষ্ক হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়। রোগীর মুখে জ্বালাজনক স্বাদ। তাহার ঠোঁট, জিহ্বা, চামড়া এবং নখ একত্রিত অবস্থায় থাকে।

মিফাইটিস-পিউটোরিয়াস (Mephitis Putorius.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্কঙ্ক। আমেরিকার স্থানে স্থানে স্কঙ্ক নামক একপ্রকার হিংস্র জন্তু আছে ইহাকে পোলক্যাটও বলা হয়। ইহার মলদ্বারের নিকট একটী থলিয়া আছে, উহা হইতে তীব্র গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় এই তরল পদার্থ দেখিতে পুঁজের ন্যায় ও হলুদবর্ণের। ইহার কোন শত্রু নিকটে থাকিলে ইহারা তাহাদিগের গায়ে উগ্রগন্ধযুক্ত রসগুলি পিচ্কারীর ন্যায় ছাড়িতে থাকে। কোন প্রকারে ঐ রসগুলি যদি তাহাদের চক্ষে লাগে তবে সে শত্রু চিরদিনের জন্যই অন্ধ হইয়া যায়। সুরাসারে ঐ রস মিশাইয়া মাদার টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—অন্ধত্ব, নানাবিধ চক্ষুরোগ, হাঁপানি; হাঁপানি হইয়া সহজে দম বন্ধ হইয়া যাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উত্তম ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—ইহা হুপিং কাসির একটী খুব ভাল ঔষধ। হুপ শব্দ হইয়া ইহার কাসি আরম্ভ হয়।

চক্ষুরোগে ইহার রোগী ছোট অক্ষরের লেখা পড়িতে পারে না। সে মনে করে সমস্ত অক্ষর পরস্পর ছড়াইয়া গেল। তাহার মাথায় বেদনা ও চক্ষুর মধ্যে বেদনার জন্য সে ভাল দেখিতে পায় না (গ্লোনি, ফস্, ফাইসো)। রোগীর চক্ষুর ভিতর অত্যন্ত বেদনা, সে কোনদিকে চাহিলে পর তাহার চক্ষুর ভিতর কি একটা আবদ্ধ আছে এরূপ বোধ। চক্ষুর সামান্য পরিশ্রম করিলে সে মনে ভাবে তাহার দৃষ্টিশক্তির লোপ হইবে, অন্ধ রোগীর পক্ষেও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

হুপিং-কাসি রোগে মিফাইটিস একটী উত্তম ঔষধ। ডাক্তার **ফ্যারিংটন** বলেন,—যে সকল কাসিতে হুপ শব্দ বেশী থাকে সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। রাত্রে ও শয়নের পর কাসির বৃদ্ধি। কাসির সময় মনে হয় যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, প্রশ্বাসত্যাগ করিতে অত্যন্ত কষ্ট। কাসিতে খাদ্যদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়, সময় সময় খাওয়ার অনেক পরেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া বমন হয়। সময় সময় কাসি এত সাংঘাতিক হয় যে রোগীর ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রতিবার কাসির সময় শিশুর শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হইবে এরূপ বোধ এবং কাসিবার সময় তাহার মুখ নীল হইয়া যায়। কেহ সেই সময় উঠাইয়া না বসাইলে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার ন্যায় অবস্থা হয়, ইহার কাসি রাত্রেই বেশী হয়। ইহার শিশু

ঠাণ্ডা বেশ সহ্য করিতে পারে। ঠাণ্ডায় তাহার কোন অনিষ্ট হয় না। বরং খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে তাহার বেশ আরাম বোধ (কেলি-সাল্‌ফ)।

সুরাপায়ীদিগের ক্ষয়রোগে ও হাঁপানি কাসিতে রোগী অভিযোগ করে যেন তাহার গলার ভিতর গন্ধকের ধূম প্রবেশ করিতেছে। যখন ড্রসেরা প্রয়োগেও কোন উপকার পাওয়া যায় না তখন এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায়। ইহার হাঁপানি রোগী অত্যধিক ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে, যত **ঠাণ্ডাই লাগুক না কেন তাহার কোন অপকার হয় না,** সে শান্তিই পায়। সর্ব্বসাধারণ যখন শীতের তাড়নায় কাতর হইয়া পড়ে তখন মিফাইটিসের রোগী ঠাণ্ডা জলে আরাম করিয়া স্নান করে। যক্ষ্মারোগীর হাঁপানিতে রিউমেক্স বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

নিদ্রা :—পুনঃ পুনঃ তাহার চক্ষু হইতে জল পড়ে। দিনের বেলা তাহার অত্যন্ত ঘুম পায়, এমন কি সে তাহার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পর্য্যন্ত চায় না। সে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটায়, রাত্রে সামান্যক্ষণ নিদ্রার পরও যদি সে অতি ভোরে ঘুম হইতে উঠে তত্রাচ সে অনেকটা সুস্থবোধ করে কিন্তু রাত্রে তাহার ঘুম কিছুতেই আসে না, নিদ্রা আসিলেই তাহার শ্বাসরোধের সূচনা হয়, ঘুম ভাঙ্গিবার পরও তাহার সেই ভাব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। মিফাইটিসের রোগী রাত্রের নিদ্রাটিকে ভয়ের চোখে দেখে, ল্যাকেসিস রোগী রাত্র বা দিন সর্ব্বক্ষণের নিদ্রাকেই ভয়ের চোখে দেখে, কারণ নিদ্রাভঙ্গের পরই তাহার সর্ব্ব উপদ্রবের বৃদ্ধি।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য ইহার প্রয়োগ আছে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে, স্নায়ুবিধানের উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে, যখন রোগীর দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে বিশেষতঃ যখন তাহার পায়ের কোথায়ও অসাড়ভাব আসিয়া পড়ে তখন ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—রাত্রে শয়ন করিবার পর, বিশ্রামকালে, সকালবেলা ও কেহ স্পর্শ করিলে রোগের বৃদ্ধি; অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, সামান্য নিদ্রার পর, সোজা হইয়া বসিলে এবং দেহ সঞ্চালনে রোগের উপশম।

সম্বন্ধ :—মিফাইটিস—ক্ষয়কাসিতে ড্রোসেরা তুল্য; হুপিং কাসিতে কোর‍্যালিয়াম তুল্য; রাত্রিকালের কাসিতে রিউমেক্স তুল্য; রাত্রিকালীন অন্ধত্বে বেলেডোনা তুল্য; তামাকে ঘৃণা জন্মিলে ইগ্নেসিয়া তুল্য; স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় মস্কাস, জিঙ্কাম তুল্য।

শক্তি :—নিম্নক্রমের ঔষধই বেশী ব্যবহৃত হয়, তবে ৬, ৩০, ২০০ শক্তিও ব্যবহার করা চলে।

মিকানিয়া (Mikania)।

মিকানিয়া ও গুয়াকো একই ঔষধ, সুতরাং **গুয়াকো** অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(Mitchella Repens.)।

পরিচয় :—ইহা একপ্রকার মটর বিশেষ, সাধারণতঃ পাখীরা ইহা খায়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ জরায়ু প্রদাহ; মূত্রাধারের উত্তেজনা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা; ও মূত্রগ্রন্থির বেদনায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ মিচেলা প্রস্রাব ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরই বেশী কার্য্যকরী ঔষধ।

প্রস্রাব :—মূত্রগ্রন্থির উত্তাপাধিক্য, উহার গ্রীবা দেশে উত্তেজনা বশতঃ রোগীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, স্ত্রীলোকদিগের মূত্রাশয় গ্রীবা ফুলিযা গিযা প্রস্রাব অত্যন্ত লাল বর্ণের হয এবং তাহাতে শাদা শাদা তলানি পড়ে (ক্যান্থা, ক্রিয়ো, ম্যাগ কার্ব্ব, সার্সাপে, সিপিযা) স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর দোষের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগেও ইহা ব্যবহার্য্য (এপিস)।

জরায়ুর পীড়া :—জরায়ুর মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা, এবং তীব্র বেদনা হয জরায়ুপীড়ায। রক্ত সঞ্চিত হইযা ঘোর লালবর্ণ ধারণ করে, ফুলিযা উঠে সেইসঙ্গে মূত্রস্থলীর উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হইলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। উপরোক্ত যন্ত্রণাদির সহিত জরায়ু হইতে প্রচুর উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইলেও ইহা টি লিযাম, হ্যামামেলিস প্রভৃতি ঔষধের তুল্য ঔষধ। প্রসব হইবার তিন মাস পূর্ব্ব হইতে এক জাতীয ব্যথা হয উহাকে কৃত্রিম প্রসব বেদনা বলে, সেই সকল বেদনায যেমন অ্যাকিটিযা-রেসিমোসা, জেল্‌স্, নাক্স-মস্, পালস, ভাইবার্ণ প্রভৃতি উত্তম ঔষধ, মিলেফোও সেই অবস্থায ব্যবহার্য্য ঔষধ। দীর্ঘকাল ব্যাপী ক্ষীণ প্রসব বেদনায কফিযা, কেলি-কা, ওপি, তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ও ১x ক্রম।

মিলিফোলিয়াম (Millefolium.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম 'আরো'।

ব্যবহারস্থল :—রক্তস্রাবের জন্য মিলিফোলিযামকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও ভুল হইবে না, শ্রেষ্ঠ বলায কেহ অন্যবিধ মনে না করেন অদ্বিতীয বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মিলিফোলিযাম রোগীর সর্ব্বদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। আঘাত বা পতনাদির জন্য রক্তস্রাবে ইউরোপ খণ্ডে এই আরো বা মিলিফোলিযাম বহু যুগ হইতে ব্যবহৃত হইযা আসিতেছে, ইহার রক্তস্রাব ফুসফুস, বাযুনলী, স্বরনলী, পাকস্থলী, নাসিকা মূত্রস্থলী, মলান্ত্র ও জরাযু প্রভৃতি স্থান হইতে পারে। হ্যামামেলিস, টি লিযাম ও মিলিফোলিযাম এই তিনটী ঔষধই রক্তস্রাবের উৎকৃষ্ট ঔষধ। **মিলিফোলিয়াম বেদনাশূন্য উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাবের জন্য বিখ্যাত**। অস্ত্রাঘাত বা আঘাতাদির পর প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে ইহাদ্বারা বন্ধ হইযা যায। প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমাদির পর প্রচুর বেদনাশূন্য উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইলে মিলিফোলিযামই ঔষধ। অর্শ রোগীর যদি উজ্জ্বল লাল রক্ত পড়ে সেখানে এই ঔষধ অতি চমৎকার ভাবে কার্য্য করে। যক্ষ্মা রোগীর মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে টকটকে লালবর্ণের রক্ত যদি উঠে আর যদি যন্ত্রণা না থাকে তখন এই ঔষধ দ্বারা সেই রক্ত খুব শীঘ্র শীঘ্র বন্ধ হইযা যায। ঋতু কোন কারণে বন্ধ হইযা পাকস্থলী হইতে রক্ত নির্গত হইলে (যদি ঐ রক্ত পূর্ব্ববর্ণিত রূপ হয) ইহাই ঔষধ। নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইলে ইহা প্রয়োগ বিধি। শিশু খেলা করিতেছে, খেলিতে খেলিতে নাকে হযতো সামান্য একটু চোট লাগিল, তখন তাহার কোন যন্ত্রণা বা কিছুই হইল না, কিন্তু কিছু পরে যখন প্রচুর পরিমাণে আহত স্থান হইতে বেদনাশূন্য রক্তস্রাব হইতে থাকে তখন অন্য ঔষধের চিন্তা না করিয়া মিলিফোলিযাম প্রয়োগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ রক্ত কমিয়া যাইবে।

আমরা এইরূপ, বহু রক্তস্রাব মিলিফোলিয়াম দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ইহার রোগীর আর একটী বিশেষত্ব আছে সে ধীরে ধীরে চলাফেরা করিলে মাথা ঘুরায় কিন্তু খুব জোরে চলিলে মাথা ঘুরাইবে না।

রোগের বৃদ্ধি মাথা নোযাইলে, সন্ধ্যা ও রাত্রে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গেলে, কাফি পানে।

উপশম দিনের বেলা, সুরাপান করিলে।

মিলিফোলিযাম আর্ণিকা ও অ্যাকোনাইটের পর (বিশেষতঃ রক্তস্রাবে) ব্যবহৃত হয়। রক্ত বমনে ইহা ব্রাযোনিযা ও অষ্টিলেগো তুল্য।

শক্তি :- মূল অরিষ্ট, ১x, ৩, ৬ ও ৩০ কোন কোন ক্ষেত্রে ২০০ ক্রম।

মিলিপেডিস (Millepedes.)।

ব্যবহারস্থল :—শোথ, হাঁপানি তৎসহ শ্লৈষ্মিক ব্রঙ্কাইটিস রোগে, মাথার যন্ত্রণা যদি ডাণদিকের কাণের উপর হয তবে এই ঔষধ উপযোগী।

শক্তি :—৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার্য্য।

মিনিয়্যান্থেস-ট্রাইফোলিয়েটা (Menyanthes Trifoliata.)।

পরিচয় :—ইহার অপব নাম বার্কবিন। এই জাতীয গাছ উত্তর আমেবিকা, ইউরোপ ও এসিযাব খানা, ডোবা প্রভৃতি পচা জলযুক্ত স্থানে জন্মায। মহাত্মা হানেমান নিজে এই ঔষধ পবীক্ষা ও প্রুভিং করেন। এই জাতীয গাছের যখন ফুল ফুটিবাব সময উপস্থিত হয তখন এই গাছের সমুদয অংশ সংগ্রহ করিযা উহা হইতে মূল অবিষ্ট তৈরী হয।

ব্যবহারস্থল :—ম্যালেরিযা জ্বব, মাথাধবা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাচিযা উঠা, অন্ধত্ব, বুকের নানাবিধ পীড়া, খিলধরা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি পীড়ায কার্য্যকরী।

শিরঃপীড়ার সময যখন তাহার মস্তিষ্কেব ভিতব কেহ নিষ্পেষণ কবিতেছে এরূপ বোধ এবং সেই সময দুই হাত দ্বাবা জোবে মস্তক ঘষিলে যদি আরাম বোধ হয তবে এই ঔষধ উপযোগী। রোগী মনে করে যেন একটা ভযঙ্কর ভারী পদার্থ তাহার মাথার উপব চাপান আছে, সিঁড়ি দিযা উপরে উঠিবার সময সে মনে করে যেন মাথার দুইদিক হইতে কেহ তাহার মাথা চাপিযা ধরিযাছে। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিবার সময মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি (ক্যাল্কে, গ্লোন, সাল্ফ)।

ম্যালেরিয়া বা সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থা যদি অনেকক্ষণ স্থাযী হয এবং পিপাসার অভাব থাকে, জ্বরের সময হাত, পাযের আঙ্গুল ও উদর মধ্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ কিন্তু সমস্ত শরীর গরম। আগুনের উত্তাপে বা উনুনের পাশে বসিলে কিছুক্ষণের জন্য উপশম। রোগীর মেরুদণ্ড মধ্যে অত্যন্ত শীত বোধ ও কম্পন অনুভব এবং তাহাব পা হইতে জানু পর্য্যন্ত অত্যন্ত ঠাণ্ডা, হাত দিলে মনে হইবে যেন পা দুইখানি খুব ঠাণ্ডা জলে ডুবান ছিল। মিনিয়েন্থাস **চাতুর্থিক জ্বরে** যে জ্বর (প্রত্যেক চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুইদিন অন্তর আসে) বিশেষ ফলপ্রদ। ডাক্তার ক্যারিংটন

বলেন যে চাতুর্থিক জ্বরে জানুব নিম্নাংশ পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে মিনিয়েন্থাস কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার রোগীর উত্তাপাবস্থায়ও জলপিপাসা থাকে না, মুখমণ্ডল অত্যন্ত গরম হয়, থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবস্থার আবির্ভাব, সেই সঙ্গে প্রলাপ বকা, শয়নের অনতিকাল পর হইতেই তাহার সমস্ত শরীরে ভয়ানক ঘাম হইতে থাকে। ঐ ঘাম সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। মিনিয়েন্থাস রোগীর রাক্ষসী-ক্ষুধা (আযোডি), মাংস খাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সিন্‌কোনা বা কুইনাইনের অপব্যবহারের পর নানাবিধ উপসর্গে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

উদর মধ্যে ভার বোধ, রোগী মনে ভাবে যেন সমস্ত দিন তাহার পেট ভারী হইয়া রহিয়াছে, অথচ ক্ষুধার কম্‌তি মোটেই হয় না, যত পায় ততই খাইবার আকাঙ্ক্ষা। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার অন্ত্র বায়ু দ্বারা ভর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে, সেইজন্য সে পুনঃ পুনঃ বায়ুনিঃসরণ করিতে চেষ্টা করে, অথচ বায়ু নিঃসারিত হয় না। তাহার পাকস্থলী হইতে অন্ননালী পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে বোধ, সেই সঙ্গে গা-বমি-বমির ভাব। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার সময় ও হাত দ্বারা পেট ঘষিলে পেটে শীত বোধ। তাহার কোন সময়ই জল-পিপাসা থাকে না, জল-পিপাসার অভাব।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০।

মেজেরিয়াম (Mezereum.)।

পরিচয় :—ক্যামিলিয়া বা চামেলিয়া-জাবমেনিকা বা ডাফনি-মেজরিয়ম গুল্ম জাতীয়। ইহা প্রায় সমগ্র ইউরোপে ও রুসিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে পাওয়া যায়। ফুল জন্মিবার পূর্ব্বে বৃক্ষের ছালগুলি তুলিয়া সেই সব তাজা ছাল হইতে মাদার টিংচার তৈরী হয়। এই ঔষধ স্বয়ং হানেমান পরীক্ষা বা প্রুভিং করিয়া গিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশ, পারদ সেবনজনিত গ্রন্থি ও অস্থিবেষ্টনির রোগ, অস্থিক্ষত, অস্থিবেষ্টজ দন্তশূল, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, একজিমা, নানাবিধ চর্ম্মরোগ, দাদ, রক্তস্রাবী ক্ষত, দুধে-মামড়ী, মলদ্বারের চ্যুতি, বৃদ্ধা রমণীদিগের যোনিদেশে চুলকানি, গোবীজ দ্বারা টিকা দিবার মন্দফল; কর্ণপটহের স্থূলত্বরোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—চর্ম্ম ও অস্থিবেষ্টনির নানাবিধ পীড়ায় ও স্নায়ুশূলাদি রোগে উপযোগী। মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরও ইহার ক্রিয়া বিদ্যমান।

মন :—মেজেরিয়াম রোগিণীর অবসন্নতা, মানসিক অবসাদ, সকল কার্য্যে ও সকল বিষয়ে উদাসীনতা, তুচ্ছ কারণে (হয়ত তাহার রাগ হইবার কোন কারণ নাই), সে রাগিয়া অস্থির, এমন কি সে বিনা কারণে রাগের মাথায় চীৎকার করিয়া অস্থির করিয়া তুলে, কিন্তু অল্প পরেই নিজের ভুল বুঝিয়া দুঃখপ্রকাশ করে। মেজেরিয়াম রোগী সদা-সর্ব্বদা যেন খারাপ সংবাদ আসিবে এই আশঙ্কায় সশঙ্কিতভাবে থাকে, আরও বিশেষতঃ একা একা থাকিলে তাহার অস্থিরতা বা চাঞ্চল্যের বৃদ্ধি হয়, সেইজন্য সে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ চায় (বিস্‌মাথ, ক্যাড্‌মি-সালফ, ক্যাম্ফো, লাইকো, কর্স, সিপি), **রোগীর মুখমণ্ডল** অত্যন্ত ফ্যাকাসে, মুখে ঘায়ে ভর্ত্তি বা পুরাতন ঘায়ের দাগে অথবা ফোড়ায় পূর্ণ। রুগ্ন ফ্যাকাসে মুখখানা কখনও হয়তো একটু রক্তাভাপূর্ণ হইয়া উঠিল কিন্তু পুনরায় পূর্ব্ববৎ ফ্যাকাসে ও বিশ্রীভাব ধারণ করিবে।

শিরঃপীড়া :—মেজেরিযাম রোগীর মাথার ভয়ানক যন্ত্রণা ও মস্তিষ্কের পীড়া, মাথায় ব্যথা যেন ছিঁড়ে ফেলার মত বা ভেঙ্গে যাইবার ন্যায়, মাথায় সামান্য স্পর্শতেই মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। উপদংশগ্রস্ত রোগীর মাথার যন্ত্রণা, মাথার দুই পার্শ্ব হইতে মাথার যন্ত্রণা, মাথার খুলি দুই ভাগ হইয়া যাইবে সেইরূপ ভাব। কখনও তাহার মাথার যন্ত্রণা এত অধিক হইতে থাকে যেন বহুসংখ্যক পিপীলিকা মস্তিষ্কের মধ্যে দংশন করিতেছে।

মস্তকে একজিমা বা দুগ্ধ-চিপিটিকা রোগে মেজেরিযাম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর সমস্ত মাথাটি ঘন চিপিটিকা দ্বারা আবৃত, উহার ভিতর গাঢ় শাদাবর্ণের পূঁজ জন্মে, রোগীর বা শিশুর মাথার সমস্ত চুল জটার ন্যায় হইয়া যায় (সোরি)। শিশুর মাথার উপর জ্বালাযুক্ত চুলকানি, এক স্থানে চুলকাইলে অপর স্থানে চুলকাইবার আকাঙ্ক্ষা। মাথার উপর ছোট ছোট ফোড়া উঠিয়া থাকে। ঘাযের জ্বালা যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় ও সন্ধ্যাবেলাই বেশী হয়। রোগীর সমস্ত মাথায় মরামাসে পূর্ণ, চুলকাইলে মাছের আঁইসের ন্যায় মরামাস যেমন উঠে সেইরূপ উঠিয়া যায়—থোকা থোকা চুল। মাথায় এমন চুলকানি উঠে যে শিশু অনবরত চুলকাইয়া চুলকাইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলে। মাথার একজিমা বা দুগ্ধ-চিপিটিকা ভ্রূ ও ঘাড় পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ডাঃ **কেন্ট** বলেন যে, মেজেরিযাম রোগীর গরম হাওয়া বা গরম ঘরে সমস্ত রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি, তবে যাহাদের ফোড়া বা চর্ম্মরোগ আছে তাহাদের বৃদ্ধি গরমে হয় ইহা ব্যতিরেকে অপর ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে তাহার রোগের বৃদ্ধি। মেজেরিযাম যেমন মাথার ঘায়ে ও একজিমায় বিশেষ ফলপ্রদ সেইরূপ ইহা **মুখমণ্ডলের নানাবিধ চর্ম্মরোগে** কার্য্যকরী। রোগীর মুখের উপর রসপূর্ণ উদ্ভেদ বাহির হয়, উহা অনবরত চুলকায়, এরূপভাবে সে চুলকাইতে থাকে যেন উদ্ভেদগুলি তুলিয়া ফেলিবে, ইহার ফলে ছোট ছোট উদ্ভেদগুলি বড় উদ্ভেদে যেমন পরিণত হয় তদ্রূপ ঐ রস যেখানে লাগে সেইখানে ঘা হয়।

চর্ম্মরোগ : নানাবিধ দদ্রুরোগে, চর্ম্মরোগে এবং অসহ্য চুলকানিযুক্ত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ উদ্ভেদাদি রোগে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। **ডাঃ ক্যারিংটন** বলেন যে গণ্ডমালা-গ্রস্তদিগের একজিমা রোগে ও কঠিন চিপিটিকা রোগে ইহা ফলপ্রদ। ঐ সকল উদ্ভেদ হইতে অধিক পূঁজ নির্গত হয়. রাত্রে উষ্ণগৃহে বা উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা ঢাকিলে অত্যন্ত চুলকানি বৃদ্ধি। যেস্থান হইতে মূল ক্ষত বা অন্যান্য উদ্ভেদাদি প্রথম বাহির হয় তাহার চতুর্দ্দিকে অপচ্যমান বহু উদ্ভেদ বাহির হওয়া মেজেরিযামের একটী লক্ষণ।

ডাঃ ডানহাম বলেন—পারদ ও উপদংশের সম্মিলিত ফলস্বরূপ যে সকল চর্ম্মরোগের সৃষ্টি হয় বিশেষতঃ উহা যদি নিম্নাঙ্গেই বেশী হয় তবে এই ঔষধের ২০০ শক্তি ফলপ্রদ।

অস্থিবেদনা :—পারদের অপব্যবহারের পরে অস্থি আক্রান্ত হইলে বা কশেরুকা, স্কন্ধ ও উরুদেশের অস্থিবেদনায় এবং বাতজনিত বা সামান্য অস্থিবেষ্টের প্রদাহে ও নিম্নহনুর অস্থিবেষ্ট প্রদাহে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

দন্তশূল :—পোকায় খাওয়া দাঁতে ভয়ানক যন্ত্রণা (ক্রিয়ো, ষ্ট্যাফি) শিশু তাহার আক্রান্ত দাঁত অনেক বড় হইয়াছে বলিয়া মনে করে, সে ঐ দাঁত দিয়া কোন জিনিষ কামড়াইলে বা জিহ্বা দ্বারা ঐ দাঁত স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ। দাঁতের ও মুখমণ্ডলের উভয় বিধ স্নায়ুশূলে ইহা কার্য্যকরী যদি ঐ বেদনা মুখের বামদিকের হাতের মধ্যে বেশী হয়; রাত্রে দন্তশূলের বৃদ্ধি। মুখে অত্যধিক

লালা সঞ্চয় (মার্ক-সল) মেজেরিয়াম শিশুর প্রস্রাবের উপর দুধের সরের ন্যায় পদার্থ ভাসিয়া বেড়ায়। স্নায়ুশূলের বেদনা রাত্রে বিছানায় শুইলে বেশী হয় এবং গরম-সেকে উপশম কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যন্ত্রণার আবির্ভাব; মুক্ত হাওযায় হ্রাস (কেণ্ট)। প্রদাহান্বিত বাত রোগও রাত্রে বিছানায় উত্তাপে বৃদ্ধি লাভ করে; সামান্য স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। বেদনা ক্রমে ক্রমে হাড়ের ভিতর চালিত হয় এবং হাড় যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ বেদনা হইতে থাকে। রোগী মনে করে যেন হাড়গুলি বড় হইয়া যাইতেছে, পেরিয়ষ্টিয়ামের (অস্থি আবরণের) ভিতর ছিঁড়ে গেল এরূপ বেদনা; হাড় পচিয়া যাওয়া বা হাড়ে ঘুণ ধরা (Necrosis), অস্থিক্ষত (Caries), ভগন্দরের ঘা হইতে যখন শাদা শাদা পদার্থ বাহির হইতে থাকে এবং ক্ষতের চতুর্দ্দিকে যখন বহুসংখ্যক রসপূর্ণ উদ্ভেদ দ্বারা বেষ্টিত থাকে তখন এই ঔষধ ফলপ্রদ।

সম্বন্ধ :—মেজেরিয়াম চক্ষুর, দাঁতের ও অপরাপর স্নায়ুশূলে স্পাইজি তুল্য; পামারোগে রাস, অ্যানাকা, অঙ্গুলির ক্ষতে বোবাক্স; অস্থির বেদনায় অ্যাসাফ; দাঁতে পোকা লাগায় ক্রিয়োজোট, ষ্ট্যাফি; বাত রোগে রাস, ব্রাই তুল্য ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—ঠাণ্ডায়, স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বা (রাস, নেট্রাম-সা) ঠাণ্ডা হাওয়ায়, হাওয়ার পরিবর্ত্তন, উত্তাপ, শয়ন করিলে ও বিছানার উত্তাপে (মার্ক-সল) নড়াচড়ায় রোগের বৃদ্ধি; মুখের ভিতর শীতল বায়ু টানিয়া লইলে, মাথা নোয়াইলে, আক্রান্ত অংশ দৃঢ়ভাবে থাকিলে উপশম।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

Menthol)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নাকের তরুণ সর্দ্দি, কাণের তরুণ পীড়া, কাণপাকা, ফ্যারিঞ্জাইটিস্, লেরিঞ্জাইটিস, স্নায়ুশূল ও গুহ্যদ্বারের চুলকানি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

শক্তি :— ৬, কিন্তু বাহ্য ব্যবহারের জন্য (চুলকানি ক্ষেত্রে) ইহার লোশন বা মলম ব্যবহার্য্য।

মেন্থা-পিপারেটা (Mentha Pipereta)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম পিপারমেণ্ট। ইউরোপ এবং আমেরিকার স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে এই জাতীয় গাছ অনেক পাওয়া যায়। ইহার সমস্ত টাটকা গাছ হইতেই মাদারটিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—শুষ্ককাসি, সর্দ্দি, গলক্ষত, শিরঃপীড়া, জ্বরের পর অত্যন্ত ক্ষীণভাব, উদরাধ্মান সহ পিত্তশূল, যোনিদেশের চুলকানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

শ্বাসযন্ত্রের উপরই ইহার ক্রিয়া বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। খুক্‌খুকে কাসিতে হাইওসায়েমাস, রিউমেক্স ও মেন্থা পিপারেটা অতিশয় কার্য্যকরী ঔষধ। রোগীর আলজিহ্বা বাড়িয়া কাসি। আলজিহ্বা এমন ভাবে বাড়ে যে উহা নড় নড় করিয়া আসিয়া রোগীর জিহ্বায় ঠেকে। কিছু গিলিবার সময় গলার ভিতর শুষ্কভাব ও ব্যথা রোগী মনে করে যেন তালুমূলে একটী পীন খাড়াভাবে

আবদ্ধ হইয়া আছে। খুকখুকে কাসিতে যদিও এই ঔষধ ফলপ্রদ কিন্তু রিউমেকসের তুল্য বা সমকক্ষ কোন ঔষধ নহে। স্বরভঙ্গ হইলেও ইহার প্রয়োগ আছে—উচ্চৈঃস্বরে পড়াশুনার ফলে যাহাদের গলা ভাঙ্গে তাহাদের পক্ষে ইহা সেনেগা ও ক্যালকে-ফ্লু তুল্য ঔষধ। কেহ কেহ বলেন যে গায়কদিগকে গান গাহিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মেন্থা-পিপারেটা সেবন করিতে দিলে গায়ক বহুক্ষণ গান গাহিতে পারেন। ইহার রোগীর গলার ভিতর তামাকের ধোঁয়া, কয়লার ধোঁয়া বা ঠাণ্ডা হাওয়া, কোয়াসা প্রভৃতি প্রবেশ করিলেই ভীষণ বেগে শুষ্ককাসি আরম্ভ হইবে। ক্ষয়কাসির রোগীর শুষ্ক কাসিতে এই ঔষধ প্রয়োগ করা চলে।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০।

মেন্থা-পুলিজিয়াম (Mentha Puligium.)।

ব্যবহারস্থল :—কপালের হাড়ে এবং হাতে পায়ে অত্যন্ত বেদনা।

মেডিকাগো (Medicago.)।

অ্যালফাঅ্যালফা ও মেডিকাগো একই ঔষধ অ্যালফাঅ্যালফা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মেডোরিণাম (Medorrhinum.)।

পরিচয় :—ইহা একটী নোসোড জাতীয় (রোগ-বিষজ) ঔষধ। প্রমেহ-বিষ হইতে এই ঔষধ তৈরী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—সাইকোসিস বিষজ বা বিষদুষ্ট গেঁটেবাত, আমবাত, স্নায়ুশূল, পক্ষাঘাত ও নারীদিগের পুরাতন ডিম্বাশয় প্রদাহ, ফ্যালোপিয়ান টিউবের প্রদাহ, তন্তুময় অর্ব্বুদ, কোষময় অর্ব্বুদ ও জরায়ুর অন্যান্য পীড়ায় এবং সাইকোসিস দুষ্ট শিরঃপীড়া, হাঁপানি, বাধক, মৃগী, চক্ষুপ্রদাহ, যকৃতের ফোড়া, চর্ম্মরোগ বিশেষতঃ হাতের চর্ম্মরোগ, আঁচিল, মূত্রপথের অবরোধ; স্কন্ধ বেদনা; কার্সিনোমা বা ক্যানসার (যদি প্রমেহ রোগের ইতিহাস বিদ্যমান থাকে তবে), সর্ব্বশরীরের কম্পাণুভাব, তীব্র স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অবসন্নতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ কার্য্যকরী।

ক্রিয়াস্থল :—কুচিকিৎসিত প্রমেহ বা প্রমেহ রোগের স্রাব প্রতিরোধ জন্য রোগীর স্বাস্থ্য বিকৃত হইলে বা নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে ভুগিতে থাকিলে ইহা প্রয়োগে কার্য্য পাওয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে যখন ব্যবস্থিত ঔষধ সামান্য কার্য্য করিয়া আর কোন কার্য্য করে না তখন ইহাদ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

মন :—স্মৃতিশক্তির অভাব; নাম বা শব্দের প্রথম অক্ষর ভুলিয়া যাওয়া। বিশেষ পরিচিত বন্ধুর নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাওয়া, তাহাদের কি নাম তাহা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এমন কি সময় সময় নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায় (কেলি-ব্রোম, অ্যানিউ, ভ্যালি)। শুদ্ধভাবে উচ্চারণ

করিতে পারে না; চিরপরিচিত যায়গার নাম, বন্ধুর নাম বা কোন দ্রব্যের নাম বানান করিতে পারে না। গল্প বলিতে বলিতে গল্পের সূত্র হারাইয়া ফেলে। রোগী মনে করে যেন কেহ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে (অ্যানাকা), কে যেন ফুসফুস করিয়া কথা বলিতেছে ইহা পর্য্যন্ত সে শুনিতে পায়। কেহ যেন আলমারির পিছন হইতে তাহাকে মুখ ভঙ্গ করিতেছে অথবা তাহার বিছানায় শুইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেছে। মেডোরিণাম রোগিণী রোগ লক্ষণ ঠিকমত বলিতে পারে না, বলিবার সময় হতবুদ্ধি হইয়া যায় ও সব গোলমাল করিয়া ফেলে, তখন যেন তাহার একটা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে এরূপ মনে হয়, পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলে তবে রীতিমতভাবে উত্তর দেয়। রোগী বা রোগিণী না কাঁদিয়া তাহার রোগলক্ষণ অথবা অপরাপর কথা বলিতে পারে না (পালসে); কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলেই সে কাঁদিয়া আকুল হয়। অ্যাকোনাইটের রোগীর ন্যায় সে করে, কোন সময় তাহার নিজের মৃত্যু হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া রাখে। সর্ব্ব বিষয়ে সে ভবিষ্যৎ বলিয়া দেয়, রোগিণী মনে করে সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা বলে তাহাই সত্য। সামান্য বিষয়ে সে রাগিয়া উঠে ও খিট্‌খিট্ করে। মেডোরিণাম রোগীর একটী মজার লক্ষণ আছে সমস্ত দিন সে সকলের সঙ্গে খিট্‌খিট্ করিবে বা অসন্তুষ্ট অবস্থায় থাকিবে কিন্তু রাত্রে সে মহা আনন্দে থাকে। সকল বিষয়েই সে ব্যস্ত, অধৈর্য্য ও উদ্বিগ্ন; কোন কার্য্য করিবার সময় রোগিণী এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে অল্পতেই শ্রান্ত হইয়া পড়ে (পিপার, নেট্র-মি, লিলিয়াম, সাল্‌ফ)। নিজের লক্ষণাবলির বিষয় চিন্তা করিলে রোগের বৃদ্ধি। বেদনার বিষয় ভাবিবামাত্র তাহার বৃদ্ধি বা উহার প্রত্যাবর্ত্তন হইয়া থাকে (অ্যাসিড-অক্‌জালিক)।

শিরঃপীড়া:—মস্তিষ্কের ভিতর অত্যধিক জ্বালাজনক বেদনা, মস্তকের পশ্চাৎদিকেই বেশী যন্ত্রণা হয়, উহা মেরুদণ্ডের দিকে ছড়াইয়া পড়ে। রোগী মনে করে তাহার মাথা ভারী ও পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ হেলিয়া পড়িতেছে। গাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় তাহার মাথার যন্ত্রণা ও উদ্বামনের বৃদ্ধি। কাসিলে ও চক্ষুতে আলো লাগিলে মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি। তাহার মাথার ভিতর আড়ষ্ট ভাব এত বৃদ্ধি হয় যে রোগিণী মনে ভাবে বুঝি সে পাগল হইয়া যাইবে (বেল, ক্যাল্‌কে, ট্যারেণ্ট)। মস্তিষ্কের ভ্রমণশীল স্নায়ুশূল, ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে ঋতুতে বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের ভিতর তীক্ষ্ণ বেদনা উহা হঠাৎ আসে ও হঠাৎ চলিয়া যায় (বেল)। মাথার এমন কোন স্থান নাই যেখানে মেডোরিণাম রোগীর যন্ত্রণা হইতে পারে না। রোগীর কপালে যেন একটা দৃঢ়বন্ধনী রহিয়াছে বোধ। মাথায় অসম্ভব চুলকানি, মাথায় নানাপ্রকার উদ্ভেদ বাহির হয়, দাদের মত চর্ম্মরোগও মাথায় হইয়া থাকে। মাথায় প্রচুর মরামাস পড়ে। রোগিণীর চুল শুষ্ক ও সহজে উঠিয়া আসে। তাহার মাথার চুল এত শুকনা যে আঁচড়াইলে পট-পট করিয়া শব্দ হয়।

ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা।—মেডোরিণাম রোগীর রাক্ষুসে ক্ষুধা (আয়ো); এই খাইয়া উঠিয়াছে পেটে আর জায়গা নাই কিন্তু খাবার দেখিলেই অমনি খাবার জন্য বাসনা, তাহার দুর্দ্দমনীয় ক্ষুধা (সিনা, আয়ো, লাইকো, সোরি)। যেমন রোগীর অত্যধিক ক্ষুধা সেইরূপ তাহার অত্যধিক জল-পিপাসা, এমন কি সে যেন স্বপ্নের ভিতর পর্য্যন্ত জল পান করে, জল পান না করিয়া থাকিতেই পারে না। ক্ষুধা ও জল-পিপাসা যেমন তাহার অসম্ভব সেইরূপ মদ্যপান করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাহার অসম্ভব অথচ সে পূর্ব্বে এই মদকে ঘৃণার চোখে দেখিত। মদ্যপানে

আকাঙ্ক্ষা (অ্যা-সাল্ফ, অ্যাসেরাম ও সিফিলিনাম) রোগীর দেখা যায়। মেডোরিণাম রোগীর লবণ, মদ, মিষ্ট ও গরম দ্রব্য ভক্ষণে ইচ্ছা, কমলালেবু ও কাঁচাফল ফলাদি খাইবার জন্যও তাহার ইচ্ছা খুব। আবার সালফার রোগীর ন্যায় মিষ্টিদ্রব্যও খাইতে চায়। তামাক, বরফ প্রভৃতি দ্রব্যেও তাহার অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা, যদিও তাহার এই সকল দ্রব্যে ভয়ানক লোভ, খাইতে যেমন চায় খাইতে সেইরূপ পারেও কিন্তু খাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বমি করিয়া ফেলে। জল পান করিবার পর ও কিছু খাইবার পর গা বমি-বমির ভাব, ঐ বমন টক স্বাদযুক্ত আবার কখনও তিক্ত। কখন তাহার বমনই হয় বিবমিষা আর হয় না।

পেটের বেদনা তীব্র; পেটে কামড়ান বেদনা, উহা খাইবার পর বা জলপান করিবার পরে কমে না। পেটের ভিতর কম্পন ও ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা, ঐ বেদনা জানু টানিলে পর বেশী হয়। রোগীর **যকৃতে ও প্লীহায়** অত্যন্ত বেদনা, পেট ভর দিয়া উপুড় হইয়া শুইলে কতকটা উপশম। মেডোরিণাম দ্বারা উদরীও আরোগ্য হইয়া থাকে। তাহার উদরের ভিতর এমনভাবে স্পন্দন হয় যে, হাত দিয়া তাহা অনুভব করা যায়। কুঁচকীর গ্রন্থিগুলি সমস্ত ফুলিয়া উঠে। তাহার যকৃত মধ্যে অসম্ভব যন্ত্রণা হইতে থাকে, রোগী সেই সময় মনে করে আর বুঝি সে বাঁচিবে না। তাহার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়, অত্যন্ত চোঁয়া ঢেঁকুর উঠিতে থাকে। তাহার মলান্ত্র হইতে অত্যধিক রক্তের ন্যায় জিনিস নিঃসৃত হইতে থাকে। মেডোরিণাম রোগীর যেমন তরল বাহ্যে হয়, সেইরূপ কখন কখনও আবার শক্ত বাহ্যে হইয়া থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগী মলত্যাগ করিবার সময় পিছনের দিকে হেলিয়া না বসিলে বাহ্যে করিতে পারে না। মলত্যাগের সময় তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, রোগী মনে করে যেন মলদ্বারে একটী গুটুলে বদ্ধ হইয়া আছে, সে কিছুতেই উহাকে বাহির করিতে পারে না, গুটুলেটি বাহির করিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়ে। নবজাত শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যেও এই ঔষধ কার্য্যকরী। মলদ্বার দিয়া দুর্গন্ধ স্রাব; মলদ্বার অত্যন্ত চুলকায়।

স্ত্রীরোগ :—কিছুদিন পূর্ব্বে যে রমণীর বিবাহ হইয়াছে তাহার হয়ত জননী হইতে খুব ইচ্ছা। বিবাহের সময় ও বিবাহের পূর্ব্বে সে খুব স্বাস্থ্যবতী ছিল। কিন্তু এখন তাহার ডিম্বকোষে বেদনা, ঋতুর গণ্ডগোল অত্যধিক, তাহার রতিশক্তি লুপ্তপ্রায় অর্থাৎ কামোদ্দীপনা মোটে নাই, মুখমণ্ডল মোমের ন্যায় শাদা রক্তহীন হইয়া যায়—এই সকল কারণে এখন সে খিটখিটে হইতেছে ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অত্যধিক। স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীর এমন স্বাস্থ্য হইল কেন? অনুসন্ধানে জানাগেল তাহার স্বামীর পূর্ব্বে একাধিকবার গণোরিয়া হইয়াছিল, এবং উহা ইন্‌জেকসন দ্বারা ভাল করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে মেডোরিণাম সেই নষ্ট-স্বাস্থ্য স্ত্রীর স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবে। আর তাহার স্বামী এখনও সেই সাইকোসিস্ বিষ জর্জ্জরিত উচ্ছৃঙ্খল যুবক, স্বাস্থ্যহীন, ফ্যাকাসে চেহারা, মদ্য ও ধূম পানে তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা; সামান্য ঠাণ্ডা তাহার সহ্য হয় না, সামান্য পরিশ্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত হইয়া যায়, সে সামান্য পরিশ্রমে অত্যধিক ঘামে, সামান্য ঠাণ্ডায় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, তাহার শরীরের প্রত্যেক অংশে বাতের ব্যথা; কতকগুলি লক্ষণের বৃদ্ধি দিনের বেলায়, সিফিলিনামের সহিত পার্থক্য এই যে, সিফিলিনামের রোগ লক্ষণ রাত্রিকালে বেশী হ. মেডোরিণামের সর্ব্বলক্ষণ দিনে বেশী হয়, তবে কতকগুলি সাইকোটিক লক্ষণ আবার দিবারাত্রি সব সময়েই সমভাবে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। ইহাও সত্য যে, মেডোরিণামের অপর লক্ষণগুলি দিনের বেলা বেশী হয়, কিন্তু মানসিক লক্ষণ বেশী

হয় রাত্রিকালে। যাহা হউক এই সকল হতভাগ্য স্বামী ও স্ত্রী মেডোরিণামের উচ্চশক্তির কয়েক মাত্রায় কিছুদিনের ভিতর আরোগ্য লাভ করিয়া পূর্ব্বস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।

মেডোরিণাম রোগিণীর ঋতুস্রাব অল্প, কাল্‌চে বর্ণের ও চাপ চাপ; কাপড়ে লাগিলে উক্ত রক্তের দাগ উঠা কঠিন। ম্যাগ-কার্ব্ব রোগিণীর কাল ঝুলের ন্যায় ঋতুস্রাব হয় ধুইলে পর কিছুতেই উঠিতে চায় না। বামদিকের ডিম্বকোষে ভয়ানক বেদনা, রোগিণী মনে করে যেন ভিতরে একটী থলি বড় হইতেছে ইহাতে চাপ লাগিলেই উহা ফাটিয়া যাইবে। মেডোরিণাম বাধক বেদনার একটী উত্তম ঔষধ—রোগিণীর এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যে সে পা গুটাইয়া রাখিতে বাধ্য হয়—যেন জরায়ু ইত্যাদি প্রবল বেগে নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে (বেল, ক্রিয়োজো, ল্যাক-ক্যান, লিলিয়াম, নেট-কার্ব্ব, সিপিয়া)। যোনির ভিতর ও যোনিদ্বারে ভয়ানক চুলকানি। ঋতুর স্রাবের সময় রোগিণীর স্তন দুইটী বিশেষতঃ স্তনের বোঁটা দুইটী অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং শরীরের অপর অংশ রীতিমত গরম থাকে।

শিশুদিগের শীর্ণতা (marasmus) রোগে মেডোরিণাম দ্বারা ফল পাওয়া যায়, যদি শিশু—সাইকোটিক-বিষ, জনক জননী হইতে অর্জ্জন করিয়া থাকে এরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়—সোজা কথায় বলা চলে প্রমেহ-বিষদুষ্ট পিতামাতার পুঁয়ে পাওয়া ক্ষীয়মাণ-শিশু মেডোরিণাম প্রয়োগে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাইকোটিক শিশুর ঔষধে রোগী বিশেষ সুফল পায় না, সামান্য একটু উপকার পাইয়া থাকে; এই সকল ক্ষেত্রে মেডোরিণাম উচ্চশক্তি আশাতিরিক্ত ভাবে রোগীকে নিরাময় করিয়া থাকে। শিশুর মলদ্বারের ক্রিয়ার অভাব, পিছনে সামান্য হেলিয়া পড়িলে বাহ্যে হয়, তাহার বাহ্যে ভয়ানক শক্ত বলের ন্যায় গোল। শিশুর মলদ্বার হইতে রস নিঃসৃত হয়, উহা নোনা মাছের জলের ন্যায় দুর্গন্ধপূর্ণ (কষ্টি, হিপার)।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা রোগে ও প্রমেহ-বিষ-জর্জ্জরিত পিতামাতার শিশুদিগের হাঁপানি রোগে মেডোরিণাম উত্তম কার্য্যকরী ঔষধ। সাইকোটিক দোষদুষ্ট-শিশুর হাঁপানি রোগে **নেট্রাম-সাল্‌ফও** একটী উত্তম ঔষধ। নেট্রাম-সাল্‌ফ শিশু কাসিবার সময় তাহার বুক চাপিয়া ধরিয়া কাসিতে থাকে। সামান্য নড়াচড়াতেও রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। আল্‌জিভের দুর্ব্বলতা বা আক্ষেপের জন্য শ্বাসরোধ হয়। শ্বাসযন্ত্রের এরূপ অবরুদ্ধতা যে প্রশ্বাসত্যাগ করিতে রোগীর ভীষণ কষ্ট হয় কিন্তু শ্বাস গ্রহণ অনায়াসে করিতে পারে। **ডাঃ কেণ্ট** বলেন, এরূপ হাঁপানির রোগী মেডোরিণাম দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শিশুর প্রস্রাব এত গরম যে মাতা বলিবেন ঐ প্রস্রাব শিশুর যেখানে লাগে সেই স্থান ঝল্‌সিয়া যাইবে। সে প্রত্যেক রাত্রে বিছনায় প্রচুর পরিমাণ ঝাঁঝাল ও ঘোর লালবর্ণের প্রস্রাব করে। প্রস্রাব করিবার সময় শিশুর মূত্রাশয় ও তলপেটে ভয়ানকভাবে সাঁটিয়া ধরে, তাহার কিড্‌নী, স্থানে ও কোমরে অত্যন্ত বেদনা হইতে থাকে, খুব কতকটা প্রস্রাব হইবার পর আরাম বোধ (লাইকো)।

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গ:—যে সকল যুবক গণোরিয়া দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হইয়াছে বিশেষতঃ তাহারা যদি গণোরিয়ার চিকিৎসা, ইন্‌জেক্‌সনাদির দ্বারা করাইয়া স্বপ্নদোষ ও ধ্বজভঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে তাহাদের পক্ষে মেডো ফলপ্রদ ঔষধ। যাহাদের পুরাতন প্রমেহ-স্রাব বহুদিন পর্য্যন্ত হইতে থাকে তাহাদের বাতরোগে ও স্বাস্থ্যহীনতায় ইহা ব্যবহার্য্য। রোগীর নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃপাত হয়, রেতঃ জলের ন্যায় পাতলা, উহা কাপড়ে লাগিয়া শুকাইলে পর

কাপড় কড়মড় করে না (নেট্রাম-সালফ)। ইহাতে যেমন পাতলা রেতঃস্রাব আছে, সেইরূপ ঘন রেতঃস্রাবও আছে, স্রাবের সহিত শাদা সুতার ন্যায় পদার্থ বাহির হয়। দিবারাত্রি যখন তখন প্রবলভাবে লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয়।

কটিবাত বা বাতের পীড়া :—কোমরের বেদনা অর্থাৎ ল্যাম্বেগো (lumbago) মেডোরিণামের একটী প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র। গণোরিয়াজাত কটিবেদনা ও কটিশূলে মেডোরিণাম উত্তম ঔষধ। সাইটিক নার্ভের বেদনায়ও ইহা কার্য্যকরী। পুরাতন বাতরোগে মেডোর ব্যবহার আছে। রোগী বেদনায় ভয়ানক কষ্ট পায়, রোগীর সমস্ত শরীরে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সূচফোটান বেদনা। বাতের কতকগুলি বেদনা নড়াচড়ায় উপশম হয়, আবার কতকগুলি নড়াচড়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রোগীর হাতে পায়ে জ্বালা। গণোরিয়ার বাতের জন্য মেডোরিণাম একটী উচ্চাঙ্গের ঔষধ। ইহা যেমন বাতের বেদনা ও বাতরোগ আরোগ্য করে, সেইরূপ গণোরিয়ার অবরুদ্ধ স্রাব পুনরায়নেও বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। তাহার বামদিকের রেতঃরজ্জুতে (spermatic cord) বামদিকের সায়েটিক স্নায়ুতে এবং কটিদেশে ভীষণ বেদনা, উহা সামান্য ঠাণ্ডায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাহারা গণোরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন ভুগিয়াছে তাহাদের পক্ষে মেডোরিণাম ১০০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি উত্তম ঔষধ।

টমাস ওয়ালস কি বলেন :—শিশুদিগের মাথায় দুর্গন্ধযুক্ত চিপিটিকা রোগ, দাদ, মরামাস প্রভৃতি এই ঔষধ দ্বারা নিরাকৃত হয়। যে সমস্ত রোগীর পুনঃ পুনঃ ফুসফুসের প্রদাহ হয়, ফুসফুসাবরণীর প্রদাহ, অন্ত্রাবলীর প্রদাহ ও পুরাতন বাতের আক্রমণ পুনঃ পুনঃ আসিতে থাকে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ কার্য্যকরী। জরায়ুর বহিরাবরণী ও অন্তরাবরণী প্রদাহ, ডিম্বনালী প্রদাহ এবং জরায়ু প্রদাহ ইত্যাদি রোগের ৯৯% ভাগ প্রতিরুদ্ধ প্রমেহ বিষের জন্য হইয়া থাকে ; সুতরাং এই সকল রোগে যখন নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও ফল পাওয়া যায় না তখন মেডোরিণামের উচ্চ বা উচ্চতর শক্তির একমাত্রা—(প্রয়োজন হইলে) প্রতি সপ্তাহে এক মাত্রা ব্যবহার্য্য। ফুসফুস প্রদাহ, ফুসফুসাবরণী প্রদাহ রোগে যখন দেখিবে এই সকল রোগ পুনঃ পুনঃ ভাল হইয়াও পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে তখন মেডোরিণাম একমাত্র ঔষধ। কিন্তু তরুণ অবস্থায় যখন রোগীর যন্ত্রণা প্রতিরাত্রে অত্যধিক হয় তখন **মেডোরিণামের** হাজার শক্তির এক মাত্রায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

শিশুদিগের শীর্ণতা রোগে সিফিলিনাম প্রয়োগ করিয়াও যখন ফল পাওয়া যায় না তখন মেডোরিণাম উচ্চতম শক্তিতে ফল পাওয়া যায়।

কোন রোগের তরুণ অবস্থায় মেডোরিণাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—রোগ লক্ষণের কথা চিন্তা করিলে, উত্তাপে, ঝড় বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ সহযুক্ত ঝড় বৃষ্টিতে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, (সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সিফিলি) প্রভাতে রোগের বৃদ্ধি ; সমুদ্রতীরে বসবাস করিলে, উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলে, জলীয় বায়ুর সংস্পর্শে মলত্যাগের সময় পিছনের দিকে হেলিলে উপশম।

শক্তি :—২০০ শক্তি হইতে উর্দ্ধ এবং উর্দ্ধতম শক্তি।

মেডুসা (Medusa.) ।

পরিচয় :—ইহাকে জেলিফিস বলে।

ব্যবহারস্থল :—রোগীর সমস্ত মুখমণ্ডল ফুলিয়া যায়, ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদগুলি রোগীর মুখে, বাহুতে, ঘাড়ে ও বুকে নির্গত হয়, ঐগুলি জ্বালা করে। ইহাদ্বারা **ঘামাচিও আরোগ্য লাভ** করে। স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধগ্রন্থির উপর এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হয়। এই ঔষধ দ্বারা দুগ্ধবতীর দুগ্ধ যখন হ্রাস হইয়া যায় তখন আবার পরিপূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ যাহাদের স্তনদুগ্ধ শুকাইয়া যায় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ। স্তন্যস্রাবী গ্রন্থির উপর এই ঔষধের ক্রিয়া অত্যধিক সেইজন্য এই ঔষধ সেবনে বিলুপ্ত স্তনদুগ্ধ পুনরানীত হয়।

শক্তি :—নিম্নশক্তিই বিশেষ ফলপ্রদ।

মেনিসপারমাম (Menispermum.) ।

ব্যবহারস্থল :—অর্দ্ধশিরপীড়ায় রোগীর অস্থিরতা এবং বিরক্তিজনক স্বপ্ন দেখা, মেরুদণ্ডে বেদনা, সমস্ত শরীরে শুষ্ক চুলকানি, মুখ ও গলা শুষ্ক, তাহার কোমরে, উরুতে, কনুইতে ও ঘাড়ে অত্যন্ত বেদনা। এই ঔষধটি মাথার যন্ত্রণার জন্য উত্তম ঔষধ মাথার যন্ত্রণা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে প্রচাপনবৎ—উহা শরীর মর্দ্দনে ও হাই উঠায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শরীরের বেদনা ও শিরঃপীড়া অনেকটা ব্রাইওনিয়া ও ককুলাসের ন্যায়—

শক্তি : নিম্নক্রমই ব্যবহার্য্য।

মেলিলোটাস (Melilotus.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সুইটক্লোভার। মেলিলোটাস দুই জাতীয়, শাদা ও পীতবর্ণের। আমাদের এইটী শাদাবর্ণের। এই জাতীয় বৃক্ষ ইউরোপের প্রায় সমস্ত বড় রাস্তার ধারে দেখা যায়। টাটকা গাছ হইতে ইহার অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা ও রক্তাধিক্য এবং রক্তস্রাব ও জ্বর এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়াস্থল। সাংঘাতিক জাতীয় মাথাধরা ও স্নায়বিক মাথাধরা, শিশুদিগের খেঁচুনি রোগ; মাথায় কোনরূপ আঘাতাদি লাগিবার পর মৃগী রোগ; নাক দিয়া রক্তস্রাব; রক্তোৎকাস; উন্মাদ রোগ, শ্বেতপ্রদর; ফুসফুস প্রদাহ; ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ কার্য্যকরী।

মন :—রোগীর ধরা পড়িবার ভয়ানক ভয়, হয়ত সে কোন অন্যায় কার্য্য করে নাই তত্রাচ ধরা পড়িবার ভয় (জিঙ্ক); হাযোসি রোগীর ভয় কেহ হয়ত তাহাকে ধরাইয়া দিবে। মেলিলোটাস রোগী পালায়ন করিবার চেষ্টা করে কেননা তাহার বিশ্বাস সকলে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। ইহার রোগিণীর আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা অরামের ন্যায়। ব্রাইওনিয়া রোগীর ন্যায় ইহার রোগীও স্বগৃহে যাইবার জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সে নিজের ঘরে আত্মীয় স্বজন

পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছে তথাপি মনে করে সে অপরিচিত লোকের মধ্যে বিদেশে অসহায় অবস্থায় আছে। মেলিলোটাস উন্মাদ রোগীর ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী—ইহার রোগী ভয়ানক উন্মত্ত। এত উন্মত্ততা বৃদ্ধি পায় যে তাহাকে ঘরের ভিতর চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। রোগীর পড়াশুনা করিতে মোটেই ইচ্ছা হয় না, অত্যন্ত অলস, কোন বিষয়ে একাগ্রভাবে করিতে পারে না।

শিরঃপীড়া :—ইহা মস্তিষ্ক সংক্রান্ত নানাবিধ পীড়ার উত্তম ঔষধ। ইহার রোগীর এত প্রচণ্ডভাবে মাথার যন্ত্রণা ও মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়াধিক্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে সে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়ে। রোগী মনে করে তাহার কপাল ফাটিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া যাইবে। ইহার মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বেলাডোনা ও গ্লোনয়েন অপেক্ষা কম নহে। **ডাঃ ন্যাশ** বলেন মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যের জন্য মুখের উজ্জ্বল লালবর্ণ বেলাডোনা ও গ্লোনয়েন রোগীর মুখের ভাব কখন কখনও ফ্যাকাসে হয় কিন্তু মেলিলোটাসের রোগীর কখনও ফ্যাকাসে হয় না। মেলিলোটাস রোগীর নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া গেলে মাথার যন্ত্রণার উপশম। যন্ত্রণা যেমন নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম হয় সেইরূপ ঘন ঘন প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হইলেও মাথার যন্ত্রণার উপশম।

কাসি :—আক্ষেপিক, শুষ্ক, কর্কশ ও ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক এবং উদ্বেগজনক কাসি রোগে এই ঔষধ কার্য্যকরী। ক্রমে ক্রমে রাত্রিতে এত কাসি বৃদ্ধি হইতে থাকে যে রোগী কোন ভাবেই শুইতে পারে না। কাসিবার সময় সে মনে করে বাহিরের হাওয়া বুঝি আর পাওয়া যাইবে না। বুকের উপর চাপ বোধ, যেন তাহার গলা বন্ধ হইয়া যাইতেছে আর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে না এরূপ বোধ। ফুসফুস মধ্যে রক্ত সঞ্চয়াধিক্য। রোগীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া যায়, তাহার গ্রীবার ধমনী দপ্ দপ্ করিয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া যাইবার পর সর্ব্ব লক্ষণের উপশম। ইহার রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের। যে কোন স্থান হইতেই রক্তস্রাব হউক না মেলিলোটাস রোগীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল লালবর্ণের হইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—এই ঔষধে দেখা যায়, রোগীর মলান্ত্রের ভিতর প্রচুর পরিমাণে মল সঞ্চয় না হইলে তাহার বাহ্যের বেগ আসিবে না। ইহার রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য এইরূপ—একাদিক্রমে ৩।৪ দিন হয়, আবার কিছুদিন বাহ্যে হইবে না তারপর কয়েক দিন রীতিমত বাহ্য হইয়া আবার কয়েক দিন মোটেই বাহ্য হইবে না। মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ অতিকষ্টে মল নিঃসৃত হইবে। অন্তর্বলি অর্শ রোগে যদি মলদ্বারে দপ্ দপ্ করে ও তথায় পূর্ণতা অনুভব করে তবে ইহা সালফারের তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—নিম্নশক্তিই কার্য্যকরী ; মূল আরক, ১, ৩, ৬।

মোমরডিকা-বালসেমিনা (Momordica Balsamina.)।

ব্যবহারস্থল : - তলপেট কামড়ানি ও উদরে শূলবেদনা, কোমরে বেদনা, তৎসহ অত্যধিক ঋতুস্রাব। বৃহদন্ত্রের সহিত প্লীহার সংযোগ স্থলে বায়ুসঞ্চয়। স্ত্রীলোকদিগের অত্যধিক বেদনাযুক্ত ঋতু, ঋতুস্রাব প্রচুর। ঋতুর সময় প্রসব বেদনাবৎ বেদনা, সেই সঙ্গে বেগে প্রবল রক্তস্রাব।

শক্তি :—মাদার টিংচার।

মোমরডিকা-ক্যারেনটিকা (Momordica Charantica) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ভাবতীয। ইহার লক্ষণাবলী অত্যন্ত সাংঘাতিক জলবৎ হলুদবর্ণের স্রাব তৎসহ খালধরা, জল, পিপাসা ও দৌর্ব্বল্য বিদ্যমান থাকে বক্তশূন্যতার লক্ষণাবলীর জন্য ইহা বেশী ফলপ্রদ।

শক্তি :—৩x।

ম্যাক্রোটিন (Macrotin.) ।

পরিচয় :—ইহা সিমিসিফিউগার উপক্ষার বা তীব্র বীর্য্য।

ব্যবহারস্থল :—কটিবেদনা অর্থাৎ লাম্বেগোর উত্তম ঔষধ।

ম্যাক্রোটিস্-রেসিমোসা (Macrotys Recemosa.) ।

এই ঔষধ ও সিমিসিফিউগা একই ঔষধ, সুতরাং সিমিসিফিউগা বা অ্যাকটিয়া-রেসিমোসা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ম্যাকারোজামিয়া-স্পিরেলিস্ (Macrozania Spiralis.) ।

ব্যবহারস্থল :—কোন সাংঘাতিক পীড়ার পর অত্যধিক দুর্ব্বলতায় এই ঔষধ অতি সুন্দর কার্য্য করে। কোন রোগের পতনাবস্থায় কার্ব্বো-ভেজের ন্যায় কার্য্য করে। মস্তক চূড়ায় (vertex) বিদ্ধ করাবৎ বেদনা, সমস্ত রাত্রি বমন করা ও বমনোদ্রেক, মাথা ঘুরান ও শৈত্যবোধের জন্য রোগী চক্ষু মেলিতে পারে না।

শক্তি :—নিম্নশক্তিই ব্যবহার্য্য।

ম্যাকুনা (Macuna Purens.) ।

ব্যবহারস্থল :—অর্শ, জ্বালাযুক্ত অর্শ, বহির্ব্বলি হওয়ার প্রবণতা ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ম্যাঞ্জেনিটা (Manzanita.) ।

ব্যবহারস্থল :—কিডনী ও উৎপাদিক যন্ত্রের (Reproductive organ) উপর ক্রিয়াধিক্য। প্রমেহ, প্রদর, মূত্রাশয়ী গ্রন্থি, বহুমূত্র ও অত্যধিক রজঃস্রাব উদরাময়, শ্লেষ্মাপ্রবণতা ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

শক্তি :—মাদার টিংচার।

ম্যারুবিয়াম (Marraubium.)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটি মিউকাস ঝিল্লীর নানাবিধ পীড়ায় উত্তম ঔষধ, বিশেষতঃ বায়ুনলী ও শ্বাসনলীর মিউকাস ঝিল্লীর উপর ক্রিয়াশীল। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা অজীর্ণ ও যকৃতের পীড়ায় ফলপ্রদ। সর্দ্দি কাসির ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী।

শক্তি :—নিম্ন শক্তিই ব্যবহার্য্য।

ম্যাগ্‌নিসিয়া-কার্ব্বনিকা (Megnesia Carbonica.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম কার্ব্বনেট অভ্ ম্যাগনেসিয়া; কার্ব্বনেট অভ্ সোডার সহিত সাল্‌ফেট অভ্ ম্যাগনেসিয়াম রাসায়নিক সংমিশ্রণে এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে বিচূর্ণ পরে টিংচার হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—পাকযন্ত্র ও অন্ত্রের পীড়া :—যথা অজীর্ণ, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য, কৃমি, দুর্ব্বলতা, চক্ষুর নানাবিধ পীড়া, অন্ত্র বৃদ্ধি, হনুর নিম্ন প্রদেশে বেদনা, গর্ভাবস্থায় দন্তশূল, বমনেচ্ছা, গ্রীবায় বেদনা, সর্দ্দি, কাসি, বধিরতা, ঋতুস্রাব, ঋতুবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি রোগে কার্য্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—জীর্ণ-শীর্ণ ব্যক্তিদিগের উদরীয় ও অন্ত্রের পীড়া ক্ষেত্রে, শিশুদিগের উদরাময়, রমণীদিগের ঋতুর নানাবিধ গোলযোগে এবং যাহাদের লক্ষণাদি প্রতি তৃতীয় সপ্তাহে পুনরাগমন করে তাহাদের পীড়ায় ক্রিয়াশীল।

গঠন :—শিশুর মুখ ফ্যাকাসে কখনও পর্য্যায়ক্রমে ফ্যাকাসে ও রক্তাভ হয়। তাহার মুখ এত ফ্যাকাসে হইয়া যায় যেন ডিমের শাদা অংশ কেহ তাহার মুখে লেপিয়া দিয়াছে। শিশু রাত্রিকালে তাহার হনুদ্বয় ঘোঁটে। হনুর নিম্নপ্রদেশ বেদনাযুক্ত হইয়া প্রদাহিত হয়। শিশু যতক্ষণ না ঘুমায় ততক্ষণ সে সুস্থ থাকে না একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, এপাশ ওপাশ করে। **ডাঃ কেণ্ট** বলেন—যে সকল শিশু অবৈধ উপায়ে জন্ম লাভ করে; যে সকল যুবক যুবতী গোপন ভাবে রতিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার পর শিশু উৎপাদন করে সেই সকল শিশুর মাথার পিছনদিকটা ছোট হইয়া যায় এবং সম্মুখের মাথার অংশ গর্ত্ত হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়। সেই সকল শিশু জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায়। ডাঃ কেণ্ট একটি শিশু প্রতিষ্ঠানের বহু শিশুকে ম্যাগ্-কার্ব্বনিকা প্রয়োগে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সকল শিশু অবৈধ উপায়ে জন্মলাভ করিয়াছিল। ম্যাগ্-কার্ব শিশুর গাত্র হইতে ভয়ানক টক গন্ধ বাহির হয়—শিশুকে যতই কেন স্নান করান হউক না তাহার শরীর হইতে টক গন্ধ বাহির হইবেই (হিপার, রিউম, ক্যালকেরিয়া, সলফিউরিক অ্যাসিড; স্ব স্ব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। শিশুর ঘাম হইতে টক গন্ধ বাহির হয়—এমন কি তাহার সর্ব্ব অঙ্গ হইতেই টক গন্ধ বাহির হইতে থাকে। **ডাঃ অ্যালেন** বলেন অল্পে কাতর, কোপন-স্বভাব শ্লথ তন্তু এবং সর্ব্ব অঙ্গে টক গন্ধ বিশিষ্ট শিশুদিগের পক্ষে ম্যাগ-কার্ব্ব উপযোগী ঔষধ। **ডাঃ কুপার** বলেন যে সকল রমণী সংসারের নানা চিন্তায় ও শোকে সন্তাপে ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ম্যাগ-কার্ব্ব তাহাদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও বন্ধু।

উদরাময়:—শিশুদিগের সবুজ বর্ণের ফেনা বিশিষ্ট মলে এবং মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পেট বেদনায় রোগী জড়সড় হইয়া পড়িলে এই ঔষধ কার্য্যকরী। ইহার বেদনা অনেকটা কলোসিন্থের বেদনার ন্যায়। ইহার মল হইতে ও শরীর হইতে ভয়ানক টক গন্ধ বাহির হয়; রিয়ুম শিশুর বাহ্যে হইতেও অত্যন্ত টক গন্ধ বাহির হয় কিন্তু রিয়ুমের টক গন্ধ এত যে শিশুকে সাবান দ্বারা স্নান করাইলেও তাহার টক গন্ধ চলিয়া যায় না, ম্যাগ-কার্ব্বের শিশুর উদরাময় প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর ঘুরিয়া আসিবে—মল পচা পুকুরের শেওলা যেরূপ ভাসে সেইরূপ। ক্যামোমিলা শিশুও সবুজ বর্ণের বাহ্যে করে কিন্তু ক্যামোমিলা শিশুর মানসিক লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। স্তন্যপায়ী শিশু যে দুধ পান করে তাহাই অজীর্ণ অবস্থায় মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায় (গ্যাম্বো, অ্যাথ্রো, ক্যালকে) ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ও ম্যাগ-কার্ব্ব এই দুই ঔষধেই টক গন্ধযুক্ত মল আছে উভয় ঔষধেই দুধ সহ্য হয় না বমি হইয়া যায় বা অজীর্ণ দুধ মলদ্বার হইতে বাহির হইয়া আসে পার্থক্য এই যে ক্যালকেরিয়ার শিশুর মাথায়, কপালে ও মুখে প্রচুর ঘাম হয়, শরীরটি থলথলে, পেটটী বড়, পা ঠাণ্ডা।

কোষ্ঠকাঠিন্য:—রোগীর সরলান্ত্র ও মলদ্বারের আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ ইহাদের স্ব স্ব ক্রিয়ার অভাব। মল শক্ত ও বড়, নিঃসৃত করিতে ভয়ানক বেগ দিতে হয়। শক্ত মল বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া বাহির হইবে; ম্যাগ-মিউর রোগিণীরও মল শক্ত ও বড় বড় গোলার ন্যায় উগ্র অতি কষ্টে নিঃসৃত হয়, ইহার মলও মলদ্বার হইতে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোক ও গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের সাংঘাতিক কোষ্ঠকাঠিন্যেই এই ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হয়।

গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা ধাতু বিশিষ্ট শিশু দেখিতে অত্যন্ত জীর্ণ, দুগ্ধ যাহাদের মোটেই সহ্য হয় না, যাহাদের মল সবুজবর্ণের এঁদো পুকুরের ভিতর ব্যাঙ্গাচি ভাসিতে থাকিলে যেরূপ দেখা যায় সেইরূপ মল, শিশুর শরীর কিছুতেই মোটা হয় না, ক্রমেই জীর্ণ-শীর্ণ হইতে থাকে, মাংসপেশীগুলি থলথলে হইতে থাকে। যে সকল শিশুর পুষ্টির খুব অভাব, যে সকল শিশুর মুখে ঘা দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেই সকল শিশুদিগের পক্ষে এই ঔষধ ফলপ্রদ। যে সকল শিশু যক্ষ্মারোগগ্রস্ত-জনক জননীর সন্তান তাহাদের শীর্ণতা বা পুঁয়ে পাওয়া (ম্যারাসমাস) রোগে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। ঐ সকল শিশুর দুধ, মৎস্য ও পশুপক্ষীর মাংস ও ঝোল খাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা কিন্তু দুঃখের বিষয় উহাদের কিছুই সহ্য হয় না, উদরাময় হইয়া তাহাকে আরও কষ্ট দেয়।

শূলবেদনা:—অন্যান্য ম্যাগ্নেসিয়ার ন্যায় ইহারও ভয়ানক স্নায়বিক শূল আছে, অত্যন্ত শূলবেদনা এমন কি কখনও সাংঘাতিক রকমের হয়। বেদনায় সে স্থির থাকিতে পারে না, অনবরত পায়চারি করিয়া বেড়ায়, এইরূপ বেড়াইয়া বেড়াইলে শূলবেদনার উপশম; ম্যাগ-ফসের শূলবেদনা, গরম সেক দিলে ও সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে উপশম। ম্যাগ-কার্ব্ব যাঁহারা পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে ইহার স্নায়ুশূল কেবল মাথায় ও মুখে আছে কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতে পাই, স্নায়ুশূলের বেদনা, শরীরের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। রাত্রিতে ইহার শূলবেদনার বৃদ্ধি হয়, বেদনার সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানা হইতে ছুটিয়া বাহিরে যাইবে, যতক্ষণ সে বাহিরে চলাফেরা করিবে ততক্ষণ তাহার স্নায়ুশূলের বেদনা কম থাকিবে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিবে, তৎক্ষণাৎ বেদনা ভীষণ ভাবে আবির্ভূত হইবে সুতরাং তাহাকে অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

স্ত্রীরোগ :—ঋতু বিলম্বে প্রকাশিত হয় ও ঋতুস্রাব খুবই কম হয়। অকালে ঋতু হয়, ঋতুস্রাব কেবলমাত্র রাত্রে বা শয়নাবস্থায় হয়, চলাফেরা করিলে ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায় (অ্যামন-মিউর), কেবল মাত্র দিবাভাগে স্রাব হয় এবং শয়ন করিলেই কমিয়া যায় ক্যাক্টাস ও লিলিয়াম। ম্যাগ-কার্ব্ব রোগিণীর ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তাহার সর্দ্দির আবির্ভাব হয় (গ্র্যাফা), সময়ের পূর্ব্বেই বেগে ঋতুস্রাবের আবির্ভাব হয় (বোভিষ্টা, অ্যামন-কার্ব্ব)। ঋতুর সময় গলায় বেদনা, প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, অত্যন্ত শূলের বেদনা; কোমরের বেদনা, দুর্ব্বলতা ও শীত বোধ ইত্যাদি ম্যাগ-কার্ব্বের লক্ষণ। ম্যাগ্‌নেসিয়ার মাসিক ঋতুর রক্ত আলকাতরার ন্যায় কাল। গর্ভবতীদিগের দন্তশূলে এই ঔষধ উপযোগী কিন্তু যদি দন্তশূলের বেদনা রাত্রে বেশী হয় এবং ঘুরিয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম হয়।

কাসি :—টিউবারকুলার রোগীদিগের শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শুষ্ক কাসি এবং রাসটক্সের ন্যায় শীত শীত ভাব। এমন অনেক লোককে দেখা যায় যে বৎসরের পর বৎসর সামান্য শুষ্ক কাসিতে ভুগিতে থাকে তাহারা এই জাতীয় কাসিকে বিশেষ ভাবে নজরের মধ্যে আনে না কিন্তু এমন একটা সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে এই সামান্য কাসি যাহা পূর্ব্বে সে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে তাহাই অসামান্য রূপ ধারণ করিয়া টিউবারকুলার কাসিতে পরিণত হইয়াছে। সেই জাতীয় কাসির জন্য আর্সেনিক, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, লাইকোপো, ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব ও টিউবারকুলিনাম ঔষধ। এই জাতীয় যক্ষ্মার রোগগুলি বড়ই সাংঘাতিক এবং ইহাদের জন্য ঔষধ নির্ণয় করাও শক্ত, কারণ এদের লক্ষণগুলি পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায় না—হানেমান ইহাদিগকে one sided রোগ বলিয়া আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। রাত্রে আক্ষেপিক আকারের কাসি হয় তৎসহ শ্বাসনালীর মধ্যে সড়সড় করা বিদ্যমান থাকে। রোগী সমস্ত দিন ঘুমাইয়া কাটায় বা তাহার ঘুমঘুম ভাব থাকে কিন্তু সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করে। গয়ার অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, মটরাকৃতি শ্লেষ্মাগুটি গয়ারের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ম্যাগ-কার্ব্বের ক্ষয়কাসি-রোগীর মাংস খাইবার অত্যধিক লালসা।

নিদ্রা—রোগীর তলপেটে চাপবোধ হইবার জন্য রাত্রে নিদ্রার অভাব। অতৃপ্ত নিদ্রা, শয়নের সময়ে অপেক্ষা ঘুম ভাঙ্গিবার সময় তাহার অবসাদবোধ বেশী। রোগী বলিবে ডাক্তার বাবু সকাল বেলা আমি এত বেশী দুর্ব্বল, অবসন্ন হইয়া পড়ি যেন মনে হয় আমার রাত্রে মোটেই নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি ২।৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া আর ঘুম হয় না—চোর ডাকাত, আগুন, বন্যা, প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইয়া বা ক্রন্দন করিয়া উঠি।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর রোগের বৃদ্ধি, শীত বা উত্তাপের পরিবর্ত্তনে, স্থির হইয়া থাকিলে, দুধপান করিলে, শয়নাবস্থায়, রাত্রিকালে, জানু পাতিয়া বসিলে, গরম দ্রব্যাদি আহার করিলে রোগের বৃদ্ধি; চলাফেরা করিলে, গরম প্রয়োগে, বিছানার গরমে, এবং জলীয় বায়ুর সংস্পর্শে রোগের উপশম।

সম্বন্ধ :—ম্যাগ-কার্ব্ব টক গন্ধযুক্ত মলে - রিয়ুম, ক্যাল্কে তুল্য; অম্লাক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে—নাক্স-ভমিকা তুল্য; পেটের শূলবেদনায় - ম্যাগ-ফস ও কলোসিন্থ তুল্য; স্নায়ুশূলে—ক্যামোমিলা ও ম্যাগ-ফস তুল্য; কোষ্ঠকাঠিন্যে—ম্যাগ-মিউর, প্লাম্বাম তুল্য; ঋতুস্রাবে—অ্যামন-মিউর তুল্য।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফসফোরিকা (Magnesia Phosphorica) ।

পরিচয় :—সাল্‌ফেট অভ্‌ ম্যাগ্নেসিয়া ও ফস্‌ফেট অভ্‌ সোডা একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ তৈরী হইয়া থাকে, জলে এই ঔষধের কিছু অংশ দ্রব হয় কিন্তু গরম জলে ফেলিলে উহারা আবার জমাট বাধে। প্রথমে বিচূর্ণ তৎপর তরল ক্রম তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—শূলের বেদনা ; স্নায়ুশূল, আক্ষেপিক কাসি ; খিলধরা ; বাধক ; শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় নানাবিধ রোগ, মাথার যন্ত্রণা, হুপিং-কাসি ; চক্ষুর পীড়া ; "তাণ্ডব রোগ" (কোরিয়া) ; অজীর্ণ ; উদরাময় ; আমাশয়, হিক্কা ; জ্বর ; মূত্রনালী মধ্যে ক্যাথিটার বা শলাকা প্রবেশ করাইবার মন্দফল প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—এই ঔষধটী সুস্লার আবিষ্কৃত দ্বাদশটী ঔষধের অন্যতম ঔষধ। তিনি বলেন মানবদেহে লৌহকণিকার অভাব ঘটিলে যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির শৈথিল্য ঘটে সেইরূপ ম্যাগ-ফস কণিকার অভাব ঘটিলে খালধরার ন্যায় বেদনা, সঙ্কোচন (মাংসপেশীর), স্নায়ুশূল প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হয়।

মন :—রোগী সর্ব্বদা অসুস্থ এইরূপ ভাব প্রকাশ করে, নিজের রোগের জন্য সর্ব্বদা সে দুঃখিত। অধ্যয়নাদি করিবার ইচ্ছা তাহার কম কারণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার ঘুম পায় সুতরাং অধ্যয়ন বা মানসিক পরিশ্রমাদির কার্য্যে অনিচ্ছা ; ডাঃ ক্লার্ক বলেন এই সকল ক্ষেত্রে দুই-এক মাত্রা ম্যাগ-ফস সেবন করিলে ধারণাশক্তির জড়তা ও অধ্যয়নে আলস্য দূর হয়। রোগীর মানসিক গোলযোগের জন্য সর্ব্বকার্য্যে বিভ্রম। রোগী সর্ব্বদা ক্রন্দন করে ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

শিরঃপীড়া :—যদি স্নায়বিক হয় ও তৎসহ যদি দৃষ্টিবিভ্রম থাকে তবে ম্যাগ-ফস ফলপ্রদ। রোগীর মাথার পেছন দিকে তীব্র বেদনা, ক্রমে ক্রমে ঐ বেদনা মাথার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মাথার যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে রোগী চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যুৎ চমকানবৎ দেখে। ম্যাগ-ফসের সকল জাতীয় মাথার যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি দেখা যায়, ইহার যন্ত্রণা (উহা যে স্থানেরই হউক না কেন) বিদ্যুৎবেগে আসে এবং বিদ্যুৎবেগে চলিয়া যায় (বেল্)। বেদনা বিদ্যুৎবেগে আসিয়া ক্রমে সমগ্র মাথায় ছড়াইয়া পড়ে ; ক্ষণে ক্ষণে চিড়িকমারা বেদনা মাথার মধ্যে প্রবাহিত হয় তখন কেহ মাথা সবলে ঘষিয়া দিলে, বিশ্রাম করিলে এবং অন্ধকারের ভিতর থাকিলে উহার উপশম। বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদিগের মাথার যন্ত্রণা বেশী হয় ১০টা হইতে ১১টা বা ৪টা হইতে ৫টার ভিতর। উচ্চস্বরে পাঠকারীদিগের শিরোবেদনায় ক্যাল্কে-ফস, অ্যাকটিয়া, সিপি ও সাল্ফ উপযোগী।

চক্ষুরোগে :—চোখের পাতায় আক্ষেপিক স্পন্দন ও স্নায়বিক বেদনা—উত্তাপে উপশম ; রোগীর চক্ষুর পাতার পতন অর্থাৎ সে চক্ষু মেলিতে পারে না, আক্ষেপের জন্য চক্ষু বুজিয়া আসে, চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত হইয়া যায় সেইজন্য আলো একেবারেই সহ্য হয় না। চক্ষুর স্নায়ু (অপটিক নার্ভ) দুর্ব্বলতার জন্য চোখের সম্মুখে রামধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণের চিত্র দৃষ্টিপথে পড়ে, সেইজন্য রোগী পড়াশুনা করিতে পারে না। কখনও কোন একটী পদার্থকে দুইটী পদার্থ দেখে। চক্ষুর স্নায়ুশূল ডাণদিকেই বেশী ; আক্রান্ত অংশে হাত ছোঁয়ান যায় না গরম সেক দিলে উপশম। অক্ষিপুটের স্পন্দন, লিখিতে বা পড়িতে আরম্ভ করিলেই বৃদ্ধিতে (কোডিইন) উপযোগী। ট্যারা দৃষ্টিতেও ম্যাগ-ফস—সিনা, সাইকিউটা ও স্পাইজিলিয়ার ন্যায় কার্য্য করে।

তড়কা, আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি নানাপ্রকার আক্ষেপ, ফিট, টানিয়া ধরার ভাব, আক্ষেপিক তোৎলামি, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়কার তড়কা, সর্ব্বাঙ্গে খালধরা ভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ম্যাগ-ফসের ক্রিয়া অসীম। ধনুষ্টঙ্কারে যখন শিশুর চোয়াল বন্ধ হইয়া যায় তখন সুস্লার বলেন ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ই প্রয়োগ করা চলে।

লেখকদিগের আঙ্গুলের আক্ষেপ ও পিয়ানো বাদকদিগের আঙ্গুলের আক্ষেপ ও খালধরা এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করে।

কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগে নানাপ্রকার আক্ষেপ, হস্তপদাদির অনিচ্ছাকৃত স্পন্দন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবার সময় কথা জড়াইয়া যাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ম্যাগ-ফস শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দন্তোদ্গমকালীন শিশুদিগের আক্ষেপ ও তড়কায় ইহা চমৎকার ঔষধ। প্রথম এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যদি উপকার না পাওয়া যায় তবে বেলাডোনা কার্য্যকরী। দন্তশূলের বেদনা যখন তীরবিদ্ধবৎ, আক্ষেপিক ও যন্ত্রণাদায়ক হয়, গরম জলদ্বারা কুলকুচা করিলে ক্ষণিক উপশম বোধ হয় তখন ম্যাগ-ফস ফলপ্রদ।

শূলবেদনার শ্রেষ্ঠ ঔষধ ম্যাগ-ফসকে বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। ম্যাগ-ফসের শূলবেদনা উত্তাপে, উদ্গার উঠিলে, চাপ দিলে ও সামনের দিকে ঝুঁকিলে উপশম, কলোসিন্থ রোগীর শূলবেদনাও সম্মুখের দিকে ঝুঁকিলে উপশম, ম্যাগ-ফসে যেমন গরম সেক দিলে উপশম কলোসিন্থে সেইরূপ নাই। ম্যাগ-ফসের শূলবেদনা সূচফোটানবৎ, তীব্র আক্ষেপিক। যে কোন প্রকারের শূলবেদনা হউক না কেন যদি কোন গরমে উপশম হয় তাহা হইলে এই ঔষধের নিম্নশক্তি দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। পাথুরীর শূলবেদনা যখন অত্যধিক বেগের সহিত আরম্ভ হয় এবং গরম সেকে ফল পাওয়া যায় তখন ইহাদ্বারা ফল দর্শে।

বাধক বেদনা :—ঝিল্লীসমন্বিত বাধক বেদনা (Membranous dysmenorrhoea) যদি উত্তাপে হ্রাস হয় ও বেদনা আক্ষেপিক প্রকৃতির হয়, তবে এই ঔষধ দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে। যতক্ষণ ঋতুস্রাব না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অত্যধিক বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

আমাশয় রোগে যখন পেটে ভয়ানক কামড়ানি থাকে, বারংবার মলত্যাগের ইচ্ছা অথচ সামান্য মল নির্গত হয় তৎসহ ভয়ানক কুন্থন, মলত্যাগের সহিত বারংবার প্রস্রাব করিবার বেগ, আমাশয় বা রক্তামাশয় রোগে কুন্থন প্রভৃতি বা পেটে অতিরিক্ত শূলাদি ম্যাগ-ফসের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

কলেরার হিক্কা নিবারণ করিতে ম্যাগ-ফসের অসাধারণ ক্ষমতা আছে বলিয়া সুস্লার বলেন। তিনি আরও বলেন এই ঔষধের ৩x বা ৬x শক্তির চূর্ণ কিছু গরম জলে গুলিয়া রোগীকে ১৫।২০ মিঃ অন্তর সেবন করিতে দিলে অতি শীঘ্র শীঘ্র হিক্কা বন্ধ হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ :—রোগীর পিঠে ও সমস্ত শরীরে স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা, ঐ বেদনা তড়িতাঘাতের ন্যায় হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কখনও তীরবিদ্ধবৎ ও কর্ত্তনবৎ বেদনাও ইহাতে দেখা যায়। ঐ সকল বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বেড়ায় এবং সেকে ঐ বেদনার উপশম হয়। তরুণ সায়েটিক বেদনা, আমবাতের বেদনা প্রভৃতি যদি পূর্ব্বোক্তরূপ হয় তবে ইহা ব্যবহার্য্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—উন্মুক্ত হাওয়ায়, ঠাণ্ডা স্থানে বাস, আক্রান্ত স্থানে হাত দিলে, চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলে রোগের বৃদ্ধি ; গরম সেক দিলে, আক্রান্তস্থান চাপিয়া ধরিলে মর্দ্দন বা ঘষিয়া দিলে বা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে রোগের উপশম।

শক্তি ঃ—১x, ৩x, ৬x, ১২x, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ। ১০০০ শক্তি অনেক ক্ষেত্রে উত্তম ফল দেয়। শুস্লার বা অ্যালেন প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উষ্ণ জলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন—তাঁহারা বলেন আক্ষেপিক বেদনা, বাধক বেদনা, তীব্র শূলবেদনা, হুপিং-কাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধের নিম্নক্রম উষ্ণ জলে সেবনে উত্তম ফল পাওয়া যায়। আমরাও অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি যে স্নায়ুশূল, উদরশূল, তীব্র মাথার যন্ত্রণা, কলেরার হিক্কা, হুপিং-কাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গরম জলে ৬x ক্রম মিশাইয়া অল্পক্ষণ অন্তর সেবন করিতে দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরিয়েটিকাম (Magnesia Muriaticum)।

পরিচয় ঃ—ইহার অপর নাম মিউরিয়েট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া। বিচূর্ণ হইতে তরল ক্রম করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল ঃ—কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, উদরাময়, পাকাশয়ের শূল; পৈত্তিক লক্ষণ; মূত্রাধারের পক্ষাঘাত, পাকস্থলীর পীড়া, বাধক; শ্বেতপ্রদর; জরায়ুর বেদনা, জরায়ুর কাঠিন্য-রোগ; মুখ দিয়া জল উঠা, গর্ভাবস্থায় বমন, হৃদ্পিণ্ডের পীড়া; হৃদ্যন্ত্রের স্পন্দন; মূর্চ্ছাবায়ু; কষ্টরজঃ; প্রদর; মাথার যন্ত্রণা; পূতিনস্য; যকৃতের পীড়া; বধিরতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল ঃ—স্ত্রীলোকদিগের নানাবিধ পীড়ায় এই ঔষধের ক্রিয়া অসীম। ডাঃ অ্যালেন বলেন 'জরায়ু-বিকৃতি-বিশিষ্ট-রোগিণী যদি আক্ষেপিক ও গুল্মবায়ু সম্ভূত পীড়াদিতে ভুগিতে থাকে এবং যে সকল রমণী পিত্তাধিক্য ও অজীর্ণ রোগে বহুদিন পর্য্যন্ত ভুগিতেছে তাহাদের পীড়ায় এই ঔষধ উপযোগী'। ডাঃ কেন্ট বলেন 'ম্যাগ-কার্ব্ব ও ম্যাগ-মিউর দুইটী ঔষধই হানেমান নিজে সুস্থদৈহিক পরীক্ষা বা প্রুভিং করিয়া এবং নিজে রোগী ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই ঔষধটীর ব্যবহার রোগী ক্ষেত্রে সেইরূপ নাই'। এই দুই ঔষধ যকৃতের রোগ ক্ষেত্রে অতি উত্তম কার্য্য করে, ঠিকমত প্রয়োগ করিতে পারিলে আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। ম্যাগ-মিউর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও গুল্মবায়ুগ্রস্তদিগকে অতি সহজে আরোগ্য করিতে সমর্থ কিন্তু ঔষধের অপব্যবহার করিবার ফলে সেই সকল রোগিণী চিরকাল রুগ্ন অবস্থায় জীবন কাটান। এই ঔষধ দুইটী ব্যবহার্য্য ক্ষেত্রে অব্যবহৃত বা উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তৎপরিবর্ত্তে সেই সকল ক্ষেত্রে ফস্ফোরাস ও সাল্ফার বেশী ব্যবহৃত হয়।

মন ঃ—ইহার মানসিক পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছুই পরিলক্ষিত হয় না তবে বাক্যালাপে বিরক্ত হওয়া, নির্জ্জন প্রিয়তা, পাল্সেটিলার ন্যায় সর্ব্বদা অশ্রুপূর্ণ লোচন ও রোদন-প্রবণ স্বভাব। গৃহমধ্যে থাকিবার সময় তাহার মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু নির্ম্মল মুক্ত বায়ুর ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইলে মানসিক উদ্বেগের শান্তি। মানসিক পরিশ্রম করিলে নানাবিধ পীড়ার সৃষ্টি হয়। রোগিণী কোন পুস্তকাদি পাঠ করিবার সময় মনে ভাবে যেন কেহ তাহার সহিত একত্রে পাঠ করিতেছে সেইজন্য সে তাড়াতাড়ি পাঠ সমাপ্ত করে। রোগিণী সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটায় কারণ যখনই চক্ষু বুজে তখনই সে এত অস্থির ও চিন্তিত হইয়া পড়ে এবং অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় যে তাহার সমস্ত রাত্র নিদ্রা হয় না। কোন কোন ঔষধ আছে যে চক্ষু বুজিলে মাথা ঘুরায়, কাহারও চক্ষু বুজিলে উৎকণ্ঠার

বৃদ্ধি হয় কিন্তু কোনাযামের রোগী চক্ষু বুজিলেই তাহার অসম্ভব ঘর্ম্মের আবির্ভাব হয়। সেইরূপ ইহার মানসিক লক্ষণাদি চক্ষু বুজিলেই বেশী হয় মুক্ত হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইলে উপশম।

যকৃতের রোগে যখন যকৃত কঠিনাকার ধারণ করে, যকৃতের বিশৃঙ্খলা, বিবিধ যন্ত্র হইতে রক্তপাতের ইতিহাসের সহিত যকৃতের রোগ ; যকৃতের কাঠিন্য ও ক্ষুদ্রত্ব (সিরোসিস) ও যকৃতের নানাবিধ পীড়ার জন্য উদরী প্রভৃতি, যকৃতের ডানদিকের অংশ ব্যথান্বিত অনুভূত হয়, বিশেষতঃ ব্যথাযুক্ত অংশে শয়ন করিলে ব্যথা আরও বেশী অনুভূত হয়, জিহ্বা ময়লা, নাড়ী দুর্ব্বল, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখমণ্ডল পীতবর্ণের, শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, মার্কারির ন্যায় জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায় তখন ম্যাগ্-মিউর ব্যবহার্য্য। ইহার রোগীর মুখ হইতে শ্বেতবর্ণের ফেনা বাহির হয় ; উদ্গার হইতে পেঁয়াজের গন্ধ বা পচা ডিমের গন্ধ বাহির হয়।

শিরঃপীড়া :—রোগীর অত্যন্ত মাথা ঘুরায়, ঘুম হইতে উঠিবার সময় মাথা ধরার বৃদ্ধি, মুক্ত হাওয়ার ভিতর বেড়াইলে আরাম বোধ। তাহার মাথার যন্ত্রণা প্রতি ছয় সপ্তাহ অন্তর আবির্ভূত হয়। তাহার মাথার ভিতর রক্ত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ সে যে পাশে মাথা রাখে সেইদিকে যেন গরম জল ফুটিতেছে এরূপ বোধ। কপাল ও চক্ষুর চতুর্দ্দিক যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ মাথার যন্ত্রণা, দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি (ব্রাই, বেল্) মুক্ত হাওয়ার ভিতর বসিলে বা বেড়াইলে উপশম।

শিশুদিগের যকৃতের পীড়া হইয়া যদি কামলা বা ন্যাবা হয়, যকৃত যদি শক্তভাব ধারণ করে তাহা হইলে এই ঔষধ কার্য্যকরী। যে সকল শিশুর শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ, জীর্ণ ও পাতলা, যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনও পুষ্ট হয় নাই অর্থাৎ বালাস্থি-বিকৃত (rachitic) তাহাদের পক্ষে উপযোগী। ইহা ব্যতিরেকে যে সকল শিশুর মাথায় চুলের গোড়ায় ও চক্ষুর পাতায় ঘা হয়, তাহাদের পীড়ায় ইহা আরও কার্য্যকরী। কোষ্ঠকাঠিন্য সঙ্গে থাকিবেই। কোষ্ঠকাঠিন্যে বাহ্যে অতি কষ্টে নিঃসৃত হইবে, মল শক্ত ও বৃহৎ বা লম্বা ; মল এত শক্ত যে বাহির হইবার সময় খণ্ডাকারে ভাঙ্গিয়া চূর্ণাকারে বাহির হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত যদি পায়ে ঘা হওয়া থাকে তাহা হইলে এই ঔষধ আরও উপযোগী। যকৃত রোগে মার্কারি ও টিলিযার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। **মার্কারি** রোগীর কুন্থন খুব আছে, তবে রোগীর হয় উদরাময় না হয় আমাশয় থাকিবে, ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরএর কোষ্ঠকাঠিন্য অতিরিক্ত। টিলিযার রোগীরও যকৃতের প্রদাহ ও বিবৃদ্ধি বা স্ফীতি অত্যধিক। পার্থক্য এই, টিলিযা রোগী ডানদিক চাপিয়া শুইলে ব্যথার উপশম কিন্তু ম্যাগ-মিউর রোগী ডানদিক চাপিয়া শুইলে বেদনা বৃদ্ধি।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—মল কঠিন লম্বা, উহা অতি কষ্টে নির্গত হয়, ঐ কঠিন লম্বা মল মলদ্বারের মুখ পর্য্যন্ত আসিয়া চূর্ণ হইয়া বা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া নিঃসৃত হয় (অ্যামন-মিউ, নেট্রাম-মি), সাইলিসিয়া রোগীর মল মলদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া পুনঃ উপরে উঠিয়া যায়। মল প্রথমটা শক্ত পরে নরম বা পাতলা ; অনেক সময় শ্লেষ্মা বা আম জড়িত। মল অনেকটা ভেড়ার নাদির ন্যায়, গাঁট বাঁধা মত মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার জন্য রোগী পূর্ণ বেগ দিয়াও মল বাহির করিতে পারে না বা আদৌ তাহার বাহ্যের বেগ থাকে না। শিশুদিগের দন্তোদ্গমের সময় মলকাঠিন্য, তাহার মলের বেগ মোটেই থাকে না (নেট্রাম-মি, লাইকো, ওপি), অনেক মল একত্র না হইলে মল নির্গতই হয় না (অ্যালিউমিনা)।

প্রস্রাব :—যদিও তাহার মূত্রথলি প্রস্রাবে পরিপূর্ণ তথাপি পেটে চাপ না দিলে প্রস্রাব হইবে না, পেটে চাপ দিলে সামান্য প্রস্রাব হয়। তাহার মূত্রথলীর ভিতর মূত্র পরিপূর্ণ থাকিলেও

বুঝিবার শক্তি রহিত হইয়া যায়, সুতরাং যখন মূত্রথলির ভিতর প্রস্রাব পরিপূর্ণ হয়, তখন সে পেটে আস্তে আস্তে চাপ দেয় ও সামান্য প্রস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। ম্যাগ-মিউর রোগীর মূত্রথলীর নিষ্ক্রিয়তার জন্য তাহার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় এবং প্রতিবার প্রস্রাবের পর তাহার মূত্রথলির ভিতর প্রস্রাব রহিয়া গেল বোধ হয় (কিউবে)।

স্ত্রীরোগ :— ঋতুস্রাবের সময় রোগিণীর স্নায়ুবিধান অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে, ঋতুস্রাব চাকা চাকা কাল রক্ত জমা অবস্থায় বাহির হয়, ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি **বসিয়া থাকিলে বেশী হইবে,** কিন্তু চলা-ফেরা করিলে তত **বেশী হইবে না।** ঋতুর সময় তাহার মুখমণ্ডল রক্তহীন ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। কোমরে বেদনা, চলিয়া বেড়াইলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি এবং বসিলে পর বেদনা উরু পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। রক্তস্রাব রাত্রে ডাণ পাশ চাপিয়া শুইয়া থাকিলে বেশী হয়, জরায়ু শক্ত সেই সঙ্গে তাহার মূর্চ্ছাবায়ু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রদরের স্রাবও আছে, দৈহিক পরিশ্রমের পর ও বাহ্যের সময় প্রদরের স্রাব হয়, প্রদর স্রাবের সময় জরায়ুর আকুঞ্চন ও প্রসারণ হইতে থাকে এবং প্রদর স্রাবের পর পুনরায় রক্তস্রাবের বৃদ্ধি হয়। ঋতুস্রাবের দুই সপ্তাহ পরে প্রদর স্রাব আরম্ভ হইয়া, তিন বা চারিদিন থাকে (বোভি, কোনা, সিনামোমাম)। জরায়ু বা স্ত্রীরোগাদিতে যখনই ম্যাগ-মিউর ব্যবস্থা করিবে স্মরণ রাখিবে ইহার কোষ্ঠকাঠিন্য, হিষ্টিরিয়ার ফিট ও অন্যান্য আক্ষেপিক রোগের কথা। যে সকল স্ত্রীলোক মূর্চ্ছাবায়ুপ্রবণ, যাহাদের উদরে বায়ুসঞ্চয় আদি উদরসম্বন্ধীয় গোলযোগ আছে, যকৃতের ক্রিয়া যাহাদের সুসম্পাদিত হয় না, যাহারা যকৃৎ বিকৃতিঘটিত নানা উপসর্গে কষ্ট পায়, যাহারা সময়ে সময়ে গলায় একটি বর্ত্তুল বা গোলা উঠিতেছে মনে করে, ম্যাগ-মিউর তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জরায়ুর ক্যান্সার রোগেও ইহা ব্যবহার্য্য।

হ্রাস ও বৃদ্ধি :—স্পর্শ করিলে, গরম গৃহে, সমুদ্রে স্নান করিলে (রক্তাক্ত কফ নিঃসৃত হয়), স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, ডানদিক ফিরিয়া শুইলে, রমণান্তে (কটিদেশে জ্বালা বোধ) ও মানসিক পরিশ্রমে রোগের বৃদ্ধি। জোরে টিপিলে, কোমরে জোরে জোরে হাত বুলাইলে, গরম কাপড় দ্বারা খুব জোরে বাঁধিলে, মুক্ত বায়ুতে বেড়াইলে, উদ্গারান্তে রোগের উপশম।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ম্যাগ্নেসিয়া-সালফিউরিকা (Magnesia Sulphurica)।

পরিচয় :—অপর নাম এপসম সল্ট। এই জিনিস প্রচুর পরিমাণে সংমিশ্রিত অবস্থায় খনির ভিতর পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের এপসম নামক স্থানে ঝরণার জলে এই জাতীয় সল্ট পাওয়া যায়, সেই জন্য ইহার নাম এপসম সল্ট হইয়াছে।

ব্যবহারস্থল :—প্রদর, বাধক, ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব, বহুমূত্র, উদরাময়, রক্তামাশয়, অসাড়ে মূত্রত্যাগ, চক্ষুর ভিতর বেদনা, স্নায়ুশূল, দন্তশূল, আঁচিল, কাসি, অস্ত্রচ্যুতি, কোমরের বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

বহুমূত্র রোগে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী। অতিরিক্ত প্রস্রাব হওয়া, সেই সঙ্গে অত্যন্ত জলতৃষ্ণা, জলপান অধিক পরিমাণে করে। জল পিপাসা অত্যধিক, পিপাসায় জলপান করেও প্রচুর, তৃষ্ণাধিক্য এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। রোগীর প্রাতে যে প্রস্রাব হয় তাহা পরিমাণে অধিক,

প্রস্রাবের বর্ণ উজ্জ্বল পীতবর্ণের, প্রস্রাব অতি শীঘ্র ঘোলা হইয়া যায় ও তলায় প্রচুর পরিমাণে লালবর্ণের তলানি পড়ে। কোন কোন্ রোগীর কোনাযাম রোগীর ন্যায় প্রস্রাব হইতে হইতে মাঝে মাঝে থামিয়া যায় ও পরে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইতে থাকে।

স্ত্রীরোগ :—ঋতুস্রাব প্রতি ১১ দিন অন্তর হয়। **ইগ্নেসিয়া** রোগিণীর ঋতুস্রাব ১০ দিন হইতে ১৪ দিনের মধ্যে হইবে। ম্যাগসাল্ফ রোগিণীর ঋতুস্রাব গাঢ় কালবর্ণের এবং প্রচুর পরিমাণে হয়। অকাল ঋতু এবং যে সকল ঋতু মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া পুনঃ প্রকাশ পায় সেই সকল ক্ষেত্রেও ইহা উপযোগী। রোগিণী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবার সময় তাহার কোমরে ও উরুতে বেদনা হইয়া ঋতুস্রাবের ন্যায় প্রচুর শ্বেতবর্ণের স্রাব হয়। প্রদর স্রাব গাঢ় এবং পরিমাণে প্রচুর।

ম্যাগ্-সাল্ফ রোগিণীর আহারে ভয়ানক অরুচি এবং সকল বস্তুতেই এমন কি খাবার কথা মনে হইলেই তাহার ঘৃণার উদয় হয়। রোগিণীর মুখে কটুস্বাদযুক্ত জল উঠিতে থাকে। অত্যন্ত জল পিপাসার সহিত উদরাময় এবং গ্রীষ্মকালীন উদরাময়েও ইহা উপযোগী।

জ্বর :—(ম্যালেরিয়া) প্রাতঃকালে ৯টা হইতে ১০টার ভিতর শীত করিয়া আরম্ভ হয় (ইউপে, নেট্রা), তাহার শরীরের এক অংশে উত্তাপ ও অপর অংশে শীতানুভব, সেই সঙ্গে অত্যন্ত জল পিপাসা, রাত্রি ৯টার সময়ও কম্প করিয়া জ্বর হওয়া ইহাতে আছে। বিছানার উত্তাপে শীত দূর হইয়া যায় এবং ভয়ানক জল পিপাসা পায়।

চর্ম্মরোগে :—রোগীর সমস্ত শরীরে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বাহির হয়, উহা ভয়ানক চুলকায়। পাঁচড়া প্রভৃতি বসিয়া গেলে এই ঔষধ সাল্ফার, সোরিণাম প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে, বা-হাতের আঙ্গুলের মাথায় সড়সড়ি অনুভব, কেহ আঙ্গুলগুলি ঘষিয়া দিলে আরাম পায়। ম্যাগ্-সাল্ফ জলে মিশাইয়া বা গুলিয়া আক্রান্ত স্থানে পটি দিলে প্রদাহ কমে, বেদনা নষ্ট হয় এবং চুলকানিও থাকে না।

শক্তি : ৩x, ৬x, ৬, ৩০।

ম্যাগ্নোলিয়া-গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা (Magnolia Grandiflora)।

ব্যবহারস্থল :—হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া ; হৃদ্‌শূল ; ধমনীর অর্ব্বুদ ; মাথাঘোরা ; বাত প্রভৃতি রোগে উপযোগী। হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় ইহা প্রয়োগে অনেক সময় ফল পাওয়া যায়। হৃদ্‌পিণ্ডের নানাবিধ পীড়ায়, যথা –হৃদ্‌পিণ্ড মধ্যে খিলধরাবৎ বেদনা , পর্য্যায়ক্রমে বামদিকের কাঁধে, গ্রীবাপ্রদেশে ও হৃদ্‌পিণ্ডে বেদনার আবির্ভাব। ইহাদ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের অন্তর্বেষ্ট-প্রদাহ এবং বহির্বেষ্টপ্রদাহে যেন হৃদ্‌পিণ্ডের গতি স্থির হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ। দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তনশীল বাতের বেদনা (পল্‌স, কেলি-সা, ল্যাক-ক্যা) মণিবন্ধের বাত, বাম বাহুর পৈশিকবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। ইহা ব্যতিরেকে গলার আকুঞ্চন সহ হৃদ্‌বেষ্টনীর প্রদাহ, হৃদ্‌পিণ্ডের বিবৃদ্ধি, হৃদ্‌শূল প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

শক্তি :—২x, ৩x, ৬ শক্তি।

ম্যাগ্‌নাস-আরটিফিসিয়ালিস (Magnus Artificialis.)।

ব্যবহারস্থল :—বৈকাল বেলা অত্যধিক ক্ষুধার উদ্রেক ; সমস্ত গাঁটে গাঁটে থ্যাঁতলান ব্যথা ; মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘর্ম্ম ; ব্যাহ্যে হইয়া যাইবার পর গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন।

ম্যাগ্‌নিটিস-পোলাস্‌-আরক্‌টিকাস্‌ (Magnetis Polus Arcticus.)।

ব্যবহারস্থল:—চক্ষুর শৈত্য ভাব রোগী মনে করে যেন তাহার চক্ষুর উপর একখণ্ড বরফ রহিয়াছে, লালাস্রাব অতিরিক্ত হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, গাঢ় নিদ্রা—সহজে ভাঙ্গান যায় না, কম্পন, পেট ফাঁপা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ম্যাগ্‌নিটিস্‌-পোলাস্‌-অষ্ট্রেলিস (Magnetis Polus Australis.)।

ব্যবহারস্থল:—চোখের পাতার শুষ্কতা, অতি সহজেই পায়ের নীচের গাঁটের হাড় স্থানচ্যুত হয় অর্থাৎ সহজেই হাড় সরিয়া যায়, পায়ের নখ ভিতরদিকে বাড়িতে থাকে বা ভিতরদিকে বসিয়া যায়, জানুপাত্রাস্থির (patella) বেদন, পায়ের তলায় গুলিবিদ্ধবৎ বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

ম্যাগ্‌নিটিস-পোলি-অ্যাম্বো (Magnetis Poli Ambo.)।

ব্যবহারস্থল:—জ্বালা ও ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা সমস্ত শরীরে অনুভূত হয়, যেন সমস্ত সন্ধিস্থল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ বেদনা, মাথার যন্ত্রণায় মনে হয় যেন কেহ মাথার ভিতর নখবিদ্ধ করিতেছে, পুরাতন ক্ষত হইতে টাট্‌কা রক্তস্রাব।

ম্যাহোনিয়া-অ্যাকুইফোলিয়াম (Mahonia Aquifolium.)।

ব্যবহারস্থল:—পুরাতন উপদংশ রোগ, কাউর; ব্রণ; মরামাস; মাথার যন্ত্রণায় মনে হয় যেন লোহার বাঁধন রহিয়াছে, কফি সেবনে উপশম; পার্ব্বত্য জ্বররোগে এই ঔষধ ক্রিয়াশীল।

ম্যান্‌সিনেলা (Mancinella)।

পরিচয়:—ইউফরবিয়েসি জাতীয় হিপোমেন ম্যান্‌সিনেলা অতীব বিষাক্ত। এই জাতীয় গাছের পাতা হইতে জল বিন্দু পতিত হইয়া যদি মানুষের গায়ে লাগে সেই স্থানে ফোস্কা জন্মিবে। ফোস্কার সঙ্গে সঙ্গে যে আরক্ততা হয় তাহা ক্যান্থারিস লাগা হইতেও বেশী। এই ঔষধ ডাঃ মুর পরীক্ষা করেন। এই গাছের ফল, পাতা ও ছাল হইতে টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল:—হাঁপানি; অন্ধত্ব; শিশু বিসূচিকা; শূল; চক্ষুপ্রদাহ, মাথাধরা; স্নায়বিক পীড়া; অন্ননালীর সঙ্কোচন, গলক্ষত; পাকাশয়ের প্রদাহ; টাইফয়েড জ্বর, ফোস্কাযুক্ত চর্ম্মপীড়া।

ক্রিয়াস্থল:—সাধারণতঃ স্নায়ুমণ্ডলের উপর; শ্বাসযন্ত্র, পরিপাকযন্ত্র ও গাত্রচর্ম্মের উপর (ইহার) ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

মন:—রোগিণীর স্মৃতিবিভ্রম অত্যধিক, এই যাহা সে বলিল পরমুহূর্ত্তেই সে তাহা ভুলিয়া গেল। সকল কার্য্যেই সে বিরক্ত হয়, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহা বিরক্তির সহিত বা অনিচ্ছায়

সহিত কথার উত্তর দেয়। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে তাহার উদ্বেগের সূচনা হয় এবং সে রীতিমত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। ডাঃ হেরিং বলেন, যে সমস্ত যুবতীদিগের অত্যধিক ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাসংযুক্ত চিত্তবিষাদ এবং বয়োঃসন্ধিকালে যে সমস্ত স্ত্রীলোকদিগের অত্যধিক ইন্দ্রিয় লালসা জাগরিত হয় তাহাদের পক্ষে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। রোগিণীর স্থির বিশ্বাস সে পাগল হইয়া যাইবে।

শিরঃপীড়া :—মাথা অত্যন্ত ঘুরায়, সে ঘরের বাহিরে গেলেই মাথা ঘুরায় বা বিছানা হইতে উঠিবার পর বা কোন জিনিষের প্রতি অনেক সময় তাকাইয়া থাকিলে মাথাঘোরার বৃদ্ধি। আলোর নিকট থাকিলে তাহার মাথাধরার বৃদ্ধি, অগ্নির নিকট বসিয়া থাকিলে অধিক মাথার যন্ত্রণা। টাইফয়েড জ্বর বা আন্ত্রিক জ্বরাদির পর অথবা স্নায়বীয় কঠিন পীড়াদির পর মাথায় শূন্যতাবোধ। রোগীর মাথার চামড়া ভয়ানক চুলকায়, কঠিন রোগাদির পর মাথার চুল উঠিয়া যায়। ল্যাকেসিসে স্ত্রীলোকের **গর্ভাবস্থায়** চুল উঠিয়া যায় ও ক্যাল্‌কেরিয়ার চুল উঠিয়া যায় **প্রসবের পরে**। ঋতুস্রাব হইবার পূর্ব্বে তাহার মাথার যন্ত্রণা ও রক্তসঞ্চয়াধিক্য।

উন্মাদ :—রোগীর ক্ষেত্রেও এই ঔষধের প্রয়োগ আছে; রোগী সদা সর্ব্বদাই বিষাদান্বিত; নিজের ঘরে বা দেশে যাইবার প্রবল আকাঙ্খা যদিও সে নিজের ঘরের ভিতর আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছে। ভূত প্রেতের ভয়, ভূতগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের পর হয়, ভয়ের সহিত কম্পের আবির্ভাব। নিদ্রাহীনতা অত্যন্ত অধিক, নিদ্রাহীনতার জন্য তাহার হৃদ্‌যন্ত্রে কঠিন স্পন্দন।

অগ্নিমান্দ্য :—রোগীর মুখে অত্যন্ত তিক্তাস্বাদ, তাহার সমস্ত মুখ ও জিহ্বায় জ্বালা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা নির্গত হয়, তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, তাহার মুখে ফোস্কা ও ঘা, সেইজন্য সে কেবল পাতলা খাদ্যদ্রব্যই খাইতে পারে। রোগীর জল পিপাসা আছে কিন্তু জলপান করিলেই তাহার পাকস্থলী অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, বৃথা ঢেঁকুর তুলিবার চেষ্টা। পাকস্থলীর ভিতর হইতে যেন আগুনের শিখা উঠিতেছে এরূপ বোধ (ইউফর্ব্ব), এই জন্য তাহার সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হয়।

পুরাতন শ্বাস-কাসি রোগে রোগী নাকিসুরে কথা বলে (আযো, কেলি-বাই, রিউমেক্স), সাঁই সাঁই শব্দকারী শ্বাস-প্রশ্বাস, কাসি রাত্রে ও জলপানের পর বেশী হয়।

চর্ম্মরোগে :—রোগীর শরীরে ছোট ছোট রসপীড়িকা উদ্গত হইয়া ভয়ানক জ্বালা করে, আস্তে আস্তে উহা শুষ্ক হইয়া যায়, তারপর ঐ স্থান হইতে ছাল উঠিতে থাকে। পোড়া-নারাঙ্গার ফোস্কাগুলি অত্যন্ত লালবর্ণের হয়, ঐগুলি দেখিলে মনে হয় যেন আগুনে পুড়িয়া ফোস্কা উঠিয়াছে।

ম্যান্‌সিনেলা রোগীর আঙ্গুলের সন্ধি সকল আড়ষ্ট ও ব্যথান্বিত হয়। সে উহা অতি কষ্টে খোকাইতে পারে। হাত দুইখানির জড়তা ও হাত দুইখানি বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা।

শক্তি :—৬x, ১২, ৩০।

ম্যাটিকো (Matico).

ব্যবহারস্থল :—ডাঃ কাফকা প্রাচীন প্রমেহ রোগে অর্থাৎ গ্লীট রোগে ইহার প্রথম ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন। ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব, শীতকালীন কষ্টকর শুষ্ক কাসি। ম্যাটিকো রক্ত ধারক—ইহা ব্যবহারে কোনও কোনও যন্ত্রের রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

ম্যালেরিয়া-অফিসিনালিস (Malaria Officinalis).

পরিচয়ঃ—জলের ভিতর যে সকল অল্প-পচা গাছের পাতা পাওয়া যায় সেই সকল পাতা হইতে এই ঔষধ তৈরী হয়। জলাভূমির লতা ও শুষ্ক ঘাসের চাপড়ার ন্যায় পদার্থ জলপূর্ণ বন্ধ বোতলের ভিতর এক হইতে তিন সপ্তাহ (90 F ৯০° ফারেণি ইট ডিগ্রী) ভিজাইয়া রাখিতে হয়, যত বেশী দিন ভিজিবে তত বেশী দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। ডাঃ বোয়েন দ্বারা এই ঔষধ আবিষ্কৃত হয়।

ব্যবহারস্থলঃ—সবিরাম জ্বর, পৈত্তিক জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, যকৃতের পীড়া কোষ্ঠবদ্ধতা, স্নায়ুশূল, যক্ষা প্রভৃতি পীড়ায় ফলপ্রদ।

এই ঔষধে ম্যালেরিয়া জ্বর বা সবিরাম জাতীয় জ্বরে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ডাঃ ইম্নিং ১৯০০ সালে কয়েকটি রোগী এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রোগী একজন সৈনিক, বয়স ২৮ বৎসর শীতকালে এক সপ্তাহ কাল বৃষ্টির সময় তাঁবুতে থাকিয়া পীড়িত হন। শীতের পর জ্বরের উত্তাপ, সর্ব্বশরীরে বেদনা, বিবমিষা, পিত্তবমন, ঠাণ্ডা জল পানের আকাঙ্ক্ষা, খাদ্যে অরুচি, যাহা খায় তাহাই বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে, অম্ল দ্রব্য খাইতে চায়; তাহার জিহ্বায় পুরু শাদা লেপ, ওষ্ঠের শুষ্কতা, উহা ঝলসিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ, উগ্র চায়ের জলের ন্যায় প্রস্রাব, মুখমণ্ডল, চক্ষু ও চামড়া বিবর্ণ, চর্ম্ম অতিরিক্ত ভাবে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বোধ, মুখের ভিতর ভিজা অথচ রোগীর নিকট শুষ্ক বোধ; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় ম্যালেরিয়া অফিসিনালিস দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হন।

রোগিণীঃ—বয়স ৬৫ বৎসর, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ইনি পীড়িত অবস্থায় আছেন, উঠিলেই মাথা ঘুরায়, মাথা ভাল বোধ হইত না। মুখের স্বাদ তিক্ত; মুখের ভিতরটা ঝলসানবৎ, জিহ্বা শুষ্ক। লেমনেড পানের ইচ্ছা কিন্তু জলপান করিবার ইচ্ছা ছিল না, পূর্ব্বে ক্ষুধা ছিল কিন্তু এখন মোটেই ক্ষুধা নাই। সমস্ত শরীরে সঞ্চরণশীল বেদনা ও অস্থি বেদনা; রাত্রে খুব বেশী জ্বর হইত, অস্থিরতায় এপাশ ওপাশ করিত, বাহু দুইটির জন্যই অস্থিরতা আরও বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত, বেদনাশূন্য উদরাময়, প্রাতঃকালে ৫।৬ বার মলত্যাগ করিত, উহা জলের ন্যায় সামান্য হলুদবর্ণের ও দুর্গন্ধযুক্ত, ইলিয়্যাক-রিজনে হাত ছোয়ান যায় না; চামড়ার উত্তপ্ততা ও শুষ্কতা বিদ্যমান ছিল। "ম্যালেরিয়া" সেবনে রোগমুক্ত হন।

রোগীর বয়স ১৬ বৎসর। এক বৎসর পর্য্যন্ত সে সামান্য শীতোত্তাপ ও ঘর্ম্মশূন্য ঘুষঘুষে জ্বরে ভুগিতেছিল। কপাল ও শঙ্খস্থলের ভিতর অত্যন্ত বেদনা। ক্ষুধার অল্পতা কিন্তু পিপাসা সকল সময়ই অত্যধিক ছিল। একদিন অন্তর তরল বাহ্যে। প্রাতে উঠিবার সময় আরাম বোধ অথচ বাহিরে কিছুক্ষণ থাকিলেই অসুখ বেশী হয়, সন্ধ্যার সময় অনেকটা উপশম বোধ। কোমরের বেদন, উহা উপরের দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রথম শয়নের সময় বেদনার বৃদ্ধি তারপর হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হাঁটিবার পর ও পেটের উপর ভর দিয়া শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি। বিগত চারিদিন রোগীর শ্রান্তি ও ক্লান্তি ছিল, তৎসহ হাই উঠিত এবং ম্যালেরিয়া দ্বারা বিষাক্তবৎ লক্ষণ ছিল। এই রোগী ম্যালেরিয়া অফিসি দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে পুতি-বাষ্প ও সকল প্রকার রোগই এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

যাহারা ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে থাকে বা যাহারা দূষিত-বাষ্পজনিত পীড়াদি ভোগ করিয়া থাকে তাহাদের কখনও যক্ষা (বিষ) রোগ হইতে পারে না। ডাঃ ক্যাসানোবা বলেন যে দক্ষিণ

আমেরিকা, আফ্রিকা ও স্পেনের কতগুলি এমন যায়গা আছে যেখানে ম্যালেরিয়া জ্বর খুব এবং সেই ম্যালেরিয়া দ্বারা ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য লাভ করে। তাহাদের অন্য কোন নিয়ম বা পথ্যাদির প্রয়োজন হয় না। ডাঃ হেরিং ক্যাসানোবার উক্তি সমর্থন করেন এবং তিনি বলেন যে আমি পূর্ব্বে টিউবারকুলার রোগে ভুগিতে ছিলাম কিন্তু পানামা যোজকে নয় দিন জাহাজে ছিলাম অন্যান্য সকলের জ্বর হয় আমার জ্বর হয় নাই। যদি যক্ষ্মা রোগীদিগের শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ প্রবেশ করাইতে পারা যায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ যক্ষ্মা বিষ চলিয়া যাইবে। সুতরাং **যক্ষ্মা রোগীদিগকে এই ঔষধের নিম্নক্রম সেবন করাইতে পারিলে তাহাদের কৃত্রিম ম্যালেরিয়া জ্বরের সৃষ্টি হয়—ঐ ম্যালেরিয়া ভাল হইলে যক্ষ্মাও ভাল হইয়া যাইবে।**

তুলনীয় :—ম্যালেরিয়া অফি প্লীহা ক্ষেত্রে—সিয়ানোথাস তুল্য ; যকৃৎ ক্ষেত্রে—ব্রাই, লাইকো, চেলিডো তুল্য ; স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বসবাস জন্য রোগে—ডালকামারা তুল্য ; সবিরাম বা ম্যালেরিয়া জ্বরে—ইগ্নে, সিড্রন, নেট্রাম, মিনিয়েন্থাস তুল্য।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ১২, ৩০, ২০০, ১০০০ ক্রম।

ম্যাঙ্গেনাম-অকসাইডেট (Manganum Oxydat.)।

ব্যবহারস্থল :—টিবিয়া অস্থিতে ব্যথা, বাধক, শূলবেদনা ও উদরাময় ক্ষেত্রে উপযোগী।

ম্যাঙ্গেনাম-অ্যাসেটিকাম (Manganum Aceticum.)।

পরিচয় :—ইহার নাম অ্যাসিটেট অভ্ ম্যাঙ্গেনাম। বিচূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—রক্তাল্পতা ; পক্ষাঘাত ; ভ্রমণশীল বাতের বেদনা ; হাঁপানি ; কাসি ; সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ ; ক্ষীণদৃষ্টি ; বধিরতা ; কর্ণের বিবিধ পীড়ায় ; যকৃতের মেদাপকর্ষতা ; অস্থিবেষ্টের প্রদাহ, নিকট বা অদূরদৃষ্টি ; বাধক ; জিহ্বার বিবিধ পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

উপদংশ জনিত রক্তাল্পতা এবং পক্ষাঘাতে ইহা একটি উত্তম ঔষধ। সন্ধিস্থানের ভ্রাম্যমান বেদনায়ও এই ঔষধ পালসেটিলা, কেলিবাই, ল্যাক-ক্যানাই সদৃশ ঔষধ। সেলুলাইটিসের দ্বিতীয় অবস্থায় এই ঔষধ দ্বারা পুঁজ সঞ্চয় হয় এবং ক্ষত অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। গুল্ফসন্ধির ক্ষীণতাবশতঃ শিশু ভালরূপ হাঁটিতে পারে না। পক্ষাঘাত জনিত রোগী চলিতে গেলে সম্মুখের দিকে ঠিকরাইয়া পড়ে,—উর্দ্ধগামী পক্ষাঘাত, ঐ পক্ষাঘাত নিম্নাঙ্গ হইতে উপর অঙ্গে চালিত হয়। এই ঔষধ আবার অর্দ্ধাঙ্গিক পক্ষাঘাত রোগেও ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গেনামের কাসির একটী বিশেষ লক্ষণ আছে—রোগীর বর্ষাকালে বা আর্দ্র বায়ুতে এবং বিছানায় শয়ন করিলে কাসির উপশম হয়। শয়নান্তে কাসির উপশম—অ্যাকোন, অ্যামন-মিউর, রিউমেক্স প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। রোগী উচ্চৈঃস্বরে তাহার দৈনিক পাঠ পড়িলে কাসি হয় ও স্বরনালী মধ্যে ব্যথানুভব করে।

রাত্রে তাহার সন্ধি ও অস্থি বেদনা বেশী হয়, শরীরের কোনও অঙ্গে সামান্য স্পর্শও সহ্য হয় না। রোগীর সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ই জড় ভাবান্বিত। সে কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইলে বা কাহারও উপর ক্রোধান্বিত

হইলে সেই ক্রোধ বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার অন্তরে থাকে। ম্যাঙ্গেনাম রোগীর শরীরে অত্যন্ত ক্ষত হয়; সামান্য আচড় লাগিলেও উহা ক্ষতে পরিণত হয়।

শক্তি :—৬, ১২, ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ম্যাঙ্গেনাম-মিউর (Manganum Mur.) ।

ব্যবহারস্থল :—গোড়ালিতে ব্যথা ও শরীরস্থ অস্থিতে বেদনা।

ম্যাঙ্গেনাম-সালফ (Manganum Sulph.) ।

ব্যবহারস্থল :—যকৃতের নানাবিধ পীড়া ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ও পিত্তাধিক্য ইত্যাদি পীড়াতেও ব্যবহার্য্য।

ম্যান্‌গিফেরা ইণ্ডিকা (Mangiffera Indica.) ।

পরিচয় :—ভারতীয় আম গাছ।

ব্যবহারস্থল :—ম্যান্‌গিফেরা জরায়ু, কিড্‌নী, পেট, ফুসফুস এবং অন্ত্রের অপ্রবল রক্তস্রাবের একটী অতি উত্তম ঔষধ। নাসিকা প্রদাহ ও অপরাপর তরুণ গলার প্রদাহ রোগে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

শক্তি :—টিংচার ব্যবহার্য্য।

রডোডেণ্ড্রন (সাইবিরিয়ান রোজ) (Rhododendron.) ।

পরিচয় :—ইহার সাধারণ নাম রোজ বে বা স্নো রোজ; পুরা নাম রডোডেণ্ড্রন ক্রাই-স্যান্‌থিমান্‌। এই জাতীয় বৃক্ষ সাইবেরিয়ার পাহাড়ে জন্মে। আমাদের দেশের দার্জ্জিলিং ও মসুরী পর্ব্বতেও রডোডেণ্ড্রন বৃক্ষ পাওয়া যায়। এই জাতীয় বৃক্ষের শুষ্ক পাতা ও শুষ্ক ফুল চূর্ণ করিয়া মাদার টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—অস্থি মধ্যে বেদনা; কটিবাত; গ্রীবার আড়ষ্টতা; অণ্ডকোষের পীড়া; একশিরা বা অণ্ডকোষে জল সঞ্চয়; মণিবন্ধ বা হাড়ের কব্জীতে বেদনা; ডিম্বাধারের অর্ব্বুদ; অপত্য পথে অর্ব্বুদ; কর্ণপটাহ-প্রদাহ; প্লীহাতে বেদনা; কোন স্থান মচ্‌কাইয়া যাওয়া; মেনিঞ্জাইটিসের পর পক্ষাঘাত; সর্দ্দি; বাধী; চক্ষুপীড়া; নাক দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—রডোডেণ্ড্রন বাত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকের পীড়ায় উপযোগী। যে কোন পীড়া হউক না কেন যদি রোগ-লক্ষণ বর্ষাকালে বা ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাতাদির পূর্ব্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তবে এই ঔষধকে প্রথম স্মরণ করা কর্ত্তব্য। রাস, অ্যারেনিয়া, নেট্রাম-সাল্‌ফ, ডাল্‌কামারা, সোরিণাম, ফস্‌ফোরাস প্রভৃতি ঔষধেও ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্ব্বে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি দেখা যায় কিন্তু রডো ইহাদের শীর্ষস্থানীয় অর্থাৎ রডোতে সকল ঔষধ হইতে রোগলক্ষণের বেশী বৃদ্ধি দেখা যায়।

তরুণ বাত রোগে সাধারণতঃ হাত, জঙ্ঘা ও পদ আক্রান্ত হয়; ঐ বেদনা অস্থি ও অস্থিবেষ্টনীতে আছে মনে হয়। রডোতে শরীরের অল্পাংশ মাত্র একবাবে আক্রান্ত হয়। গ্রীবা ও বক্ষঃস্থলের পেশীর বাতে এবং হাত পায়ের বাতজনিত স্নায়ুশূলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি ও তাহাদের বন্ধনীব পুরাতন বাত রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। বিশ্রামে ও ঝড়বৃষ্টির আগমনে বেদনার বৃদ্ধি এবং মুখমণ্ডলের আমবাতিক বেদনা খাইবার সময় ও খাইবার পর উপশম। বাত রোগ বিশ্রাম ও ভিজা স্থানে বৃদ্ধি, চলা-ফেরায় উপশম লক্ষণে—রাস্‌-টক্সের সহিত সাদৃশ্য আছে। **রাস্‌-টক্সের** বেদনা পেশীতেই অধিক। আর রডোর বেদনা অস্থিতে অধিক। রাসের বেদনা সমস্ত বর্ষাকালে দেখা যায়, আর রডোর বেদনা ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্ব্বে দেখা যায় এবং ঝড়বৃষ্টি চলিয়া গেলে বেদনা কমিয়া যায়; রাসের বেদনা প্রথম সঞ্চালনে বেশী হয়, রডোতে ঐরূপ দেখা যায় না।

অণ্ডকোষের প্রদাহ হইয়া তথায় পিসিয়া ফেলিতেছে বা ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এরূপ বেদনা। অণ্ডকোষের (বিশেষতঃ বামদিকের) বেদনায় স্পর্শকাতরতা লক্ষণে রডো বেশী কার্য্যকরী। অণ্ডকোষ-প্রদাহ ও বৃদ্ধি প্রভৃতি অণ্ডকোষের নানাবিধ পীড়ায় রডোর প্রয়োগ আছে। প্রাচীন অণ্ডের প্রদাহে যখন অণ্ডকোষ কঠিন হয় এবং উহাতে পেষণবৎ বেদনা থাকে তখন ইহা ফলপ্রদ। অণ্ডকোষের পীড়ায় রডো; পাল্‌সেটিলা, অরাম ও স্পঞ্জিয়া গ্র্যাফাইটিস সমতুল্য। রডো রোগী পায়ের উপর পা না রাখিয়া শুইতে পারে না।

চক্ষুরোগ :—ডাঃ অ্যালেন বলেন যে গ্লুকোমা রোগে এই ঔষধের ব্যবহার আছে। যদি রোগের বৃদ্ধি অর্থাৎ চোখে ধোয়া দৃষ্টি ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় ও ঝড়ের পর আরাম বোধ করে তবে ইহা দ্বারা আরোগ্য করা যায়। আমবাতগ্রস্ত রোগীদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বেশী প্রযোজ্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্ব্বে, বর্ষাকালে, রাত্রে ও শেষরাত্রে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, লিখিবার সময়, জলে ভিজিয়া গেলে রোগের বৃদ্ধি; গরম কাপড় দ্বারা মাথা আবৃত করিলে, শুষ্ক উত্তাপে, শারীরিক ব্যায়ামের পর, আহারের সময় ও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত, আহারের পর বায়ু নিঃসরণ হইলে এবং সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম নির্গত হইলে উপশম।

সম্বন্ধ :—রডোডেণ্ড্রন বর্ষাকালে রোগের বৃদ্ধিতে—রাস, নেট্রাম, অ্যারেনিয়া তুল্য; অণ্ডকোষ প্রদাহে—ক্লিমে, পাল্‌স, গ্র্যাফা তুল্য; ভ্রমণশীল বাতের বেদনা—পাল্‌স, কেলি-সাল্‌ফ, ল্যাক্‌-ক্যা তুল্য; ঝড়বৃষ্টির দিনে রোগের বৃদ্ধি—ডাল্‌কা, নেট্রাম-সালফ তুল্য; ফল খাইয়া ভেদ হইলে—চায়না, রিউম তুল্য।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

রাস-অ্যারোমেটিকা (Rhus Aromatica.)

ব্যবহারস্থল :—বহুমূত্র হইয়া রোগী শীর্ণ হইতে থাকিলে, মূত্রাধার হইতে রক্তস্রাব; পুরাতন রক্তামাশয়; অসাড়ে প্রস্রাব হওয়া; মূত্রপিণ্ড হইতে রক্তস্রাব; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য। রাস-অ্যারোমেটিকা বহুমূত্র রোগের একটী উত্তম ঔষধ, বহুমূত্র রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কোমরে বেদনা, প্রবল জল পিপাসা, পরিবর্ত্তনশীল রুচি ও ক্ষুধা। আজ সে রাক্ষসের ন্যায়

আহার করিবে আবার পরের দিন হয় তো তাহার মোটেই খাইবার ইচ্ছা থাকিবে না। প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা, কি দিবন কি রাত্রে সকল সময়ই অসাড়ে প্রস্রাব হইতে থাকে। বহুমূত্র রোগীর গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে ও লাল হইয়া যায়। বহুমূত্র, প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব; প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়।

শিশুদিগের গ্রীষ্মাতিশয় রোগে শিশু যখন অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়ে জিহ্বা যখন ফ্যাকাসে হয় তখন উপযোগী। শিশুদিগের মূত্রাশয় প্রদাহ রোগেও এই ঔষধ ফলপ্রদ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট একটু বেশী মাত্রায় সেব্য।

গ্ল্যাব্রা (Rhus Glabra.)

ব্যবহারস্থল :—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং পশ্চাৎ মস্তকের বেদনা, দুর্ব্বলতা, মুখের ক্ষত; বিরক্তিজনক স্বপ্ন দেখা, মনে হয় যেন সে হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। দৌর্ব্বল্য বশতঃ অত্যধিক ঘর্ম্মস্রাব, এই ঔষধ অন্ত্রাশয়ের পচনশীলতা দূর করিয়া মল ও বায়ু নিঃসরণের দুর্গন্ধ দূর করিয়া দেয়। ডাঃ **পেইন** বলেন রক্তে ও পরিপাক যন্ত্রে এই ঔষধ বিশেষ ক্রিয়াশীল এবং তিনি ক্ষতে ও অর্শবলিতে রাস-গ্লাব বাহ্য প্রয়োগ করিতে বলেন।

দ্রষ্টব্য :—এই ঔষধের ১০ গ্রেণ এক আউন্স গ্লিসারিনের সহিত মর্দ্দন করিয়া মুখের ক্ষতে; ডিপথিরিয়ার পরবর্ত্তী ক্ষতে এবং উপদংশের ক্ষতে লাগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধের ক্বাথ সেবন করিলে দুর্ব্বলতা বিশিষ্ট অতি-ঘর্ম্ম দূর হয়। ইহা ব্যতিরেকে রক্তামশয়, মুখের উপক্ষত, পারদ অপব্যবহার জনিত মুখক্ষত, বহুমূত্র, শ্বেতপ্রদর, প্রমেহ, গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ কার্য্যকরী।

শক্তি :—টিংচার, সাধারণতঃ কোমল স্পঞ্জের ন্যায় মাড়ী (Spongy gums), মুখের ক্ষত, গলকোষ প্রদাহ প্রভৃতি স্থানে বাহ্যিক প্রয়োগ। আভ্যন্তরীক ১ম শক্তি।

ড্রণ্ড্রন (Rhus toxicodendron.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম পয়জন ওক। এই জাতীয় বৃক্ষ উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়। ইহারা ১ ফুট হইতে ৩ ফিট উচ্চ, এই গাছ অত্যন্ত বিষাক্ত, যখনই এই গাছ নাড়াচাড় করিতে হয় তখনই সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। রাসটক্স বৃক্ষ দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের ভেলা গাছের ন্যায়। স্বয়ং হানেমান ইহার প্রথম প্রুভিং করেন।

বৃক্ষে ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে, সূর্য্যোদয় হইলে, মেঘাচ্ছন্ন গুমোট দিনে ছায়াযুক্ত স্থানের তাজা পাতা সংগ্রহ করিয়া সুরাসার যোগে মাদার-টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—বর্ষাকালীন জ্বর; ইনফ্লুয়েঞ্জা; ডেঙ্গুজ্বর, টাইফয়েড জ্বর; বেরিবেরি; বাত; সন্ধিবাত; আমাশয়; বিসর্প; পোড়ানারাঙ্গা; বয়োব্রণ; কর্ণের পাম্য রোগ, একজিমা বা কাউর; ক্ষত; রক্তস্রাব; অর্শ; চক্ষুর প্রদাহ; যকৃতের স্ফোটক; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; গর্ভস্রাব, ভ্যাদাল ব্যথা; ঋতুর স্বল্পতা; অস্থিবেষ্ট প্রদাহ; প্লুরোসি; ব্রঙ্কাইটিস; নিউমোনিয়া;

মেনিঞ্জাইটীস্; আঘাতাদি লাগিয়া নানাবিধ পীড়া; পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ; পক্ষাঘাত; অর্ব্বুদ, উন্টামুদ্রা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

ক্রিয়াস্থল:—বাত রোগগ্রস্তদিগের পীড়া এবং যাহারা স্যাঁত-স্যাঁতে স্থানে বা ভিজা স্থানে বসবাস করে তাহাদের নানাবিধ পীড়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া রোগাদি হইলে, শরীরের কোন অংশ মচকাইলে, কোন ভারীদ্রব্য তুলিয়া বা কোন প্রকারে স্নায়ুর অবসাদ ঘটিলে; বিসর্প এবং নানাবিধ চর্ম্মরোগ প্রবণতা অন্ত্রাশয়ের পীড়া প্রভৃতি। সাধারণতঃ শরীরস্থ সকল যন্ত্র ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। রাসটক্সের অনুপূরক ব্রাইওনিয়া। দেহের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বই বেশী আক্রান্ত হয়। **বিশ্রামে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, নড়াচড়ায় রোগের উপশম কিন্তু পক্ষাঘাত ও অবসন্নতা—বিশ্রামে উপশমিত হয় ও অধিকক্ষণ সঞ্চালনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।**

মন:—টাইফয়েড রোগী নানাবিধ অসংলগ্ন কথা বলে এবং প্রশ্নের উত্তর অতি তাড়াতাড়ি দেয়; রোগী ভয়ানক উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করে (অ্যাকো, আর্স), রাত্রে তাহার ভয়ানক ভয়, কারণ ইহার সর্ব্ব লক্ষণ রাত্রের দিকেই বেশী হয় এমন কি মানসিক লক্ষণাবলীও রাত্রে বেশী হয়; সেইজন্য রোগী রাত্রের নামে ভয়ে অস্থির হয়। রোগী তাহার বিছানায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না বা শুইতে পারে না, আরাম পাইবার জন্য অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে (পাইরোজেন), যত নরম বিছানাই হউক না কেন সে অনবরত এপাশ ওপাশ করিতে থাকিবে তবু তাহার বিছানা শক্ত মনে হইবে (আর্ণিকা)। মানসিক অস্থিরতার জন্য অনবরত ছট ফটানি (আর্সেনিক)। ডাঃ ন্যাশ—রাস, অ্যাকো ও আর্সকে ট্রাইও অব্ রেষ্টলেস্ Trio of Restless বলেন; বস্তুতঃ এই তিনটি ঔষধেই ছটফটানি অত্যধিক।

রাসটক্সের ব্যথা ও কামড়ানির জন্য তাহার ছটফটানি, সে মনে করে অনবরত ছটফট করিলে ব্যথার উপশম হইবে; এপাশ ওপাশ করিলে রোগীর সামান্য একটু উপশম হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার ছটফটানি শারীরিক কিন্তু **অ্যাকোনাইটের** উদ্বেগ ও অস্থিরতা মানসিক, **আর্সেনিক রোগীর** উদ্বেগ ও অস্থিরতা মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ কারণের জন্য। অ্যাকোনাইটের অস্থিরতার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই হঠাৎ ঝড়ের ন্যায় রোগ উপস্থিত হয় তৎসহ অস্থিরতা ছটফটানি সাধারণতঃ বৈকালের পর রাত্রেই বেশী হয়—অস্থিরতা ছটফটানির জন্য রোগী বড় বেশী দুর্ব্বল বা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ইহার অস্থিরতা রাত্রি ১২-২টার ভিতর ও দুপুর ১।২টার ভিতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আর্সের সর্ব্ব লক্ষণই ঐ সময় বেশী হয়। অস্থিরতায় সে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে চায়। কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তনে তাহার রোগের কোনরূপ শান্তি মোটেই হয় না অধিকন্তু অবসন্ন হইয়া পড়ে। মৃত্যু ভয় তিনটি ঔষধেই আছে—**অ্যাকোনাইটের** মৃত্যু ভয় অত্যন্ত, এমন কি—সে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত বলিয়া দেয়, **আর্সেনিকের** মৃত্যু ভয় খুব, সে মনে করে বৃথা ঔষধপত্রাদি সেবন, মৃত্যু ত নিশ্চিত সুতরাং ঔষধ সেবন বৃথা। **রাস রোগী** জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিতে চায়—জলে ডুবিয়া মরিতে চায়—কিন্তু তাহার মরণে অত্যন্ত ভয়—অরাম রোগী আত্মহত্যা করিয়া বসে। রাস-টক্স রোগী জানেনা কেন তাহার এরূপ মতিগতি হয়, কেন সে কাঁদে। তরুণ ও পুরাতন পীড়ায় তাহার অত্যধিক অস্থিরতা, বিষন্নভাব, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, খিটখিটে ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিজের সন্তান সন্ততি, বিষয় কার্য্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মহা ভাবনা করে (ব্রাই, ক্যাল, ফস)। রাস রোগীর স্মৃতি-বিভ্রমও দেখা যায়,—অতি অল্প দিনের ঘটনাও

সে স্মরণ রাখিতে পারে না, ল্যাকেসিস্ রোগী গত ৬ বৎসরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ভুলিয়া যায়, ওলিয়্যাণ্ডার রোগীর স্মৃতি ক্ষীণ, তাহার বড় কিছুই মনে থাকে না, সে অমনোযোগী—কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, সহজে কোনও বিষয় বুঝিতে পারে না ; সে কোনও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, প্রতিবাদে চটিয়া উঠে। কোনায়াম রোগী যাহা পাঠ করে তাহা বুঝিতে দেরী হয়। রোগীকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কারণ ভাবিয়া উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে শক্ত সেইজন্য খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়।

শিরঃপীড়া :—মাথা নাড়িলে বা জোরে চলাফেরা করিলে রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার ভিতরটা দুলিতেছে—মাথার যন্ত্রণায় যেন মাথা ফাটিয়া যাইতেছে এরূপ অনুভব, কোনরূপ মানসিক অশান্তি হইলেই তাহার বেদনায় পুনরাবির্ভাব হয়। চলিবার সময় কপালের উপর জ্বালানুভব ; নাক্সভমিকায় রোগী আহারের পর ও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে জ্বালানুভব করে। রাস রোগীর কপালের একদিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত একখণ্ড কাঠের খণ্ড বাঁধা আছে অনুভূতি, এই ভাবটা সাধারণতঃ টাইফয়েড রোগীর বেশী হয়, (কার্ব্বো-অ্যানি)। মাথার ভিতর পিপীলিকা চলিয়া-বেড়ানবৎ সড়সড়ি, মাথার যন্ত্রণায় তাহার মুখমণ্ডল চাকচিক্যভাব ধারণ করে ও আরক্তিম হয়। মাথার যন্ত্রণার জন্য রোগী ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়ে সে একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। জলে ভিজিয়া বা স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বসবাসাদির জন্য যাহাদের প্রবল জ্বর হইয়া মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হয়, এবং ছটফট করিতে থাকে, রাত্রির দিকে যাহাদের রোগের বৃদ্ধি তাহাদের পক্ষে উপযোগী। উদ্ভেদাদি উঠিয়া যাহাদের মস্তিষ্কাবরণীর প্রদাহ হয়—অথবা যাহাদের মস্তকে বিসর্প হইয়া আক্রান্ত অংশে রসগুটী বাহির হয় ও তৎসহ তাহার অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকে তাহাদের পীড়ায়ও ইহা উপযোগী। মাথার যন্ত্রণায় রোগীর মস্তকের মাংসপেশী ব্যথাযুক্ত হয়—মস্তিষ্কের হাড়ের আবরক ব্যথান্বিত হয় এমন কি তথায় হাত ছোঁয়ান যায় না। তাহার মাথার পশ্চাৎ দিকে বেদনা—মাথা পিছনের দিকে হেলাইয়া রাখিলে বা ধরিয়া রাখিলে বেদনার উপশম। প্রবল জ্বরের সহিত মেনিঞ্জাইটিস হইয়া যাহাদের অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা হয় তাহাদের পক্ষে উপযোগী। যে কোন ঠাণ্ডায়, ঋতু পরিবর্ত্তনে, বর্ষা ঋতুতে অথবা মাথায় ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া বাতজ মাথা ধরা রোগে ফলপ্রদ। মাথার চুল ভিজাইয়া যাহাদের মাথার যন্ত্রণা হয় তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহা কার্য্যকরী।

চক্ষুরোগ :—বাতগ্রস্ত রোগী যদি ঠাণ্ডা বাতাসে বা বর্ষাকালীন বায়ুতে চলাফেরা করে তাহাদের চক্ষুর প্রদাহে, ঘর্ম্মাদি অবরুদ্ধ হইয়া যদি চক্ষুর প্রদাহ হয় এবং অত্যন্ত ছটফটানি থাকে তবে রাস-টক্স ফলপ্রদ। কর্ণিযার উপর পুঁজবটী জন্মায় ; আলোকাতঙ্ক ও পুঁজোৎপত্তিতে ইহা কার্য্যকরী। আলোক অসহনীয়তা ; সে প্রাতে নির্ম্মল বায়ুর ভিতর গেলে তাহার চক্ষু হইতে কষায় বা ত্বকক্ষয়-কারক স্রাব হইতে থাকে। চক্ষুজল লাগিয়া রোগীর গণ্ডদেশে অসংখ্য লালবর্ণের উদ্ভেদ বাহির হয় এবং চোখের পাতা থাকিয়া থাকিয়া বন্ধ হইয়া যায়। রোগীর চোখের পাতা প্রদাহান্বিত হইয়া অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, দেখিলে মনে হয় যেন চোখের পাতায় বিসর্পের ন্যায় কোন রোগ হইয়াছে। জলে ভিজিয়া চক্ষুর শুক্লমণ্ডল বা শ্বেতাংশ প্রদাহ (কন্‌জাংটিভাইটিস) রোগে যখন চক্ষুতে প্রচুর পরিমাণে পুঁজের ন্যায় পিচুটী পড়ে তখন ইহা উপযোগী। ইউফ্রেসিয়ায় চোখে পিঁচুটী পড়ে এবং প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয় ; পার্থক্য এই—**রাস-টক্সের পিঁচুটী অপেক্ষাকৃত পাতলা, ইউফ্রেসিয়ার ঘন।** রাস-টক্স গ্লকোমা, আইরাইটিস রোগেও

উপযোগী। বেতো রোগীদিগের টোসিস বা চক্ষু পেশীর পক্ষাঘাত রোগে উত্তম কার্য্য করে, উহা যদি জলে ভিজিয়া হয় তবে আরও ফলপ্রদ।

টাইফয়েড জ্বরে রাসটক্স একটী অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রায় সকল টাইফয়েড রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বরে রোগীর হাত পা কামড়ায়, অস্থিরতা, মাথার যন্ত্রণা; চুপ করিয়া থাকিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, নড়াচড়া করিলে যন্ত্রণার উপশম রাস-টক্সের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। রোগীর জিহ্বার অগ্রভাগে লালবর্ণের ত্রিভুজাকার লেপ পড়ে। জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা ফাটা। তাহার মুখে কখনও লালা প্রচুর পরিমাণে হয় আবার কখনও জিহ্বা ক্লেদযুক্ত থাকে এবং জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে; মার্ক-সলের সহিত এই লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু সাবধান টাইফয়েড জ্বরে মার্কারি ব্যবস্থেয় নহে। রাস-টক্স রোগীর পেটের দোষ, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহ্যে দুর্গন্ধযুক্ত, উহা অসাড়ে নিঃসৃত হয়। রাস-টক্স রোগীর প্রলাপবকা তত প্রচণ্ড নহে, মৃদুভাবের প্রলাপই দেখা যায় তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবলাকারের প্রলাপ দেখা যায়। রোগী প্রলাপের সহিত অনবরত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। প্রথম যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে একটু পরেই সেই পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া অপর পার্শ্ব গ্রহণ করে। এরূপ অনবরত পার্শ্ব ত্যাগ করিলে সে আরাম অনুভব করে। টাইফয়েড রোগী কখনও কখনও রোগের ভিতর খেয়াল দেখে যেন কেহ তাহাকে বিষ খাওয়াতে চাহে সেইজন্য সে পথ্যাদি কিছুই খাইতে চাহে না। টাইফয়েড রোগী মাথার যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, সে মনে করে যেন কেহ তাহার মাথার চামড়া টানিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই সঙ্গে তাহার মাথার রক্ত সঞ্চালিত হয়। মাথায় রক্ত সঞ্চালিত হইবার জন্য রোগীর মুখ আরক্তিম হয়। কোন কোন রোগীর নাক দিয়া রক্ত পড়ে, রক্ত পড়িলে তাহার মাথার যন্ত্রণার কিছু উপশম হয়। টাইফয়েড বিষ ফুসফুসে ঢুকিয়া নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নিউমোনিয়ায় কষ্টকর শুষ্ক কাসি, উহা সন্ধ্যার দিকে বেশী হয়। ইহা ব্যতিরেকে তাহার পেট প্রায় ফাঁপিয়া থাকে, প্লীহা স্থানে বেদনা হয়। নিউমোনিয়া রোগীর কাসি প্রথম শুষ্ক, ক্রমশঃ উহা তরল হইয়া কাসি ঘন ঘন হইতে থাকে এবং শ্লেষ্মা উঠে; ক্রমশঃ উহা তরল হইয়া কাসি ঘন ঘন হইতে থাকে এবং শ্লেষ্মা উঠে, গয়ারে রক্তের ছিট দেখা যায়। সাধারণতঃ রাস-টক্সে নিউমোনিয়া আরোগ্য লাভ করে না, সামান্য উপকার হইবার পর ফস্‌ফোরাস ব্যবহার্য্য। রাসটক্সের ছটফটানির প্রধান লক্ষণ—যখন এই ঔষধ সেবন করিয়া ছটফটানি চলিয়া যায় এবং রোগী নিস্তেজ, অবসাদগ্রস্ত ও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়ে তখন ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড ব্যবহার্য্য।

টাইফয়েড জ্বরে রাস-টক্সের সহিত ব্যাপটিসিয়া ও আর্ণিকার সাদৃশ্য দেখা যায়, **রাস-টক্সের** ছটফটানি বাত জনিত এবং জলে ভিজিয়া স্যাঁতসেঁতে স্থানে বসবাস জন্য হয়, **ব্যাপটিসিয়ার** ছটফটানি পেশীর টাটানির জন্য, **আর্ণিকার** ছটফটানি সর্ব্ব অঙ্গে থ্যাৎলান বেদনার জন্য হয়। **রাস রোগী** বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, **ব্যাপটি রোগী** মনে করে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়ান অবস্থায় আছে উহাদিগকে কিছুতেই যথাস্থানে আনিতে পারিতেছে না; **আর্ণিকায়**—মস্তিষ্কের কন্‌জেস্‌সন জন্য রোগীকে ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না, বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে হয় ও রোগীর গায়ে কালশিরার দাগ পড়ে। রাস-টক্সের বাহ্যে দুর্গন্ধযুক্ত, ব্যাপটির সমস্ত স্রাবই দুর্গন্ধযুক্ত, আর্ণিকারও মল হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। রাস-টক্সের জিহ্বার অগ্রভাগ লাল। ব্যাপটিসিয়া কঠিন দ্রব্য গিলিতে পারে না, কেবল তরল দ্রব্য গিলিতে পারে, আবার কোন

কোন সময় তরল দ্রব্য মুখে লইয়া থু থু করিয়া ফেলিয়া দেয়, আর্ণিকার রোগী খাদ্য বা পানীয় খাইতে বা গিলিতে গেলে ঘড়ঘড় করিয়া শব্দ হয়। রাস-টক্স রোগীর জল পিপাসা খুব, কিন্তু গলার ভিতর প্রদাহ জন্য গিলিতে ভয়ানক কষ্ট।

ম্যালেরিয়া জ্বরেও :—রাস-টক্সের ব্যবহার আছে যদি জ্বর জলে ভিজিবার জন্য, জলকাদার ভিতর কার্য্যাদি করিবার পর, স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বসবাসাদির ফলে (ম্যালেরিয়া জ্বর) হয় তবে ব্যবহার্য্য। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা থাকে, ঐ বেদনা চুপচাপ থাকিলে বেশী হয় এবং অনবরত ছটফট করিতে থাকিলে বেদনার উপশম। রাস-টক্সের জ্বর সাধারণতঃ বৈকালের পর হইতে রাত্রি ১০টার ভিতর আসে অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়ই প্রায় জ্বর হয়। রোগীর জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, জিহ্বার ডগার দিকটা লাল। রোগীর ঠাণ্ডা দুধ পান করিবার ইচ্ছা খুব। রোগীর উত্তাপাবস্থায় তাহার শরীরে আমবাতের ন্যায় এক প্রকার উদ্ভেদ বাহির হয়, উহাতে ভয়ানক চুলকায় এবং রোগী ঐ সকল পীড়কার জন্য অত্যন্ত ছটফট করে।

ফোস্কাযুক্ত বিসর্প রোগে সর্ব্বপ্রথম রাস-টক্সের নাম মনে হয়। যে সকল ফোস্কা পড়ে উহা বড় বড় এবং শীঘ্রই উহাতে পূঁজ জন্মে। সাধারণতঃ মুখে যে সকল বিসর্প জন্মে, উহা বামদিক হইতে ডানদিকে ছড়াইয়া পড়ে। উহাতে অত্যন্ত জ্বালা, চুলকানি, যন্ত্রণা অধিক হয় তৎসহ অত্যন্ত গাত্রোত্তাপ বৃদ্ধি ও প্রলাপ হয়। আক্রান্ত স্থান ঘোর লালবর্ণের দেখা যায় প্রদাহ বামদিক হইতে ডানদিকে যায়, আর এপিসের প্রদাহ ডানদিক হইতে বামদিকে যায়, এপিসে জ্বালা খুব, পিপাসার অভাব, আর রাস-টক্সে জ্বালা আছে তবে এপিসের ন্যায় অত বেশী নহে কিন্তু পিপাসা থাকিবে।

বিষফোড়া বা কার্ব্বাঙ্কল হইয়া যখন আক্রান্ত স্থানে ভয়ানক বেদনা ও যন্ত্রণা হয় এবং আক্রান্ত স্থান ঘোর লালবর্ণের দেখা যায় তখন ইহা ব্যবস্থেয় কার্ব্বাঙ্কলের প্রথম অবস্থায় রাসটক্স প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকার হয় নচেৎ অপর ঔষধ ব্যবহার করিয়া পরে প্রয়োগ করা হয়।

কোমরের বেদনায় রাস-টক্স অতি উত্তম। রাস-টক্সের বেদনা রাত্রে বেশী হয়, বেদনার জন্য রোগী অনবরত ছটফট করে; এপাশ ওপাশ করিলে বেদনার উপশম। ব্রাইওনিয়ার বেদনা সঞ্চালনে বৃদ্ধি, বিশ্রামে উপশম। বিশ্রামের পর কোমরের বেদনা, প্রথম সঞ্চালনে বৃদ্ধি, বিশ্রামে উপশম। বিশ্রামের পর কোমরের বেদনা, প্রথম সঞ্চালনে বেশী হয় কিন্তু কিছু কিছু সময় চলিয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম। যতই অধিক সঞ্চালন করা যায় ততই বেদনার হ্রাস, (কেলি-আয়োড)। কোমরের বেদনা প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধি পাইলে পেট্রোলিয়াম ও রুটা উপযোগী। কটিদেশের তীব্র বেদনা, রাত্রি, তিনটার সময় যদি বেশী হয় এবং বেদনার জন্য যদি সে হাঁটিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়ও বেদনা নিতম্বের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত চলাচল করে তবে কেলি-কার্ব্ব ঔষধ।

পক্ষাঘাত রোগে সন্ধিস্থলে যদি বেদনা থাকে ও সময় সময় অবসন্নতা অনুভব করে তবে ইহা উপযোগী। যে সকল শিশু বা অপর লোক ঠাণ্ডা পাথরের উপর বসিয়া, ঠাণ্ডা জলে দাঁড়াইয়া কাজ কর্ম্ম করিয়া নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ কার্য্যকরী।

উঠিবার সময় পড়িয়া গিয়া যাহাদের পক্ষাঘাত হয়, সর্দ্দি হইয়া চক্ষুর পেশীর পক্ষাঘাত, টাইফয়েড জ্বরের পর পক্ষাঘাত হইলে ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়। রাস্-টক্সের পক্ষাঘাত রোগীর আক্রান্ত অংশের শক্তভাব ও অবশভাব থাকে। **ডাঃ ডানহাম** বলেন যে সকল বালকদিগের নিম্নাঙ্গের

পক্ষাঘাত হয় তাহাদের পক্ষে রাস্-টক্স বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা সাল্‌ফর প্রয়োগ করিলে রোগ অতি সহজে উপশম হয়।

চর্ম্মরোগ :—নানাজাতীয় চর্ম্মরোগে রাস্-টক্স ফলপ্রদ ঔষধ। একজিমার চতুর্দ্দিকে লালবর্ণের মণ্ডল, তথায় অতিশয় চুলকানি, চুলকানি জন্য অস্থিরতা ; এই সকল লক্ষণ থাকিলে তরুণ একজিমা রোগে রাস্-টক্স দ্বারা বিশেষ ফললাভ করা যায়। **ডাঃ হিউজেস** বলেন যে, রাস্-টক্স ১x—৩০ শক্তি ব্যবহার করিয়া আমি শতকরা ৭৫ জন বালকের একজিমা রোগ আরোগ্য করিয়াছি। জলে ভিজিয়া বা স্যাঁত স্যাঁতে স্থানে বসবাস করিয়া যাহাদের শীতপিত্ত বা আমবাত বাহির হয় তাহাদের পক্ষে রাস উত্তম ঔষধ। পোড়া নারাঙ্গা, ফোড়া, বিষব্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাস্-টক্স ফলপ্রদ ঔষধ।

বসন্ত :—জল বসন্ত রোগে রাস্-টক্স একটি অমূল্য ঔষধ। মসূরিকা রোগে গুটিগুলি উঠিয়া যদি বসিয়া যায় এবং ইহারা যদি নীলবর্ণ ধারণ করে বা কালবর্ণের হয়, রোগীর যদি বিকারাবস্থা উপস্থিত হয় এবং রাত্রে ছটফটানি বেশী দেখা যায় তবে রাস ফলপ্রদ ঔষধ।

কর্ণমূল-প্রদাহ রোগে বা কর্ণশূলে রাস্-টক্সের প্রয়োগ আছে, রাত্রে কাণের ভিতর দপ্ দপ্ করে, রোগী মনে করে যেন কেহ তাহার কাণে ফু দিতেছে বা শীস দিতেছে, শুইলে এই সকল লক্ষণের আরও বৃদ্ধি, শুইলে কাণের পর্দ্দা ফাটিয়া যাইবে বোধ।

আমাশয় রোগে রাস্-টক্স ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ যাহারা জলের ভিতর কাজ করে, জল-কাদা ঘাটে, মাঠে চাষবাস করে, শাকসব্জীর ব্যবসা করে, তাহাদের আমাশয় রোগে ও বর্ষাকালীন আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগে ইহা ফলপ্রদ।

আঘাতজনিত বা কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলনজনিত কোন পীড়া ও তৎসহ গাত্রবেদনা থাকিলে, গা টিপিয়া দিলে বা ছটফট করিলে গাত্রবেদনার উপশম লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য। আঘাত লাগিবার পর প্রথম আর্ণিকা ব্যবস্থেয়, তাহাতে উপকার না হইলে রাস্-টক্স ব্যবস্থেয়।

বেরি-বেরি বা শোথরোগ :—যদি নদী, পুকুরাদিতে অত্যধিক স্নানাদি করিবার পর হয় বা বর্ষাকালে, অথবা জলে ভিজিয়া স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বসবাস করিবার পর যদি হয় তবে রাস্-টক্স ব্যবহার্য্য। ইহার শোথ বসিয়া থাকিলে বা রাত্রে বেশী হয়, হাঁটিয়া বেড়াইলে বা চলাফেরার উপর থাকিলে কম দেখা যায়।

ক্ষত :—পায়ের ঘা, যা হইতে প্রচুর রস পড়ে, শোথযুক্ত পায়ের ঘা, যা হইতে পাতলা আঠার ন্যায় রস নিঃসৃত হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া :—যদি কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন বশতঃ হয় বা উৎকট শারীরিক ব্যায়াম বা পরিশ্রম জনিত হয় তাহা হইলে আর্ণিকা ও ব্রোমিয়াম তুল্য রাস্-টক্সও কার্য্যকরী।

হৃদ্‌পিণ্ডের যন্ত্রগত রোগেও ইহার প্রয়োগ আছে। ইহাতে হৃদ্‌যন্ত্রে কেহ সূক্ষ্ম শলা বিদ্ধ করিতেছে এরূপ বেদনা, রোগীর বাম বাহু অসাড় ও অবশ হয়, ঐ হাতের আঙ্গুল চিন্ চিন্ করে, চলাফেরা করিবার পর রোগীর হৃৎপিণ্ড ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও ইহার ভিতর কাঁপিতে থাকে। প্রাতে বেড়াইলে অনেকটা উপশম। রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর এত স্পন্দন হইতে থাকে, রোগী মনে ভাবে তাহার সমস্ত দেহ যেন সেই সঙ্গে স্পন্দিত হইতেছে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বৃষ্টির দিনে, বর্ষাকালে, জলবসা আর্দ্র স্থানে বসবাস করিলে, রাত্রে, বিশ্রামে, অশ্বারোহণে, ভারোত্তোলনে, বিশ্রাম করিবার পর প্রথম সঞ্চালনে, অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রমাদি

করিলে, ঠাণ্ডা জলপান করিলে, দেহ অনাবৃত করিলে রোগের বৃদ্ধি ; দেহ বা আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে, শরীর ঢাকিয়া রাখিলে, উত্তাপ প্রয়োগে এবং ব্যায়াম করিবার পর উপশম।

তুলনীয় :—রাস্-টক্স—টাইফয়েড জ্বরে—ব্যাপ্টি, আর্ণিকা, ব্রাই, অ্যাসি-ফস্, ফস তুল্য ; বাতের বেদনাদিতে—আর্ণি, রুটা, ষ্ট্যাফা, কেলি-কার্ব্ব, লেডাম, লাই, রডো তুল্য ; একজিমা রোগে—মেজেরি, সিপিয়া তুল্য ; হৃদ্‌পিণ্ডের রোগে—আর্ণিকা, ব্রোমিয়াম, ক্যালমিয়া, পাল্‌সে, ফাইটো তুল্য ; পক্ষাঘাতে—কষ্টিকাম তুল্য ; জলে কার্য্য করিয়া রোগ হইলে—আর্স, লাইকো ; বিসর্প সহ আরক্ত জ্বরে—এপিস তুল্য, শীতল জল পানে ইচ্ছা কিন্তু পানান্তে বমন—আর্স, জলের মত মল হইলে—কলচিকাম তুল্য ঔষধ।

ব্রাইওনিয়া—রাসটক্সের অনুপূরক অর্থাৎ একের পর অন্য চমৎকার কার্য্য করে।

এপিস—রাসটক্সের প্রতিকূল অর্থাৎ রাস-টক্সের পূর্ব্বে বা পরে এপিস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু **ডাঃ ন্যাস** বলেন "উপযুক্ত লক্ষণ পাইয়া আমি এপিসের পর রাসটক্স ব্যবহার করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছি"।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ৩০, ২০০ ১০০০ বা তদূর্দ্ধ ক্রম পর্য্যন্ত।

রাস-ডাইভারসিলোবা (Rhus Diversiloba)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ রাস-টক্সের বিষক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয় ; সাংঘাতিক জাতীয় চর্ম্মরোগ তৎসহ অসহ্য চুলকানি, মুখ, হাত পা ও জননেন্দ্রিয়ের শোথ ; একজিমা এবং বিষর্প, ভয়ানক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, সামান্য পরিশ্রমে দুর্ব্বলতা অনুভব প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

রাস-ভেনেনেটা (Rhus Venenata)।

ব্যবহারস্থল :—বিষর্প, ফোড়া, কলেরা, অর্শ, নানা প্রকার রসপূর্ণ উদ্ভেদ ; ওষ্ঠের স্ফীতি ; হাম ; অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত ; আমবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য। রাস-ভেনেনেটা নানাবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেহের নানা স্থানের চুলকানি ও জ্বালা ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে; গরম জলে চুলকানির উপশম। একজিমা রোগে ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ প্রয়োগ করা চলে। চর্ম্মরোগে রাস্-টক্স প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া না গেলে রাস-ভেনেনেটা দ্বারা সুন্দর ফল পাওয়া যায়। **ডাঃ মার্সী** বলেন যে বিসর্প রোগে রাস-ভেনেনেটার ৩x শক্তি দ্বারা জ্বালা যন্ত্রণার শান্তি হয়। বিষর্প রোগে আক্রান্ত অংশ ঘোর লালবর্ণের হয়। রোগীর জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এরূপ অনুভব, আবার কখনও কখনও মনে হয় যেন, জিহ্বা ও ওষ্ঠ দুইটী কাটিয়া গিয়াছে, লাল্বা গাছ আঠার ন্যায়, চুলকানির গরমে উপশম লাভ। উদরাময় ভোর ৪টার সময় আরম্ভ হয়, শূলবৎ বেদনাসহ প্রচুর জলের মত শ্বেতাভ মল অত্যন্ত জোরের সহিত নির্গত হয় (জ্যাট্রোফা, পডো, ক্রোটন-টি), এবং বাহ্যের পূর্ব্বে তলপেট অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে, প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া কয়েকবার তরল বাহ্যে করিবার পর পেটের ব্যথার উপশম।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৩০ ; বাহ্য প্রয়োগের জন্য মূল অরিষ্ট।

রাস-র‍্যাডিক্যান্স্ (Rhus Radicans)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম পয়জন ভাইন বা পয়জন আইভি। ইহার তাজা পাতা হইতে মূল অরিষ্ট তৈরী হয়। রাস-টক্স ও রাস-র‍্যাডিক্যান্সের ক্রিয়া প্রায় একই রকম, কেবল দুই এক স্থানে লক্ষণের তারতম্য দেখা যায় সুতরাং আমরা সবিস্তার আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

শিরঃপীড়া :—রোগীর মাথার পশ্চাৎদিকে ব্যথা তৎসহ বাত-জনিত ঘাড় শক্ত ও আরষ্ট ভাব হওয়া, শিরঃবেদনার সময় দেহ সঞ্চালন করিলে বা হেঁট হইয়া বসিলে বেদনার বৃদ্ধি, মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করে, শয়ন করিলে যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি। গা-বমি-বমিযুক্ত মাথার যন্ত্রণা, আবার মাথার যন্ত্রণা কমিয়া গেলে পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয় মধ্যে মোচড় দেওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা অনুভব।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া :—রোগীর খুকখুকে কাসি, যাহাদের গলক্ষত আছে প্রাতে তাহাদের শুষ্ক কাসি, কাসিবার সময় বুকের মধ্যে কণ্ডুয়ন বোধ জনিত অত্যন্ত কাসি হইতে থাকে, বুকের মধ্যে বেদনা, কাসিলে বুকের মধ্যে বেশী বেদনা অনুভব। রোগী গলা ও বুকের মধ্যে জ্বালা বোধ করে; সে অনুভব করে তাহার অন্ননালীর মধ্যে জ্বালা করিতেছে। সন্ধ্যার সময় ও সন্ধ্যার পর রোগীর বুকের ভিতর দপ্ দপ্ করিতে থাকে। আবার মধ্যরাত্রে যখন সে শুইয়া থাকে তখনও হৃদপিণ্ডের ভয়ানক স্পন্দন সেই সঙ্গে নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুত। ইহা ব্যতিরেকে এই ঔষধ টাইফয়েড জ্বরের ক্ষেত্রে, ম্যালেরিয়া জ্বর, নানাপ্রকারের চর্ম্মরোগ, বাতের প্রকোপ ক্ষেত্রে উপযোগী। সাধারণতঃ রাস-টক্স যে সকল রোগী ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধের প্রয়োজন হয়।

শক্তি :—নিম্ন শক্তিই ব্যবহৃত হয়।

রিসিনাস-কমিউনিস (Ricinus Comunis)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম রিসিনাস-লিভিডস। আমাদের দেশের এরণ্ড গাছ। ইহার বীজ হইতে মাদার টিংচার তৈরী হয়। ইহার ফল হইতে যখন মাদার টিংচার তৈরী করিতে হয় তখন ইহার পাকা বীজের শাঁস সুরাসারে ভিজাইয়া তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—কলেরা; শিশু কলেরা; সাংঘাতিক উদরাময়; রক্তামাশয়; পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ; পচনশীল ক্ষত; মুখের ক্ষত; কামলা বা ন্যাবা প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

কলেরা রোগে রিসিনাস একটী উত্তম ঔষধ। এই ঔষধটী ডাঃ সালজার দ্বারা বহু রকমে পরীক্ষিত হয়, তিনিই প্রথম ভারতীয় হোমিওপ্যাথদের দেখান যে এই ঔষধটী কলেরায় চমৎকার কার্য্য করে যদিও বহুপূর্ব্বে ডাঃ হেল্ প্রভৃতি চিকিৎসকগণ বলিয়া গিয়াছেন, রিসিনাস্ উদরাময় ক্ষেত্রে কার্য্যকরী। ফলতঃ কলেরায় রিসিনাস কার্য্যকরী ঔষধ তাহা ডাঃ সালজারের কৃপায় আমরা জানিতে পারি। ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয় বলেন বেদনাবিহীন কলেরা রোগের প্রথমে ভেরেট্রাম ব্যবহার করিয়া যদি ফল না পাওয়া যায় তবে তখন রিসিনাস দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে। সত্যই বেদনাহীন কলেরা ক্ষেত্রে রিসিনাস একটী অমূল্য ঔষধ। পুরাতন উদরাময়জাত কলেরা রোগে অর্থাৎ অজীর্ণযুক্ত উদরাময় ও বমন দীর্ঘ সময় থাকিয়া যে সকল রোগ

কলেরায় পরিণত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে রিসিনাস আরও ফলপ্রদ। রোগীর অত্যধিক জলপিপাসা, মুখে জল উঠা, অত্যন্ত বমন, বমনের ভিতর পিত্ত ও সূতার ন্যায় শ্লেষ্মা মিশ্রিত পদার্থ বাহির হওয়া, ভেদবমি হইয়া কণ্ঠস্বর বসিলে ও নাড়ী লোপ পাইলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। ডাঃ সাল্জার বলেন যে কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থায় যে কেবল কার্ব্বো-ভেজ, আর্সেনিক প্রভৃতিই ঔষধ, তাহা নহে, কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থায় বা নাড়ীলুপ্ত হইয়া যদি ঘন ঘন ভেদবমি হইতে থাকে তবে রিসিনাসই বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। কলেরার রোগীর যদি স্যাবার ন্যায় লক্ষণ দেখা যায় তাহা হইলে রিসিনাসই একমাত্র ঔষধ।

কলেরা চিকিৎসায় রিসিনাস ও ভেরেট্রামের ভিতর পার্থক্য অতি সামান্য। রিসিনাসের রোগে ধীরে ধীরে আসে অর্থাৎ ২।৩ দিন পূর্ব্বে পেটের অসুখ হইয়াছে তাহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া, চাউলধোয়ানি জলের ন্যায় ভেদ হইতে থাকিলে ও কলেরার ভেদবমি দেখা দিয়া নাড়ী লুপ্ত হইলে হইলে ইহা ফলপ্রদ, আর ভেরেট্রামের লক্ষণ সদ্য রোগ উপস্থিত হইয়া ভীষণ অবস্থা ধারণ করে। বাহ্যে ও বমন প্রচুর হইয়া অতি শীঘ্রই রোগ কঠিনাকার ধারণ করে। কলেরায় পতনাবস্থায় যেমন কার্ব্বো-ভেজ ফলপ্রদ সেইরূপ রিসিনাসও কার্য্যকরী। কার্ব্বো-ভেজ রোগীর বাহ্যে-প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেট ফুলিয়া উঠে ও পতনাবস্থা উপস্থিত হয়; তাহার হাত পা এবং শরীরের প্রায় সমস্ত অংশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, আর রিসিনাস রোগীর পতনাবস্থায় বাহ্যে বমি বন্ধ হইয়া তাহার পতনাবস্থা আরম্ভ হয় না। কলেরার পতনাবস্থায় যখন রোগী প্রচুর পরিমাণে ভেদ হইয়াও বমন করিয়া পতনাবস্থায় উপস্থিত হয় তখন কেহ কেহ রিসিনাস ও কার্ব্বো-ভেজ পর্য্যায় ক্রমে ব্যবস্থা করিতে বলেন। তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছেন যে এরূপ ভাবে পর্য্যায়ক্রমে রিসিনাস ও কার্ব্বো-ভেজ ব্যবহারে রোগী অতি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে, আমরা এরূপ পর্য্যায় ক্রমে ঔষধ প্রয়োগের পক্ষপাতী নহি, তবে যদি পাঠকবৃন্দ এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া শুভ ফল পাইতে সমর্থ হয়েন আমাদের কিছু বলিবার নাই।

স্ত্রীরোগেও রিসিনাসের প্রয়োগ আছে, রোগিণীর অকালে ঋতুস্রাব হয়, সেই স্রাব প্রচুর। প্রায় অন্যান্য স্রাবও প্রচুর পরিমাণে হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর মাতার স্তনে দুগ্ধের অভাব হইলে এই ঔষধ দ্বারা পুনরায় সেই অভাবের পূরণ হয় (অ্যাসাফি)। যে সকল জননীদের স্তন হইতে জলের ন্যায় তরল পদার্থ নিঃসৃত হইতে থাকে তাহাদের স্তন্যে ক্ষীরত্ব আনয়ন করে রিসিনাস। যে সকল রমণীর স্তনে বহু দিন হইতে দুধ নাই শিশু বহুদিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত রিসিনাস সেবনে তাহাদের দুগ্ধহীন স্তনে দুগ্ধ সঞ্চিত হয়।

শক্তি :—3x, 6x, ৬, ১২, ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত।

রিউম (Rheum.)

পরিচয় :—অপর নাম রুবার্ব্ব বা রেওচিনি। চীন দেশে ইহার আদি জন্মস্থান। ইহার শুষ্ক মূল সকল পরিমাণে বস্তা বস্তা বাণিজ্যের জন্য বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহার চূর্ণ লালাভ পীত বর্ণের, লালাভ পীত বর্ণের, গন্ধ আমাদের দেশের হলুদের ন্যায়। রেওচিনি মূলের চূর্ণ সুরাসার যোগে মাদার টিংচাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বিচূর্ণ ও টিংচার উভয়বিধই হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—শিশুদিগের দন্তোদ্গম সময়ে নানাবিধ রোগ, উদরাময়, রক্তামশয়, পাকাশয়ের বিকৃতি ; স্তন্যপায়ী শিশুদিগের পীড়া ; শিশুদিগের চীৎকার ; শিশুদিগের প্রস্রাবে কষ্ট হওয়া ; প্রস্রাব হইতে উগ্রগন্ধ বাহির হওয়া ; নিশ্বাস হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া ; কাণে কম শুনা ; মুখে শ্লেষ্মা জমা ; মাতৃস্তন্যে বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

রিউম শিশুদিগের পক্ষে বিশেষতঃ শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় উপযোগী ঔষধ। রিউমের শিশু বড়ই অস্থির চিত্তের, অধীরভাবে নানাবিধ দ্রব্যাদি চায় এবং উহা পাইবার জন্য অত্যন্ত চীৎকার করিতে থাকে। তাহার অতি প্রিয় খেলনা তাহাকে দিলেও সে চীৎকার করে (সিনা), শিশু সমস্ত রাত্রি চীৎকার করে (জালাপা) ও ছটফট করিতে থাকে। দন্তোদ্গমকালে শিশু অত্যন্ত ছটফট করিতে থাকে। শিশুর মল হইতে, ঘর্ম্ম হইতে এবং সমস্ত শরীর হইতে টক্‌গন্ধ বাহির হয়। শিশুর মস্তকে সর্ব্বদা ঘর্ম্ম হয়, শিশুর কি নিদ্রিত কি জাগ্রত সর্ব্বাবস্থায়ই মাথার চুল ঘাম দ্বারা ভিজা থাকে, ঘর্ম্ম হইতে অম্লগন্ধ বাহির হয়। "অম্লগন্ধী স্রাব" **অনেক স্থানে রিউম নির্দ্দেশক।**

রিউমের শিশু খাইবার জন্য এটা ওটা চায় বটে কিন্তু কোন জিনিস খাইতে পারে না, খাবার জিনিস দেখিলেই খাইবার বাসনা করে কিন্তু সামান্য একটু খাইয়াই খাবার উপর ঘৃণার উদ্রেক হয়। আহারের পরই তরল দাস্ত হয়, মল টকগন্ধযুক্ত জমান দধির ন্যায়, উহা কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। রিউম শিশুর উদরাময় দন্তোদ্গমের সময়, সূতিকা গৃহে বসিয়া আহারের পর হয়। জলবায়ু পরিবর্ত্তন ও গ্রীষ্মকালেও উদরাময় দেখা যায়। মলত্যাগের পর শিশুর পেটে বেদনা ও বৃথা কুন্থন, নড়াচড়ায় বেশী হয়, শিশুর মল ও গাত্র হইতে **অত্যন্ত টক** গন্ধ বাহির হয়। শিশুকে যত ধোয়ান হউক না কেন তাহার গায়ের টকগন্ধ কিছুতেই যাইবে না। সাল্‌ফিউরিক-অ্যাসিড, ম্যাগকার্ব্ব, হিপার ও ক্যাল্‌কে রোগীর গাত্র হইতেও অত্যন্ত টকগন্ধ বাহির হয়। রিউম ও ম্যাগ-কার্ব্বের টকগন্ধ অত্যধিক সোরিণাম শিশুর গাত্র হইতে অত্যন্ত বিশ্রী গন্ধ বাহির হয় তাহাকে যতই ধোয়ান হউক না কেন দুর্গন্ধ কিছুতেই যাইবে না। শিশুদিগের জ্বরেও ইহা ব্যবহৃত হয়। জ্বরের সময় শিশুর হাত পা গরম, মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা, জল পিপাসার অভাব। শিশুর কপালে ও মাথায় ভয়ানক ঘাম, সে ঘুমাইয়া থাকুক বা জাগিয়া থাকুক তাহার মাথার চুল ভিজিয়া জবজবে হইবে। শিশুর ঘাম বিছানায় ও কাপড়ে লাগিলে হলুদ বর্ণের দাগ পরে, (অ্যামন-কার্ব্ব, গ্র্যাফা, ল্যাকে, ম্যাগ-কার্ব্ব)।

হ্রাস-বৃদ্ধি :-রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিবার পর, শরীরের কোন অংশ খুলিয়া দিলে, শীত ও গ্রীষ্মকালে নড়াচড়ায়, দাঁড়াইলে, আহারের পর, বাহ্যের সময়ে ও পরে রোগের বৃদ্ধি ; দেহ আবৃত করিলেও দেহ কুঞ্চিত করিয়া শুইলে উপশম।

তুলনীয় :—রিউম—অম্লগন্ধযুক্ত মলে—ম্যাগ কার্ব্ব, ক্যাল্কে, হিপার, সাল্‌ফ-অ্যাসিড তুল্য ; মাথায় ঘর্ম্মে ক্যালকে, সাইলি তুল্য ; দন্তোদ্গমে ক্লেশ—ক্রিয়ো, ক্যামো, ক্যাল্‌কে তুল্য ; অধৈর্য্যতায়—সিনা, ব্রাইও তুল্য ; শিশুর ক্রন্দন ও অধীরতায়—সোরাইনাম তুল্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৩০ শক্তি।

——

রিউমেক্স-অব্টিউসিফোলিয়াস্ (Rumex obtusifolius.)।

ব্যবহারস্থল :—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব তৎসহ মাথার যন্ত্রণা ; কিডনিতে বেদনা ; শ্বেত প্রদর প্রভৃতি রোগে কার্য্যকরী।

নিম্ন শক্তিই ব্যবহার্য্য।

রিউমেক্স-অ্যাসিটোসা (Rumex acetosa.)।

ব্যবহারস্থল :—শুষ্ক কাসি, উহা অবিরাম হইতে থাকে, পেটে ভয়ানক বেদনা ; আলজিহ্বার বৃদ্ধি ; অন্ননালীর প্রদাহ, এবং ক্যান্সার রোগে ব্যবহার্য্য ঔষধ।

নিম্নশক্তি ব্যবহার্য্য।

রিউমেক্স-ক্রিস্পাস (Rumex Crispus)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ইয়োলোডক। এই জাতীয় বৃক্ষ ইউরোপে জন্মে, আমেরিকায়ও পাওয়া যায়। তাজামূলের রস হইতে মাদার টিংচার তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—সর্দ্দি, কাসি, শ্বাসনলী প্রদাহ, স্বরবদ্ধ ; হাঁপানি ; যক্ষ্মারোগের কাসি ; গলনলীর পীড়া ; উদরাময় ; অজীর্ণ, নাক দিয়া রক্ত পড়া ; পাকযন্ত্রের শূল ; মুখের ক্ষত ; হৃদপিণ্ডের বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

কাসি—যদি শুষ্ক হয় তাহা হইলে রিউমেক্স একটী অমূল্য ঔষধ। গলার ভিতর অনবরত সুড়সুড় করিয়া শুষ্ক কাসি হইতে থাকে। শুষ্ক কাসি হইতে থাকে। শুষ্ক কাসির জন্য রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইয়া সে মনে করে এইবার বুঝি আমার শেষ অবস্থা উপস্থিত। তাহার এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যে যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রতি রাত্রে ১১ টার সময় ও শিশুদিগের রাত্রি ২-৩ টার সময় কাসির আবির্ভাব হয়। ক্ষয় কাসির রোগীর রাত্রিকালীন কাসি, সময় সময় ভীষণভাবে শ্বাসরোধক কাসির উদ্রেক হয়। ক্ষয়রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্রতায় ইহা ফলপ্রদ। ক্ষয়রোগীর ভোরের দিকে উদরাময় ও সন্ধ্যাবেলা শুষ্ক কাসি। গলনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। রোগী সর্ব্বদা গলা মুখ ঢাকিয়া রাখিতে চায় পাছে তাহার ঠাণ্ডা লাগিয়া পুনরায় কাসির বৃদ্ধি হয়, ফসফোরাস রোগীতে এই লক্ষণ আছে তবে রিউমেক্সে যত বেশী তত বেশী ইহাতে নাই। রিউমেক্স রোগীর কাসি গরম হইতে ঠাণ্ডা ঘরে গেলে বেশী হয়। এই কাসির সহিত গলার সুড়সুড় করা, ছিঁড়ে যাওয়ার ন্যায় ব্যথা কষ্টিকামের ন্যায় রিউমেক্সেও আছে ; আবার বামদিকের ফুসফুসের বিশেষতঃ স্তনের নিম্ন ভাগ খোঁচামোরা-ব্যথার সহিত কাসি থাকিলে রিউমেক্স উপযোগী। এই লক্ষণ সামান্য কাসি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া বা যক্ষ্মাকাসির সহিত থাকিলে ও রোগীর গলা সুড়সুড় করিয়া শুষ্ক কাসি হইতে থাকিলে রিউমেক্সই ঔষধ। রিউমেক্সের রোগী শীতল ও মুক্ত হাওয়া সহ্য

করিতে পারে না এমন কি সামান্য ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণ করিলেই কাসির বৃদ্ধি হয় সেই জন্য সে আগাগোড়া ঢাকিয়া ঘুমায়।

উদরাময়ে—রিউমেক্স, পডো, অ্যালোজ, নেট্রাম-সাল্ফ ও সালফার তুল্য ঔষধ। শয্যাত্যাগ করিয়া অতি ভোরেই সে মলত্যাগের জন্য পায়খানায় ছোটে (সাল্ফার, অ্যালো)। সাধারণতঃ সকাল ৪ টায় তাহার পায়খানার বেগ পূর্ণ-মাত্রায় আসে সেই জন্য সে অতিশীঘ্র পায়খানায় দৌড়াইয়া যায় (সাল্ফার), রিউমেক্সের মল প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত হয় কিন্তু বেদনা হীন। **পডোফাইলাম** রোগীর ন্যায় তাহার উদরাময় সকাল ৮টা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত থাকে কিন্তু বৈকালে বাহ্যের পরিবর্ত্তে শুষ্ক কাসির আবির্ভাব হয়। অবিরাম শুষ্ক কাসি, অথচ একটুও গয়ার হয় না, কাসিতে কাসিতে রোগীর অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া যায়, অতিরিক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। **সাধারণতঃ রিউমেক্স যক্ষ্মারোগীর প্রাতঃকালীন উদরাময় ও বৈকালিক শুষ্ক কাসির ক্ষেত্রে অমৃত তুল্য ঔষধ।**

চর্ম্মরোগেও রিউমেক্সের ব্যবহার আছে। শীতপিত্ত, চর্ম্মে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ নির্গত হয়। উদ্ভেদগুলি অত্যন্ত চুলকায়। চুলকানি গায়ের ঢাকা খুলিলেই বেশী হয়; নেট্রাম-সালফ ও ওলিয়াণ্ডারেও এই রূপ চুলকানি আছে তবে **নেট্রাম-সাল্ফে** কামলা বা ম্যালেরিয়ার সহিত এইরূপ চুলকানি থাকে। বিছানায় শুইলে পর বিছানার উত্তাপে চুলকানির বৃদ্ধি **মার্ক-সল** ও মার্ক-প্রোটো-আয়ড। আর বিছানায় শুইয়া গায়ের ঢাকাগুলি সরাইয়া দিলে বা জামা খুলিয়া রাখিলে চুলকানির বৃদ্ধি রিউমেক্সের লক্ষণ।

রিউমেক্স—শুষ্ক কাসিতে সিনা তুল্য; যক্ষ্মারোগীর হাঁপানি লক্ষণে—মিফাইটীস ও ষ্টিকটা তুল্য; প্রাতঃকালীন—উদরাময়ে সালফ, পডো, অ্যালোজ তুল্য; শুইবার সময় গলা সুড়সুড় করিয়া কাসিতে—হায়োস, কোনায়াম তুল্য; চর্ম্মরোগে—হিপার ও নেট্রাম সাল্ফ তুল্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

রুটা (Ruta Graveolens)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম রুটা লেটিফোলিয়া। এই জাতীয় গাছ তিক্ত। রুটা সর্ব্বপ্রথম হানেমান প্রুভিং করেন। পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে সমস্ত গাছড়া হইতে মূল অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—হাড়ের ভিতর আঘাত লাগা, কালশিরা পড়া; জানুসন্ধি বা কোন সন্ধি-প্রদাহ, উপাস্থি মধ্যে আঘাত পাইয়াছে এইরূপ বেদনা; হাড়ভাঙ্গা; অস্থিচ্যুতি, চক্ষুর নানাবিধ পীড়া, অস্থি-বেষ্ট প্রদাহ। মুখের পেশীর পক্ষাঘাত; পক্ষাঘাত; শিরাস্ফীতি; কোষ্ঠকাঠিন্য; মলান্ত্রের নির্গমন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। রুটা অস্থিবেষ্টনী ও অস্থিতে আঘাত বা থ্যাৎলাইয়া যাওয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। মানুষের হাত, পা, পাঁজর প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষাকৃত মাংস কম সুতরাং ঐ সমস্ত স্থানে আঘাত লাগিলে বা আঘাত লাগিয়া আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠিলে রুটা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। বাতাদির জন্য অস্থির বিবর্দ্ধন, আঘাত ও পতনাদির জন্য অস্থি ও অস্থিবেষ্টনীর ব্যথা; প্রদাহ, অস্থিভগ্ন হইয়া যাওয়া; গুল্ফ বা গোঁড়ালিতে ব্যথা; সন্ধিমধ্যে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ জমা; বিসর্প প্রভৃতি পীড়ায় রুটা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। বক্ষোপরি আঘাত বা পড়িয়া গিয়া রোগ, বুকে চোট লাগিবার পর যদি ক্ষয়কাসির মত হয় তাহা হইলে ইহা ফলপ্রদ। হাড় মচকে যাওয়া, সর্ব্বাঙ্গে

থ্যাৎলাইয়া যাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। সায়েটিকা, বা ঝিনঝিনে বাতে এবং বাতেও অনেক সময় রুটা দ্বারা ফল পাওয়া যায়। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ হাতে পায়ে ও সন্ধি মধ্যে আঘাত বা পতনাদির জন্য বেদনা হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—রোগী তাহার শরীরের যেদিকই চাপিয়া শয়ন করুকনা কেন সেই দিকই আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে সে অনুভব করে, আর্ণিকা রোগীর পতনাদির জন্য আঘাত পাইয়া শরীরে থ্যাৎলান ব্যথা অনুভব করে, সে বিছানায় শুইতে পারে না; বিছানা যতই নরম হউক না কেন উহা শক্ত অনুভব হইবে এবং সে অনবরত এপাশ ওপাশ করিবে কিন্তু তাহাতেও ব্যথার উপশম হইবে না (থাইবো, ব্যাপ্‌টি), রাসটক্স রোগী যত এপাশ ওপাশ করিবে ততই সে আরাম পাইবে। রোগীর মণিবন্ধ ও গুল্‌ফ মচ্‌কাইয়া যাওয়ার পরে সে যদি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং ঠাণ্ডা জলীয় হাওয়ায় যদি রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি হয় তবে রুটা ব্যবহার্য্য। **ষ্ট্রেন্‌শিয়ানা**।—বহুকাল পূর্ব্বে যদি গুল্‌ফ মচ্‌কাইয়া গিয়া অবশ হইয়া পড়ে তবে ফলপ্রদ। রিউম—মচ্‌কাইয়া যাওয়ার জন্য মণিবন্ধের অবসন্নতায় কার্য্যকরী।

রুটা—কৃষক, ছুতার মিস্ত্রী, মিকানিক বা কলকব্জার মিস্ত্রী, যাহারা হাতুড়ী ও লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্রাদি দ্বারা কার্য্য করে, যাহারা লৌহদণ্ডাদি নিক্ষেপ করা কার্য্য করে তাহাদের কোন স্থানের তন্তু ফুলিয়া একটী থলির ন্যায় হইলে রুটা ফলপ্রদ। সাধারণতঃ কব্জির হাড় সন্ধিচ্যুত হইলে এবং তথাকার তন্তু ফুলিয়া থলির ন্যায় হইলে রুটা ব্যবহার্য্য। ফস্‌ফোরাস রোগীর ন্যায় রুটার রোগীর জল পিপাসা অত্যধিক, এবং বরফ জল পান করিবার তীব্র আকাঙ্খা।

চক্ষুরোগে রুটা একটী অমূল্য ঔষধ, কিন্তু এই ঔষধটী সকল চিকিৎসক দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। চক্ষুরোগে রুটা—অ্যাকো, ইউফ্রে, বেলাডো ও আর্জেণ্টাম-নাইট্রি তুল্য ঔষধ। চোখের ভিতর একটী আগুনের গোলা আছে এইরূপ অনুভব। ইউফ্রে, অ্যাকো, বেলাডোনা সাধারণ চোখের প্রদাহ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আর যদি পুরাতন চোখের প্রদাহ হয় তবে কোন অ্যান্টিসোরিক ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। ছোট লেখা পড়া বা সূক্ষ্ম সেলাই করার জন্য চক্ষু লাল, উত্তপ্ত এবং যন্ত্রণাযুক্ত; পড়িতে গেলে চোখ ব্যথা করে, চোখে অস্বস্তি বোধ হয়। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া যদি চোখের প্রদাহ হয় এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে তবে অ্যাকোনাইট। রুটা রোগীর চক্ষু জ্বালা করে, ব্যথা করে, অনুভূত হয় যেন চক্ষু কতরূপেই না চালনা করা হইতেছে, অস্পষ্ট দৃষ্টি, সন্ধ্যাবেলা রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহার্য্য। যাহারা অল্প আলোকের ভিতর পুস্তকের কপিগুলি পাঠ করে তাহাদের মাথার যন্ত্রণায় রুটা ব্যবহার্য্য। যাহারা এইরূপ ভাবে চক্ষুর ব্যবহার করেন তাহারা যদি ঠাণ্ডা হাওয়ার ভিতর ঘোড়ায় চড়েন তবে তাহাদের চক্ষুর পক্ষাঘাত হইতে পারে। চক্ষুর দুর্ব্বলতা, চক্ষুর প্রত্যেকটি তন্তু চক্ষু ব্যবহারের পর উত্তেজিত হয়; চক্ষুর ভিতরে ও বাহিরে ব্যথা, রাত্রিকালে রোগী মনে করে তাহার চোখের ভিতর একটি লোহার বল বসিয়াছে। রুটা রোগীর দৃষ্টির অস্পষ্টতা অত্যধিক; সকল দ্রব্যই সে যেন ছায়ার ভিতর দিয়া দেখে এবং দূরের দ্রব্য সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না, অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবে দেখে। যাহারা ঘড়ি মেরামতের কার্য্য করে; মুদ্রাকরের কার্য্য করে অর্থাৎ কম্পোজিটার, যাহারা সূচীকার্য্য করিয়া দৃষ্টিশক্তির অতি চালনা করে তাহাদের চক্ষুর নানাবিধ রোগে রুটা অমূল্য ঔষধ।

কোষ্ঠকাঠিন্যে রোগীর মলান্ত্রের চ্যুতি এই ঔষধে দেখা যায়। কোনরূপ আঘাত পাইয়া বা পড়িয়া গিয়া অথবা সন্তান প্রসবাদির পর যাহাদের মলান্ত্রের স্থানচ্যুতি ঘটে, ঐ সকল কারণের জন্য

যাহাদের মলান্ত্রের সঙ্কোচন শক্তির বিলোপ ঘটে তাহাদের পক্ষে রুটা কার্য্যকরী ঔষধ। বসিবার সময় তাহার মলদ্বারে ব্যথানুভব, মনে হয় যেন তাহার মলদ্বারে ক্ষত হইয়াছে। রোগী সামান্য হেঁট হইলে পরও তাহার মলদ্বার ভ্রংশ হয়।

প্রস্রাব যেন সর্ব্বদাই মূত্রাশয়ে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এরূপ বোধ, প্রস্রাবের পর চলিবার সময় মনে হয় যেন প্রস্রাব পরিপূর্ণ রহিয়াছে ও উহা নড়িয়া বেড়াইতেছে। অনবরত প্রস্রাবের বেগ হইবার জন্য সে প্রস্রাব-বেগ ধারণ করিতে পারে না। যদি কখনও বা ঐরূপ জোর করিয়া প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে আর প্রস্রাব হইবেই না, যদিবা প্রস্রাব হয় তবে ভয়ানক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। দিনে ও রাত্রিতে বেড়াইবার সময় অসাড়ে মূত্র নিঃসরণ।

তুলনীয় :—কটা—অস্থি পীড়ায়—অ্যাঙ্গাষ্টিউরা তুল্য, অস্থিরতায়—রাস, অ্যাকো তুল্য; চক্ষুর অতিরিক্ত ক্রিয়াধিক্য বশতঃ—নেট্রাম, চায়না, অনসমোডিয়াম, ফস, সেনেগা, প্যারিস, লিথিয়া-কার্ব্ব তুল্য; মলান্ত্র নির্গমনে—অ্যাসিড-মি, পডো, অ্যাসি-নাই তুল্য; সর্ব্বাঙ্গে টাটান ব্যথায়—ব্যাপটি, পাইরো, আর্ণিকা তুল্য, কোষ্ঠকাঠিন্যে—অ্যাসিড, ওপি, সাইলি, প্লাম্বাম তুল্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ১x, ৩x, ৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

রুবিয়া টিংক্‌টোরিয়া (Rubia Tinctoria.)।

ব্যবহারস্থল :—রক্তশূন্যতা; খাদ্যাদির অভাবের জন্য দুর্ব্বলতা, প্লীহা, হরিৎ পীড়া, অবরুদ্ধ রজঃ, যক্ষ্মা। প্লীহা রোগাধিক্যে রক্তশূন্য হইয়া রোগী জীর্ণশীর্ণ হইলে এই ঔষধের ১০ ফোঁটা মাদার টিংচার সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়। প্লীহারোগে সময়ে সময়ে রুবিয়া সিয়ানোথাসের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রিসরসিন (Resorcin)।

ব্যবহারস্থল :—গ্রীষ্মকালীন পীড়ার সহিত অত্যন্ত বমনে ইহা ফলপ্রদ। ইহা দ্বারা শরীরমধ্যস্থ যান্ত্রিক পচন ও ক্ষয় নিবারিত হয়।

-সলিউসন (Rademacher's Solution.)।

ব্যবহারস্থল :—যাহাদিগকে রাত্রিকালে স্বল্প নিদ্রায় বা বিনিদ্র অবস্থায় কাজকর্ম্ম করিবার বাধ্য হইতে হয় তাহাদিগের জন্য এই ঔষধের ৫ ফোঁটা মাত্রা রোজ ৩ বার সেবন করিবার ব্যবস্থা করা ভাল।

রেডিয়াম-ব্রোমাইড (Radium Bromide)।

ব্যবহারস্থল :—আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিদানের ভিতর এই ঔষধের স্থান পাওয়ায় বিশ্বের এক মহা কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ক্যানসার ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক ও প্রায়ই দুরারোগ্য ব্যাধি। রেডিয়াম, হাইড্রা, কার্সিনোসিন, স্কিরিনাম, ল্যাকেসিস প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ

দ্বারা রোগীর সাংঘাতিক যন্ত্রণার লাঘব করা যায়। রেডিয়াম বাত ও গ্রন্থিবাত, নানাবিধ চর্ম্মরোগ যথা গোলাপী বর্ণের বয়োব্রণ, জটুল, তিল বা আঁচিল, সর্ব্বাঙ্গিক ভয়ানক যন্ত্রণা, নড়িলে চড়িলে উপশম, অত্যন্ত অস্থিরতা, অত্যধিক দুর্ব্বলতা, ক্ষত এবং ক্যানসার রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। রক্তের চাপের অল্পতা (Lowerd blood pressure); সমগ্র শরীরে একটা তীব্র বেদনা সেই সঙ্গে অস্থিরতা বিদ্যমান থাকে, অস্থিরতা ও বেদনা, রোদে বেড়াইলে উপশমপ্রাপ্ত হয় (রাস-টক্স)। রক্তের পলিমরফো নিউক্লিযার বৃদ্ধি প্রাপ্তের জন্য রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্ষত হইতে জল গড়ান বা পুঁজস্রাব হইতে থাকে।

রেডিয়াম ব্রোমাইড রোগীর সমস্ত প্রত্যঙ্গে ও সন্ধিতে বিশেষতঃ জানুসন্ধিও পায়ের গোড়ালিতে অত্যধিক বেদনা; তাহার স্কন্ধে; বাহুতে, হাতে ও হাতের আঙ্গুলে অতিশয় বেদনা। পায়ে, বাহুতে ও ঘাড়ে কাঠিন্য বোধ, মনে হয় যেন নড়াচড়ায় ভাঙ্গিয়া যাইবে। সন্ধি-প্রদাহে অনবরত বেদনা, রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি। তাহার শরীরে ছোট ছোট ব্রণের ন্যায় উদ্ভেদ বাহির হয় তাহাতে অত্যধিক চুলকায় ও জ্বালা করে। অস্থির ক্ষত। ক্যানসার হইয়া আক্রান্ত স্থানে আগুনের ন্যায় জ্বালা থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—১২x, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ।

রোজা-ডেমাসিনা (Rosa Damascena)।

ব্যবহারস্থল :—শস্য-রেণুজ-সর্দ্দিজ্বর (Hay fever), তৎসহ কর্ণনালী, যাহারা কাণে কম শুনে তাহাদের পক্ষে ও কাণের ভিতর টুনটুন শব্দ হওয়া ও কর্ণনলীর সর্দ্দিতে ইহা ফলপ্রদ।

শক্তি ঃ—নিম্ন শক্তিই ফলপ্রদ।

রোডিয়াম (Rhodium.)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটির ২০০ শক্তি দ্বারা ম্যাকফারলেন প্রুভিং করিয়াছেন।

রোগী অত্যন্ত স্নায়বিক, সহজেই চক্ষু হইতে জল পড়ে। সম্মুখ মস্তকের পীড়া, মনে হয় যেন মস্তিষ্কের ভিতর ধাক্কা দিতেছে; তাহার মস্তকের স্নায়ু-শূল—বেদনা চক্ষুর উপর দিয়া কাণে ও নাকের দুইদিকে ও দাঁতে চালিত হয়। তাহার ঠোঁট অত্যন্ত শুষ্ক বোধ। বিবমিষা, মিষ্ট দ্রব্য ভোজনে গা বমি-বমির বৃদ্ধি। তাহার বাহু, হাতের তলা ও মুখমণ্ডল অত্যন্ত চুলকায়। উদরাময়ে পেটের ভিতর কামড়ানি বেদনা, বাহ্যে হইয়া যাইবার পর অত্যন্ত কোঁথ দেয়। কাসি, শ্লেষ্মা যেন চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় বাহির হয় রোগী কাসির পরে অত্যন্ত হাঁসপাস করে। গয়ার গাঢ় হলুদ বর্ণের ন্যায়। রোগী

———

রোবিনিয়া (Robinia.) ।

পরিচয় :—আমেরিকাজাত বৃক্ষ বিশেষের তাজা মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—অম্লরোগ ; অজীর্ণ ; পাকাশয়ের পীড়া ; মুখ দিয়া জল উঠা ; মাথার যন্ত্রণা, স্নায়ুশূল ও সবিরাম জাতীয় জ্বর রোগে ব্যবহার্য্য।

অজীর্ণ : শিশুর অম্লরোগ ; মল, ঘাম প্রভৃতি সকল স্রাবই অম্লধর্ম্মী ও অম্লগন্ধী। অম্লরোগে রোবিনিয়া অতি চমৎকার ঔষধ। অম্লরোগের বৃদ্ধি রাত্রেই বেশী দেখা যায়, পাকস্থলীর অম্লজনন-প্রবণতা খুব বেশী, রোগী যাহা বমি করে তাহা অত্যন্ত টক, এমন কি দাঁতে লাগিলে দাঁত পর্য্যন্ত টকিয়া যায় (অ্যাসিড-সাল্‌ফ)। রোগী ঢেঁকুর তুলিলে গলা ও মুখ টক হইয়া যায়। **মার্সী** বলেন অম্লত্ব, বুক জ্বালা প্রফুল্লতার অভাব, চোঁয়া ঢেঁকুরযুক্ত অগ্নিমান্দ্যে ইহার ৩x ক্রম ফলপ্রদ। রোগীর পাকযন্ত্রে দিবারাত্র বেদনা, ভার বোধ। রোবিনিয়া রোগীর পাকস্থলীর মধ্যে যাহাই প্রবেশ করে তাহাই অম্লে পরিণত হয়। রাত্রে শয়ন করিবার পর তাহার বুক জ্বালা করে এবং অন্যান্য অম্লরোগ লক্ষণ আসিয়া রোগীকে বিনিদ্র রজনী ভোগ করায়।

শিশুদিগের মল হইতে অম্লগন্ধ বাহির হয়, তাহার শরীর হইতে অত্যন্ত টক গন্ধ বাহির হয় এবং সে যে বমি করে তাহাও অম্লাক্ত।

স্নায়ুশূলেও রোবিনিয়ার প্রয়োগ আছে, মুখের স্নায়ুশূল, এই স্নায়ুশূলের বেদনা, চক্ষু, কপাল, কাণ ও দাঁত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। তাহার বাম দিকের রগে প্রচণ্ড স্নায়ুশূলের বেদনা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এত হয় যে রোগী ঘুমাইতে পারে না।

শক্তি :—৩x, ৬x। এই ঔষধ দীর্ঘ দিন প্রয়োগ করিতে হয়।

র‍্যানান্‌কিউলাস-অ্যাক্‌রিস (Ranunculus Acris.) ।

ব্যবহারস্থল :—লাম্বার বা কটিপ্রদেশের মাংসপেশীর ও কটিদেশীয় সন্ধির বেদনা, নড়িলে চড়িলে ও শরীর বাঁকাইলে বেদনার বৃদ্ধি।

র‍্যানান্‌কিউলাস-ফ্লেমুলা (Ranunculus Flammula.) ।

ব্যবহারস্থল :—ক্ষত, বাহুর পচনশীল ক্ষতে উপযোগী।

র‍্যানান্‌কিউলাস-গ্লেসিয়ালিস (Ranunculus Glacialis.) ।

ব্যবহারস্থল :—রোগীর মাথা অত্যধিক ভারী বোধ তৎসহ শিরোঘূর্ণন ; রোগী মনে করে এই বুঝি তাহার সংন্যাস রোগের আবির্ভাব হইল। ফুস্‌ফুসের যে কোনও প্রকার রোগ, ব্রঙ্ক-নিউমোনিয়া সহ ইনফ্লুয়েঞ্জা, নৈশঘর্ম্মের (উরুদেশেই বেশী) জন্যও ইহা উপযোগী।

র‍্যানানকিউলাস-রিপেন্স (Ranunculus Repens.) ।

ব্যবহারস্থল :—যেন রোগীর মাথার সম্মুখ দিকে ও সমস্ত মাথায় কিছু চলিয়া বেড়াইতেছে ; এই অবস্থাটা সন্ধ্যাবেলায় বিছানায় শায়িত অবস্থাতেই বেশী হয়।

র‍্যানানকিউলাস-বাল্‌বোসাস (Ranunculus Bulbosus.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম র‍্যানানকিউলাস-টিউবারোসাস।

সাধারণ নাম :—বাটারকাপ্‌ ; ক্রফ্‌ট। জুন মাসে ফুল ও কলি বাহির হইবার সময় তাজা গাছটি হইতে রস নিষ্কাষণ করিয়া যথারীতি সুরাসার যোগে ঔষধের মাদার-টিংচার তৈরী করিবে।

ব্যবহারস্থল :—প্লুরিসি ; শ্বাসকষ্ট ; স্তনের নীচে বেদনা ; বক্ষদেশে বেদনা ; ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ হইবার পরবর্ত্তী উপসর্গচয় ; শোথ ; উদরাময় ; একজিমা ; পায়ে বেদনা ; পাকাশয়ের শূল, হিক্কা, কোরও ; যকৃতের পীড়া ও বেদনা ; কামলা ; ডিম্বাধারের স্নায়ুশূল ; পোড়ানাবাঙ্গা, সন্ধিবাত ; পার্শ্বশূল ; মেরুদণ্ডের উত্তেজনা ; কেরাণী বা যাঁহারা অতিরিক্ত লেখনী চালনা করেন তাঁহাদের হস্তকম্পনের জন্য উপযোগী ঔষধ।

অত্যন্ত গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া (ব্রাইয়ো) অথবা অত্যন্ত ঠাণ্ডার পর হঠাৎ গরম লাগিয়া (অ্যাকো, আর্স) বা ঋতুর পরিবর্ত্তনে যদি **ফুসফুস-আবরণ-প্রদাহ** বা নিউমোনিয়া ও প্লুরিসি হইয়া বুকে তীক্ষ্ণ সূঁচবিদ্ধবৎ বেদনা হয়, অথবা পাকিয়া থাকিয়া স্নায়ুশূল ও বাতের বেদনা হয় তবে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। কখনও স্তনের নীচে টাটানিবৎ বেদনা হয়, বেদনায় রোগী মনে করে যেন কেহ ঐ স্থান পিষিয়া ফেলিতেছে ; এই ব্যথা যদি ঋতু পরিবর্ত্তনের পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তবে র‍্যানানকিউলাস-বাল্‌বো কার্য্যকরী ঔষধ।

বক্ষঃপাঁজরের স্নায়ুশূলে রোগী মনে করে তাহার বুকের ভিতর ক্ষত হইয়াছে এবং তথায় থ্যাৎলানবৎ বেদনা হইতেছে। বেদনা ঋতু পরিবর্ত্তনে, বর্ষাকালে (রাস্‌), কেহ ঐ স্থান স্পর্শ করিলে, এক পাশ হইতে অন্য পাশে ফিরিলে এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি (ব্রাইয়ো)। নিউমোনিয়া আরোগ্য হইবার পর বক্ষঃদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বেদনা, যেন সেই সেই স্থানের চামড়ার ভিতর ঘা হইয়াছে এরূপ বোধ। প্লুরিসির পর রোগী মনে করে তাহার বক্ষের নিম্নাংশ যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বুকের নীচের দিকটা এবং পেটের উপরের দিক স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ। কেহ স্পর্শ করিলে এবং নড়াচড়ায় বেদনা বৃদ্ধি হয়, ঘরের বাহিরে গেলে পর সে মনে করে যেন তাহার বুকের স্থানে স্থানে ভিজা কাপড় দ্বারা ঢাকা রহিয়াছে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে আর ঐ ভাব থাকে না।

র‍্যানানকিউলাস বাল্‌বোসাস্‌ **চক্ষুর নানাবিধ পীড়ায়** উপযোগী, দিবান্ধতা অর্থাৎ দিনের বেলা কম দেখে, রাত্র্যান্ধতা বা রাতকানা, তিমির দৃষ্টি এবং চোখের ভিতর যেন কেহ পিষিয়া দিতেছে অথবা কর্‌কর্‌ করিতেছে এইরূপ অনুভব। চোখে ধোঁয়া লাগিলে যেরূপ বোধ হয় সেইরূপ কখন কখন হইয়া থাকে। যে সকল রমণী টাইপ করে, মেসিনে সেলাই করে, সূঁচী কার্য্য করে ও পিয়ানো বাজায় তাহাদের পিঠের পার্শ্বের পেশীর বেদনা এবং পিঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের জ্বালায় র‍্যানানকুলাস ব্যবহার্য্য। গর্ভবতী রমণীদের অর্দ্ধ দৃষ্টি (hemiopœa) রোগে এই ঔষধ কার্য্যকরী।

যাহারা **দীর্ঘ দিন মদ্যপান** করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। দীর্ঘকাল মদ্যপায়ীদিগের আক্ষেপিক হিক্কা, অপস্মারিক আক্ষেপ ও ঘন ঘন ঢেঁকুর তোলার ক্ষেত্রে র‍্যানানকিউলাস-বাল্‌বো উপযোগী।

শরীরের কোন স্থানে কড়া পড়িয়া তথায় অত্যন্ত বেদনা হইলে ও তাহার ভিতর জ্বালা ও উত্তেজনা থাকিলে র‍্যানানকিউলাস উপযুক্ত ঔষধ। পোড়ানারাঙ্গা, হাতের তালুতে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ, শীত-স্ফোটক বা পাকুই প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহার ব্যবহার আছে। র‍্যানানকিয়োবাল্‌বোর জ্বর বৈকলে ও সন্ধ্যার পরই আরম্ভ হয়।

মুক্ত হাওয়ায়, স্পর্শ করিলে, নড়াচড়ায়, ঋতু পরিবর্ত্তনে, বর্ষা-ঋতুতে, বৈকালে, শ্বাস গ্রহণে, ঝড়বৃষ্টির দিনে ও আহারের পর রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি, কিন্তু কাহারও মদ্যপান দোষ বা অভ্যাস নিবারণ করিতে ইহার মূল অরিষ্টের ১০ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা ব্যবহার্য্য।

র‍্যানান্‌কিউলাস-সিলিরেটাস (Ranunculus Sceleratus.)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চর্ম্মরোগ যথা শরীরে জলবৎ পীতবর্ণ কষায় রসপূর্ণ ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ বাহির হয়; এই সকল ফোস্কা ফাটিয়া যে ক্ষত হয় তাহা হইতে একপ্রকার কষায় রস নিঃসৃত হইতে থাকে, ঐ রস যেখানে লাগে হাজিয়া যায় ও ক্ষত উৎপন্ন হয়; মুখেরক্ষত; সময় সময় ডিপথিরিয়া রোগে, জিহ্বার স্থানে স্থানে ঘা এবং অপর অংশে লেপ কোন কোন সময় মানচিত্রের ন্যায় দেখা যায় (নেট্রাম, রাস, ল্যাকে, ট্যাবাক্কের ন্যায়); কিন্তু র‍্যানান-সিলিরেটাস রোগীর জিহ্বায় যেরূপ ক্ষত ও জ্বালা থাকে অপর কোন ঔষধে সেইরূপ নাই। হাঁচিযুক্ত সর্দ্দি; সন্ধির বেদনা; বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত বেদনা এবং বক্ষঃস্থলের অবসন্নতা বোধ, রোগীর বুক সাঁটিয়া থাকে সেই জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট। হস্তপদের অঙ্গুলির সন্ধিবাত, হাতের অঙ্গুলিতে কট্‌কট্ ঝন্‌ঝন্ করা ও সূচফোঁটান বেদনা, ডানদিকের বুড়া আঙ্গুলের মধ্যে মনে হয় যেন কেহ জোরে একটা শলা ঢুকাইয়া দিয়াছে; উদরাময়ে বারংবার তরল বাহ্যে করে; মল দুর্গন্ধযুক্ত। যখন তখন উদরাময় প্রকাশিত হইবে বোধ। অর্ব্বুদ; গুহ্যদ্বারে চুলকানি; বুকে বেদনা, অর্শ, যকৃতের বেদনা, স্নায়ুশূল, নাসিকার ক্ষত, পাকাশয়ের প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x শক্তি।

র‍্যাটানহিয়া (Ratanhia.)।

ব্যবহারস্থল :—সরলান্ত্রের উপরেই ইহার ক্রিয়া বেশী পরিলক্ষিত হয়; কোষ্ঠবদ্ধে অতিশয় কুন্থনের পর কঠিন মল বাহির হয়। অত্যন্ত কুন্থনের পর মল বাহির হইবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালা, মলত্যাগের পর মলদ্বারে ও সরলান্ত্রে যেন কাঁচের কুঁচি ফুটিয়া আছে এরূপ বোধ, মলদ্বারে জ্বালা ও বেদনা এত বেশী যে মলত্যাগের পর রোগী প্রায় দুই ঘণ্টা অস্থিরভাবে চলিয়া বেড়ায়। কখন

কখনও মনে হয় যেন কেহ তীক্ষ্ণ ধার ছুরিদ্বারা মলদ্বারে আঘাত করিতেছে এরূপ বেদনা। মলদ্বারের বিদারণ-রোগে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। ডাঃ **ফ্যারিংটন** বলেন যে মলদ্বার বিদারণে রোগী অনেকক্ষণ চেষ্টার পর যদি মলত্যাগ করিতে সমর্থ হয় এবং বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারে বেদনা ও জ্বালা থাকে তবে র‍্যাটানহিয়া ফলপ্রদ। গর্ভাবস্থার প্রথম অবস্থায় **গর্ভিনীদের ভয়ঙ্কর দন্ত বেদনায়** ইহা কার্য্যকরী ঔষধ, দন্ত বেদনায় দাঁতগুলি বড় হইয়া গিয়াছে বোধ, শয়ন করিলে দাঁতের বেদনা বেশী হয় সেই জন্য সে বাধ্য হইয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেড়ায়। ডাঃ **লিপি** এরূপ বেদনায় **ম্যাগফস** দ্বারা উপকার না পাইলে র‍্যাটানহিয়া প্রয়োগে রোগী আরোগ্য করিতেন। হিক্কাতেও কখন কখন ইহা প্রয়োগ করা চলে।

চক্ষুর নানাবিধ পীড়ায় যথা—টেরিজিয়াম অর্থাৎ চক্ষুর শ্বেতাংশের প্রদাহ হইয়া যেন একটা ঝিল্লী চক্ষুর কেন্দ্র পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে জ্বালা করে, কর্কর করে, অতিরিক্ত চোখের পাতার স্পন্দনের জন্য চোখের দৃষ্টির ব্যাঘাত। স্তন্যদায়িনী মাতাদিগের বিদারিত স্তনবৃন্তের ক্ষেত্রেও ইহা ফলপ্রদ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট হইতে ৩, ৬, ৩০ শক্তি।

র‍্যাফেনাস-স্যাটাইভাস (Raphanus Sativus.)।

ব্যবহারস্থল :—অন্ধত্ব রোগে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। রোগীর চক্ষু দুইটীর ভিতর রক্ত পূর্ণ হইয়া দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, বমন হইবার পর মুহূর্ত্তেই তাহার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি লোপ হয়। বিরক্তিজনক চোখের পাতার স্পন্দন হইবার জন্য দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত। র‍্যাফেনাস রোগিণীর কামোন্মত্ততা—প্রথম তাহার পুরুষ এমন কি বালক প্রীতি অত্যধিক হয়, মেয়েদের সে ঘৃণার চোখে দেখে, সেই পুরুষ-প্রীতি শেষে কামোন্মাদে পরিণত হয়। পেটে বায়ু জমিয়া পেট শক্ত ও বায়ুদ্বারা পূর্ণ আছে মনে হয়; উপরের দিকে বা নীচের দিকে কোন দিকেই বায়ু নিঃসরিত হয় না, পেট টিপিলে অত্যন্ত শক্ত বোধ, পাকস্থলীর উপর কোনরূপ চাপ সহ্য হয় না, রোগী মনে করে পেটে অত্যধিক বায়ু জমিবার ফলে তাহার শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে, তাহার পেটের ভিতর একটা গোলাকার পদার্থ রহিয়াছে বোধ। যকৃত মধ্যে ফোড়াদি হইলে যেরূপ বেদনা সেইরূপ বেদনা, কোন দ্রব্য খাইবার সময় তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে বেদনা ও পিঠে বেদনা অনুভব। দন্তশূলের বেদনায় দাঁতের ভিতর ধক্ ধক্ করিতে থাকে, দাঁতের মাড়ীতে ঝন্ ঝন্ করে, দাঁতগুলি পোষ্টকার্ড বা শক্ত মলাট দ্বারা তৈরী বোধ, জিহ্বাগ্রে যখন তখন জ্বালা বোধ। রোগিণীর মনে হয় যেন তাহার জরায়ু হইতে একটা গোলাকার পদার্থ উঠিয়া গলার কাছে গিয়া গলা বন্ধ করিয়া দিল। প্রাতঃকাল হইতে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত অত্যধিক কামোন্মত্ততা। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে মূলার গন্ধ বাহির হয় এমন কি তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতেও মূলার গন্ধ বাহির হইতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় রোগিণী তাহার স্তনের নীচে ও পৃষ্ঠে ভয়ানক বেদনা অনুভব করে। তাহার ঘাড়ের নিকটের হাড়গুলি মট্‌মট্ করে। মূর্চ্ছা বায়ু রোগ ও ইহার দ্বারা আরোগ্য হয়।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

লরোসিরেসস্ (Laurocerasus.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম চেরী লোরেল। এই জাতীয় বৃক্ষ চির হরিৎবর্ণের, দেখিতে অতি সুন্দর। এই জাতীয় বৃক্ষ রাশিয়ার ককেসাস পর্ব্বতে, উত্তর-পশ্চিম এসিয়া মাইনর এবং পারস্যে জন্মে। ইউরোপের বাগান সাজাইবার জন্য এই সকল দেশ হইতে তাহারা নিয়া থাকেন। তাজা পাতা হইতে অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মৃগী, সংন্যাস, ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপিক রোগ, শ্বাসরোগ ও কাসি, হুপিংকাসি প্রভৃতি রোগে এবং হৃদযন্ত্রের পীড়ায় ইহা একটী উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতিরেকে যে কোন রোগে জীবনীশক্তির নিস্তেজতা প্রকাশ পায় এবং সুনির্ব্বাচিত ঔষধাদি হৃদ্‌রোগে প্রয়োগ করিয়াও উপকার পাওয়া যায় না সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় লরোসিরেসাস্ একটী উত্তম ঔষধ। উঠিয়া বসিলে হৃদ্‌স্পন্দন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শুইয়া থাকিলে উপশম বোধ। রোগী সামান্য কারণে হাঁপাইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ নিজের বুকের উপর হাত দেয়, সামান্য চলাফেরায়, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে এরূপ শ্বাসবন্ধ হইবার উপক্রম হয়—যেন তাহার হাঁপানির টান উঠিয়াছে। হৃদ্‌রোগ সহ শুষ্ক কাসি, কাসির জন্য রোগী ঘুমাইতে পারে না এমন কি শুইতে পর্য্যন্ত পারে না; শুইলেই কাসির বৃদ্ধি। হুপিং কাসির ক্ষেত্রেও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ; শুষ্ক সাঁই সাঁই শব্দ করিয়া কাসি হয় কিন্তু গয়ার মোটেই উঠে না, এত শুষ্ক কাসি হইতে থাকে যেন ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইতেছে। হুপিং কাসির শেষ অবস্থার কাসি, হুপিং কাসির শেষ অবস্থায় যখন রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ ও উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে তখন ইহা ফলপ্রদ। নবজাত শিশুদিগের নীলিমা রোগে, শিশুকলেরা, তাণ্ডব, খিলধরা, বাধক, যকৃতের পীড়া, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

শক্তি :- মূল অরিষ্ট, ৩, ৬, ৩০ বা তদূর্দ্ধ।

লাইকোপার্সিকাম (Lycopersicum Esculentum.) ।

পরিচয় :—বিলাতী বেগুন (tomato টোমাটো)এর পুষ্পিত তাজা গাছ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—বাত, সন্ধিবাত, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়াধিক্য, সর্দ্দি প্রভৃতি ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল ; কিন্তু বহুমূত্র, উদরাময়, মাথার যন্ত্রণা, প্রদর, স্থূলতা, গলক্ষত প্রভৃতি রোগেও ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

লাইকোপাস-ভার্জিনিকাস (Lycopus Virginicus) ।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ ডিজিটেলিস, অ্যাড্রিনেলিন, ক্যাক্টাস, নেট্রাম প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় ক্রিয়াশীল। ডিজিটেলিস যেমন হৃৎপিণ্ডের পীড়ার একটী উন্নতশীল ঔষধ ইহাও সেইরূপ কার্য্যকরী। ডিজিটেলিস হৃদ্‌যন্ত্ররোগে দীর্ঘ দিন প্রয়োগ করা বিপজ্জনক, লাইকোপাস-

তাব্জি দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা চলে, রোগীর বিশেষ কোন হানি হয না। হৃদ্পিণ্ডের পীড়াসহ শ্বাসাল্পতা; রোগী কোন কাজকর্ম্ম করিতে পারে না। ডাঃ ক্লার্ক বলেন ইহার যন্ত্রণাদি একস্থান হইতে অপর স্থানে চলিযা বেড়ায় যথা মলান্ত্র হইতে হৃদ্পিণ্ডে, হৃদ্পিণ্ড হইতে চক্ষুতে, মস্তক হইতে হৃদ্পিণ্ডে, হৃদ্পিণ্ড হইতে বাম মনিবন্ধে, জঙ্ঘা ডিমস্থ পেশীতে এবং ঐ স্থান হইতে পুনঃ মনিবন্ধে ও হৃদ্‌যন্ত্রে যন্ত্রণা ধাবিত হয, তিনি আবও বলেন ইহার লক্ষণাদি কখনও একাকী আসে না একটা না একটা উপসর্গ ইহার সহিত বিদ্যমান থাকিবেই। ক্ষয কাসির রোগীব হৃদ্‌যন্ত্রের দ্রুতস্পন্দন ও ফুস্‌ফুস হইতে রক্ত পড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহা কার্য্যকরী।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x ও ৩০, ২০০।

লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium.)।

পরিচয় :—ইহাব অপব নাম ক্লাব-মস বা লাইকো ক্ল্যাভেটাম। ইহা পার্ব্বতীয় একপ্রকার শেওলা জাতীয গুল্ম। লাইকোপোডিযাম মস দার্জ্জিলিং পাহাড়েও পাওযা যায। লাইকো-পোডিযাম লতার যে সকল শাখা বাহির হয সেই শাখার গাযে ধানের খোসার ন্যায ছোট ছোট আধার জন্মে তাহার নাম স্পাইক, এই সকল স্পাইকের ভিতর স্পরিউলস বা জীবাণু জন্মে, উহাব মধ্যে হলুদবর্ণের অতি কোমল অতি সূক্ষ্ম চূর্ণবৎ রেণু থাকে। ঐ রেণুগুলি শুকাইযা নিয়া খলে মর্দ্দন করিবে, তারপর আস্তে আস্তে কিছু সুবাসার উহাতে দিযা মর্দ্দন করিয়া উহাকে ময়দা মাখার ন্যায করিবে। ঐ পেষ্টের ভিতর ৫ গুণ সুরাসার মিশ্রিত করিয়া মাদার-টিংচার তৈরী করিবে। লাইকোপোডিযাম হানেমান বহু সতর্কতার সহিত প্রুভিং করিয়া গিযাছেন।

ব্যবহারস্থল :—লাইকোপোডিযাম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটী স্তম্ভ। লাইকো অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টিসাইকোটিক ও অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ। লাইকোপোডিযাম যে কত বড় ঔষধ এবং কত বোগ যে এই অমৃততুল্য ঔষধের কৃপায আরোগ্য লাভ করে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যে দিন হইতে এই ঔষধ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর ভিতর স্থান পাইল সেইদিন হইতেই চিকিৎসকগণ লাইকোর কার্য্যকরী ক্ষমতা দেখিযা মুগ্ধ হইয়া বারংবার সেই শ্রেষ্ঠ মানবকে ধন্যবাদ দিযাছেন। বস্তুতঃ লাইকো একটী গভীর ক্রিযাশীল ঔষধ। মৃতকল্প ব্যক্তিও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয, ইহা—পেটফাঁপা, পেটডাকা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, বক্রামাশয, নিউমোনিযা, হাঁপানী, ক্ষযকাসি, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, পাথরী, মূত্রাশয মুখগ্রন্থি প্রদাহ, পিত্তশিলা, পিত্তশূল, হৃদ্‌শূল, ক্যান্সার, খিলধরা, ডিপ্‌থিরিযা, শোথ, নাক দিযা রক্তপাত, বাধক, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, জরাযু হইতে বাযু নির্গমন, গলগণ্ড, মূর্চ্ছাবাযু, ধ্বজভঙ্গ, কামোন্মাদ, সান্নিপাতিক জ্বর, ম্যালেরিযা-জ্বর, পক্ষাঘাত, আঙ্গুলহাড়া, অন্ত্রপ্রদাহ, কর্ণশূল, তোত্‌লামি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, গলক্ষত, কৃমি, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, অর্শ, রক্তমূত্র, বুকজ্বালা, চক্ষুর বিবিধ পীড়া, মুখ দিযা জল উঠা, হুপিংকাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—পরিপাক-যন্ত্র, জনন-যন্ত্র ও মূত্রযন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার ক্রিয়া দেখা যায়। চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার ক্রিয়াধিক্য সন্দেহ নাই কিন্তু যকৃত ও

পরিপাক পথেই ইহার ক্রিয়া বেশী, ইহার ফলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত, যকৃতে রক্তসঞ্চয় ও কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি হয়। মূত্রে লিথিক-এসিড জন্মিয়া কিড্নী ও মূত্রাশয়াদিতে বেদনা জন্মে; শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিকার জন্মিয়া প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা এবং পুঁজময় গয়ার প্রভৃতি জন্মে। বৃদ্ধ ও শিশুদিগের পেটফাঁপা, অজীর্ণ ও নিউমোনিয়া রোগে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

স্বভাব ও গঠন :—যাহাদের দেহ শীর্ণ ও ক্ষীণ, যাহাদের শরীরের উপরের দিক শীর্ণ এবং নীচের দিকটা মোটা, দেখিলে মনে হয় যেন শোথ হইয়াছে; (**নেট্রাম-মিউরে** প্রথমতঃ শিশুর গলা শীর্ণ হয় তারপর অপরাপর স্থান)। যে সকল শিশুর মাথাটির আকার ঠিকমত আছে অথচ দেহ রুগ্ন, শীর্ণ এবং যাহাদের পেটে প্রায়ই বায়ু জমে ও অজীর্ণ রোগে ভোগে, কিন্তু বুদ্ধির বিকাশ উত্তমরূপে হয় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। শিশুর যে কোন রোগেই তাহার নাকের পাখা দুইটী উঠানামা করে। রোগলক্ষণ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতর বৃদ্ধি হয়। লাইকো শিশুর মুখ চুপ্‌সে যায়, মুখের চামড়া শিথিল হয় ও ভাঁজ পড়ে তাহাকে তাহার বয়স হইতে বেশী বুড়া দেখা যায়, সে একাকী থাকিতে ভয় পায়। লাইকো শিশু সমস্ত দিন ক্রন্দন করে কিন্তু সমস্ত রাত্রি ঘুমায়; **জেলেপা ও সোরাইনাম** শিশু সমস্ত রাত্রি কাঁদে ও সমস্ত দিন ঘুমায়। ইহার যে কোনও রোগ হউক না কেন ডানদিক আক্রান্ত হইবে (মার্ক-প্রোটো-আয়োড), প্রথম ডানদিক আক্রান্ত হইয়া পরে উহা বামদিকে প্রসারিত হয়। শিশুর অত্যধিক ক্ষুধা এবং ক্ষুধামান্দ্য উভয়ই আছে। শিশু সর্ব্বদাই খাই খাই করে ও সর্ব্বদাই যেন তাহার ক্ষুধা পাইয়াই আছে, আহার না করিলেই মাথা ধরে, আহার করিবার পূর্ব্বে বেশ ক্ষুধা থাকে কিন্তু কয়েক গ্রাস খাইবার পর আর ক্ষুধা থাকে না, সে মনে করে যেন গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া গেল।

মন :—লাইকোপোডিয়াম শিশু অত্যন্ত ক্রোধী, সামান্য কারণে খিট্‌খিট্ করে, রাগিয়া যায়, লাথি ছোঁড়ে ও চীৎকার করিতে থাকে, সে প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না (অরাম, ব্রাই, নাক্স); শিশু সর্ব্বদাই কাহার সহিত ঝগড়া করিবে তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, রাগ হইলে তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। রোগী একাকী থাকিতে ভয় পায়, স্মৃতিশক্তির অভাব। লোকালয়ে আসিতেও তাহার ভয় করে, কিন্তু একাকী থাকিতেও চায় না। ডাক্তার, মন্ত্রী, উকিল, যাহাদের জনসাধারণের ভিতর কাজকর্ম্ম ও বক্তৃতাদি করিতে হয়, যদি বক্তৃতা করিতে বা এজলাসে উঠিয়া মামলাদির কথা বলিতে তিনি ভয় পান, কিন্তু কোন প্রকারে যদি তাহাকে কাজে লাগাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তিনি রীতিমত বক্তৃতাদি করিতে থাকিবেন, তাহা হইলে লাইকো বিশেষ উপযোগী; এই লক্ষণ **সাইলিসিয়া** রোগীতেও দেখা যায়। লাইকো রোগী খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু স্মৃতিশক্তির অভাব, অথচ একবার তাহাকে নিজের কার্য্যের ভিতর ঢুকাইয়া দিলে সে পূর্ণ উদ্যমে আপন কার্য্য করিয়া যাইবে। লাইকো রোগীর ধর্ম্ম প্রকট হইতে হইতে সে ধর্ম্মপাগল হইয়া দাঁড়ায়। লাইকো রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল (পাল্‌স), কোন বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা হইলে সে কাঁদিয়া ফেলে। সামান্য একটুকু সংবাদ পাইলে কাঁদিয়া অস্থির হয়, সামান্য আনন্দসংবাদেও সে কাঁদিয়া ফেলে, লাইকো রোগীকে কেহ ধন্যবাদ দিলেও সে কাঁদে, রোগী ভয়ানক ভীতু-মনোবৃত্তিসম্পন্ন সামান্যতেই কাঁদিয়া ফেলে ও হাসিয়া ফেলে, নিজকে কিছুতেই শান্ত রাখিতে পারে না; লাইকো শিশু দিনের বেলা ভয়ানক কাঁদে এবং সমস্ত রাত্রি ঘুমায়; 'জেলাপা'র শিশু রাত্রিতে খুব কাঁদে, দিনের বেলায় বেশ খেলাধূলা করে, বেশ হাসিখুসি। লাইকো রোগী লোভী, কৃপণ, পরদ্বেষী এবং নীচমনা।

শিরঃপীড়া :—রোগীর সময় সময় শিরঃপীড়া দেখা দেয়, এই মাথার যন্ত্রণা অজীর্ণ রোগের জন্য হইয়া থাকে। যদি তাহার খাইবার সময় পার হইয়া যায় তাহা হইলে মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হইবে, (সালফ); হয় রোগী ঠিক সময় তাহার খাবার খাইবে, না হয় সে মাথার যন্ত্রণায় ভুগিবে। লাইকোর মাথার যন্ত্রণা **ক্যাক্টাসের** ন্যায়, ক্যাক্টাস রোগীর মাথার যন্ত্রণা (প্রদাহযুক্ত), ঠিক সময় না খাইলে উপস্থিত হয়, উভয়ের ভিতর পার্থক্য এই, লাইকো রোগী কিছু আহার করিলে মাথার যন্ত্রণা কমিয়া যায়। কিন্তু ক্যাক্টাসে আহার করিলে যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। লাইকো, ফস্ ও সোরিণাম রোগীর মাথার যন্ত্রণার সহিত অত্যন্ত ক্ষুধা বিদ্যমান থাকে। লাইকোর মাথার যন্ত্রণা বাহিরের গরমে বৃদ্ধি, বিছানার গরমে এবং শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং সমস্ত জানালা খুলিয়া রাখিলে উপশম। দুর্ব্বল ও ক্ষীণ শিশুদিগের বহুদিনের মাথার বেদনা ইহা দ্বারা আরোগ্যলাভ করে। এই জাতীয় শিশুরোগীর একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে, মাথার পীড়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া শিশু জীর্ণ-শীর্ণ হয়, বিশেষতঃ তাহার গলার দিক বেশী শুকাইয়া যায়। মাথার যন্ত্রণা বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতর তীব্রভাবে আরম্ভ হইয়া তারপর ক্রমান্বয়ে কমিতে থাকে।

লাইকোপোডিয়াম রোগীর যেমন মাথার যন্ত্রনা এবং নানাবিধ শিরঃপীড়া বিদ্যমান থাকে সেইরূপ রোগীর **মাথার পশ্চাৎদিকে নানারকম উদ্ভেদ বাহির হইয়া** চুল উঠিয়া যায়। মাথায় উদ্ভেদ উঠিয়া উহা মুখমণ্ডল ও কর্ণের পিছনে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, উহা হইতে সামান্যতেই রক্ত নির্গত হয় এবং আঠা আঠা দ্রব্য পড়িতে থাকে। কাণের পশ্চাৎ হইতে কাউর (একজিমা) মাথা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। শিশুদিগের একজিমার জন্য লাইকো অতি উত্তম ঔষধ। যে সকল শিশু মুহুর্মুহু ক্ষুধায় কাতর হয়, যাহারা দেখিতে অত্যন্ত রুগ্ন, যাহাদের প্রায়ই মাথার যন্ত্রণা থাকে বা যাহারা সাধারণতঃ শিরঃপীড়ায় ভুগিতে থাকে, যাহাদের প্রস্রাবে ইটের গুঁড়ার ন্যায় লালবর্ণের পদার্থ তলানি পড়ে, যাহাদের মুখমণ্ডল চুপসাইয়া গিয়া বুড়ার মুখের ন্যায় দেখায় সেই সমস্ত শিশুর মাথার একজিমা রোগে লাইকো একটী অমূল্য ঔষধ।

চুল উঠাও এই ঔষধে দেখা যায়, পেটের নানাবিধ পীড়া ও প্রসবের পর যাহাদের চুল উঠে, মাথার চামড়ার ভিতর জ্বালা ও তথায় অত্যন্ত চুলকানি ও চুলের অকাল-পক্কতা ও টাকের জন্য লাইকো একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (ক্যাল্ক, গ্র্যাফা, অ্যাসিড-ফস্)।

অজীর্ণ রোগে লাইকো একটী উচ্চস্তরের ঔষধ। সামান্য খাইবার পরই পেট ভার হয়, দুই এক গ্রাস খাইবার পরই পেট ভরিয়া গিয়াছে এরূপ অনুভব, রোগীর জিহ্বায় কোনরূপ লেপ থাকে না, ইহার উপরের পেট বেশী ফুলিয়া থাকে। টক্ ঢেকুর দেয়, বুক ও গলা জ্বালা করে, মুখে টক আস্বাদ, পেটে যেন কি ফুটিতেছে এরূপ বোধ, খাইবার পর অত্যন্ত তন্দ্রার ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্রাবের সহিত লালবর্ণের গুড়া গুঁড়া নিঃসরণ, প্রস্রাবে কোনরূপ গন্ধ না থাকা লাইকোর লক্ষণ।

পেটফাঁপায় লাইকো যেমন ভাল ঔষধ **কার্ব্বো ভেজ, চায়নাও** সেইরূপ। লাইকোর রোগীর পেট যেন সদা সর্ব্বদা বুজ্ বুজ্ করিতেই থাকে, পেটের ভিতর শব্দ হয় ও কোঁ কোঁ করিতে থাকে। লাইকো রোগীর উপর পেটই ফোলে, **কার্ব্বো-ভেজ** রোগীর ফোলে নীচের পেট, আর চায়না রোগীর ফোলে সমস্ত পেট। লাইকো রোগীর ক্ষুধা খুব—যাহাকে বলা যায় রাক্ষুসে ক্ষুধা, কিন্তু ২।১ মুষ্টি খাইলেই পেট ভরিয়া যায়। লাইকো রোগীর বায়ু নিঃসরণে পেটফাঁপা কিছু উপশম হয়। চায়নার কোনরূপ উপশম হয় না, কার্ব্বো-ভেজ রোগীর ঢেঁকুর ও বায়ু নিঃসরণে পেটফাঁপার কিছু

উপশম, তবে ঢেঁকুর ও বায়ু নিঃসরণ হইতে অত্যন্ত পচা গন্ধ বাহির হয়। **কেলি-কার্ব্ব** অনেকটা লাইকোর ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট। রোগীর জল পিপাসা আছে অথচ পানীয় দ্রব্য তাহার অরুচি, সে পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে জল পান করে। রোগ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বেশী হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য-রোগ যখন মলদ্বারের আকুঞ্চনবশতঃ হয় তখন লাইকো উপযোগী। তাহার মলের বেগ হয় কিন্তু মল নির্গত হয় না, কিন্তু নাক্স-ভমিকার রোগীর প্রায় সর্ব্বক্ষণই মলবেগ কিন্তু অতৃপ্ত মলত্যাগ—বেশ খোলাসা বাহ্যে হয় না। **ব্রাইয়োনিয়ায়** মোটেই মলপ্রবৃত্তি থাকে না, যদি বহু চেষ্টায় বাহ্যে হয়, বাহ্যে শুষ্ক, শক্ত, পোড়া পোড়া, লম্বা হাড় বা গুট্‌লে গুট্‌লে, ওপিয়াম, অ্যালুমিনা ও প্লাম্বাম প্রভৃতি কোষ্ঠকাঠিন্যে অবস্থাভেদে বা লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (স্ব স্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস বা **নিউমোনিয়া রোগে** লাইকোপোডিয়াম একটী উত্তম ঔষধ। ইহা সাধারণতঃ শিশু ও বৃদ্ধদিগের রোগেই বেশী প্রযোজ্য। লাইকোর নিউমোনিয়া ডানদিক হইতে আরম্ভ হইয়া বামদিকে চলিয়া যায়, আর ল্যাকেসিস রোগীর বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া ডানদিকে চলিয়া যায়। রোগীর বুকের ডানদিক বা আক্রান্ত অংশ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে উচ্চশব্দবিশিষ্ট ঘড়ঘড়ানি শুনা যায়। নিউমোনিয়া রোগী মুখ-ভর্ত্তি মরিচা রঙের গয়ার তুলে, গয়ার বা শ্লেষ্মা কতকটা পূযের মত। বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতর রোগের বৃদ্ধি, ব্রঙ্কাইটিসের সহিত জ্বর থাকে এবং শিশুর নাকের পাতা উঠা নামা করে। লাইকো যেমন ব্রঙ্কাইটিসের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহৃত হয় সেইরূপ নিউমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায়ও খুব কার্য্যকরী ঔষধ। যে সকল নিউমোনিয়া রোগী প্রথম হইতে উত্তমরূপে চিকিৎসিত হয় না বা নিজের অসাবধনতার জন্য রোগ কঠিন আকার ধারণ করে সেই সকল ক্ষেত্রে লাইকো উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন ফুস্‌ফুস্‌ যকৃতভাবাপন্ন হয় (hepatization) তখনও লাইকো চমৎকার কার্য্য করে, টাইফয়েডযুক্ত নিউমোনিয়ার রোগ লক্ষণ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টায় বৃদ্ধি হয়, ডান ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হয়, রোগীর পেট ফাঁপিয়া উঠে, সেই সকল ক্ষেত্রে লাইকো কার্য্যকরী।

সাধারণ কাসি রোগেও ইহার ব্যবহার আছে, দিনরাত শুষ্ক কাসি, গয়ার মোটেই উঠিতে চায় না। গয়ার নোনা, ঘন, হলদে পূঁজের ন্যায়। বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতর বৃদ্ধি। কখনও একদিন অন্তর কাসির বৃদ্ধি হয়, পরিশ্রমে, ঠাণ্ডা জিনিষ পানাহার করিলে ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাসির বৃদ্ধি। পাকযন্ত্রের উত্তেজনা হেতু **হাঁপানি** কাসিতে বিশেষতঃ তৎসহ পেটফাঁপা থাকিলে ইহা ফলপ্রদ। **জিঞ্জিবার**ও পাকস্থলীর উত্তেজনাজনক হাঁপানির ঔষধ।

যকৃতের পীড়ায় লাইকো ও **চেলিডোনিয়াম** অতি চমৎকার ঔষধ। উভয়ের ভিতর সাদৃশ্য অনেক পাওয়া যায়। লাইকো রোগীর পেটে বায়ু ভুটভাট্‌ করে, মুখে টক আস্বাদ, ঘুম ভাঙ্গিলে মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, টক বমন, সামান্য খাইবার পর পেট পরিপূর্ণ হইয়াছে বোধ কিন্তু তাহার অনবরতই ক্ষুধা পায়, খাইবার পরই পেটে ভারবোধ সেইজন্য কাপড় আল্‌গা করিয়া দেয় (নাক্স-ভমিকা), আহারের কিছুক্ষণ পর পেটে ব্যথা আরম্ভ হয় সেইজন্য পেটের কাপড় খুলিয়া দিতে হয়। পুরাতন যকৃতের পীড়ার সহিত পেটে টাটান ব্যথা, ঐ লক্ষণের সহিত যকৃতের ফোড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে, ফোড়া হইলেও লাইকো ঔষধ। চেলিডোনিয়াম রোগীর পেটে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা, সময় সময় পেটে খোঁচা মারে, রোগী অত্যন্ত গরম জিনিষ খাইতে চায়, তাহার পিঠের

ডানদিকের কাঁধের নীচে বেদনা থাকে। **চেলিডোনিয়ামের** শরীর, প্রস্রাব ও মল অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণের হয়। লাইকোর রোগ লক্ষণ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মূত্রগ্রন্থির শূল বেদনায় লাইকোপোডিয়াম একটী অমূল্য ঔষধ। ডানদিকের কিড্‌নি হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া উহা লিঙ্গপ্রদেশ, কখন কখন পায়ে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রস্রাবে লাল ইষ্টকচূর্ণের ন্যায় তলানি পড়ে, কোন পাত্রে প্রস্রাব ধরিলে লালবর্ণের তলানি পড়ে। মূত্রগ্রন্থিশূল রোগে লাইকো, বার্কেরিস ও ক্যান্থারিস এই কয়টী ঔষধই উত্তম। মূত্রশূলের অত্যধিক যন্ত্রণা হ্রাস করিতে বার্কেরিস উপযোগী ঔষধ।

ক্ষয়কাসি :—যদি অন্ত্রের কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ও মলরোধাদির জন্য, ক্ষয়কাসি হয় তবে এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। ফুসফুস্‌প্রদাহ (নিউমোনিয়া) বা বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস)এর পরবর্ত্তী ফলস্বরূপ ক্রমে যখন রোগীর যক্ষ্মারোগ হয়, তখন (প্রথম অবস্থায়) এই ঔষধ ফলপ্রদ। ডাঃ **হিউজেস** বলেন যে সকল যুবকদের যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহাদিগকে এই ঔষধ দিলে উপকার দর্শে, গয়েরে লবণাক্ত স্বাদ, গন্ধকের ধোয়া গলায় প্রবেশ করিলে যেরূপ শুষ্ক কাসি হয় সেইরূপ শুষ্ক কাসি, গয়ারে রক্তের ছিট থাকিলে লাইকো ব্যবহার্য্য। ডাঃ ন্যাস বলেন, যে সমস্ত নিউমোনিয়া রোগী কুচিকিৎসিত হয় বা উপেক্ষিত হয় তাহাদের যক্ষ্মারোগ হইলে, পেটফাঁপা থাকিলে ও রোগের আক্রমণ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টায় হইলে ইহাই ঔষধ।

কৃমি রোগ : ডাঃ টেষ্টি বলেন যে—লাইকো ৩০, দুই দিন; ভেরেট্রম-ভি ১২, চারি দিন এবং ইপিকাক ৬, সাত দিন ক্রমান্বয়ে সেবন করিলে কৃমি রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

ডিপথিরিয়া ও তালুমূল প্রদাহ রোগে লাইকো, ল্যাকেসিস, ল্যাক্‌-ক্যানাই ও ফাইটোর ন্যায় উত্তম ঔষধ। লাইকোর আক্রমণ প্রথমতঃ ডাণদিকে হয় তারপর উহা বামদিকে ছড়াইয়া পড়ে, **ল্যাকেসিসে** ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রথম বামদিকে আক্রান্ত হইয়া ডাণদিকে প্রসারিত হয়, তারপর নিম্নদিকে চালিত হয় (ব্রোমিয়াম রোগীর নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে), ঠাণ্ডা দ্রব্য সেবনে রোগের বৃদ্ধি। **ল্যাক-ক্যানাই** এর বেদনা বারম্বার স্থান পরিবর্ত্তন করে কিন্তু ইহার আক্রমণের স্থান বামদিক। **ফাইটোলাক্কার** তীব্র বেদনা, জ্বালা ও শুষ্কতার সহিত রোগী মনে করে তাহার গলনলী বুঝি বন্ধ হইয়া যাইবে, সে উষ্ণ পানীয় সেবন করিতে পারে না।

জননেন্দ্রিয়ের পীড়ায় ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া বিদ্যমান। যুবকগণ অতিরিক্ত হস্তমৈথুনাদি করিয়া যখন ক্লীবত্বে পৌঁছায় অর্থাৎ যখন তাহাদের ধ্বজভঙ্গ হয় তখন লাইকো উপযোগী ঔষধ। অস্বাভাবিক উপায়ে যাহারা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া ধ্বজভঙ্গ রোগের সৃষ্টি করে, যাহাদের জননেন্দ্রিয় ক্ষুদ্র, শিথিল ও উত্তাপহীন হয় তাহাদের পক্ষে ইহা ব্যবহার্য্য। বৃদ্ধদিগের ধ্বজভঙ্গ রোগে যখন তাহার কামপ্রবৃত্তি অত্যধিক কিন্তু লিঙ্গোত্থান মোটেই হয় না, রমণকালে সে ঘুমাইয়া পড়ে এবং অতিরিক্ত মৈথুন ও স্ত্রীসঙ্গমাদির পর ধ্বজভঙ্গ রোগে লাইকো (অ্যাসিড-ফস, অ্যাগ্‌নাস, সেলিনিয়াম তুল্য) উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রজঃরোধ :—যদি ভয় পাইয়া বৎসরাধিককাল রজঃ বন্ধ থাকে, অথবা কোনরূপ মানসিক উচ্ছ্বাস হেতু ঋতুরোধ হয় তবে লাইকো **অ্যাকোনাইট** তুল্য ঔষধ। অ্যাকোর বিশেষ লক্ষণ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। লাইকো রোগিণীর কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ ও অম্লের ভাবের সহিত লাইকোর অপরাপর লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহাই ঔষধ। গ্লোনয়েন, অ্যাকটিয়া-স্পাইকেটা রজঃরোধ ক্ষেত্রে উপযোগী;

অ্যাক্টিয়া-স্পাইকেটায় বাতরোগ ও তৎসহ হাতের ও পায়ের কব্জি ও ছোট ছোট গ্রন্থিতে বেদনা থাকে।

প্রদরস্রাব: হঠাৎ, অনিয়মিত; শাদা স্রাব জন্য জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত জ্বালা করে। পূর্ণিমার সময় অত্যন্ত বেশী হয়, ইহা ত্বকক্ষয়কারক, যেখানে লাগে হাজিয়া যায়; লাইকোতে যেমন শ্বেতপ্রদর আছে সেইরূপ রক্তপ্রদরও আছে। রোগিণীর প্রত্যেক বাহ্যের পর (উহা কঠিনই হউক কি তরলই হউক) রক্তস্রাব হইবেই। লাইকো রোগিণীর যোনির ভিতর অত্যন্ত শুষ্ক, সঙ্গম করিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট পায় এবং সঙ্গমের পর ভিতরে জ্বালা করে। যোনির ভিতর নীরস ও ব্যথারহিত শ্লেষ্মা গুটী সকল থাকে। তাহার কামোন্মত্ততা অত্যধিক, সেই সঙ্গে যোনির ভিতর অত্যন্ত চুলকানি। ওভারির প্রদাহ বা ওভারির বিকৃতি, ডিম্বাধারের অর্ব্বুদ, শোথ, প্রথমতঃ ডানদিকের ওভারি আক্রান্ত হয় তৎপর রোগ বামদিকে চালিত হয়।

হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া:—যদি পরিপাক-ক্রিয়ার বিকৃতির জন্য, পরিপাক-ক্রিয়ার সময় কিম্বা সন্ধ্যার পর শায়িতাবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন হয়, রোগীর নাড়ী দ্রুত, মুখমণ্ডল ও পা শীতল হয় তবে লাইকো উত্তম ঔষধ। হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ার সহিত রোগীর নাকের পাখাদ্বয় উঠানামা করে। হৃদ্‌রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, সর্ব্বাঙ্গ নীল হইয়া যাওয়া, ও ত্বরান্বিত পানাহার লাইকোর লক্ষণ।

শোথ হইয়া রোগীর শরীরের নীচের অংশ ফুলিয়া যায়, উপরের অংশ, হাত ও বুকের পেশী সকল শুকাইয়া যায়; পেটফুলা, পা ফুলা ও পা ক্ষতে পূর্ণ। ঐ সকল ক্ষত হইতে অনবরত রস পড়িতে থাকিলে লাইকো উত্তম ঔষধ। শোথের সহিত পা ফুলা ও পায়ে ঘা হইলে লাইকো, রাস ও আর্স উপযোগী। লাইকোর শোথ যকৃত আক্রান্ত হইলেই বেশী হয়।

হার্ণিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে যখন ডানদিক আক্রান্ত হয় তখন ইহা ফলপ্রদ। ডাঃ ন্যাশ বলেন ডানদিকের হার্ণিয়া রোগে ট্রাস ব্যবহার প্রয়োজন হয় না, লাইকো দ্বারাই রোগ আরোগ্য হয়। বামদিকের হার্ণিয়ায় নাক্স-ভমিকা ফলপ্রদ।

স্ক্রোফিউলাস বা গণ্ডমালা ধাতের শিশুদিগের পক্ষে ক্যাল্‌কেরিয়া, সাইলিসিয়া যেমন ঔষধ সেইরূপ লাইকোপোডিয়ামও ফলপ্রদ ঔষধ। লাইকোপোডিয়াম শিশুর কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

নিদ্রা:—রোগীর দিনের বেলাই বেশী হয়, রাত্রে অনিদ্রা; রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিবার পর নানারূপ চিন্তার উদয় হয়। ঘুমের ভিতর সে কিছুতেই শান্তি পায় না, অনবরত হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাঁদিয়া উঠে (ক্যামো, হায়ো), চম্‌কাইয়া উঠে, নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দর্শন করে, ঘুমাইয়া সে কিছুতেই আরাম পায় না, পুনঃ পুনঃ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং রাত্রি ৪টায় সে সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় আর তাহার ঘুম হয় না। নাক্স রোগীর রাত্রি ৩টা ৪টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় তখন নানাবিধ চিন্তা করিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে—সেই ঘুম অনেক বেলায় ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ভাব প্রকাশ পায়, পা ছুড়িতে থাকে ও অত্যন্ত ক্ষুধা পায়। ঘুম ভাঙ্গিবার পর ক্ষুধা—চায়না, সোরিনাম ও সিনা রোগীরও পায় এবং শিশু সমস্ত রাত্রি কাঁদে ও সমস্ত দিন পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। (রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা পায়—অ্যাসিড-ফস)।

জ্বর:—ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড উভয়বিধ জ্বরের ক্ষেত্রেই লাইকোর প্রয়োজন আছে। ইহার শীত বা জ্বর বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতরই আসে। জ্বরের সময় রোগীর হাত পা বরফের ন্যায়,

ঠাণ্ডা হইয়া যায়। শীত বাঁ-দিকে সাধারণতঃ আরম্ভ হইয়া ক্রমে সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। শীত এত বেশী হয় যে ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শুইয়া থাকিলেও শীতের হ্রাস হয় না, আগুনের তাপেও শীত কমে না। পিঠের দিকে শীত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, যেন সে বরফের উপর শুইয়া আছে। শীত ও উত্তাপাবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে অম্ল বমন (তিক্ত বমন করে—ইপিকাক)। পিপাসা প্রায় ঘর্ম্মের পর হয়, পিপাসার সময় সে গরম জলপান করিতে চাহে। পায়ের নিম্নাংশ ব্যতীত সর্ব্বশরীরে অম্লগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম; কখন কখন পেঁয়াজের গন্ধযুক্ত। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য প্রস্রাবে লাল রেণু বিদ্যমান থাকে, রোগী একাকী থাকিতে চাহে না, পেটফাঁপা থাকে।

প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, দুর্ব্বল, শীর্ণকায় ও যাহাদের শরীরের উপরার্দ্ধ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে নিম্নার্দ্ধ ফুলা যেন শোথ হইয়াছে এবং যাহাদের যকৃতের পীড়া বিদ্যমান বা যাহাদের ফুসফুস বিকৃত, যাহাদের বহুদিন স্থায়ী মজ্জাগত জ্বর যাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহাদের পক্ষে উপযোগী। টাইফয়েড জ্বরের দ্বিতীয়াবস্থায় ইহার প্রয়োজন আছে, টাইফয়েডযুক্ত নিউমোনিয়া রোগে যখন পেটফাঁপা, ডানদিকের ফুসফুস আক্রান্ত হওয়া, নাকের পাখা উঠা-নামা করা ও কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকে তখন ইহা ফলপ্রদ।

তুলনীয় :—লাইকো—বৈকালে উত্তাপের বৃদ্ধিতে—সাল্‌ফার তুল্য, মুখে ও কপালে পিত্ত চিহ্ন—থুজা তুল্য; রাক্ষসে ক্ষুধায়—চায়না, সোরি, আয়ো তুল্য; নাসাপুটের আকুঞ্চন প্রসারণ—অ্যান্টি-টার্ট, চেলি, ফস, কেলি-ব্রোম তুল্য; একাকী থাকিতে ভয়—কেলি-কা, আর্জ্জে-নাই তুল্য; অন্ধকারে ভীতি—ক্যাল্‌কে, ষ্ট্রামো তুল্য; পর্য্যায়ক্রমে হাসা ও কাঁদা—পাল্‌স, অরাম, ইগ্নে, সিপি তুল্য; মূর্চ্ছাবায়ু—ইগ্নে, পাল্‌স তুল্য, গলক্ষতে—ল্যাকেসিস তুল্য; হার্ণিয়া রোগে—নাক্স-ভম তুল্য; পা ঠাণ্ডায়—ক্যাল্‌কে তুল্য, প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে শিশু ক্রন্দন করায়—সার্সা তুল্য; বিপত্নীক-দিগের রিপুচরিতার্থ না হওয়ার জন্য রোগে—কোনা, অ্যাসি-পিক, ক্যাল্‌কে তুল্য; সঙ্গমকালে অপত্যপথে জ্বালা ক্রিয়ো, সাল্‌ফার তুল, অম্লত্ব ও অজীর্ণতায়—ম্যাগ-কার্ব্ব, বোরেনিয়া তুল্য, নিউমোনিয়ায় কুচিকিৎসার ফলে—সাল্‌ফার তুল্য; প্রসব-বেদনায়—সিমিসি তুল্য, পেটফাঁপায়—কার্ব্বো-ভেজ, চায়না তুল্য, আহারান্তে পেট ভার—চায়না তুল্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—অপরাহ্ন ৪-৮টার ভিতর, টুপি পরিধান করিলে, ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিলে, জলীয় বায়ুতে, জল ঝড়ের দিনে, বিশ্রামে, যকৃতের পীড়ায় ডানদিকে ফিরিয়া শুইলে, একদৃষ্টে এক জিনিষের প্রতি তাকাইয়া থাকিলে, শাক, কপি, ডাল, রুটী প্রভৃতি আহার করিলে দুগ্ধপানে রোগের বৃদ্ধি; মুক্ত হাওয়ার মধ্যে বেড়াইলে, উষ্ণ দ্রব্যাদি পান ও ভোজন করিলে, চিৎ হইয়া শুইলে মাথা ও দেহের কাপড় অনাবৃত করিলে, কোমরের কাপড় ঢিলা করিয়া দিলে উপশম।

লাইকো—পেঁয়াজ, রুটী, সুরাদি মাদক দ্রব্য, ধূমপান ও তাম্রকূট চর্ব্বণের দোষ নষ্ট করে।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০, ১০০০, ১০,০০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি ব্যবহার্য্য

লাইসিডিন (Lysidin)।

ব্যবহারস্থল :—মূত্রথলীর উপদাহিত অবস্থা, অনিয়মিত হৃদ্‌যন্ত্র এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় এই ঔষধের ১০ ফোঁটা ৫০% সলিউশনে তৈরী করিয়া রোজ তিনবার ব্যবহার্য্য।

লাইসিন (Lysin) ।

লাইসিন ও হাইড্রোফোবিনাম একই ঔষধ, হাইড্রোফোবিনাম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লিউয়েটিকাম (Lueticum) ।

লিউয়েটিকাম ও সিফিলিনাম একই ঔষধ, সিফিলিনাম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লিউপিউলাস (Lupulus) ।

ব্যবহারস্থল :—শিথিল স্নায়ু, তৎসহ বিবমিষা, মাথাঘোরা, মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। সাধারণতঃ এই সকল পীড়া মদ্যপায়ী ও রাত্রে যাহারা কুস্থানে যাতায়াত করে তাহাদের বেশী হয়। শিশুদিগের কামলা বা ন্যাবা, প্রস্রাবনলীর ভিতর জ্বালা করা, প্রায় সকল মাংসপেশী আকুঞ্চিত ও সঙ্কুচিত হয়। স্নায়বীয় কম্পন; মদ্যপায়ীদিগের নৈশ প্রলাপ, মন্থর নাড়ী; প্রচুর ঘর্ম্ম, উহা চট্‌চটে। রাত্রিতে স্বপ্নদোষ; প্রমেহ রোগে যন্ত্রণাযুক্ত লিঙ্গোত্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট হইতে তৃতীয় শক্তি।

লিউপুলিন (Lupulin) ।

ব্যবহারস্থল :—শুক্রস্রাবে এই ঔষধের ১x বিচূর্ণ অতি চমৎকার ঔষধ।

লেডাম-প্যালাষ্টার (Ledum Palustre) ।

পরিচয় :- ইহার অপর নাম মার্স টি, সমস্ত তাজা-গাছড়া ও শুষ্ক পাতা হইতে টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—পুরাতন বাত, সন্ধিবাত, কোন কিছুর দংশন, কালশিরা পড়া; তীক্ষ্ণধার কোন দ্রব্য বা শলাকাদি বিদ্ধ হওয়া, শলাকাদি বিদ্ধ হইয়া ধনুষ্টঙ্কার, নানাবিধ চর্ম্মরোগ, আঙ্গুলহাড়া, নানাবিধ ক্ষত, পানিবসন্ত, কাসির সহিত রক্ত উঠা, ক্ষয়কাসি, হাঁপানি, একজিমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

বাত রোগের পক্ষে লেডাম একটী ফলপ্রদ ঔষধ। ইহার বাত প্রথমতঃ পায়ে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে থাকে। **ক্যাল্‌মিয়ায়** ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ উপর হইতে নিম্নে প্রসারিত হয়। বাত-রোগের তরুণ অবস্থায় রোগীর সন্ধি ফুলিয়া উত্তপ্ত হয়, অথচ তত লাল হয় না—**মার্কারির** ন্যায় রাত্রে বা বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়, রোগী তাহার পায়ে কোন ঢাকা রাখিতে পারে না। পায়ের ফুলা, পায়ের গাঁটফুলা, তৎসহ তাহার শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা কিন্তু রোগী নিজে কিছু বুঝিতে পারে না। যাহারা বহুদিন পর্য্যন্ত মদ্যপান করে তাহাদের বাত-রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

আঘাতজনিত পীড়ার ক্ষেত্রে আর্ণিকার পরেই ইহার স্থান। আর্ণিকা প্রয়োগে বেদনাদি কিছু কমিয়া আর না কমিলে তখন লেডাম আর্ণিকার অসম্পূর্ণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ করিয়া দেয়। ঘুষি বা আঘাতাদির পর ঐ স্থানে কালশিরা পড়িলে লেডাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কাহারও চোখে ঘুষি লাগিয়া কালশিরা পড়িলে লেডাম ব্যবহার্য্য। বহুকাল পূর্ব্বে আঘাত লাগিয়া যদি কাহারও শরীরের অংশবিশেষের বর্ণ বিকৃতি হয়, বা কালশিরা সকল সবুজবর্ণের হইয়া যায় তখন লেডাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কোন স্থানে কাঁটা, পেরেক বা সূচাল কোন জিনিষ ফুটিয়া আহত হইলে তাহাতে হাইপারিকাম যেমন ঔষধ লেডামও সেইরূপ উত্তম ঔষধ। সূক্ষ্মাগ্র বস্তুর আঘাতাদি দ্বারা স্নায়ু যদি বিদ্ধ হয় বা স্নায়ুতে যদি আঘাত লাগে তাহাতে **হাইপারিকাম** শ্রেষ্ঠ ঔষধ, আবার অস্থির বহিরাবরণ বিদ্ধ হইলে বা তথায় আঘাত লাগিলে **রুটা, সিম্ফাইটাম ও ক্যাল্‌কে-ফস** উপযোগী। কেহ কাহাকেও নখাঘাত করিলে, সূঁচ ফুটিলে, মশক কামড়াইলে, বিছা, ইন্দুরাদি কামড়াইলে বা কীটাদির দংশনে লেডাম ব্যবহার্য্য।

রক্তোৎকাস যদি মাতালদিগের বা বাতগ্রস্ত রোগীদিগের হয় এবং ঐ রক্ত উজ্জ্বল ও ফেনাযুক্ত হইলে ইহা ফলপ্রদ। **ডাঃ ড্রবি ও জোসেট** ফুসফুস হইতে রক্ত নিঃসরণে এই ঔষধ সেবন করিতে বলেন। **ডাঃ ডানহাম** বলেন—আমবাতের বেদনা সহ অথবা পর্য্যায়ক্রমে আমবাতের আক্রমণ সহ ফুসফুস হইতে লাল টকটকে ফেনা মিশ্রিত রক্তস্রাবে **লেডাম** উপযোগী।

যদি ব্রণ কোনকিছু বিঁধিয়া হয় তবে লেডাম কার্য্যকরী। দুষ্টব্রণে **আর্ণিকা,** ছিন্নব্রণে **ক্যালেণ্ডুলা,** এবং ক্ষতব্রণে **হাইপারিকাম** ফলপ্রদ। **ডাঃ টেষ্টি** বলেন—ব্রণ হইয়া আহত স্থান যদি শীতল হয় তাহা হইলে লেডাম আরও কার্য্যকরী। **স্বয়ং হানেমান** বলেন যে গাত্রের শীতলতা ও আক্রান্ত স্থানের স্বাভাবিক উত্তাপের হ্রাস লেডামের একটী নির্ণায়ক লক্ষণ।

চর্ম্মরোগে লেডামের ব্যবহার আছে। মশকাদি দংশনের পর যদি কোনরূপ চুলকানি হয় তাহা হইলে লেডাম ফলপ্রদ। পুরাতন দাদ, শীতপিত্ত ও পুরাতন গাত্র পীড়কার এবং মদ্যপায়ীদিগের নানাবিধ চর্ম্মরোগে ইহা ফলপ্রদ। **ডাঃ টেষ্টি** হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের নানাবিধ চর্ম্মরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিধান দেন। তিনি আরও বলেন যে কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট একজিমা সর্ব্বশরীরে ছড়াইয়া যদি মুখের ভিতর এবং সম্ভবতঃ বায়ুপথে প্রবিষ্ট হইয়া এক প্রকার আক্ষেপিক কাসির সৃষ্টি করে তবে লেডাম ব্যবহার্য্য। গাউট অর্থাৎ সন্ধিবাত রোগীদিগের কখন কখনও আপনা হইতে এরূপ পীড়কা জন্মে সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে লেডাল ফলপ্রদ ঔষধ।

চক্ষুরোগ যদি বাতগ্রস্ত রোগীর ও মদ্যপায়ীদের হয় তাহা হইলে লেডাম ফলপ্রদ। চক্ষুর ভিতর রক্তস্রাব; চক্ষুতে কোনরূপ আঘাতাদি লাগিয়া কালশিরা দাগ পড়িলে; চক্ষুর অস্ত্রোপচারের পর বা চক্ষুর উপতারকার অস্ত্রোপচার করিবার পর চক্ষুর সম্মুখ প্রকোষ্ঠ মধ্যে রক্তস্রাব হইলে, কোন কারণ চক্ষু পাকিয়া উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হইলে লেডাম ব্যবহার্য্য।

জ্বর হইয়া যখন রোগীর শীতাবস্থা উপস্থিত হয় তখন মনে হয় যেন তাহার শরীরের কোন অংশে কেহ ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিতেছে। শরীর মোটেই গরম হইতে চায় না—সর্ব্বদাই যেন ঠাণ্ডা হইয়া আছে। রোগীর শরীর যে এত ঠাণ্ডা তাহা সে বুঝিতে পারে না।

তুলনীয় :—লেডাম আঘাতাদি ক্ষেত্রে—আর্ণিকা, রুটা, হ্যামা, সিম্ফাই তুল্য; চর্ম্মরোগে—ক্রোটন তুল্য; কীটাদি দংশনে—এপিস তুল্য; পেরেক, শলাকা ও সূচাল দ্রব্য বিদ্ধ হওনে—

হাইপারি তুল্য; পুরাতন বাত রোগীর ক্ষেত্রে—সাইলি তুল্য, গোড়ালিতে ফোস্কার ভাব—নেট্রাম-কার্ব্ব তুল্য।

হ্রাস ও বৃদ্ধি :- দেহ সঞ্চালনে, সন্ধ্যাবেলায়, রাত্রে, মদ্যপানে, উত্তাপে, মাথার চুল কাঁটার পর (বেল, গ্লোন, ফস্), দেহ ঢাকিয়া রাখিলে রোগের বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা জলে পা ডুবাইয়া রাখিলে, মাথা না ঢাকিলে, বিশ্রামে ও স্থির হইয়া থাকিলে উপশম।

শক্তি :—৩x, ৬x, ও ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

লিনাম (Linum Usitatissimum)।

ব্যবহারস্থল :—হাঁপানি, শস্য আহরণ কালীন জ্বর, আমবাত, ধনুষ্টঙ্কার এবং মূত্রাশয়-প্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, হনুস্তম্ভ বা দাঁতকপাটী, জিহ্বার পক্ষাঘাত, অন্ত্রাশয়ের বিবিধ রোগ।

লিনারিয়া (Linaria)।

ব্যবহারস্থল :—ফুসফুস ও পাকাশয়িক প্রদেশের উপর ইহার ক্রিয়া অত্যন্ত, উদ্গার উঠা, গা-বমি-বমি, লালা নিঃসরণ, পাকযন্ত্রের উপর চাপবোধ, টাইফয়েড লক্ষণ এবং অত্যন্ত ঘুম-ঘুমভাব বিদ্যমান, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য জন্য মূর্চ্ছাভাব, অসাড়ে প্রস্রাব হওয়া, জিহ্বা কর্কশ, শুষ্ক, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ঔষধ। মুক্ত হাওয়ায় বিচরণ করিলে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি।

শক্তি :—৩য় শততমিক ক্রম।

লিথিয়াম-কার্ব্বনিকাম (Lithium Carbonicum)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম কার্ব্বনেট অভ লিথিয়া। প্রথম বিচূর্ণন পদ্ধতিতে তৈরী করিয়া পরে তরল ক্রম তৈরী করিতে হয়। ইহা খনিজ পদার্থ, ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন উৎসে পাওয়া যায়।

ব্যবহারস্থল :—চক্ষুরোগ, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, হৃদ্‌শূল, অগ্নিমান্দ্য, পাকাশয়ের শূল, গ্রন্থিবাত, বাত, গ্রন্থিস্ফীতি, অন্ত্র বৃদ্ধি, নাসিকা রোগ, মেদাধিক্য, প্লীহা রোগ, বাঘী, উপদংশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

চক্ষুরোগে রোগী দেখিতে পায় তাহার চোখের সম্মুখে সূক্ষ্ম ধূলিকণার ন্যায় পদার্থ উড়িতে থাকে। ঋতুর দ্বিতীয় দিবসে জিনিষের দক্ষিণার্দ্ধ মোটেই দেখিতে পায় না। **সাইক্লেমেন** রোগিণী পশ্চাদার্দ্ধ মাত্র দেখিতে পায়, বামার্দ্ধ দেখিতে পায় **লাইকো** রোগী; নিম্ন ও উর্দ্ধাংশ দেখিতে পায় না **অ্যাসিড-মিউর** রোগী। **হেলিবোরাস ও ফস্‌ফোরাস** রোগী দিনে দেখিতে পায় না। পড়াশুনা করিবার পর চক্ষু অত্যন্ত শুষ্ক ও বেদনা বোধ।

চোখের প্রদাহে—চক্ষুর শ্বেতাংশ রক্তবর্ণ হয়, চক্ষু হইতে পুঁজযুক্ত স্রাব নির্গত হয়।

নাসিকা রোগে নাসিকা শুষ্ক বোধ। রোগী বাড়ীর ভিতর থাকিলে নাসিকার ভিতর শুষ্ক অনুভব হইবে, কিন্তু বাড়ীর বাহিরে গেলে পর অথবা মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইলে নাসিকার শুষ্কভাব চলিয়া যায়।

বাতরোগে ও সন্ধিবাতে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। বাতের সহিত রোগীর অত্যধিক দুর্ব্বলতা বিদ্যমান থাকিবে। বাতের সহিত রোগীর প্রস্রাবে শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ, ইউরিক-অ্যাসিড ও পুঁজ নিঃসৃত হয়। বেনজয়িক-অ্যাসিডের বাতের রোগীর প্রস্রাব হইতে ঘোড়ার প্রস্রাবের ন্যায় উগ্র গন্ধ বাহির হয়।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া :—যখন বাতের ন্যায় টাটান ব্যথা হৃদ্‌পিণ্ডে দেখা যায়, সামান্য উত্তেজনায় হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতর ধড়ফড়ানি, এমন কি সে যদি তাহার ঘাড় নোয়ায় অমনি তীব্রভাবে হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতর স্পন্দন আরম্ভ হইবে ও যন্ত্রণা হইতে থাকিবে। সময় সময় তাহার বুকে ধাক্কা লাগিতেছে এরূপ অনুভব করে। সে উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলেও হৃদ্‌পিণ্ডে বেদনা অনুভব করে। মূত্রত্যাগ করিবার সময় ও ঋতুস্রাবকালে তাহার হৃদ্‌যন্ত্রে বেদনা অনুভব করে। হৃদ্‌পিণ্ডের সকল বেদনা প্রস্রাব করিবার পর হ্রাস হয়।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

লিথিয়াম-ক্লোরিকাম (Lithium Chloricum.) ।

ব্যবহারস্থল :—কুইনাইনের অপব্যবহারের পর যে সকল লক্ষণ পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে মাথা ঘোরায়, কাণের ভিতর টুং টাং করা, কম্পন, দুর্ব্বলতা, শরীর ও মাংসপেশী শুষ্ক হইয়া যাওয়া, নাকে ঘা, বুক জ্বালা, দাঁতে বেদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

লিথিয়াম-বেনজয়িকাম (Lithium Benzoicum.) ।

ব্যবহারস্থল :—কটিদেশের আভ্যন্তরীণ স্থানে বেদনা, ক্ষুদ্রাংশে বেদনা, মূত্রথলির ভিতর অস্বস্তি, অনবরত প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, প্রস্রাবের ভিতর ইউরিক-অ্যাসিড থাকিলে এই ঔষধ দ্বারা কমান যায়।

লিথিয়াম-ল্যাকটিকাম (Lithium Lacticum.) ।

ব্যবহারস্থল :—ঘাড়ের ও ছোট ছোট সন্ধিস্থানের বাত বেদনা, যদি চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয় এবং চুপচাপ থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি দেখা যায় (রাস্‌-টক্সের ন্যায়) তবে ইহা ফলপ্রদ।

লিগ্‌নাম-ভাইটা (Lignum Vita.) ।

লিগ্‌নাম-ভাইটা ও গুয়েকাম একই ঔষধ। গুয়েকাম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লিয়াট্রিস-স্পাইকেটা (Liatris Spicata.) ।

ব্যবহারস্থল :—যকৃত ও প্লীহা রোগের জন্য যদি **শোথ হয়,** যদি কিড্‌নী স্থানে শোথ হয় তাহা হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ। হৃদ্‌পিণ্ড এবং কিড্‌নীর পীড়ার জন্য যদি সর্ব্বাঙ্গীন শোথ হয় তাহাতেও এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। উদরাময়ের রোগীর ভয়ানক বেগ এবং বেদনা। এই ঔষধ ঘা, পচা ক্ষতে লাগান যায়। **লিয়াট্রিস সেবনে অতি শীঘ্র প্রস্রাব** হয়।

লিলিয়াম-টিগ্রিণাম (Lilium Tigrinum.) ।

পরিচয় :—অপর নাম টাইগার লিলি। এই জাতীয় উদ্ভিদ চীন ও জাপান দেশে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। পুষ্পিত অবস্থায় সমগ্র তাজা গাছটী হইতে মূল অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এইটী স্ত্রীরোগের একটী উত্তম ঔষধ। ডিম্ব ধার প্রদাহ; জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জরায়ুর নানাবিধ পীড়া; যোনিদেশে চুলকানি; উদরাময়; হৃদ্‌শূল; হৃদ্‌কম্প প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ।

মন :—রোগীর সর্ব্বদাই কাঁদিবার ইচ্ছা, সে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না। ক্রমাগত লোককে গালাগালি দেয় ও অশ্লীল কথা বলে বা অশ্লীল ও ঘৃণিত বিষয়ে চিন্তা করে। তাহার রিপুচরিতার্থ করিবার চিন্তা অনুক্ষণ কিন্তু স্বীয় রিপু ও কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা দমনের জন্য সে সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকে।

স্ত্রীরোগ :—জরায়ু-চ্যুতি ও জরায়ুর বিবিধ পীড়ায় **সিপিয়ার** সমতুল্য। দুইটী ঔষধেই আছে—যোনিদ্বার দিয়া যেন জরায়ু নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। **সিপিয়া** পুরাতন পীড়ায় ব্যবহৃত হয় এবং রোগিণী তাহার পায়ের উপর পা দিয়া বসিলে উপশম পায়। লিলিয়ামও পুরাতন জরায়ু প্রদাহে ব্যবহৃত হয়, আর রোগিণী তাহার স্ত্রীজননাঙ্গের উপর চাপিয়া ধরিলে আরাম পায়। লিলিয়াম রোগিণী মনে করে তাহার জরায়ু, অন্ত্রাদি এমন কি হৃদ্‌যন্ত্র বুঝি যোনিদ্বার দিয়া নীচের দিকে বাহির হইয়া আসিবে। যোনিদ্বারে ভার বোধ—যেন কি একটা চাপান আছে, মলান্ত্রেও ঐরূপ ভারবোধ। লিলিয়ামে জরায়ুর পীড়ার সহিত ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা ও ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হয়। জরায়ু পীড়ার সহিত হৃদ্‌পিণ্ড আক্রান্ত হইলে লিলিয়াম অমোঘ ঔষধ। ডিম্বকোষের পীড়ায়—এপিস, পডো ও প্যালাডিয়াম সহ সাদৃশ্য দেখা যায়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিলে ও গরম ঘরে রোগের বৃদ্ধি; মৃদু হাওয়ায় উপশম।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধ।

লেপটেণ্ড্রা (Leptandra or Veronica.) ।

পরিচয় :—ব্ল্যাকরুট। তাজা মূল হইতে মূল অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—কামলা; যকৃতের পীড়া; অজীর্ণ; কোষ্ঠকাঠিন্য; পৈত্তিকজ্বর; পৈত্তিকতা; পীতজ্বর প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী। যকৃতের পীড়ার ক্ষেত্রে ও পিত্তাশ্রিত বা পীত্তবিকৃতিজনিত পীড়ায়

যখন আল্‌কাতরার ন্যায় কাল মল নির্গত হইতে থাকে তখন হইতে অতি চমৎকার ঔষধ। এই সঙ্গে রোগীর জিহ্বা হলুদবর্ণের লেপাবৃত থাকে ও যকৃত মধ্যে অনবরত বেদনা ও ভারবোধ, তৎসহ পিত্তবৎ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল বা কাল পিচের ন্যায় মল থাকিলে ইহা একমাত্র ঔষধ। কামলা বা ন্যাবা রোগে যদি এই লক্ষণ পাওয়া যায় তবে ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক।

লেমনা-মাইনর (Lemna Minor.) ।

ব্যবহারস্থল :—নাসিকার ভিতর অর্ব্বুদ ; নাসিকার পীড়া ; হাঁপানি ও পূতিনস্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফলপ্রদ। নাসিকা সম্বন্ধীয় পীড়ায়ই ইহা বেশী প্রযোজ্য, যথা নাসিকা রোধ, নাসিকা হইতে সর্দ্দিস্রাব, ভোরের দিকে নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসরণ প্রভৃতি।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০, ২০০।

লোবেলিয়া-ইনফ্ল্যাটা (Lobelia Inflata.) ।

পরিচয় :—ইহা ভারতীয় তামাক। ইহার গাছ হইতে মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—হৃদ্‌শূল ; হৃদ্‌কম্প ; হাঁপানি ; ঘুংড়িকাসি ; মদ্যপানের মন্দফল ; অহি-ফেনের বদভ্যাস, বমন ; অজীর্ণ ; প্রাতঃকালীন বিবমিষা, পাকাশয় শূল ; মূর্চ্ছাভাব ; বাধক ; জরায়ু মুখের কাঠিন্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ইহা নানা জাতীয় বমন ও বিবমিষার প্রধান ঔষধ, যথা অত্যন্ত বমন, বিবমিষা, প্রাতঃকালিন বমন, বমনকালে মুখে শীতল ঘর্ম্ম, গর্ভকালীন বমন, প্রচুর শ্লেষ্মা বমন, পুরাতন বমন রোগ, বমনান্তে অত্যধিক অবসাদ, শিরঃপীড়া সহ বমন, বিবমিষা, তামাকু সেবনে বা উহার গন্ধে রোগের বৃদ্ধি। প্রত্যেকবার প্রসব বেদনার সঙ্গে বুকে বদ্ধভাবসঃ হাঁপ ধরিলে এবং হাঁপানির সঙ্গে সঙ্গে বেদনা জুড়াইয়া গেলে উপযোগী। অতিরিক্ত মদ্যপায়ীদিগের নানাবিধ পীড়ায় ইহা নাক্স-ভমিকার ন্যায় ফলপ্রদ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬, ৩০ শক্তি।

লোবেলিয়া-ইরিনাস (Lobelia Erinus.) ।

ব্যবহারস্থল :—সাংঘাতিক জাতীয় বৃদ্ধি (malignant growths)। অন্ত্রাপ্রাবরণের (পাকস্থলীর ঝিল্লীবিশেষ) বা পিচ্ছিল জাতীয় পদার্থস্রাবী কর্কটিয়া ক্ষত (Colloid Cancer of the Omentum), মুখের সাংঘাতিক জাতীয় পীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

লোবেলিয়া-কর্ডিনেলিস (Lobelia Cordinalis.) ।

ব্যবহারস্থল :—অত্যধিক দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের, প্লুরেসি হইয়া যদি বুকে সূচফোটান ব্যথা থাকে তবে ব্যবহার্য্য।

লোবেলিয়া-পারপিউরেসেন্স (Lobelia Purpurascens.) ।

ব্যবহারস্থল :—রোগীর জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী সাংঘাতিক দুর্ব্বল, রোগী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে সে মোটেই তাকাইতে পারে না।

লোবেলিয়া-সেরুলিয়া (Lobelia Cerulia.) ।

ব্যবহারস্থল :—অত্যন্ত হাঁচি হইয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, তৎসহ কপালে চোখে ব্যথা, পেটে ব্যথা ও বায়ুসঞ্চয়।

লোবেলিয়া-টিমিউলেনটাম (Lobelia Temulentum.) ।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কশূল, সায়েটিকা, পক্ষাঘাত ; দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা ক্ষেত্রে উপযোগী।

ল্যাক্-ক্যানাইনাম (Lac Caninum.) ।

পরিচয় :—ইহা কুকুরের দুধ। শুষ্ক দুগ্ধ হইতে প্রথম বিচূর্ণন, পরে তরল ক্রম তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—ডিপথিরিয়া ; ঘুংড়ী ; জরায়ুর নানাবিধ পীড়া, ডিম্বকোষ প্রদাহ ; বাধক, বাত ; স্নায়ুশূল, গলক্ষত ; ক্ষত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ইহা **ডিপথিরিয়া রোগের** একটী উত্তম ঔষধ। গলক্ষত ও তালুমূল গ্রন্থি-প্রদাহ ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী। ইহার আক্রমণ একদিন বামদিকে অপর দিন ডাণদিকে চলিয়া বেড়ায়, আড়াআড়ি ভাবে একবার এই পার্শ্বে অপর দিন অপর পার্শ্বে চালিত হওয়াই ইহার বিশেষত্ব। ডিপথিরিয়ার পর্দ্দাগুলি রূপার ন্যায় চকচক্ করে, কিছু গিলিবার সময় গলায় কাঁটা ফুটিয়া আছে বোধ। ডিপথিরিয়া রোগে **ল্যাকেসিসের** সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বাতের বেদনা যদি আড়াআড়ি ভাবে এক দিক হইতে অন্য দিকে চালিত হয় অর্থাৎ আজ ডাণদিকের উপরে, কাল বামদিকের নিম্নদিকে, পরদিন ডাণদিকের নিম্ন হইতে আরম্ভ হইয়া বামদিকের উপরের দিকে চালিত হয়। পাল্‌সে, কেলি-সাল্‌ফ রোগীর বেদনাও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হয় তবে আড়াআড়ি ভাবে (Cross Wise) চালিত হয় না।

অতিরিক্ত স্তন্য দুগ্ধ কমাইতে ইহার ক্ষমতা অসম্ভব ; শিশু মরিয়া গেলে পোয়াতির অতিরিক্ত স্তন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ল্যাক-ক্যানাই ফলপ্রদ (এসাফি)।

ল্যাক-ক্যানাই রোগিণীর মানসিক বিশৃঙ্খলাও বহু দেখা যায়। নিদ্রার ভিতর সর্প দর্শন করে।

শক্তি :—৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ।

ল্যাক-ডিফ্লোরেটাম (Lac Defloratum Vaccinum) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্কিমড-মিল্ক। গরুর দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত ঘোল হইতে এই ঔষধ তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—সাংঘাতিক জাতীয় কোষ্ঠকাঠিন্য ; বহুমূত্র , রক্তাল্পতা ; আপেণ্ডিসাইটিস ; মূত্রগ্রন্থির রোগ , শোথ , হাঁপানি , হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া , মাতৃস্তন্যের অল্পতা , শ্বেত-প্রদর , ঋতুবন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফলপ্রদ।

বহুমূত্র রোগীদিগকে ঘোল সেবন করিতে দিলে বহুমূত্র কমিয়া যায় বা উপশম হয় দেখিয়া ডাঃ সোয়ান ইহা শক্তিকৃত করিয়া সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করেন। বহুমূত্র ও মূত্রগ্রন্থি পীড়ায় ইহা একটী ফলপ্রদ ঔষধ। রোগী বারংবার বহুল পরিমাণে জলপান করে, অত্যন্ত বিষাদ ও রোদন-পরায়ণতা সহ হৃদ্‌স্পন্দন, বিবমিষা ও বমন। **দুরারোগ্য কোষ্ঠকাঠিন্য** রোগে যদি মাথার যন্ত্রণা, অনিয়মিত ঋতুস্রাব , জরায়ু প্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা, প্রতি আট দিবস অন্তর লক্ষণাদির আবির্ভাব, যে সকল স্ত্রীলোকদিগের বিলম্বে রজঃস্রাব হয়, ঠাণ্ডা জলে হাত দিলে বা দুগ্ধ পান করিলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায় তাহাদের পক্ষে এবং যাহাদের স্তনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্তন্য দুগ্ধ হয় না তাহাদিগকে ২।৩ মাত্রা এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

সাংঘাতিক কোষ্ঠকাঠিন্য সহ জরায়ু-চ্যুতি ক্ষেত্রেও ইহা ফলপ্রদ।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০।

ল্যাক-ফেলিনাম (Lac Felinum) ।

পরিচয় :—ইহা বিড়ালের দুধ।

ব্যবহারস্থল : ইহা চক্ষুর প্রদাহ, মাথাব্যথা, গলায় সর্দ্দি, বাধক ও আঁচিল প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

শক্তি : নিম্নশক্তিই ব্যবহার্য্য।

ল্যাকটিউকা-ভাইরোসা (Lactuea Virosa) ।

পরিচয় :—অপর নাম পয়েজনাস লেট্‌সি। ল্যাকটি-ভাইরোসা ও স্যাটাইভার সম্মিলনে ইহার লক্ষণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। এই জাতীয় বৃক্ষ ইউরোপ অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা , হৃদ্‌শূল ; উদরী , অর্শ , কোষ্ঠকাঠিন্য ; মূর্চ্ছাভাব ; যকৃতের পীড়া ; প্লীহার রোগ ; প্রমেহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

এই ঔষধের নিদ্রালুতা অত্যধিক, এমন কি রোগী কাজ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে (নাক্স-ম)। দিনের বেলায় অত্যন্ত ঘুম পায় তৎসহ ক্লান্তি ও আলস্য বোধ। যেমন তাহার নিদ্রালুতা সেইরূপ তাহার কোষ্ঠবদ্ধতা ; ল্যাকেসিসের রোগীর ন্যায় তাহার গলায় গলাবন্ধ বা অন্য কোনও জিনিস (যত লঘু বা হাল্‌কা হ'ক না কেন) এর সংস্পর্শ ই সহ্য হয় না।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x।

ল্যাকেসিস (Lachesis) ।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া :—ইহার অপর নাম ল্যাকেসিস টি গোনকেফালাস, বা লেন্স হেডেড্ ভাইপার। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণপ্রধান স্থানের সুরুকুকু নামক সর্পের বিষ হইতে বিচূর্ণ ও পরে বিচূর্ণ হইতে তরল ক্রম তৈরী হইয়া থাকে ; সর্পবিষ বিচূর্ণ করিয়া অথবা গ্লিসিরিণে দ্রব করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ষষ্ঠ দশমিক চূর্ণের নীচে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না।

পরিচয় :—১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই মহামান্য হেরিং ঐ সুরুকুকু সর্পের বিষ সংগ্রহ করিয়া নিজে প্রথম পরীক্ষা করেন। ল্যাকেসিস সর্প দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট এবং বিষদাঁত প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। হেরিং যখন এই ঔষধটী পরীক্ষা করেন তখন তিনি একটী জীবিত সর্প ধরিয়া আনিয়া উহাকে একটী আঘাত দিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। তারপর সর্পের বিষকোষ খুব জোরে চাপিয়া বিষ বাহির করিয়া দুগ্ধ শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে ৩x ক্রম পর্য্যন্ত তৈরী করিয়া এই তীব্র জাতীয় বিষ নিজ শরীরে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার বিষক্রিয়ার ফলে হেরিং তাহার গলার বোতাম পরার সখ জন্মের মত হারাইয়াছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, জামার বোতাম আঁটিতে পারিতেন না।

ব্যবহারস্থল :—পারদের দোষজনিত উপসর্গ, স্ত্রীলোকদিগের বয়ঃসন্ধিকালে রজোনিবৃত্তি বশতঃ যে সকল রোগ জন্মে, স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদ, ডিপ্থিরিয়া, স্ত্রীলোকদিগের পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, ধমনীর অর্ব্বুদ, জরায়ু ও ডিম্বকোষের অর্ব্বুদ, ক্ষীণদৃষ্টি, বাঘী, বিসর্প, দুষ্টব্রণ, ক্যান্সার, হুপিং কাসি, টন্সিল প্রদাহ, শ্বাসকাসি, পৃষ্ঠাঘাত, শয্যাক্ষত, শোথ, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, ডিম্বাশয়ের কাঠিন্যতা ও তথায় পুঁজোৎপত্তি, অর্শ, কর্ণ ও নাসিকার ভিতর পলিপাস বা বহুপাদ, মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব, গ্যাংগ্রিণ, যকৃতের পীড়া, সাংঘাতিক জাতীয় সান্নিপাতিক জ্বর, অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত বা অর্দ্ধ শরীরের পক্ষাঘাত, অন্ত্রচ্যুতি, মুখক্ষত, কুষ্ঠ, গর্ভাবস্থায় নানাবিধ পীড়া, প্লেগ, বসন্ত, ফুসফুস-প্রদাহ, সূতিকাক্ষেপ, আঙ্গুলহাড়া, আরক্ত জ্বর প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতিরেকে মানসিক বিকৃতি, আঁচিল, সদ্যজাত সাংঘাতিক ক্ষত, সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বর, সাংঘাতিক জাতীয় হাম প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ। ডাঃ হেরিং এই ল্যাকেসিস বা সর্পবিষের আবিষ্কার করিয়া জগতের কত কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি আজ জীবিত নাই কিন্তু যতদিন তাঁহার ল্যাকেসিস থাকিবে ততদিন তিনি এই পৃথিবীতে অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকিবেন। ল্যাকেসিস দ্বারা কত মৃতকল্প এবং সাংঘাতিক জাতীয় রোগ যে নিরাময় হইতেছে, তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমাত্রেই অবগত আছেন।

ক্রিয়াস্থল :—পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডল, গলমধ্য, স্বরযন্ত্র, বায়ুনলী, হৃৎপিণ্ড, রক্তসঞ্চালন বিধান, বাম পার্শ্ব প্রভৃতিই ইহার ক্রিয়াস্থল।

মন :—ইহার রোগাদি **নিদ্রার পরই বেশী হয়।** **দীর্ঘকাল স্থায়ী শোক, দুঃখ, ভয়, বিরক্ত, সতীত্বে ও সততায় সন্দেহ,** প্রণয়জনিত পীড়াদি ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার্য্য। (দীর্ঘকালস্থায়ী শোক, দুঃখ, ভয়, প্রণয়াদির জন্য রোগাদিতে অ্যাসিড-ফস্, ইগ্নেসিয়া, অরাম প্রভৃতি ঔষধ)। ল্যাকেসিস রোগীর স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতাও যথেষ্ট, কোন কথা সে স্মরণ রাখিতে পারে না, তাহার বানান করিতে ভুল হয় (অ্যানাকার্ডি, অরাম, অ্যাসি-ফস্)। ল্যাকেসিস রোগী অনবরত

কথা বলিতে ভালবাসে, এক কথা বলিতে বলিতে অন্য কথা বলে, এক গল্প শেষ না হইতেই আর একটী গল্প বলিতে থাকে। **ষ্ট্র্যামোনিয়াম** রোগী কোন কথা বলিতে বলিতেই সেই কথার খেই বা সূত্র হারাইয়া ফেলে, এইজন্য সে কাঁদিতে থাকে। ল্যাকেসিস রোগী কথা বলিতে বলিতে কাঁপিতে থাকে, জড়াইয়া জড়াইয়া কথা বলে, যেন সে মদ্যপান করিয়াছে ; সে একটী কথা বলিয়া সেই কথাটী শেষ না করিয়াও অন্য কথার অবতারণা করে। ইহার রোগী অত্যন্ত **হিংসুটে,** হয়ত হিংসার কোন কারণ নাই তথাপি সে সকলের প্রতিই হিংসা করে। এই ঔষধে যেমন হিংসা আছে আবার সেইরূপ সন্দেহও অত্যন্ত আছে ; বিশেষতঃ একজন তরুণী তাহার বান্ধবী-তরুণীদিগকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে। সে সদা সর্ব্বদা মনে করে যেন বান্ধবীরা তাহার বিপক্ষে নানা কথা বলিতেছে, আবার কখন সে মনে করে, তাহার স্বামী পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন তাহাকে বিষ পান করাইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে, কখন ভাবে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ তাহার খাদ্যের ভিতর বিষ মিশাইয়া দিতেছে, সেইজন্য রোগিণী কোন খাইবার জিনিষ খাইতে চায় না। ল্যাকেসিস রোগিণী সকল বিষয়েই মন্দভাব গ্রহণ করে, তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে ঘৃণা করে, তাহার বিপক্ষে নানা কথা বলে, তাহার প্রতি শত্রুতা করে,- ইহাই তাহার বিশ্বাস। তাহার রোগ সম্বন্ধে বড়ই দুর্ভাবনা। **ডাঃ কেণ্ট** বলেন, রোগী মনে করে সে মৃত ; অথবা সে স্বপ্ন দেখে সে মৃত বা তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত। তিনি আরও বলেন, ল্যাকেসিস রোগিণী মনে করে সে স্বয়ং অপর কেহ হইবে এবং সে কোন শক্তিশালী ক্ষমতার অধীনে আছে এবং সেই অলৌকিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ঘুমের ভিতর সে শুনিতে পায় যেন কেহ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিতেছেন, কখনও এই অলৌকিক ক্ষমতা যেন চূর্ণ করিতে তাহাকে আদেশ দিতেছে, মানুষ খুন করিতে অথবা যে কোন কার্য্য সে জীবনে করে নাই সেই কার্য্য করিবার জন্য আদিষ্ট হইতেছে। আবার কখনও সে এই মনে করে যেন সে কিছু চুরি করিয়া আসিতেছে সেইজন্য সে আইনকে ভয় করে। ইহার রোগিণীর ঘুমে অত্যন্ত ভয়, কারণ ঘুমের ভিতরই তাহার যত অবাস্তব লক্ষণগুলি জাগরিত হয়, রাত্রে ঘুমের পরিবর্ত্তে সে অত্যন্ত কার্য্য করিতে পারে এবং পরিশ্রমের কার্য্য করিলে ভাল থাকে।

ইহার যেমন অলৌকিক শক্তির প্রতি ভয় আছে এবং নানারূপ অপকার্য্য করিবার ইচ্ছা দেখা যায় সেইরূপ রোগিণীর ধর্ম্মকার্য্যেও বেশ অনুরাগ দেখা যায়, তথাকথিত এই ধর্ম্মকার্য্যে অনুরাগ ধর্ম্মোন্মাদনার নামান্তর মাত্র ; এই ধর্ম্মানুরাগ সম্বন্ধে সে অবিরত কথা বলে তজ্জন্য সে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে চায় না। ইহার রোগিণী যেমন খুব বেশী কথা বলিতে ভালবাসে সেইরূপ সব কার্য্যই খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়া থাকে। **অরামের** রোগীও সর্ব্বকার্য্য অতি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে কিন্তু ইহার সহিত আত্মহত্যার ইচ্ছা বিদ্যমান থাকিবেই। **আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকামের** রোগী সর্ব্বকার্য্য তাড়াতাড়ি করে, ইহার রোগী অত্যন্ত ভীরু স্বভাবের, জনবহুল স্থানে যাইতে অত্যন্ত ভয় পায় এবং মিষ্টপ্রিয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নৈরাশ্যজনক প্রেমের ফলে অসুখ হইলে ল্যাকেসিস উপযোগী, বিশেষতঃ যুবতী ও বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারী যদি হতাশ প্রেমের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ভুগিতে থাকে এবং সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটায় তাহা হইলে "ল্যাকেসিস"কেই মনে করা উচিত। মূর্চ্ছা বায়ু, কান্না, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি যদি দেখা যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, এইজন্য আত্মহত্যা করিবার বাসনা জন্মে, তবে ল্যাকসিসই একমাত্র ঔষধ।

গঠন ও স্বভাব :—বিষন্ন, উদ্যমহীন, অলস ও শীর্ণকায়, চঞ্চল ও অনবরত বক্তৃতাপ্রিয় ও বাক্যবাগীশ ব্যক্তিদিগের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। নিদ্রার পরে রোগ লক্ষনের বৃদ্ধি এবং বামদিকে রোগের আক্রমণ ল্যাকসিসের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

গলনলীর পীড়া :—গলনলীর পীড়ার জন্য ল্যাকেসিস একটী উত্তম ঔষধ। ইহার পীড়া বাম দিকে আরম্ভ হইয়া ডানদিকে চলিয়া যায়, **লাইকোপোডিয়ামের** পীড়া ডানদিকে আরম্ভ হইয়া বামদিকে চলিয়া যায় এবং **ল্যাক্-ক্যানাইনামের** পীড়া বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া তারপর ডানদিকে যায় আবার ডানদিক হইতে বামদিকে ঘুরিয়া যায়—এইরূপে রোগলক্ষণ পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া বেড়ায়। ল্যাকেসিসের রোগীর গলনলীর পীড়া হইয়া আলজিহ্বা বড় হয়, তালুমূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বর দুইটী ঈষৎ বেগুনী বর্ণের হইয়া ফুলিয়া উঠে, সেইজন্য রোগী সর্ব্বদাই বলে যেন তাহার গলা বন্ধ হইয়া আছে, যেন তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, যেন তাহার গলার ভিতর একটী পুটুলী উঠিতেছে, নামিতেছে, সেইজন্য সে ঢোক গিলিতে বাধ্য হয়, ঢোক গিলিলে ক্ষণকালের জন্য পুটুলীটি নামিয়া যায়, পুনরায় গলাটিকে বন্ধ করিয়া রাখে। ল্যাকেসিস রোগী জলপান করিবার সময় জল নাকের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়। রোগী লালা গিলিলে অত্যন্ত গলায় লাগে, জল গিলিলে সামান্য লাগে, কিন্তু কঠিন দ্রব্য গিলিতে তাহার কোন কষ্ট হয় না বরং তাহার আরাম বোধ হয়; এই লক্ষণ আমরা **বেল, ব্রাই ও ইগ্নেসিয়ায়** দেখিতে পাই (স্ব স্ব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। ল্যাকেসিস প্রদাহযুক্ত টনসিলের পক্ষে যেমন উপযোগী আবার টনসিল্ পাকিয়া পুঁজ জন্মিলেও সেইরূপ কার্য্যকরী ঔষধ। টন্সিল পাকিয়া ক্ষতযুক্ত হয় এবং ঐ ক্ষত গলনলী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া গলনলী বন্ধ করিবার উপক্রম করে, এই সময় রোগীর পক্ষে কোন জিনিষ গিলা ক্লেশকর হইয়া উঠে, গিলিবার বা খাইবার চেষ্টা করিলে ভুক্ত অথবা পানীয় দ্রব্য নাক দিয়া বাহির হইয়া যায়। ল্যাকেসিস তরুণ ও পুরাতন টন্সিল্ রোগের উত্তম ঔষধ (ব্যারাইটা আয়োড ও ব্যারাইটা কার্ব্ব উভয় ঔষধও পুরাতন টন্সিল প্রদাহের উত্তম ঔষধ)।

ডিপথিরিয়া :—বামদিকে আরম্ভ হইয়া ডানদিকে চলিয়া যায়। রোগের যন্ত্রণা নিদ্রাভঙ্গে বা নিদ্রার উপক্রমে বেশী হয়, সেইজন্য শিশু ভয়ে নিদ্রা যাইতে চাহে না। শিশুর গলা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় গলার ভিতর যে কৃত্রিম ঝিল্লী উঠিয়াছে উহা বেগুনী বর্ণের। শিশু কোন গরম দ্রব্য খাইতে চায় না, উহাতে রোগ যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, তরল পদার্থ পানে এবং কণ্ঠনলীর উপর চাপ দিলে যন্ত্রণার আধিক্য। ইহার ক্ষত সকল উপরের দিকে উঠিয়া নাসিকার পশ্চাৎনলীর ভিতর প্রবেশ করে, ঐ জন্য রোগীর গলা এত শুষ্ক হইয়া যায় যে নিদ্রার উপক্রমে শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ল্যাকেসিসের রোগী এরূ দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে যে তাহার উঠিবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, আঠার ন্যায় ঘাম বাহির হয়, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণ পাইলে ল্যাকেসিস ব্যবহার্য্য। (ডিপথিরিয়ার জন্য মার্ক-বিন-আয়োড, মার্ক-সায়েনাইড, ফাইটোলক্কা প্রভৃতি ঔষধও উপযোগী)।

কাসি :—ইহাতে নানা জাতীয় কাসি আছে; হৃদ্‌রোগ জনিত কাসি, গলার পীড়া হেতু কাসি, সামান্য কাসি হইতে ব্রঙ্কাইটীস্, নিউমোনিয়া, হাঁপানি ইত্যাদি কাসিতে ল্যাকেসিস উপযোগী। শুষ্ক কাসির জন্য রোগীর গলা ভাঙ্গিয়া যায় অর্থাৎ স্বরভঙ্গ হয়। স্বরনলীতে অত্যন্ত ব্যথা হয়।

ঘুংড়িকাসি :—ঘুম ভাঙ্গিবার পর অত্যধিক হয়। ল্যাকেসিসের ঘুংড়িকাসি সাধারণতঃ ডিপ্‌থিরিয়া রোগের সহিত বা তাহার পর অধিক হইতে থাকে। ঘুংড়িকাসির রোগী নিদ্রিত হইবার পর তাহার শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় সেইজন্য আর সে ঘুমাইতে চায় না বা নিদ্রার নামে সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

হাঁপানি কাসির রোগী হয়ত ঘুমাইয়া আছে হঠাৎ তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং সে ঘন ঘন কাসিতে থাকে। কাসিয়া কাসিয়া যখন সে সামান্য একটু শ্লেষ্মা কোন রকমে উঠাইয়া ফেলে তখন তাহার হাঁপানির কতকটা উপশম হয়। হাঁপানির টানের সময় রোগী গায়ে কোন কাপড় রাখিতে পারে না; তখন তাহার গায়ে হাওয়া করিতে বলে কিন্তু একটু দূর হইতে; **কার্ব্বো-ভেজ** রোগী খুব জোরে জোরে হাওয়া করিতে বলে, জোরে জোরে হাওয়া করিলে তাহার হাঁপানির উপশম হয়। **চায়না** রোগী খুব জোরে জোরে হাওয়া করিতে বলে বটে কিন্তু জোরে হাওয়া করিলে তাহার শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়; **আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকাম** রোগীর ঘরে বহুলোক থাকিলে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। হাঁপানির বৃদ্ধি—স্বরনলী স্পর্শ করিলে, ঘুম ভাঙ্গিলে, আহারাদির পর, কথা বলিলে, (কথা বলিলে হাঁপানির বৃদ্ধি স্পঞ্জিয়া, ড্রোসেরা, কষ্টিকাম প্রভৃতি ঔষধেও আছে—ইহাদের স্ব স্ব লক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

শ্বাসকষ্টের উপশম সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া বসিলে; **কেলিকার্ব্ব** রোগী হাঁপানি জন্য হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া বসিতে বাধ্য হয়।

ব্রঙ্কাইটিস :—অত্যন্ত শুষ্ক খক্‌খকে কাসি, কাসিতে কাসিতে সে তাহার গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়। রোগীর মুখ বা নাসিকার নিকটে কোন জিনিস লইয়া গেলেই কাসির বৃদ্ধি হয় এবং শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়, তাহার ঘাড়ের উপর বা গলনলীর উপর কোন কাপড় থাকিলে উহার ভার সে সহ্য করিতে পারে না। অন্যান্য হাঁপানির লক্ষণের ন্যায়।

মাথার যন্ত্রণা :—ল্যাকেসিস রোগীর মাথার যন্ত্রণা **নেট্রামের** ন্যায় রৌদ্রের উত্তাপে বেশী হয় এবং সে রৌদ্রের উত্তাপে ও মাথার যন্ত্রণায় অত্যন্ত অবসন্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। রৌদ্রের ভিতরে যে কেবল তাহার মাথার যন্ত্রণাই বেশী হয় তাহা নহে, রোগীর সমস্ত শরীর অবসন্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এইরূপ মাথার যন্ত্রণা ও অবসন্নতা আমরা গ্নোনয়ন, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিউর, অ্যান্টিম-ক্রুড প্রভৃতি ঔষধে দেখিতে পাই, ইহাতে যেমন মাথার যন্ত্রণা আছে তদ্রূপ মাথার ঘূর্ণনও আছে; ল্যাকেসিসের মাথা ঘুরাণি সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে, বায়ু সেবন করিবার জন্য বাহিরে গমন করিলে হয় এবং হাত তুলিলে মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। তাহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া যায়, গা বমি বমি করে, নাকের ভিতর রক্ত সঞ্চয়জনিত নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে, শরীর শিথিল হইয়া যায়। মদ্যপায়ীদিগের রক্তসঞ্চয়াধিক্যবশতঃ মাথার তীব্র যন্ত্রণা, সেইসঙ্গে বিসর্প উঠিলে ও সন্ন্যাস রোগের উপক্রমে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

সন্ন্যাস রোগ :—মাতালদিগের সন্ন্যাস রোগে ল্যাকেসিস উত্তম ঔষধ; ঐ জন্য **ব্যারাইটাও** কার্য্যকরী ঔষধ। সন্ন্যাস রোগের আক্রমণে রোগীর মুখমণ্ডল মলিন হইয়া যায়, সে হাত পা ছুঁড়িতে থাকে ও মাথার ভিতর রক্তের স্রোত বহিতেছে এইরূপ অনুভব করে। ইহার সন্ন্যাস-রোগ মাতালদের যেমন হয় সেইরূপ। যাহাদের মাসিক অবসন্নকারী ও অনিয়মিত বা রুদ্ধ ঋতু, সেই সকল স্ত্রীলোকদিগের রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার রোগিণী ও রোগী মনে ভাবে তাহার মাথার ভিতর যেন সীসক পূর্ণ আছে। বামদিগের সন্ন্যাসের আক্রমণে ইহা উত্তম ঔষধ।

ওপিয়ামও মাতালদিগের সন্ন্যাস রোগে উত্তম ঔষধ, তবে ল্যাকেসিসের সহিত পার্থক্য এই—ওপিয়ামের মুখমণ্ডল লাল ও আরক্তিম হয়, ল্যাকেসিসের হয় মলিন। রোগী জোরে নিশ্বাস ফেলে ও শরীর শক্ত আড়ষ্ট হয় ওপিয়ামে কিন্তু ল্যাকেসিসের শরীর শিথিল হইয়া যায়।

মেনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কাবরণী-প্রদাহ :—ল্যাকেসিসের মেনিঞ্জাইটিস্ সাধারণতঃ কোন প্রকার উদ্ভেদ ইত্যাদি বসিয়া গিয়া হইয়া থাকে—রোগীর মাথার ভিতর তীক্ষ্ণ বেদনা হইবার জন্য অত্যন্ত চীৎকার করিয়া উঠে (এপিস) সেই সঙ্গে তাহার জিহ্বা ফাটা বোধ করে, সে অনবরত মস্তক চালে ও বালিসের ভিতর মাথা গুঁজিয়া দেয়; **হেলিবোরাস** রোগীও তাহার মাথা এরূপভাবে বালিসের উপর চালিতে থাকে কিন্তু সেই সঙ্গে সে মুখের ভিতর কোন কিছু যেন চিবাইতেছে এরূপ লক্ষণ থাকে, একবার চীৎকার করিয়া উঠা ও একবার হাত নাড়াও ইহার একটী বিশেষত্ব। ল্যাকেসিস রোগীর ঐরূপ লক্ষণ থাকে না—সে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে ও বালিসে মাথা ঘসে। **এপিসের** রোগীর মেনিঞ্জাইটিসও উদ্ভেদাদি বসিয়া গিয়া হয় (ল্যাকে); তবে উভয়ের ভিতর পার্থক্য এই—এপিসের রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে চীৎকার করিয়া উঠে—গরম সহ্য করিতে পারে না, তৃষ্ণাহীন—ঠাণ্ডা চায়, প্রস্রাব একেবারে বন্ধ থাকে বা ফোঁটা ফোঁটা হয়, চোখের **নিচু পাতা** ফুলিয়া একটী থলের ন্যায় হয়। ল্যাকেসিসের প্রথম অবস্থায় নিদ্রালু ভাব থাকে অথচ ঘুম হয় না, রোগীর দেহ ও হৃদ্‌যন্ত্র কাঁপিতে থাকে, তাহার চক্ষু শুষ্ক অনুভব করে, চোখের সম্মুখে আগুনের ফুলকি সকল দেখিতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে এবং রোগের আক্রমণ বামদিক দিয়া আরম্ভ হইলে, ঘুমের পর রোগের বৃদ্ধি হইলে ল্যাকেসিসই একমাত্র ঔষধ।

নিউমোনিয়া :—রোগের প্রথম অবস্থায় আমরা ল্যাকেসিসের কথা চিন্তাও করিতে পারি না, তবে ইহার শেষ অবস্থায় ল্যাকেসিস একটী অমূল্য ঔষধ। সাধারণতঃ জ্বর বিকারের সহিত যদি নিউমোনিয়া হয় এবং বিকারের ভিতর নানাপ্রকার খেয়াল দেখে, নিউমোনিয়ার আক্রমণ বামদিকে আরম্ভ হইয়া ডানদিকে চালিত হয়, গয়ার পুঁজের ন্যায়, থুথুর ন্যায় বুজবুজে, বা রক্ত মিশ্রিত হয়, বক্ষে ভার বোধ করে, কাসি অত্যন্ত শুষ্ক ও খক্‌খকে, সে গলায় ও ঘাড়ে কোন কাপড় রাখিতে যদি না পারে—তাহা হইলে ইহা উপযোগী। রাত্রে নিদ্রার পর বা নিদ্রা যাইতে যাইতে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি, রোগের বৃদ্ধির সময় হাওয়া করিতে বলে কিন্তু একটু দূর হইতে—ইত্যাদি লক্ষণ পাইলে—ল্যাকেসিস প্রয়োগে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

ক্ষয়রোগ :—নিউমোনিয়ায় একাধিকবার ভুগিবার পর যদি উহা ক্ষয়রোগে পরিণত হয় তবে ল্যাকেসিস কার্য্যকরী ঔষধ। যক্ষ্মারোগের বৃদ্ধি অবস্থায় ভয়ঙ্কর শুষ্ক কাসিতে বিশেষতঃ ঘুম ভাঙ্গিলেই যখন কাসি অত্যন্ত বেশী হয় বা ঘুম ভাঙ্গিবার পর কাসির সহিত খুব গাঢ় শক্ত গয়ার উঠে অথবা গয়ার শক্ত এবং শ্লেষ্মা ও পুঁজ মিশ্রিত থাকে কিম্বা সবুজবর্ণের গয়ার নির্গত হইতে থাকে তাহা হইলে ইহাই ফলপ্রদ ঔষধ। ল্যাকেসিস রোগীর ঘুম আসিলেই ঘর্ম্ম, ঐ ঘর্ম্ম তাহার ঘাড়ে, কাঁধে ও বুকে বেশী হয় এবং ঘর্ম্ম হইবার পরই রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পরে ও নাড়ী অত্যধিক ক্ষীণ হইলে ইহা উপযোগী। নিউমোনিয়ার কুচিকিৎসার ফলে যদি রোগীর যক্ষ্মা হইবার উপক্রম হয় তবে **সালফারের** নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ যদি পাওয়াও যায় তাহা হইলেও সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে; **লাইকো** অচিকিৎসিত বা কুচিকিৎসিত নিউমোনিয়া যখন যক্ষ্মারোগে পরিণত হয়, এবং কাসির সহিত প্রচুর পরিমাণে পুঁজের ন্যায় গয়ার বাহির হয়,

গযারের স্বাদ যদি লোনতাস্বাদযুক্ত হয এবং যক্ষ্মারোগীর মৃদু জ্বর বেলা ৪টা হইতে ৮টার ভিতর আরম্ভ হয তাহা হইলে লাইকো উপযোগী। ইহার ভিতর পার্থক্য এই লাইকোর আক্রমণ ডাণদিক হইতে আরম্ভ হয এবং বামদিকে চলিয়া যায এবং ল্যাকেসিসের আক্রমণ বামদিকে আরম্ভ হইয়া ডাণদিকে চলিয়া যায, নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া :—ল্যাকেসিস রোগীর অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি হইতে থাকে। বুক ধড়ফড়ানির সময বা হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ার সময রোগী তাহার কণ্ঠের উপর ও বুকের উপর কোনরূপ চাপ সহ্য করিতে পারে না; ল্যাকেসিস রোগী সোজা হইয়া বসিলে ও ডাণদিক চাপিয়া শুইলে একটু ভাল অনুভব করে। সাধারণতঃ শোথ বা উদরীর সহিত যদি হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া হয সেই ক্ষেত্রে ইহা অতি উপযোগী। হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায তাহার বাম বাহু অসাড় হইয়া যায, বুক ধড়ফড়ানি হইয়া মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইতে থাকে। হৃদপিণ্ডের বাত হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডপ্রদেশে অত্যধিক বেদনা হইয়া রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের কি অবস্থা হইল এই ভাবিয়াই সে অস্থির হয। হৃদ্‌প্রদেশে চাপ বোধ, নিদ্রিত অবস্থায ঐ চাপ বোধ এত বেশী হয যে সে ঘুমাইতে পারে না।

শোথ ও বেরিবেরি :—শোথের সহিত হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায ল্যাকেসিস খুব উপযোগী ঔষধ। সে তাহার বুকের ভিতর অত্যন্ত যন্ত্রণা ও চাপবোধ করে, রোগী মনে করে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতর বায়ুপূর্ণ রহিয়াছে। নিদ্রার পর বা নিদ্রার উপক্রমেই শ্বাসকৃচ্ছ্রতার বৃদ্ধি, সে মনে করে যেন কেহ তাহার হৃদ্‌যন্ত্রটী চাপিয়া ধরিয়াছে, রোগী হযত নিদ্রিত অবস্থাতেই মনে করে যেন তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং এখনই তাহার মৃত্যু হইবে, এই ভয়ে সে বিছানা হইতে উঠিয়া খোলা বাতাসে আসিয়া বসে, খোলা বাতাসে তাহার যন্ত্রণার উপশম। ল্যাকেসিসের শোথের রং নীলাভ-বেগুনে, শোথের সহিত পিপাসা ও অস্থিরতা বিদ্যমান থাকে, তাহার প্রস্রাব কাল, দুর্গন্ধযুক্ত ও অল্প পরিমাণে হয। বৃদ্ধদিগের এবং মদ্যপায়ীদিগের ধমনীর আবরণে মেদসঞ্চয হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। হৃদযন্ত্রের শোথেও ইহা কার্য্যকরী। ইহার রোগীর প্রস্রাবে **এলবুমেন** প্রচুর পরিমাণে থাকিবার জন্য শোথ ও উদরী হয, সাধারণতঃ মাতালদিগের উদরীতে প্রস্রাবে প্রচুর এলবুমেন পাওয়া যায। ইহার প্রস্রাব কাল্‌চে ও ঘোলাটে।

কার্ব্বঙ্কল :—ল্যাকেসিস **দুষ্টজাতীয় কার্ব্বঙ্কল** রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর আক্রান্ত স্থান লালবর্ণের বা বেগুনেবর্ণের মত দেখা যায। ইহার পীড়ার গতি ধীর, সহজে পূঁজ জন্মে না, যদিবা কখন পূঁজ হয তাহা অল্প এবং রক্তমিশ্রিত। ইহার কার্ব্বঙ্কলে অত্যন্ত জ্বালা আছে। **কার্ব্বঙ্কল** যখন গ্যাংগ্রিণে পরিণত হইবার উপক্রম হয বা কার্ব্বঙ্কলের ঘা গ্যাংগ্রিণে পরিণত হয তখন ল্যাকেসিস্ সুন্দরভাবে রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহার কার্ব্বঙ্কল প্রাযই দেহের বামদিকেই বেশী হয। **কার্ব্বো-ভেজও** দুর্গন্ধ পূঁজ ও রসস্রাবী কার্ব্বঙ্কলের উত্তম ঔষধ। রোগীর আক্রান্ত স্থানে ভযানক জ্বালা, সেই জ্বালা ঠাণ্ডায ও অনবরত হাওযায উপশমিত হয। **কার্ব্বঙ্কল** যদি গ্যাংগ্রিণেও পরিণত হয এবং তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা থাকে এবং অতিরিক্ত হাওয়া দিলে উপশম বোধ করে তবে ইহা অমূল্য ঔষধ। জ্বালা আমরা কার্ব্বো-ভেজ, ল্যাকেসিস, আর্সেনিক, ট্যারেণ্টুলা এবং অ্যানথ্রাসিনামে দেখিতে পাই। **কার্ব্বো-ভেজের** জ্বালা খুব জোরে জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিলে উপশম হয, **আর্সেনিকের** জ্বালা গরমে উপশম, সেই সঙ্গে ছট্‌ফানি ও জল-পিপাসা

থাকা চাই ; ল্যাকেসিসের জ্বালায় হাওয়া চায় তবে দূর হইতে। আর্সেনিকের পর **অ্যান্থ্রাসিনাম** ব্যবহার্য্য। অ্যান্থ্রাসিনামের জ্বালা খুব বেশী, জ্বালা স্থানে অনবরত তুষার-শীতল জল বা বরফ জল ঢালিলে কতকটা উপশম। **ট্যারেন্টুলার** জ্বালা অসহনীয় ; এই জ্বালাই সর্ব্বপ্রধান কষ্টকর উপসর্গ।

বিসর্প :—ল্যাকেসিস যেমন কার্ব্বঙ্কল, দুষ্টজাতীয় ফোড়া ইত্যাদির ঔষধ সেইরূপ বিসর্পেরও উত্তম ঔষধ। ইহার বিসর্পের আক্রমণ বামদিকের মুখমণ্ডলে আরম্ভ হয়, আক্রান্ত স্থান প্রথম লালবর্ণের হইয়া থাকে। বিসর্প রোগে ইহার লক্ষণ অনেকটা **বেলেডোনার** ন্যায় ; মাথা গরম, জিহ্বা শুষ্ক, প্রলাপ বকা প্রভৃতি দেখিলে প্রথমে বেলেডোনা প্রযোগ করাই ভাল। ইহাতে ভাল হইয়া যায় ত উত্তম, না হইলে ল্যাকেসিস ব্যবহার্য্য। ল্যাকেসিস রোগীর সেলুলার টিস্যুর মধ্যে পুঁজ হইয়া আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠে; নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয় ; পা দুইখানি শীতল হইয়া রোগীর অঘোরভাব উপস্থিত হয় এবং বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকে। নিদ্রার উপক্রমে বা নিদ্রাভঙ্গে পীড়ার বৃদ্ধি এবং বামদিকের (বামদিক হইতে দক্ষিণ বা ডানদিকে প্রসারিত হয়) রোগ ইত্যাদি ল্যাকেসিসের বিশেষ লক্ষণ। ডানদিকের বিসর্পে **বেলেডোনা ও লাইকো**। গ্যাংগ্রিণযুক্ত বিসর্প রোগে ল্যাকেসিস, অতি উত্তম ঔষধ।

অপরাপর চর্ম্মরোগ :—ইহার চর্ম্মরোগের প্রদাহও অনেকটা বিসর্পের ন্যায় এবং ইহার প্রদাহ অনেক ক্ষেত্রে ঘায়ে পরিণত হয়। ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা, আক্রান্ত স্থান কাল্চে হইয়া যাওয়া ইহার বিশেষত্ব। এই ঔষধের চর্ম্মরোগে প্রায় দূষিত পুঁজ হইতে দেখা যায়। তাহার ঘুম ভাঙ্গিবার পরই যন্ত্রণা ও চুলকানির বৃদ্ধি। পাঁচড়া হইয়া রোগীর অত্যন্ত চুলকানি হইয়া থাকে, চুলকানি অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাঁপানির টান আরম্ভ হয়। ইহার ক্ষতে কোনরূপ স্পর্শ সহ্য হয় না, উহা হইতে খুব দুর্গন্ধযুক্ত রস নির্গত হয়। ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট উদ্ভেদ বাহির হয়, উহারা বেগুনীবর্ণবিশিষ্ট, ক্ষতের উপর গরম লাগাইলে উপশম। ইহার রোগীর পুরাতন ক্ষতচিহ্নসকল লাল হইয়া উঠিয়া ব্যথান্বিত হয়, ফাটিয়া উঠে এবং উহা হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে।

বসন্ত :—রোগের প্রথম অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না। সাংঘাতিক জাতীয় বসন্ত হইয়া রক্ত দূষিত হইয়া যাইবার পর রোগীর অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া থাকে অথবা যখন বসন্ত রোগীর টাইফয়েড অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন ইহা ভাল ঔষধ। ইহার রোগলক্ষণ ঘুম ভাঙ্গিবার পরই বেশী হয়। বিকার অবস্থায় রোগী অজ্ঞান হইয়া ভুল বকে, তাহার চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, চোখ মুখ বসিয়া যায়, জিহ্বা বাহির করিবার সময় অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে এবং নীচের মাড়ীতে জিহ্বা আট্কাইয়া যায়, রোগী **গলায় ও কোমরে কাপড় রাখিতে পারে না**, সে শক্ত পদার্থ খাইতে পারে কিন্তু তরল পদার্থ খাইতে অত্যন্ত কষ্ট, তখন ল্যাকেসিস ব্যবস্থেয়। তাহার জিহ্বা শুষ্ক, ফাটা ফাটা ও কালবর্ণের হয়। বসন্তের গুটিগুলি যখন পাকিতে আরম্ভ করে তখনই এই বিকার লক্ষণ আরম্ভ হইয়া রোগীর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া থাকে। **আর্সেনিকেও** বসন্তের শেষাবস্থায় টাইফয়েড ও বিকার লক্ষণের সহিত দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়, শ্বাসকষ্ট সহ পাওয়া যায়।

হাম :—রোগীর পীড়কাগুলি যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় বা হামের উদ্ভেদগুলি কাল অথবা নীলবর্ণের হয় ; তখন ল্যাকেসিস উত্তম ঔষধ। দুষ্ট জাতীয় হাম রোগে যখন রোগীর

অত্যন্ত সর্দ্দি, চক্ষু হইতে জল পড়া, গলার ভিতর ক্ষতবৎ বেদনা, সামান্য চাপে গলায় অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ, কিছু খাইবার সময় বাম কর্ণে ব্যথা এবং সমস্ত উপসর্গ ঘুমের পর বৃদ্ধি লক্ষণে ল্যাকেসিস উত্তম কার্য্য করে।

ক্যান্সার :—পূর্ব্বে আমরা বলিযাছি নানাজাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং যন্ত্রণাযুক্ত ক্ষত ইহাদ্বারা আরোগ্য লাভ করে। ইহার ক্যান্সার বা কর্কটিয়া ক্ষত হইতেও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, **ডাঃ ডানহামও** বলেন ক্যান্সার বা অন্যান্য ক্ষত হইতে যখন **অত্যন্ত দুর্গন্ধ** বাহির হয় তখন্ ইহা ব্যবহার্য্য। ইহার যন্ত্রণা নিদ্রার পর বা নিদ্রার উপক্রমে বেশী হয়। আক্রান্ত স্থানে, গলায়, ঘাড়ে ও পেটে কোন প্রকার ভার সহ্য করিতে পারে না। রোগীর গায়ে কেহ হাত দিলে সে বিরক্ত হয়।

উপদংশ ও পারদ অপব্যবহার জনিত পীড়া :—উপদংশের ক্ষত যখন গ্যাংগ্রিণে পরিণত হয়, ক্ষতের চতুর্দ্দিকে নীলাভ দাগ পড়ে তখন ইহা ব্যবহার্য্য ; অন্যান্য লক্ষণ পূর্ব্ববর্ণিত রূপ। পারদের অপব্যবহার বা উপদংশ জনিত পায়ের হাড়ের ক্ষতের চারিদিক নীলবর্ণ, গলায় ক্ষত এবং ক্ষত স্থানে এত ব্যথা যে, কোনরূপ ভার সহ্য করিতে পারে না বা হাত ছোঁয়ান সহ্য করিতে পারে না, রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে ল্যাকেসিস ব্যবহার্য্য ঔষধ। পারদ অপব্যবহার বশতঃ রোগীর দাঁতে পোকা লাগিলে, মুখে ক্ষত হইলে বা দাঁতের মাটীতে ঘা হইলে ইহা উপযোগী। ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতের চটা উঠিলে দাঁত নষ্ট হইয়া গেলে, দাঁতের ও মাঢীর চতুর্দ্দিকে নীল রেখা পড়িলে ল্যাকেসিস প্রয়োগ করিবে।

টাইফয়েড জ্বর :—টাইফয়েড জ্বরের বিকারাবস্থায় যখন রোগীর অবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়ায়-তখন ল্যাকেসিস দ্বারা ফল পাওয়া যায়। ইহার প্রলাপ প্রচণ্ডভাবে আসে না; রোগী বিড়বিড় করিয়া কথা বলে আর যখন তাহার প্রলাপ না থাকে তখন তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায় যে ভিতরে ভিতরে সে অত্যন্ত কাহিল হইয়া যাইতেছে, তাহার চক্ষু কোটরে বসিয়া যায়, নীচের দিকের চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে, জিহ্বা শুষ্ক এবং কালবর্ণের, জিহ্বা দেখাইতে বলিলে সাপের ন্যায় বারবার জিহ্বা বাহির করে কিন্তু জিহ্বা কাঁপিতে থাকে, জিহ্বার ডগায় ছোট ছোট ফোস্কা বাহির হয়, জিহ্বা ফাটা ফাটা দেখায়, জিহ্বার ঐ ফাটা হইতে কালবর্ণের রক্ত বাহির হয়। যখনই রোগীর জিহ্বায় পূর্ব্বকথিতরূপ কাল্‌চে লেপ দেখিতে পাইবে তখনই মনে করিবে রোগীর শরীরে অত্যধিক টাইফয়েড-বিষ বিদ্যমান আছে। টাইফয়েডের শেষ অবস্থায়ই ল্যাকেসিস বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কেবল টাইফয়েড বলি কেন, ল্যাকেসিস সকল পীড়ারই শেষ অবস্থায় যখন রোগ সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় তখন ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সময় রোগীর মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইয়া থাকে বলিয়া সে অঘোর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, আবার চুপ করিয়া থাকে; তাহার চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, **ওপিয়াম** রোগীও অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া থাকে। ল্যাকেসিস রোগী মাঝে মাঝে বিড় বিড় করিয়া কথা বলে কিন্তু ওপিয়াম রোগীর কোন জ্ঞানই থাকে না, অঘোরে পড়িয়া থাকে, ল্যাকেসিসের প্রলাপ ও বিকারভাব, মস্তিষ্কে টাইফয়েড-বিষ প্রচুর সঞ্চিত থাকে বলিয়া। **হাইওসায়ামাস** রোগীরও বিকারের ভিতর চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, শরীরের মাংসপেশীসমূহ কাঁপে, হাত পা অত্যন্ত কাঁপে; এই লক্ষণ ল্যাকেসিসেও আছে, পার্থক্য এই—হাইওসায়ামাসে

হাতে কাঁপুনি ও দুর্বলতা অত্যধিক দেখা যায়, মাংসপেশীর হঠাৎ স্পন্দন হাইওসায়ামাসে অধিক। ল্যাকেসিসের উপসর্গ নিদ্রার ভিতর বা নিদ্রার উপক্রমে, বেশীর ভাগ নিদ্রা ভঙ্গে উপসর্গচয় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এই লক্ষণ অন্য কোন ঔষধে এরূপ নাই।

টাইফয়েড জ্বরে যখন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ল্যাকেসিস ও হাইওসায়ামাস শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ল্যাকেসিসের মল, মূত্র, ঘর্মাদি অত্য দুর্গন্ধযুক্ত। আমরা দুর্গন্ধযুক্ত মল মূত্রাদি **ব্যাপ্‌টিসিয়াতেও** পাই, তবে ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগের প্রথম অবস্থায় এবং ল্যাকেসিস রোগের শেষ অবস্থায় অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে বেশী প্রযোজ্য। ল্যাকেসিস রোগীর মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হয়, ঐ রক্ত কাল এবং রক্তের ভিতর তলানি থাকে। টাইফয়েড রোগীর জিহ্বা কাঁপা এবং জিহ্বা বাহির করিতে কষ্ট, এই লক্ষণ আমরা **জেলসিমিয়ামেও** দেখিতে পাই, ল্যাকেসিসের জিহ্বা ফাটা ফাটা শুষ্ক, জেলসের জিহ্বা ঐরূপ নহে, জেলসের জিহ্বার অবস্থা রোগের তরুণ অবস্থায় বেশী হয়, আর ল্যাকেসিসের জিহ্বার অবস্থা রোগের শেষ অবস্থায় দেখা যায়। **লাইকোপোডিয়াম** ল্যাকেসিসের পরে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ, লাইকোর রোগ ক্রমশঃ ডানদিক হইতে আরম্ভ হইয়া বামদিকে যায় এবং ল্যাকেসিসের রোগ বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া ডানদিকে যায়, ল্যাকেসিস রোগী অচৈতন্যভাবে পড়িয়া থাকে, নীচের চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, জিহ্বা বার বার বাহির করে, চুলকায় ও কাঁপে, চোখ হইতে জল পড়া আছে, লাইকোর রোগীর নাকের পাতা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঠে নামে, জিহ্বাও একবার বাহির করে ও মুখের পুনরায় ভিতর ঢুকায়, কিন্তু ল্যাকেসিসের জিহ্বা যেমন কাল ফাটা ফাটা শুষ্ক, লাইকোর সেইরূপ নহে। লাইকোর রোগের বৃদ্ধি বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার ভিতর আর ল্যাকেসিসের রোগের বৃদ্ধি নিদ্রার পর ও নিদ্রার উপক্রমে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে:—ল্যাকেসিস যে ম্যালেরিয়া জ্বর খুব বেশী ব্যবহৃত হয় এরূপ মনে হয় না, তবে পুরাতন জাতীয় সবিরাম জ্বর এবং যে সমস্ত জ্বর কুইনাইন সেবনে চাপা থাকে সেই সকল জ্বরে লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিতে পারিলে ফল পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যদি বসন্তকালে আসে এবং উহা যদি কুইনাইন চাপার ফলে হয় এবং ল্যাকেসিসের লক্ষণ পাওয়া যায় তখন ইহা ব্যবহার্য্য। ল্যাকেসিস রোগীর জ্বর আসিবার সময়ে ভয়ানক শীত করে, তখন সে আগুনের ধারে বসিতে চায় এবং ২।৩ খানা লেপ চাপা দিলে শীতের কতকটা উপশম হয়, কেবল লেপ চাপা দিলেই তাহার শান্তি হয় না, ঐ সঙ্গে কেহ তাহাকে চাপিয়া ধরে, ইহা সে চায়। খুব লেপ চাপা না দিলে বা তাহাকে কেহ চাপিয়া না ধরিলে সে কাঁপিতে থাকে। ইহার আর একটী প্রধান লক্ষণ রোগীর জিহ্বা অত্যন্ত কাঁপে, **জেলসিমিয়াম** রোগীরও জিহ্বা বাহির করিলে কাঁপে। পার্থক্য এই—জেলস তরুণ জাতীয় জ্বরে ব্যবহার্য্য, ল্যাকেসিস পুরাতন জ্বরে ব্যবহার্য্য, সেই সঙ্গে ল্যাকেসিসের জিহ্বা ফাটা ফাটা শুষ্ক।

যকৃতের পীড়া:—মদ্যপায়ীদিগের যকৃতের নানাবিধ পীড়ায় ল্যাকেসিস ব্যবহার্য্য। যকৃতের বিকৃতির জন্য যদি শোথ, যকৃতের স্ফোটক প্রদাহ প্রভৃতি হয়, যকৃতের দিকে অর্থাৎ পেটের ডানদিকে অত্যধিক বেদনা থাকিবার জন্য যদি রোগী পেটে কাপড় না রাখিতে পারে, রাত্রে নিদ্রার উপক্রমে বা নিদ্রাভঙ্গের পর যন্ত্রণা অত্যধিক হয় তবে ল্যাকেসিস উত্তম ঔষধ। যকৃতের পীড়ায় ল্যাকেসিস লাইকোর সমতুল্য ঔষধ।

স্ত্রীরোগ :—স্ত্রীলোকদিগের নানাজাতীয় পীড়ায় ল্যাকেসিস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ ; বিশেষতঃ বাম ডিম্বকোষের পীড়া হইয়া যখন ডানদিকের ডিম্বকোষ আক্রান্ত হয় তখন ল্যাকেসিস উত্তম ঔষধ, এমন কি ডিম্বকোষের অর্ব্বুদ বা ক্যান্সার প্রভৃতির জন্যও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

ঋতুস্রাব :—ইহার ঋতুস্রাব নিয়মিতভাবে হয় কিন্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী, স্রাব পরিমাণে যেমন কম হয়, সেইরূপ স্রাব হইবার পর সকল যন্ত্রণার শান্তি হওয়াও ইহার একটী প্রধান লক্ষণ (জিঙ্ক, সিমীফিউগা-অক্সাল) ; ঋতুস্রাবের সময় **প্ল্যাটিনাম** ও **ওরিগেনাম** রোগিণীর ন্যায় ইহার ভয়ানক কামপ্রবৃত্তি দেখা দেয়। **বয়োসন্ধিকালে** (সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের ৪৫ বৎসর বয়সের সময় মাসিক ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, কাহারও ৪২।৪৩ বৎসরেও ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তাহাকে বয়োসন্ধিকাল" বলে), যদি তাহাদিগের ঋতুস্রাব বা অর্শ হইতে রক্তস্রাব থাকিয়া থাকিয়া হয়, ঐ রক্ত যদি গরম হয় এবং যদি গরম ঘর্ম্ম নির্গত হয় তবে ইহাই একমাত্র ঔষধ। যদি রক্তস্রাবের সময়, রোগিণীর শরীরে অত্যন্ত জ্বালা, সর্ব্বশরীরে গরমভাব, মাথায় অত্যন্ত বেদনা ও গরমভাব থাকে তবে ল্যাকেসিসই একমাত্র ঔষধ।

বয়োসন্ধিকালে রক্তপ্রদর বা অতিরিক্ত রক্তস্রাব, সেই সঙ্গে মাথার তালুতে জ্বালা, জরায়ুপ্রদেশে বেদনা, কখন কখন ঐ বেদনা সাংঘাতিক হয় এবং একটু রক্তস্রাব হইলেই সাংঘাতিক বেদনা কমিয়া যায় ; অত্যধিক বেদনা জন্য রোগিণী জরায়ুপ্রদেশে কোন প্রকার কাপড়ের ঘসা বা কাপড়ের ভার সহ্য করিতে পারে না, সেইজন্য রোগিণী ঢিলা করিয়া কাপড় পরিয়া থাকে। বয়োসন্ধিকালে কেবল যে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় তাহা নহে, ঋতুলোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় ; তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, নাড়ী ক্ষীণ, মাথার যন্ত্রণা, মানসিক অবসাদ, বেশী কথা বলা, সন্দেহ, হিংসা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, রোগিণী মনে ভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কেহ তাহাকে কিছু খাইতে দিলে খায় না, মনে করে বিষ দিতেছে, রাত্রে অনবরত কথা বলার জন্য ঘুম হয় না, কেহ জোরে কথা বলিলে বা গায়ে হাত দিলে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে পর তাহার সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি হয়। ল্যাকেসিস রোগিণীদের বয়োসন্ধিকালের পর হইতেই একটা না একটা পীড়া লাগিয়াই থাকে, একদিনের জন্যও সে সুস্থ থাকিতে পারে না, আজ এটা কাল ওটা এরূপভাবে ভুগিতেই থাকে, সেই সকল রমণীদের অসুস্থতায় ২।১ মাত্রা উচ্চশক্তি ল্যাকেসিসে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

ডিম্বকোষের পীড়ায়, জরায়ুর বেদনায় এবং প্রসবের পর অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হইলে অথবা প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ হইয়া সূতিকা জ্বর হইলে এবং ল্যাকেসিসের পূর্ব্ববর্ণিতরূপ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ল্যাকেসিস দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়, রক্তস্রাবপ্রবণ অর্ব্বুদ ও উপমাংস ইত্যাদিও ল্যাকেসিস দ্বারা আরোগ্য হয়।

প্রস্রাব ও প্রস্রাবের থলির প্রদাহ :—ইহার প্রস্রাব প্রায়ই কালবর্ণের হয়, প্রস্রাব করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বেগ দিতে হয়, প্রস্রাব হইলে পর মূত্রনালীর ভিতর জ্বালাবোধ ; প্রস্রাবে অণ্ডলালা মিশ্রিত থাকে, প্রস্রাব হইতে ও প্রস্রাবের দ্বার হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, যদি কিড্‌নি বা মূত্রগ্রন্থি হইতে সারা মূত্রপথে তীব্র বেদনা হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্ববর্ণিতরূপ প্রস্রাব হয় তবে ল্যাকেসিসই ঔষধ। ল্যাকেসিস প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহার ধাতুগত লক্ষণ এবং প্রকৃতিগত লক্ষণ উত্তমরূপে দেখিয়া তবে ব্যবহার করিবে। ইহার প্রস্রাব কালচে, অণ্ডলালা মিশ্রিত এবং দুর্গন্ধযুক্ত ;

সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় যোনিদ্বার হইতে কালবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব হয় ; তবে ইহা স্মরণ রাখিবে যে, ল্যাকেসিসের রক্তে কিছু তলানি পড়ে। জ্বরবিকার ইত্যাদি পীড়ায় যখন যকৃতের রক্ত পচিয়া প্রস্রাবদ্বার দিয়া নির্গত হয়, প্রস্রাব ও রক্ত কালবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত এবং প্রস্রাবে যেখানে তলানি পড়ে সেই স্থানেই ল্যাকেসিস ফলপ্রদ ঔষধ।

কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময় ও মলান্ত্রের পীড়া :—ল্যাকেসিসে মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তাবশতঃ রোগীর মলান্ত্র মধ্যে মল জমিয়া থাকে অথচ মোটেই বেগ থাকে না, বাহ্যে অত্যন্ত শক্ত, বাহ্যে করিবার সময় তাহার মলদ্বারে কেহ যেন ছোট ছোট হাতুরী দ্বারা আঘাত করিতেছে এইরূপ বোধ। তাহার মল শক্ত বা পাতলা হউক অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ; এবং মলদ্বারের ভিতর যেন ধক্ ধক্ করিতেছে এরূপ যন্ত্রণা। ঋতুর সময় বাহ্যে করিতে ঐরূপ হইতে থাকিলে **লাইসিন**। রোগীর বাহ্যের পর সমস্ত দিন মলদ্বার দপ্ দপ্ করিলে **সালফার** ; মলত্যাগের পর অত্যন্ত দপ্ দপ্ করিলে ম্যানিসিনেলা কার্য্যকরী ঔষধ। সাধারণতঃ ল্যাকেসিসের শক্ত বাহ্যেই হইয়া থাকে, কখনও কখনও পর্য্যায়ক্রমে শক্ত ও তরল বাহ্যে হয়। যখন তাহার উদরাময় বা তরল বাহ্যে হয় তখন তাহার মল জলের ন্যায় পাতলা, ফিকা হলুদবর্ণের বা ঘোর পিঙ্গলবর্ণের অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, কখনও অত্যন্ত কাল বিকৃত রক্তময় থাকে, আবার কখনও বা রক্ত ও রক্তের কল্তানিযুক্ত বাহ্যে হয়। ল্যাকেসিসের এরূপ রক্ত মিশ্রিত কাল কাল বাহ্যে বা দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যে জ্বরবিকার, টাইফয়েড বা সাংঘাতিক জাতীয় ম্যালেরিয়া জ্বরেই বেশী দেখা যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্যে তাহার বৃথা বেগ দিতে হয়, রোগিণী মনে ভাবে তাহার মলদ্বার যেন কিছু দ্বারা বন্ধ হইয়া আছে ; মলত্যাগের সময় ও পরে অত্যন্ত যন্ত্রণা, সেইজন্য রোগিণী পায়খানায় গিয়া মলত্যাগ না করিয়াই ফিরিয়া আসিয়া থাকে। ইহা **অর্শ** রোগেও ব্যবহৃত হয়, অর্শের বলি বাহির হইয়া পড়ে ; সে কাসিলে, হাঁচিলে বা কোঁথ দিলে অর্শ-বলির স্থান হইতে তীক্ষ্ণ শলাকাবিদ্ধবৎ বেদনা উপরদিকে চলিয়া যায়।

অজীর্ণ :—মদ্যপায়ী, নেশাখোর ও অতিরিক্ত কুইনাইন সেবীদিগের অথবা যাহাদের শরীর পারদ-বিষ-দুষ্ট তাহাদের অজীর্ণ রোগে ল্যাকেসিস কার্য্যকরী ঔষধ। যদি খাইবার পরই তাহার পেট ফুলিয়া উঠে, পেটের ব্যথা কিছু খাইবার পরই কিছুক্ষণের জন্য কমিয়া যায় (অ্যানাকা) আবার কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বেদনা আবির্ভূত হয় এবং তাহার টক দ্রব্য সহ্য না হয় তবে ইহা ব্যবহার্য্য। এই লক্ষণের সহিত ল্যাকেসিসের অন্যান্য প্রধান প্রধান লক্ষণ থাকা চাই।

ইহা ব্যতিরেকে ল্যাকেসিস অন্ত্রপ্রদাহ, আমাশয়, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, প্রসবের পর উন্মত্ততা প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী।

কম্প-প্রলাপ (Delirium tremens) :—ল্যাকেসিস কম্প প্রলাপের উত্তম ঔষধ। অতিরিক্ত নেশার পরিণাম ফল "কম্প-প্রলাপ"। রোগী প্রলাপের ভিতর (নিদ্রিত অবস্থায় কি জাগ্রত অবস্থায়ই হউক না কেন) সাপ দেখিতে পায়, কেবল সাপ নহে অন্যান্য কাল্পনিক পদার্থও দেখে, **ওপিয়ামও** এই অবস্থায় ব্যবহার্য্য ঔষধ। ওপিয়াম রোগীর সর্ব্বদাই ভীতত্রস্তভাব, সে দেখিতে পায় যেন ঘরের প্রত্যেক দিক হইতে নানাপ্রকার জন্তুসকল উঠিয়া আসিতেছে, কখনও কখনও সে ঘরের ভিতর ভূত দেখিতে পায়। এরূপ লক্ষণ অতিরিক্ত মদ্যপায়ীদিগের ভিতর দেখা

যায়। **ষ্ট্র্যামোনিয়ামও** এই সকল রোগের উত্তম ঔষধ, ইহার রোগীর বিকারের প্রচণ্ডতা অত্যধিক। রোগী দেখিতে পায় যেন বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি জন্তু ঘরের মেঝে ভেদ করিয়া উঠিতেছে এবং লাফাইয়া তাহার উপর পড়িতেছে, এই সকল ভীতিপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া সে ভয়ে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। **হায়োসায়ামাস** রোগী বিকারের ভিতর দেখিতে পায় যেন অসংখ্য কর্কট বাহির হইতে তাহাকে তাড়া দিতেছে। **ক্যালকে-কার্ব্ব**—যেন বহু কুকুর তাহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া একত্রিত হইতেছে। **ভ্যালেরিয়ানা** রোগী বিকারের ভিতর দেখিতে পায় যেন জীব জন্তুসকল তাহার নিকট শুইয়া রহিয়াছে, সে ভয়ে পাশ ফিরিয়া শয়ন করে না, পাছে তাহাদের গায়ে গা লাগিয়া যায়। **ল্যাক্-ক্যানাইনাম** রোগী বিকারের ভিতর দেখিতে পায় যেন অসংখ্য সর্প তাহার গায়ে এবং তাহার বিছানার উপর উঠিতেছে। ল্যাকেসিস রোগী কেবল ১।২টী সর্প দেখে না, সে দেখিতে পায় যেন অসংখ্য সর্প তাহার নিকট আসিতেছে। এই সঙ্গে ল্যাকেসিসের অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, রোগী সর্ব্বদাই মনে করে যেন তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

মোট কথা :—কলেরা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগে যখন রোগীর গাত্রচর্ম্ম নীল ও ফ্যাকাসে হইয়া যায় এবং মৃত্যু যখন অনিবার্য্য বলিয়া মনে হয় তখন ল্যাকেসিস রোগীকে মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনে। ল্যাকেসিসের রোগের আক্রমণ দেহের বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া ডানদিকে চলিয়া যায়। নিদ্রার পর বা নিদ্রার উপক্রমে রোগের বৃদ্ধি। টাইফয়েড জ্বরে রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হইতেছে। পাগলের মত হওয়া, বন্ধু ও আত্মীয়দিগকে সন্দেহের চোখে দেখা, যেন তাহারা তাহাকে বিষ দিতেছে বোধ। স্ত্রীলোকদিগের বয়োসন্ধিকালের নানাবিধ পীড়ায় ও রক্তস্রাবে উপযোগী। মদ্যপায়ীদিগের পীড়ায় বিশেষতঃ অর্শ রোগে অত্যন্ত বেদনা হইলে। রোগী তাহার ঘাড়ে, পেটে, বুকে কোনওরূপ ভার সহ্য করিতে পারে না, এমন কি ভাল করিয়া কাপড় পরা বা গলায় গলাবন্ধ রাখাও তাহার অসহ্য। ইহার প্রস্রাব ও রক্ত কালবর্ণের, রক্তস্রাবের রক্তে তলানি পড়ে। সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়। কার্ব্বঙ্কল, স্ফোটক, ক্ষত যখন বেগুনেবর্ণের হয়, বিসর্প যখন বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া ডানদিকে যায়, রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া যাহাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিক উপযোগী।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, মুক্ত হাওয়ার ভিতর বেড়াইলে, দূর হইতে হাওয়া দিলে, শয়ন করিয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে এবং নিয়মিতভাবে স্রাবের পর রোগের উপশম। নিদ্রার পর বা নিদ্রার উপক্রমে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে, শীত বা উত্তাপের আধিক্যে, সুরাদি পান করিলে, কুইনাইন বা পারদ সেবনের পর, টিপিলে, রৌদ্রের ভিতর, বসন্তকালে, রাত্রে, দাঁড়াইলে বা হেঁট হইলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—**ল্যাকেসিস** ফুস্ফুস্ প্রদাহে—সাল্ফার তুল্য, হৃদ্‌পিণ্ডের দৌর্ব্বল্যের জন্য মূর্চ্ছা হইলে—ল্যরোসি, ডিজিটে তুল্য; আক্ষেপের জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্রতায়—সাক্টিকিউটা তুল্য; বিসর্প রোগে—এপিস্, রাস্-টক্স, আর্সেনিক তুল্য; অজীর্ণ রোগে - নাক্স-ভমিকা, লাইকো তুল্য; ডিম্বাধারের প্রদাহে—এপিস, লাইকো, ক্যালেণ্ডু গ্র্যাফাই তুল্য; ফুস্ফুসের পক্ষাঘাতে—অ্যান্টিম-টার্ট তুল্য; সবিরাম বা ম্যালেরিয়া জ্বরে—চায়না তুল্য; অত্যন্ত দুর্গন্ধজনক স্রাবে—ব্যপটিসিয়া, সোরিণাম

পাইরো তুল্য, ঋতুর সময় কাসি হইলে—পাল্‌সেটিলা তুল্য; জিহ্বার লক্ষণে—কেলি-বাই, টেরিবি, থেরিডিয়ন তুল্য, উপাঙ্গ প্রদাহে—আইরিস তুল্য ঔষধ।

শক্তি:—১২, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি। সাধারণতঃ ৩০ শক্তির নীচে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু ডাঃ হিউজেস ১২শ ক্রমের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

ল্যাক্‌ন্যান্টিস-টিংটোরিয়া (Lachnantes Tintoria

পরিচয়:—ইহার অপর নাম রেডকট বা রক্তমূল। এই গুল্ম স্যাঁতস্তেতে জায়গায় জন্মে। নিউজার্সিতেই এই গুল্ম বেশী জন্মে। সমস্ত গাছড়া হইতেই অরিষ্ট তৈরী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল:—ডানদিকের মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা, আন্ত্রিক-জ্বর, ফুস্‌ফুস-প্রদাহ, পিঠে ও ঘাড়ে বেদনার সহিত ঘাড়ের আরষ্টতা, বিকারের ভিতর অত্যন্ত প্রলাপ বকা, ক্ষয়কাসি, হৃদ্‌পিণ্ডের বেদনা, সবিরাম জ্বরাদিতে উপযোগী।

শিরঃপীড়া:—রোগীর মাথার ডানদিকের প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে মনে করে কেহ যেন তাহার মাথার ভিতর একটা খিল ঢুকাইয়া দিয়াছে সেইজন্য রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করে, মাথার যন্ত্রণার সময় তাহার শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়, শরীর হইতে চট্‌চটে ঘাম বাহির হইতে থাকে, মুখমণ্ডল হলুদবর্ণের হইয়া যায়, তাহার অত্যন্ত শীত করিতে থাকে, যখন খুব শীত করিতে থাকে তখন লেপেও তাহার শীতের লাঘব হয় না।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠের আড়ষ্টতার—জন্য ল্যাকন্যান্টিস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার আড়ষ্টতা ও বেদনা বিশেষতঃ বেদনা মাথার উপর দিয়া নাসিকায় যায়, তখন রোগী মনে করে তাহার নাসাপুট যেন চিম্‌টাইয়া রহিয়াছে। ঘাড় ফিরাইবার সময় বা পিছনের দিকে মাথা হেলাইলে পর রোগী মনে করে যেন তাহার গ্রীবা পৃষ্ঠের হাড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ডিপ্‌-থিরিয়া রোগে এবং আরক্ত জ্বরে গ্রীবা-স্তম্ভ হইয়া যায় এবং ঘাড় একদিকে বাঁকিয়া থাকে, ঐ সময় রোগীর, পৃষ্ঠ ফলক মধ্যে যেন বরফ খণ্ড রহিয়াছে এরূপ অনুভব। ডিপ্‌থিরিয়া রোগে ঘাড়ের আড়ষ্টতার সহিত দুই দিকের পৃষ্ঠ ফলকের ভিতর বরফ রহিয়াছে এরূপ লক্ষণে ল্যাক্‌ন্যান্টিস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পাল্‌সেটিলায়—যেন পিঠের উপর কেহ অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিতেছে এরূপ বোধ। **সিপিয়ায়** যেন পৃষ্ঠফলক দুইটীর মধ্যস্থলে কাহার বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হাত পৃষ্ট হইতেছে বোধ। **লরোসিরেসাসে**—যেন পৃষ্ঠফলকের ভিতর একখণ্ড বরফ রহিয়াছে। **অ্যাগারিকাসে**—যেন পৃষ্ঠফলকে বরফ দিয়া কেহ লিখিতেছে এরূপ বোধ।

সবিরাম জ্বর:-ইহার জ্বরের আক্রমণ বৈকাল ৬টা হইতে রাত্র ১২টার ভিতর; তখন রোগীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়। শীতাবস্থায় পিপাসা, শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হওয়া, গরম জলের শেক দিলে আরাম বোধ করে, কিন্তু গরম বস্ত্রাদির দ্বারা শরীর ঢাকিলে আরাম পায় না; **ক্যাপ্‌সিকামেও** এই লক্ষণ আছে কিন্তু মাথা আগুনের ন্যায় গরম যেন জ্বলিয়া যায় (আর্নিকা, বেল্‌); উত্তাপাবস্থায় তাহার সমস্ত শরীর শুষ্ক ও খস্‌খসে, পায়ে অত্যধিক জ্বালা সেইজন্য রোগী

অত্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করে ও এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, জ্বরের সহিত প্রলাপ বকে, চক্ষু দুইটী চকচকে হয়, মস্তক শূন্য বোধ এবং পেটের ভিতর ভুটভাট করিতে থাকে। রোগীর শরীর এত উত্তপ্ত হয় যে গায়ে হাত দিলে মনে হয় যেন হাত পুড়িয়া যাইবে, উত্তপ্ত ভাব রোগীর ডানদিকেই বেশী।

ক্ষয়কাসি :—যদিও এই ঔষধটী ক্ষয়কাসির সেইরূপ উপযোগী ঔষধ বলিয়া মনে হয় না তথাপি যদি রোগীর সদাসর্ব্বদা জ্বর, শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাওয়া, অত্যন্ত শ্লেষ্মাধিক শুষ্ক কাসি, রোগী মনে করে যেন স্বরনলীর মধ্য হইতে কাসি আসিতেছে, কাসির প্রকোপ শয়নকালে বেশী হয়, তখন এত কাসি হইতে থাকে যে রোগী মোটেই ঘুমাইতে পারে না, অনেক সময় ফুসফুসে অত্যন্ত প্রদাহের ফলে রোগীর বিকারের ভাবও আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগীর ডানদিকের ফুসফুসের নীচে সূঁচফোটানবৎ বেদনা অনুভব (কেলি-কার্ব্ব, চেলিডো) করে তখন ব্যবহার্য্য।

ল্যাথাইরাস-স্যাটাইভাস (Lathyrus Sativus)।

পরিচয় :- ইহার অপর নাম খেঁসারির ডাল। কলাই (পক্ব বীজ) হইতে ইহার মূল আরক তৈরী হয়। খেঁসারি ডালের বিষয় বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইহা আমাদের দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় ডাল, কিন্তু এই ডাল যে আবার ঔষধের রূপ ধারণ করিতে পারে ইহা ত অনেকেই জানেন না। আমাদের নিত্য আহার্য্যের ভিতর যে কত মূল্যবান ঔষধ আছে তাহার হিসাব আমরা কতটুকুই বা রাখি? আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের উপাদান অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিত্য আহার্য্য দ্রব্য হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং নিত্য আহার্য্য দ্রব্য যখন ঔষধাকারে প্রস্তুত হয় তখন ইহার কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রবল হয়।

ব্যবহারস্থল :—বেরিবেরি, পক্ষাঘাত, কটীদেশের বাত, শোথ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ।

কটিবাত :—কোমরে অত্যন্ত বেদনার জন্য রোগী নড়িতে পারে না, কেহ যদি তাহার কোমর স্পর্শ করে তাহা হইলে বেদনার বৃদ্ধি হয়, সে যদি কোন দ্রব্য তুলিতে যায় তাহার উপরের দিকের অঙ্গ বিশেষতঃ বাহু দুইটী কাঁপিতে থাকে।

পক্ষাঘাত :—আমাদের দেশে একটী চলতি কথা বা ধারণা আছে যে, বেশী বা রোজ খেঁসারির ডাল খাইলে পক্ষাঘাত হয়। পূর্ব্বে ইহার কারণ বুঝিতাম না, কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। ল্যাথাইরাস বা খেঁসারির ডাল পক্ষাঘাতের উত্তম ঔষধ। যুবক বা প্রৌঢ় ব্যক্তিদিগের হঠাৎ অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাতের আবির্ভাবে ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। পক্ষাঘাতের আক্রমণে রোগীর নিতম্বদেশীয় বা নিম্নাঙ্গের মাংসপেশীসকল শীর্ণ হইয়া যায়। রোগী শুইয়া শুইয়া তাহার হাত পা চালিতে পারে অর্থাৎ তাহার ইচ্ছামত ফিরাইতে ঘুরাইতে পারে, কিন্তু হাত বাঁকাইতে বা তুলিতে পারে না। তাহার বামদিকের পদ হইতে ডানদিকের পদে জোর বেশী। হাঁটিবার সময় সে সম্মুখের দিকে বুক এবং পশ্চাৎদিকের নিতম্ব হেলাইয়া চলে, এইরূপ চলিবার ফলে তাহার গতিটী দেখিতে ঠিক হংসগতিবৎ দেখায়। চলিবার সময় তাহার শরীর টলমল করিতে থাকে, পায়ে পায়ে আটকাইয়া যায়, হোঁচট খায়। রোগী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে বা দাঁড়াইয়া থাকিয়া চক্ষু বুজিলে তাহার শরীর টলমল্ করিয়া কাঁপিতে থাকে।

রোগী বসিবার সময় সোজা হইয়া বসিতে পারে না, তাহাকে বসিতে হয় সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া কুঁজো হইয়া।

বেরিবেরি ও শোথ :- ল্যাথাইরাস বেরিবেরি ও শোথ রোগের একটী উত্তম ঔষধ। রোগী বেশীক্ষণ পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিলে তাহার পা দুইখানি ফুলিয়া নীল হইয়া যায় এবং চলিতে গেলে আঙ্গুলগুলি নীচের দিকে মুড়িয়া যায়, দিনের বেলা তাহার পা দুইখানি অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে, কিন্তু রাত্রে উহা অত্যন্ত গরম হয় এবং জ্বালা করে। শোথ বা বেরিবেরি অথবা আসামদেশীয় শোথ রোগ যদি জলীয় হাওয়ায় বা স্যাঁতস্যেঁতে স্থানে বসবাসের জন্য হয়, তবে ইহা ব্যবহার্য্য (ডাল্‌কা, রাস-টক্স, নেট্রাম-সাল্‌ফ)।

সম্বন্ধ :—ল্যাথাইরাস রোগী সোজা হইয়া দাঁড়াইতে অক্ষম অবস্থায়—অ্যাগ্রেষ্টোমা-গিথ্যাগো তুল্য, পক্ষাঘাতে—জেল্‌স, নাক্স, অ্যাসিড-পিক্রিক, রাস্, ডাল্‌কা তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x ইত্যাদি।

ষ্ট্যানাম (Stanum)।

পরিচয় :—ইহা বিশুদ্ধ "টিন" নামক ধাতু; ষ্ট্যানাম মেটালিকাম। এই টিন ধাতুকে সাধারণ ভাষায় রাং বলা হয়, ইহার আয়ুর্ব্বেদীয় নাম 'বঙ্গ', আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বঙ্গভস্ম বহুরোগে ব্যবহার করেন। এই টিন ব্যবহার করিতে হইলে টিনকে আগুনে পুড়াইয়া পরে নানাবিধ উপায়ে উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইংলণ্ড, বেঙ্কা ও মালাক্কা দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে টিন-ষ্টোন বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। বিচূর্ণন পদ্ধতি প্রথম তৈরী করিয়া শেষে আরকে পরিণত করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—পূর্ব্বে টিন বা ষ্ট্যানাম কৃমি-দোষনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হইত পরে, হানেমান বলেন ইহা কৃমির নাশ করে না তবে কৃমির মাদকতা আনয়ন করে অর্থাৎ ইহার ৩x চূর্ণ দ্বারা কৃমিগুলি অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ফুসফুসের নানাবিধ পীড়া যথা—ক্ষয়কাসি, হাঁপানি, বঙ্কোংকাস, শ্লেষ্মাপ্রধান-যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস, বক্ষের শোথ, স্নায়ুশূল পক্ষাঘাত, বিলেপী জ্বর, মূর্চ্ছাবায়ু, মৃগী, নাক দিয়া রক্তপাত, চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাত, জরায়ুচ্যুতি প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল : -মন, স্নায়ুবিধান, কৃমি, ও শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া।

মন :—রোগিণী সর্ব্বদাই বিমর্ষ ও দুঃখিত ভাবে সময় কাটায়, তাহার সর্ব্বদাই যেন কান্না পায় কিন্তু কাঁদিলে তাহার অসুখ বেশী হয়। **পাল্‌সেটিলা** রোগিণীর সর্ব্বদাই অশ্রুপূর্ণ লোচন থাকে যাহাকে বলা যায় ছিস্‌কাদুনে। **নেট্রাম-মিউর** রোগিণীও কথায় কথায় কাঁদে, সেই সময় কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিলে তাহার কান্না আরও বেশী পায় এবং রাগিয়া যায়। **অ্যানাকার্ডিয়াম** রোগিণীরও কান্না আছে তবে কাঁদিলে পর তাহার রোগের শান্তি হয়, **ক্যামোমিলার** শিশুর কথায় কথায় কান্না ও রাগ, তাহাকে বুঝাইলে কান্না ও রাগ দুই বাড়ে (নেট্রাম-মিউর, সিপিয়া, সাইলি)। কোন বিষয়ে যদি তাহার একবার বিশ্বাস জন্মে বা কোন ব্যক্তিকে যদি সে বিশ্বাস করিয়া ফেলে তাহা হইলে সেই বিশ্বাস কখনও দূর হয় না, কোন কার্য্য করিতে তাহার সাহসে কুলায় না; **আর্জ্জেন্টাম** রোগীর বিশ্বাস সে যে কোন কার্য্যে হাত দিলে উহা পণ্ড হইয়া যাইবে; ষ্ট্যানাম রোগিণীর পুরুষদের

উপর অত্যন্ত বিদ্বেষ (পাল্‌সে), তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কথা বলিতে চায় না, যদিওবা বলে অনিচ্ছাপূর্ব্বক বা অতি সংক্ষেপে দুই এক কথায় প্রশ্নের উত্তর দেয়। সামান্য পরিশ্রমে তাহার হৃদ্‌স্পন্দন উপস্থিত হয় এমন কি ঝি চাকরকে সংসারের কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গেলেও তাহার হৃদ্‌স্পন্দন হয় (আইবেরিস)। সে সর্ব্বদা অনর্থক কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। লোক সমাজে যাইতেও তাহার অত্যন্ত ভয়, **জেলসিমিয়াম** রোগীর লোক সমাজে যাইতে হইলেই উদরামযের উপক্রম হয়।

শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ পীড়া :—যে সকল পুরাতন কাসিতে এবং কোন কোন স্থলে তরুণ কাসিতে অত্যধিক কফ্ বা গয়ার নির্গত হয়, কণ্ঠনালী ও বক্ষের ভিতর অত্যধিক অবসাদ থাকে, সেখানে ষ্ট্যানাম অত্যন্ত ফলপ্রদ ঔষধ। ইহার রোগীর যে কোন কাসিই হউক না কেন শ্লেষ্মা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হওয়া ইহার বিশেষত্ব। গয়ারের স্বাদ মিষ্টি কখনও বা লবণ স্বাদযুক্ত গয়ারও নিঃসৃত হইয়া থাকে। গয়ারগুলি দেখিতে ডিমের সাদা অংশের ন্যায়। রোগী কাসির সময় বুকে খালি খালি অনুভব করে।

ব্রঙ্কাইটীস রোগে :—রোগীর বায়ুনলীর ভিতর প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে এবং সামান্য একটু কাসিতেই গয়ার নির্গত হইয়া থাকে, **অ্যান্টিম-টার্ট** রোগীরও বায়ুনলীর ভিতর প্রচুর শ্লেষ্মা জমে কিন্তু কাসিবার পর সে মোটেই তুলিতে পারে না, গলার ভিতর ঘড় ঘড় করিতে থাকে। ষ্ট্যানাম রোগী শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার পর বুকের ভিতর ক্ষত হইয়াছে এরূপ অনুভব এবং তথায় কেহ সূঁচবিদ্ধ করিয়া দিতেছে এই প্রকার বেদনা অনুভব। রোগী এত ক্ষীণ হইয়া যায় যে কথা বলিতে পারে না। সে কথা বলিতে, গান গাহিতে বা জোরে পড়াশুনা করিতে পারে না তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। শেষ রাত্রে ৪।৫টার সময় কাসি হইয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়।

হাঁপানি :—সামান্য সর্দ্দি হইতে রোগীর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যাবেলা তাহার হাঁপ ধরে, হাঁপের জন্য তাহার শ্বাসকষ্টের উদয় হয় সেইজন্য রোগী তাহার বস্ত্রাদি আল্‌গা করিয়া দিতে বাধ্য হয়। হাঁপের সময় তাহার বুকের ভিতর ঘড় ঘড়, সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে, শরীরের চালনায় তাহার শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি, **ব্রাইওনিয়ার** কাসি বা টানও নড়াচড়ার বেশী হয় তবে ইহার কাসির সহিত রোগীর জল পিপাসা প্রচুর থাকে, জিহ্বা ও সর্ব্বশরীর শুষ্ক দেখা যায়। ষ্ট্যানামের কাসি শুইয়া থাকিলেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কাসি : শুষ্ক কাসির জন্যও ষ্টানাম উপযোগী ঔষধ। ইহার কাসি গভীর, কর্কশ ও শুষ্ক। এত শুষ্ক কাসি যে কাসিলে পর তাহার মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ করিতে থাকে। সে উপর্য্যুপরি তিনবার কাসে, **মার্কারি** দুইবার উপর্য্যুপরি কাসি দেয়, একসঙ্গে তিন বা চারি বার কাসি **বেলেডোনা** পরিচায়ক। ইহার রোগীর কাসি অত্যন্ত শুষ্ক হয়, সন্ধ্যাবেলা শয়ন করিবার সময়কার কাসি। রোগী কথা কহিলে (হ্যাপো, রিউমেক্স), গান করিলে (ড্রোসে, হ্যাপো, স্পঞ্জিয়া) হাস্য করিলে (চায়না) ডানদিকে শুইলে (ফস্) এবং গরম দ্রব্যাদি পান করিলে (ক্যাপ্‌সি, ইগ্নে) কাসি বেশী হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ষ্ট্যানামের গয়ার মিষ্টি স্বাদযুক্ত, কখনও বা লোনতা স্বাদযুক্তও হইয়া থাকে, কিন্তু লবণ স্বাদযুক্ত গয়ারের জন্য **সিপিয়া ও কেলি-আয়ড** সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ঔষধ; ইহাদের গয়ার ঘন, সবুজ আর ষ্ট্যানামের গয়ার শাদা ও প্রচুর, পূঁজের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত। উপরোক্ত লক্ষণ ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, হাঁপানি বা যক্ষ্মা কাসি—যাহাতেই পাওয়া যাউক না কেন ষ্ট্যানামই ঔষধ।

ক্ষয়কাসির প্রথমাবস্থায় যখন প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠে, কাসি অত্যন্ত বিরক্তিজনক; কাসির সহিত গাঢ় সবুজ বা অত্যন্ত শাদা, মিষ্টাস্বাদযুক্ত গয়ার উঠে এবং গয়ার উঠিবার পর ও কথা বলিবার পর বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে, ঐ দুর্ব্বলতা এতই বেশী যে রোগী মনে করে তাহার বুকের ভিতর কিছুই নাই, তৎসহ অত্যন্ত নৈশঘর্ম্ম, মৃদু বা বিলেপী জ্বর থাকিলে ইহাই ঔষধ। **ষ্ট্যানাম আয়োড**ও যক্ষ্মা-রোগীর উত্তম ঔষধ, এই ঔষধ—যে সকল রোগীর চেহারা সুন্দর এবং বর্ণ পরিষ্কার, চক্ষুর ভ্রূ সকল দীর্ঘ, তাহাদের ক্ষয় যদি অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ফুসফুসে পূঁজ হইয়া তৃতীয় অবস্থায় পরিণত হইয়া খুক্‌খুকে কাসি, গলাভ্যন্তর ও জিহ্বার মূলদেশ শুষ্ক এবং প্রচুর পরিমাণে পাংশু হরিদ্রাভ গয়ার নির্গত হইতে থাকে তাহা হইলে ইহা চমৎকার ঔষধ। ষ্ট্যানামের রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চক্ষু দুইটি কোটরাগত, জিহ্বা পীত লেপাবৃত, মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় এবং মুখের স্বাদ মিষ্ট বা তিক্ত। জল ব্যতিরেকে সকল দ্রব্যের স্বাদ তিক্ত বোধ।

ব্রঙ্কোৎকাস:—প্রচুর গয়ারযুক্ত ক্ষয়-রোগীর ব্রঙ্কোৎকাসিও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। কাসি অল্পক্ষণ স্থায়ী তৎসহ দুর্ব্বলতা অত্যধিক। **মায়োসোটিস** রোগীরও এই লক্ষণ বিদ্যমান। রোগীর রাত্রে খুব ঘর্ম্ম ও কাসিলে প্রচুর পুঁজবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হয়। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় এবং বামপার্শ্বে শয়ন করিলে বুকের ভিতর সূঁচফোটান ব্যথা অনুভব।

শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা:—রোগিণী এত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ যে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে করে যে এই বুঝি সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, সে তাহার বক্ষের দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব করে। বক্ষঃস্থলের এত দুর্ব্বলতা অনুভব করে যে রোগী কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না, এমন কি সকালবেলা কাপড় পড়িবার সময় সে রীতিমতভাবে কাপড় পড়িতে পারে না, দুর্ব্বলতার জন্য বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। উপর হইতে নীচে নামিতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে এমন কি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায় কিন্তু নীচের তলা হইতে উপরে উঠিতে তাহার কোন কষ্ট হয় না (বোরাক্স)। **ক্যালকেরিয়া** রোগী নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং দুর্ব্বলতা অনুভব করে অথচ উচ্চ হইতে নিম্নদিকে নামিতে তাহার কোন কষ্ট হয় না। ষ্ট্যানাম রোগীর আর একটী অতি মজার লক্ষণ আছে—রোগী যখন গান করে ও বক্তৃতাদি দেয় তখন তাহার ত্রিকোণ পেশী বা ডেল্টয়েড পেশী ও বাহুর দুর্ব্বলতা বোধ।

স্নায়ুশূল:—ষ্ট্যানাম মুখমণ্ডল ও উদরের শূলে উপযোগী ঔষধ। ইহার স্নায়ুশূলের বেদনা ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। বেদনা আসিতেও ১২ ঘণ্টা লাগে এবং চলিয়া যাইতেও ১২ ঘণ্টা লাগে। ইহার বেদনার স্থল **টিপিয়া ধরিলে** অথবা বেদনাযুক্ত স্থান ও পেট **জোরে চাপিয়া ধরিলে** বেদনার উপশম দেখা যায়, 'চাপে শূল-বেদনার উপশম' কলোসিন্থেও আছে, তবে কলোসিন্থের বেদনা তরুণ, ঐ বেদনা বহুদিন স্থায়ী হইলে ষ্ট্যানাম উপযোগী। **অ্যাসিড-সালফের** বেদনা ষ্ট্যানাম রোগীর ন্যায়ই ধীরে ধীরে আসে কিন্তু চলিয়া যায় হঠাৎ, বেলেডোনার ন্যায়, তবে ষ্ট্যানামের স্নায়ুশূলের সহিত রোগীর মানসিক বিষণ্ণতা, ক্রন্দনশীলতা ও আশাশূন্য ভাব থাকে।

পক্ষাঘাত:—অতিরিক্ত দুর্ব্বলতার জন্যই পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আংশিকভাবে ষ্ট্যানাম রোগীর বাম-অঙ্গের পক্ষাঘাতই বেশী হয়। তাহার আক্রান্ত দিকের বাহু এবং ঐ দিকের বক্ষের উপর বোধ হয় যেন একটী অত্যন্ত ভারী দ্রব্য চাপান আছে। পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতার জন্য তাহার হাতের দ্রব্যাদি পড়িয়া যায়, তাহার সম্মুখের দিকের বাহুর ও হাতের আক্ষেপিক কম্পন ইত্যাদির জন্য ষ্ট্যানাম উত্তম ঔষধ। এই সকল আক্ষেপিক কম্পন যদি হস্তমৈথুন ও অস্বাভাবিক.

উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য হয় তাহা হইলে ষ্ট্যানাম, ক্যাল্কেরিয়া ও চায়না সমতুল্য ঔষধ। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবাজনিত যদি ঐরূপ হয় তবে কেলি-ব্রোমেটাম, নেট্রাম-মিউর উপযোগী। ষ্ট্যানাম লেখকদের আঙ্গুলের খিলধরার বা **রাইটার্স ক্র্যাম্পের** জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহারা টাইপ রাইটার মেসিন চালায় বা সেলাইএর কাজ করে তাহাদের আঙ্গুলের পক্ষাঘাতে ইহা উত্তম ঔষধ।

কৃমির জন্য ডাঃ টেষ্টি বলেন ষ্ট্যানাম সেবন করিবার পর বহু দীর্ঘ কৃমি ও সূত্রকৃমি নির্গত হয় কিন্তু **হানেমান** বলেন ষ্ট্যানাম বা টিনের ১x চূর্ণ সেবনে কৃমিগুলি অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং **ডাঃ গারেন্সি** বলেন যে অল্প বয়স্ক বালকদিগের কৃমিজনিত বা অন্য কোন কারণের জন্য উদরশূল হইলে এবং শূলের বেদনা আস্তে আস্তে বেশী হইয়া আস্তে আস্তে কমিতে থাকিলে পেটের বেদনা খুব জোরে চাপ দিলে বা শিশু যদি মাতা বা ধাত্রীর কাঁধের উপর মাথা রাখে বা পেট চাপিয়া ধরে তবে ইহা উপযোগী ঔষধ।

স্ত্রীরোগ ঃ—ইহার মাসিক ঋতুস্রাব অকালে আরম্ভ হইয়া পরিমাণে প্রচুর হয়, ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে রোগিণী অত্যন্ত বিষাদে দিন কাটায় এবং ঋতুস্রাবের সময় গণ্ডাস্থির মধ্যে বেদনা অনুভব করে। রোগিণী অত্যধিক দুর্ব্বলতার জন্য মনে করে তাহার জরায়ু প্রভৃতি যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে। জরায়ু-চ্যুতি লক্ষণে ও প্রদর রোগে যদি তাহার অত্যধিক দুর্ব্বলতা থাকে তাহা হইলে **ষ্ট্যানাম, সিপিয়া** হইতেও, বেশী উপযোগী ঔষধ। ইহার প্রসব বেদনা থাকিয়া থাকিয়া প্রবল বেগে আসে, বেদনার তীব্রতায় রোগিণী অবসন্ন ও রুদ্ধ শ্বাস হইয়া পড়ে।

প্রস্রাব ঃ—অত্যধিক এবং ফিকা, পরে অতি অল্প, কপিশবর্ণ, কোন কোন সময় দুধের ন্যায় সাদা প্রস্রাব হইয়া যাইবার পরও তাহার ঘন ঘন মূত্রবেগ আসে, আবার কখন কখনও তাহার প্রস্রাবের বেগের অভাব হয়; তাহার মূত্রাশয় পরিপূর্ণ আছে অথচ প্রস্রাব অতি অল্প অল্প নির্গত হইতে থাকে। **ষ্ট্র্যামোনিয়াম** রোগীর মূত্রাশয় মধ্যে মোটেই মূত্র সঞ্চিত হয় না। **ওপিয়াম** রোগীর মূত্রাশয় মূত্রপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও মূত্ররোধ বা মূত্রস্তম্ভ -আদৌ মূত্র হয় না।

এই সকল পীড়া ব্যতিরেকে ষ্ট্যানাম সেবনে উদরাময়, শিশুদিগের নানাবিধ পীড়া, আক্ষেপ কুইনিন চাপা জ্বর আরোগ্যলাভ করে। ষ্ট্যানাম রোগীর প্রত্যহ রাত্রি ৫টার পর ঘর্ম্ম হয়, বিশেষতঃ ঐ ঘর্ম্ম কপালে ও ঘাড়েই বেশী হয়, ঘাম হইবার পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে (চায়না), ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

মোট কথা ঃ—স্নায়ুবিধান ও শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার ক্রিয়া অত্যধিক। সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বক্ষঃদেশে অত্যধিক দুর্ব্বলতা অনুভব, সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় দুর্ব্বলতা অনুভব করে, ইহার বেদনা ধীরে ধীরে আরম্ভ, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও ধীরে ধীরে উপশম। পেটে চাপ দিলে বা কোন জিনিষের উপর পেট চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম। কাসি রোগে তাহার বুকে খালি খালি বোধ। সর্ব্বদাই কাঁদুনেভাব অথচ কাঁদিলে রোগের বৃদ্ধি। উদর শূলে "শূল এর" গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া ষ্ট্যানাম ব্যবস্থা করিলে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয় না।

হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ—আক্রান্ত স্থান জোরে টিপিয়া দিলে, কোন কঠিন ত্রিকোণ বস্তুর উপর বা শিশু যদি হয় তবে ধাত্রীর কাঁধের উপর পেট চাপিয়া শুইলে, দেহ দ্বিভাঁজ করিলে, চিৎ হইয়া শুইলে, কোমরের ও বুকের কাপড় আলগা করিয়া দিলে রোগের উপশম; দেহ সঞ্চালন

করিলে, বামদিকে শুইলে, গান করিলে, বক্তৃতা ও হাস্য করিলে, সিড়ি দিয়া নীচে নামিতে গেলে, স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে ও কঠিন মলত্যাগকালে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ:—ষ্ট্যানাম—সমস্ত দিনই ক্রন্দন করে, কিন্তু চিৎকার করিয়া কাঁদিলে রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে পালসে•ও সিপিয়া তুল্য; সিড়ি দিয়া নীচে নামিলে রোগের বৃদ্ধিতে—বোবাক্স তুল্য; ধীরে ধীরে বেদনা আরম্ভ ও ধীরে ধীরে বেদনার হ্রাস—প্ল্যাটি তুল্য, বক্ষঃদেশের দুর্ব্বলতা—আর্জেণ্ট, নেট্রাম তুল্য; কথা কহিলে দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি—ককিউলাস, সাল্ফার তুল্য; জোরে টিপিলে শূল বেদনার উপশম—কলোসিন্থ, প্লাম্বাম তুল্য ঔষধ।

শক্তি:—৩,৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া (Staphysagria)।

পরিচয়:—ইহার অপর নাম ডেলফিনিয়ম-ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া। ইহা এক জাতীয় গাছড়া, ইহারা কোথাও বাৎসরিক এবং কোথাওও বা দ্বিবাৎসরিক জন্মে। এই বৃক্ষের শুষ্ক বীজ হইতে ইহার মূল অরিষ্ট তৈরী হয়। স্বয়ং হানেমান এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল:—"সোরা," "সাইকোসিস" ও "সিফিলিস" প্রভৃতি বিষের ফলে নানাজাতীয় পীড়া ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ অস্থিক্ষয়, দন্তক্ষয়, শিরঃপীড়া, অঞ্জনী, চক্ষুপ্রদাহ, দন্তশূল, পাকাশয়ের শূল, অস্বাভাবিক মৈথুনজনিত পীড়া, তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ক্ষত, মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থির প্রদাহ, একজিমা, অস্ত্রোপচারের পর নানাবিধ উপসর্গ, মাড়ীতে ক্ষত, জিহ্বার নিম্নে অর্ব্বুদ, তামাক সেবনের মন্দ ফল, রোগীকে কেহ অপমানসূচক কথা বলিলে তাহার প্রতিবাদ না করিতে পারার ফলে নানাবিধ মানসিক রোগে ইহা উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল:—হস্তমৈথুন, অতিমৈথুন, মনোমধ্যে সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় পরিচালনার চিন্তা, হৃদয়ে পোষিত ক্রোধ ও অপমান জনিত পীড়া, সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস এই তিন প্রকার ধাতুতেই ইহা ফলপ্রদ। মন, জননাঙ্গ, চক্ষু, দাঁত ও চর্ম্ম ইত্যাদি ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল।

মন:—মনের উপর ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়ার বিশেষ ক্রিয়া আছে। ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহারজনিত চিত্তের নানাবিধ বিকার ভাব, স্মৃতিশক্তির হীনতা, নির্লিপ্ত, বিমর্ষ, সামান্য কথায় বিমর্ষ হইয়া যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। রোগী কোন স্থানে অপমানিত হইলে সেখানে প্রতিবাদ করিতে পারেনা -সহিয়া যায়, অথচ বাড়ী আসিয়া সেই অপমানের কথা চিন্তা করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। বিমর্ষতার জন্য **ইগ্নেসিয়াও** একটী উত্তম ঔষধ। ইগ্নেসিয়া ও ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়ার ভিতর পার্থক্য ইগ্নেসিয়ার বিমর্ষতা শোক দুঃখ ইত্যাদির জন্য বেশী হয় এবং রোগী বার'বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তাহার মানসিক লক্ষণের কোন স্থিরতা নাই, এই হাসে, এই কাঁদে। ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া রোগী ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করিবার ফলে ও অপমান করিলে তাহার প্রতিশোধ নিতে না পারিবার ফলে তাহার নানাপ্রকার মানসিক বিকৃতি উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহারের ফলে সকল বিষয়ে উদাসভাব, মুহ্যমান অবস্থা, স্মৃতিশক্তির অভাব ইত্যাদি ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়াতে যেরূপ আছে সেইরূপ অ্যাসিড-ফস্, অ্যানাকা, নেট্রাম-মিউর প্রভৃতি ঔষধেও দেখা যায়।

ইহার **শিশু** অত্যন্ত বায়নাপ্রিয়, অত্যন্ত অশান্ত, তাহাকে কোন জিনিষ দিলে অথবা সে যে জিনিষ চায় তাহা দিলে সেই মুহূর্ত্তে রাগিয়া, তাহা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; এই সকল লক্ষণ ব্রাইয়োনিয়া, ক্যামোমিলা, সিনা, শিশুবও আছে। **ব্রাইয়োনিয়া**-রোগী চুপচাপ পড়িয়া থাকিতে চায়, শুইয়া শুইয়া শিশু এটা চায়, ওটা চায়, দেওয়া মাত্র ফেলিয়া দেয়। **ক্যামোমিলা** শিশুও এটা চায়, ওটা চায়, না দিলে ভীষণ রাগিয়া যায়, অথচ প্রার্থিত দ্রব্য দিলে পর অমনি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং অনবরত কোলে কোলে বেড়াইতে চায়। **সিনার** শিশুও এটা ওটা চায়, তাহাকে কেহ স্পর্শ করে ইহা সে চায় না, কোলে বেড়াইতে চায় বটে, কিন্তু তাহাতেও কান্না বা বায়না থামে না। ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়ার রোগী **অত্যন্ত অভিমানী,** কেহ যদি তাহাকে অপমান করে এমন কি প্রকাশ্য জায়গায় তাহাকে অপমানসূচক কথা বলে তাহা হইলেও সে অপমানকারীকে কিছু না বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। এরূপ করিবার কারণ—লোকের সম্মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিলে পাছে তাহার নীচতা প্রকাশিত হয়, কারণ ক্রোধ হইলে রোগীর কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না—যাহা সম্মুখে পায় তাহাই প্রতিবাদকারীর উপর নিক্ষেপ করিয়া বসে। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা করিবার ফলে ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়ার রোগী অবসাদ-বায়ুগ্রস্ত, উদাস, স্মৃতিশক্তিহীন হয় এবং ভবিষ্যতে তাহার কি হইবে এই চিন্তায় সে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। স্মৃতিশক্তি এত ক্ষীণ হইয়া যায় যে, কিছু পড়িবার পর সে তাহা কিছুতেই স্মরণ রাখিতে পারে না, এমন কি অনেকক্ষণ সেই বিষয় চিন্তা করিয়াও তাহা মনে আনিতে পারে না (অ্যাগনাস্, অ্যাসিড-ফস্)। রোগী হাঁটিবার সময় পুনঃ পুনঃ পিছনের দিকে তাকায়। **অ্যানাকার্ডিয়াম** রোগী পুনঃ পুনঃ পিছনের দিকে তাকায়, কারণ সে মনে করে কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। **কেলি-ব্রোমেটাম** রোগিণীও হাঁটিবার সময় বার বার পিছনের দিকে তাকায়, কারণ তাহার বিশ্বাস কেহ তাহাকে বিষপান করাইবার চেষ্টা করিতেছে।

চক্ষুরোগ;—এই ঔষধ **উপদংশ-দোষযুক্ত উপতারা প্রদাহে** অ্যাসি-নাই, আর্জেন্ট-নাই, কেলি আয়োড প্রভৃতি ঔষধ তুল্য। রোগীর অক্ষিগোলক, রগ এবং মুখমণ্ডলের সমস্ত দিক যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে এইরূপ বেদনা, রাত্রে ও পাঠ্য কিছু পড়িলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। বাতের জন্য চোখের প্রদাহ ইত্যাদিতেও ইহা ব্যবহার্য্য। ইহার বাতজ চক্ষুবেদনা দন্ত পর্য্যন্ত চালিত হয়, কোন প্রকার চোখের কার্য্যাদি করিলে পর চোখ জ্বালা করে, যেন তাহার চক্ষু কতই না শুষ্ক, সেই সঙ্গে তাহার পাতায় অঞ্জনী হইলে ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। **ডাঃ হেরিং** বলেন, চোখের পাতায় অঞ্জনী অথবা অর্ব্বুদের ন্যায় শক্ত টিবলী যদি বারংবার হয় বা অঞ্জনী হইয়া যদি চোখের পাতার ক্ষতি হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ অমোঘ। চোখের পাতায় যদি একজিমা হইয়া উহা হইতে রস পড়িতে থাকে, চোখের পাতার ধারগুলি যদি ফাটা ফাটা হয়, মেড়মেড়ী পড়ে তবে সাধারণতঃ আমরা **গ্র্যাফাইটিস** প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু ঐ সঙ্গে যদি রোগীর উপদংশদোষের ইতিহাস পাওয়া যায়, দাঁতে পোকা ধরে ও দাঁতগুলি কালচেবর্ণের হয় তবে তথায় ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া একমাত্র ঔষধ। ইহার অঞ্জনী বা টিবলীসকল চক্ষুর উপর পাতায় হয়। অঞ্জনীর জন্য **পালসেটিলাও** উত্তম ঔষধ। ইহার অঞ্জনী চোখের নীচের পাতায় হয় এবং চক্ষুতে প্রদাহ থাকিলে এবং খোলা হাওয়ায় রোগী উপশম পায়। ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া রোগীর বারংবার অঞ্জনী উঠে, অঞ্জনী উঠিয়া উঠিয়া রোগীর চক্ষু দুইটি কোটরাগত হয়, উহার চতুর্দ্দিকে নীলাভা পড়ে, উহার সহিত দুরারোগ্য চোখের রোগ হইয়া চক্ষু হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

দন্তশূল :—রমণীদিগের ঋতুর সময় (দন্তশূল) হইলে ইহা **সিপিয়া** তুল্য ঔষধ। দন্তশূলের সময় তাহার সুস্থ এবং অসুস্থ সকল দাঁতগুলিই ব্যথাযুক্ত হয়। দন্তশূলের ব্যথা তরল খাদ্য বা পানীয় পানে বেশী বোধ হয় (বেল, ইগ্নে, নাক্স-ভম), কিন্তু কিছু কামড়াইয়া খাইবার সময় বা শক্ত কিছু চর্ব্বণ করিয়া খাইলে ব্যথা অনুভূত হয় না। দাঁতে পোকা লাগিবার জন্য রোগীর দাঁতগুলি কাল হইয়া যায়, দাঁতের গোড়া ফোলে ও তথায় ব্যথা হয়। সাধারণতঃ যে সকল শিশু তাহাদের পিতা মাতা হইতে উপদংশ-বিষ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের নানাবিধ দাঁতের রোগে ইহা উত্তম ঔষধ। দুই-তিনবার দাঁত মাজিলেও দাঁত পরিষ্কার হয় না। দাঁতসকল ক্ষত হইতে হইতে ভাঙ্গিয়া যায়, বিশেষতঃ দাঁতের অগ্রভাগ ও নীচের ভাগ বেশী নষ্ট হইয়া যায়। **ক্রিয়োজোট** শিশুর দুধে-দাঁতে পোকা লাগিয়া যদি ক্ষয় হয় এবং ভাঙ্গিয়া যায় তবে ইহা ব্যবহার্য্য। **মেজেরিয়াম** শিশুর দাঁতের মূল ক্ষয় হইয়া যায়। দন্তনালী রোগে এবং দাঁতের মূলের নালীক্ষতে যখন মাঢ়ী শাদাবর্ণের হয়, ফুলিয়া উঠে ও সামান্য খোঁচায় অথবা দাঁত মাজিবার সময় দাঁত হইতে রক্ত পড়ে তখন ইহা ক্রিয়োজোট, ল্যাকে, মার্কারি, অ্যাসিড নাইট্রিক ও অ্যাসিড ফ্লুয়োরিক সমতুল্য ঔষধ।

উদরাময় রোগে শিশুর পেটটী সর্ব্বদা চিন্ চিন্ করে, তাহার ক্ষুধা অত্যধিক, পেটভরা থাকিলেও আবার খাইতে চায় (আইওডিয়াম)। শিশু এটা চায়, ওটা চায় ; কাঁদে, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। সে যাহা চায় তাহা দেওয়া হয় অথচ তৎক্ষণাৎ সে উহা বিরক্তির সহিত ফেলিয়া দেয়, **ক্যামোমিলায়ও** এইরূপ লক্ষণ আছে, শিশুর দাঁতগুলি অতি শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত ও কাল হইয়া যায়, এই সকল শিশুর অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগে ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া উত্তম ঔষধ। শিশু কিছু পান বা আহার করিলেই অন্ত্রের ভিতর মুচড়াইতে থাকে এবং আমময় মলত্যাগ করিতে থাকে। উদরাময়ের সহিত তাহার কোমরে ও বস্তিগহ্বর মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা ও মূত্রনালীর ভিতর অসহ্য জ্বালা হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য, মূত্রনালীর ভিতর জ্বালা, প্রস্রাবের সময় নহে, বাহ্যের সময়।

অন্ত্রশূল :—রোগ যদি জীর্ণশীর্ণ ও উপদংশ-বিষদুষ্ট শিশুদিগের হয়, শূলের বেদনা যদি ঘন ঘন হইতে থাকে, সমগ্র উদরের স্থানে স্থানে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা, "যেন তাহার পেটের বন্ধনী সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পেটটী শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে সেইজন্য রোগী নিজের হাতে তাহার পেটটী ধরিয়া রাখে, বামদিকের যন্ত্রাদির মধ্যে যেন নখ বিদ্ধ হইতেছে এরূপ অবস্থায় এই ঔষধ উপযোগী। **পেটে অস্ত্রোপচার** করিবার পর যদি অন্ত্র বা উদরশূল হয় এবং উপরোক্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তবে ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়াই ঔষধ।

চর্ম্মরোগ :—**একজিমা** বা পামাকচ্ছু, রোগীর সর্ব্বস্থানে হইতে পারে, তবে মাথার ও মুখের পামাকচ্ছু রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার উদ্ভেদগুলি শুষ্ক, উহার উপর পুরু চটা পড়ে, উহা অত্যন্ত চুলকায়, চুলকাইবার পর ঐ চটার নীচ হইতে হলুদবর্ণের রস নিঃসৃত হয়, ঐ রস যেখানে লাগে সেই স্থানেই নূতন উদ্ভেদ সকল বাহির হয়। ইহার চুলকানি এক স্থানে আরম্ভ হইবার পর ঐ স্থানের চুলকানি কমিয়া পুনরায় অপর স্থানে চুলকানি আরম্ভ হয়। চুলকানির পর জ্বালা করিতে থাকে।

আঁচিল বা **ডুমুরবৎ অর্ব্বুদ** বা **কন্‌ডাইলোমেটা**-গুলি ফুলকপির আকৃতিবিশিষ্ট। এইরূপ কন্‌ডাইলোমেটা সাধারণতঃ পারদের অপব্যবহারেই বেশী হইয়া থাকে। একটী রমণীর মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক ইঞ্চি পরিমিত একটী কন্‌ডাইলোমেটা হইয়াছিল, ডাঃ ন্যাস ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া প্রয়োগ করিয়া এক মাসের ভিতর তাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কনডাইলোমেটার সহিত যদি দাঁতের লক্ষণ থাকে তবে ইহা অধিকতর উপযোগী ঔষধ। আঁচিল ইত্যাদির জন্য থুজা, নাইট্রিক-অ্যাসিড, অরাম উপকারী।

উপদংশ ও পারদের অপব্যবহার জনিত ক্ষত হইতে যদি রস পড়ে, উহা যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায় এবং আক্রান্ত অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে (বিশেষতঃ শলা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া) যদি দেখা যায় যে ঐ স্থানের হাড় পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছে তাহা হইলে ইহাই ঔষধ।

আঘাত জনিত পীড়া :—ছুরিতে বা তীক্ষ্ণধার যন্ত্রে কাটিয়া যাইবার পর অথবা অস্ত্রোপচার করিবার পর ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। অস্ত্রোপচার করিবার পর যদি ক্ষত না শুকায় তবে এই ঔষধ বাহ্য প্রয়োগে, এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে (সেবনে) বেশ ফল পাওয়া যায়। পেটে অস্ত্রোপচার করিবার পর যদি উদরশূল হয় তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে কোন স্থান কাটিয়া গেলে পর ঐ আক্রান্ত স্থানে **ফেরাম-ফসের** ২x চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ রক্তপড়া বন্ধ হইয়া যায়। **ক্যালেণ্ডুলা** কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া কাটিয়া ছিঁড়িয়া ও ফাটিয়া গেলে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার্য্য। আমরা এই ক্ষেত্রেও ফেরাম-ফসের ২x চূর্ণ আক্রান্ত স্থানে ছড়াইয়া দিয়া চমৎকার ফল পাইয়া থাকি। **লেডাম-প্যাল্সটার** কোন স্থানে কাটা, পেরেক, গজাল ফুটিয়া আহত হইলে বা ইন্দুর, বিড়াল, মশা ইত্যাদি কামড়াইলে **লেডামই** প্রথম ও প্রধান ঔষধ। যদি ঐরূপ আক্রমণের ফলে স্নায়ুতে কিছু ফুটিয়া যায় বা স্নায়ুতে আঘাত লাগে তবে **হাইপারিকাম** উত্তম ঔষধ।

হাড়ের ব্যথা :—ইহার রোগীর সমস্ত শরীরে ব্যথা বিশেষতঃ চলাফেরা করিবার সময় হাঁটু দুইটী অত্যন্ত ক্ষীণ মনে হয়, সে মনে করে যেন উহার ভিতর আঘাত লাগিয়াছে, তাহার সমস্ত হাড়েই অত্যধিক বেদনা তৎসহ সর্ব্বশরীরে অথবা শরীরের স্থানে স্থানে চুলকানি হইতে থাকে। সকালবেলা বিছানায় শুইয়া থাকিতে থাকিতে অত্যন্ত ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ এবং তাহার প্রত্যঙ্গাদিতে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে এরূপ বেদনা অনুভব, এমন কি অস্থিবেষ্টনীর ভিতরও বেদনা, ফুলিয়া উঠা ও পুঁজ হওয়া ইহাদ্বারা আরোগ্য লাভ করে। বর্ষাকালে ও রাত্রের বেলা বেদনার বৃদ্ধি। উপদংশজাত নাসিকা ক্ষত ইহাদ্বারা ভাল হয় (অরাম, কেলি বাই)। চলাফেরা করিবার সময় তাহার শরীরের প্রায় সকল সন্ধিই আড়ষ্ট ও ক্ষীণ বোধ।

পুংজননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবার ফলে রোগীর চক্ষুদ্বয় জ্যোতিঃহীন ও গণ্ড দুইটী ম্লান হয় ও তুবড়াইয়া যায় এবং জননেন্দ্রিয় শিথিল হয়। রেতঃপাতের পর রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে (অ্যাসিড-ফস, চায়না, কেলি-কার্ব্ব)। চলাফেরা করিবার সময় এবং স্ত্রীসঙ্গমের পর বাম অণ্ডকোষের ভিতর পিষিয়া ফেলিবার ন্যায় বেদনা এবং তাহার ডানদিকের অণ্ডকোষ ধরিয়া যেন কেহ টিপিতেছে এরূপ ভাবে টন্ টন্ করিতে থাকে। রোগীর লিঙ্গমুণ্ডের উপর রসাল গুটিসকল উদ্গত হইয়া থাকে। ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া রোগী অনবরত অশ্লীল চিন্তা করিয়া শরীর ও মনকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে, সর্ব্বক্ষণই ইন্দ্রিয়সেবা করিতে তাহার আকাঙ্খা। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা ও অবৈধ মৈথুনাদি করিয়া রোগীর চোখ মুখ বসিয়া যায়, তাহার চালচলন অপরাধীর ন্যায় হয়, সে লজ্জায় কাহারও সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়।

বিবমিষা :—সমুদ্রযাত্রীদের বিবমিষার সহিত বমন আরম্ভের পূর্ব্বে যখন মাথাঘুরায় ও অত্যন্ত গা-বমি-বমি করে, তখন এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে (ককিউলাস)। ডাঃ চেষ্টি

উপরোক্ত লক্ষণের সহিত গর্ভাবস্থায় বমি-বমিতেও এই ঔষধ প্রযোগ করিতে বলেন, (সিম্‌ফোরিকার্পাস)। রোগিণীর পেটটী যেন ঝুলিয়া পড়িয়া আছে, যেন উহা অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইতেছে, ঐ সঙ্গে তাহার মাদকদ্রব্য ও তামাক্ সেবনে অতিশয় আকাঙ্খা। বমি-বমির সহিত আহার ও পানে পেটেব বেদনা বৃদ্ধি ইত্যাদি ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিযার বিশিষ্ট লক্ষণ।

ডিম্বকোষ-প্রদাহ ও স্ত্রীরোগ:—রোগিণীর ডিম্বকোষ ও ডিম্বাধার মধ্যে অত্যধিক বেদনা, টিপিলে অত্যল্প বেদনা বোধ এবং ঐ বেদনা তাহার উরুদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। সাধারণত: যে সকল রমণী স্বামীসহবাসে বঞ্চিত হইযা এরূপ পীড়ায় ভুগিতে থাকে তাহাদের পক্ষে ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিযা উত্তম ঔষধ। ইহার **ঋতুস্রাব** অনিযমিত। স্রাব বিলম্বে প্রকাশিত হয়, উহা পরিমাণে প্রচুর আবার কোন কোন সময মোটেই প্রকাশিত হয় না। রোগিণী প্রস্রাব করিবার সময অনেকক্ষণ বসিযা থাকে বিশেষত: সঙ্গমের পর প্রস্রাবের জন্য অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। রমণান্তে প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ।

কাঁসি কেবলমাত্র দিনের বেলা আরম্ভ হয় (ইউফ্রে, অ্যামন-কার্ব্ব), আবার রাত্রে আহারাদির পর বিশেষত: মাংস খাইবার পর, রাগ বা অপমান চাপিযা রাখিলে এবং দাঁত মাজিবার সময় কাসির উদ্রেক।

মোট কথা:—অপরিমিত ইন্দ্রিযসেবা বা অস্বাভাবিক উপাযে ইন্দ্রিযতৃপ্তির জন্য নানাবিধ পীড়া হইযা ঔদাস্য, সকল বিষযে তাচ্ছিল্য। মাথার যন্ত্রণায় মনে হয যেন কপালের উপর একটী গোলক আবদ্ধ হইযা রহিয়াছে। দন্তরোগে তাহার দাঁতগুলি কাল হইযা যায, উহা কিছুতেই পরিষ্কার হয না এবং খণ্ড খণ্ড হইযা ভাঙ্গিযা যায। তাহার পাকাশয় পূর্ণথাকিলেও অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ।

ধূমপানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। দিবারাত্রি ইন্দ্রিযসুখ লিপ্সা বা লালসা। চক্ষুর উপরে অঞ্জনী এবং অঞ্জনী হইযা নেত্রনালী রোগ; কাসি কেবলমাত্র দিনের বেলা ও মাংসাদি আহার করিলে। একজিমা মুখে ও মাথায বেশী হয়, উহার উপর চটা পড়ে, চুলকায ও কস্ নির্গত হয। শিশু অতিরিক্ত বাযনা-প্রিয়, যাহা চায তাহা দিলেও ছুঁড়িয়া ফেলে। এই ঔষধ জ্বর পচা গন্ধবিশিষ্ট নৈশঘর্ম্ম, বাত বিশেষত: হাতের আঙ্গুলের সন্ধিমধ্যে বাতগুটি উৎপন্ন হয় এবং উহার ভিতর পুঁজ জন্মে। সামান্য শব্দে, সামান্য পরিশ্রমে এমন কি সঙ্গীতের শব্দেও হৃদস্পন্দন হইলে ব্যবহার্য্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—প্রথম উপবাসভঙ্গের অর্থাৎ প্রাতর্ভোজনের পর, চুপচাপ বসিযা থাকিলে দন্তশূলের ব্যথায আক্রান্ত দাঁতের গোড়া টিপিলে উপশম; স্পর্শ করিলে, চলাফেরায়; ঢোক গিলিবার সময়, ঠাণ্ডা জলপান করিলে, রাগ হইলে, আবেগ উপস্থিত হইলে, নির্ম্মল বায়ু সেবনে, শীতকালে, রাত্রিকালে, অমাবস্যায, প্রত্যুষে, অতিরিক্ত সঙ্গমাদি করিলে, পারদের অপব্যবহারে, অপরাহ্নে এবং প্রতি মাসে পূর্ণিমার পূর্ব্বে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ:—ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিযা—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয-পরিচালনার ফলে রোগ হইলে—**প্ল্যাটিনাম** তুল্য; শিশ্নমুণ্ড অত্যন্ত শিথিল—কেলি-ব্রোম তুল্য; মানসিক রোগের জন্য শূলরোগে—কলোসিন্থ, কলোসি তুল্য; দন্তরোগে—ক্রিযোজোট তুল্য; আঁচিল হইলে—গ্র্যাফাইটিস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর তুল্য; ফুলকপির মত বিবর্দ্ধনে -থুজা, ফস্‌ফোরাস, অরাম-মিউর-ন্যাট্রো তুল্য; মানসিক আবেগ বশতঃ

পক্ষাঘাতে—ষ্টানাম, নেট্রাম তুল্য ; পেটভর্ত্তি অথচ রাক্ষসী ক্ষুধায়—সিনা, আয়োড, সাইলি, ক্যাল্কে-ফস তুল্য ; পাকস্থলীর নিম্নভাগের শিথিলতায়—সিনা তুল্য ; তামাকের ধোঁয়ায় কাসির বৃদ্ধিতে—স্পঞ্জিয়া তুল্য ; পারদের অপব্যবহার দূর করণে—মেজেরিয়াম তুল্য ঔষধ।

শক্তি : ৩০, ২০০, ১০০০ ও তদূর্দ্ধ।

ষ্ট্যাফাইলোসিয়া (Staphylocia)।

ব্যবহারস্থল :—যে সকল রোগে ষ্ট্যাফাইলোকক্কাই বিদ্যমান থাকে যথা মুখব্রণ, ফোড়া, আঙ্গুলহাড়া, বক্ষমধ্যে পুঁজসঞ্চয়, হৃদযন্ত্রবেষ্টের প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০।

ষ্টিক্‌টা-পাল্‌মোনারিয়া (Sticta Pulmonaria)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম লোবেলিয়া-পাল্‌মোনেরিয়া। ইহা এক জাতীয় গাছড়া, ইংল্যাণ্ডের পাহাড়ে এক প্রকার খুব বড় গাছ জন্মে, তাহার শুঁড়িতে যে শ্যাওলা বা পরগাছা জন্মে, উহাদ্বারা এই ঔষধের অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—শ্বাসপথের প্রতিশ্যায় জনিত রোগ, বহুব্যাপি সর্দ্দি, হুপিং কাসি, ব্রঙ্কাইটিস বা বায়ুনলীভুজ প্রদাহ, কাসি, স্বরনলী প্রদাহ, স্নায়ুশূল, পূতিনস্য, যক্ষ্মাকাসি, শুক্রক্ষয়, আমবাত, হাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—ভ্রমণশীল বাতের বেদনা, যকৃৎ প্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা, সর্দ্দি কাসি, আমবাত, কাউর (একজিমা) প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সর্দ্দিতে ষ্টিকৃটার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়।

তরুণ সর্দ্দি :—তরুণ সর্দ্দিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। সর্দ্দির সহিত হাঁচি, অত্যধিক মাথার যন্ত্রণা, চক্ষুর শাদা অংশের প্রদাহ। সর্দ্দির পূর্ব্বে কোন কোন সময়ে বা পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাতের বেদনা হইয়া ঐ সকল স্থান ফুলিয়া উঠে। নাসিকা হইতে প্রচুর জলের ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাব হইতে আরম্ভ করিলেই বেদনার উপশম। রোগী বারংবার নাক পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করে কিন্তু নাক এত শুকাইয়া যায় যে রোগী নাক ঝাড়িয়া ঝাড়িয়াও শ্লেষ্মা বাহির করিতে পারে না। ডাঃ **ফ্যারিংটন** বলেন যে সর্দ্দি হইয়া নাসিকার স্রাব অতি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যাইবার ফলে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইতে না পারিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ত হয়ই উপরন্তু শুষ্ক ঘঙ্‌ঘঙে কাসি উৎপন্ন হইতে থাকে এইরূপ অবস্থায় ষ্টিকৃটা কার্য্যকরী ঔষধ তবে সর্দ্দির প্রথম অবস্থায়ই ইহা বেশী উপযোগী।

ষ্টিকৃটা-সর্দ্দির বিশেষত্ব এই যতই সর্দ্দিস্রাব হইবে ততই বেদনার উপশম হইবে। **কেলি-বাইক্রমেও** ঐরূপ সর্দ্দি রোগে নাসিকার মূলে ও কপালে বেদনা হইতে দেখা যায়, ইহাদের স্রাব যদি বন্ধ হয় তবে বেদনার বৃদ্ধি হয়, নাসিকায় শক্ত মামড়ি পড়ে কিন্তু ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই যে কেলি-বাইক্রমের রোগীর নাসিকায় ক্ষত হয় ষ্টিকৃটায় তাহা হয় না। বা কেলি বাইক্রমের রোগীর

যেমন শ্লেষ্মা দড়ির ন্যায় ও চট্‌চটে নির্গত হয় ষ্টিকৃটার সেইরূপ হয় না। ক্রমাগত হাঁচি হওয়া সত্বেও নাসিকা সম্পূর্ণরূপ বন্ধ হইয়া যাওয়া ষ্টিকৃটার বিশিষ্ট লক্ষণ।

কাসি অত্যন্ত শুষ্ক, কাসির আক্রমণ দিনের বেলায় ততটা হাঁকে না, যেমনি সন্ধ্যা হইল অমনি প্রচণ্ডভাবে কাসি আরম্ভ হইবে অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা ও রাত্রেই কাসি অত্যধিক হইতে থাকে, কাসির সময় রোগী না পারে শুইতে না পারে বসিতে। কাসির সময় শুইতে পারে না, শুইলেই কাসির বৃদ্ধি —আর্স, বেল্, ড্রোসে, হায়োস, রাস-টক্স, রোগী কাসির জন্য ঘুমাইতে পারে না— লাইকো, পাল্‌সে। ষ্টিকৃটা রোগী কাসির সময় ঠাণ্ডা স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। হামের পর শুষ্ক এবং ক্লেশদায়ক কাসিতে এই ঔষধই বিশেষ ফলপ্রদ।

হুপিং কাসিতেও ইহা ব্যবহৃত হয় যদি কাসি শুষ্ক, উচ্চশব্দকারী ও হুপ শব্দবিশিষ্ট হয় এবং হুপিং কাসির পূর্ব্বে যদি তরুণ জাতীয় সর্দ্দির ইতিহাস থাকে তাহা হইলে ষ্টিকৃটাই ব্যবহার্য্য।

ক্ষয় কাসিতেও ইহা ব্যবহার করা চলে যদি তাহার খক্‌খকে কাসি অবিশ্রান্ত হইতে থাকে, তাহার বক্ষের ভিতর অনবরত চাপ বোধ করে এবং সে যদি মনে করে বুকের ভিতর কি একটা জমাট পদার্থ আবদ্ধ হইয়া আছে তাহা হইলে ষ্টিকৃটা উপযোগী।

শির-পীড়া :—তরুণ সর্দ্দির সহিত অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকিলে কপালে, নাসামূলে বদ্ধভাব ও চাপ বোধ থাকিলে ইহা উত্তম ঔষধ। সর্দ্দিস্রাব ভালরূপ হইলে মাথার যন্ত্রণার উপশম বোধ। যদি শ্লেষ্মা নিঃসৃত না হয় তবে তাহার এত অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে থাকে যাহার ফলে রোগী শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। মাথার যন্ত্রণার সহিত তাহার অত্যন্ত বমি-বমির ভাব ও বমন হইতে থাকে যাহার ফলে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। ডাঃ **লিলিয়েন্থাল** একটি বমনযুক্ত শিরঃপীড়া রোগ, এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার কপালের মধ্যদেশে এবং নাসামূলে অত্যধিক বেদনা, যতই বেলা হয় ততই বেদনার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

অনুভূতি : ষ্টিকৃটা রোগিণী রাত্রি হইলেই তাহার পা দুইখানিকে স্থির রাখিতে চেষ্টা করে কেননা সে এইরূপ অনুভব করে যেন তাহার পা দুইখানি স্পন্দিত হইতেছে এবং উহা চতুর্দ্দিকে ছড়ান অবস্থায় আছে সেইজন্য তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই পায়ের উপর বেশী বর্দ্ধিত হয়। তাহার এইরূপ অনুভব হয় যেন সে শূন্যে উড়িতেছে, সে তাহার বিছানা স্পর্শ করিয়া নাই—সে আছে শূন্যে। তাহার শরীর সোলার ন্যায় হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে এই লক্ষণ আমরা **ভ্যালিরিয়ানায়ও** দেখিতে পাই।

বাত রোগীর হাত পা ফুলিয়া যায় ও আড়ষ্ট হয়। রোগীর জানুদেশে, সন্ধিতে হঠাৎ প্রদাহযুক্ত বাত হইলে যদি ষ্টিকটা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে রতি পুরাতন অবস্থায় পরিণত হইতে পারে না। ইহার বাতের বেদনায় ভয়ানক যন্ত্রণা এমন কি বাতের যন্ত্রণার রোগিণী প্রলাপ পর্য্যন্ত বকিতে থাকে। ইহার বাতের বেদনা বাহু, হস্তাঙ্গুলি, প্রত্যেক সন্ধিস্থল, উরু, পায়ের আঙ্গুল প্রভৃতিতে হইতে পারে। পায়ের সন্ধির বাতে সে মনে করে তাহার পা দুইখানি শূন্যে ঝুলিতেছে। পূর্ব্ব-বর্ণিতরূপ সর্দ্দি হইয়া বাতরোগ হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী।

এই ঔষধ অ্যাসিড-ফস, সিমিসিফিউগা, ব্যাসিলি, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, ড্রোসেরা, ডাল্‌কা, কেলি-বাই, নাক্স-ম, জেল্‌স, রিউমেক্স সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট হইতে ৩, ৬, ৩০ শক্তি।

ষ্টিলিঞ্জিয়া-সিলভ্যাটিকা (Stillingia Sylvatica.)।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া :—ইহার অপর নাম স্যাপিযাম-সিলভ্যাটিকাম। ইহা এক প্রকার বৃক্ষ। এই বৃক্ষের তাজা মূল হইতে আরক তৈরী করা হয়।

ব্যবহারস্থল :—পারদ বা উপদংশ-বিষ জর্জ্জরিত ও গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির নানাবিধ পীড়া, অস্থিপীড়া, অস্থিতে গুটি হওয়া, গলক্ষত, একজিমা, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ, সর্দ্দি, মাথা ব্যথা, গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি, যকৃতের পীড়া, গোদ প্রভৃতি রোগে ষ্টিলিঞ্জিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতিরেকে মূত্রমার্গ প্রদাহ, প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, উপদংশজাত ক্ষত ও উদ্ভেদ ইত্যাদি ইহা দ্বারা আরোগ্যলাভ করে।

ক্রিয়াস্থল :—অস্থি প্রদাহ, অস্থিবেষ্ট, অস্থিগুল্ম এবং উপদংশ-দোষজনিত পীড়ায় ইহার ক্রিয়া দেখা যায়।

অস্থিরোগ :—উপদংশজনিত বা গণ্ডমালাজনিত দীর্ঘ অস্থিসকলের পীড়ায়—যথা কোমর, টিবিয়া, হিউমরাস প্রভৃতি অস্থি ও অস্থিবেষ্টের প্রদাহে ইহা উত্তম কার্য্য করে। ষ্টিলিঞ্জিয়ার বেদনা রাত্রে ও বর্ষাঋতুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঐ সকল অস্থি ও অস্থিআবরণীর পীড়ার সহিত যদি নাসিকায় ক্ষত থাকে তবে ইহা আরও বেশী কার্য্যকরী ঔষধ। উপদংশ দোষ হেতু শরীরের নানাস্থানে যদি ঢিবলীর ন্যায় উদ্ভেদসকল নির্গত হয় ও তৎসহ বাতি, হাড়ের ভিতর বেদনাদি থাকে তাহা হইলেও ইহা কার্য্যকরী। পারদ বা উপদংশ-বিষে জর্জ্জরিত দেহের পক্ষে ইহা একটী অমূল্য বস্তু।

বাত :—উপদংশজনিত অস্থিবেষ্টনীর বাতে এই ঔষধ অতি চমৎকার কার্য্য করে। **ডাঃ হেল** বলেন, তিনি পুরাতন বাতরোগেও ইহার যথেষ্ট কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, যে সকল বাতরোগে **রাস্‌-টক্স** প্রয়োগ করিয়া কোন উপকার পাইতেন না অথচ রাস্‌-টক্সের লক্ষণ বিদ্যমান আছে সেই সকল ক্ষেত্রেও ষ্টিলিঞ্জিয়া উচ্চশক্তির কয়েক মাত্রায় আশানুরূপ ফল পাইয়াছেন।

স্বরযন্ত্রের পীড়া :—উপদংশ-বিষে যাহার দেহ দুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের স্বরনলী প্রদাহের সহিত যদি স্বরভঙ্গ ও শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি বিদ্যমান থাকে এবং সময় সময় যদি তরল গয়ার উঠে তবে ইহা উপযোগী। বক্তাদিগের স্বরভঙ্গে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যাহাদের স্বরভঙ্গ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে তাহাদের পক্ষেও ব্যবহৃত হয়। তাহার স্বরনলী যেন আঁটিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূতি এবং তালুমূলের উভয় পার্শ্বস্থিত গহ্বরের মধ্যে হুলফোটানবৎ ব্যথা।

প্রমেহ রোগীর সমস্ত মূত্রনালীর মধ্যে ভয়ঙ্কর উত্তেজনা ও জ্বালা, ঐ জ্বালা ও উত্তেজনা প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত বেশী হয়, সেইজন্য প্রস্রাব করিতে অতিশয় কষ্টবোধ। মূত্রনলী মধ্যে এত জ্বালা হয় যে, রোগীর সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া যায়। **ডাঃ লিলিয়েন্থাল** বলেন যে, যন্ত্রণাপূর্ণ লিঙ্গোত্থান, প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা, মূত্রনালীর ভিতর সুড়সুড় করা এবং মূত্রাশয় প্রদাহে ও প্রমেহরোগে ষ্টিলিঞ্জিয়া ব্যবহার্য্য। ইহার প্রস্রাব পরিষ্কার জলের ন্যায়। প্রস্রাবে শাদা শাদা তলানিও পড়ে, দুগ্ধবৎ ঘন প্রস্রাব।

প্রত্যঙ্গাদির পীড়া :—সন্ধ্যাবেলা ডানদিকের কনুই বা ডানদিকে ধকধক ও দপ দপ কারী বেদনা হইতে থাকে, রোগী তাহার সমস্ত বাহু হইতে আঙ্গুল পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভব করে। উরুর উপর, পা, পায়ের তলা ব্যথা করিতে থাকে, তাহার কাঁধে বড় বড় অস্থিময় গুটি

নির্গত হয়, পায়ের উপর দুরারোগ্য উপদংশজাত ক্ষত, উপদংশ বা প্রমেহদুষ্ট অস্থিশুল ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

উদরাময়:—ইহার প্রস্রাব যেমন শাদা দুধের ন্যায়, ইহার বাহ্যেও সেইরূপ দুধের ন্যায় শ্বেতবর্ণের। ইহার উদরাময়ের মল অনিয়মিতভাবে—কখন কষায়, কখন ফেনা ফেনা, কখন পিত্তমিশ্রিত আবার কখনও দুধ বা দধির ন্যায় শাদা হইয়া থাকে। বাহ্যে করিবার সময় মলান্ত্র ও মলদ্বার আবরক পেশীর মধ্যে অত্যধিক যন্ত্রণা, এই যন্ত্রণা প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—আক্রান্ত অংশ টিপিলে ও গরম সেক দিলে উপশম, অপরাহ্নে, আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে, চলা-ফেরায়, ঠাণ্ডা ও জলীয় বায়ু লাগিলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ:—**ষ্টিলিঞ্জিয়া** উপদংশ রোগে সিফেলি, মেজে, মার্কারি, কেলি-আয়োড তুল্য, পুরাতন বাতরোগে—গুয়েকাম ও ফাইটোল্যাক্কা তুল্য, বাত ও সন্ধিরোগে—নেট্রাম-সালফ তুল্য ঔষধ।

শক্তি:—মূল অরিষ্ট ৩, ৬ শক্তি।

ষ্ট্রীক্‌নিনাম (Strychninum.)

পরিচয়:—ইহার অপর নাম ষ্ট্রীক্‌নিয়া বা ষ্ট্রিক্‌নিন। ইহা নাক্স-ভমিকা বীজের উপক্ষার। বহুবিধ প্রক্রিয়া করিয়া এই ঔষধ বাহির করা হয়, ইহার বর্ণ শাদা। ষ্ট্রীক্‌নিয়া মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ এবং ইহার স্বাদ তিক্ত।

ব্যবহারস্থল:—স্নায়বিক উত্তেজনা, অন্ধত্ব, হাঁপানী, ধনুষ্টঙ্কার, আক্ষেপ, মূত্রাশয়ের পীড়া ও পক্ষাঘাত, উদর বিভেদক (ডায়েফ্রাম) পর্দ্দায় আক্ষেপ, অসাড়ে প্রস্রাব, অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, রাত্রিকালে উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত প্রভৃতি। মেরুদণ্ডের উপর "ষ্ট্রিক্‌নিয়া"র ক্রিয়া সুস্পষ্ট। ইহার যন্ত্রণাদি হঠাৎ আসে; কতক্ষণ অন্তর এইরূপ উপসর্গাদির পুনরাক্রমণ হইতে থাকে।

ক্রিয়াস্থল:—ধনুষ্টঙ্কার ও সাবরাম আক্ষেপ বিশেষতঃ আক্ষেপ মেরুদণ্ডে বেশী হইলে ষ্ট্রীক্‌নিনাম ক্রিয়া করিয়া থাকে।

ষ্ট্রিক্‌নিয়া **ধনুষ্টঙ্কার** ও আক্ষেপের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার আক্রমণ সবিরাম, যখন আক্রমণ থাকে না তখন তাহার মাংসপেশী সকল শিথিল হইয়া যায় কিন্তু কেহ জোরে দরজা বন্ধ করিলে, কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ করিলে অথবা কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ আক্ষেপ আরম্ভ হয় আক্ষেপের সময় মাংসপেশী সমূহ কাঠের ন্যায় শক্ত হইয়া যায়, আক্ষেপের সময় কিন্তু জ্ঞানলোপ হয় না। ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াই আক্ষেপাক্রান্ত হইয়া থাকে তখন তাহার মুখ হইতে ফেনা পড়িতে থাকে, তাহার দেহ পিছনের দিকে ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যায়। ইহার আক্ষেপের আক্রমণ মেরুদণ্ডেই বেশী হয়। শরীর ধনুকের মতন হইয়া যায় মাথার পশ্চাৎ অংশ ও পায়ের গোড়ালি বিছানায় লাগিয়া থাকে, **ট্যাবেকাম** রোগীরও মেরুদণ্ড আক্রান্ত হইয়া কাহার কাহারও তড়কা, খেঁচুনি এবং ঘাড় পিঠ শক্ত হইয়া যায়। **নাক্স-ভমিকার** আক্ষেপও

দীর্ঘস্থায়ী, পেশীর আক্ষেপই বেশী হইয়া থাকে; ষ্ট্রীকনিনামের রোগীর আক্ষেপের সময় চক্ষুর পেশীর নিরন্তর আকুঞ্চন ও প্রসারণ হইতে থাকে, চোখের পাতা সকল অনবরত কাঁপিতে থাকে এবং চোখের তারার ভিতর কেহ সূঁচ ফুটাইতেছে এরূপ ব্যথা অনুভব করে। ভীত হইলে লোকের মুখমণ্ডল যেরূপ হয় রোগীর মুখের অবস্থাও সেইরূপ ভীত-ত্রস্ত ভাব ধারণ করে। মুখমণ্ডল ফুলিয়া উঠে, আগুনের ন্যায় গরম হয় এবং চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, তাহার চক্ষু দেখিলে মনে হইবে যেন মধু মক্ষিকায় দংশন করিয়াছে। তাহার বাক্য অস্পষ্ট—মুখের কথা মুখেই মিলাইয়া যায়।

ষ্ট্রীকনিন রোগীর মানসিক লক্ষণও কিছু কিছু দেখা যায়—আক্রমণের সময় সে প্রচণ্ড প্রলাপ বকে 'ঐ আমাকে ধর্‌লে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। কখনও সে বিড় বিড় করিয়া কথা বলে, আবার কখনও সে চীৎকার করিয়া উঠে আবার কখনও সে জোরে অট্টহাস্য করে। তাহার মাথা অত্যন্ত হাল্‌কা বোধ এবং তাহার মাথাটা জলে ভাসিতেছে এরূপ বিশ্বাস। ষ্ট্রীকনিন রোগীর ক্ষুধা খুব, সে বেশ রুচির সহিতই আহার করে।

পাকযন্ত্রের পীড়া :—তাহার সর্ব্বদাই উঁকি উঠে এবং সেই সঙ্গে বমনও থাকে; রোগী জলের ন্যায় পাতলা বমি করে। তাহার ক্ষুধা বেশ থাকে এবং খাইতেও পারে বেশ। তৃষ্ণা অত্যন্ত, মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক। **গর্ভবতীদিগের গা বমি বমিতেও ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ** (সিম্‌ফোরি-কার্পাস)। রোগী রাত্রে খাইবার সময় হঠাৎ তাহার উপরের পেট ভয়ানক সাঁটিয়া ধরে ও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যেন মনে হয় তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, সেই সময় সে তাহার কোমরের কাপড় ও অন্যান্য স্থানের কাপড় আল্‌গা করিয়া দেয়।

জ্বর : রোগীর সমগ্র মেরুদণ্ডের উভয় দিকে শীত বোধ হইয়া রোগীর শরীর অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তাহার মেরুদণ্ডের উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত যেন বরফ ঢালিয়া দিতেছে এইরূপ অনুভূতি। শরীরের নিম্নদেশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, মাথায় ও বুকে অত্যধিক ঘর্ম্ম হইতে থাকে কখন কখনও সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা করিবার সহিত তাপবৃদ্ধি পায় এবং গরম ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

দোষঘ্ন ঔষধ :—প্যাবিফ্লোরা, হায়োসা, ট্যাবাকাম্, ক্যাম্ফর, অ্যাকো।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে উপশম; প্রাতে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে, শব্দ শুনিলে, পরিশ্রম করিলে, আহারের পর, নড়াচড়া করিলে রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—২x, ৩x, ৬x চূর্ণ, ও ৩০ শক্তি।

ষ্ট্রীকনিনাম-আর্স (Strychninum Ars.)।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া :—এই ঔষধ ষ্ট্রিকনিন ও আর্সেনিকের সংমিশ্রণে তৈরী হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক মতে ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ, তদূর্দ্ধক্রম অরিষ্ট।

ব্যবহারস্থল :—পক্ষাঘাতের লক্ষণের সহিত পুরাতন উদরাময় রোগে; মেদাপকর্ষ রোগের প্রথম অর্থাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের বিবৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে হৃদ্‌যন্ত্রের অপকর্ষ হইয়া থাকে। শুইয়া থাকিলে অত্যধিক শ্বাসকষ্ট অনুভব, নিম্নাঙ্গের শোথ রোগে প্রস্রাব কমিয়া যায়, প্রস্রাবের আক্ষেপিক গুরুত্ব অধিক হয়,

প্রস্রাবে গ্লুকোজের মাত্রা অত্যধিক দেখা যায়। বহুমূত্র ও রক্তহীনতায় এই ঔষধ ব্যবহার অনেকে অনুমোদন করেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় বেশী ব্যবহৃত হয়। বেরিবেরি রোগে কার্য্যকরী।

শক্তি :—৬x বিচূর্ণ বেশী কার্য্যকরী।

ষ্ট্রীকনিন-এট-ফেরি-সাইট্রেট (Strychninum et Ferri Cit.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ পিত্তসংক্রান্ত পীড়ার সহিত পক্ষাঘাতে এবং অজীর্ণ রোগীর অত্যন্ত বমনে যাহা খায় তাহাই বমি করে এই লক্ষণে উপযোগী।

শক্তি :—২x এবং ৩x বিচূর্ণ কার্য্যকরী।

ষ্ট্রীকনিনাম-ফস্ফোরিকাম (Strychninum Phos.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটীও রক্তহীনতার জন্য একটী উপযোগী ঔষধ। রক্তহীনতার জন্য পক্ষাঘাত হইয়া রোগীর পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর রক্তস্বল্পতা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে এই ঔষধ চমৎকার কার্য্য করিয়া থাকে। পৃষ্ঠের বেদনা বক্ষঃস্থলের সম্মুখদিক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগ চাপিলে বা স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি।

এই ঔষধে মাংসপেশীর আড়ষ্টতা, দুর্ব্বলতা ও শক্তিহীনতা আছে তৎসহ অনিয়মিত নাড়ী; সংযমশক্তির অভাব, অনবরত হাসির ইচ্ছা, তাণ্ডব (কোরিয়া) ও মূর্চ্ছাবায়ু রোগে এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

শক্তি :– ৩x, ৬x দশমিক ক্রম।

ষ্ট্রীকনিনাম-পিউরম (Strychninum Purum.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হনুস্তম্ভ বা চোয়াল লাগিয়া যাওয়া; মূর্চ্ছাবায়ু রোগে রোগীর হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুল অনবরত কাঁপিতে থাকে, উচ্চ শব্দযুক্ত কাসি, হাঁপানি। মূর্চ্ছাগ্রস্ত রোগিণীর পৃষ্ঠের নিম্নভাগে যেন বরফ রহিয়াছে অনুভব করে এইরূপ শীতলতা অনুভূতি, সে সামান্য শব্দে, স্পর্শে, গন্ধে ও গোলমালে অস্থির হইয়া যায় অর্থাৎ রোগ বেশী হয় এবং রোগিণীর শরীর যদি কেহ টিপিয়া দেয় তবে উপশম বোধ করে। রমণীদিগের সঙ্গমের প্রবৃত্তি খুব কিন্তু সঙ্গমকালে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে, তাহার শরীরের যে কোন স্থানেই হউক না কেন স্পর্শ করিলে, স্পর্শ সুখের অনুভব জন্মে ও ইন্দ্রিয়লিপ্সা উত্তেজিত হয়।

শক্তি ঃ—৩x, ৬x বিচূর্ণই বেশী ব্যবহৃত হয়।

ষ্ট্রীক্‌নিনাম-ভ্যালেরিণ (Strychninum Valerin) ।

এই ঔষধ মস্তিষ্কের অবসন্নতা, রমণীদিগের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের পক্ষে কার্য্যকরী—২x বিচূর্ণ ব্যবহার্য্য।

ষ্টেলারিয়া-মিডিয়া (Stellaria Media.) ।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া :- ইহার অপর নাম অ্যাল্‌সাইন-মিডিয়া বা চিক্‌-উড্‌। ইহা একপ্রকার গুল্ম। এই গুল্ম মুকুলিত অবস্থায় সংগৃহীত হইয়া সুরাসার যোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—ইহার প্রধান লক্ষণ বা ক্রিয়া দেখা যায়, **ভ্রমণশীল বাতের বেদনায়** অর্থাৎ যে বেদনা এক সন্ধি হইতে অপর সন্ধিতে ঘুরিয়া বেড়ায় (পাল্‌সে, কেলি-সাল্ফ, ল্যাক্‌-ক্যানাই), রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। রোগীর উরুপ্রদেশে, জানু ও গুল্‌ফ মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, ঐ বেদনা নড়াচড়ায় ভাল থাকে। ইহার রোগীর বাম হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে বাতের বেদনা, ডাণদিকের কাঁধ এবং বাহুতে বেদনা, বিছানায় শুইলে বেদনার বৃদ্ধি তাহার পৃষ্ঠফলকের বেদনা, উহা সঞ্চালনে বেশী হয়। ষ্টেলারিয়া রোগী সর্ব্বদাই আলস্য বোধ করে, তাহার কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহার সদা সর্ব্বদাই যেন ঘুম পায় (নাক্স-মস্ক), ঘুম ভাঙ্গিবার পর রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে ও তাহার মাথা ঘুরায়, হাত দুইখানি গরম হয় ও পদদ্বয় শীতল হইয়া যায়। বামদিকের চক্ষে অত্যন্ত বেদনা হইতে থাকে ও বুকের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া সূঁচফোটান ব্যথা অনুভব করে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—সন্ধ্যার সময় ; চলাফেরা করিলে, পরিষ্কার হাওয়ায় বেড়াইলে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টিপিয়া দিলে ও বাম পার্শ্বে শুইলে উপশম বোধ ; সকাল বেলা, উত্তাপে, তামাক সেবন করিলে, সঞ্চালনে, বিশ্রামে ও বামদিকে শুইলে লক্ষণের বৃদ্ধি।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x, ২x, ৩x ক্রম।

ষ্ট্রেপটোকক্কিন (Streptoccocin.) ।

ব্যবহারস্থল :—সংক্রামক ব্যাধি হইয়া যদি দূষিত ও দুরারোগ্য বা সেপটিক ক্ষত হয় তবে ইহা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

ষ্ট্রনসিয়ানা-কার্ব্বনিকা (Strontiaha Carbonica.) ।

পরিচয় :—ইহা এক প্রকার ধাতব পদার্থ। এই ধাতু মিশ্রিত অবস্থায় খনিতে পাওয়া যায়, তারপর ইহাকে নানাবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া ঔষধ আকারে পরিণত করিতে হয়। ইহা দেখিতে শাদা, কার্ব্বনেট-অভ্‌-ম্যাগ্নেসিয়ার ন্যায়। এই ঔষধ বিচূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :— অস্থিপ্রদাহ, অস্থিক্ষত বিশেষতঃ ফিমার অস্থির ক্ষতে বেশী ব্যবহৃত হয়, নৈশ উদরাময়, বাতের বেদনা, পুরাতন মচ্‌কান বেদনা, পায়ের তলায় ও পায়ের ডিমে অত্যন্ত খালধরা বেদনা, অসাড়ে প্রস্রাব করা, হিক্কা, আঘাতাদি লাগা, সন্ন্যাস রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

সন্ন্যাস রোগ :—রোগীর মাথার ভিতর অতিরিক্ত রক্তসঞ্চিত হইবার জন্য রোগী যতবার পদচারণ করে ততবার তাহার মুখ আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত হইবার ফলে তাহার সন্ন্যাস রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয় তখন গরম কাপড় দ্বারা মাথা ঢাকিয়া রাখিলে বা গরম ঘরের ভিতর থাকিলে উপশম বোধ (ম্যাগ-মিউর, সাইলি)। সন্ন্যাস রোগী মনে করে যেন তাহার মস্তকের চর্ম্ম ব্রহ্মতালুর দিকে টানিতেছে যেন তাহার মাথার ভিতরের পদার্থ সকল ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। ঘাড় হইতে উহা সমস্ত মস্তকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার যন্ত্রণা **ষ্ট্যানামের** ন্যায় ধীরে ধীরে আসে এবং ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। যন্ত্রণা, উত্তাপ বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপে (ম্যাগ-মি, ম্যাগ-ফস, বাস্, সাইলি), কেহ মাথা টিপিয়া দিলে ও গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দিলে উপশম। ইহার রোগীর মুখমণ্ডলে প্রমেহ বিষ-দুষ্ট উদ্ভেদের মত উদ্ভেদ সকল বাহির হয়, উহা জ্বালা করে এবং উহা হইতে রস পড়ে।

উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা :—ইহার উদরাময় প্রথম রাত্রে অত্যন্ত বেশী হয়। উদরাময়ের বেগ এত বেশী হয় যে তাহার হাতের জল শুকায় না অর্থাৎ তাহাকে অনবরত পায়খানায় যাইতে হয়। শেষরাত্রে ৩টার পর উদরাময়ের প্রচণ্ডতা কমিতে থাকে। তরল মলত্যাগের পরও অনেকক্ষণ তাহার মলদ্বার জ্বালা করিতে থাকে। উদরাময়ের সহিত অস্থি-ক্ষত বিশেষতঃ উরুতের অস্থির ক্ষয় ও ফুলা থাকে। এই ঔষধ উদরাময়ের জন্য যেমন উপযোগী **কোষ্ঠকাঠিন্যের** জন্যও সেইরূপ উপযোগী। ইহার রোগীর মল মেষের মলের ন্যায় বড়ি বড়ি, কিন্তু নির্গত হইবার সময় এত যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং এত কষ্টের সহিত নির্গত হয় যে, সে মনে করে এখনই বুঝি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, মলত্যাগের পর তাহার মলদ্বারে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালা করে। **র‍্যাফেনাস** রোগীরও এইরূপ জ্বালা আছে, কিন্তু ট্রম্‌সিযানা রোগীর উদরাময়ের বাহ্যের পরও অত্যন্ত জ্বালা থাকে। মলত্যাগের পর রোগী এত অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, আর বসিতে পারে না, শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

প্রত্যঙ্গাদির পীড়া :—বহুকালের মচ্‌কান ব্যথা বা আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাইবার ফলে যে ব্যথা হয় তাহার জন্য অপরাপর ঔষধ সেবনেও যখন ব্যথাদি ভাল হয় না তখন ইহা দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। বহুকালের গুল্‌ফসন্ধির মচ্‌কানজনিত পীড়া আর্ণিকা, রুটা, রাস্-টক্স, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, বেলিস্ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিয়াও যখন ভাল না হয় তখন ট্রম্‌সিযানা ৩x বা ৬x বিচূর্ণ সেবনে উহা আরোগ্যলাভ করে। তাহার পৃষ্ঠদেশে ও নিতম্বে যেন আঘাত লাগিয়াছে এরূপ ব্যথা, ঐ স্থানে হাত ছোঁয়াইলে বা হেঁট হইলে ব্যথার বৃদ্ধি। ইহার বাতের বেদনা সাধারণতঃ রোগীর ডাণদিকেই বেশী হয় এবং সন্ধ্যাবেলা আক্রান্ত অংশ নাড়িতে পারে না, যেন সেই অংশে পক্ষাঘাত হইয়াছে এইরূপ বোধ। ইহার আংশিক বেদনা যেন মজ্জাগতভাবে থাকিয়া দেহকে বেগে স্পন্দিত করিতে থাকে।

জ্বর রোগীর নাসিকা ও মুখ দিয়া যেন অগ্নিবৎ উত্তাপ বাহির হইতে থাকে, সেই সঙ্গে ভয়ানক তৃষ্ণা। রাত্রে তাহার প্রবল জ্বর উঠে, তাহার শরীর একেবারে শুক্‌না মনে হয়, একটুও ঘাম

নির্গত হয় না। আবার যখন তাহার ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ করে তখন প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় ; এবং শরীরের যে অংশ ঢাকার বাহিরে পড়ে সেই অনাবৃত অংশ ব্যথা করিতে থাকে।

চর্ম্মরোগ :—রোগীর মুখে ও দেহের অন্যান্য অংশে প্রমেহজনিত উদ্ভেদ উঠিয়া থাকে, ঐ উদ্ভেদসকল অত্যন্ত চুলকায় ও তাহা হইতে রস পড়ে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—উত্তাপ লাগাইলে বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপে, শেষ রাত্রি ৩।৪ টার সময় এবং খাইবামাত্র রোগের উপশম ; আক্রান্ত স্থানে হাত ছোঁয়াইলে, দলিয়া দিলে, মাথা নীচু করিয়া চলাফেরা করিলে, হেঁট হইলে, শারীরিক পরিশ্রমে, সন্ধ্যাবেলা, রাত্রে জলীয় বায়ু লাগাইলে এবং খাইবার কিছু পরে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—আর্ণিকা, ক্যাল্কেরিয়া, কষ্টি, কেলি-কার্ব্ব, মার্কারি; পাল্সে, রাস্-টক্স, রুটা, সিপিয়া।

শক্তি :—৩x, ৬x বিচূর্ণ।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম (Stramonium.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ডেটুরা-ষ্ট্র্যামোনিয়াম। আমাদের দেশে ইহাকে ধুতুরা বলে। ইহার পাকা বীজ চূর্ণ করিয়া এই ঔষধের মূল অরিষ্ট তৈরী করে। ধুতুরা বীজ আমাদের দেশের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা কেবল ধুতুরার বীজ ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ঔষধার্থে তাঁহারা ধুতুরা পাতার রসও ব্যবহার করিয়া থাকেন। অ্যাকোনাইট অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি, অ্যাকোনাইট মানুষের পক্ষে বিষ কিন্তু ইহা গাধার খাদ্য। আবার ষ্ট্র্যামোনিয়ামের ব্যাপার দেখুন, ধুতুরা পাতা ছাগলে বেশ তৃপ্তির সহিত খায়, খাইলে গরুরও সহজে কোন অসুখ করে না, তবে উহার দুধ বিষাক্ত হইয়া শিশুদিগের অনিষ্ট করিয়া দেয়, আর আমরা (অর্থাৎ মানুষ) যদি ধুতুরার বীজ খাই তবে পাগল হইয়া যাই, এই ঔষধটী হানেমান পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

ব্যবহারস্থল :—মস্তক ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ায় ইহা বেলেডোনার ন্যায় কার্য্য করে, ইহা ব্যতিরেকে সন্ন্যাসরোগ, তাণ্ডব, প্রলাপ, জলাতঙ্ক, শিরঃপীড়া, আলোকাতঙ্ক, মৃগীরোগ, পক্ষাঘাত, ভয়জনিত আক্ষেপ, বক্রদৃষ্টি, তোতলামি, ধনুষ্টঙ্কার, বাকরোধ, উন্মাদ, সান্নিপাতিক জ্বর, চোয়াল আটকান পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—মন ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা জন্মিয়া রোগী অনিদ্রায় ভোগে, উন্মাদের ভাব, বিকার হওয়া ইত্যাদি দেখা যায়, গলশোষ, চর্ম্মের উপর ক্রিয়াধিক্য, চক্ষু কনীনিকার উপর ক্রিয়া, স্পর্শশক্তির হ্রাস ; ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, স্নায়ুমণ্ডলের ও মূত্রগ্রন্থির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে।

মন :—উন্মত্ততা ইহার প্রধান লক্ষণ, রোগী হাসে, গান গায়, কবিতা আবৃত্তি করে, দাঁত বাহির করিয়া ঠাট্টা করে, শীষ দেয়, চীৎকার করে, করুণ ভাবে প্রার্থনা করে, অদ্ভুত রকমের প্রতিজ্ঞা করে এবং হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসে ও ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। রোগী নানা ভাবে কল্পনা করে ; সে মনে করে যেন সে অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে, যেন তাহার শরীর একটী শরীর

নহে, দুইটী শরীর, এই লক্ষণ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগেরই বেশী হয়, এইরূপ লক্ষণ পুরুষদিগের হইলে **অ্যানাকার্ডিয়াম** উপযোগী। **পেট্রোলিয়াম** রোগী মনে করে তাহার প্রত্যঙ্গ সকল সংখ্যায় দ্বিগুণ হইয়াছে। আবার ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগী মনে করে তাহার অর্দ্ধাঙ্গ-গুটাইয়া ফেলান হইয়াছে। সে আবার তাহার আত্মীয়স্বজনদের বলে, সে প্রেতাত্মাদিগের সহিত কথা বলে। কখনও আবার ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা করে বা ভক্তি গদ্‌গদ্‌চিত্তে প্রার্থনা করে, আবার বিকারের ভিতরও সে নানাপ্রকার বিভীষিকাজনক পদার্থ দেখিতে পায়, নানা প্রকার কাল্পনিক ছায়া মূর্ত্তি দেখিতে পায়, যেন কেহ তাহার কাণের কাছে কথা বলিতেছে এরূপ শুনিতে পায়, ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তুর ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া পালাইবার চেষ্টা করে। **বেলাডোনায়** বিকারের ভিতর নানা প্রকার মূর্ত্তি দেখিয়া পালাইবার চেষ্টা করে, এমন কি জানালা দিয়া লাফাইয়া পর্য্যন্ত পড়ে; বেলাডোনা রোগীর মাথায় অত্যধিক রক্তসঞ্চয়ের জন্য মাথা অত্যন্ত গরম হয়, চক্ষু মুখ রক্তের ন্যায় লাল হয়, দুইদিকের রগের ভিতর দপ্‌দপ্‌ করে; বিকারে উচ্চহাস্য করে, চীৎকার করে, দাঁত কড়মড় করে, অন্যকে প্রহার করে, কামড়ায়; বেলাডোনায় যেরূপ সাংঘাতিক জাতীয় বিকার এরূপ সাংঘাতিক বিকার আবার ষ্ট্র্যামোনিয়ামে নাই কেবল ষ্ট্র্যামোনিয়াম কেন অন্য কোন ঔষধে ঐরূপ নাই, ষ্ট্র্যামোনিয়ামের বিকারের লক্ষণের সহিত **হায়োসায়ামাস ও বেলেডোনার** সাদৃশ্য আছে তবে হায়োসায়ামাসের প্রলাপকে বেল্ ও ষ্ট্র্যামোনিয়ামের মধ্যবর্ত্তী প্রলাপ বলা চলে। **হায়োসায়ামাসের** প্রলাপ বেলাডোনার মত অত প্রচণ্ড নহে বা ষ্ট্র্যামোনিয়ামের মত অত উন্মত্ততা নাই; হায়োসি রোগী বিড় বিড় করিয়া বকে, হাতের আঙ্গুল দ্বারা বিছানার চাদর খোঁটে, আচ্ছন্নভাবে থাকে, অশ্লীল গান গায়, গায়ের ঢাকা ফেলিয়া দেয়। **বেলেডোনা** রোগী কামড়ায়, মারে, থুথু দেয়, চীৎকার করিয়া উঠে, আর ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগী অনর্গল কথা কহে, হাসে, গান গায়, কবিতা আবৃত্তি করে বা পাঠ করে, চম্‌কাইয়া উঠে, একাকী থাকিতে ভয় পায়, আলোকাতঙ্ক থাকিলেও আলোকের ভিতর ও অনেক লোকের ভিতর থাকিতে চায়, **কেবল আলোর ভিতর থাকিতে ভালবাসে**—বেল্, জেল্‌স, অ্যাকো, **বহুলোকের ভিতর থাকিতে ভালবাসে**—বিস্‌মাথ কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, সিপিয়া প্রভৃতি ঔষধ।

বিকারের ভিতর ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগী কাহাকেও চিনিতে পারে না, সে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে সুতরাং নিজের আত্মীয়দের চিনিতে পারে না, **হায়োসায়ামাস** রোগী নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকেও চিনিতে পারে না। রোগীর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। ক্ষীণ-স্মৃতির ঔষধের কথা **ডাঃ ফ্রাঙ্ক ক্র্যাফট** বলেন যে, নিম্নের এই ঔষধগুলিকে সর্ব্বদা মনে রাখিবে—অ্যাকোনাইট, ক্রিয়ো, ল্যাকেসিস, নেট্রাম-মিউর এবং ষ্ট্র্যামোনিয়াম। ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগী দুই চারি কথা বলিতে না বলিতে কি বলিতেছে ভুলিয়া যায়, নিজের ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির জন্য কাঁদিতে থাকে। সূর্য্যাঘাতের পর স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গেলে ষ্ট্র্যামোনিয়াম ব্যবহার্য্য ঔষধ।

জলাতঙ্ক রোগে রোগী কোন প্রকার চাকচিক্য বিশিষ্ট জিনিষ দেখিলে বা জলের ভিতর নিজের ছায়া দেখিলে চীৎকার করিয়া উঠে বা কুকুরের ন্যায় ডাকিতে থাকে বা কুকুরের ন্যায় কামড়াইতে চায়; এই সময় তাহার মুখ শুষ্ক হয়, চক্ষুতারকা প্রসারিত হয়, সে অনবরত কথা বলিতে থাকে, এমন কি বৈদেশিক ভাষায় কথা পর্য্যন্ত বলিয়া থাকে।

উন্মাদ রোগীর জন্য ষ্ট্র্যামোনিয়াম ভাল ঔষধ। যদি ধুতুরার বীজ খাইয়া উন্মাদ হইয়া যায়, তবে সে নানাবিধ কাল্পনিক দৃশ্য দর্শন করে; অস্বাভাবিক নৃত্য করে, গান গায়, অতিরিক্ত কথা

বলে, হাতের নানাবিধ ভঙ্গি করে, আবার কখনও ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অত্যধিক চীৎকার করে, কামড়ায়, আঁচড়াইয়া দেয়; তাহার চোখের তারা বড় বড় হয়, উজ্জ্বল হয়, তখন তাহার আকৃতি দেখিলে ভয় হয়। আবার রোগী কখনও ভয় পাইয়া পালাইবার চেষ্টা করে, অত্যন্ত ভীষণ আকৃতির লোক দেখিয়া ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হইয়া ক্রমাগত চীৎকার করিতে থাকে। আবার কখন তাহার ভক্তিভাব জাগরিত হয় তখন সে যুক্তকরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। রোগী সর্ব্বদাই শুইয়া থাকিতে ভালবাসে; চলিতে গেলে তাহার দেহ টল্‌মল্ করে, অপরের বিনা সাহায্যে সে এক পদও চলিতে পারে না। তরুণ উন্মাদ রোগে যাহারা বার বার উলঙ্গ হইবার চেষ্টা করে, **হায়োসায়ামাস** তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মত্ততার জন্য ইহা একটী উপযোগী ঔষধ। যে সকল রমণী সুস্থাবস্থায় সতীসাধ্বী থাকে, কিন্তু এই অবস্থায় তাহাদের কামপিপাসা যে কিরূপ বর্দ্ধিত হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। রোগিণী অনবরত অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেয় এবং ভীষণ ভাবে কামের ভাব জ্ঞাপন করে; তাহার শরীর হইতেও রেতঃর গন্ধ পাওয়া যায় অর্থাৎ কুকুরাদি জন্তুগণ যখন জোড় খায় তখন তাহাদের শরীর হইতে যেরূপ বিশ্রী গন্ধ আসে, এই সকল স্ত্রীলোকের শরীর হইতেও সেইরূপ গন্ধ বাহির হয়। ঋতু হইবার পূর্ব্বেই তাহার কামভাব আরও বেশী হয়।

ওরিগেনামের রমণীগণের কামোন্মাদ ও প্রেমোন্মাদ হইয়া থাকে। ইহার রোগিণীদিগের দুর্নিবার কৃত্রিম মৈথুনের আকাঙ্ক্ষা, রোগিণী একদিন মৈথুন না করিয়া থাকিতে পারে না, কোন সুন্দর পুরুষ তাহার চোখে পড়িলে তখনই সে ইন্দ্রিয়লালসা তৃপ্তির জন্য কৃত্রিম মৈথুন করিয়া থাকে, পুরুষদিগের এইরূপ ভাব হইলে অর্থাৎ কোন রমণী চলিয়া যাইতেছে দেখিলেই কামভাব জাগরিত হইলে সে সামনে কোন নির্জ্জন স্থান পাইলে সেইখানে বসিয়া হস্তমৈথুন করে—**বিউফো, ক্যালেডিয়াম,** ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগিণী ওরিগেনামের ন্যায় ভীষণ কামতুরা, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগিণী উন্মাদ ভাবাপন্ন হইয়া যায়, ওরিগেনামে সেইরূপ হয় না।

শিশুদিগের তড়কার জন্য ষ্ট্র্যামোনিয়াম ও **বেলেডোনা** দুই ঔষধই উপযোগী, তবে ষ্ট্র্যামোনিয়াম বেশী উপযোগী। যে স্থানে হাম, বসন্ত বা অন্য কোন উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া তড়কা হইয়াছে বা হাম, বসন্ত বা অন্য কোন গুটিকাযুক্ত পীড়ার সহিত তড়কা হয় সেইখানে ষ্ট্র্যামোনিয়াম উপযোগী ঔষধ। এই সকল ক্ষেত্রে **কুপ্রামও** চমৎকার ঔষধ; তবে কুপ্রামে খিলধরার ভাবটা বেশী এবং রোগীর শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়,—ষ্ট্র্যামোনিয়াম শিশুর শরীর তড়কার সময় লালবর্ণের হয়, সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত শরীর গরম, সে অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করে, ঘুমাইতে ভয় পায় ও কাঁদিয়া উঠে এবং নিকটে যাহাকে পায় তাহাকে জড়াইয়া ধরে, 'ঘুম ভাঙ্গিবার পর ভয় পাওয়া' কুপ্রাম এবং ষ্ট্র্যামোনিয়াম দুই ঔষধেই আছে; ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই ষ্ট্র্যামোনিয়াম-শিশু মধ্যে মধ্যে আবার কল্পনা পূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, কুপ্রাম কেবল হাম বসন্ত বসিয়া গিয়া বা একবার ভালরূপ বাহির হইয়া পরে, হঠাৎ বসিয়া গিয়া তড়কা হইলে উপযোগী। তড়কায় **বেলেডোনা** ও ষ্ট্র্যামোনিয়াম উভয় ঔষধই বিশেষ ফলপ্রদ।

সান্নিপাতিক-জ্বর-বিকার বা টাইফয়েড জ্বরে ষ্ট্র্যামোনিয়াম একটী চমৎকার ঔষধ। **ডাঃ ন্যাশ** যেমন "ট্রাইও রেষ্টলেস" ঔষধ—অ্যাকোনাইট, রাস্-টক্স ও আর্সেনিককে বলিয়াছেন; সেইরূপ "ট্রাইও ডিলিরিয়াস" আখ্যা দিয়াছেন বেলেডোনা, হায়োসায়ামাস ও ষ্ট্র্যামোনিয়ামকে।

বিকারে বেলেডোনা—প্রচণ্ডভাব ধারণ করে অর্থাৎ কামড়ায়, থুথু দেয়, লাফাইয়া পড়ে, চোখ মুখ লাল হইয়া যায়; **হায়োসায়ামাস** বিকারের ভিতর প্রফুল্ল থাকে, বিড় বিড় করিয়া বকে, সমস্ত শরীরের ঢাকা ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া থাকে; **ষ্ট্র্যামোনিয়াম**—প্রলাপের ভিতর রোগীকে দেখিলে মনে হয় যেন সে পাগলের রূপ ধরিয়াছে।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় বড় একটা ব্যবহৃত হয় না। টাইফয়েডের যে অবস্থায় ষ্ট্র্যামোনিয়াম ব্যবহৃত হয় সেই অবস্থা চিন্তা করা যায় না—রোগীকে দেখিতে ঠিক একটী পাগলের ন্যায় দেখা যায়—সেই সঙ্গে তাহার মুখ লাল হইয়া যায়। অনেকে ভুল করিয়া হয়ত এই অবস্থায় বেলেডোনার চিন্তা করিয়া বসেন; বস্তুতঃ বেলেডোনা টাইফয়েডে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না। এই সময় রোগীর চোখের ভাব পাগলের মত হয় ও ছলছল করে, সে নিজের কল্পনায় নানাবিধ জিনিষ দেখিতে পায় তাহাতে ভয়ে আঁতকে উঠে। রোগী দেখিতে পায় যেন ঘরের কোণ হইতে জন্তু জানোয়ার তাহাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে; অন্যান্য মানসিক লক্ষণ জন্য "ন্যাকেসিস অধ্যায়" দ্রষ্টব্য। জ্বর বিকারে বেলের 'প্রচণ্ডতা ও হঠাৎ রোগের আগমন,' ষ্ট্র্যামোনিয়ামের 'দুর্দ্দান্ত বিকারের অবস্থা' এবং হাইওসায়ামাসে 'অসাড় ভাব' মনে রাখিতে হইবে।

ম্যালেরিয়া জ্বর সাধারণতঃ মোটাসোটা লোকদিগের বেশী হয়, জ্বরের আক্রমণ বেলা ১১টার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত থাকে, প্রথম তাহার মুখ ও মাথা গরম হয় পরে সর্ব্বশরীর গরম হইতে থাকে—শরীর ভয়ানক ভাবে উত্তপ্ত হয় সেই সঙ্গে অস্থিরতা ও উদ্বেগ খুব দেখা যায়। প্রচণ্ড জ্বরের সময় তাহার মাথা ঘোরে, ভুল বকে; তড়কা হয়। জ্বরের সময় রোগী অন্ধকারে একলা থাকিতে ভয় পায়, উজ্জ্বল চকচকে জিনিষের দিকে তাকাইলে অথবা কেহ তাহার গায়ে হাত দিলে চমকিয়া উঠে; রোগীর জ্বরের পূর্ব্বে শীত করিতে থাকে। কিন্তু তাহার মুখ লাল, মাথা গরম ও হাত পা কাঁপিতে থাকে। শীতের সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম হয়,—হাত পা চুপ্‌সে যায়। ঘর্ম্ম তাহার প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে—সেই সঙ্গে পিপাসা ও উদরাময়, পেট ফাঁপা এবং পেটে বেদনা থাকে। এই অবস্থায় তাহার খুব ক্ষুধা পায়। জিহ্বা ফোলা ফোলা ও শুষ্ক, এই জন্য রসাল দ্রব্যও শুষ্ক-স্বাদ মনে করে।

শিশুদিগের জ্বরেও ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। জ্বরের ভিতর শিশু হঠাৎ চীৎকার কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে, চমকাইয়া উঠে, হাত পায়ের পেশী সকল কাঁপিতে থাকে, চক্ষু আধ বোজা অবস্থায় থাকে, চক্ষুর তারা বড় হয়; অন্যান্য লক্ষণ উপরে দ্রষ্টব্য।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম—টাইফয়েড জ্বর, সূতিকা জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, উদ্ভেদাদি বসিয়া গিয়া বিকারযুক্ত জ্বরের জন্য উপযোগী।

জলাতঙ্ক রোগ:—পাগলা শৃগাল ও কুকুরাদি পশুর দংশনের পর হইলে ইহা উত্তম ঔষধ। রোগী জল, আসি বা কোন চকচকে পদার্থের দিকে তাকাইলে তাহার প্রলাপ, গলনলীর স্পন্দন এবং তড়কা ইত্যাদি হয়। জলাতঙ্ক রোগে যখন গলদেশের আক্ষেপিক আকুঞ্চনাদি হইয়া থাকে তখন ষ্ট্র্যামোনিয়াম একমাত্র ঔষধ। রোগীর তরল দ্রব্যে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা। প্রত্যেকটী দ্রব্যকে সে দুইটী দেখে; অন্যান্য লক্ষণ 'উন্মত্ততা অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

উদরাময়:—টাইফয়েড ও সূতিকা জ্বরেই বেশী দেখা যায় অনেক প্রসূতিরই উদরাময় হইয়া থাকে। ইহার মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা ও কালবর্ণের কখন কখন সামান্য হরিদ্রাবর্ণের মলও

ইহাতে পাওয়া যায়—বাহ্যের সময় পেটে বেদনা ও প্রচুর ঘর্ম্ম এবং বাহ্যে হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হওয়াই ইহার বিশেষত্ব। উদরাময়ের সহিত ভয়ানক তৃষ্ণা, অম্লরস পানের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্খা (ক্যাম্মো, ফিপার, ম্যাগ-কার্ব), মুখে প্রচুর লালাস্রাব সত্ত্বেও অত্যন্ত তৃষ্ণা; হিক্কা, অত্যন্ত ছটফটানি এবং ঘুমের ভিতর চীৎকার করিয়া উঠা ও পেট ফাঁপা প্রভৃতিতে ইহা কার্য্যকরী। শিশুদিগের জ্বরের সহিত উপরোক্তরূপ উদরাময় থাকিলে ষ্ট্র্যামোনিয়াম আরও কার্য্যকরী ঔষধ।

প্রস্রাব:—প্রসবের পর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া প্রসূতির নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইলে বা টাইফয়েড জ্বরে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া বিকারের লক্ষণ আরও বেশী হইলে ইহা দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। ষ্ট্র্যামোনিয়ামে রোগীর প্রস্রাব ধীরে ধীরে, বিন্দু বিন্দু অথবা ক্ষীণ স্রোতে নিঃসৃত হয়—রোগী যতই কেন বেগ দিকনা স্বাভাবিক স্রোতে তাহার প্রস্রাব বাহির হইবে না; ইহার রোগীর অসাড়ে তীব্র গন্ধযুক্ত প্রস্রাবও হয়—প্রস্রাবের পরই পুনরায় তাহার প্রস্রাবের বেগ আসে, যেন তাহার 'থলীতে আরও প্রস্রাব জমা' আছে এইরূপ অনুভব।

তোতলামির জন্য ষ্ট্র্যামোনিয়াম একটী উত্তম ঔষধ। রোগীর জিহ্বা ফুলা, স্থূলা, আড়ষ্ট এবং শুষ্ক। সে সহজে তাহার জিহ্বা নাড়িতে পারে না (ক্যাস্টে, ডেলিবো, ল্যাকে), অনেক চেষ্টা এবং অনেক রকমের মুখ ভঙ্গি করিবার পর সে তাহার কথা উচ্চারণ করে (বোভিষ্টা, স্পাই)। রোগী কি বলিতেছে বুঝা যায় না। কোন কোন তোতলা রোগী মোটেই কথা ব্যক্ত করিতে পারে না। এই সকল রোগীদের মুখ ও গলার ভিতর অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, দেখিলে মনে হয় উহা সরু হইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে অত্যন্ত জল পিপাসা থাকিলে ইহাই ঔষধ।

শিরঃপীড়া:—রোগীর মাথা অত্যন্ত ঘুরায়, সে অন্ধকারে মোটেই চলিতে পারে না চলিবার সময় সে টলিতে থাকে এবং সম্মুখে অন্ধকারময় পদার্থ দেখিতে পায়; রোগী এরূপ ভাবে টলিতে থাকে যে তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন সে অত্যধিক মদ্যপান করিয়াছে। ইহাতে যেমন মাথার ঘুরানি আছে সেইরূপ তীব্র যন্ত্রণাও ইহাতে দেখা যায়। প্রাতে তাহার মাথায় রক্ত-সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং দু'পুর বেলা অত্যন্ত বেশী হইয়া বৈকালের দিক দিয়া কমিতে থাকে (নেট্রাম-মিউর, স্পাই, গ্লোন)। দু'পুর বেলা এত সাংঘাতিক যন্ত্রণা হইতে আরম্ভ হয় যে সে মনে করে 'সে বুঝি পাগল হইয়া যাইবে'; যন্ত্রণার সময় মাথা দেয়ালে ঠুকিতে ও ঘষিতে আরম্ভ করে।

বিসর্প হইয়া বিকারের লক্ষণ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ আমরা সেখানে বেলেডোনার কথা চিন্তা করি কিন্তু যদি ঐ স্থানে পচন আরম্ভ হইয়া রোগীর জ্বর হয় ও বিকারের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয় তখন বেলেডোনার কথা চিন্তা না করিয়া ষ্ট্র্যামোনিয়াম প্রয়োগ করিতে হয়। **রাস-টক্সও** বিসর্প রোগের উত্তম ঔষধ; বিসর্প হইয়া রোগী ছটফট্ করে, আক্রান্ত স্থান লালচে হইয়া ফোস্কা ফোস্কা হয়। ষ্ট্র্যামোতে ছটফটানি, বিকারভাব, ভয় পাইয়া চীৎকার করা বেশী। **রাস-টক্সের** জিহ্বার অগ্রভাগ লাল ত্রিকোণাকার; ষ্ট্র্যামোর জিহ্বা কখন লাল হয় আবার কখনও শাদা দেখা যায়; জিহ্বার উপর ছোট লাল গোল গোল দাগ দ্বারা আবৃত দেখা যায়। ষ্ট্র্যামোনিয়াম রোগীর সমস্ত দেহের উপর গাঢ় লালবর্ণের উদ্ভেদও বাহির হয়।

শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি:—আমাদের দেশীয় একটী প্রথা আছে যে শ্বাসকাস রোগী যদি ধুতরার ধূমপান করে তবে শ্বাসকাসি সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায় কিন্তু এমন ভাবে ধূমপান করিবে যে ধূম

ফুসফুসে প্রবিষ্ট হয়। ইহাতে শ্বাসকাসি আরোগ্য হয় কিনা জানি না তবে প্রথা আছে, ইহা হইতেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে ষ্ট্র্যামোনিয়াম সাধারণ শ্বাসকাসির পক্ষে উপযোগী এবং সুরাপায়ীদিগের হাঁপানি কাসির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। হাঁপানির টানের সহিত যখন রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা হয় তখন সে নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে—কাসি নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর আবির্ভূত হয়। ইহার কাসি প্রাতে, কণ্ঠদেশে হাত দিলে (ল্যাকে), খুব হাওয়াযুক্ত স্থানে বেড়াইলে, কোন উজ্জ্বল পদার্থের দিকে তাকাইলে এবং জলপানের পর বেশী হয়।

হুপিংকাসি :—ঘঙ্ ঘঙে ঘুংড়ী কাসির ন্যায় হইয়া যদি তীব্রভাবে রোগীর বুক সাঁটিয়া ধরে এবং তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় তবে ইহা দ্বারা কাজ পাওয়া যায়।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া প্রায় অন্যান্য রোগের সহিত আবির্ভূত হয়। কোনরূপ ভয় পাইলে বা একটু নড়িলে চড়িলে তাহার হৃদ্‌পিণ্ড এরূপ ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে যে রোগী দু' এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত কথা কহিতে পারে না। প্রত্যেক দিন ঘুম ভাঙ্গিবার পরই তাহার শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বেশী হয় ও শীতল বায়ুর ভিতরও শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়া থাকে।

হাম ও বসন্ত :—হাম ও বসন্তের উদ্ভেদ উঠিতে উঠিতে বসিয়া গিয়া যদি রোগীর বিকার হয়, বিকারের ভিতর চীৎকার করে, উন্মত্ততার ভাব দেখা দেয় তবে ইহা ব্যবহার্য্য।

মোট কথা :—ষ্ট্র্যামোনিয়াম লালবর্ণ মুখমণ্ডল, প্রচণ্ড প্রলাপ, বহু ভাষায় প্রলাপের ভিতর কথা বলা, অন্ধকারের ভিতর একা থাকিতে ভয়; নিদ্রা ভাঙ্গিবার পর ভয়ে অস্থির, নানাবিধ জন্তু জানোয়ারের ভয়; এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত ও অপর পার্শ্বের আক্ষেপ। চক্ষুর তারা অত্যন্ত বড় হইয়া যাওয়া; টাইফয়েড জ্বরের বিকার, উন্মাদ অবস্থায় নানাপ্রকার চীৎকার করা, শিস দেওয়া, করুণ ভাবে প্রার্থনা করা, অনবরত কথা বলা, জলাতঙ্ক রোগে জল ও চক্‌চকে পদার্থ দেখিলে ভয়, তরল দ্রব্যে ঘৃণা, তোৎলামিতে অত্যন্ত অস্পষ্ট কথা বলা, কামোন্মাদ, স্মৃতিক্ষীণতা প্রভৃতি ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ।

সম্বন্ধ :—জরায়ুর মধ্যে ফুল আটকাইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত রক্তস্রাবের ফলে প্রলাপাদিতে—সিকেলি, পাইরোজেন তুল্য; প্রলাপে—বেলেডো, ল্যাকে, হায়োসি, কুপ্রাম তুল্য; অলীক দর্শনে—ব্যাপ্টে, থুজা তুল্য; উজ্জ্বল আলোকে আক্ষেপের বৃদ্ধিতে—কেলি-ব্রোম তুল্য; অতিরিক্ত বাচালতায়—কুপ্রাম, হায়ো, ল্যাকে তুল্য; জননেন্দ্রিয়ে হাত দেওয়ায়—জিঙ্কাম, হায়োসা তুল্য; পলায়নের চেষ্টা—বেলেডো, ব্রাইও তুল্য ঔষধ।

দোষঘ্ন :—বেল্, ক্যাম্ফর, হায়ো, নক্স-ভমিকা।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—লোকমধ্যে থাকিলে, আলোকের ভিতর ও গরমে উপশম; অন্ধকারের ভিতর একা থাকিলে, উজ্জ্বল আলোকের দিকে তাকাইলে ও ঘুম ভাঙ্গিবার পর রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

ষ্ট্রোফ্যানথাস-হিস্পিডাস (Strophanthus Hispidus.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ওনাই বা অ্যাবো পযজন। ইহা এক প্রকার পাকা ফলের বীজ ; উহাদের শুষ্ক বীজের দ্বারা মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ **হৃদ্‌যন্ত্রের নানাবিধ কঠিন রোগের পরম বন্ধু**—অর্থাৎ এই ঔষধ দ্বারা বহুবিধ হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া আরোগ্যলাভ করে। যে সকল ব্যক্তি জীবনের কোন না কোন সময় দৈহিক কঠিন পরিশ্রম বা ব্যায়ামাদি করিয়া শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও হৃদ্‌যন্ত্র প্রদেশের পীড়ায় ভুগিতে থাকে তাহাদের জন্য ইহা মূল্যবান ঔষধ। রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ ও দ্রুত তবু নাড়ী স্বাভাবিক কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল, সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, ধমনীর অনমনীয় স্থূলতা, যকৃতের সঙ্কোচনের জন্য হৃদ্‌যন্ত্রের মেদাপকর্ষতা। তরুণ জ্বরের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। মূর্চ্ছায় ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে স্ত্রীলোকদিগের বুকের অত্যন্ত ধড়ফড়ানির জন্য ইহা উপযোগী ঔষধ। তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর সূঁচফোটান ব্যথা অনুভব। মদ্যপান, চা এবং অতিরিক্ত তামাক সেবন করিবার ফলে যাহাদের হৃদ্‌পিণ্ডের অবসাদ ও উত্তেজনা জন্মে তাহাদের পক্ষে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা-বায়ু, স্ত্রীলোকদিগের হাত পায়ের ফুলা ও শোথরোগে এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। যখন সর্ব্বশরীর শোথে ফুলিয়া যায় তখন রোগিণীর প্রস্রাব অত্যন্ত অল্প হইয়া যায়। **যকৃতের পীড়ায়ও** ইহার ক্রিয়া দেখা যায়। তাহার যকৃৎপ্রদেশে চাপ বোধ, ডাণদিকে যেন শূলবিদ্ধ হইতেছে এরূপ বেদনা (বেলেডোনা) এবং ডাণদিকের মূত্রগ্রন্থি ও যকৃতের ভিতরেও বেদনা (লাইকো)। তাহার পেটের ভিতর হুড় হুড় শব্দ হয় যেন কেহ তাহার পেটের ভিতর নখের আঘাত করিতেছে। পেটে অত্যন্ত বেদনা হইয়া তাহার পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ হয় অথচ ক্ষুধার কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না ; পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠে ও হিক্কা হয় ; গা বমি বমি করিতে থাকে অথচ বমি হয় না।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x দশমিক ক্রম।

সাইকিউটা-ভাইরোসা (Cicuta Virosa.) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ওয়াটার হেমলক্। ইহা এক প্রকার জলজ গুল্ম। এই জাতীয় গুল্ম উত্তর ফ্রান্স ও জার্ম্মানির খানা ডোবা, হ্রদ ইত্যাদি জলাশয়ে জন্মে। এই ঔষধটীও হানেমান স্বয়ং পরীক্ষা করেন। মুকুলোন্মুখ অবস্থায় ইহার তাজা কন্দ বা মূল হইতে ইহার মূল-অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—আক্ষেপ, মৃগী, মূর্চ্ছা, তাণ্ডব, উন্মাদ, মূত্রাধারের পক্ষাঘাত, মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার প্রদাহ, চক্ষুর পীড়া, সূতিকাক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার, হনুস্তম্ভ বা চোয়াল লাগা (দাঁত কপাটী), কৃমির উপসর্গ ইত্যাদি।

ক্রিয়াস্থল :—মন, মৃগী, কৃমি, দাঁত উঠিবার সময় ধনুষ্টঙ্কার, প্রসবের পর ধনুষ্টঙ্কার ও তাণ্ডব রোগ প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াস্থল।

মন :—সাইকিউটা রোগীর মানসিক বিকৃত ভাব খুব দেখা যায়। সে সময় সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকে কখনও গান গায়, কখন নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া ও নাচিয়া নাচিয়া চলে। সে এরূপ ভাবে চীৎকার করে যে বাড়ীর লোক অস্থির হইয়া যায়। আবার কোন কোন্ সময় এমন ছেলে মানুষের মত কার্য্য করে যে তখন হাসি সম্বরণ করা যায় না। নিজের অবস্থায় অত্যন্ত সুখী, যেন সে কত সুখে দিন অতিবাহিত করিতেছে এইরূপ ভাব দেখায়। শিশুর উদ্রাময়ের ভিতর সে অপাচ্য দ্রব্য খাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে—সে সম্মুখে চা-খড়ি, টিকা, কয়লা যাহা পায় আনন্দের সহিত ভোজন করে।

মেনিঞ্জাইটিস ও আক্ষেপ :—সাইকিউটা তড়কার একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার আক্ষেপ এত তীব্র ও ভয়াবহ হইতে থাকে যে চোখে দেখা যায় না—দারুণ কষ্ট হয়; সাইকিউটার আক্ষেপের বিশেষত্ব এই রোগী তাহার পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া যায়—তারপর যখন তড়কা নাও থাকে তখনও তাহার এক একটী অঙ্গ বাকিয়া উঠে মাংসপেশী নাচিতে থাকে শক্ত হইয়া যায় তারপর পুনরায় আক্ষেপ প্রচণ্ডভাবে আবির্ভূত হয় এবং সমস্ত শরীরটী পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া পড়ে। ইহার আক্ষেপ সর্ব্বপ্রথম কেন্দ্রে আরম্ভ হইয়া তারপর প্রান্তদেশে ছড়াইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রথম হৃদ্‌প্রদেশ ও পেটে আক্ষেপ আরম্ভ হইয়া তারপর চক্ষু, মুখ, ঠোট, সমস্ত মস্তক ও হাতের আঙ্গুলে দেখা দেয়, কুপ্রামে ঠিক ইহার বিপরীত ইহার আক্ষেপ প্রথম প্রান্তভাগে আরম্ভ হইয়া তারপর কেন্দ্রেরদিকে সঞ্চারিত হয়। কেবল তড়কা কেন "মেরু-মজ্জা-প্রদাহ" (সেরিব্রো-স্পাইনাল-মেনিঞ্জাইটিস) রোগেও যদি এইরূপ লক্ষণ বা আক্ষেপ পাওয়া যায় তবে সাইকিউটা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়।

ডাঃ বেকার এই ঔষধ দ্বারা বহু "সেরিব্রো-স্পাইনাল" রোগী আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শিশুদিগের তড়কা যদি কৃমির জন্য বা দন্ত নির্গমণের সময় হয় তাহা যেভাবের তড়কাই হউক না কেন—যদি প্রচণ্ডতাই একমাত্র লক্ষণ হয় তবে সাইকিউটাই উত্তম ঔষধ—বেল, হায়োসা, ইগ্নেসিয়া ইত্যাদিও উত্তম ঔষধ। মেনিঞ্জাইটিস, মৃগী, সূতিকাক্ষেপ এবং টঙ্কার প্রভৃতি যে কোন অবস্থায় ভীষণ অঙ্গভঙ্গিকর আক্ষেপ ও টঙ্কার থাকে তাহাতেই সাইকিউটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে আক্ষেপের সময় গোঙ্গানি শব্দও রোগীর বিদ্যমান থাকে।

সাইকিউটা রোগী আক্ষেপাদির সময় একদৃষ্টে এক বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকে সে কিছুতেই তাহার দৃষ্টি ফিরাইতে পারে না; চোখের তারকা বড় হয় ও সেই সঙ্গে চৈতন্য লোপ হয়। কখনও রোগী যদি দাঁড়াইতে চাহে তাহা হইলে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সে দাঁড়াইতে পারে না কারণ সকল দ্রব্যই যেন একবার তাহার নিকটে আসিতেছে আবার দূরে সরিয়া যাইতেছে (অ্যাগারি)। সে সকল জিনিষকেই দ্বিগুণ বড় দেখে; **হায়োসা** দ্রব্যাদি বড় দেখে; **মস্কাস** দ্রব্যাদি ক্ষুদ্রতর হইতেছে বোধ করে; সাইকিউটা রোগীর নিকট সকল দ্রব্যই কৃষ্ণবর্ণের মনে হয়, **ল্যাক-ক্যানাইনাম** রোগীর নিকট সকল দ্রব্যই গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ (প্লাই, পাল্‌সে)।

কর্ণরোগে রোগীকে কোন্ কথা জোরে না বলিলে শুনিতে পায় না, বৃদ্ধদিগের কাণের ভিতর যখন দুম্‌দাম শব্দ হয় (বিশেষতঃ কিছু গিলিবার সময়) তখন ইহা উপযোগী ঔষধ। সাইকিউটা রোগীর কাণ হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলেও ইহা ব্যবহার্য্য (ক্রোটেলাস)। **সেরিব্রো-স্পাইনাল-মেনিঞ্জাইটিস** রোগে অথবা অন্য কোন মস্তিষ্ক রোগের পর যদি উপরোক্ত রূপ কাণ

হইতে রক্তস্রাব হয় এবং রোগী সম্পূর্ণরূপ কালা বা বধির হইয়া যায় তাহা হইলে সাইকিউটা অতি উত্তম ঔষধ।

অজীর্ণ ও উদরাময় :—শিশুদিগের অজীর্ণ রোগে যখন তাহার কয়লা, টিকা বা খড়ি প্রভৃতি খাইবার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা হয় এবং যখনই সে ফাঁক পায় তখনই ঐ সকল দ্রব্য খাইতে থাকে, (অ্যালিউ, ক্যাল্ক, সোরিণাম) সেই সঙ্গে তাহার অত্যন্ত জল পিপাসা, হিক্কা, পাকাশয়ের আকুঞ্চন প্রসারণ ও বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকে ও পাকাশয়ের ভিতর জ্বালা, চাপবোধ প্রভৃতি পাওয়া যায় তখন সাইকিউটা ব্যবহার্য্য। অত্যন্ত প্রস্রাবের সহিত যদি প্রাতঃকালীন উদরাময় হয় ও মলদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি থাকে তাহা হইলে সাইকিউটা উপযোগী।

কলেরা রোগীর উচ্চ শব্দ সহ হিক্কা হইবার সহিত পেটে জ্বালা, পর্য্যায়ক্রমে বমন ও বক্ষঃপার্শ্বস্থ পেশীর আকুঞ্চন, প্রসারণ, মাথা পিছনের দিকে বাঁকিয়া যাওয়া অথবা বাহ্যে বন্ধ হইয়া যাইবার পর যখন মস্তিষ্ক ও বক্ষঃমধ্যে অতিরিক্ত রক্তসঞ্চয় হইবার ফলে তাহার চক্ষু ঘুরিতে থাকে, চক্ষুর দৃষ্টি একভাবে থাকে, কিছুতেই দৃষ্টি ফিরাইতে পারে না, শ্বাসকষ্ট এবং অন্যান্য আকস্মিক লক্ষণ দেখা দেয় তখন ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

চর্ম্মরোগ :—শিশুদিগের সমস্ত মুখের উপর মটরের ন্যায় ছোট ছোট উদ্ভেদসকল বাহির হয় এবং মাথার কাউরএর (একজিমার) ন্যায় চর্ম্মপীড়া হইয়া তথায় পূঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি ও ঘা হয়। সময় সময় এত বেশী সংখ্যক ঐরূপ ফুস্কুড়ি বা ঘা হয় যে দেখিলে মনে হয় যেন রোগী মাথায় একটী টুপী পরিয়াছে। মুখের চর্ম্মরোগ হইতে হলুদবর্ণের মামড়ি পড়ে ও তাহা হইতে সদা সর্ব্বদা রস পড়িয়া ঐ স্থান ভিজিয়া যায়, এইরূপ স্থলে সাইকিউটা উত্তম ঔষধ। তাহার ডাণদিকের পৃষ্ঠফলকের উপরও স্পর্শাসহ রসগুটি বাহির হয়, উহাতে হাত ছোঁয়ান যায় না। চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া অথবা হাম বসন্ত প্রভৃতি বসিয়া গিয়া যদি রোগীর আক্ষেপ ও মস্তিষ্কের প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহা উত্তম ঔষধ। আক্ষেপে পূর্ব্ববর্ণিতরূপ লক্ষণ থাকা চাই।

সাইকিউটা—পায়ে কাঁটা ফুটিলে বা কোন শলা ইত্যাদি ফুটিয়া ধনুষ্টঙ্কার বা তড়কা ইত্যাদি হইলে **হাইপারিকাম ও ষ্ট্রিকনিনের** ন্যায় উপযোগী ঔষধ। দূষিত ক্ষুর দ্বারা কামাইবার পর মুখে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ নির্গত হইলে ইহা **ব্যাসিলিনাম** ও **সালফ-আয়োড** তুল্য ঔষধ।

স্মৃতিশক্তির লোপ হইলে ইহার ব্যবহার আছে, তবে যখনই এই সকলের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে তখন ইহার মানসিক লক্ষণ উত্তমরূপে দেখিয়া লইবে। সাইকিউটা রোগীর দেখা যায় ২।১ ঘণ্টা বা ২।৫ দিনের জন্য স্মৃতিলোপ ঘটে, ঐ সময় তাহার জীবনের অতীতের স্মৃতি বা পূর্ব্ব কথা কিছুই মনে থাকে না, তারপর আস্তে আস্তে বা হঠাৎ তাহার স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসে। এইরূপ স্মৃতিলোপ, আমরা আরও কয়েকটা ঔষধে দেখিতে পাই।

নাক্স-মস্কেটা রোগিণীর এইরূপ স্মৃতিলোপ আছে, স্মৃতিলোপের সহিত **মূর্চ্ছার ভাব, পিপাসাহীনতা, তন্দ্রালুতা** লক্ষণ থাকা চাই।

জিঙ্কাম-মেটালিকাম রোগীর অল্প কিছুদিনের জন্য স্মৃতিলোপ আছে, সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পন্দন, পদদ্বয়ের অস্থিরতা থাকে, এমন কি ঘুমের ভিতরও সে পা নাড়ায়।

নেট্রাম-মিউর রোগীর স্মৃতিলোপ অত্যধিক আছে, কিন্তু নেট্রাম-মিউর প্রয়োগ করিবার সময় দেখিতে হইবে তাহার লবণের উপর স্পৃহা কিরূপ, ঘর্ম্ম অত্যধিক হয় কিনা? এবং ঘর্ম্ম হইবার

পর লক্ষণের উপশম বোধ, বার বার স্নান করিবার ইচ্ছা, রৌদ্র অসহ্য ইহার নির্দ্দেশক লক্ষণ। সাইকিউটার রোগীর স্মৃতিশক্তির লোপ হইবার সঙ্গে আক্ষেপে দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহার রোগী যখন পড়াশুনা করে তখন অক্ষরগুলি যেন উপরে নীচে উঠিতে থাকে, কখনও কখনও অদৃশ্য পর্য্যন্ত হয়। **টেরাদৃষ্টির** জন্যও ইহা উপযোগী ঔষধ।

মোট কথা :—সাইকিউটা স্ত্রীলোকদিগের মৃগী, তাণ্ডব রোগ ও আক্ষেপে, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়কালীন আক্ষেপ ও কৃমির জন্য আক্ষেপ, যখন শিশুর শরীর ভযানক ভাবে মোচড়াইতে থাকে, দাঁতকপাটী লাগে, আক্ষেপ কালে পশ্চাৎদিকে যখন টঙ্কার হয়, সামান্য গোলমালে, স্পর্শে বা শব্দে আক্ষেপের বৃদ্ধি লক্ষণে উপযোগী। রসস্রাবী চর্ম্মরোগে নিঃসৃত রস শুকাইয়া চটা বাঁধিলে বা উচ্চ মামড়ী পড়িলে তীর্য্যক বা টেরাদৃষ্টি, স্মৃতিশক্তির লোপ প্রভৃতি রোগের উত্তম ঔষধ। শিশু নিদ্রার ভিতর রাত্রিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

বৃদ্ধি :—আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে এবং তামাকের ধূমে রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—১ দশমিক, ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

সাইলিসিয়া (Silicea or Silica)।

পরিচয় ও প্রস্তুত প্রক্রিয়া :—সাইলিসিয়ার অপর নাম কোয়ার্টস বা অ্যাসিডাম-সিলিসিকাম। আমাদের এই সাইলিসিয়া সাধারণ **বালুকা**। সাধারণ অবস্থায় ইহার ভেষজ গুণবিশিষ্ট কোন শক্তি নাই, কিন্তু যখনই ইহা শক্তিকৃত হয় তখন ইহার কার্য্যকরী বা আরোগ্যদায়িনী শক্তি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যখনই বালুকা ঔষধে পরিণত হয় তখন ইহা দ্বারা কত দুরারোগ্য ব্যাধি, কত শিশুরোগ, কত ফোড়া, নালী ঘা প্রভৃতি আরোগ্য হয় তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

সাইলিসিয়া হোমিওপ্যাথিক বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে শক্তিকৃত হইয়া থাকে। ডাঃ পি, ওয়াইল্ড সিলিকা ও কার্ব্বনেট অভ সোডা মিশ্রিত করিয়া উভয়কে উত্তপ্ত করিয়া ভালরূপ ছাঁকিয়া হাইড্রোক্লোরিক-অ্যাসিড দ্বারা উহাদিগকে অধঃপাতিত করিয়া যে দ্রব্য পাইতেন, তাহাকেই বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী করিয়া ঔষধার্থে প্রয়োগ করিতেন। সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অনুসারেই সাইলিসিয়া বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হানেমান স্বয়ং সাইলিসিয়া সুস্থ মনুষ্য শরীরে প্রুভিং বা পরীক্ষা করেন। ইহার ক্রিয়া অতি ধীর ও দীর্ঘস্থায়ী। সাইলিসিয়া অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টি-সাইকোটিক এবং অ্যান্টিটিউবারকুলার। হানেমানের আবিষ্কৃত এই ঔষধের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া ডাঃ সুসলার তাঁহার দ্বাদশটী ঔষধের তালিকার ভিতর ইহার স্থান দিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল :—ফোড়া, বয়োব্রণ, নালী ঘা, রক্তাল্পতা, গুহ্যদ্বার বিদারণ, স্তনের নালীক্ষত, বাঘী, দুষ্টব্রণ, অস্থিক্ষয়রোগ, ভগন্দর, কোষ্ঠকাঠিন্য, দুর্ব্বলতা, দন্তোদ্গমনকালীন রোগ, বহুমূত্র, কর্ণপীড়া, পায়ের ঘর্ম্ম, সূঁচ বা কাঁটা প্রভৃতি ফুটা, চোখের নালী ঘা, কোরণ্ড, স্নায়ুশূল, আঙ্গুলহাড়া, ফুসফুসের আবরণ-প্রদাহ, জ্বর সহ তালুমূল-গ্রন্থি প্রদাহ ও গলক্ষত, শিশুদের শীর্ণতা বা পুঁয়ে পাওয়া, অর্ব্বুদ, গোবীজে টীকা দেওয়ার মন্দফল, শিশু বিলম্বে হাঁটিতে শিখিলে, কেরাণীদিগের আঙ্গুলের খিলধরা, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা প্রভৃতি রোগে সাইলিসিয়া উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

এই ঔষধ ব্যবস্থা কালে মনে রাখিতে হইবে 'সাইলিসিয়া-রোগী অত্যন্ত শীত-কাতুরে, সামান্য "ঠাণ্ডাও তাহার সহ্য হয় না, ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুখ" করে।

ক্রিয়াস্থল :—মন ও পরিপোষণ যন্ত্রের উপর সাইলিসিয়ার ক্রিয়া অত্যধিক; সেইজন্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থি, পূঁজোৎপাদন, ও ফোড়া পাকান, বালাস্থির বিকৃতি প্রভৃতিই ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল।

মন : সাইলিসিয়ার রোগীর ও শিশুদিগের মানসিক চঞ্চলতা অত্যধিক। লেখাপড়া করিতে গেলে সে অল্প সময়ের ভিতর ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সে কোন কঠিন বিষয় ভাবিতে পারে না। শিশু অত্যন্ত অবাধ্য, একগুঁয়ে, **ক্যামোমিলার** শিশু অবাধ্য, একগুঁয়ে কিন্তু তাহাকে সান্ত্বনা দিলে বা আদর করিলে রাগিয়া উঠে, সাইলিসিয়ার শিশুকে আদর করিলে কাঁদিয়া ফেলে। ইহার রোগী অত্যন্ত রোদনপরায়ণ, সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া পড়ে ও খিটখিটে স্বভাবের। কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিলে বা তাহার বিপক্ষে কথা বলিলে এত রাগিয়া যায় যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে মারিয়া বসে; **নাক্স-ভমিকার** রোগীরও অত্যন্ত রাগ, কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিলে সেও মারিয়া বসে, নাক্স-ভমিকার মানসিক বিকৃতি জন্মে, অতিরিক্ত রাত্রিজাগরণ, মদ্যাদি পান, অতিরিক্ত পঠন পাঠন ইত্যাদির জন্য তাহার মানসিক উত্তেজনা ঐরূপ হইয়া থাকে।

গঠন :—সিলিকা সাধারণতঃ দুর্ব্বল, স্নায়ুপ্রধান, ভীরু, শারীরিক ও মানসিক বলহীন রোগীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সোরাদুষ্টগৌরকান্তি, সূক্ষ্ম ও শুষ্ক গাত্রচর্ম্ম, ম্লান ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল রোগীদিগের পক্ষে যেরূপ উপযোগী, সেইরূপ ক্ষীণ শরীর, শিথিল মাংসপেশী, গণ্ডমালা-দোষযুক্ত, স্ফীতগ্রন্থি, বৃহৎ মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্র পশ্চাৎরন্ধ্র এবং মস্তকের অস্থিফলক সকল বিযুক্ত অর্থাৎ যথাসময়ে জোড় লাগে না এবং যাহাদের মাথায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় অথচ মাথায় একটা ঢাকা চায়, যাহাদের পেটটা বড়, গুল্ফ সন্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ সেইজন্য শিশু অত্যন্ত বিলম্বে হাঁটিতে শিক্ষা করে তাহাদের পক্ষে সাইলিসিয়া উপযোগী।

সাইলিসিয়ার শিশু :—সাইলিসিয়ার শিশু দেখিতে গৌরবর্ণের সুন্দর এবং মুখমণ্ডল শুষ্ক মলিন, দেখিতে অনেকটা বাঁদরের ন্যায় অর্থাৎ মুখটা শুষ্ক ও চিম্‌সে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি সাইলিসিয়া শিশু দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় তাহাকে যতই খাইতে দেওয়া হউক না কেন তাহার পুষ্টি সাধিত হয় না, সেই সঙ্গে তাহার খিটখিটে ও একগুঁয়ে স্বভাব; ইহা আমরা সাইলিসিয়ায় যেমন দেখিতে পাই সেইরূপ ক্যাল্কে-ফস্‌, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ব্যারাইটা কার্ব্ব' নেট্রাম্-মিউর, অ্যাসিড-ফস্‌ রোগীতেও দেখিতে পাই।

ক্যাল্কে-ফস্‌ রোগীর শীর্ণতা **শরীরের সর্ব্বত্রই** দেখা যায়; সেই সঙ্গে তাহার মেরুদণ্ডটী বাঁকিয়া যায়, উদর শিথিল, মাথার ব্রহ্মতালু খোলা, দাঁত উঠিবার সময় নানা প্রকার উপসর্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ক্যাল্কে-কার্ব্ব রোগীর **ঘাড়ের শীর্ণতা** বেশী লক্ষিত হয়, তাহার দেহটী থলথলে নাদুশ নুদুশ, তাহার শীর্ণতা নিম্নের দিকে বিস্তার লাভ করে, পেটটা কেবল বড় হয়, ঘাড় ও হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গগুলি শীর্ণ হইয়া যায়, **নেট্রাম্-মিউর** শিশুর শীর্ণতা দেহের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে চলিয়া যায়, তাহার ঘাড় সরু, কণ্ঠাস্থি বাহির হইয়া পড়ে কিন্তু নিম্নাঙ্গ পাছা

প্রভৃতি বেশ গোলগাল থাকে, **সাইলিসিয়ার** রোগী গৌরবর্ণ, পেট বড় কিন্তু মুখখানা শুকাইয়া চুপসিয়া যায়, মাথাটি বড় দেখায় ও মাথায় ঘাম হয়। **ব্যারাইটা-কার্ব্ব** শিশুর গঠন বেঁটে, বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব, তাহার সকলই (দৈহিক গঠন ও মানসিক শক্তি) খর্ব্ব তদুপরি তাহার মুখে যেন মাকড়সার জাল আটকাইয়া আছে এরূপ বোধ। **অ্যাসিড-ফস্** শিশুর সাধারণতঃ মুখই শুষ্ক ও শীর্ণ হয়, সাইলিসিয়া, নেট্রাম্-মিউর ও ক্যাল্কে-ফসের রোগীর মুখের রঙ মোমের মত আর গায়ের চামড়াও সেইরূপ মোমের মত ফ্যাকাসে। **আইয়োডিয়াম-শিশু** খায় দায় বেশ কিন্তু পরিপোষণের অভাব, দিন দিনই শুকাইতে থাকে ; পার্থক্য আয়োডিয়াম (রুগ্ন শিশু) ঠাণ্ডা বাতাস চায়, কিন্তু সাইলিসিয়া মোটেই ঠাণ্ডা সহিতে পারে না।

সাইলিসিয়া শিশুর পেটটী বড় ও হাত-পা সরু সরু ও গুল্ফ দুর্ব্বল সেইজন্য শিশু খুব দেরীতে হাঁটিতে শিখে (ক্যাল্কে-ফস)। শিশুর মাথা বড় এবং তাহার মাথায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়, ঐ ঘর্ম্ম এত বেশী হয় যে বালিশ ভিজিয়া যায়, **ক্যাল্কেরিয়ার** শিশুর মাথায়ও এইরূপ প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই ক্যাল্কেরিয়ার ঘর্ম্ম মাথার উপরের দিকে বেশী হয় এবং সাইলিসিয়ার ঘর্ম্ম মাথার নীচের দিকে বেশী হয়। সাইলিসিয়ার ঘর্ম্ম হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় আর ক্যাল্কেরিয়ার ঘর্ম্ম হইতে টক্ গন্ধ বাহির হয়, ক্যাল্কেরিয়ার শিশুর পায়ে ঘর্ম্ম হয় না কিন্তু সাইলিসিয়ার পায়ে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। সাইলিসিয়ার শিশু তাহার মাথায় ঢাকা চায় আর ক্যাল্কেরিয়ার শিশুর মাথায় ঢাকা চায় না। উভয় ঔষধের ক্রিয়া শিশুদিগের উপর সমধিক, সেইজন্য একটীর পর অপরটী উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

চক্ষুরোগ :—যাহারা আলোক সহিতে পারে না (বিশেষতঃ দিবালোক) তাহাদের পীড়ায় এবং যাহাদের পড়িবার সময় অক্ষরগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে মনে হয় তাহাদের পক্ষে সাইলিসিয়া উপযোগী। সাইলিসিয়া-রোগীর চক্ষু অতিরিক্ত দুর্ব্বল ঐজন্য সে বার বার চোখের পাতা ফেলে। গর্ভবতী রমণী বা জরায়ুর নানাপ্রকার পীড়ার জন্য ডাণ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি লোপ হইলে সাইলিসিয়া উত্তম কার্য্যকরী। ইহার রোগীর দৃষ্টিশক্তির অস্পষ্টতা অতিরিক্ত, মাদকদ্রব্য সেবনের ফলেও হইতে পারে। চোখের **অঞ্জনীর** জন্য সাইলিসিয়া ব্যবহার হয় ; যখন অঞ্জনী শক্ত ও বেদনাযুক্ত হয়। যাহাদের বার বার শক্ত শক্ত অঞ্জনী হইয়া থাকে তাহাদের পক্ষেও সাইলিসিয়া উপযোগী ঔষধ (গ্র্যাফাই, ষ্ট্যাফিসাই)। **ছানি** রোগের যদিও ক্যাল্কে-ফ্লোর উত্তম ঔষধ কিন্তু যদি তাহার পায়ের ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া ছানি হয় তবে সাইলিসিয়াই একমাত্র ঔষধ। **নেত্রনালী** ও অশ্রুস্রাবী রোগে সাইলিসিয়া উপযুক্ত ঔষধ। চক্ষুর নানাবিধ প্রদাহে, চক্ষু ক্ষতে, চক্ষুর স্রাবযুক্ত নালীঘা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাইলিসিয়া উপযুক্ত ঔষধ।

কর্ণরোগ :—সাইলিসিয়া কাণ পাকা রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার রোগীর কাণ পাকার সহিত যদি তাহার কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথার প্রচুর ঘর্ম্ম হওয়া, স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও পাতলা হয় তবে ইহাই একমাত্র ঔষধ। সাইলিসিয়া তরুণ কাণপাকা রোগ অপেক্ষা পুরাতন কাণপাকা রোগে বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাঁহাদের কাণপাকা কিছুতেই সারিতে চাহে না অনবরত কাণ হইতে পুঁজ ঝরিতে থাকে বা অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অথবা শীতকালে কাণপাকা বেশী হয় তাহাদের পক্ষে সাইলিসিয়া অতি উত্তম ঔষধ। কাণে তালালাগা ও বধিরতা এবং কাণের ভিতর নানাবিধ উচ্চ ও অনুচ্চ শব্দ সাইলিসিয়া প্রয়োগে নিরাকৃত হয়।

শিরঃপীড়া :—**ডাঃ ডানহাম্** বলেন, যে সমস্ত রোগীর শিরঃপীড়া চাপ দিলে, শব্দে, সঞ্চালনে ও আলোকের ভিতর বৃদ্ধি হয় এবং গরম বস্ত্রাদি দ্বারা মাথা ঢাকিয়া রাখিলে উপশম হয় সেই সকল রোগী সাইলিসিয়া দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। সাধারণতঃ সাইলিসিয়া পুরাতন শিরঃপীড়ার রোগীতে বেশী কার্য্যকরী। সাইলিসিয়ার মাথার যন্ত্রণায় রোগীর মাথার পিছন, ঘাড়ের পিছন, চক্ষু দুইটী, বিশেষতঃ ডাণ চক্ষু বেশী আক্রান্ত হয় এবং বেদনা ঘাড়ে বা কাঁধে আরম্ভ হইয়া মাথার পিছনের দিক ও মাথার উপরের দিক পর্য্যন্ত উঠে এবং ঐস্থান হইতে মাথার ভিতর দিয়া চক্ষুতে চালিত হয়। যখন মাথায় যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল হয় তখন বমি হয় বা গা বমি বমি করিতে থাকে; ঘুমাইবার পর বেদনার উপশম। স্পাইজিলিয়ার মাথার যন্ত্রণাও সাইলিসিয়ার ন্যায়, পার্থক্য এই যে, সাইলিসিয়ার মাথার যন্ত্রণা গরমে উপশম, স্পাইজিলিয়ায় সেইরূপ নহে, সাইলিসিয়ায় মাথার যন্ত্রণায় ডাণ চক্ষু আক্রান্ত হয়, স্পাইজিলিয়ায় বাম চক্ষু আক্রান্ত হয়। যৌবনে কোন কঠিন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার পর যদি **শিরঃপীড়া** জন্মে এবং ঐ বেদনা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া মাথার তালু পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। সাইলিসিয়ায় মাথার যন্ত্রণা প্রচুর প্রস্রাব করিলে, মাথায় চাপা দিলে ও গরম আচ্ছাদনে উপশম।

ফোড়া ও প্রদাহ :—যে সকল ফোড়া শীঘ্র আরোগ্য হয় না, যে সকল ফোড়া শক্ত হইয়া থাকে ও উহার ভিতর হইতে দুর্গন্ধ পাতলা জলের ন্যায় কলতানির মত পূঁজ নির্গত হয় সেই সকল ফোড়ায় সাইলিসিয়া উপযোগী। কোন কোন ফোড়া বা প্রদাহ আরোগ্য হইবার পরও শক্তভাব রহিয়া গেলে তথায় সাইলিসিয়া উত্তম কার্য্য করে। প্রদাহের জন্য ইহা কার্য্যকরী, প্রদাহে পূঁজ জন্মিলে আমরা **হিপার সালফারের** কথা ভাবি বস্তুতঃ হিপার সালফার ফোড়া ফাটাইয়া পূঁজ বাহির করিয়া দেয়, সাইলিসিয়ায় সেইরূপ পূঁজ স্রাব হইতে থাকিলে পূঁজ শুকাইয়া ক্ষতাদি আরোগ্য করিতে সমর্থ হয় সুতরাং শরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ যে কোন কোমল-বিধান, অস্থি বা গ্রন্থির প্রচুর পূঁজ নিঃসরণ সাইলিসিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ইহা সেবনে বিকৃত ও ভঙ্গুর নখ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কাঁটা প্রভৃতি সুক্ষাগ্র কোনও কিছু ফুটিলে সাইলিসিয়ার সাহায্যে অন্তরবিদ্ধ কাঁটা বা অন্য যা কিছু বাহির হইয়া যায়।

কার্ব্বাঙ্কল বা ঘাড় মুগ্‌রো (যে সকল কার্ব্বাঙ্কল কাঁধে ও ঘাড়ের মাঝখানে হয়) রোগীতে এই ঔষধ উপযোগী। তারপর প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া যদি সেলিউলার টিসু আক্রান্ত হয় ও তথায় পূঁজ হইবার উপক্রম হয় অথবা যদি কার্ব্বাঙ্কলের দূষিত ঘা হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত পূঁজ নিঃসরণ হইতে থাকে তবে সাইলিসিয়া উপযোগী ঔষধ। আঙ্গুলহাড়া রোগের প্রারম্ভে ও প্রদাহিত অবস্থায় যখন আক্রান্ত স্থান শক্ত থাকে তখন যদি সাইলিসিয়া প্রযোগ করা যায় তবে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ইহা যেমন প্রথম অবস্থায় উপযোগী সেইরূপ পূঁজ হইয়া নালী হইলে পরও ইহা কার্য্যকরী। বহুদিন পর্য্যন্ত পূঁজ-স্রাবী আঙ্গুলহাড়ায় ইহার প্রয়োগ আছে। সাইলিসিয়া নখকুনী রোগে গ্র্যাফাইটিস তুল্য ঔষধ। রোগীর নখ যদি হলুদবর্ণের ধারণ করে ও ভাঙ্গিতে থাকে সেই ক্ষেত্রেও সাইলিসিয়া উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। **অস্থিপীড়ায়** সাইলিসিয়া উপযোগী কিন্তু সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে আক্রান্ত স্থানে গরম লাগাইলে ভাল লাগে কিনা? ঠাণ্ডা জল বা অন্য কোন ঠাণ্ডা দ্রব্য দিলে বা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে রোগীর অসহ্য হয়; অ্যাসিড-ফ্লোর রোগীর ঠাণ্ডায় উপশম। ইহার ক্ষত হইতে দুর্গন্ধযুক্ত জলের ন্যায় পাতলা কলতানির ন্যায় পূঁজ নির্গত হয় কখন

কখনও এই পুঁজের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। **অ্যাসাফিটিডায়ও** অস্থি পীড়ার ক্ষত হইতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসৃত হয় ; ইহার বিশেষত্ব এই ক্ষতের চারিদিকে অত্যন্ত বেদনা থাকে সামান্য হাত দিলে পরও বেদনার বৃদ্ধি এমন কি আক্রান্ত স্থানে পটি-বাঁধাও সে সহ্য করিতে পারে না। অস্থি-রোগে **ফস্‌ফোরাসের** সহিত সাইলিসিয়ার অনেক স্থলে পার্থক্য ও সাদৃশ্য আছে বটে তার স্তনের (ব্রণ) শোথে সাইলিসিয়ার ন্যায় ফস্‌ফোরাসও উপযোগী। অস্থির ভিতরের রোগেও দুই ঔষধ সমতুল্য। পার্থক্য এই **ফস্‌ফোরাস** রোগী গরম সহ্য করিতে পারে না, জলপিপাসা খুব, হাতে পায়ে জ্বালা আছে, সাইলিসিয়া শীতকাতুরে। **গণ্ডমালা** ধাতুর শিশুদিগের মেরুদণ্ডের অস্থির বক্রতায় ইহা উত্তম ঔষধ। **ক্যাল্‌কে-ফস্‌ও** উপযোগী ঔষধ। মেরুদণ্ডের বক্রভাবের জন্য সাইলিসিয়া যেমন উত্তম ঔষধ সেইরূপ মেরুদণ্ডের অস্থিরোগেও ইহা সমান ফলপ্রদ।

ক্ষত :—সাইলিসিয়া রোগীর সামান্য ক্ষত আস্তে আস্তে বড় হয় এবং তথায় পুঁজ জন্মে। ইহার ক্ষত শরীরের নানা অংশে হইয়া থাকে, জঙ্ঘাস্থির আবরক চর্ম্মের ক্ষত, জরায়ুগ্রীবার ক্ষত, স্তনের ব্রণ ও স্তনবৃন্ত বা স্তনাগ্রের সঙ্কুচিত অবস্থায় সাইলিসিয়া বিশেষ ফলপ্রদ।

ক্ষত :—সাইলিসিয়া রোগীর সামান্য ক্ষত আস্তে আস্তে বড় হয় এবং তথায় পুঁজ জন্মে। ইহার ক্ষত শরীরের নানা অংশে হইয়া থাকে, জঙ্ঘাস্থির আবরক চর্ম্মের ক্ষত, জরায়ুগ্রীবার ক্ষত, গণ্ডমালাজনিত ক্ষত, পুরাতন ক্ষত, স্তনের ব্রণ ও স্তনবৃন্ত বা স্তনাগ্রের সঙ্কুচিত অবস্থায় সাইলিসিয়া বিশেষ ফলপ্রদ।

পুঁজ নিবারণের তিনটী ঔষধের ভিতর **মার্কারি** দ্বারা ক্ষত বা ফোড়া ইত্যাদির পুঁজ জন্মান বন্ধ হয়, **হিপার-সাল্‌ফ** ফোড়া বা প্রদাহাদি ফাটাইয়া পুঁজ বাহির করে এবং সাইলিসিয়া সেবনে ফোড়ায় পুঁজ জমে এবং ফোড়া পাকে—অনেক স্থানে ফোড়া ফাটে এবং ইহা দ্বারা অতিরিক্ত বা বহুদিনের পুঁজস্রাব আরোগ্যলাভ করে।

টন্‌সিলের প্রদাহে যখন টন্‌সিল বড় হয়, ঐ ফুলা অনেক দিন থাকিয়া উহার ভিতর পুঁজ জন্মে ও টন্‌সিলের ভিতর ক্ষত হইয়া পুঁজ জন্মে, ঐ পুঁজ পড়া শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য না হইলে সাইলিসিয়া ব্যবহার্য্য। টন্‌সিল পাকিয়া উহা হইতে পুঁজ বাহির হইতে থাকিলে এবং ঐ পুঁজ জলের ন্যায় পাতলা ও কল্‌তানির ন্যায় হইলে সাইলিসিয়া উপযোগী ঔষধ।

কাসি :—সাইলিসিয়ার কাসি কর্কশ ; কাসিতে কাসিতে তাহার গলা ভাঙ্গিয়া যায়, গলা শুড় শুড় করিয়া তাহার কাসি হয়। সে কোন কার্য্য তাড়াতাড়ি করিতে গেলে বা জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিলে তাহার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং হাঁপাইতে থাকে। চিৎ হইয়া শুইলে, হেঁট হইলে, দৌড়াইবার সময় বা পরে এবং কাসিলে শ্বাসকষ্ট অত্যধিক দেখা যায় ; তাহার বুকে চাপবোধ, সে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, রোগী ঠাণ্ডা জলপান করিলে, কথা বলিলে এবং রাত্রিতে শুইবার সময় কাসির বৃদ্ধি। এই লক্ষণ আমরা **রাস-টক্স** ও **ফস্‌ফোরাসে** পাই। ফস্‌ফোরাস রোগী কথা কহিলে কাসির বৃদ্ধি রাস-টক্স রোগী ঠাণ্ডা জলপান করিলে কাসির বৃদ্ধি ; রাত্রিকালে শুইলে কাসির বৃদ্ধি, ফস্‌ফোরাস, রিউমেক্স ও হাইয়োসায়েমাসে আছে। সাইলিসিয়া রোগীর রাত্রে কাসিতে কাসিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সাইলিসিয়া রোগীর গয়ার প্রচুর, হরিদ্রাবর্ণের এবং পুঁজের মত ; ইহার গয়ার দিনের বেলাই বেশী বাহির হইয়া থাকে।

সাইলিসিয়া হাঁপানি ও ক্ষয়রোগেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

সাইলিসিয়া ক্ষয়রোগের একটী উত্তম ঔষধ। যক্ষ্মারোগীর নৈশঘর্ম্ম দূর করিতে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা। সাইলিসিয়া—ক্ষয়রোগীর গয়ার জলপূর্ণ পাত্রে ফেলিলে উহা ডুবিয়া যায়। ক্ষয়রোগের সহিত অত্যধিক দুর্ব্বলতা থাকিলে তাহা দূর করিতে ক্যাল্‌কে-ফসের ন্যায় ইহা উত্তম ঔষধ। যক্ষ্মারোগে সাইলিসিয়া খুব সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত প্রযোগ করা উচিত। যথেচ্ছ ব্যবহারে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই ঘটে।

কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য ইহা একটী উত্তম ঔষধ, রোগীর যেন সরলান্ত্রের মল নির্গত করিবার ক্ষমতা নাই সেইজন্য **কতকটা মল নির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া যায়।** রোগীর অত্যন্ত বেগ দিতে হয় কারণ খুব বেগ না দিলে মল নির্গত হয় না, মল মলান্ত্রের ভিতর আসিয়াও বাহির হইতে চাহে না, ইহার মল কঠিন, গুটিলাময় ফ্যাকাসে বর্ণের। সাইলিসিয়ায় প্রতিবার ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়।

উদরাময় রোগে সাইলিসিয়া একটী কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার উদরাময় সাধারণতঃ খারাপ বীজে টীকা দিবার ফলে হইয়া থাকে। মল বীভৎস দুর্গন্ধযুক্ত, উহার সহিত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু-নিঃসরণ হইয়া থাকে, ইহার উদরাময়ের মল এত দুর্গন্ধযুক্ত যে গন্ধে অস্থির হইয়া যাইতে হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইলে এবং মল উপরোক্তরূপ হইলে ইহা উপযোগী। যে সকল শিশুদিগের মাথা বড়, মাথায় প্রচুর ঘাম হয়, শিশুর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া যায়, ক্ষুধার অভাব, আবার কখনও হয়ত অস্বাভাবিক ক্ষুধা; পেট অত্যন্ত শক্ত—ফোলা ফোলা ভাব, পেটে যেন বায়ু জমিয়া আছে; তাহার পায়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হইয়া পায়ে ক্ষত জন্মে এবং ১।২ দিনের উদরাময়ে যাহারা অত্যন্ত কাতর ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, শরীর কিছুতেই গরম হয় না, এমন কি নানাভাবে গাত্রচালনা করিলেও যাহাদের শরীর গরম হয় না, তাহাদের পীড়াতে সাইলিসিয়া উত্তম ঔষধ।

শিশু-কলেরায় সাইলিসিয়া ফলপ্রদ। শিশু-কলেরায় যে সকল শিশুর মাথা বড়, পা সরু সরু, পেটটী ভারী ও মাথায় ঘর্ম্ম হয় প্রচুর, শিশু মাতৃস্তন্য পান করে না, পান করিলেই গা-বমি-বমি করে, ক্ষুধা থাকে না, অন্যান্য লক্ষণ উদরাময়বৎ, তাহাদের রোগে ব্যবস্থেয়।

তড়কায় সাইলিসিয়া **নাক্স-ভমিকার** ন্যায় কার্য্য করে, কিন্তু ইহার শিশুদিগের তড়কা প্রায় অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় হইয়া থাকে। মানসিক কষ্ট বা অতিশয় মানসিক পরিশ্রমের ফলে যদি তড়কা হয়, তবে সাইলিসিয়া উপযোগী।

ওজিনা বা পূতিনস্য অথবা শিশুদিগের যকৃৎ বৃদ্ধি:—গণ্ডমালা শিশুদিগের পূতিনস্য বা ওজিনা রোগে সাইলিসিয়া ম্যাগ-মিউরের ন্যায় ঔষধ। সাইলিসিয়া ও **ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরের** রোগীর পায়ে ঘর্ম্ম হওয়া, যকৃতের বৃদ্ধি, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, কোষ্ঠকাঠিন্যে মল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। ম্যাগ-মিউর ও সাইলিসিয়ার মল সামান্য নির্গত হইয়া বাকি মল উপরে উঠিয়া যায়, সাইলিসিয়ার রোগীর ঘর্ম্ম মাথায় ও পায়ে অত্যধিক হয় এবং উহা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; ম্যাগ-মিউরের ঘর্ম্ম এত দুর্গন্ধযুক্তও নহে বা পরিমাণে এত প্রচুরও নহে।

বাতরোগ ও পক্ষাঘাত:—সাইলিসিয়া পুরুষানুক্রমিক বাতরোগের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ স্কন্ধদেশের ও পশ্চিস্থানের বেদনায় উহা আরও কার্য্যকরী। তাহা যদি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি লাভ করে, আক্রান্ত স্থানের আবরণ খুলিলে ঠাণ্ডা লাগাইলে যদি বেশী হয় তবে সাইলিসিয়াই একমাত্র ঔষধ। মেরুদণ্ডের রোগের সহিত যদি পক্ষাঘাত থাকে, ঐ সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য,

ঠাণ্ডার রোগের বৃদ্ধি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় রোগের আক্রমণ, রোগীর মাথায় অত্যধিক ঘর্ম্ম এবং পায়ের ঘর্ম্ম হঠাৎ অবরোধ হইয়া পক্ষাঘাত জন্মে, তবে সাইলিসিয়া ব্যবহার্য্য।

অর্শ ও ভগন্দর :—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অর্শরোগে যখন মলদ্বার হইতে মলান্ত্র বা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত সাঁটীয়া ধরিবার ভাব থাকে বা শলা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা, মলত্যাগ করিবার সময় বলিগুলি বাহির হইয়া পড়ে এবং উহার মধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। **ভগন্দর রোগেরও** ইহা উত্তম ঔষধ। সাইলিসিয়া রোগীর যখন ভগন্দরের উপক্রম হয়, তৎসহ কাসি, হাঁপানি এমন কি ক্ষয়রোগও হইতে পারে, আবার যখন কাসি ইত্যাদি আরোগ্য লাভ করে তখন তাহার ভগন্দর পুনরায় ফিরিয়া আসে, এই লক্ষণ বার্ব্বারিস, ক্যালেকেরিয়া ফস, ল্যাকেসিসেও আছে। ভগন্দর রোগীর আক্রান্ত স্থান সদা সর্ব্বদা রসে ভিজিয়া থাকে, উহা হইতে যে রস নির্গত হয় তাহা দুর্গন্ধযুক্ত এবং কলতানির ন্যায়।

স্ত্রীরোগে :—রোগিণীর অত্যধিক ঋতুস্রাব এবং অত্যল্প ঋতুস্রাব উভয়ই আছে, যখন অত্যধিক ঋতুস্রাব হয় তখন তাহার থাকিয়া থাকিয়া সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়, ঋতুর সময় অত্যন্ত শীতবোধ করে এবং পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়া যায়। যে সকল রমণীদিগের ঋতুস্রাব অপ্রাপ্তকালে প্রকাশ পায়, তাহাদের স্রাব অতি কম হইয়া থাকে। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ও সময়ে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ। রোগিণীর প্রতি ২।৩ মাস অন্তর ঋতুস্রাব হইয়া থাকে, ইহার স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত এবং কষায়। কখন কখন পায়ের ঘাম বন্ধ হইয়া বা রুদ্ধ হইয়া ঋতু বন্ধ হইয়া গেলে ইহা উপযোগী। স্তনের ফোড়া, স্তন স্ফীত হইলে, তথায় ব্যথা থাকিলে, স্তনের মধ্যে পূঁজ জন্মিলে এবং কোন কোন রোগিণীর ঋতুর সময় স্তন হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। শিশুকে স্তন্যদান করিবার সময় স্তন বা জরায়ুর মধ্যে তীব্র বেদনা। শিশু যখনই স্তন্যপান করে তখনই বেদনা ঐ স্থান হইতে শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে (ফাইটোলক্কা) ঐ বেদনা পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িলে **ক্রোটন-টিগ** এবং জরায়ুতে ছড়াইয়া পড়িলে **পালসেটিলা** ঔষধ। সাইলিসিয়ার শিশু যতবার মাতৃস্তন্য পান করে ততবারই মাতার যোনি হইতে অমিশ্র শোণিতস্রাব হইয়া মাতা যন্ত্রণা অনুভব করেন। **পালসেটিলার** শিশু যতবার স্তন্যপান করে প্রসূতি যন্ত্রণায় কাঁদিতে থাকে। সাইলিসিয়া রোগিণীর দুধ শিশু পান করিতে চায় না, যদি অত্যন্ত ক্ষুধা পাইবার পর বা ভয় দেখাইবার পর পান করে তাহা হইলে সে হলুদবর্ণের দুগ্ধ বমন করে।

প্রস্রাব :—রোগীর অনবরত প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, প্রস্রাব করিবার সময় যন্ত্রণা অনুভব। মাথার যন্ত্রণায় রোগী যদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব করে, তবে মাথার যন্ত্রণার উপশম হয়। শিশু ও বালকদিগের কৃমির জন্য রাত্রে অসাড়ে প্রস্রাব হইলে, প্রস্রাব ফিকা কিম্বা ঘোলা হইলে এবং প্রস্রাবে হলুদবর্ণের তলানি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই।

ম্যালেরিয়া ও সবিরাম জ্বর :—ইহার সবিরাম জ্বরের সময়ের ঠিক নাই, জ্বর প্রায় রাত্রি ১২টার পর আরম্ভ হইয়া পরদিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত থাকে, আবার কোন কোন রোগীর বেলা ১০টার সময় জ্বর হইয়া রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত থাকে। ইহার রোগীর শীতের সময় পিপাসা মোটেই থাকে না, সমস্ত দিন তাহার শীত করে, এমন কি গরম ঘরের ভিতর থাকিলেও তাহার শীত বোধ করে। যখন গাত্রোত্তাপ বাড়িতে থাকে তখন তাহার অত্যন্ত পিপাসা পায়, আবার উত্তাপের ভিতর শীত-শীতভাবও দেখা যায়। তাহার যখন বৈকালে জ্বর আসে তখন পিপাসা ও শ্বাস কষ্টের বৃদ্ধি। রাত্রিতে তাহার জ্বরের বৃদ্ধি। রোগীর মাথায় ও পায়ে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্ম বুকে ও সর্ব্বশরীরে হইয়া থাকে,

ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। ঘাম হইয়া তাহার পায়ের আঙ্গুলের ভিতর ঘা হয়, জ্বালা করে এবং দিনরাত পায়ের ভিতর স্পন্দন হইতে থাকে।

সাইলিসিয়া রোগী অত্যন্ত অস্থির, তাহার হাত দুইটী এরূপভাবে কাঁপিতে থাকে যে তাহার হাতের জিনিস পড়িয়া যায়—জলের গ্লাস তুলিয়া যে জলপান করিবে এরূপ ক্ষমতা থাকে না, কিছু লিখিবার সময় লিখিতে পারে না—হাত কাঁপে। সাইলিসিয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, সামান্যতেই অবসন্ন হইয়া পড়ে তাহার শরীর ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে এমন কি রীতিমত পরিশ্রমাদি করিলেও শরীর উত্তপ্ত হয় না। রোগী অত্যন্ত নিদ্রালু আহারের পর ও সন্ধ্যাবেলা তাহার অত্যন্ত ঘুম পায়, ঘুমের ভিতর পুনঃ পুনঃ হাই তোলে, উচ্চৈস্বরে কথা বলে বা চীৎকার করিয়া উঠে। ঘুমের ভিতর এদিক ওদিক ঘুরিয়া শেষে আবার বিছানায় শুইয়া পড়ে।

মোট কথা :—সোরা-ধাতু বিশিষ্ট মানসিক ও শারীরিক অনুভূতি সম্পন্ন, স্নায়ু-প্রধান খিট-খিটে স্বভাব, রক্তপূর্ণ দুর্ব্বল, শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের অভাব—সকল সময়ই শীতবোধ—শারীরিক পরিশ্রম করিলেও শীত দূর হয় না, সহজেই সর্দ্দিকাসি হইয়া থাকে, সকল সময়ই তাহার শরীর ঢাকা দিয়া রাখে, প্রচুর খাওয়া দাওয়া করা সত্বেও শরীরের পোষণের অভাব,—গণ্ডমালা ও অস্থিবিকৃতি, বৃহৎ মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্র ও মাথার খুলির হাড়গুলি ফাঁক, মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রকাণ্ড বড় পেট, কোটরাগত চক্ষু, দুর্দ্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রদাহের পুঁজ বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, নেত্রনালীর ঘা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত কলতানি বাহির হইলে, তীব্রতর শিরঃপীড়া প্রচুর প্রস্রাবের পর উপশম হইলে, টীকা দানের মন্দ ফলের জন্য উদরাময়; পায়ের ঘর্ম্ম রোধ হইয়া নানাবিধ রোগে ইহা উপযোগী ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—রোগীর মাথায় গরম কাপড় জড়াইয়া রাখিলে, দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিলে, ঘরের ভিতর থাকিলে, বিশ্রামকালে, গ্রীষ্মকালে, বামদিকে বা যে পার্শ্ব আক্রান্ত হয় নাই সেইদিকে শয়ন করিলে এবং গরম জলপানে উপশম; শীতের ভিতর, ঋতুকালে, অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায়, শয়ন করিলে, অনাবৃত অবস্থায়, মস্তক খোলা রাখিলে, স্পর্শ করিলে, টিপিলে, আক্রান্ত স্থান ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিলে, পায়ে জল লাগিলে এবং লিখিবার সময় রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—মাথার ঘাম ও মাথার হাড়ের অসংযোগ অবস্থায় ক্যাল্‌কেরিয়া তুল্য; মাথা গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখা—স্যানিকিউ, ম্যাগ-মিউর তুল্য; পায়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইয়া রোগ হইলে—কুপ্রাম, গ্র্যাফা তুল্য; জীবনীশক্তি বা শরীরের স্বাভাবিক তাপের অভাব—লেডাম, সিপিয়া তুল্য; সাইলিসিয়া—ভগন্দর রোগের সহিত বক্ষের পীড়া পর্য্যায়ক্রমে—ক্যাল্‌-ফস, বার্ব্বারিস তুল্য; কাহারও স্পর্শ ভালবাসে না—সিনা, হিপার, ল্যাকেসিস তুল্য, স্তনের স্ফোটকে—ফস্‌ফোরাস, রাস্‌-টক্স তুল্য; জিহ্বায় চুল আছে অনুভবে—নেট্রাম্‌-মিউর, কেলি-বাই; শিশু একগুঁয়ে—আয়োডিয়াম, ক্যামো তুল্য; চর্ম্মের অসুস্থতায়—হিপার, মার্কারি, গ্র্যাফাইট তুল্য।

ডাঃ **অ্যালেন** বলেন-সাইলিসিয়া—পাল্‌সেটিলার ক্রণিক ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x বিচর্ণ ৬, ৩০, ২০০ ও ১০০০ শক্তি।

সাইমেক্স-লেক্টুলোরিয়াস (Cimex Lectolarius.) ।

পরিচয় :—অ্যাকাম্বিয়া-গ্র্যাভিয়ালেন্স—ছারপোকা।

প্রস্তুতি :—জীবন্ত ছারপোকা থেঁৎলাইয়া সুরাসার যোগে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ **সবিরাম জ্বরের** অতি উত্তম ঔষধ। **পালাজ্বরের জন্য** ইহার প্রয়োগ আছে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে রোগী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার হস্তপদাদি অনবরত ছুঁড়িতে থাকে তখন পায়ের অস্থিবর্দ্ধনী যেন ছোট হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ সেইজন্য রোগী পা লম্বা করিতে পারে না, সে পা গুটাইয়া শয়ন করে ; 'পা ছোট হইয়াছে' অনুভূতি, ডাণ পায়েই বেশী হয়। জ্বরের শীতাবস্থার সময় তীব্র মাথার যন্ত্রণা ; এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যে তাহার চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়—তখন জলপান করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। সাইমেক্স রোগীর ডাণ দিক বেশী আক্রান্ত হয়—তাহার যকৃৎপ্রদেশ যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা অনুভব, ঐ স্থান স্পর্শ করিলে এবং কাসিলে বেদনার বৃদ্ধি। রোগীর জ্বর যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন তাহার গলার ভিতর পিটপিট করিতে থাকে, ঐরূপ পিটপিট করিবার জন্য রোগীর শুষ্ক কাসি হইতে থাকে, জলপান করিলে কাসির বৃদ্ধি। তৃষ্ণা তাহার খুব অথচ কাসি এবং অন্যান্য উপসর্গের বৃদ্ধির জন্য সে জলপান করিতে চাহে না। সাইমেক্স রোগীর জল পিপাসার একটী বিশেষত্ব আছে—বিজ্বর অবস্থায় তৃষ্ণা খুব, শীতাবস্থায় অল্প তৃষ্ণা, উত্তাপাবস্থার চাইতেও কম এবং ঘর্ম্মাবস্থায় মোটেই জল পিপাসা থাকে না। ইহার ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

রোগীর অত্যধিক তন্দ্রাভাব এবং দুর্দ্দমনীয় নিদ্রালুতা থাকে। রোগীর জিহ্বা ময়লা, শ্বেত লেপাবৃত, জিহ্বা দেখিলে বোধ হইবে যেন জিহ্বা পুড়িয়া গিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। ইহার রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, মল সুপারির ন্যায় গুট্‌লে গুট্‌লে, অতি কষ্টে যদিও কোনক্রমে একটী মল নির্গত হইয়া যায় তারপরই মলদ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে।

মন্তব্য :—ছারপোকার নাম শুনিয়াই হয়ত কেহ কেহ বলিবেন আরে রামচন্দ্র ! ছারপোকা দ্বারা আবার ঔষধ কি হইবে ? ভৈষজ্য জগতে যে কোনও পদার্থ বা জীবজন্তু-পোকা-মাকড় (শক্তিকৃত) দ্বারা পীড়ায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়, কোন্ রোগে যে কোন্ ভেষজ প্রয়োজন হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সাধারণ বালুকাও যখন ঔষধের আকার ধারণ করে তখন ইহার ক্রিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, আরসোলা বা তেলা-পোকা ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায় অথচ যখন সেই আরসোলা শক্তিকৃত করা যায় তখন ক্লেশদায়ক হাঁপানির টান ইহাদ্বারা আরোগ্য লাভ করে ; মাকড়সা দ্বারা যখন ঔষধ তৈরী হয় তখন ইহাদ্বারা কত সাংঘাতিক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ; কুকুরের দুধকে যখন ঔষধরূপে তৈরী করা হয় তখন তাহার আশ্চর্য্য কার্য্যদায়িনী শক্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় ; সেইরূপ সাইমেক্স বা ছারপোকাকে শক্তিকৃত করিলে পালাজ্বর, রক্তস্রাবী অর্শ আরোগ্য লাভ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

দ্রষ্টব্য :—আমাদের দেশীয়মতে জীবন্ত ছারপোকা পাকা কলার ভিতর পুরিয়া রোগীকে ৩।৪ দিন সেবন করিতে দিলে পালাজ্বর বা রক্তস্রাবী অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। কেহ কেহ ইহার উপকারিতা পরীক্ষা করিয়াছেন আমরা এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না তবে শক্তিকৃত

ছারপোকা দ্বারা পালাজ্বর ও রক্তস্রাবী অর্শ আরোগ্য হইয়াছে ইহা দেখিয়াছি। কেহ কেহ বলেন 'ছারপোকার শক্তিকৃত অরিষ্ট কালাজ্বর নাশক'।

সদৃশ :—সাইমেক্স—অ্যামন-মি, কষ্টি, এপিস, ডাল্‌কা, ইউপে-পা সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৩০, ২০০ ও তদূর্দ্ধ শক্তি।

সাইপ্রিপিডিয়াম-পিউবেসেন্স (Cypripedium Pubescens.)

পরিচয় :—শরৎকালে সংগৃহীত এই বৃক্ষের তাজা মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়কার অনিদ্রা রোগে বেশী ফল দান করে। তখন শিশু রাত্রে কিছুতেই ঘুমায় না, অনবরত কথা বলিতে থাকে; বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করে মহানন্দে হাস্য করে ও খেলা করিতে থাকে তাহার নিদ্রা যাইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ঐ সকল শিশু হয়ত দিনের বেলা বেশ থাকে, খেলা করে, হাসে কাঁদে কিন্তু রাত্রি হইলেই চীৎকার আরম্ভ করে ও কাঁদে, নিজেও ঘুমায় না বাড়ীর অন্যান্য কেহ তাহার জন্য ঘুমাইতেও পারে না। **ডাঃ ফ্যারিংটন** বলেন এই অবস্থাটী শিশুদিগের মস্তিষ্কের বিকৃতির পূর্ব্ব লক্ষণ। শিশু বহুদিন উদরাময়ে ভুগিয়া ভুগিয়া শেষে তাহার যদি মস্তিষ্কোদক বা মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় (হাইড্রোসেফালস) লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় সেই অবস্থায়ও ইহা ব্যবহার করা যায়। ইহা ব্যতিরেকে এই ঔষধটী মূর্চ্ছাবায়ু, স্নায়ুশূলের পীড়া তাণ্ডব রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু ইহার প্রধান ক্রিয়া শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়কার মস্তিষ্কের পীড়ায়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা না হইলে বা রাত্রে নানাবিধ খেয়ালী করিতে থাকিলে ইহা ব্যবহার বিধি। ডাঃ **হেল** বলেন—**যে সমস্ত রোগিণীর অতিরিক্ত চা পানের ফলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হয় সেই সকল রমণীদিগের পক্ষে এই ঔষধ প্রয়োজনীয়।** অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার জন্য স্নায়বিক বিকৃতি ঘটিলে, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের পর দুর্ব্বলতা ও স্নায়বিক অবসাদ জন্মিলে তাহা দূর করিবার জন্য ইহা অত্যন্ত উপযোগী ঔষধ।

অন্য রোগের পর মূর্চ্ছাবায়ু, টাইফয়েড জ্বরের পর শরীরের কম্পন বা স্পন্দন এবং হাত পায়ের কম্পনাদি ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬ ক্রম।

সার্ভাস (Cervus.)

পরিচয় :—ব্রেজিল দেশীয় এক প্রকার হরিণের চামড়া হইতে বিচূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—পায়ের ঝিনিঝিনি বাত রোগে, জিহ্বার বিকৃতি ও বিস্বাদ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

সিট্রেরিয়া-আইল্যাণ্ডিকা (Cetraria Islandica.)।

পরিচয় :—অপর নাম আইস্‌ল্যাণ্ড মস্‌। ইহা এক প্রকার শৈবাল।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ শরীরের শীর্ণতা, সর্দ্দি, অতিসার, যক্ষ্মা, ক্ষত প্রভৃতি রোগগ্রস্ত রোগী চিকিৎসায় উপযোগী।

এই ঔষধ টিকটা পাল্‌মো সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—নিম্ন ক্রম।

সাম্বাল (Sumbul)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সাম্বুলাস মস্‌কেটাস বা মাস্ক-রুট্‌। মধ্য-এশিয়ায় এক প্রকার মূল পাওয়া যায়, ইহার গন্ধ অনেকটা মৃগনাভী সদৃশ; এইজন্য প্রতারকগণ প্রতারণা করিয়া মৃগনাভী অর্থাৎ কস্তুরীর সহিত উহা মিশাইয়া মৃগনাভী বলিয়া চালাইয়া দেয়। এই মূলকেই সাম্বাল বা কস্তুরীমূল বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। জিনিষের গন্ধ একপ্রকার হইলে উহাদের কার্য্যকরী ক্ষমতাও প্রায় একইরূপ হয়—যেমন অ্যাম্বেলিয়া ও ইবিস্কিয়মের গন্ধ অনেকটা একরূপ সুতরাং উভয় ঔষধই শ্বাসরোগে উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। মৃগনাভী বা মস্কাসের লক্ষণের সহিত সাম্বালের অনেকটা সাদৃশ্য আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঔষধের গন্ধের সহিত কাষ্টরিয়াম, নাক্স-মস্কেটা ও অ্যাসাফিটিডার গন্ধের কতকটা সাদৃশ্য থাকায় গুণেরও অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই কস্তুরীমূলের চূর্ণ দ্বারা আরক তৈরী হয়।

ক্রিয়াস্থল :—স্বল্পরক্ত রমণীদিগের স্নায়বিক অবসাদ ও মূর্চ্ছাবায়ু রোগে ইহার ক্রিয়া দেখা যায়।

ব্যবহারস্থল :—মৃগী, মূর্চ্ছা, হৃদ্‌কম্পন, স্নায়ুশূল, হাঁপানি, তাণ্ডব, ফুসফুস-প্রদাহ, সান্নিপাতিক-জ্বর, অতিসার, কৃমি প্রভৃতি রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

মূর্চ্ছাবায়ু :—মূর্চ্ছাবায়ুরোগে শিরঃঘূর্ণনই এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়াস্থল। কৃশা, হীন-রক্ত রমণীদিগের স্নায়বিক অবসাদ ও মূর্চ্ছারোগে ইহা মস্কাস সমতুল্য ঔষধ। রোগিণী মাথা নোঁয়াইলে, গরম জল ব্যবহার করিলে, নড়িলে চড়িলে, আসন হইতে উঠিলে মাথা ঘুরায়, সামান্য কারণে তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হয়, যখন সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে তখন মূর্চ্ছিত হইয়া সম্মুখের দিকে পড়িলে সাম্বাল উপযোগী ঔষধ। মূর্চ্ছাবায়ু রোগিণীর পুনঃ পুনঃ বোধ হয় যেন তাহার গলা রোধ হইয়া আসিতেছে এবং ক্রমাগত উদ্গারের সহিত পাকস্থলী হইতে বাষ্প নির্গত হইতেছে, রোগিণী পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে থাকে।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া :—ইহা স্নায়বিক হৃদ্‌স্পন্দনের জন্য উপযোগী। মূর্চ্ছাবায়ু রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের কিম্বা স্ত্রীলোকদিগের বয়ঃসন্ধিকালে মূর্চ্ছারোগে যখন সামান্য মানসিক উত্তেজনাতেও হৃদ্‌স্পন্দনের আবির্ভাব হয় তখন ইহা উপযোগী। বাতাশ্রিত হৃদ্‌-প্রদাহে যখন হৃদ্‌পিণ্ডের বেগ প্রবল হয়, বিশেষতঃ ঐরূপ ভাব যদি আহারাদির পর—যখন আহার্য্যদ্রব্যাদি জীর্ণ হইতেছে সেই সময় আরম্ভ হয় এবং হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতর যেন হাপোর টানিতেছে এইরূপ হুস্‌হুস্‌ শব্দ হইতে

থাকে, থাকিয়া থাকিয়া পিঠের দিকে যেন কেহ আগুন ঢালিয়া দিতেছে এইরূপ গরম অনুভূত হয় এবং বুকের ভিতর যেন ছুরিকাঘাত হইতেছে এরূপ ব্যথায় সাম্বাল কার্য্যকরী ঔষধ। সাম্বাল রোগিণীর বাম বাহু অসাড়, অত্যন্ত ক্ষীণ এবং অঙ্গুলী মধ্যে মৃদু বেদনা বোধ ইহার প্রধান লক্ষণ। **ডাঃ হেল্** বলেন, হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় যখন অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যায় না তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাওয়া যায়।

কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগে রোগী অনবরত তাহার মাথা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ে ও জিহ্বা পুনঃ পুনঃ বাহির করে, তাহার পুনঃ পুনঃ ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং খায়। সদা সর্ব্বদাই তাহার প্রফুল্লভাব; সেইজন্য মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। তাহার মুখাকৃতি জড়ের ন্যায়, উন্মাদ হওয়ার আশঙ্কা খুব। রোগী তাহার ভুক্ত দ্রব্য বমন করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ।

স্নায়ুশূল ঃ—ইহার স্নায়ুশূল কখন মুখমণ্ডলে, কখনও আবার বক্ষঃদেশে কখনও বা ডিম্বাধারে তীব্রভাবে দেখা যায়। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক স্নায়ুশূলে যখন সুনির্ব্বাচিত ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় না, তখন সাম্বালের কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করিবার পর এমন চমৎকার ফল পাওয়া যায় যে বর্ণনা করা যায় না। সাম্বালের স্নায়ুশূল যে কোন্ প্রকারের তাহা বলা বড়ই কঠিন; তবে স্ত্রীলোকদিগের ডিম্বাধারের (ovarian) স্নায়ুশূলই ইহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র। কোন কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক বলেন, বায়ুপ্রধানা-জরায়ু-রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের ভিতর এক প্রকার স্নায়ুশূলের পীড়া দেখা যায়, যাহাদ্বারা বাম স্তনের নিম্ন স্থান আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই স্থানের বেদনা এত উগ্র যে হৃৎশূলের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

কৃমি ঃ—সূত্রকৃমির জন্য সাম্বাল প্রয়োগ করা যায়। এই কৃমি হইয়া রোগীর পেট ঢাকের ন্যায় ফুলিয়া উঠে, সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, নাক খোঁটা এবং নাসিকার ভিতর চুলকানি পরিলক্ষিত হয়। প্রস্রাবে তৈলের ন্যায় সব ভাসে।

শক্তি ঃ—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬ ক্রম।

সাইক্ল্যামেন-ইউরোপীয়াম (Cyclamen Europœum.)

পরিচয় ঃ—ইহার অপর নাম আর্টানিটা সাইক্ল্যামেন, সো-ব্রেড্। বসন্তকালে এই গাছড়ার তাজা মূল সংগ্রহ করিয়া মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। এই গাছড়া সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপে জন্মে।

ক্রিয়াস্থল ঃ—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দেখা যায়। উহার ফলে মস্তিষ্ক, চক্ষু, উদর এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয় আক্রান্ত হয়, পাল্‌সেটিলার সহিত ইহার বহু সাদৃশ্য আছে।

ব্যবহারস্থল ঃ—পরিপাক যন্ত্র, স্ত্রীজননেন্দ্রিয়, অতিরজঃ, রজলোপ হইবার ফলে আধ-কপালে মাথাধরা, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, গর্ভবতীর নানাবিধ রোগ, মূত্রনালী প্রদাহ, চক্ষুর পীড়া, **কেরাণীদিগের হস্তকম্পনে** ব্যবহৃত হয়।

মন ঃ—রোগিণী নির্জ্জনে একাকী বসিয়া থাকিতে ভালবাসে, অত্যন্ত রোদনপরায়ণা, সে সকল প্রকার পরিশ্রমেই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ভ্রম-জ্ঞান অত্যন্ত, তাহার মনের ধারণা—বিছানায়

তাহারা দুইজন ব্যক্তি শুইয়া আছে এবং অপর ব্যক্তির দেহ যেন তাহার শরীরের উপর রহিয়াছে। **ব্যাপটিসিয়ার** রোগী মনে-করে, বিছানায় তাহারা তিনজন শুইয়া আছে এবং লেপে তাহাদের কুলাইতেছে না; **পালসেটিলার** রোগিণী মনে করে যেন তাহার বিছানায় একজন পুরুষ শুইয়া আছে; **সিকেলি-কর** রোগিণী মনে ভাবে যেন তাহারা দুইজন অসুস্থ হইয়াছিল, একজন মারা গিয়াছে, অপরজন আরোগ্য লাভ করিল। সাইক্লেমেন রোগিণী পালসেটিলার ন্যায় একটুতেই কাঁদিয়া ফেলে। ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই, পালসেটিলা ঠাণ্ডা ও মুক্ত হাওয়া পছন্দ করে, সাইক্ল্যামেন চায় গরম ও আবদ্ধ ঘর।

শিরঃপীড়া :—ইহার মাথার রোগ পাকযন্ত্রের নানাপ্রকার গণ্ডগোলের জন্য হইয়া থাকে, তবে মাথার যন্ত্রণা সমস্ত মাথায় ছড়াইয়া না পড়িয়া সাধারণতঃ এক পাশেই হইয়া থাকে। **পালসেটিলার** ঐরূপ পেটের গণ্ডগোলের সহিত মাথার রোগ হইলে তাহার সমস্ত মাথায়ই ব্যথান্বিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর নানাবিধ গণ্ডগোলের সহিত মাথায় রোগ হইলেও অর্থাৎ মাথার যন্ত্রণা হইলেও সাইক্ল্যামেন ব্যবহার্য্য। ইহার শিরঃপীড়া ঋতুরোগের সহিত যেমন হইয়া থাকে সেই সঙ্গে চক্ষুর নানাবিধ পীড়াও দেখা যায়। ইহার শিরোবেদনা বৈকালে ও সন্ধ্যাবেলা বেশী হয়, বেদনা যখন তীব্র হইতে থাকে তখন তাহার চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়; এই সময়ে যদি তাহার মাথায় ও চোখে ঠাণ্ডা লাগান যায় তবে যন্ত্রণার উপশম হয়। স্পাইজিলিয়ারও 'অর্দ্ধশিরঃশূল বা মাথার যন্ত্রণা আছে, কিন্তু মাথার যন্ত্রণার সহিত ইহার অক্ষিগোলক আক্রান্ত হয়, আর সাইক্ল্যামেন রোগিণী চোখে অন্ধকার দেখে। সাইক্ল্যামেন রোগীর মাথার যন্ত্রণার সহিত টেরাদৃষ্টিও হইয়া থাকে। **ডাঃ হিউজেস্** বলেন, ঋতুর নানাবিধ পীড়ার সহিত চক্ষুরোগ ও শিরঃপীড়ায় যে কেবল ইহা ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, রোগিণী তাহার রোগাক্রান্ত দিকের চক্ষুর সম্মুখে নানাবর্ণের ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ পদার্থ দেখিতে পায়, সেই সঙ্গে স্নায়বিক বেদনা আধ-কপালেও থাকিতে পারে। চক্ষুরোগে রোগীর নানাবিধ উপসর্গ ঘটে যথা দ্বিদর্শন, অর্দ্ধ-দর্শন, টেরাদৃষ্টি প্রভৃতি। ডাঃ **অ্যালেন** ও **নর্টন** বলেন যে, টেরাদৃষ্টিতে সাইক্ল্যামেন উপযুক্ত ঔষধ।

স্ত্রীরোগ :—বাধক বেদনার জন্য সাইক্ল্যামেন একটী ভাল ঔষধ। অকালঋতু—নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই রজঃস্রাব আরম্ভ হয়। কাল ঝিল্লী-সমন্বিত দানা দানা প্রচুর স্রাব। কষ্টরজঃ জন্য রোগিণী মাথার যন্ত্রণা ও অন্ধত্ব বোধ করে। ঋতু হইবার পূর্ব্বে রোগিণীর প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা হইতে থাকে, এবং ঋতুস্রাব বসিলে বাড়ে ও বেড়াইলে কমে; **লিলিয়াম** রোগিণীর ঋতুস্রাব চলাফেরা করিবার সময় বেশী হয়, কিন্তু চলাফেরা বন্ধ করিলেই স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। **ক্রিয়োজোট ও ম্যাগ-কস্** রোগিণী শয়ন করিলে ঋতুস্রাব হইতে থাকে, চলাফেরা করিলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। সাইক্ল্যামেন রোগিণীর ঘৃতপক্ক জিনিস সহ্য হয় না, উহা খাইলেই তাহার পেট ফোলে, অজীর্ণ হয়; **পালসেটিলার** রোগিণী ঘৃতপক্ক জিনিস সহ্য করিতে পারে না, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। উভয় ঔষধের ভিতর পার্থক্য এই, সাইক্ল্যামেন ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, যাহা খায় গরম গরম, মুক্ত ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহার রোগের উপশম হয় না, ঠাণ্ডা ঘরের ভিতর থাকিলে আরাম পায় না, মাঝে মাঝে জল পিপাসা পায় ও জল পান করে কিন্তু ঠাণ্ডা জলপান করিলেই রোগের বৃদ্ধি; কিন্তু পালসেটিলা রোগিণী

ঠাণ্ডা ঘর, ঠাণ্ডা স্থান, ঠাণ্ডা হাওয়া, সমস্তই ঠাণ্ডা পছন্দ করে, জিহ্বা শুকাইয়া যায় অথচ জল পান মোটেই করে না। সাইক্ল্যামেনের রক্তস্রাব কাল কাল। **ক্রোকাস** রোগিণীর রক্তস্রাবও কাল কিন্তু উহা চাপ চাপ এবং রক্তের ভিতর দড়ি দড়ি রক্তের ডেলা থাকে; সাইক্ল্যামেনের ঋতুর সহিত অস্পষ্ট দৃষ্টি ও আধ-কপালে মাথা ব্যথার সহিত অনিয়মিত ঋতু, গর্ভাবস্থায় হিক্কা, প্রসবের পর রক্তস্রাব বিদ্যমান থাকে।

রক্তশূন্যতা :—সাইক্ল্যামেন স্বল্প-রক্ত রমণীদিগের পীড়ার পক্ষে উপযোগী। রক্তশূন্য রোগিণী ঘৃতপক্ক কোন দ্রব্য খাইয়া সহ্য করিতে পারে না। রক্তশূন্য রমণীগণের এরূপ লক্ষণে **পাল্‌সেটিলাও** অতি উত্তম ঔষধ। ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই, পাল্‌সেটিলার জিহ্বা শুকাইয়া যায় অথচ জল পান করে না, সাইক্ল্যামেন রোগিণীর পিপাসায় জল পান করে। পাল্‌সেটিলা রোগিণী খোলা জায়গায় থাকিতে ভালবাসে, ঠাণ্ডা জিনিস পছন্দ করে, সেই সঙ্গে সর্ব্বদাই নাকে কাঁদে। সাইক্ল্যামেন রোগিণী খোলা জায়গা পছন্দ করে না, এমন কি সে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া থাকে, সে সকল দ্রব্যই গরম গরম খাইতে চায়, ইহার শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা অত্যধিক, কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না, চোখে আঁধার-দৃষ্টি, আধ-কপালে ব্যথার সহিত তাহার দৃষ্টিভ্রম, সকালবেলা এতদূর কাহিল হইয়া পড়ে যে অঙ্গচালনা না করিলে কোন কাজকর্ম্ম করিতে পারে না। ইহার রোগিণীকে যদি কোন রকমে কাজে লাগান যায় তবে সে সমস্ত দিন ধরিয়া কার্য্য করিবে। পাল্‌সেটিলার নিদ্রা বিলম্বে হয় বটে কিন্তু সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে এবং সকালে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়। পাল্‌সেটিলা রোগিণী যেমন না কাঁদিয়া কথা বলিতে পারে না, নাকের আগায় তাহার কান্না লাগিয়াই থাকে, সাইক্ল্যামেনের সেইরূপ নহে, রোগিণী কাঁদে বটে তবে মনঃকষ্টের জন্য বেশী কাঁদে, সেই কান্না নীরবেই কাঁদে, কেহ তাহার কান্না শুনিতে না পায় সেইজন্য সে আড়ালে বসিয়া কাঁদে। সাইক্ল্যামেনের রোগিণী একা নির্জ্জন স্থান পছন্দ করে, কাহারও সঙ্গ চায় না, রক্তশূন্যতার সহিত প্রায়ই বাধক বা অনিয়মিত ঋতু, মাথার যন্ত্রণা; মাথাঘোরা, অজীর্ণ, পেট ফোলা, রাত্রে পেটের যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

অজীর্ণ রোগে সে ২।১ গ্রাস ভাত খাইলেই পেট ভরিয়া যায়, তাহার খাইবার রুচি থাকে না (লাইকো, প্রুণাস), তখন যদি সে জোর করিয়া খাইতে চায় তবে বমি হইয়া যায়। কোন ঘৃতপক্ক জিনিস, রুটী, মাংস ও মাখন বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে তাহার অরুচি, তবে অনেক সময় অখাদ্য জিনিসে রুচি দেখা যায়। **সাইকিউটার** শিশুর টিকা, কয়লা, চা-খড়ি প্রভৃতি খাইবার অত্যন্ত আগ্রহ। তাহার মুখের লালা লবণাক্ত সেইজন্য সে যাহা খায় সমস্ত লবণাক্ত মনে হয় (আর্স, কার্ব্বো-ভে, চায়না, পাল্‌স)। রোগিণীর **লেমনেড** পান করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা (স্যাবাই)। অজীর্ণ রোগী বা রোগিণীর আহার করিবার পরই নিদ্রা যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে; আহারের পর পেটের মধ্যে যেন কি একটা নড়িয়া বেড়াইতেছে বোধ (ক্যানা-স্যাই, ক্রোকাস, সালুফ, থুজা)।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—গরম ঘরে, বাড়ীর ভিতর বদ্ধঘরে, চলাফেরা করিলে উপশম; মুক্ত হাওয়ায়, শীতল জলে স্নানাদি করিলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—সাইক্ল্যামেন—রক্তহীনতায়—পাল্‌সেটিলা, চায়না, ফেরাম তুল্য; পেটের ভিতর কি নড়িয়া বেড়াইতেছে লক্ষণে—ক্যাল্‌কে-ফস্‌, ক্যানা-স্যাট, ক্রোকাস, সাল্‌ফ তুল্য; মাথার যন্ত্রণার সহিত দৃষ্টিশক্তির বিকৃতি—আইরিস, কেলি-বাই তুল্য; সামান্য আহার করিবামাত্র অরুচির উদয়—লাইকো, নাক্স, প্রুণাস, রডো তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি, কিন্তু ডাঃ জার ৩০ শক্তির নিম্ন শক্তি প্রয়োগ সমর্থন করেন না।

সার্সাপ্যারিলা (Sarsaparilla) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সালসা বা সার্সা অথবা স্মাইল্যাক্স অফিসিনেলিস্। ইহা এক প্রকার লতা বিশেষ। শুষ্ক মূল হইতে এই ঔষধের বিচূর্ণ ও আরক উভয়ই তৈরী হয়। এই জাতীয় লতা মধ্য আমেরিকায় প্রচুর জন্মে।

ব্যবহারস্থল :—সার্সাপ্যারিলা মূত্ররোধ, মূত্র-পাথুরী, হাঁপানি, স্তনের উপরের ক্যান্সার, নানাবিধ চর্ম্মরোগ, পুরাতন বাত, গেঁটেবাত, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত, অন্ত্রবৃদ্ধি, লিঙ্গাবরকের উপর দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, শিশুদিগের অতিরিক্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব, প্রস্রাব হইয়া গেলে অতিরিক্ত যন্ত্রণা, প্রস্রাবে সাদা শাদা রেণু-নিঃসরণ, শীতপিত্ত, কৃত্রিম মৈথুনের পর বিষাদ, শুক্রবহানালীর স্ফীতি, ক্ষত, আঁচিল, শিশুদিগের শীর্ণতা বা ম্যারাসমাস রোগে ও টীকা দিবার কুফলের জন্য চর্ম্মরোগ হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—মন, সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস-দুষ্ট ধাতু ইহার ক্রিয়াস্থল, ইহা ব্যতিরেকে পারদের অপব্যবহার, নানাবিধ চর্ম্ম ও অস্থিরোগ, গণ্ডমালা এবং বাতরোগের পক্ষে ইহার ক্রিয়া সমধিক।

মন :—রোগী সর্ব্বদাই যন্ত্রণার জন্য বিমর্ষভাবে সময় কাটায়, যন্ত্রণার সময়, রেতঃপাতের সময়, প্রস্রাব করিবার পর তাহার অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তখন তাহার কোন কাজ করিবার শক্তি থাকে না। যখন সে কোন খাবার খায় সেই সময় খাদ্যদ্রব্যের বিষয় চিন্তা করিলে তাহার রোগের বৃদ্ধি হয়। তাহার স্ফূর্ত্তির অত্যন্ত অভাব অথচ কেন যে তাহার স্ফূর্ত্তি হয় না, তাহা সে ব্যক্ত করিতে পারে না।

গঠন :—শিশুর গ্রীবা অত্যন্ত শীর্ণ ঐ স্থানের চামড়া কুঁচকাইয়া যায় এবং তথাকার গ্রন্থিসকল ফুলিয়া উঠে; সাধারণতঃ যে সকল শিশুদিগের পারদ অপব্যবহারের ইতিহাস আছে, তাহাদের ম্যারাসমাস রোগে সার্সাপ্যারিলা কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার শিশুদিগের মুখমণ্ডল অ্যাব্রোটেনাম, নেট্রাম-মিউর, আয়োড ও স্যানিকিউলার শিশুর ন্যায় বৃদ্ধবৎ দেখায়। **অ্যাব্রোটেনাম** শিশুর সমস্ত শরীর শুকাইয়া যায় কিন্তু বেশী শুকাইয়া যায় পায়ের দিকটা। **সার্সাপেরিলার** শিশুর গায়ের চামড়ায় বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় ভাঁজ পড়ে, ইহার রোগীর ঘাড়ের দিকটাই বেশী শুকাইয়া যায়। **নেট্রাম-মিউর** শিশু খায় দায় বেশী অথচ শুকাইয়া যায়; ইহার শিশুরও ঘাড়ের দিকটা বেশ শুকাইতে আরম্ভ করে, সার্সার সহিত পার্থক্য এই সার্সার শিশুর পিতামাতার দিক হইতে সাইকোসিস বা সিফিলিসের ইতিহাস থাকে নেট্রাম-মিউরের ঐরূপ

কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। নেট্রাম শিশু মুনের ভক্ত, শিশু অনেক ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া জীর্ণশীর্ণ হইলেও নেট্রাম-মিউর ব্যবহার্য্য। নেট্রাম, স্যানিকিউলা ও লাইকোর শীর্ণতা প্রথমে শরীরের উপর হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে চালিত হয়, **আয়োডিয়ামের**—সর্ব্বশরীর সমভাবে শীর্ণ হইতে থাকে, সেই সঙ্গে তাহার খাই খাই ভাব অত্যন্ত আছে, সে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খুব খায় তবুও শিশু অধিক শুকাইয়া যায়। আর্জ্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম ও সাইলিসিয়া শিশুও এত শীর্ণ হইয়া যায় যে আর্জ্জেণ্টামের শিশুকে দেখিতে বুড়ার ন্যায় দেখায় এবং সাইলিসিয়ার শিশুর মুখখানা বাঁদুরের ন্যায় দেখিতে হয়।

প্রস্রাব-যন্ত্রের পীড়া :—সার্সাপ্যারিলা রোগীর মূত্রাশয়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়, ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে। রোগী বসিয়া প্রস্রাব করিলে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করিবে কিন্তু দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলে বেশ খোলসা প্রস্রাব হইবে। **জিঙ্কাম** রোগী দাঁড়াইয়া অবাধে প্রস্রাব করে, পিছনের দিক বক্র করিয়াও প্রস্রাব করিতে পারে। **কষ্টিকাম** রোগী পায়ে দাঁড়াইয়া বাহ্যে করিতে পারে কিন্তু বসিয়া মোটেই বাহ্যে করিতে পারে না। **চিমাফিলা-অ্যাম্বেলেটা** রোগী পদদ্বয় ফাঁক করিয়া সম্মুখের দিক ঝুঁকিয়া না দাঁড়াইলে প্রস্রাব করিতে পারে না। **ক্রিয়োজোট** রোগী কেবল শুইয়া প্রস্রাব করিতে পারে। **নেট্রাম-মিউর** রোগী কাহারও সম্মুখে প্রস্রাব করিতে পারে না। সার্সাপ্যারিলার রোগীর প্রস্রাব করিবার পর অত্যন্ত জ্বালা অনুভব। **থুজা** রোগীর যখন শেষ ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হয় তখন অত্যধিক জ্বালা করিতে থাকে। **মার্কারির** প্রস্রাব হইয়া যাইবার পরও অত্যন্ত কোঁথানি থাকে। **ক্যান্থারিস** রোগীর প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে অত্যন্ত জ্বালা। স্ত্রীলোকগণ যখন প্রস্রাব করিতে থাকে তখন প্রস্রাবদ্বার হইতে সোঁ সোঁ করিয়া প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে। **লাইকো** ও **ব্রোমিয়াম** রোগিণীর যোনিদ্বার হইতে জোর করিয়া বায়ুনিঃসরণ হয়। সার্সাপ্যারিলার শিশু প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে ও সময়ে অত্যন্ত চীৎকার করে, শিশু বিছানায় প্রস্রাব করিলে বিছানার উপর শাদা বালি বালির মত পড়ে। রোগীর পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের পর ভয়ানক জ্বালা ও মূত্রাশয়ে অত্যধিক আকুঞ্চন হওয়া ইহার বিশেষত্ব। পুরাতন প্রমেহ রোগীর প্রবল আকুঞ্চনের ফলে প্রস্রাবের সহিত অল্প সময় কষায় পুঁজ ও শ্লেষ্মা নির্গত হয়। **"মূত্র-পাথরী"**। 'মূত্রযন্ত্রের উপর সার্সার ক্রিয়া সমধিক' ইহা যেন মনে থাকে।

পুং-জননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—সার্সাপ্যারিলা রোগীর সামান্য উত্তেজনাতেই রেতঃপাত হয় (ক্যালেডিয়াম)। অনেক সময় কামোত্তেজনা হউক বা না হউক রক্তমিশ্রিত রেতঃপাত হইতে থাকে এবং উত্তেজনার সময় রেতোরজ্জু মধ্যে ধক্‌ধক্ করিতে থাকে ঐ স্থান কেহ স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ। জননেন্দ্রিয় প্রদেশ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হওয়া ইহার বিশেষত্ব। প্রমেহের স্রাব অবরুদ্ধ হইবার জন্য বাতরোগ হইলে সার্সা, কোনায়াম, থুজা, মেডরিণম ও পাল্‌সেটিলা তুল্য ঔষধ।

স্ত্রীরোগ :—সার্সাপ্যারিলায় ঋতুস্রাব হইবার পূর্ব্বে রোগিণীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হইতে থাকে এবং ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলে তাহার কপালে অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত ব্রণ বাহির হয় (সোরিণাম, স্যাঙ্গুই)। ইহার ঋতুস্রাব অত্যন্ত ঝাঁঝাল, উরুতে লাগিলে ঐ স্থান হাজিয়া যায়। ইহার প্রদর স্রাব চলাফেরার সময় অধিক হয়। স্তনে ক্যান্সার হইয়া তাহার স্তনের বৃন্ত বসিয়া যায়—(কোনায়াম, আর্স-আয়োড, হাইড্রাস, কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো)।

মূত্রপাথুরী :—শিশুদিগের মূত্রাশয়ে বা মূত্রগ্রন্থির পাথুরীরোগে ইহা উত্তম ঔষধ। মূত্র-পাথুরীর শূলবেদনা ডানদিগের মূত্রগ্রন্থি হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে চালিত হয়। শিশুর বারংবার প্রস্রাব পায় এবং প্রস্রাব করিবার সময় ও পরে ভয়ানক ভাবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে—শিশু বসিলে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করে, কিন্তু যখন দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে তখন রীতিমত প্রস্রাব হয়। প্রস্রাবে ছোট ছোট বালির ন্যায় শাদা শাদা পাথরের টুকরা বাহির হয়। শিশু কখন কখনও রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব করিয়া থাকে, সাধারণতঃ প্রস্রাবের শেষভাগেই রক্ত বাহির হয়।

বাত :—ঠাণ্ডা আর্দ্র বায়ুপূর্ণ স্থানে বসবাস সম্ভূত বাত বা পারদ ঘটিত কোন ঔষধ সেবন জনিত বাত, প্রমেহ রোগের স্রাব অবরুদ্ধ হইবার পর বাত, এবং অস্থি-আবরণীর পরদায় বেদনা সার্সা ব্যবহারে নিরাময় হয়। সার্সাপ্যারিলা উপদংশের ক্ষত, পারদের অপব্যবহার প্রসূত সর্ব্বশরীরে ক্ষত বা নানাজাতীয় উদ্ভেদ বাহির হইলে অথবা হাতে পায়ের চর্ম্ম ফাটিয়া গিয়া ঐ স্থানে বেদনা, জ্বালা প্রভৃতিতে ইহা উপযোগী ঔষধ।

শিরঃপীড়া :—রোগীর প্রাতে গা বমি বমি সহ মাথার যন্ত্রণা হইলে এবং তাহার প্রমেহ দোষ থাকিলে সার্সা কার্য্যকরী ঔষধ। বেদনা মাথার পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হইয়া নাসিকার মূলে আসিয়া থামে। তাহার নাসিকা ফুলিয়া উঠে আবার বেদনা মাথার পশ্চাৎদেশ হইতে আসিয়া চক্ষুর ভিতর অবস্থিত হয় যেন তাহার মাথাটা সাঁড়াশী দ্বারা কেহ নিষ্পেষিত করিতেছে এরূপ বোধ। মাথার যন্ত্রণার সময় যেন মাথার চতুর্দ্দিকে একটী দৃঢ়বেষ্টনী রহিয়াছে। মাথার যন্ত্রণার জন্য তাহার মাথার চামড়ায় অত্যন্ত ব্যথা, তাহার মাথার চুল উঠিয়া যায়, মাথায় প্রচুর ঘর্ম্ম হইবার জন্য তাহার মাথায় অত্যধিক মরামাস পড়ে (ক্যাম্বা, নেট্রাম-মিউর, সোরিণাম, সাল্ফ, থুজা, মিডরি,) এবং চুলে জটা বাঁধিয়া যায়।

চর্ম্মরোগ :—রোগীর শরীরের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ জননেন্দ্রিয়ের চামড়ার উপর একজিমার ন্যায় উদ্ভেদ বাহির হইয়া উহা হইতে রস পড়ে—ঐ রস যে স্থানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়; উদ্ভেদগুলিতে ভয়ানক চুলকানি হয়—চুলকানি রাত্রে শুইবার সময় এবং প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিবার সময় বেশী হয়। উপদংশ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির যদি চর্ম্মে নানাপ্রকার উদ্ভেদ বাহির হয়—ঐ সমস্ত উদ্ভেদ যদি শুষ্ক লালবর্ণের হয় তাহা হইলে প্রথমেই সার্সাপ্যারিলা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে পীড়কা বা উদ্ভেদ যখন পর পর বাহির হইতে থাকে তখন **আর্ণিকা**, যখন ছোট ছোট ব্রণ একদল উঠিয়া পুনরায় আর একদল উঠিতে থাকে তখন **আর্কটিয়াম-লেপ্পা** সেবনীয়; এই দুই ঔষধ সেবন করিয়াও যখন বিশেষ কোন উপকার না হয় তখন সার্সাপ্যারিলা ব্যবহার্য্য।

শিশুদিগের মুখে দুধে ঘা বাহির হইলে শিশু অত্যন্ত অস্থির হইয়া যায়; ক্রমান্বয়ে কান্নাকাটি করে, গরম ঘর হইতে বাহিরে গেলেই আবার আমবাতের ন্যায় একপ্রকার উদ্ভেদ বাহির হইতেও দেখা যায়; এই অবস্থায় সার্সা ব্যবস্থেয়। পারদ অপব্যবহার জনিত ক্ষতাদির জন্য ও উপদংশ-বিষ-দুষ্ট ব্যক্তিদিগের নানাবিধ চর্ম্মরোগের ইহা উত্তম ঔষধ। সার্সাপ্যারিলার চর্ম্ম পীড়া প্রতি গ্রীষ্ম ও বসন্তকালেই বেশী হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—স্থির হইয়া থাকিলে, দাঁড়াইলে এবং ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার করিলে উপশম; কেহ স্পর্শ করিলে, খুব শক্ত করিয়া কাপড় পড়িলে, চুলকাইলে, চলাফেরা করিলে, বসন্তকালে, গরম পথ্য ভোজনে, ঘরে অবস্থানে, আক্রান্ত স্থান জলে ধুইলে ও রেতঃপাতের পর রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—সার্সাপ্যারিলা—প্রমেহ রোগের বিষের ক্ষেত্রে—থুজা তুল্য; শিশুদিগের শীর্ণতা রোগে—এ্যাব্রোটেনাম, আয়োড তুল্য; চক্ষুপীড়ার সহিত শিরঃপীড়ায়—আইরিস, কেলি-বাই তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি ব্যবহার্য্য ডাঃ হিউজেজ বলেন উচ্চশক্তি বিশেষ কার্য্যকরী।

সাল্‌ফার (Sulphur.)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সালফার সব্লিমেটাম লোটাম, ফ্লোরেস সাল্‌ফিউরিস, ব্রিমষ্টোন বা গন্ধক। গন্ধক ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকগণ বহুকাল হইতে ঔষধার্থে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। গন্ধক খোস পাঁচড়া প্রভৃতির উত্তম ঔষধ—ইহা পল্লীবালারাও জানেন। গন্ধক আয়ুর্ব্বেদীয়, ইউনানী এবং অন্যান্য চিকিৎসা-শাস্ত্রেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহাত্মা হানেমান নিজে এই ঔষধ পরীক্ষা করেন। সাল্‌ফার কত বড় একটী এ্যাণ্টিসোরিক ঔষধ তাহা এক কথায় বলা যায় না। চিকিৎসা-কালে অনেক স্থলে দেখা যায় রোগ সম্পূর্ণভাবে নির্গমন হইতেছে না, লুপ্ত বা সুপ্তভাবে থাকিয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া বিকাশ বা প্রকাশ পায়, এরূপ স্থলে সাল্‌ফার অবশ্য ব্যবস্থেয়। সাল্‌ফারের নিত্য প্রয়োজন। সাল্‌ফার না হইলে রোগের আরোগ্য সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হইত কিনা বলা যায় না। যখন রোগ আরোগ্য হইয়াও পূর্ণভাবে আরোগ্য হইতেছে না তখন সাল্‌ফারের একমাত্র সম্পূর্ণভাবে রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়। চর্ম্ম এবং টিসুর উপর ইহার ক্রিয়া অবর্ণনীয়। সাল্‌ফার বিচূর্ণন ও অরিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়।

ব্যবহারস্থল :—গ্রন্থির স্ফীতি, ব্রণোব্রণ, শয্যাক্ষত, ফোড়া, নানাজাতীয়-চর্ম্মরোগ রক্তাল্পতা, বয়ঃসন্ধিকালের পীড়া, মলান্ত্রভ্রংশ, মস্তকের রক্তাধিক্য, চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া পীড়া, চর্ম্মরোগের সহিত পর্য্যায়ক্রমে অন্য রোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উন্মত্ততা, ম্যারাসমাস, মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, পুরাতন সর্দ্দিকাসি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, চক্ষুর নানাবিধ পীড়া, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, জ্বর, পীড়কাযুক্ত জ্বর, সবিরাম জ্বর, মেনিঞ্জাইটিস, নাসিকা প্রদাহ, অর্শ, প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহার্য্য। সাল্‌ফার পুরাতন পীড়া চিকিৎসার প্রারম্ভে, নানাবিধ ঔষধ সেবনের দোষ নাশ করিতে, চিকিৎসাকালে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য্য। ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোনরূপ ফল না পাইলে, বদ্ধমূল পুরাতন রোগে, কখনও সাল্‌ফার প্রধান ঔষধরূপে আবার কখনও বা সহকারীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থল :—মন, গ্রন্থি ও স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার ক্রিয়া অত্যধিক। সোরা, বিষ ও চর্ম্মের উপর ক্রিয়াধিক্য বশতঃ চর্ম্মের অপচ্যমান, পচ্যমান জলপূর্ণ এবং দাদের ন্যায় পীড়কা স্থলে, শরীরের নানাস্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, যকৃৎস্রাবের শিরা, ও বিধানতন্তুর উপর ইহার ক্রিয়া সমধিক।

মন :—সাল্‌ফার রোগী ভয়ানক নোংরা, অপরিষ্কার দ্রব্য ও কদর্য্য দ্রব্য সে নাড়াচাড়া করে, রোগী সেই সকল দ্রব্যই খুব সুন্দর দেখে, তাহার শতছিন্ন কাপড় বা অতি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ সে মনে করে ইহা সম্রাটের উপযুক্ত পোষাক। রোগী যতই গরীবই হউক না কেন সে

নিজেকে নিজে মহাধনী মনে করে। রোগীর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, স্থানের নাম জায়গার নাম ভুলিয়া যায় (অ্যানাকা, মেডো, ল্যাকে), কথা বলিবার সময় কিম্বা লিখিবার সময় উপযুক্ত কথা বলিতে বা লিখিতে পারে না বরং অসংলগ্ন বাক্য ব্যবহার করে। সাল্‌ফার রোগী সময় সময় অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে থাকে সেই সময় সে কিছুই করিতে চাহে না, শোকে বিহ্বল অবস্থায় লোক যেরূপ থাকে সেইরূপ ভাবে বসিয়া থাকে। সর্ব্বদা ধর্ম্মালাপে সে ব্যস্ত থাকে এবং নিজের আত্মার মুক্তির জন্য তাহার বড়ই ভাবনার উদ্রেক হয় (আর্স, ল্যাকে, লিলিয়াম, লাইকো, মেডোরিণাম)। রোগীর অত্যন্ত ব্যস্ত স্বভাব, সে ধীরে কোন কার্য্য করিতে পারে না—সকল কার্য্যই অতি দ্রুত করে, দ্রুত সকল কার্য্য সম্পন্ন করে। (অরাম-মেটালিকাম, আর্জ্জেণ্ট-নাই, লিলিযাম), **অরাম-মেটালিকাম** অতি দ্রুত কার্য্য সম্পন্ন করে কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছা থাকে ; **আর্জ্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম** রোগীও সকল কার্য্য অতি দ্রুত সম্পাদন করে কিন্তু ইহার রোগী অতিরিক্ত ভীতু, জনবহুল স্থানে যাইতে ভয় পায় এবং অতিরিক্ত মিষ্ট প্রিয় ; **সাল্‌ফার** রোগীও মিষ্ট প্রিয় তবে আর্জ্জেণ্টাম রোগী মিষ্ট খাইয়া হজম করিতে পারে না পেট ফুলিয়া যায় সেই সঙ্গে রোগীর সাময়িক আত্মহত্যার প্রবৃত্তি আছে, সাল্‌ফারে তাহা নাই। **লিলিয়ামের** রোগিণীও সকল কার্য্য অতি দ্রুত সম্পন্ন করে সেই সঙ্গে ধর্ম্মভাবও তাহার আছে—বিষাদ ভাবও দেখা যায়, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই সাল্‌ফার রোগী অত্যন্ত নোংরা, শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়—খুব ভাল করিয়া ধুইয়া দিলেও দুর্গন্ধ দূর হয় না ; সে গা ধুইতে একেবারেই চায় না। সমস্ত শরীর পাঁচড়া ভর্ত্তি থাকে, আর লিলিয়ামের রোগিণীর জরায়ুর দোষ ও জরায়ু যোনি পথে বাহির হইয়া পড়িবে এই ভাবটা অধিক থাকে, সাল্‌ফারে ঐরূপ কোন লক্ষণ নাই। **কেলি-ব্রোমেটাম** রোগীও স্থির হইয়া মুহূর্ত্তকাল কোথাও থাকিতে পারে না, রোগীর বিশ্বাস সে সকলের দ্বারা অত্যাচারিত হইতেছে। সর্ব্বদাই সে তাহার হাত পা নাড়িতে থাকে **সাল্‌ফার** রোগীও একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না ; ট্রাম বা অন্য কোন যানবাহনাদিতে উঠিতে হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে উঠিতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পায়চারী করিতে থাকে। সাল্‌ফার রোগীর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ ; এইরূপ ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি আমরা আয়োডিয়াম, ল্যাক-ক্যানাইনাম, মেডোরিণাম, নাক্স-ভমিকা ও অ্যাগনাসে দেখিতে পাই (আয়োডিয়াম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সাল্‌ফার রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে স্বভাবের, সামান্য কারণে তাহার ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হয় (কফিয়া, ইগ্নে, নাক্স-ভমিকা, ক্যামো) কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত ও অনুতপ্ত হয় এবং সাল্‌ফার-রোগী পাল্‌সেটিলার রোগিণীর ন্যায় একটুতেই রোদন করে, রোগী বড়ই একগুঁয়ে স্বভাবের সে কাহাকেও তাহার নিকটে থাকিতে দেয় না।

গঠন ও স্বভাব :—রোগী অপরিষ্কার, চর্ম্মরোগ প্রবণ, পাতলা চেহারাযুক্ত, কুব্জ, অল্প বয়সে বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতি, ম্লান মুখমণ্ডল, চক্ষুর্দ্বয় কোটরাবিষ্ট, যেন সে কতকাল রোগে ভুগিয়াছে, শরীর হইতে বিশ্রী গন্ধ নির্গত হয় ; তাহাকে যতই কেন ভালরূপে স্নান করাও না (তাহার) শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইবেই। চলিবার সময় সাল্‌ফার রোগী সোজা হইয়া চলিতে পারে না, কিছু বক্র হইয়া চলে, ফস্‌ফোরাস্ রোগীও বক্র হইয়া চলে, ইহাদের ভিতর প্রভেদ এই ফস্ রোগী শীর্ণ ও দীর্ঘ শরীর বিশিষ্ট, সামান্য কেশযুক্ত, আর **সাল্‌ফার** রোগী অত্যধিক অপরিষ্কার এবং চর্ম্মরোগ প্রবণ, সে সোজা হইয়া মোটেই চলিতে, বসিতে বা হাঁটিতে পারে না, সামান্য সময় দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিলেই অতিষ্ঠ

হইয়া পড়ে, দাঁড়াইতে সে অস্বস্তি বোধ করে, টকটকে লালবর্ণের হয় তাহার মুখ, চোখ, নাসিকা, গুহ্যদ্বার ইত্যাদি এবং রোগীর ওষ্ঠ দুইটীতে উত্তাপবোধ ও জ্বালা। ইহার শিশু কিছুতেই স্নান করিতে চায় না, স্নান করিলেই তাহার রোগের বৃদ্ধি। অতি অপরিষ্কার, নখগুলি বড় বড়, চুল কাটিবার নাম নাই, শরীর হইতে অতি বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়, নাক হইতে পিঁচুটী পড়িলে তাহা খুঁটিয়া খায়, অতএব ইহার স্বভাব ও প্রবৃত্তি কিরূপ চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

জ্বালা :—সাল্‌ফারের জ্বালা একটী বিশেষ লক্ষণ। ইহার রোগীর পায়ের তলায় অত্যন্ত জ্বালা, জ্বালার জন্য রোগী তাহার পা বিছানার বাহিরে রাখে। শীতকালেও তাহার পায়ের পাতায় জ্বালা করে, সেই জন্য রোগী কোন ঢাকার ভিতর পা রাখিতে পারে না। পায়ের জ্বালা ব্যতিরেকে তাহার মাথার ব্রহ্মতালুতে জ্বালা, এই জ্বালা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক, চক্ষে যন্ত্রণাদায়ক জ্বালা, মুখমণ্ডলের জ্বালা, মলদ্বারে জ্বালা, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা, বক্ষে জ্বালা, তাহার সর্ব্বশরীরে জ্বালা, স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তীস্থলে জ্বালা। **ফস্‌ফোরাসে** ঐ স্থানে জ্বালা আছে, জ্বালার সময় রোগী মনে করে তাহার স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থলে একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা রাহিয়াছে। **লরোসিরেসাস** রোগী মনে করে তাহার স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থলে একখণ্ড বরফের টুকরা রহিয়াছে, **চেলিডোনিয়াম** রোগীর দুইদিকের স্কন্ধের অস্থির ভিতর জ্বালাবোধ। সাল্‌ফার রোগীর চর্ম্মরোগে অত্যন্ত জ্বালা হয়, আক্রান্তস্থান ভীষণ চুলকায়, চুলকাইলে বেশ ভাল লাগে কিন্তু পরে জল লাগিলে বা চুলকাইবার পর এত জ্বালা করিতে থাকে যে জ্বালায় রোগী অস্থির হইয়া যায়। জ্বালার জন্য আর্সেনিক, ফস্‌ফোরাস ও সিকেলি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্সেনিকের জ্বালা তরুণ ও পুরাতন রোগেই বেশী থাকে। আর্সেনিকের জ্বালা গরমে উপশম, সেই সঙ্গে অস্থিরতা ও পিপাসা থাকে, পিপাসায় অল্প অল্প জলপান করে, সাল্‌ফারের জ্বালা, ঠাণ্ডায় উপশম, জলপান করিলে আরাম বোধ। **ফস্‌ফোরাসের** জ্বালা সর্ব্বশরীরে আছে, সেই সঙ্গে তাহার হাতে জ্বালা অধিক, হাতের তলায় ও পায়ের তলায়ও জ্বালা আছে; **সিকেলির** জ্বালা, ফস্‌ফোরাসের ন্যায় সর্ব্বশরীরে আছে কিন্তু ঐ জ্বালা ভীষণ, জ্বালার জন্য রোগী তাহার গায়ের ঢাকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দেয়, অনবরত শরীরে ঠাণ্ডা লাগাইতে বলে ও সেই সঙ্গে তাহার অসম্ভব জলপিপাসা, পিপাসায় ঠাণ্ডা বরফজল খাইবার ইচ্ছা বেশী। **এপিসের** জ্বালাও ঠাণ্ডায় উপশম কিন্তু জলপিপাসার অভাব। এই সকল ঔষধ ব্যতিরেকে অ্যাকোনাইট, বেলাডোনা, ক্যান্থারিস, ক্যাপ্‌সিকাম, কার্ব্বো-অ্যানি, কার্ব্বো-ভেজ প্রভৃতি ঔষধেও জ্বালা আছে, স্ব স্ব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

চর্ম্মরোগ :—পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি সাল্‌ফার চর্ম্মরোগের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সাল্‌ফার হানেমানের প্রধান অ্যান্টিসোরিক ঔষধ। খোঁস, পাঁচড়া, ফোড়া প্রভৃতি এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। অনেকের ধারণা চর্ম্মরোগের একমাত্র ঔষধ সাল্‌ফার, এমন কি সাধারণের ভিতর দেখা যায় চর্ম্মরোগ হইলেই চিকিৎসকের বিনা অনুমতিতে তাহারা নিজেরা সাল্‌ফার সেবন করেন বা অন্যকে ঐরূপ সেবন করিতে উপদেশ দেন। এইরূপ ঔষধ সেবনের কুফলের জন্য অনেক রোগী বিনা কারণে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভুগিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগ নীতি-বিরুদ্ধ। **খোঁস-পাঁচড়া** শুষ্ক, উহাতে অত্যন্ত চুলকানি, আক্রান্তস্থান এত চুলকায় যে, রোগী মোটেই সহ্য করিতে পারে না, যত চুলকায় তাহার তত বেশী চুলকাইতে ইচ্ছা করে, চুলকাইতে চুলকাইতে বা অত্যধিক আঁচড়াইবার ফলে রক্ত বাহির করিয়া ফেলে। শেষে ঐ স্থানে অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে, এত জ্বালা করে যে, শিশু এমন কি বয়স্ক রোগীরাও চীৎকার করিয়া উঠে। ইহার জ্বালা **মার্ক-সলের**

স্থায় বিছানার উত্তাপে বেশী হয়। সাল্‌ফারেব খোঁস-পাঁচড়াগুলি আঙ্গুলের ভাঁজে ভাঁজে, চামড়ার ভাঁজে, সন্ধিস্থানে, কোন অল্প পরিমিত স্থানে বেশী হয়। **সেলিনিয়াম** রোগীবও ঐরূপ ভাঁজে ভাঁজে চর্ম্মরোগ বাহির হয়; তবে সেলেনিযামের সহিত সাল্‌ফারের পার্থক্য এই—সাল্‌ফারের চর্ম্মরোগ মাথায়, ভ্রূর মধ্যে, দাড়ীব উপব এবং অন্যান্য লোমযুক্ত স্থানে নির্গত হইয়া ঐ সকল স্থানের চুল উঠিয়া যায় (সেলেনিযামেও চুল উঠা আছে) এবং চুলকাইবার পর রস পড়ে, আর সেলিনিযামের চুলকাইবাব পর আক্রান্তস্থানে **ঝিন্‌ঝিনি** ধরে। সাল্‌ফাবে এই লক্ষণ নাই, তবে জ্বালা অত্যধিক আছে। **ডাঃ রিঙ্গার** বলেন, কোন ব্যক্তির যদি অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত খোঁস পাঁচড়া হয় তাহা হইলে এক ড্রাম ওজনের গন্ধক কোন পাত্রে রাখিয়া আগুণের জ্বাল দিলে যে ধোঁয়া বাহির হয় সেই ধোঁযার ভিতর যদি রোগীকে বসাইযা রাখা যায় তাহা হইলে রোগীব চুলকানি অতি শীঘ্র কমিয়া যায়।

ডাঃ লিলিয়ান্থাল বলেন, অত্যন্ত চুলকানি বোগে সাল্‌ফার ৩০ এবং মার্কারি ৩০, ৪।৬।৮ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে অর্থাৎ সাল্‌ফাব ৩০ শক্তিব ২ মাত্রা এখন ও ৪ ঘণ্টা পবে এবং মার্কারী এখন ও ৬ ঘণ্টা পরে তাবপর শেষ সালফার ৮ ঘণ্টা পবে সেবন করিতে দিলে চুলকানি অতি শীঘ্র কমিয়া যায়। হয়ত এরূপভাবে বোগ যন্ত্রণা শীঘ্র কমিতে পারে, কিন্তু এরূপ চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক নীতি বিরুদ্ধ।

সাল্‌ফাব যেমন খোঁস পাঁচড়া প্রভৃতিব ঔষধ সেইরূপ **গ্রীষ্মকালীন ব্রণ বা যে কোনও উদ্ভেদের** জন্যও উত্তম ঔষধ। শরীরে ছোট ছোট গোটা বাহির হয়, উহাব ভিতব পুঁজ হয়, আবার কখন বা ঘাযেব আকার ধাবণ করে, রোগীব শরীর হইতে গন্ধ বাহিব হয়, সে স্নান করিতে চায না, যেমন এই সকল বোগ অতি অপরিষ্কাব থাকাব জন্য হইযা থাকে সেইরূপ রোগীর শরীরের শ্রীও অত্যন্ত বিশ্রী। এই সকল রোগীর প্রায়ই ঘর্ম্ম হয না, যদি হয তাহা হইলে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়, পিপাসা অত্যন্ত, পিপাসায জলপান করে খুব। **ফোড়াদির** জন্যও সাল্‌ফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গণ্ডমালা-ধাতুর শিশুদিগেব যখন প্রায়ই ফোড়া হয় এবং ফোড়াদি হইলে যখন কিছুতেই আরোগ্য হইতে চায না তখন সাল্‌ফাব ব্যবহার্য্য, অথবা যখন লক্ষণানুসারে ফোড়ার ঔষধ প্রয়োগ করিযাও ফোড়া সারিতেছে না তখন সাল্‌ফার ঐ সকল ফোড়া আরোগ্য করিয়া দেয নচেৎ ব্যবহারোপযোগী ঔষধেব লক্ষণ সুস্পষ্ট করে। ইহার ফোড়া একটীর পর একটী করিয়া বাহির হয এবং সেই সকল ফোড়ার ভিতর অত্যন্ত জ্বালা করে, ঠাণ্ডা লাগাইলে উপশম, ইহা ব্যতিরেকে রসপূর্ণ গুটি ও দাদের ন্যায উদ্ভেদ বাহির হয়, সেই সকলের ভিতব অত্যন্ত জ্বালা ও চুলকানি হইতে থাকে, রোগী মনে করে যেন তাহার সর্ব্বশরীরে পিপীলিকা চলিযা বেড়াইতেছে। তাহাব শরীরের কোন স্থান ছিঁড়িয়া গেলে সেই স্থান প্রদাহযুক্ত হইয়া উহার ভিতর পুঁজ জন্মে এবং জ্বালা করে। ইহার চর্ম্মপীড়া ক্রোটন, মার্কারি, রাস্‌-টক্স, সোরিণাম প্রভৃতি ঔষধের তুল্য।

গণ্ডমালা ধাতুর রোগীর সাল্‌ফার উত্তম ঔষধ। বিশেষতঃ এই রোগের প্রথমাবস্থায় সাল্‌ফার উপযোগী। গণ্ডমালা হইযা শিশুর আকৃতি অতিশয় খারাপ হয়, সে সোজা হইয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে অথবা হাঁটিতে পারে না, তাহাব মাথা অত্যন্ত বড় হয, মাথায প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। **ক্যাল্‌কেরিয়া** শিশুর মাথাযও অত্যধিক ঘর্ম্ম হয়, ক্যাল্‌কেরিয়ার ঘর্ম্ম টক টক গন্ধযুক্ত, আর সাল্‌ফারের শিশুব ঘাম হইতে অত্যন্ত বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়। সাল্‌ফার শিশুর শরীর হইতেও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয এবং সে অত্যন্ত নোঙরা প্রকৃতির, গণ্ডমালার সহিত তাহার অস্থিপীড়া থাকে ও

অত্যন্ত শিশু হইলে তাহার মেরুদণ্ড বক্র হইয়া যায়। শিশুর গায়ের মাংস ও চামড়া বুড়াদের মত লোল হয়, শুকাইয়া যায়। রীতিমত খাওয়া দাওয়া করা সত্ত্বেও শরীরের পোষণ হয় না, দিন দিন সে শীর্ণ হইয়া যায়, সেই জন্য শিশু অনবরত খাই খাই করে। **আয়োডিয়ামও** গণ্ডমালা ও গলগণ্ড রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী শীর্ণ হইয়া যাইবার সহিত তাহার উদরাময় থাকে এবং সে অনবরত খাই খাই করিতে থাকে, তাহাকে যত দাও ততই খাইবে, খায় দায় বেশ অথচ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায় ; ঐ সঙ্গে গ্রীবা শক্ত, বেদনাযুক্ত ও বড় হয়, সাল্‌ফারের সহিত পার্থক্য এই—সাল্‌ফার রোগী স্নান করিবার নামে কাঁদিয়া অস্থির, শরীর হইতে অতি বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়, শরীরের ভাঁজে ভাঁজে পচা ঘা বাহির হয় ও ভাঁজে ভাঁজে তাহার গায়ের চামড়া ঝুলিয়া পড়ে।

ম্যারাসমাস :—সাল্‌ফার এই রোগেরও উত্তম ঔষধ। শিশু অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায়। বেলা ১০টার সময় সে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে ঐ সময় খাবার না পাইলে সে ক্ষুধায় পাগলের ন্যায় হইয়া পড়ে, খাইবার সময় প্রতি গ্রাসে জল পান করে। ম্যারাসমাস রোগের সহিত মাথার চাঁদি গরম, কিন্তু হাত পা ঠাণ্ডা, শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকে, সমস্ত শরীর শুকাইয়া বৃদ্ধের ন্যায় হয়। **নেট্রাম-মিউর** ম্যারাসমাসের জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার শিশু নিয়মিত খায়-দায় অথচ শুকাইয়া যায়, বিশেষতঃ শিশুর গলাটাই বেশী শুকাইতে থাকে, অত্যন্ত কাঁদে, তখন সান্ত্বনা দিলে বেশী কান্না হয়, খাবা খাবা নুন খাইতে হয়। সাল্‌ফার শিশু ভয়ানক **মিষ্টপ্রিয়**, মিষ্ট দেখিলেই খাইতে চায়, আর্জ্জেণ্টাম শিশুও মিষ্টপ্রিয়, ম্যারাসমাস রোগে শিশু শুকাইয়া বাঁদরের ন্যায় মুখাকৃতি ভাবাপন্ন হয়, বা বৃদ্ধের ন্যায় লোলিত-চর্ম্মবিশিষ্ট ও জীর্ণ-শীর্ণ দেখায় অর্থাৎ প্রকৃত বয়স অপেক্ষা তাহাকে বেশী বয়সের দেখায়। **সার্সাপ্যারিলার** শিশুর গলা প্রথম শুকাইতে আরম্ভ করে সেই সঙ্গে তাহার সাইকোসিস্ বা সিফিলিসের ইতিহাস থাকা চাই। **আর্সেনিকও** ম্যারাসমাস রোগে উপযোগী, যদি সেই সঙ্গে উদরাময় ও অজীর্ণ থাকে, ছট্‌ফটানি, জ্বালা, অস্থিরতা, রাত্রি ১২টার পরই রোগের বৃদ্ধি, খুব অল্প সময়ের ভিতর শরীরের শীর্ণভাব পরিলক্ষিত হইলে, তবে আর্সেনিক ব্যবহার্য্য। সাল্‌ফার রোগীরও জ্বালা আছে, ইহার জ্বালা পায়ের তলায় বেশী, আর্সেনিকের সর্ব্বশরীরে, সাল্‌ফার শিশুর জ্বালা ঠাণ্ডায় উপশম, ইহার গরমে উপশম ; সাল্‌ফার জল-পিপাসায় প্রচুর জল পান করে এবং জল তাহার ভাল লাগে, আর্সেনিক অল্প অল্প জল পান করে কিন্তু জল সহ্য হয় না। ইহা ব্যতিরেকে আর্সেনিকের অজীর্ণ-রোগ বা গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণ বেশী থাকে।

বসন্ত :—এই রোগের প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্য্যন্ত সাল্‌ফারের প্রয়োগ হইতে পারে। যখন উপযুক্ত লক্ষণ পাইয়া নির্দ্ধারিত ঔষধ প্রয়োগ করিবার পরও কোন উপকার হয় না এবং রোগ ক্রমশঃ বক্রভাবাপন্ন হইয়া একটীর পর একটী খারাপ লক্ষণ উপস্থিত হয় তখন সাল্‌ফার উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। সাল্‌ফার রোগীর মাথায়, হাতের তালুতে ও পায়ের তলায় জ্বালা করে, সেইজন্য সে ঠাণ্ডা জায়গায় হাত-পা রাখিতে চায়, রোগীর সমস্ত শরীর হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে, হাতের পায়ের ভাঁজে ভাঁজে যে গুটী বাহির হয়, ঐগুলি গলিয়া ঐ স্থানে ঘা হয়, বসন্তের গুটীগুলির ভিতর ভয়ানক চুলকায়, জ্বালা করে, ঠোঁট দুইখানি লাল টুকটুকে হয়। এই সকল রোগী যখন আবার শীতকাতুরে হয়, গরমে থাকিতে ভালবাসে, সকল স্রাবই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, তখন **সোরিণাম** ব্যবহার্য্য। সাল্‌ফার বসন্ত রোগের

একটী প্রতিষেধক ঔষধ। যখন বসন্তের গুটীগুলি বিলম্বে উঠিতে থাকে, তখনও এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করে। থুজা, মার্ক-সল ইহার সমগুণ ঔষধ।

হাম প্রথম হইতেই ভালরূপ না উঠিলে বা হাম ভাল হইবার পরও শ্লেষ্মার দোষ আরোগ্য না হইলে অথবা হাম রোগীর পেটের রোগ কিছুতেই না কমিলে তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। রোগীর সর্ব্বশরীরে অত্যন্ত চুলকায়, জ্বালা করে, চুলকানি ও জ্বালা নিবারণ করিবার জন্ম মাটীতে শুইয়া থাকিতে চায়। হাম রোগের পর শিশুর কাণ হইতে পুঁজ পড়িয়া যখন সে বধির হইবার উপক্রম হয় তখন সাল্‌ফার তাহাকে বধিরতার হাত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়—তবে সাল্‌ফার প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহার ধাতুগত লক্ষণ ভালরূপ দেখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া :—সাল্‌ফার নানাজাতীয় শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহার্য্য ঔষধ—সর্দ্দি, কাসি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, প্লুরিসি, টিউবারকিউলোসিস প্রভৃতি রোগে চমৎকার কার্য্য করে।

সর্দ্দি :—সাল্‌ফার তরুণ সর্দ্দিতে (সাধারণতঃ কোনও তরুণ রোগে) মোটেই ব্যবহৃত হয় না, পুরাতন সর্দ্দিতেই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্দ্দি হইবার পর রোগীর পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয়, হাঁচি সন্ধ্যাবেলা ও প্রাতঃকালেই বেশী হইয়া থাকে। ইহার নাকের শিকনি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, মনে হয় যেন কতকাল ধরিয়া শ্লেষ্মা নাকের ভিতর পচিয়া জমিয়া রহিয়াছে, শ্লেষ্মা জমিয়া জমিয়া নাসিকার ভিতর মেডমেড়ি পড়ে এবং সামান্য কারণে উহা হইতে রক্ত পড়ে বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয় অথবা পূঁজের ন্যায় শ্লেষ্মা বাহির হয়। রোগী বদ্ধগৃহের ভিতর থাকিতে পারে না আবার স্নানও সহ্য করিতে পারে না। **পাল্‌সেটিলাও** এইরূপ পুরাতন সর্দ্দি রোগে উপযোগী, ইহার স্রাবও সাল্‌ফারের ন্যায়; তবে পার্থক্য এই সাল্‌ফার রোগীর শরীর হইতে বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়—এবং সে স্নান করিতে চায় না, **পাল্‌সে** স্নান পছন্দ করে, মুক্ত হাওয়া দুইজনেই চায়।

স্বরভঙ্গ ও কাসি :—শুষ্ক কাসির জন্য স্বরভঙ্গ হয়, কণ্ঠস্বর কর্কশ হইয়া থাকে। পুরাতন স্বরভঙ্গ রোগে সাল্‌ফার কষ্টিকাম ও ফস্‌ফোরাসের ন্যায় কার্য্যকরী ঔষধ। সাল্‌ফারের স্বরভঙ্গ কষ্টিকামের ন্যায় ভোরের দিকেই বেশী হয় এবং ফস্‌ফোরাসের স্বরভঙ্গ সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত হয়।

ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া—প্রভৃতি রোগেও সাল্‌ফার ব্যবহার্য্য ঔষধ। যখন অ্যান্টিম-টার্ট, ইপিকাক ও অন্যান্য প্রযোজ্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না তখন বুঝিতে হইবে রোগীর শরীরের ভিতর সোরাবিষ লুক্কাইত আছে সুতরাং এই বিষ বা বিষ-দোষ প্রশমনার্থ সাল্‌ফার প্রয়োগ করিলে, রোগ হয় আরোগ্য হইবে, নচেৎ অন্য ঔষধের সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আনিয়া উপস্থিত করাইবে। সাল্‌ফার রোগীর কাসির সহিত **অ্যান্টিম-টার্টের** (কাসির) ন্যায় ঘড়্‌ঘড়ানি শব্দ ও বুকে চাপ বোধ থাকে। ইহার শ্লেষ্মা ঘন সবুজবর্ণের এবং **ষ্ট্যানামের** ন্যায় মিষ্টি স্বাদযুক্ত। নিউমোনিয়া রোগে ফুস্‌ফুস্ যকৃত-ভাবাপন্ন হইবার বা কাঠিন্য প্রাপ্তির সম্ভাবনায় (Solidification) পূর্ব্বে সাল্‌ফারের পরিচায়ক বা সাল্‌ফার নির্দ্দেশক লক্ষণ পাইলে সাল্‌ফার প্রয়োগ করিলে আর রোগ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারেনা, অথবা ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য হইবার পূর্ব্বে সাল্‌ফার প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকারের আশা থাকে। সাল্‌ফার নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় বেশী ব্যবহৃত হয়। রোগীর ফুস্‌ফুসের অবস্থা যখন কিছুতেই স্বাভাবিক হইতেছে না, যখন রোগ টিউবারকিউলোসিসের দিকে ধাবিত হয়—যখন আশঙ্কা করা যায় যে ফুস্‌ফুসের টিসু সকল ধ্বংশ হইয়া

যাইবে তখন সাল্‌ফার উপযোগী। সালফারে সাধারণতঃ বামদিকের বুকই বেশী আক্রান্ত হয় কিন্তু শ্লেষ্মার শব্দ বুকের সর্ব্বত্রই শুনা যায়। **লাইকোপোডিয়াম** রোগীর ডানদিকের বুক আক্রান্ত বেশী হয়। দুই ঔষধই নিউমোনিয়ার দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় বেশী ব্যবহৃত হয়। **লাইকোর** নিউমোনিয়ার সহিত পেটফাঁপা, ডানদিকের নাকের পাখা 'উঠানামা' করা বিদ্যমান থাকে; বিশেষজ্ঞগণ বলেন যখন কুচিকিৎসার ফলে নিউমোনিয়া অত্যন্ত সাংঘাতিক আকার দাঁড়ায় তখন লাইকো উত্তমরূপে রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়। সাল্‌ফারের নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস্ রোগীর খুব জ্বর হয়—রোগী জ্বরের তাড়সে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। হাতে পায়ে অত্যন্ত জ্বালা, সেইজন্য সে বিছানার বাহিরে হাত পা রাখিতে চায়, মাথার ব্রহ্মতালুতে জ্বালা ও গরম বোধ সেইজন্য মাথায় জল দিতে বলে, তাহার ঠোঁট লাল হয় মুখ শুকাইয়া যায়—অনবরত জল পান করিতে চাহে, শুষ্ক খক্‌খকে কাসির সহিত স্বরভঙ্গ প্রভৃতি থাকিলে সাল্‌ফার একমাত্র ঔষধ।

ক্ষয়কাসিতে সাধারণতঃ সাল্‌ফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে রোগের অবস্থা কঠিন করিয়া তোলে। যদি দেখা যায়—সাল্‌ফারের পূর্ণ চিত্র রোগীতে বিদ্যমান তখন উচ্চ শক্তির একটী মাত্রা সেবন করা কর্ত্তব্য। সাল্‌ফার রোগী মনে করে তাহার শরীর সদা সর্ব্বদাই গরম সেইজন্য শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই রোগী তাহার দরজা জানালা খোলা রাখে; তাহার মাথার ব্রহ্মতালু গরম সেইজন্য অনবরত মাথা ধুইতে চায়, পা ঠাণ্ডা কিন্তু পায়ে ভীষণ জ্বালা, জ্বালার জন্য সে তাহার পা লেপের বাহিরে রাখে, বুক ধড়ফড় করে। কাসি অত্যন্ত শুষ্ক, কাসিবার সময় তাহার বুকের বামদিকের পৃষ্ঠফলক তলে সূচফোটান ব্যথা অনুভব, কাসিতে কাসিতে তাহার গলা বসিয়া যায় কাসিবার সময় তাহার মাথার ভিতর এমন যন্ত্রণা করে যেন তাহার মাথায় আঘাত লাগিয়াছে বোধ, কাসিবার সময় সে মনে করে তাহার গলার ভিতর পালকের কুঁচা রহিয়াছে, কাসিতে কাসিতে রক্ত মিশ্রিত গয়ার অথবা হলুদবর্ণের গাঢ় পুঁজের ন্যায় গয়ার নির্গত হয়। সাল্‌ফারের গয়ার মিষ্টস্বাদযুক্ত (সচরাচর ঈষৎ অম্লস্বাদযুক্ত), রোগীর অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুচা গয়ার নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ ক্ষয়রোগে যখন পাওয়া যাইবে তখনই কেবল সাল্‌ফার প্রয়োগ করিবে নচেৎ সালফার প্রয়োগ করায় বিপদ আছে সুতরাং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাল্‌ফারের লক্ষণ মিলাইয়া সাল্‌ফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ক্ষয়রোগে সাল্‌ফারের পর—ক্যাল্‌কেরিয়া ও ফস্‌ফোরাস ব্যবহার্য্য। এখানেও স্মরণ রাখা উচিৎ ক্যাল্‌কেরিয়া রোগী মোটা থল্‌থলে চেহারার, ফ্যাকাশে ও রক্তহীন আর সাল্‌ফার রোগী কাল, রোগা, কুঁজোর মত, গায়ে খোঁস পাঁচড়ায় পূর্ণ এবং শরীরে বিশ্রী গন্ধযুক্ত।

প্লুরিসি রোগে যখন ফুস্‌ফুস্ আবরণীর ভিতরে জল জমে সেই জলকে শোষণ করিতে সাল্‌ফারের ক্ষমতা এপিসের ন্যায়। যখন রোগীর সূচফোটান ব্যথা বাম ফুস্‌ফুসের ভিতর দিয়া পিঠ পর্য্যন্ত চালিত হয়—ঐ ব্যথা যদি নড়াচড়ায় এবং চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে বেশী হয় তাহা হইলে সাল্‌ফার উপযোগী।

উদরাময়ঃ—সাল্‌ফার প্রাতঃকালীন উদরাময়ের জন্য একটী প্রশস্ত ও সুনির্দ্দিষ্ট ঔষধ (অ্যালো)। রোগী রাত্রে শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এমন বাহ্যের বেগ হয় যে তখন আর তাহার কাপড় বিছানা সামলান শক্ত হইয়া দাঁড়ায়, সে পায়খানার উদ্দেশে দৌড়াইতে থাকে, ইহার উদরাময়ের বাহ্যে রাত্রি দুপুরের পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত হইতে থাকে, প্রথমবারের বাহ্যে পরিমাণে বেশী হয় অন্যবারে বাহ্যে তত বেশী পরিমাণে হয় না। অসাড়ে বিছানায় বাহ্যে হওয়া ও ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ ঘুম

ভাঙ্গিয়া বাহ্যের বেগ হওয়া এবং অল্প সময়ের জন্যও বাহ্যের বেগ ধরিতে অসমর্থতা সাল্‌ফারের প্রধান লক্ষণ। ইহার রোগী বাহ্যে করিবার সময় মলান্ত্র মধ্যে জ্বালা বোধ ও চাপবোধ করে এবং তথায় সূচবেঁধাটান ব্যথা অনুভব করে। তাহার মলদ্বার আরক্তিম লালবর্ণ শিরাযুক্ত। সেইসঙ্গে পায়ে ও মাথার চাঁদিতে অত্যন্ত জ্বালা, জলপিপাসা; মল হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হওয়া এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীর উদরাময় রোগে এবং শ্লেষ্মা প্রধান শিশু ও দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়ে সাল্‌ফার কার্য্যকরী। সাল্‌ফার রোগী মনে করে তাহার অন্ত্রমগুলীর এরূপ শক্তি নাই যে সে বাহ্যের নির্গমন রোধ করিতে পারে অনেক সময় সে অসাড়ে মলত্যাগ করিয়া ফেলে; রোগী যেখানে যায় যেন **সেইখানেই মলের গন্ধ তাহার সঙ্গে সঙ্গে** বা **পেছু পেছু যায়** তাহার কাপড়ে যেন "গু" লাগিয়া রহিয়াছে। সাল্‌ফার তরুণ ও পুরাতন নানাজাতীয় উদরাময়ে উত্তম কার্য্য করে।

প্রাতঃকালীন উদরাময়ের জন্য সাল্‌ফার যেরূপ উপযোগী সেইরূপ ব্রাইয়োনিয়া, অ্যালোজ, নেট্রাম-সাল্‌ফ, পডোফাইলাম, রিউমেক্স প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী; পডোফাইলাম ও ব্রাইয়োনিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অর্শ ও কোষ্ঠকাঠিন্য: কোষ্ঠকাঠিন্যে মল অত্যন্ত শক্ত এবং গুটিলাময়, গুটিলাগুলি দেখিলে মনে হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে **ব্রাইয়োনিয়ার** মলও অত্যন্ত শক্ত ও আগুনে পুড়িয়াছে এরূপ দেখিতে কিন্তু ইহার মল লম্বা, **ওপিয়াম** রোগীর মলও শক্ত তবে ছাগলের নাদীর ন্যায় বড়ি বড়ি; সাল্‌ফারের মল অত্যন্ত শক্ত যন্ত্রণাযুক্ত সেইজন্য শিশু ভয়ে মলত্যাগ করিতে চাহে না। **অর্শ** রোগে বহু চিকিৎসক সকালে সাল্‌ফার ও রাত্রে **নাক্স-ভমিকা** প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এরূপ প্রয়োগ শাস্ত্র সম্মত নহে তবে নাকি এইরূপ প্রয়োগে অনেক স্থলেই সুফল ফলে। বস্তুতঃ সাল্‌ফার অর্শরোগের একটী উপযোগী ঔষধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্শের সহিত মলদ্বারের জ্বালা, হুলফোটানের ন্যায় বেদনা থাকিলে এবং অন্যান্য সাল্‌ফারের ধাতুগত লক্ষণ থাকিলে সাল্‌ফার প্রয়োগে অর্শ আরোগ্য হইয়া থাকে।

আমাশয়:—পুরাতন আমাশয় রোগে যেখানে মলের উপর রক্তের ছিটা বা সূত্রাকারে রক্তের দাগ থাকে, বাহ্যে করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ার ভাব হয়, মলের সহিত কেবলমাত্র পূঁজ নিঃসৃত হয়, অত্যন্ত খাই খাই ভাব থাকার জন্য বাহ্যের পরই রোগী কিছু খাইতে চায়, বাহ্যের সময় গা বমি বমি, ভয়ানক কুন্থন, মলদ্বার হাজিয়া যাওয়া, জ্বালা ও মলদ্বারের চ্যুতি রোগে সাল্‌ফার উপযোগী। যখন দিনে গরম অথচ রাত্রে ঠাণ্ডা তখন যদি আমাশয়ের আক্রমণ হয় তাহা হইলে সাল্‌ফার উপযোগী। সাল্‌ফারের উদরাময়ের বেগ যেমন হঠাৎ আসিয়া থাকে ইহার আমাশয়ের বেগও হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়।

অজীর্ণ:—সাল্‌ফার উদরাময় প্রভৃতিতে যেরূপ কার্য্যকরী সেইরূপ অজীর্ণেরও কার্য্যকরী ঔষধ। অজীর্ণ রোগে রোগীর যখন ফল বা তরিতরকারী সহ্য হয় না, দুধ পান করিলে যদি বমি হয়—ঐ বমি টক্‌গন্ধযুক্ত এবং অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত থাকে তবে সাল্‌ফার ব্যবহার্য্য। রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধা পায় কিন্তু কিছু খাইলেই তাহার পেট ভারী হয়, টক্ ঢেঁকুর তোলে। সাধারণতঃ সাল্‌ফার নাক্স-ভমিকা ও লাইকোর পূর্ব্বেই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ অপেক্ষা পুরাতন অজীর্ণ রোগে সাল্‌ফার বেশী কার্য্যকরী।

শিরঃপীড়া :—রোগীর মাথা অত্যন্ত ঘুরায়, দাঁড়াইলে ও বসিলে মাথা ঘুরান বেশী পরিলক্ষিত হয় ; সকালবেলা তাহার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া মাথা ঘুরিতে থাকে, রোগী বায়ু সেবনকালে নদী পার হইবার সময় এবং বিছানা হইতে উঠিবার সময় মাথা ঘুরিতে থাকে এবং তাহার মুখমণ্ডল গরম হইয়া উঠে ; মাথার যন্ত্রণার সহিত সে তাহার ব্রহ্মতালুতে অনবরত অত্যন্ত গরম অনুভব করে ও জ্বালা বোধ করে। মাথার যন্ত্রণাকালে তাহার মস্তিষ্ক যেন মাথার খুলির গায়ে আঘাত করিতেছে এরূপ বেদনা। মাথার যন্ত্রণাকালে যেন তাহার কপালে একখণ্ড কাঠ আবদ্ধ রহিয়াছে এরূপ বোধ। সাল্ফার রোগীর প্রত্যহ মাথা ধরে, মাথা যখন ধরে তখন সে মনে করে যেন তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে (চায়না, গ্লোন, নেট-মিউর)। মাথার যন্ত্রণার সময় রোগীর চুলের গোড়ায় হাত দিলে ব্যথা বোধ এবং তাহার মাথা যেন একগাছা দড়ি দ্বারা বাঁধা আছে এরূপ মনে করে।

চক্ষুরোগ :—সাল্ফার চক্ষুউঠা বা চক্ষুর প্রদাহ এবং কর্ণিয়ার প্রদাহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চক্ষু কিম্বা অক্ষিপুট প্রদাহে যখন আক্রান্ত অংশ ফুলিয়া উঠে, চক্ষু লাল হয়, উহার ভিতর ভয়ানক জ্বালা হইতে থাকে, অত্যন্ত চুলকায়, কর্‌কর্ করে, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে চক্ষু শুষ্ক হয় এবং মুক্ত হাওয়ার ভিতর চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে তখন এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। চক্ষু প্রদাহে প্রথম অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করিয়া উপকার না পাইলে সাল্ফার প্রয়োগে রোগ শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে।

ইহার চক্ষু বা চিত্রপটের প্রদাহ, অতিরিক্ত দৃষ্টির চালনা, কোন জলন্ত উনুন বা অগ্নিকুণ্ডের নিকট থাকিয়া কার্য্যাদি করিলে অথবা চক্ষুর ভিতর রক্ত সঞ্চয় হইয়া এইরূপ হইতে পারে ; প্রদাহ হইয়া রোগীর চক্ষু লাল হইয়া যায়, তাহার মনে হয় যেন তাহার চোখের ভিতর কাঁচের গুঁড়া বা অন্য কোন খোঁচা রহিয়াছে, চোখের ভিতর অত্যন্ত জ্বালা করে। চোখের উপর ও ইহার চতুর্দ্দিকে পুঁজ-গুটী ও ক্ষত উৎপন্ন হয় ; রৌদ্র ও গরম সহ্য করিতে পারে না। ইহার চোখের পীড়া গ্রীষ্মকালে বেশী হয় এবং শীতকালে কিছু কম থাকে। হঠাৎ চোখের ভিতর কিছু পড়িয়া চক্ষু প্রদাহ হইলে অ্যাকোনাইটের পর ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

কাণপাকা :—বহুদিনের দুর্গন্ধযুক্ত কাণপাকা রোগে সাল্ফার ব্যবহার্য্য। কাণপাকা রোগে প্রথমে শ্রবণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে একেবারে লোপ পাইতে পারে, কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। ইহার রোগীর বামদিকের কাণেই বেশী পুঁজ জমে, প্রতি অষ্টম দিবসে কাণ হইতে পাতলা স্রাব হইতে থাকে।

বাতের বেদনা যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হয় তখন সাল্ফার, পাল্‌সে, কেলি-বাই ও ল্যাক্-ক্যানাইনাম তুল্য ঔষধ। ইহার পুরাতন বাতের বেদনা নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া **লেডামের** ন্যায় উর্দ্ধদিকে চালিত হয় এবং রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি থাকে (রাস)। বাতের রোগী সোজা হইয়া চলিতে পারে না। তাহার জানু ও গুল্‌ফসন্ধি হাঁটিবার সময় আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং জানুর ভাঁজের ভিতর সাঁটিয়া ধরে (কষ্টি, নাক্স)। রোগীর পায়ের তলা ঠাণ্ডা অথচ অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত, সেইজন্য সে ঠাণ্ডা স্থানে পা রাখিয়া দেয়। সাল্ফার হাঁটুর **সাইনোভাইটিস** রোগেও বিশেষ উপযোগী (যদি সাল্ফারের অন্যান্য মানসিক ও প্রধান লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকে)। সাইনোভাইটিস রোগে এপিস, ব্রাইয়োনিয়াও মার্কিউরিয়াস্‌ও উত্তম ফলপ্রদ ঔষধ।

সাল্‌ফার কুলজ বা বংশগত বাতরোগের একটী অতি উত্তম ঔষধ। ইহা কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ বা শিরা-প্রসারগ্রস্ত রোগীদিগের কটিবাত রোগেরও উত্তম ঔষধ। ডাঃ রয়েল বলেন,—পুরাতন বাতরোগের চিকিৎসার সময় তিনি সাল্‌ফার বা সাল্‌ফারের কোন মিশ্রিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডাঃ হেম্পল বলেন,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর জন্য অ্যাকোনাইট যেরূপ ঔষধ, প্রধান প্রধান শিরার ক্ষেত্রে সাল্‌ফার সেইরূপ উপযোগী ঔষধ।

মস্তিষ্কে-জল-সঞ্চয়ঃ—সাল্‌ফার মাথার জল নিঃসরণ করিতে এপিস তুল্য ঔষধ। এই ঔষধ দুইটি প্রায় একই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এপিস প্রয়োগ করিয়া যখন বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না তখন সাল্‌ফার প্রয়োগে আরোগ্য লাভ করে, বিশেষতঃ যদি রোগী গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত হয়; যখন কোন উদ্ভেদ বসিয়া যাইবার ইতিহাস পাওয়া যায়, রোগের আক্রমণে শিশু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, পায়ের স্পন্দন হইতে থাকে, হাত ও পায়ের বুড়া আঙ্গুলের আক্ষেপ হয়, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তখন সাল্‌ফার একমাত্র ঔষধ। **হেলিবোরাস**ও মস্তিষ্কে-জল-সঞ্চয় রোগে যখন রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে অথচ সর্ব্বদা যেন সে 'মুখের ভিতর কি চিবাইতেছে'—এই ভাব থাকে তখন উহা উপযোগী। টিউবারকুলার-বিষদুষ্ট—মস্তিষ্কে-জল-সঞ্চয় রোগের প্রথম অবস্থায় যখন শিশুর অত্যধিক তড়কা হইতে থাকে, মুখ আরক্তিম, মাথা তুলিতে অক্ষম, মাথা নীচু করিয়া শুইয়া থাকিতে চায়, ঘুমন্ত অবস্থায় শিশু কাঁদিয়া উঠে এবং ঘুমাইয়া পড়িবামাত্র তাহার পা নাচিতে থাকে তখন সাল্‌ফার উত্তম ঔষধ।

কৃমিঃ—শীর্ণকায়, পেট টিন্‌টিনে শিশু, যাহারা রাত্রে অত্যন্ত অস্থির হয়, শরীর অত্যন্ত গরম অনুভূত হয়, অত্যন্ত মলিন ও নোংরাভাবে থাকে, যাহারা স্নানের নামে ভীত হয়, শরীর কিছুতেই ধুইতে চায় না, শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহাদের কৃমিরোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। সিনা, মার্ক-সল, টিউক্রিয়াম-মেরাম-ভেরাম, নেট্রাম-ফস, ষ্ট্যানাম, স্পাইজিলিয়া, প্রভৃতিও কৃমির উত্তম ঔষধ।

পুংজননেন্দ্রিয়ের পীড়াঃ—রোগীর অজ্ঞাতসারে রেতঃপাত হইবার ফলে তাহার মূত্রনালীর ভিতর অত্যন্ত জ্বালাবোধ; অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ হইবার ফলে রোগীর রমণশক্তি কমিয়া যায়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা ঘুমাইবার ইচ্ছা। রেতঃপাত হইলে কয়েক দিন তাহার মানসিক দুর্ব্বলতা, মাথা ব্যথা এবং কোমরের দুর্ব্বলতা দেখা দেয়। অতিরিক্ত নিদ্রার পর, স্বপ্ন-দোষের পর অথবা বাহ্যে প্রস্রাবের পর তাহার অসাড়ে অল্প অল্প শুক্র নির্গত হইবার ফলে রোগীর অণ্ডকোষ শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। তাহার জননেন্দ্রিয়ের ভিতর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং ঐ স্থানে বিশ্রী গন্ধযুক্ত ঘাম হইতে থাকে। স্বপ্নদোষের জন্য **নাক্স-ভমিকা, ক্যাল্‌কেরিয়া,** ফস্‌ফোরিক-অ্যাসিড; **লাইকো** অবস্থাভেদে ব্যবহার্য্য। নাক্স-ভমিকায় ভোরের দিকে অনেক বার স্বপ্নদোষ হয়, সেই সঙ্গে কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকে এবং চলিতে কষ্ট হয়; সাল্‌ফারে রেতঃপাতের ফলে রোগী কুব্জ হইয়া যায়। নাক্স-ভমিকায় কেবল কোমরে ব্যথা হয়। যখন নাক্স প্রয়োগ করিয়া রোগ আরোগ্য হয় না বা সামান্য আরোগ্য হইয়া আর কোন ফল পাওয়া যায় না, তখন সাল্‌ফার ব্যবহার্য্য। সাল্‌ফার প্রয়োগেও যদি রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ না হয় তখন **ক্যাল্‌কেরিয়া** উপযোগী, আরও যদি স্বপ্নদোষের পর রোগীর রাত্রে প্রচুর ঘাম হয় বা স্ত্রী-সহবাসের পর রোগী মানসিক অবসন্ন হইয়া পড়ে তবে ক্যাল্‌কেরিয়া একমাত্র ঔষধ। **লাইকোপোডিয়াম** অত্যন্ত হস্তমৈথুন করিবার

পর বা স্বপ্নদোষের জন্য ধ্বজভঙ্গ হয়, কিছুতেই তাহার লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় না অথচ কামপ্রবৃত্তি প্রবল ভাবে থাকিলে, তৎসহ লিঙ্গ অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকিলে উপযোগী।

প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় সাল্‌ফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। রোগের তৃতীয় অবস্থায় যখন স্রাব ঘন পূঁজের ন্যায় বা জলের ন্যায় হয় এবং প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা থাকে, তাহার পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা হয় না তখন সাল্‌ফার সেব্য। প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধপূর্ণ, প্রস্রাবে তৈলবৎ সব ভাসে (মেডো, প্যারিস, লাইকো)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রোগীর প্রস্রাবদ্বারে জ্বালা আছে, সেই সঙ্গে তাহার প্রস্রাবদ্বার লালবর্ণের হইলে সাল্‌ফার উপযোগী। সাল্‌ফারের প্রস্রাব অত্যন্ত কষায়, যেখানে প্রস্রাব লাগে সেই স্থানই হাজিয়া যায়। রোগী যখন প্রস্রাব করে তখন প্রস্রাব হইতে হইতে মূত্রবেগ কমিয়া আসে অথবা প্রস্রাব অতি সূক্ষ্ম ধারে নির্গত হইতে থাকে। সাল্‌ফার মুদারোগে, বিশেষতঃ প্রমেহের সহিত মুদারোগ থাকিলে এবং আক্রান্ত স্থানে প্রদাহ জন্মিলে ইহা অধিকতর উপযোগী।

স্ত্রীরোগ :—সাল্‌ফার রোগিণীর ঋতু অকালে প্রকাশিত হয় এবং তাহার ঋতুর স্রাবও ২।৩ দিনের ভিতর বন্ধ হইয়া যায়, আবার কোন কোন রোগীতে স্রাব বহুদিন পর্য্যন্ত থাকে। ইহার ঋতুস্রাবের রক্ত গাঢ় কালবর্ণের, কষায়, যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়, উরুতে লাগিলে তথায় ক্ষত হয়। ঋতুর সময় মাথার তীব্র যন্ত্রণা, মাথায় অতিরিক্ত রক্তসঞ্চয় হেতু মাথার চাঁদিতে জ্বালা, নাসিকা হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে, ঋতুর সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ব্রাইয়োনিয়া, নেট্রাম-সাল্‌ফ প্রভৃতি ঔষধেও আছে। **প্রদরস্রাবেও** সাল্‌ফার ব্যবহার্য্য ঔষধ। প্রদরের স্রাবের পূর্ব্বে তাহার পেটে বেদনা হইতে থাকে, ইহার প্রদরস্রাব হলুদবর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত (আর্জ্জে, অ্যালুমিনা, হাইড্রাস, কেলি-আইয়োড, সিপি, পাল্‌সে), রোগিণীর যোনির ভিতর এত জ্বালা করিতে থাকে যে সে স্থির থাকিতে পারে না, সেই সঙ্গে ঐ স্থানে ভীষণ চুলকানিও দেখা যায় এবং উহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা সকল উঠিয়া রোগিণীকে বড়ই কষ্ট দেয়।

এই সকল পীড়া ব্যতিরেকে সাল্‌ফার মৃগী, হিপ-জয়েণ্ট রোগ, টিউবারকুলার-মেনিঞ্জাইটিস, বিসর্প প্রভৃতি রোগে উপযোগী। সকল রোগের চিকিৎসায় রোগীর ধাতুগত লক্ষণ দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিশু-কলেরায় হাইড্রোসেফেলয়েড অবস্থা :—এই অবস্থায় সাল্‌ফার একটী উত্তম ঔষধ। শিশুদিগের কলেরা রোগে প্রায়ই এই অবস্থা হয়। কোন কোন শিশুর স্বাভাবিক বাহ্যে প্রস্রাব হইয়াও পুনরায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, এই ছট্‌ফটানির সহিত তাহার আগের ন্যায় বাহ্যে বমি আরম্ভ হইয়া অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তখন শিশু অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, শিশুর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, মুখে ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকে, এই অবস্থা দেখিলেই ভেরেট্রাম-অ্যালবামের কথা মনে পড়ে কিন্তু ভেরেট্রাম প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে, কেননা অবস্থাটি হাইড্রোসেফেলয়েড। যখন ভেরেট্রাম প্রয়োগ করিবে তখন **কপালে প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম ত থাকিবেই** অধিকন্তু প্রচুর বাহ্যে বমি, জলপিপাসা ও অধিক ছট্‌ফটানি থাকিবে। হাইড্রোসেফেলয়েড অবস্থায় হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠা (এপিস), ছট্‌ফটানি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চম্‌কান প্রভৃতির সহিত বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ থাকা বা অতিরিক্ত ভেদ-বমন থাকিলে ডাঃ ফ্যারিংটন সাল্‌ফার প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। কলেরা

রোগে সাল্‌ফার প্রায় অ্যাকোনাইটের পর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাইড্রোসেফেলয়েড অবস্থায় সাল্‌ফার, ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস, এপিস, সিনা প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার্য্য।

জ্বর :—সাল্‌ফারে নানা জাতীয় জ্বর আছে। জ্বররোগে যখন সাল্‌ফার প্রয়োগ করা যায় তখন রোগ অতি চমৎকার ভাবে আরোগ্য লাভ করে। সাধারণতঃ সাল্‌ফার অ্যাকোনাইটের পর অতি চমৎকার কার্য্য করে। সাল্‌ফারের রোগীর জ্বরকালীন নাড়ী পূর্ণ কঠিন ও দ্রুত, কখন কখন সবিরাম দেখা যায়। রোগীর প্রায় ঘর্ম্ম হয় না, যদি কখন হয়, ঘর্ম্ম অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। সাল্‌ফার রোগীর শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্মের সাদৃশ্য খোঁজা বৃথা কারণ সময়ের নির্দ্দিষ্ট ভাব ইহাতে থাকে না। ইহার জিহ্বা শুষ্ক এবং কথা অস্পষ্ট, মোটা। তাহার শরীরের তাপ ক্রমান্বয় অধিক হইবার ফলে রোগ টাইফয়েডে পরিণত হইতে পারে। রোগীর জ্বর সন্ধ্যাবেলা খুব বেশী হয়, সে সমস্ত রাত্রি জ্বরভোগ করে, সকালবেলা সামান্য জ্বর কমে, ঐ জ্বর সমভাবে সমস্ত দিন থাকিবার পর পুনরায় সন্ধ্যাবেলা জ্বর প্রবল হইতে থাকে ; এরূপ জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার কথা বলিবার শক্তি প্রায়ই থাকে না, ক্রমশঃ অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহার জিহ্বার ধার ও ঠোঁট দুইটি লাল হয় ; পিপাসা, গাত্রদাহ, হাতের তলায় পায়ের তলায় জ্বালা, হাত পা ঠাণ্ডা স্থানে রাখিবার ইচ্ছা প্রভৃতির সহিত মাথার তালুতে জ্বালা, ঠোঁট দ্বারা ঠাণ্ডা দ্রব্য লেহন করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে সাল্‌ফার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার জ্বরের আক্রমণ পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে। সাল্‌ফার রোগীর হঠাৎ বাহ্যের বেগ আসে। সাল্‌ফারের **জ্বালাও** একটি মূল্যবান লক্ষণ—হঠাৎ **সর্ব্বশরীর গরম হইয়া উঠা**, রোগী মনে করে যেন সমস্ত রক্ত মাথার দিকে উঠিতেছে, সেইজন্য ব্রহ্মতালু আগুনের ন্যায় গরম ও তথায় ভীষণ জ্বালা, কেবল ব্রহ্মতালুতে কেন নাক, কাণ, চোখ, ঠোঁট প্রভৃতি জ্বালা করিতে থাকে, **অ্যাকোনাইটেই** জ্বালা, অন্তর্দাহ, ছট্‌ফটানি, পিপাসা হঠাৎ রোগের আক্রমণ আছে, সেই সঙ্গে রোগীর মৃত্যুভয় থাকিবেই, **সাল্‌ফারের** জ্বালা ঠিক অন্তর্দাহ নহে, যথার্থ জ্বালা ইহাতে গাত্রদাহ অপেক্ষা হাতে পায়ের, ব্রহ্মতালুর জ্বালাই বেশী। জ্বালা ঠাণ্ডা স্থানে হাত রাখিলেই কমিয়া যায়, **আর্সেনিকেও** জ্বালা আছে তবে ইহার সকল জ্বালা গরমে উপশম, ইহার সর্ব্বস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, পিপাসা দিন ঘন পায় সত্য কিন্তু জলপান করে সামান্য সামান্য। **ম্যালেরিয়া** জ্বরের পুরাতন অবস্থায় সাল্‌ফার ব্যবহৃত হয় অথবা যখন অন্যান্য ঔষধ সেবন করিয়াও জ্বর আরোগ্যলাভ করিতেছে না, উত্তরোত্তর বেশী হইয়া যাইতেছে তখন সাল্‌ফারের লক্ষণ পাইলে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। ইহার জ্বরে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, ইহাতে কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট জ্বর নাই, সাল্‌ফারে সর্ব্বপ্রকারের জ্বর দেখা যায়। জ্বর সাধারণতঃ বৈকালের দিকেই বেশী হয়। ইহার **শীতাবস্থায়** আভ্যন্তরীণ শীত আছে কিন্তু পিপাসা নাই—**উত্তাপাবস্থায়** খুব জলপিপাসা থাকে, গায়ের উত্তাপ খুব উঠে এবং দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়, গায়ের চামড়া শুষ্ক ও উত্তপ্ত অনুভূত হয়—যেন পুড়িয়া যাইতেছে এরূপ বোধ। পায়ে ও হাতে ভীষণ জ্বালা বোধ, হাত-পা বিছানার বাহিরে রাখিতে চায়। ঘর্ম্ম শেষরাত্রের দিকে হয়। ঘর্ম্ম হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, ঘুমের ভিতর ছট্‌ফট্ করে। বিজ্বরাবস্থায় রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং তাহার ব্রহ্মতালু হইতে যেন আগুন ছুটিতেছে এরূপ বলে।

মোট কথা :—সাল্‌ফার হানেমানের প্রধান অ্যান্টিসোরিক ঔষধ। মন, গ্রন্থি ও গণ্ডমালা-ধাতুর রোগীর উপর ইহা ক্রিয়াধিক্য। চর্ম্মের নানাজাতীয় পীড়া, দেহ কৃশ, কুঁজ বৃদ্ধের ন্যায় সম্মুখে দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বসিতে বা হাঁটিতে পারে না। শরীরে পুনঃ পুনঃ

তাপাবেশ, দিনের বেলা বারংবার মূর্চ্ছা, রাত্রে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম, সেইজন্য দরজা জানালা খুলিয়া রাখিতে চায়, হাতে-পায়ে ও ব্রহ্মতালুতে অত্যন্ত জ্বালা, ঠাণ্ডা দিলে উপশম। ওষ্ঠ দুইখানি স্বাভাবিক হইতে অধিক লাল, উদরাময়ে রোগী অতি প্রত্যুষে দৌড়াইয়া পায়খানায় যায়, একটু বিলম্বে কাপড়-চোপড় নোংরা হইবার সম্ভাবনা। চর্ম্মরোগ হইবার মন্দফলে এবং সোরাদোষযুক্ত পুরাতন পীড়ায় প্রযোজ্য। শরীরের নানা অংশ যথা ওষ্ঠ, কর্ণ, নাসারন্ধ্র, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার উজ্জ্বল লালবর্ণের হয়। রোগী অত্যন্ত নোংরা ভাবে থাকিতে চায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মোটেই পছন্দ করে না, স্নান করা তাহার সহ্য হয় না, স্নান করিলেই নানাবিধ পীড়ার সৃষ্টি হয়। ঘুরিয়া ফিরিয়া রোগের আবির্ভাব। অবর্ণনীয় দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ অতিরিক্ত রেতঃপাতের ফলে দুর্ব্বলতা হইলে। চর্ম্মরোগে ভয়ানক চুলকানি, যতক্ষণ চুলকায় ততক্ষণ শান্তি তারপর অত্যন্ত জ্বালাবোধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি:—মুক্ত হাওয়ার ভিতর বেড়াইলে, ডানদিক ফিরিয়া শুইলে, হাত পা ঠাণ্ডা স্থানে রাখিলে ও মাথায় ঠাণ্ডা জল দিলে ও পদসঞ্চালনে উপশম; স্থির হইয়া থাকিলে, দাঁড়াইলে, হেঁট হইলে, জলীয় বায়ুর ভিতর, রৌদ্রে, স্নান করিলে, ঠাণ্ডা দ্রব্যাদি পান করিলে, দুগ্ধ পান করিলে, ঋতুর পূর্ব্বে, পর ও সময়ে, জলের স্রোতের দিকে তাকাইলে, সন্ধ্যার সময় বা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ:—সাল্ফার—মস্তিষ্ক আবরণ-প্রদাহে—এপিস্ তুল্য; প্রাতঃকালীন উদরাময়ে—ব্রাইয়ো, অ্যালোজ, পডো তুল্য; যক্ষ্মাপ্রধান ধাতুতে—ব্যাসিলি, ক্যাল্কে-ফস্ তুল্য; পাঁচড়া ইত্যাদিতে—মার্কারি, সিপিয়া তুল্য; হস্তমৈথুনাদিতে—নাক্স, ক্যাল্কেরিয়া তুল্য; রেতঃপাতাদিতে—সেলেনিয়াম তুল্য; বহুমূত্র রোগের সহিত ধ্বজভঙ্গে—নাক্স-মস্কেটা তুল্য; তাড়াতাড়ি কাজ করা বা কথা বলায়—বেল, হিপার, ল্যাকেসিস তুল্য; কলেরার প্রতিষেধক হিসাবে—কুপ্রাম তুল্য; অনাবৃত হইবার ইচ্ছায়—পাল্স, লাইকো তুল্য; স্নান করিতে অনিচ্ছায়—অ্যান্টিম-ক্রুড, হিপার, রাস্ তুল্য; ঠাণ্ডা স্থান অন্বেষণ করে—স্যানিকুলা, ফস্ তুল্য; মুদা রোগে—মার্কারি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, থুজা তুল্য; রাত্রিতে ক্ষুধায়—চায়না তুল্য ঔষধ।

শক্তি:—৬, ৩০, ২০০, ১০০০ প্রয়োজনমতে তদূর্দ্ধ শক্তি।

সাল্ফারের পূর্ব্বে ক্যাল্কেরিয়া প্রয়োগ নিষিদ্ধ। প্রথম সাল্ফার তারপর ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব সর্ব্বশেষ লাইকো ব্যবহার্য্য, প্রয়োজনবোধে সাল্ফারের পর সার্সাপ্যারিলা ও তারপর সিপিয়া ব্যবহার করা যায়।

সাল্ফার-আয়োডেটাম (Sulphur Iodatum.)

ক্ষৌরকার্য্যের পর নানাবিধ উপসর্গ হইলে ও উদ্ভেদ উঠিলে দুরারোগ্য চর্ম্মপীড়ায় এবং নানাজাতীয় চর্ম্মপীড়ায় ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার রোগীর কাণে ও নাকের উপর এবং প্রস্রাবের দ্বারের ভিতর অত্যন্ত চুলকানি আছে দেখা যায়। ঘাড়ের সম্মুখের দিকে ও মুখের দাঁতের সম্মুখে ফোড়া উঠিতে পারে। যুবক যুবতীদিগের মুখমণ্ডলে বড় বড় বেদনাযুক্ত বয়োব্রণ রোগে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। রোগীর চুলগুলি দাঁড়াইয়া আছে ইহা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

শক্তি:—৩য় শক্তি বা বিচূর্ণ ই বেশী ব্যবহৃত হয়, ৬, ৩০, ২০০ শক্তিও ব্যবহার্য্য।

সালফোন্যাল (Sulphonal) ।

পরিচয় :—ইহা পাথুরিয়া কয়লার আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মানসিক বিশৃঙ্খলা, চিত্তবিভ্রম, অসংলগ্ন বা অসম্বদ্ধ কথাবার্ত্তা, বুদ্ধির জড়তা, অবসাদযুক্ত মাথার যন্ত্রণা, উদাস ভাব। রোগী কখনও অত্যন্ত প্রফুল্ল ও সর্ব্ববিষয়ে আশান্বিত ও নিরাশ থাকে আবার কখনও বিষণ্ণ ভাবে সময় কাটায়, অত্যন্ত **দুর্ব্বলতা**, অলস ও সংজ্ঞাহীনতা ভাব, তাণ্ডব ও শোথ রোগের উত্তম ঔষধ, এই রোগে রোগী অতিশয় অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহার মাংসপেশীগুলির স্পন্দন হইতে থাকে, চলিতে গেলে দেহ টলমল করিতে থাকে, বেশ সোজা হইয়া দৃঢ় পদবিক্ষেপে চলিতে অক্ষমতা, জিহ্বা যেন তাহার অসাড় হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ, দ্বিত্বদর্শন, অক্ষিপুটের পতন, চক্ষু দুইটির চারিদিক ভার ভার হইয়াছে এরূপ অনুভব। তাহার চক্ষু লাল এবং ঘুরিতে থাকে। দৈহিক উত্তেজনাবশতঃ নিদ্রাহীনতা—রোগী রাত্রে ঘুমাইতে পারে না কারণ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অত্যন্ত স্পন্দিত হইতে থাকে। মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ হইয়া তাহার প্রস্রাব পরিমাণে কম হয়, প্রস্রাবে লালা এবং শর্করা মিশ্রিত থাকে, সালফোন্যাল সর্ব্বাঙ্গের **পক্ষাঘাত** রোগে বিশেষ উপযোগী।

সদৃশ :—ট্রায়োনিন্যাল, আর্জেন্টাম-নাই, জেলস, কেলি-ব্রোম, নাক্স-ভমিকা, ষ্ট্রিকনিনাম।

শক্তি :—৩x বিচূর্ণ।

সিকেলি-কর্ণিউটাম (Secale Cornutum) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম অর্গট অভ্ রাই। ইহা উদ্ভিজ্জ। ফাংগাস জাতীয় কোন ব্যাধি দ্বারা যবাদি শস্যের বীজের পীড়া জন্মিয়া উহা হইতে সিকেলি হয়। ইহা দেখিতে মোটা অথচ লম্বা লম্বা এবং বহুবর্ণবিশিষ্ট। এই উদ্ভিদ ককেসস্ পর্ব্বতের নিকটস্থ মরুভূমিতে ও ইউরোপ খণ্ডে বেশী জন্মে। ইহার বীর্য্যকে আর্গটিন বলে। সিকেলির আর্গট অভ্ রাই ব্যতিরেকে আরও নাম আছে—ক্লাভিসেপ্স-পার্পিওরা। ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে বিশেষতঃ পোলাণ্ডে সমস্ত শস্যক্ষেত্র দূষিত হইয়া ইহার বিষাক্ততা কখন কখন ব্যাপকভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। সিকেলির অ্যাল্‌কলয়েডকে আর্গটিন বলে। ইহার তাজা পাতা হইতে মূল আরক তৈরী হয়। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় এই ঔষধ প্রায় সকল স্ত্রীরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—নানাবিধ স্ত্রীরোগ, গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, ভ্যাদাল ব্যথা, মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত, কলেরা, শিশু-কলেরা, আক্ষেপ, খিলধরা, মৃগী, জ্বালা, হিক্কা, মূর্চ্ছা, স্নায়ুশূল, রক্তস্রাব, তড়কা, সবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, গ্যাংগ্রিণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—মন, মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া দেখা যায়। উহার ক্রিয়ার জন্য স্নায়ু বিষদুষ্ট হইয়া আক্ষেপ হয়, রক্ত বিকৃত হইয়া গ্যাংগ্রিণ জন্মে। আক্ষেপ পর্য্যায়ক্রমিক ও শৈথিল্যজনক। রোগীর দেহের চর্ম্ম কুঞ্চিত, শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ অতি বৃদ্ধ ও ক্ষীণ

ব্যক্তিদিগের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। পেশীতন্তুর উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া আছে বলিয়া জরায়ু আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে তজ্জন্য, গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা। রক্তস্রাব প্রবণতা অত্যধিক, সামান্য কারণে রক্তপাত হয়, সুতরাং শিথিলতন্তু বিশিষ্ট রমণীগণও সিকেলির ক্রিয়াস্থল।

মনঃ—রোগীর চিন্তাশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। প্রলাপের ভিতর রোগিণী উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করে; সে কাহাকেও কামড়াইতে যায়, জলে ডুবিতে চায়; জ্বালা অত্যধিক, সেইজন্য অনবরত শরীরে ঠাণ্ডা লাগাইতে চায়। **আর্সেনিক জ্বালায়** শরীরে গরম লাগাইতে চায়। রোগিণী মনে করে যেন ঘরের ভিতর দুই ব্যক্তি পীড়িত আছে, এক ব্যক্তি মরিতে বসিয়াছে, অপর ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতেছে। **ব্যাপ্টিসিয়া** রোগী মনে করে **"সে তিনজন ব্যক্তি"**, সুতরাং একখানা বিছানায় কি ভাবে শুইবে? মৃত্যুভয় ও অত্যন্ত আশঙ্কা দুইই আছে। **অ্যাকোনাইট** রোগীর মৃত্যুভয়ে সে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করিয়া দেয়, সেই সঙ্গে ছট্‌ফটানি, জল পিপাসা ও হঠাৎ রোগের আক্রমণ ইত্যাদি থাকে। সিকেলি রোগীরও জল পিপাসা খুব, ছটফটানিও আছে, তবে অ্যাকোনাইটের ন্যায় নহে, ইহার জ্বালা অত্যধিক, জ্বালায় সে শরীরে অনবরত হাওয়া চায়, অ্যাকোনাইটের শরীর বেশ উত্তপ্ত কিন্তু সিকেলির শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হওয়া যায় তথাপি জ্বালা অত্যধিক। **আর্সেনিক** রোগীরও মৃত্যুভয় আছে, ইহার রোগী মনে ভাবে আমার রোগ যখন কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে, তখন আর ঔষধ সেবন করিয়া লাভ কি? মৃত্যুভয়ের সহিত জ্বালাও আছে, তবে জ্বালা উত্তাপে উপশম, সিকেলির জ্বালা ঠাণ্ডায় উপশম। সিকেলির রোগীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে, এরূপ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে, **ষ্ট্রীকনিন্** রোগীর। সিকেলি রোগিণী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও ভাবে যেন সে ভাল হইয়া যাইতেছে।

গঠন ও স্বভাব:—ইহার রোগিণী কৃশ, দুর্ব্বল, দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ, মাংসপেশী শিথিল, চক্ষু কোটরাগত, মুখ চুপসান অর্থাৎ অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালবিশিষ্ট, চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটর-প্রবিষ্ট, রক্তস্রাব-প্রবণ, কোন্দলপ্রিয়া স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকলরমণীদিগের উন্মত্ততা জন্মিলে সে হাসে, করতালি দেয় ও নিজকে নিজে ঠেলিয়া ডাকে, অতিবৃদ্ধ ও লোলচর্ম্মবিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের পীড়ায় সিকেলি কার্য্যকরী। সিকেলির চেহারা দেখিলে মনে হয় একটা বাক্স শুইয়া আছে, তাহার ক্ষুধা এবং জল-পিপাসা যেন সর্ব্বগ্রাসী, রোগিণী অম্লদ্রব্য, বরফ ও লেমনেড খাইতে চায়।

কলেরা: সিকেলি ওলাউঠা বা কলেরা রোগের একটী উত্তম ঔষধ। সাধারণতঃ ইহা রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায়ই বেশী ব্যবহৃত হয়, ইহার ভেদ চাল-ধোয়ানি জলের ন্যায়, পরিমাণে বেশী থাকে; পরিমাণ বেশী অর্থাৎ ভেদ বমি প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতেছে দেখিলেই **ভেরেট্রাম-অ্যাল্বামের** কথা মনে হইবে, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই—ভেরেট্রাম রোগীর বাহ্যে বমির সহিত **পেটে ব্যথা থাকে**, সিকেলির ব্যথা থাকে তবে বমন বেশী হয়। ভেরেট্রাম রোগীর ভেদ বমির পর সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম হয়, বিশেষতঃ কপালে **ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম** হয়; সিকেলির রোগী ভেদ বমির পর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুল চুপসাইয়া যায়, যেন হাতপায়ের আঙ্গুল দীর্ঘকাল জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার সহিত রোগীর সর্ব্বশরীরে অসম্ভব জ্বালা, জ্বালায় রোগী অস্থির হইয়া যায়, জ্বালা এত বেশী হইতে থাকে যে রোগী বা রোগিণী তাহার গায়ের ঢাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, যেমন তাহার জ্বালা খুব বেশী জল পিপাসাও তেমনি বেশী, অসম্ভব জল পিপাসায় রোগী প্রচুর

জল পান করে, যতই তাহাকে জল দাও না কেন, তাহার পিপাসার শান্তি হয় না। **আর্সেনিক** রোগীরও গাত্রদাহ অত্যধিক, সেই সঙ্গে জল পিপাসাও বেশ আছে। অনেক সময় গাত্রদাহ, পিপাসা এবং ছটফটানি দেখিয়া লক্ষণের বিচার না করিয়াই বহু চিকিৎসক **আর্সেনিক** প্রয়োগ করিয়া বসেন, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে না। গাত্রদাহ আর্সেনিক, সিকেলি ও ক্যাম্ফর রোগীর আছে। আর্সেনিকের গাত্রদাহ সিকেলি হইতে বেশী কিন্তু আর্সেনিক গাত্রদাহের জন্য গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দেয় না, সিকেলি গাত্রদাহের জন্য তাহার গাত্রবস্ত্র দূরে ফেলিয়া দেয় এবং অনবরত **ঠাণ্ডা স্থান ও পাখার বাতাস চায়**; জল পিপাসা উভয় ঔষধে আছে; আর্সেনিক বারবার জল পান করিতে চায়, তবে **সামান্য সামান্য**, আর সিকেলি রোগী জল পান করে **প্রচুর পরিমাণে,** যত ঠাণ্ডা জল দিবে ততই তাহার শান্তি হইবে, পিপাসায় বরফ জল পান করিতে চাহিলে সিকেলির কথাই সর্ব্বপ্রথম মনে পড়ে; **ক্যাম্ফর** রোগীর হঠাৎ ভেদ বমি হইয়া গাত্রচর্ম্ম শীতল হইয়া যায় তবুও গায়ে কোন ঢাকা রাখিতে পারে না অনবরত ঠাণ্ডা স্থানে থাকিতে চায়, এইজন্য ক্যাম্ফর রোগের পতনাবস্থায় বেশী প্রযোজ্য। সিকেলি রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয় না। গাত্রদাহের সহিত সিকেলির খিলধরা আছে, ইহার খিলধরার সহিত **কুপ্রামের** খিলধরার পার্থক্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। সিকেলির খিলধরা বা খেঁচুনীতে রোগীর হাতের ও পায়ের আঙ্গুল পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া ফাঁক ফাঁক হইয়া যায়, **কুপ্রামের** খিলধরায় হাতের আঙ্গুল মুঠা করে, সেই সঙ্গে কুপ্রামের পেটের ও অন্যান্য মাংসপেশীর খিলধরা বেশী থাকে, সিকেলির এত বেশী খিলধরা থাকে না। খিলধরার সহিত যখন ভেদ ও বমি অত্যধিক পরিমাণে থাকে, রোগীর গায়ের চামড়া চুপসে যায়, কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হইতে দেখা যায় সেখানে **ভেরেট্রাম**; খিলধরা যেখানে অত্যধিক এবং খিলধরায় আঙ্গুল মুঠা করে সেখানে **কুপ্রাম**; খিলধরার সহিত যেখানে অত্যধিক জল পিপাসা, গাত্রদাহ, গাত্রদাহে শরীরে কোন আবরণ রাখিতে পারে না এবং খিলধরায় রোগীর আঙ্গুল ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়ে সেখানে **সিকেলি** উপযোগী ঔষধ।

কলেরায় মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হেতু প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে বা মূত্র-উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হ যা গেলে এই ঔষধ ওপিয়াম, ক্যান্থারিস, এপিস, টেরীবিন্থিনা তুল্য।

রক্তস্রাব :—সিকেলির রক্তস্রাব-প্রবণতা অত্যধিক সুতরাং ইহা রক্তস্রাবের একটী ঔষধ। সিকেলি প্রুভিং-এর সময় দেখা গিয়াছে রোগীর মাংসপেশী ও ধমনী সকল সঙ্কুচিত হয়, সেইজন্য পুরাতন পন্থিরা প্রায় সকল প্রকার রক্তস্রাবে বিশেষতঃ প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে আর্গট বা সিকেলি অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করেন, হোমিওপ্যাথিক মতে যখন সিকেলি ব্যবহৃত হয় তখন ইহার বিশেষ লক্ষণাবলীর সাদৃশ্য অনুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিতে রক্তস্রাব দেখিলেই সিকেলি ব্যবহৃত হয় না কারণ হোমিওপ্যাথিকে রক্তস্রাবের জন্য বহু ঔষধ আছে। সিকেলি জরায়ুর রক্তস্রাবে বেশী কার্য্যকরী তবে অন্যান্য রক্তস্রাবেও যে ব্যবহৃত হইবেনা তাহা নহে। রক্তস্রাব-প্রবণ রমণীর অঙ্গ সমূহ শিথিল, উহা হইতে অসাড়ে জলের ন্যায় পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাব অনবরত হইতে থাকে। **পালসেটিলার** রক্তস্রাব থামিয়া থামিয়া হয় ইহার রক্তস্রাব সেইরূপ থামিয়া থামিয়া হয় না—বরং সমভাবে (অবিরাম) স্রাব চলিতে থাকে। যখনই জরায়ু-স্রাবে সিকেলি প্রয়োগ করিবে তখনই স্মরণ রাখিবে যে ইহার রক্তস্রাব ঘোলাটে, পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত। সিকেলির রক্তস্রাব যে স্থান হইতেই হইতে থাকে রোগিণী মনে করে বুঝি সেই অঙ্গ শিথিল হইয়া গেল এবং আক্রান্ত স্থানের মুখ

বুঝি খুলিয়াই আছে। পূর্ব্বেই আমরা ব্যক্ত করিয়াছি সিকেলির রোগিণী জীর্ণ-শীর্ণ রোগা এবং দুর্ব্বল সুতরাং ক্রমাগত রক্তস্রাব হইবার ফলে রোগিণী অনেক সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ও তাহার সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। মূর্চ্ছিত হইবার পূর্ব্বে হাতে পায়ে খিল ধরে ও আঙ্গুলগুলি ছড়াইয়া দেয়। **স্যাবাইনাও** জরায়ুর রক্তস্রাবের একটী উত্তম, ঔষধ ইহার রোগিণী মোটাসোটা রক্তস্রাবের সহিত রোগিণীর পৃষ্ঠ হইতে বিটপ দেশ (পিউবিস্) পর্য্যন্ত টনেধরা ভাব ও চাপ চাপ কখন কখনও উহার সহিত কতক তরল উজ্জ্বল রক্তও থাকে উহা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

রক্তস্রাব-প্রবণতায় **ল্যাকেসিস্ ও ফস্ফোরাসের** সহিত সিকেলির তুলনা করা যায়। সিকেলি দুর্ব্বল শীর্ণও শিথিল-পেশী-বিশিষ্ট রমণীদিগের পাতলা ঘোলাটে ও প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব হয় এবং ইহা বহুকাল স্থায়ী থাকে, **ল্যাকেসিসের** রক্তস্রাবও কাল উহা জমাট বাধে না কিন্তু চাপ চাপ ও পরিমাণে অল্প সেই সঙ্গে মাথার চাঁদিতে জ্বালা ও নিদ্রার উপক্রমে রোগের বৃদ্ধি, জরায়ুর ভিতর বেদনা রক্তস্রাব হইলে উপশম হইবার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ **ফস্ফোরাস** রোগিণীর থামিয়া থামিয়া প্রচুর উজ্জ্বল রক্তস্রাব হয়। সিকেলি প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহার আকৃতি প্রকৃতি ও পিপাসা, গাত্রদাহ প্রভৃতির দিকে উত্তমরূপে নজর রাখিবে।

গর্ভপাত :—অভিজ্ঞতায় দেখা যায় অধিকমাত্রায় সিকেলি সেবন করিতে দিলে গর্ভবতী রমণীদের গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা খুব সুতরাং যখন গর্ভপাতের উপক্রম হয় তখন গর্ভবতীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে গর্ভপাত নিবারিত হয়, অবশ্য যখনই এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে রোগিণীর ধাতুগত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিবে। সাধারণতঃ **তৃতীয় মাসেই** সিকেলির গর্ভপাত উৎপাদন করে। তারপর গর্ভপাত হইবার পর যখন ফুল আটকাইয়া যায় তখনও এই ঔষধ দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। গর্ভপাত হইবার পর যদি অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া রোগিণীর নাড়ী ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হইয়া যায় তাহাতেও এই ঔষধ চমৎকার কার্য্য করে। **ডাঃ হিউজেস্** বলেন ঘন ঘন প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা হইতে থাকিলে অথচ স্রাবের অভাব থাকিলে এবং জরায়ুর পেশীতন্ত্ত অধিক পরিমাণে বিকশিত হইলে সিকেলি উত্তম কার্য্য করে। নিম্নে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য গর্ভপাত নিবারণের কয়েকটী ঔষধ দেওয়া গেল।

এপিস—প্রথম কয়েক মাসে গর্ভস্রাব ঘটিলে,

ওপিয়াম—শেষ মাসে গর্ভস্রাবের উপক্রম ঘটিলে,

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে গর্ভপাত হইলে—**এপিস, সিমিসি,** ক্রোকাস, **স্যাবাইনা, সিকেলি,** থুজা, ট্রিলিয়াম;

পঞ্চম হইতে সপ্তম মাসে—সিপিয়া।

পুনঃ পুনঃ গর্ভপাত হইতে থাকিলে এই রোগ-প্রবণতা দূর করিতে **জিঙ্কাম** ও **সিলিকা** **উত্তম ঔষধ,** কেহ কেহ অরাম মেট ও **অরাম-মিউর-নেট্রোনেটাম** প্রয়োগ করিতে বলেন। ইহা ব্যতিরেকে অপরাপর ঔষধও আছে—যথা অ্যাকো, অ্যালেট্রিস, এপিস, **আর্ণিকা,** নেট্রাম-ব্রোমাইড, **বেল,** ক্যাল্‌কে, ক্যানাবিস, **কলোফাই,** চায়না, **সিমিসি,** ফেরাম, **ওপিয়াম, প্লাটিনা, পাল্‌সেটি,** রুটা, **স্যাবাইনা, সিকেলি,** সিপিয়া, **অষ্টিলেগো, ভাইবার্নাম, ভাইবা-প্রুণ,** ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় মূর্চ্ছাভাব—**বেলা, ক্যামো**, ক্রোকাস, **ফেরাম, প্ল্যাটিনা, আর্ণিকা, চায়না**, সিনাবে, **নাক্স, সিকেলি**, সিপিয়া, **ইগ্নে, কলোফাই**, অষ্টিলেগো।

প্রসব বেদনা:—সিকেলি, পাল্‌সেটিলা, কলোফাইলাম, ক্যামোমিলা প্রভৃতি ঔষধ গর্ভবতীর প্রসব বেদনার সময় উপযুক্ত ঔষধ। সিকেলি প্রসব বেদনায় যখন প্রযুক্ত হয় তখন সিকেলি রোগিণীর গঠন দেখিতে হইবে রোগিণী অত্যন্ত শীর্ণা, কোটরাগত চক্ষু প্রভৃতি দেখিয়া সিকেলি প্রযোগ বিধি। কারণ উপযুক্ত লক্ষণানুসারে সিকেলি প্রযোগ করিলে জরায়ুর উপর জোরে জোরে ধাক্কা লাগাইয়া খুব জোরে ভ্রূণ নীচের দিকে নামিয়া আসিতে পারে ইহার ফলে রোগিণীর জরায়ু চ্যুতি ঘটা আশ্চর্য্য নহে। প্রসব বেদনার সময় থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপী, অনিয়মিত ও অত্যন্ত ক্ষীণভাবে বেদনা হয় আবার অনেকক্ষণ পরে পরে বেগ আসিয়া উপস্থিত হয় যাহাকে মেয়েদের কথায় "জুরান ব্যথা" বলে সেই সকল ক্ষেত্রে সিকেলি উপযুক্ত ঔষধ। সিকেলি রোগিণীর সমস্ত মাংসপেশী শিথিল ও নিষ্ক্রিয়। রোগিণীর থাকিয়া থাকিয়া মূর্চ্ছার ভাব হইলেও ইহাদ্বারা উপকার দর্শে। প্রসব বেদনা জুড়াইয়া গেলে রোগিণীর ধনুষ্টঙ্কারের ভাব উপস্থিত হয় যাহাকে ইক্লামসিয়া বলা যায়; এই অবস্থার— বেল, হায়ো, সাইকিউ, কেলিব্রোম উপযোগী। **বেলেডোনার** প্রসব বেদনা হঠাৎ অত্যন্ত আসিয়া আবার হঠাৎ চলিয়া যায় সেই সঙ্গে পেটের ভিতর ও মাথায় দপ্ দপ্ করে, রোগিণীর মনে হয় যেন তাহার সমস্ত জরায়ু নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। সিকেলির ব্যথা জুড়ান এবং জুড়ান অবস্থায় তাহার ধনুষ্টঙ্কারের আক্রমণে মাথা ও ঘাড় পিছনের দিকে বাঁকিয়া যায়, **হাইয়োসায়ামাস** রোগিণীর শরীরের প্রত্যেক পেশী স্পন্দিত হয়—ডাঃ **গেরেন্সি** বলেন তাহার চক্ষু হইতে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের পেশী স্পন্দিত হইতে থাকে। **কেলি-ব্রোমেটাম** রোগিণী অনবরত হাত পা নাড়িতে থাকে ও হাতের আঙ্গুল নিয়া খেলা করিতে থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

সিকেলির প্রসব বেদনা যেমন অনিয়মিতভাবে আসে সেইরূপ **পাল্‌সেটিলার** বেদনাও অনিয়মিতভাবে দেখা দেয়। পাল্‌সের বেদনা কখন কখন এরূপভাবে উপস্থিত হয় যেন আর কিছুক্ষণের ভিতরই শিশু ভূমিষ্ট হইবে কিন্তু তৎমূহুর্ত্তেই যখন বেদনা একেবারে জুড়াইয়া যায় দেখিলে মনে হয় না যে আবার বেদনা উপস্থিত হইবে; ইহার সহিত পাল্‌সেটিলার কাঁদা, জলপিপাসার অভাব প্রভৃতি থাকা চাই, রোগিণী গরম মোটেই সহ্য করিতে পারে না, সিকেলির রোগিণীও গরম সহ্য করিতে পারে না কিন্তু তাহার জলপিপাসা অত্যধিক এবং গাত্রদাহও খুব। **কলোফাইলামও** প্রসব বেদনার একটী উত্তম ঔষধ ইহার বেদনাও পাল্‌সেটিলা ও সিকেলির ন্যায় সবিরাম, কিন্তু ইহার প্রসব বেদনা খিলধরার ন্যায়, রোগিণীর যোনি-মুখ অত্যন্ত শক্ত ও কঠিন থাকিবার জন্য প্রসব হইতে বিলম্ব লাগে; এই ঔষধ প্রযোগ করিলে শক্ত যোনি-মুখ খুলিয়া যায়। সিকেলির যেমন অতিরিক্ত জলপিপাসা গাত্রদাহ এবং শীর্ণ শরীর বিশিষ্ট লক্ষণ; পাল্‌সেটিলার নাকে-কাঁদা-স্বভাব ও জিহ্বা শুষ্ক অথচ জলপিপাসার অভাব নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ, কলোফাইলামের সেইরূপ যোনি-মুখের শক্তভাব, হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের গাঁটের বাত বিশিষ্ট লক্ষণ।

ডাঃ **হেরিং** বলেন ক্ষীণ প্রসব বেদনায় কিম্বা প্রসবের পর রক্তস্রাবে **আর্গট** অপেক্ষা সিনামোমাম সকল রকমে ভাল; এই ঔষধ প্রসবের বেগ বৃদ্ধি করায় এবং অত্যধিক রক্তস্রাব নিবারণ করে কিন্তু **আর্গট** ঠিকমতভাবে প্রযোগ না হইলেই বিষময় ফল উৎপাদন করে। মারাত্মক কলেরা রোগে যেখানে সিকেলি দরকার সেখানে **কল্‌চিকাম** উত্তম কার্য্য করে।

ভ্যাদাল ব্যাথায় :—সিকেলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভ্যাদাল ব্যথাও সবিরাম জাতীয়। প্রসবের পর ফুলের কিছু অংশ, রক্তের ডেলা কিম্বা অন্য কোন পদার্থ জরায়ুর ভিতর আটকে গেলে যদি সিকেলির বিশিষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায় তবে ইহাদ্বারা উপকার দর্শে।

গ্যাংগ্রিণ :—বৃদ্ধদিগের শুষ্ক গ্যাংগ্রিণ রোগে সিকেলি উত্তম কার্য্য করে। আর্সেনিকও এই রোগে উপযোগী। সিকেলির গ্যাংগ্রিণে প্রথম ফোস্কা হইয়া ঐ স্থানে অত্যধিক জ্বালা হয়, জ্বালা স্থানে গরম সেক দিলে রোগের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগাইলে উপশম। আক্রান্ত অংশ অত্যন্ত শীতল হইয়া ঐ স্থানে সুড সুড়ির ভাব উদয় হয়—আর্সেনিক গ্যাংগ্রিণের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত জ্বালা গরমে উপশম সেই সঙ্গে অতিরিক্ত ছটফটানি মৃত্যুভয় ইত্যাদি থাকিলে আর্সেনিক কার্য্যকরী। ডাঃ জোসেট এইরূপ গ্যাংগ্রিণ রোগী সিকেলি দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফোড়া :—সিকেলির ফোড়াগুলি ধীরে ধীরে পাকে, উহার ভিতর সবুজবর্ণের পূঁজ পূর্ণ থাকে, আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত বেদনা, ইহার ফোড়া ও ক্ষত ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে অন্যান্য লক্ষণ গ্যাংগ্রিণের ন্যায়।

স্তন্য লোপ :—শীর্ণা স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধ লোপ হইলে বা স্তনে রিতিমত দুগ্ধ না হইলে সিকেলি প্রযোগ করা চলে।

স্ত্রীরোগ :—অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হইয়া যদি দুর্গন্ধময় খণ্ড খণ্ড মলিন স্রাব হয় ঐ সঙ্গে যদি প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা থাকে তবে ইহা উপযোগী। রোগিণীর জরায়ুর সঙ্কোচন শক্তির অভাব। ইহার ঋতুর স্রাব ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিতে পারে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ফলে রোগিণীর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীন হয় এবং সে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ঋতু নিবৃত্তির পর পুনরায় ঋতুর আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার অনবরত জলের ন্যায় পাতলা রক্তস্রাব হইতে থাকে। আঘাতাদি বা পতনাদির পর অথবা কোন গৌণ কারণ বশতঃ শোণিতস্রাব জন্য উহা উপযোগী আরও বিশেষতঃ ঐ রক্ত যদি অতি দুর্গন্ধযুক্ত হয়—বা কালবর্ণের হয়।

মোট কথা :—শীর্ণ, দুর্ব্বল, রুগ্ন, কোটরাগত চক্ষু ও গণ্ড, বায়ু-প্রধান খিটখিটে-স্বভাব-বিশিষ্ট শিথিল-মাংসপেশীযুক্ত রমণীদিগের প্রসব বেদনা, উহা অসহ্য, অতি মৃদু ; রক্তস্রাব প্রবণতা, শিথিল জরায়ুর জন্য রক্তবহা নাড়ী অদৃঢ়, জরায়ু-মুখ যেন খোলা রহিয়াছে বোধ, কলেরা রোগের পতনাবস্থায় অতিরিক্ত গাত্রদাহ, পিপাসা, সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডা বোধ, ঠাণ্ডা স্থানে উপশম, খিলধরায় হাতের আঙ্গুল ফাঁক হইয়া যাওয়া। ঋতু অনিয়মিত, আশঙ্কিত গর্ভস্রাব, স্তন্য লোপ, বৃদ্ধ ব্যক্তির গ্যাংগ্রিণ, ফোড়া হইতে সবুজ পূঁজস্রাবাদিতে ইহা প্রযোজ্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—মুক্ত হাওয়ায়, ঠাণ্ডা স্থানে, জলপটি দিলে, ঠাণ্ডা লাগাইলে, গায়ের ঢাকা খুলিয়া দিলে, গায়ে সুড়সুড়ি দিলে উপশম, রাত্রে; স্পর্শ করিলে, নড়াচড়ায়, গরমে, গরম জলপান করিলে, আহারের পর, ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, গায়ে ঢাকা থাকিলে এবং ডানদিকে ফিরিয়া শুইলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—সিকেলি—প্রসব বেদনায়—পাল্‌সে, কলোফাই, বেল, ভাইবার্ণামের তুল্য ; রক্তস্রাবে—ট্রিলিয়াম হ্যামা, অষ্টিলেগো, ফেরাম-ফস্‌, চায়না ও বোভিষ্টা তুল্য ; রক্তস্রাব প্রবণতায়—ল্যাকে,

ফস্ফোরাস তুল্য ; কলেরা রোগে—আর্স, কলচিকাম, ক্যাম্ফার ও ভেরেট্রাম তুল্য ; হাত পা জ্বালায়—সাল্‌ফার তুল্য ; গ্যাংগ্রিণে—আর্সেনিক তুল্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

শক্তিকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উপকার না পাইলে ইহার তীব্র বীর্য্য বা উপক্ষার আর্গটিনাম ব্যবহার্য্য (ক্যাফকা)।

সিজিসিয়াম-জ্যাম্বোলিনাম (Syzygium Jambolinum.)।

পরিচয় :—ইহা জাম বীজের চূর্ণ হইতে বিচূর্ণ বা অরিষ্ট আকারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—সিজিসিয়াম **মধুমেহ** রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যেখানে মূত্রের সহিত শর্করা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ হ্রাস হয়। এই ঔষধ মধুমেহ রোগের সহিত যদি তীব্র পিপাসা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, দেহের শীর্ণতা, প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব, প্রস্রাবের আক্ষেপিক গুরুত্বের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তাহা হ্রাস করিয়া দেয় ; বহুমূত্র রোগের সহিত রোগীর শরীরে ক্ষতাদি উৎপন্ন হইলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে, শরীরের উর্দ্ধাঙ্গে ঘামাচি হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল উদ্ভেদ বাহির হইয়া তথায় অত্যন্ত চুলকানি থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, বিচূর্ণ বা নিম্নশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে উপকার দর্শে।

সিফিলিনাম (Syphilinum)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম লিউটিকাম। সিফিলিনাম একটী নোসড জাতীয় ঔষধ ; নোসড আবিষ্কার হইয়া চিকিৎসা জগতের কত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আজ যদি নোসড সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে চিকিৎসা জগতের অঙ্গ হানি হইয়া থাকিত। কত দুরারোগ্য, কঠিন ও আশাহীন রোগী নোসড দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতেছে, করিয়াছে ও সুদূর ভবিষ্যতে করিবে ; পরিত্যক্ত রোগী বা কঠিন রোগে সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও যেখানে উপকার পাওয়া যায় না সেই সকল সাংঘাতিক রোগী নোসড দ্বারা আরোগ্য লাভ করে ও করিতেছে। আজ পৃথিবী বক্ষে যে অটোভ্যাক্সিন থিওরি প্রচলিত ইহাও হোমিওপ্যাথিক নোসোডের একটা অংশ। সিফিলিনাম—এন্টি-সাইকোটিক ও এন্টি-সিফিলিটিক ঔষধ। উপদংশ ক্ষতের বিষ হইতে এই ঔষধ হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—উপদংশ হেতু প্রযোজ্য ঔষধ প্রয়োগেও যখন ফল হয় না অন্তর্নিহিত উপদংশ বিষ থাকিয়াই যায়, তখন এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ ; তীব্র শিরঃপীড়া ; পূতিনস্য ; পলিপার্স ; হৃদশূল ; দন্তশূল ; দন্তক্ষয় ; উপদংশজ চোখ উঠা ; মলান্ত্রের ক্ষত ; অস্থিক্ষত ; বাত ; উদ্ভেদাদি ; নানাবিধ মানসিক বিকৃতি ; মৃগী ; স্বরভঙ্গ ; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত ; জিহ্বার ক্ষত ; হাঁপানি স্নায়ুশূল ; উপদংশক্ষত ; শিশুর-ক্রন্দন ; সুরাপানের আকাঙ্খাদি।

মন :—স্মৃতিশক্তি লোপ অর্থাৎ রোগী মনে করে কোন ব্যক্তির নাম, স্থানের নাম ও ব্যক্তির নাম স্মরণ করিতে পারে না—**মেডোরিনাম** রোগীরও স্মৃতিশক্তির অত্যন্ত অভাব—রোগী বন্ধুর নাম বা কোন শব্দের প্রথম অক্ষর ভুলিয়া যায় এমন অনেক রোগী দেখা যায় যে নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়; তবে ইহার স্মৃতিশক্তি হীনতা সাধারণতঃ—সাইকোটিক দোষে দুষ্ট যাহারা তাহাদেরই বেশী হয়—**অ্যানাকার্ডিয়াম ওরির** স্নায়বিক-অজীর্ণ রোগীর হঠাৎ স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, তাহার নিকট সকলই স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। সিফিলিনাম রোগী বা রোগিণী দিনে বেশ ভালরূপই কাটায় কিন্তু সূর্য্যাস্তের পর হইতে তাহার মানসিক ও শারীরিক সকল লক্ষণই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; সূর্য্যাস্ত হইতে দেখিলেই সিফিলিনাম রোগী ভীত হইয়া পড়ে কারণ রাত্রে তাহার সর্ব্ব রোগের ও সর্ব্ববিধ যন্ত্রণার বৃদ্ধি, আবার মেডোরিণাম রোগীর ঠিক ইহার উল্টা ভাবটি দেখা যায়, সমস্ত দিন সে অস্বস্তি অনুভব করে, লোকের সহিত খিট্‌খিট্ করে, ঘরের প্রত্যেকের সহিত সে ঝগড়া করে কিন্তু যাহাতক সূর্য্যাস্ত হইবে অমনি তাহার সমস্ত অসন্তুষ্ট ভাব চলিয়া যাইবে ও মহানন্দে রাত্র যাপন করিবে। **মার্ক-সল** রোগীরও সর্ব্বযন্ত্রণা রাত্রে বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সিফিলিনাম রোগী রাত্রের পর রাত্র নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটায় সেইজন্য সে উন্মাদ হইয়া যাইতেছে বা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পক্ষাঘাত জন্মিবে ভয়, নিদ্রাহীনতার জন্য মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা জন্মে বলিয়া তাহার **রাত্রের নামে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি** হয়, রোগী বরং মরিতে ভয় পায় না কিন্তু রাত্রের সেই নিদ্রাহীনতাকে সে সাংঘাতিক ভয়ের চোখে দেখিবে, **ল্যাকেসিস** রোগীও রাত্রকে ভয়ের চোখে দেখে কারণ তাহার সমুদয় ক্লেশাদি নিদ্রাবস্থায় বা নিদ্রা ভঙ্গের পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উপদংশ রোগের ইতিহাস না থাকিলে এইরূপ রাত্রভীতি বা সর্ব্ব লক্ষণের বৃদ্ধি রাত্রে দেখা যায় না। **সিফিলি** রোগী যে কোন প্রকারের তৈয়ারী **মদ পান করিতে চায়,** বংশগত মদ্যপানের ইতিহাস বা পান প্রবণতা। ০ ইহা বাবহার্য্য।

শিরঃপীড়া সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্র থাকিবে এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সিফিলিনামের শিরঃপীড়া যে কেবল সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিবে তাহা নহে, ইহার যে কোন **বেদনার বৃদ্ধি** রাত্রে ও হ্রাস দিবালোকে, **মেডোরিনের** শিরঃপীড়া দিনেরবেলায় সাংঘাতিক হয় রাত্রে মোটেই থাকে না। সিফিলিনামের শিরঃপীড়া বৈকাল **৪টার পর হইতে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া রাত্র ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত অত্যধিক হইবে এবং ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে কমিতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয়ে উপশম হইবে।** **ষ্টানামের** বেদনা আসিতেও ১২ ঘণ্টা লাগে এবং যাইতেও ১২ ঘণ্টা লাগে অর্থাৎ আসেও ধীরে ধীরে চলিয়া যায়ও ধীরে ধীরে তবে ইহার আক্রান্তস্থল চাপিয়া ধরিলে উপশম (কলোসিন্থ)। এখানে একটী রোগীর কথা বলিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি সমাজের একটী তথাকথিত মহাশয় ব্যক্তির শিরঃপীড়ার চিকিৎসা করি। স্নায়বিক মাথার যন্ত্রণা হিসাব করিয়া স্পাইজিলিয়া, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, শেষে বেলাডোনা দেওয়া হয়—কিন্তু যখন কিছুতেই কমিতেছে না তখন রোগীর আগাগোড়া (সমস্ত) ইতিহাস নেওয়া হইল অর্থাৎ রেকর্ড করা হইল—তিনি রোগ বর্ণনা করিতে করিতে যখন বলিলেন "রাত্রেই আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয় বিশেষতঃ রাত্র ১০টার পর হইতেই সংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়; তখন এইরূপ ইচ্ছা হয় যে আত্মহত্যা করি কারণ সমস্ত রাত্র—'বিনিদ্র' অবস্থায় কাটাই ও ছট্‌ফট্

বরি এবং ভোরের আলো চোখে পড়িলেই যন্ত্রণা কমিয়া যায়, আমি বেলা ১০টা পর্য্যন্ত ঘুমাই, সমস্ত দিন ব্যথার কথা মনে থাকে না কিন্তু বেলা ৪টার পর হইতে কিছু টের পাই, অন্ধকার যত হইতে থাকে তত যন্ত্রণার তীব্রতা বৃদ্ধি হইতে থাকে", এইরূপ লক্ষণ পাইয়া জেরা করিতে আরম্ভ করিলাম, রোগী কিছুতেই বলিবে না যে তাহার সিফিলিস হইয়াছিল, আমিও কিছুতেই ছাড়িব না—বই খুলিয়া যখন দেখাইলাম—তখন তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন দোহাই আপনার এই কথা কাহাকেও বলিবেন না, 'আমার সিফিলিস হইয়াছিল' এখন ভাল আছি, যৌবনে দলে পড়িয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। উক্ত রোগীকে **সিফিলিনাম** ১০০০ শক্তির ৩টি মাত্রা—৭ দিন অন্তর দেওয়া হয়—পুনঃ ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই।. মাথার যন্ত্রণা যেমন সূর্য্যাস্তের পর আরম্ভ হয় সেইরূপ **বেদনা** ও বেলা ৪টার সময় হইতে আরম্ভ হইয়া শিরঃপীড়ার ন্যায় রাত্র ১০—১১টা পর্য্যন্ত খুব বেশী হইয়া আস্তে আস্তে কমিতে থাকে, ভোরের বেলা আর যন্ত্রণা থাকে না। সিফিলিনামের বেদনা আবার **পালসেটিলা**, **ল্যাক-ক্যা** ও কেলি-বাইএর ন্যায় অবিরত স্থান পরিবর্ত্তন করে, এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তনে বেদনার হ্রাস হয়, কখন কখন **ল্যাকেসিসের** রোগীর ন্যায় ঘুম ভাঙ্গিবার পর অসম্ভব বেদনার বৃদ্ধিও দেখা যায়। রোগের বৃদ্ধি রাত্রে ও ঘুম ভাঙ্গিবার পর হয় দেখিয়া রোগী **রাত্রকে যমের ন্যায়** ভয় করে।

চক্ষুরোগ যদি নবজাত শিশুদিগের হয় এবং চক্ষুর তরুণ প্রদাহ জন্য ক্ষুদ্র রোগীটির চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠে, শিশু যখন ঘুমাইয়া থাকে তখন তাহার চক্ষুদ্বয় জুড়িয়া যায়, চক্ষু হইতে প্রচুর পূঁজ বাহির হয়, ঠাণ্ডা জলে চক্ষু ধুইলেই যন্ত্রণার উপশম, রাত্রে সর্ব্ববিধ যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং দিনের দিকে অনেকটা হ্রাস সিফিলিনামের লক্ষণ। উপদংশদুষ্ট পিতামাতা হইতেই এইরূপ চক্ষুরোগ সচরাচর দেখা যায়। **আর্জ্জেণ্টাম-নাইট্রিকামও** নবজাত শিশুদিগের চক্ষুরোগে বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। চক্ষু উঠিয়া যখন উহাতে পিঁচুটী পড়ে তখন ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। আর্জ্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম সাইকোটিক দোষযুক্ত জনকজননীর সন্তানদিগের ক্ষেত্রে ফলপ্রদ আর সিফিলিনাম উপদংশজাতদের পক্ষে প্রযোজ্য। **ডাঃ ন্যাস** বলেন, চক্ষু খুলিলেই যদি পূঁজ নির্গত হইতে থাকে তবে **মার্ক-সল** উত্তম কার্য্য করে। সিফিলিনাম রোগীর চক্ষুরোগের তীব্রতা রাত্র ২টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত বেশী থাকে। মার্ক-সলের রোগীর ন্যায় চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে পূঁজ নিঃসরণ হয়, ঠাণ্ডা জলে চক্ষু ধৌত করিলে উপশম। (**পালসেটিলা** ও **কেলি-সালফ** রোগীর চক্ষু যদি ঠাণ্ডা জল দ্বারা ধৌত করা হয় তবে উপশম)। **নাইট্রিক-অ্যাসিডও** সদ্যজাত উপদংশ-বিষদুষ্ট জনক-জননীজাত শিশুদিগের চক্ষুরোগে বিশেষ উপযোগী। যখন কর্ণিযায় ক্ষত হইয়া আক্রান্ত স্থানে ক্ষত হয় বা চোখের ভিতর পূঁজ জন্মে, চোখের পাতা ফোলে, চক্ষুর পাতার অঞ্জনি হইয়া পাকিয়া ভিতরে পূঁজ হয় তখন ইহা উপযোগী। **ডাঃ ডানহাম** বলেন, হঠাৎ উপদংশ চাপা পড়িয়া পূঁজযুক্ত চোখউঠা বা আইরাইটিস রোগে নাইট্রিক-অ্যাসিড বিশেষ ফলপ্রদ। যখন নাইট্রিক-অ্যাসিড প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যায় না তখন **অ্যাসাফিটিডা** ও সিফিলিনাম্ ব্যবহার্য্য। **অ্যাসাফিটিডাও** উপদংশ বা পারদঘটিত চক্ষুপ্রদাহে নাইট্রিক-অ্যাসিড ও সিফিলিনাম তুল্য ঔষধ। পার্থক্য এই—সিফিলিনাম রোগীর চক্ষুর যন্ত্রণা রাত্র ২টা হইতে ৫টার ভিতর অত্যন্ত বৃদ্ধি আর ইহার রোগীর চক্ষুর ভিতর যেন কিছু বিঁধিতেছে ও কর্কর্ করিতেছে বোধ। ইহা চোখের পাতার পক্ষাঘাত (ptosis), উপরের চোখের পেশীর পাতার পক্ষাঘাত জন্য নিদ্রিত অবস্থা না হইলেও নিদ্রিতের মত দেখা যায় অর্থাৎ

যখন রোগী সজাগ থাকে তখনও তাহাকে নিদ্রিতের মত দেখা যায় (কষ্টি, গ্র্যাফা), দ্বিদর্শন (diplopia) একটা ছবির নিম্নে আর একটা ছবি দেখে অর্থাৎ যে কোন দ্রব্য তাহার চোখের সম্মুখে নাওনা কেন তাহাই সে ডবল দেখিবে। **অরাম-মেটালি** উপদংশ রোগ হইয়া বা পারদের অপব্যবহারজনিত দৃষ্টিভ্রংশ হয়, রোগী দৃষ্টবস্তুর উপরের ভাগ স্পষ্ট দেখিতে পায় না, নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায়। **ক্যাল্কে-কার্ব্ব** রোগী কেবল দৃষ্টবস্তুর বাম অংশ দেখিতে পায়। **লিথিয়াম-কার্ব্ব** ডাণ পাশের অর্দ্ধেক দেখিতে পায় না। **নেট্রাম-মিউর** রোগীরও দ্বিদৃষ্টি আছে এমন কি রোগীর সম্মুখ হইতে কোন চিত্র বা বস্তু সরাইয়া লইলেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী তাহা দেখিতে পায়। **ল্যাক্-ক্যানাইনাম** রোগীর দৃষ্টবস্তু সরাইয়া দিলেও তাহার পিছনের দিকটা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত (রোগী) দেখিতে পায়।

দন্তরোগ হইয়া দাঁতের মূলের অগ্রভাগ ক্ষয় হইতে হইতে ভাঙ্গিয়া যায়, দাঁতের ভিতর গর্ত্ত হওয়া ও ইহার প্রান্তভাগ করাতের ন্যায় কাটা কাটা হওয়া ; দাঁতের আকার ক্রমশঃ ছোট হওয়া সিফিলিনামে পাওয়া যায়। **ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া** শিশুর দাঁতগুলিও প্রায় ঐরূপ, বিশেষতঃ যে সকল শিশু তাহাদের পিতামাতা হইতে উপদংশবিষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের নানাবিধ দাঁতের পীড়া, দাঁত দুই তিনবার মাজিলেও দাঁত পরিষ্কার না হওয়া, দাঁতগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া বিশেষ করিয়া দাঁতের অগ্রভাগ ও নীচের ভাগ বেশী নষ্ট হইলে, **ক্রিয়োজোট**—শিশুর দুধের দাঁতে পোকা লাগিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেলে, **মেজেরিয়াম**—শিশুর দাঁতের মূল ক্ষত হইয়া গেলে উপযোগী ঔষধ।

কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে সিফিলিনাম একটী অতি উত্তম ঔষধ। যে সকল রোগীর বহুদিন পর্য্যন্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতেছে না, দুর্দ্দমনীয় কোষ্ঠবদ্ধতায় যাহারা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ভুগিতেছে, তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপযোগী। রোগী মলদ্বারে আঙ্গুল দিয়া মল টানিয়া আনে, ইহা ব্যতিরেকে তাহার মল নিঃসৃত হয় না, কারণ সরলান্ত্র অবরুদ্ধ বোধ, **প্লাম্বাম-মেট** রোগীরও মলদ্বারে আঙ্গুল দিয়া মল টানিয়া না আনিলে বাহ্যে হয় না—তবে প্লাম্বাম রোগী মনে করে যেন মলদ্বারের পশ্চাৎদিকে কেহ দড়ি দিয়া বাঁধিয়া টানিতেছে। সিফিলিনাম রোগী কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য যদি কখনও ডুস নেয় বা পিসকারী দেয় তাহা হইলে মল নিঃসরণ কালে কলিক যন্ত্রণা বা প্রসব যন্ত্রণার ন্যায় ক্লেশদায়ক যন্ত্রণা হয় ; **ল্যাক-ডি** ইহাও সাংঘাতিক জাতীয় কোষ্ঠকাঠিন্যের একটী উত্তম ঔষধ,—ইহাতে মলত্যাগেচ্ছা মোটেই থাকে না, ইহার মল শক্ত ও কঠিন, মলত্যাগের সময় ভয়ানক বেগ দিতে হয়, দেখিলে মনে হইবে প্রসবকালিন বেগ বুঝি উপস্থিত হইয়াছে, চোখ মুখ লাল হইয়া যায় যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। **অ্যানাকার্ডি** রোগীর সহসা মলের বেগ হয় বটে কিন্তু বাহ্যে মোটেই হয় না, রোগী মনে করে তাহার মলদ্বারে ছিপি আঁটা রহিয়াছে, **সাইলিসিয়ার** রোগীর সামান্য একটু বাহ্যে হইবার পর উহা উপরের দিকে চলিয়া যায়। **অ্যামন-মিউর** তিন চারি দিন অন্তর মলত্যাগ করে ও মল ভাঙ্গা ভাঙ্গা—মনে হয় যেন কেহ গুঁড়া করিয়া দিয়াছে। **নেট্রাম-মিউর** রোগীর ৫।৭ দিন অন্তর একবার বাহ্যে হয় ; **অ্যালুমিনা** রোগীর ২।৩ দিন এমন কি কয়েক দিন পর্য্যন্ত মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে না। সিফিলিনাম রোগীর মলদ্বারের ফিসার অর্থাৎ বিদারণ (থুজা) হেতু সরলান্ত্র বাহির হইয়া পড়ে (পডো) এবং সরলান্ত্রের সাংঘাতিক রোগ ইহাদ্বারা আরোগ্য লাভ করে—যদি উপদংশের ইতিহাস ও বংশানুগত উপদংশের ইতিহাস পাওয়া যায়।

প্রদরস্রাব সিফিলিনামে অত্যন্ত দেখা যায় এবং উহা গড়াইয়া পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত নামে, তোয়ালে বা তূলা অথবা ন্যাকড়া গুজিয়া দিলেও তাহা ভিজিয়া বাহিরে গড়াইয়া পড়িবে; **অ্যালুমিনায়** প্রচুর পরিমাণে প্রদরের স্রাব হয় এবং পা বাহিয়া গোড়ালি পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়ে কিন্তু ইহার শ্বেত-প্রদর অতিশয় ঝাঁঝাল ও জ্বালাযুক্ত আব সিফিলিনামের স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও সাধারণতঃ সিফিলিস বিষদুষ্ট রোগীদের বেশী হয়—ইহার স্রাব রাত্রে বেশী হয় ও দিনের বেলা কমিতে থাকে, অনেক রোগিণীর দিনে স্রাব থাকেও না।

সাংঘাতিক কৃশতা যদি সমস্ত শরীরের দেখা যায় তাহা হইলে ইহা অ্যাব্রোটেনাম ও আয়োডিনাম তুল্য ঔষধ। **অ্যাব্রোটেনাম** শিশু অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ—দেখিতে ঠিক একটী মর্কটের মত, তাহার পা দুইটি শরীরের তুলনায় বেশী শীর্ণ, শিশুর রাক্ষুসে ক্ষুধা, খায়-দায় বেশ তত্রাচ শরীর পুষ্ট না হইয়া শুকাইতে থাকে; **আয়োডি** শিশুর সিফিলিনামের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন শীর্ণতা বেশী, শীর্ণতার সহিত গ্রন্থি সকল স্ফীত তৎসহ অত্যন্ত খাইবার স্পৃহা, খাইতে পারেও বেশ কিন্তু দিন দিন শরীর শুকাইয়া যাইবে। **সার্সাপেরিলাও** শীর্ণ রোগের জন্য উত্তম, শিশুটিকে দেখিলে মনে হইবে যেন একটি অল্প বয়সের অতি বৃদ্ধ।

নাসিকার নানাবিধ পীড়া ক্ষেত্রে সিফিলিনাম উপযোগী, উপদংশিক পূতিনস্য বা ওজিনা হইয়া নাসিকা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত চাবড়া চাবড়া পায়রার গুয়ের ন্যায় শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। নাসিকার ভিতর অনবরত চুলকায়, রাত্রে তাহার সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি; ওজিনা রোগে **অরাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড** প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যখন আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না তখন সিফিলিনাম দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

চর্ম্ম-পীড়া:—ডাঃ অ্যালেন বলেন যখন উপদংশ বিষদুষ্ট ব্যক্তির বা যে সকল রোগী উপদংশজাত ক্ষত বাহ্য মলমাদি প্রয়োগ করিয়া নিরাময় করে, ঐ সকল রোগী কিছুদিন পরে যখন সাংঘাতিক আকারের চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠ রোগে ভুগিতে থাকে অপর কোন ঔষধ না দিয়া সেই সকল রোগীকে উচ্চশক্তির সিফিলিনাম প্রয়োগ করিলে রোগ শীঘ্রই উপশম লাভ করিয়া থাকে। উপদংশ রোগ যখন সুনির্ব্বাচিত ঔষধ দ্বারাও আরোগ্য লাভ করে না তখন সিফিলিনাম প্রয়োগে রোগ আরোগ্য লাভ করে বা অপর ঔষধের পূর্ণ চিত্র দেখাইয়া দেয়।

সিফিলিনামের **শ্বাসযন্ত্রের পীড়া** রাত্র ১টা হইতে ৪টার ভিতর বেশী হয় ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতার আধিক্য দেখা যায় ও দিনের বেলা কম থাকে, শ্বাসরোধক হুপিংকাসি যদি রাত্রেই সাংঘাতিক হয় ও কাসির সময় প্রাণান্তক বমন দেখা যায় তখন ইহা ব্যবহার্য্য; **হৃদ্‌যন্ত্রের** বেদনা যখন রাত্রির দিকে (হৃদ্‌পিণ্ডের উপর হইতে নীচের দিক পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ থাকে), মেরুদণ্ডের উপরাংশের বক্রতা, নিম্নাঙ্গের সাংঘাতিক যন্ত্রণা, উরুদ্বয়ের অসহ্য বেদনা; রাত্রে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা জল ঢালিলে উপশম, উত্তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি। উদ্ভেদাদি ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে, উহার লাল ও তাম্রবর্ণের প্রদাহ কমিয়া গেলে আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়। পুনঃ পুনঃ স্ফোটক নির্গত হওয়াও ইহাতে আছে।

সম্বন্ধ:—**সিফিলিনাম**—উপদংশজাত ও অস্থিপীড়ায়—অরাম, অ্যা-নাইট্রি, কেলি-আয়োড, মার্ক-কর, মার্ক-প্রোটো, ল্যাক-ক্যানাই তুল্য; শীর্ণতায়—আয়োড, অ্যাব্রো, সার্সা, নেট্র-মি তুল্য; কোষ্ঠকাঠিন্যে—অ্যালুমি, প্লাম্বাম, ল্যাক-ডি, নেট্র-মিউর তুল্য; মলদ্বারের বিদারণে—থুজা তুল্য ঔষধ।

শক্তি:—২০০, ১০০০, ১০,০০০ বা তদূর্দ্ধ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

সিনিসিও-অরিয়াস (Senecio Aureus)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম গোল্ডেন ব্যাগওয়ার্ট বা সিনিসিও গ্রাসেলিস। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। গুল্মটীতে যখন ফুল ফোটে তখন ঐ ফুল আনিয়া সুরাসারের ভিতর ভিজাইয়া রাখিয়া আরক তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সাধারণতঃ অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়াতেই বেশী ব্যবহৃত হয়। **ডা ফ্যারিংটন** বলেন, যে সকল স্নায়ুপ্রধানা যুবতী অল্পেতেই কাতর হয় তাহাদের জরায়ুর বক্রতা, জরায়ুভ্রংশ প্রভৃতি রোগের জন্য যখন স্থানভ্রংশ হয় না তখন ইহা বিশেষ উপযোগী। যে সকল স্ত্রীলোকের জলে ভিজিয়া বা পায়ে কোনরূপ ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায় (ক্যাল্‌কেরিয়া, পাল্‌সেটিলা), তাহাদের পক্ষে এবং যাহাদের অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হয় বা ঋতুস্রাবের সময় অসহ্য বেদনা হয়, অথবা ঋতুর পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব হয় তাহাদের পক্ষে সিনিসিও উত্তম ঔষধ। ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হইবার ফলে যদি ক্ষয়কাসির লক্ষণও প্রকাশিত হয় তাহা হইলেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ঋতুস্রাব অবরোধের ফলে যেমন ক্ষয়রোগ হইতে পারে সেইরূপ এই ঔষধ দুর্ব্বল, জীর্ণাশীর্ণা স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব বা প্রস্রাব অথবা অন্য কোনও স্রাব বন্ধ হইয়া শোথও জন্মিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সিনিসিও সেবন করিতে দিলে রোগিণীর পুনরায় স্রাব প্রকাশিত হইয়া রোগ আরোগ্য হয়।

মূর্চ্ছাবায়ু রোগেও এই ঔষধ ক্রিয়াশীল। মূর্চ্ছাবায়ু রোগিণী কখন কখনও মনে করে তাহার পাকাশয় হইতে একটী গোলাকার পদার্থ উপরে উঠিয়া গলরোধ করিয়া দিতেছে, সেইজন্য সে পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে থাকে। মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা রমণীদিগের সর্দ্দিজ-শিরঃপীড়া থাকিলে অর্থাৎ প্রস্রাব ও শ্লেষ্মাস্রাব বন্ধ হইয়া অত্যধিক মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকিলে ইহা ফলপ্রদ।

সিনিসিও মানসিক নানাবিধ গণ্ডগোলের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; রোগিণী কোনও একটী বিষয় অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে পারে না। রোগিণীর মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া ভীত হইয়া পড়ে অথচ সে বলে আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, মরণ হয়ত ভালই। রাত্রে, বৈকালে, নির্ম্মল বায়ুর ভিতর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে বা শয়ন করিলে রোগের বৃদ্ধি এবং সম্মুখদিকে দেহ বক্র করিলে, মলত্যাগের পর, ঋতু আবির্ভূত হইলে এবং অন্যমনস্ক থাকিলে রোগের উপশম।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৬, ৩০।

সিনা (সাইনা) (Cina)

পরিচয় :—ইহার অনেকগুলি নাম আছে, ওয়ারম্-সিড্, অ্যাব্‌সিন্থিয়াম স্যান্টোনাইকা, আর্টিমিসিয়া-সিনা, আর্টিমিসিয়া কণ্ট্রা। সাধারণতঃ ইহার শুষ্ক পুষ্প চূর্ণ করিয়া সুরাসার সহযোগে মাদার-টিংচার তৈরী হয়। হানেমান স্বয়ং এই ঔষধের প্রথম পরীক্ষা (প্রুভিং) করেন।

ব্যবহারস্থল :—কৃমি ও কৃমিজনিত নানা প্রকার উপসর্গ; মূত্রস্থলীর পীড়া, দন্তোদ্গমনকালীন পীড়া, তড়কা, চক্ষুঃপীড়া, সবিরাম জ্বর এবং টাইফয়েড জ্বরের (অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ) উপযোগী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—মন ও অন্ত্রপ্রণালীতে ইহার ক্রিয়া অধিক ; অন্ত্রের উপরে ক্রিয়াধিক্য বশতঃ অন্ত্রনালীর পুরাতন উপদাহ, প্রদাহ ও কৃমির লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। অপর পক্ষে সিনা মস্তিষ্ক ও অন্যান্য যন্ত্রেও ক্রিয়া প্রকাশ করে তবে সেই ক্রিয়া অন্ত্রের গৌণ ফলমাত্র, উহা মুখ্য নহে।

মন :—মানসিক ও শারীরিক অসহিষ্ণুতাই সিনার প্রধান মানসিক লক্ষণ। শিশু সামান্য কারণে অত্যন্ত রাগিয়া যায়। অত্যন্ত একগুঁয়ে স্বভাবের, সে যেমন আদর পছন্দ করে না সেইরূপ কেহ সান্ত্বনা দেয় ইহাও সে চায় না, কেহ স্পর্শ করিলে রাগিয়া যায়, এমন কি তাহার প্রতি তাকাইলেও রাগিয়া উঠে (আন্টিম-ক্রুড্)। **ক্যামোমিলার** শিশুও ভয়ানক একগুঁয়ে স্বভাবের, স্পর্শ করা সহ্য হয় না কিন্তু সে আদর চায় এবং কোলে কোলে বেড়াইতে ভালবাসে, সিনার শিশু আদর চায় না, সামান্য স্পর্শ করিলেই চটিয়া উঠে; শিশু অনবরত নাক খোঁটে, মিষ্টি খাইবার দিকে ভয়ানক ঝোঁক। **অ্যান্টিম-ক্রুড** শিশুও আদর করিলে বা তাহার দিকে তাকাইলে রাগিয়া উঠে, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই—সিনার কৃমির উপদ্রব বেশী, অ্যান্টিমের পেটের রোগ অত্যধিক, **সিনার** জিহ্বার উপর **শাদা লেপ পড়ে না**, জিহ্বা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ পরিষ্কার, অ্যান্টিম-ক্রুডের জিহ্বার উপর দুধের সরের ন্যায় মোটা লেপ পড়ে। সিনার শিশু সন্ধ্যাবেলা বা মধ্যরাত্রিতে যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপভাবে লাফাইয়া উঠে, শিশু সর্ব্বদাই শঙ্কিতভাবে থাকে। শিশু কাহারও স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। সে অনবরত এটা চায়, ওটা চায় কিন্তু যাহা দেওয়া যায়, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। এই লক্ষণ ক্যামোমিলা ও ব্রাইয়োনিয়ায় আছে ; ক্যামোমিলা শিশুর গণ্ডদ্বয় পর্য্যায়ক্রমে লাল ও ম্লান হয়, সিনার গাল উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল। অপর লক্ষণ উপরে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সিনা ও ক্যামোমিলা উভয় শিশুর প্রস্রাবই ঘোলাটে, তবে সিনার প্রস্রাব কোন পাত্রে ধরিলে কিছুক্ষণ পর দুধের ন্যায় শাদাটে হইয়া যায়।

স্বভাব ও গঠন :—শিশু অত্যন্ত রুগ্ন, কৃশ, ঘন-কৃষ্ণবর্ণ-কেশযুক্ত, পীড়াব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, তাহার চোখের নীচে কাল রেখা পড়ে, শিশুর ক্ষুধা অত্যধিক, মুখমণ্ডল ম্লান, সে তাহার হস্তপদাদি অনবরত নাড়ায়, ঘুমের ভিতর দাঁত কড়মড় করে, অনবরত নাক চুলকায় ও মলদ্বার খোঁটে, খেলিতে খেলিতে অপর শিশুদিগকে কাম্ড়াইয়া দেয়। নাসিকা অনবরত খোঁটে, **সিনা ও এরাম**। সিনার শিশু নাসিকা খুঁটিতে খুঁটিতে রক্ত বাহির করে, **এরাম** শিশু টাইফয়েড জ্বরে নাক ও ঠোঁট খুঁটিয়া খুঁটিয়া রক্ত বাহির করে ; শিশু নাক, ঠোঁট, মুখ খুঁটিয়া খুঁটিয়া রক্ত বাহির করে, তবুও তাহার খোঁটার বিরাম নাই, যতই খোঁটে ততই তাহার খুঁটিতে ইচ্ছা করে। সিনার শিশু ঘুমের ভিতর চম্‌কাইয়া কাঁদিয়া উঠে, বালিসে নাক ঘসে এবং অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

চক্ষুরোগ :—সিনা টেরাদৃষ্টির জন্য একটী উত্তম ঔষধ। শিশুদিগের এইরূপ টেরাদৃষ্টি যদি কৃমির জন্য হয় তবে সিনা অধিক উপযোগী। রোগী একদৃষ্টে কোন জিনিষের দিকে বেশী সময় তাকাইয়া থাকিতে পারে না, তাহার চক্ষুতারকা বড় হয় এবং দৃষ্টির সম্মুখের দ্রব্যাদি হলুদবর্ণের দেখে (ডিজি, স্যান্টোনাইন রোগীও সমস্ত দ্রব্য হলুদবর্ণের দেখে)। সিনা যুবকদিগের ক্ষীণদৃষ্টির জন্য উপযোগী ঔষধ—যদি উহা অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়সেবার জন্য ঘটে।

কৃমি :—কৃমি রোগের জন্য সিনা একটী উত্তম ঔষধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেকের ধারণা কৃমির জন্য **সিনাই** অমোঘ ঔষধ, কিন্তু তাহা নহে। কৃমির জন্য বহু ঔষধ আছে, তাহার ভিতর সিনা একটী ঔষধ। সিনার কৃমির লক্ষণে শিশুর মুখমণ্ডল মলিন হইয়া যায়, চোখের

চতুর্দ্দিকে নীল রেখা পড়ে। শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়। কথায় কথায় রাগ হয়, অনবরত নাসিকা ও গুহ্যদ্বার খোঁটে, রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় দাঁত কড়মড় করে। বিছানায় অসাড়ে প্রস্রাব করে এবং তাহার ক্ষুধা অত্যধিক দেখা যায়, এই লক্ষণগুলি সাধারণতঃ আমরা কৃমির শিশুর ভিতর পাই, তবে অন্যান্য রোগীক্ষেত্রে যে এই লক্ষণগুলি পাইব না তাহা নহে। কৃমির উপসর্গের জন্য সিনা সেবনে বিশেষ কোন উপকার না হইলে **স্যাণ্টোনাইন** বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। ছোট ছোট কৃমির জন্য রোগীর মলদ্বার যখন খুব বেশী চুলকায় তখন সিনা হইতে **টিউক্রিয়াম-মেরাম** অধিক কার্য্যকরী ঔষধ। অতিরিক্ত কৃমির জন্য যখন শিশুদের তড়কা হয় তখন ঐ সকল ঔষধ হইতে **ইণ্ডিগো** বেশী কার্য্য করে। ডাঃ সুস্‌লার নেট্রাম-ফস্‌কে কৃমির শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। **চেনোপোডিয়াম** কেঁচোর ন্যায় বড় বড় কৃমির পক্ষে উপযোগী ঔষধ। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যক্ত করেন **কুপ্রাম-অক্সাইডেটাম-নায়গ্রাম্‌** ফিতা-কৃমি ও সর্ব্বজাতীয় কৃমির পক্ষে উপযোগী।

কাসি :—সিনার রোগীর প্রতি বসন্ত ও হেমন্তকালে কাসি আরম্ভ হয়; কাসি হইয়া তাহার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইতে থাকে। কাসি শুষ্ক সেই সঙ্গে হাঁচিও আছে। সে ভয়ে কাহারও সহিত কথা কহিতে চাহে না পাছে তাহার কাসির প্রকোপ বেশী হয়, কাসি আসিবার পূর্ব্বে তাহার শরীর শক্ত ও আড়ষ্ট হয়।

হুপিংকাসিরও সিনা একটী অতি উত্তম ঔষধ—হুপিংকাসির শিশুর পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয়। প্রাতে হুপিংকাসির প্রকোপ বেশী অথচ গয়ার মোটেই উঠে না, সন্ধ্যাবেলা ও রাত্রে কাসি বেশী হয় তখন জলপান করিবার সময় তাহার গলার ভিতর গড়গড় করিয়া শব্দ হয়। হুপিং-কাসির পর শিশু হাঁপাইতে থাকে এবং তাহার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হইয়া যায়। ইহার সহিত সিনার অন্যান্য লক্ষণ থাকিলে সিনা দ্বারা চমৎকার ফল ফলে। হুপিংকাসি রোগে ড্রোসেরা প্রয়োগ করিবার পর রোগযন্ত্রণা কিছু কমিলে সিনা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়।

তড়কা :—কৃমির জন্য ও দন্তোদ্গম কালে তড়কা হইলে সিনা উপযোগী। সিনার তড়কায় শিশুর মুখ রক্তশূন্য হইয়া যায় এবং শিশু যত চুপ করিয়া থাকে তত তাহার তড়কা বেশী হয়, কোলে নিয়া বেড়াইলে বা শিশুকে নাড়িলে চাড়িলে তড়কার হ্রাস এই ঔষধের বিশিষ্ট লক্ষণ। শিশুর দাঁত উঠিবার সময়কার তড়কায় বেলেডোনা শ্রেষ্ঠ ঔষধ সন্দেহ নাই তবে বেলেডোনার লক্ষণ বিদ্যমান থাকা চাই। তড়কার জন্য অন্যান্য ঔষধ দ্রষ্টব্য। সিনার শিশু উপুড় হইয়া শুইতে ভালবাসে, ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠে, ঘুমের ভিতর দাঁত কড়মড় করে, এমন ভাবে দাঁত কড়মড় করে যেন সে কিছু শক্ত দ্রব্য কড়মড় করিয়া চিবাইতেছে; এই লক্ষণ সাইকিউটা, স্পাইজি, পডো, ষ্ট্র্যামো, স্যাণ্টো প্রভৃতি ঔষধেও আছে।

ধনুষ্টঙ্কার :—কৃমিজনিত ধনুষ্টঙ্কার রোগে যখন শিশুর দেহ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, শিশু হঠাৎ আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে গলার ভিতর হইতে পেট পর্য্যন্ত কুলকুল শব্দ হইতে থাকে অর্থাৎ যেন তাহার গলার ভিতর বোতল করিয়া জল ঢালিয়া দিতেছে এরূপ শব্দ হয়, তাহা হইলে সিনা উপযোগী—এই লক্ষণ **কষ্টিকাম** ও **কুপ্রামে** আছে কিন্তু ইহাদের লক্ষণ জলপানে উপশম। ধনুষ্টঙ্কার রোগে মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ হয় এবং আক্ষেপ কালে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে, সে রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতেও চীৎকার করিয়া উঠে—সেই সঙ্গে রোগী তাহার হাত পা সবলে ছুঁড়িতে থাকে, তাহার প্রত্যঙ্গাদির মধ্যে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টবৎ বেদনা হঠাৎ সঞ্চারিত হয়, শিশু যেন তাহার শরীরে কত

ব্যথা পাইয়াছে এইজন্য লাফাইয়া উঠে ইহা ব্যতিরেকে সিনার অপর লক্ষণগুলি বেশ ভালরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া তবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

টাইফয়েড (জ্বর) :—শিশুদিগের টাইফয়েডে সিনা একটী মূল্যবান ঔষধ। সিনা রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী। কেহ কেহ শিশু-টাইফয়েডে সিনা সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন কারণ কৃমির লক্ষণ প্রায় সকল রোগীতেই বর্ত্তমান থাকে। সিনা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহার মানসিক লক্ষণগুলি উত্তমরূপে দেখা কর্ত্তব্য। রোগী জ্বরের ভিতর অনবরত দাঁত কড়মড় করে, নাক খোঁটে, চীৎকার করিয়া এটা চায় ওটা চায়, দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থিত দ্রব্য ছুঁড়িয়া ফেলে। হয় শিশুর উদরাময় থাকিবে নচেৎ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিবে। তাহার চোখের কোণে কালি পড়ে, জ্বরের ভিতর শিশু অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়ে, পেটফাঁপা থাকে; জিহ্বা শুষ্ক অথচ পরিষ্কার পিপাসা খুব, অচৈতন্য অবস্থায়ও যদি তাহার মুখের কাছে ঝিনুক বা চামচে ঠেকে তবে আগ্রহ সহকারে জলপান করিবার জন্য হাঁ করে। সিনার টাইফয়েড রোগী অজ্ঞান ভাবেও থাকে আবার জ্বরের ভিতর ছটফটও করে কিন্তু যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন ইহার মানসিক প্রবৃত্তিগুলি ভালরূপ দেখা কর্ত্তব্য।

দ্রষ্টব্য :—শিশুর জিহ্বা পরিষ্কার, সর্ব্বদাই নাক খোঁটে, অনবরত খাই খাই করে, প্রস্রাব ঘোলাটে, গা বমি ও বমন, মিষ্টি খাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ।

ম্যালেরিয়া জ্বর :—গণ্ডমালা ও কৃমিযুক্ত শিশুদিগের সবিরাম জ্বরে সিনা উপযোগী। ইহার জ্বর অপরাহ্ন ১টার সময় বা বৈকাল বেলা আসে কিন্তু স্তন্যপায়ী শিশুদিগের যদি সবিরাম জ্বর হয় তবে সন্ধ্যাবেলা জ্বর আসিয়া উহা সমস্ত রাত্রি ভোগ করিবে। জ্বরের পূর্ব্বে শিশুর অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ, গা-বমি-বমি, পিত্ত-বমন, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

সিনায় বিশেষ শীত নাই কিন্তু রোগীর শরীর শীতল; রক্তহীন ও হাতের তলা গরমসহ শীত আরম্ভ হয়, ইহার শীতভাব বেশীর ভাগ সন্ধ্যাবেলাই বেশী হয়, শীতের সময় বাহ্য উত্তাপ লাগাইলে বিশেষ উপশম হয় না। বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম **ইগ্নেসিয়াতে** আছে। উত্তাপাবস্থায় মুখমণ্ডল ও মস্তকেই অত্যন্ত উত্তাপ, অতিরিক্ত গরমের জন্য তাহার মুখখানা দেখিতে থম্‌থমে দেখায়, মুখ ফ্যাকাসে রক্তহীন হইয়া যায়, জ্বরের সময় অনবরত নাক চুলকায় ও দাঁত কড়মড় করে, পিপাসায় জলপান করে, শিশু ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়, অনবরত খাই-খাই করে ও আঙ্গুলের মাথা খোঁটে। ঘর্ম্মাবস্থায় তাহার অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম হয়, সাধারণতঃ ইহার ঘর্ম্ম কপালে, নাসিকার চতুর্দ্দিকে এবং হাতে বেশী হয়। জ্বরের সময় বমন ও ক্ষুধাধিক্য অত্যন্ত। তবে সিনা যখন প্রয়োগ করিতে হয় তখন শুধু ইহার ঘর্ম্ম শীত ও উত্তাপ দেখিয়া ঔষধ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না; যখনই সিনা প্রয়োগ করিবে তখনই ইহার বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া এবং মানসিক লক্ষণানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সিনার জ্বরের সহিত ইপিকাকের জ্বরের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা কেননা ইপিকাকের জিহ্বা পরিষ্কার সিনার জিহ্বাও অধিকাংশ স্থলেই পরিষ্কার; সিনায়ও গা-বমি-বমি ও বমন আছে ইপিকাকের প্রধান লক্ষণই হইল গা-বমি-বমি; তবে ইহাদের ভিতর পার্থক্য কেবল মানসিক লক্ষণ।

মল :—সিনার রোগীর বাহ্যের রঙ শাদা, ইহাতে শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে, সময় সময় শিশু লালবর্ণের শ্লেষ্মাময় বাহ্যেও করিতে পারে, শিশুর মলের সহিত সূত্র-কৃমি বা কেঁচো কৃমি নির্গত হইয়া থাকে। কৃমির জন্য শিশুর মলদ্বার অত্যন্ত সড়সড় করে। কলেরার বিকারাবস্থায় যখন সিনার মানসিক লক্ষণ পাওয়া যাইবে তখন ইহা ব্যবহার্য্য।

মোট কথা :—কৃমির ধাত, মেজাজটী খিট্‌খিটে, সর্ব্বদাই এটা দাও, ওটা দাও বলিয়া বায়না ধরে কিন্তু দিতে গেলে নেয় না ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। শিশু অনবরত কোলে চড়িতে চায়, কিন্তু কোলে চড়িবার সময় পেটটী ধাত্রীর কাঁধের উপর দিয়া শুইবে। শিশু অনবরত নাক খোঁটে; নাক ঘসে, রাত্রে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, ঘুমের ভিতর চীৎকার দিয়া উঠে, দাঁত কড়মড় করে। শিশুর মুখমণ্ডল মলিন ও রুগ্ন, চোখের চতুর্দ্দিকে নীল রেখা পড়ে। রাক্ষুসে ক্ষুধা, ঘন ঘন খাইবার ইচ্ছা, মিষ্টি খাইবার তীব্র লালসা। অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করে, প্রস্রাব ঘোলাটে দুধের ন্যায়। পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ; জ্বরে একবার **গাল লাল একবার ফ্যাকাসে** হওয়াই ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলে উপশম; রাত্রে, জলপান করিলে, একদৃষ্টিতে সূক্ষ্ম কার্য্য করিলে, কথা বলিলে ও হাস্য করিলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—হুপিং কাসিতে ড্রোসেরা প্রয়োগ করিয়া প্রকোপ কিছু কমিলে সিনা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। সিনা প্রয়োগ করিবার পর কৃমির আক্রমণ উপশমিত না হইলে স্যাণ্টোনাইন প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে টিউক্রিয়াম, স্পাইজে, ষ্ট্যানাম দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ছোট ছোট কৃমির জন্য ইণ্ডিগো, কোয়াসিয়া, ফিলিক্সমাস (পেটো বা চেপ্টা-কৃমি), সিনা অপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি বেশী ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ৬, ২০০ দ্বারাই বেশী কার্য্য হয়।

সিনাপিস্-নাইগ্রা (Sinnapis Nigra)।

পরিচয় :—ইহা সরিষা। শাদা জাতীয় সরিষা সিনাপিস-নাইগ্রা নামে পরিচিত এবং কাল সরিষা দ্বারা যে ঔষধ তৈরী হয় তাহার নাম ব্রাসিকা-নাইগ্রা। সাধারণতঃ সিনাপিস-নাইগ্রাই ঔষধরূপে বেশী ব্যবহৃত হয়। এই শ্বেত জাতীয় সরিষা হইতে আরক তৈরী হয়, কেহ কেহ বিচূর্ণ পদ্ধতি অনুসারেও তৈরী করিয়া থাকেন।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নানা জাতীয় সর্দ্দি, কাসি, তালুমূল-প্রদাহ ও জ্বর প্রভৃতি রোগে বেশী ব্যবহৃত হয়। সর্দ্দি হইয়া যখন রোগীর জলের ন্যায় পাতলা ও ক্ষতকারী শ্লেষ্মা ও অশ্রুস্রাব হয়, সেই সঙ্গে হাঁচি ও কাসি থাকে, তখন ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায় (ইউফ্রেসিয়া)। **সর্দ্দির প্রথম অবস্থায়** ইহার লক্ষণগুলি বেশী ক্রিয়মান থাকে, তাহার নাসারন্ধ্র মধ্যস্থিত ঝিল্লী শুষ্ক, নীরস ও উত্তাপযুক্ত। প্রথম একটী রন্ধ্র আক্রান্ত হইয়া পরে অপর রন্ধ্র আক্রান্ত হওয়া ইহার বৈশিষ্টতা। শুষ্ক ভাব চলিয়া যাইবার পর জলের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয়, চক্ষু হইতে জল ঝরিতে থাকে, উহা যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়। রাত্রেই এই সকল লক্ষণের বৃদ্ধি। হাঁচির সহিত শুষ্ক কাসিও হয়, সেই কাসি রাত্রে শুইবার পর কমিয়া যায়।

সিনাপিস নাইগ্রা **কৃমিরোগে ও পাকাশয়ের** নানাবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীর মুখ হইতে পেঁয়াজের গন্ধ বাহির হয় (অ্যাসাফিটিডা)। তাহার পাকস্থলীর মধ্যে জ্বালা

আরম্ভ হইয়া অন্ননালী দিয়া কণ্ঠ ও মুখ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া মুখে ক্ষত হয়। তাহার পাকস্থলীর মধ্যে যেন একটী ভাবী দ্রব্য রহিয়াছে এরূপ বোধ। ইহার রোগীর **শূল** বেদনাও আছে, শূলের বেদনা **শুইলে পর** বেশী হয় এবং **সোজা হইয়া** বসিলে কমিয়া যায়, **কেলি-কার্ব্ব** রোগীর শূলবেদনাও সোজা হইয়া বসিলে কমিয়া যায়। **সিপিয়ার** বেদনা সোজা হইয়া বসিলে বেশী হয় এবং কোন শক্ত দ্রব্যের উপর ঠেস দিয়া বসিলে উপশম বোধ। **হাঁপানি** কাসি-রোগে যখন সন্ধ্যাবেলা প্রবল কাসির উদ্রেক হয়, সেই সঙ্গে জ্বর বসিয়া যাওয়া থাকে, সেখানে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহার কাসি শুষ্ক, গয়ার তাল তাল উঠে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃদ্ধি, শয়ন করিলে উপশম।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—সোজা হইয়া বসিলে, রাত্রে শয়ন করিলে, চক্ষু বুজিলে, পেট ভরিয়া আহার করিলে এবং পড়াশুনা করিলে উপশম; টিপিলে, সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে, আর্দ্র হাওয়ায়, গরম ঘরে, বৈকালে রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০ শক্তি।

সিনেরেরিয়া (Cineraria Maritima Succus)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সিনেরেরিয়া-মেরিটিমা সাক্কাস। তাজা গাছড়ার রসে প্রস্তুত।

ব্যবহারস্থল :—ছানিরোগে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সের ছানিরোগে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়, ইহা ব্যতিরেকে চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রে কোন প্রকার **আঘাতজনিত রোগে** এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। ছানিরোগে এই ঔষধ দিবসে ৩।৪ বার এক ফোঁটা করিয়া প্রয়োগ করিলে ছানি কাটিয়া যাইবার সম্ভবনা। অল্পদিন ব্যবহারে কোন ফল পাওয়া যায় না দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে হয়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট।

সিনামোমাম-জিল্যানিকাম্ (Cinnamomum Zelyanicum)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সিনামন্।

ইহা আমাদের দারুচিনি বা দারুচিনি। এই দারুচিনি লঙ্কাদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দারুচিনি আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক স্মরণাতীত কাল হইতে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার শুষ্ক ছাল সুরাসারে ভিজাইয়া অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—শরীরের যে কোন দ্বার দিয়া রক্তপাত, যক্ষ্মারোগের গয়েরের সহিত রক্তস্রাব, আঘাতাদির ফলে রক্তস্রাব, মূর্চ্ছাবায়ু, শ্বেতপ্রদর, মাথার যন্ত্রণা, অস্থিক্ষয়, অতিরজঃ প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থল :—রক্তস্রাবই ইহার প্রধান লক্ষণ। মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমজ্জা অভ্যন্তর দিয়া রক্তবহা-নাড়ীমণ্ডলীর পেশীসমূহে সিনামোমাম ক্রিয়া দর্শাইয়া রক্তস্রাব উৎপন্ন করায়। **ডাঃ ই, আর, উইলজোন্স** বলেন, অতিরিক্ত দারুচিনির কাথ (সিনেমন টি) পান করায় একটী বালকের অন্ত্র হইতে উজ্জ্বল রক্তস্রাব হইয়াছিল, সেই সঙ্গে তাহার নাসিকা দিয়াও রক্তপাত হইয়াছিল।

রক্তস্রাব ইহার প্রধান লক্ষণ। রক্তস্রাব নিবারণে ইহার অসম্ভব ক্ষমতা। ইহার রক্তস্রাব শরীরের যে কোন দ্বার দিয়াই হইতে পারে। রক্তস্রাব যে কোন কারণবশতঃই হউক না কেন, যদি উহা উজ্জ্বল লালবর্ণের হয়, তবে সিনামোমাম-মন্ত্রের মত কাজ করে। নাসিকা, মুখ, জরায়ু, মলান্ত্র বা যক্ষ্মারোগে গয়ারের সহিত যদি তাজা রক্ত পড়ে অথবা অতিরিক্ত কোঁথ দেওয়া, আঘাত লাগা, পিছলে পড়া প্রভৃতির জন্য রক্তস্রাব হয় এবং রক্তের বর্ণ উজ্জ্বল লাল হয় তবে ইহা ব্যবহারে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

প্রসবের পর পোয়াতীর অত্যধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে অনেক স্থলে এই ঔষধ আর্গট হইতেও ফলপ্রদ। প্রসব বেদনার সময় ইহার কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করিলে পর যেমনি প্রসব বেদনার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ অধিক পরিমাণে রক্তস্রাবপ্রবণতাও কমিয়া যায়। **বেলেডোনায়** উজ্জ্বল লালবর্ণের উত্তপ্ত রক্তস্রাব আছে, এই রক্ত শীঘ্র জমিয়া যায়; বেলের রক্ত উত্তপ্ত, এই উত্তপ্ততা সিনামোমামে নাই; বেলের 'আক্রমণ আকস্মিক ও অত্যন্ত প্রবল' সিনামোমামে এই "আকস্মিকতা ও অত্যন্ত প্রবলতা" নাই। **মিলিফোলিয়াম**—ইহার রক্তস্রাবও উজ্জ্বল লালবর্ণের, রক্তস্রাবের সময় কোনরূপ বেদনা অনুভূত হয় না, ইহার রোগিণীর আঘাত লাগিয়া অনর্গল রক্তস্রাব হইতে পারে। **হ্যামামেলিস**—ইহাও রক্তস্রাবের একটী উত্তম ঔষধ। রক্তস্রাব একটু কাল্চে রকমের, যখন রক্তস্রাব হয় তখন আক্রান্ত স্থান চড়্‌চড়্‌ করে যেন ঐ স্থানে ঘা হইয়াছে এরূপ বোধ। **ইরিজেরন**—ইহার রক্তস্রাবও উজ্জ্বল লালবর্ণের, একটু নড়িলে চড়িলেই রক্তস্রাবের বৃদ্ধি। রক্তস্রাবের সহিত বাহ্যে হওয়া বা প্রস্রাবে কোঁথ থাকা ইরিজেরণের বৈশিষ্ট, সিনামোমামে ঐরূপ কোন ভাব নাই, নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাবে সিনামোমাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সিনামোমাম রোগিণীর মূর্চ্ছাবায়ুর ভাবও আছে; উহা উদ্গারে, বা বমন করিলে উপশম।

শক্তি:—মূল অরিষ্ট, ৩x, ৬x, ৬, ৩০ শক্তি।

সিরিয়াম অক্সালিকাম (Cerium Oxalicum)

পরিচয়:—ইহার অপর নাম সিরাস্ অক্জালেট্। ইহা মিশ্রিত খনিজ-ধাতু। রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে ইহাকে সংশোধিত করা হয়। প্রথমতঃ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে শক্তিকৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল:—এই ঔষধ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের উপর বেশী কার্য্যকরী। অন্য রোগে ততটা উপযোগী নহে যতটা স্ত্রীরোগে ক্রিয়াশীল।

ব্যবহারস্থল:—**স্ত্রীরোগেই** এই ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হয়। **গর্ভাবস্থায় বমন ইহার প্রধান লক্ষণ**। বমনে অজীর্ণ-দ্রব্যাদি তুলিয়া ফেলে। জরায়ুর ভিতর চুলকানির সহিত রোগিণীর অত্যধিক বমন হয় সেই সঙ্গে অল্পক্ষণ স্থায়ী কাসি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। **পাকস্থলীর ভিতর উত্তেজিত হইয়া যদি রোগিণীর তীব্র বমন** হইতে থাকে সেই সকল ক্ষেত্রেও ইহা দ্বারা ফললাভ করা যায়। মোটাসোটা স্ত্রীলোকদিগের বাধক বেদনা বা রজকৃচ্ছ্রতা রোগে এবং ঐ সকল স্থূলকায়াদিগের বয়োঃসন্ধিকালের পীড়ার সহিত যদি হৃদ্‌কম্পন থাকে তবে ইহা দ্বারা আশানুরূপ

ফল লাভ হয়। সিবিযাম-অক্সালিকাম বোগিণীর স্রাব আরম্ভ হইলে যন্ত্রণার উপশম দেখা যায় (ল্যাকেসিস, স্পঞ্জিয়া)। হুপিংকাসির সহিত বমনে ইহা ড্রোসেরার তুল্য ঔষধ। কাসিতে কাসিতে অনেক সময় মুখ হইতে রক্ত নির্গত হওযাব লক্ষণও ইহাতে থাকে।

শক্তি :—৩x. ৬x, ৬, ১২ শক্তি।

সিরিয়াস বন্‌প্ল্যাণ্ডাই (Cereus Bonplandii)

পরিচয় ঃ—ক্যাকটাস জাতীয় গাছড়া, ঐ বৃক্ষের ডাঁটার রস হইতে আরক তৈরী হয।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হৃদ্‌যন্ত্রেব পীড়ায বা বক্ষের নানাবিধ রোগে ক্যাক্‌টাসের ন্যায কার্য্যকরী। রোগী তাহাব বামদিক হইতে হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিযা বক্ষঃস্থলে বেদনা অনুভব করে; ঐ পার্শ্বের বড় বড মাংসপেশীব ভিতব তীব্র বেদনানুভব সেই জন্য তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট বোধ। হৃৎপিণ্ডের দৃঢ়বদ্ধভাব; হৃৎপিণ্ডের দোষের সহিত তাহার মুখে অনবরত লালা জমে এবং মুখেব স্বাদ বিস্বাদ বা স্বাদহীন। সে যে কোন দ্রব্যই আহার করুক না কেন সকলই স্বাদহীন মনে হয। সিরিযাস্‌-বন্‌এর বোগী অনবরত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে চায। জগতের যাহাতে নানাবিধ উপকাব হয, এরূপ মহৎ কার্য্য করিবার আকাঙ্খা। বোগী সর্ব্বদা মনে করে, 'ভগবানের কাছে সে অমার্জ্জনীয অন্যাযকার্য্য করিযাছে'। রোগী রেতঃপাতের পর অণ্ডকোষে বেদনা অনুভব করে।

শক্তি :—৩x, ৩, ৩০ শক্তি।

সিরিয়াস-সার্পেণ্টিনস (Cereus Serpentinus)

পরিচয় ঃ—ইহাও ক্যাক্টাস জাতীয একপ্রকার গুল্মবিশেষ। ইহার ডাঁটাব রস হইতে আরক তৈরী হয।

ব্যবহারস্থল :—অত্যন্ত ক্রোধান্বিত স্বভাব, বিছানায অসাড়ে প্রস্রাব করা, নাক দিযা রক্তপড়া, হৃদ্‌পিণ্ডমধ্যে বেদনা, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী। রোগী মনে করে যেন তাহাব শরীর অসাড় হইয়া যাইতেছে, রেতঃপাত হইতে হইতে তাহাব পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হইযা পড়ে, সেই সঙ্গে তাহার অণ্ডকোষে অত্যধিক বেদনা।

এই ঔষধ ক্যাকটাস, কোনাযাম, সোরিণাম, আনাকার্ডিয়ম তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট ৩x, ৬x ক্রম।

সিরেসাস্ ভার্জিনিয়ানা (Cerasus Virginiana)

পরিচয় :—গাছের তাজা ছাল হইতে আরক তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :- যাহারা দীর্ঘকাল হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাদের দুর্ব্বলতা নিবারণে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী। কেহ কেহ বলেন "কেবল যে হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা নিবারণ জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, অন্যান্য রোগের পরও যদি রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহাতেও ইহা প্রয়োগ করা চলে"। ইহার রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের গতি ক্ষীণ, নাড়ী সবিরাম, দ্রুত। জ্বরের পর বা অন্যান্য কঠিন পীড়ার পর যখন হৃদ্‌পিণ্ড আক্রান্ত হয় এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন এই ঔষধ ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্, অ্যাসিড-ফস্, সোরিণাম প্রভৃতি ঔষধের তুল্য ঔষধ।

অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় জনিত দুর্ব্বলতার জন্যও এই ঔষধ উপযোগী। অম্ল ও অজীর্ণ রোগে রোগী যাহা খায় তাহা অম্লে পরিণত হয় সেই সঙ্গে রোগীর নাড়ীর গতি সবিরাম ও রোগী ক্ষুধাহীন থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x, ২x, ৩x, ৬ শক্তি ব্যবহার্য্য।

সিষ্টাস্-ক্যানাডেন্সিস (Cistus Canadensis)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম রক্ রোজ, হোলি রোজ, সিসটাস বা পবিত্র গোলাপ। (তাজা পুষ্প সহ) গাছকে কুট্টিত করিয়া মাদার টিংচার তৈরী হয়। এই জাতীয় গোলাপ আমেরিকায়ই বেশী হয়।

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল-কচ্ছুবিষ দোষঘ্ন ঔষধ। ইহার রোগী শীতকাতুরে; শরীরের নানাস্থানে শৈত্যানুভূতি ইহা নির্দ্দেশক। এই প্রকার শীতকাতুরে ও শৈত্যানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তির গ্রীবা ও গলগ্রন্থির বিবিধ রোগ, বিসর্পবৎ, দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, পুরাতন স্ফীতি, গণ্ডমালা বিষ-দুষ্ট-চক্ষুপ্রদাহ, আঘাত-জন্য-বিষাক্ত ক্ষত, কোন কিছু ফুটিয়া বা কোনও জীবজন্তু সরীসৃপাদি দংশন জন্য বিষাক্ততা এবং পচনশীল ক্ষত চিকিৎসায় ইহার কথা যেন ভুলিয়া না যাই।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ গণ্ডমালা, গলক্ষত, ক্যানসার, পচনশীল ক্ষত, অস্থিপীড়া, আঙ্গুলহাড়া, এবং অন্যান্য ক্ষত রোগে ব্যবহৃত হয়।

মুখের ক্ষত ও ক্যান্‌সার রোগীর নিম্ন হনুতে ক্ষত হইয়া যদি গলার গ্রন্থিগুলি পাকে, নিম্নদিকের ওষ্ঠ হইতে রক্ত পড়ে তাহা হইলে এই ঔষধ থুজা ও কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো তুল্য ঔষধ। ক্যান্‌সার-সদৃশ-ক্ষত ওষ্ঠে আরম্ভ হইয়া উহা মুখের ভিতর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, এমন কি কোন কোন রোগীর নাসিকার কাছ পর্য্যন্ত কর্কটিয়া ক্ষত পরিচালিত হয়। রোগীর দাঁতের মাড়ী হইতে সহজে রক্ত পড়ে, দাঁত হইতে মাড়ী খসিয়া পড়ে এবং আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠে। তাহার দাঁতের গোড়া হইতে অতি সহজেই রক্ত ও পুঁজ পড়ে (মার্ক কর, কষ্টিকাম, ক্রিয়োজোট, স্ট্যাফি)।

বিসর্প হইয়া মুখের হাড়ের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া জ্বালা করে এবং থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত হয়। ডানদিকের কাঁধের উপর বসর্পের ফলে ঘন চটা জন্মায় ও উহাতে

অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, অতিরিক্ত চুলকায়, জ্বালা করে। স্ত্রীলোকদিগের নিম্নাঙ্গে বিসর্প হইবার ফলে দীর্ঘকাল ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

গলার ক্ষত :—রোগীর জিহ্বার মূলে প্রদাহ হইয়া আক্রান্ত স্থান নীরস হয়, কিন্তু রোগী শুষ্কতা অনুভব করে না। প্রায় রোজই সকালবেলা স্বাদহীন আঠা আঠা গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। তাহার গলার ভিতর সামান্য বায়ু ঢুকিলেই গলার ভিতর ক্ষত জন্মে। ক্ষত হইয়া বা প্রদাহ হইয়া রোগীর কণ্ঠমধ্য শুষ্ক হইয়া যায়, এই শুষ্কভাব দূর করিবার আশায় সে অনবরত ঢোক গিলিতে থাকে। ঘুমের পর সে তাহার মুখের শুষ্কতা বেশী অনুভব করে। গলগণ্ড রোগের সহিত উদরাময় থাকিলে এই ঔষধ থারইডিনাম তুল্য ঔষধ।

অপরাপর রোগ :—গণ্ডমালাদোষ হেতু পৃষ্ঠে ক্ষত জন্মিলে; শীতল বায়ু লাগিয়া তাহার মণিবন্ধ ও কব্জিতে অত্যন্ত বেদনা হইলে এত ব্যথা অনুভব করে যেন মচ্‌কাইয়া গিয়াছে।

উপদংশ বিষজনিত পদক্ষতে যখন পা ফুলিয়া উঠে এবং ফুলায় টোল না পড়ে তখন ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

রোগীর শরীরে কোন প্রকার উদ্ভেদ বাহির হয় না অথচ তাহার সর্ব্বশরীর অত্যন্ত চুলকায়, **ডলিকোসেও** এই লক্ষণ আছে।

ধবল রোগে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। পারদ বা উপদংশ রোগের ফলে যে সকল ক্ষত জন্মে এবং ক্ষত জন্মিবার ফলে আক্রান্ত অংশ শোথের ন্যায় ফুলিয়া উঠে কিন্তু টোল পড়ে না, তথায় ইহা ব্যবহার্য্য। সর্দ্দি ও কফের পীড়ায় ইহার কার্য্যকারিতা অত্যধিক, তবে ইহার সহিত রোগীর অতিশয় **শীতকাতরতা** থাকা চাই।

শক্তি :—১x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

সিয়ানোথাস-অ্যামেরিকেনাস্ (Ceanothus Americanus)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম রেড্ রুট বা রক্তমূল। আমেরিকায় নিউর্জার্সি দেশীয় চা হইতে ইহার উদ্ভব। এই জাতীয় গাছের সরস পত্রের রস হইতে মাদার-টিংচার বা মূল অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—কেহ কেহ এই ঔষধকে **প্লীহার** একমাত্র ঔষধ বলিয়া ব্যক্ত করেন। এই ঔষধ প্লীহার একটী উত্তম ঔষধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু একমাত্র ঔষধ আখ্যা দেওয়া চলে না, কেননা লক্ষণানুসারে প্লীহার জন্য আরও অনেক ঔষধ আছে। সিয়ানোথাস ম্যালেরিয়া জ্বর ও কুইনাইনের অপব্যবহারের ফলে যাহাদের প্লীহা বর্দ্ধিত হয় তাহাদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। প্লীহা যত বড় হউক না কেন, যদি প্লীহার মধ্যে বেদনা থাকে, সেই বেদনার ফলে সমস্ত বাম দিকটা বেদনাক্রান্ত হয়, প্রবল বমন, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, কাসিতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ঘর্ম্মও অত্যধিক; সময় সময় যকৃতপ্রদেশে বেদনা থাকে। রোগী বাম পাশ চাপিয়া শুইতে না পারে তবে সিয়ানোথাসই একমাত্র ঔষধ। মনে থাকে যেন সিয়ানোথাস বাম পাশের রোগেই বেশী উপযোগী। প্লীহা যত বড় ও তত শক্ত, প্লীহার ভিতর বেদনা ও কামড়ানি তদনুপাতে বেশী থাকিলে ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিধিসম্মত।

অনেক চিকিৎসক মনে করেন প্লীহার জন্য সিয়ানোথাস ব্যতিরেকে আর কোন ঔষধ নাই। তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন—বাংলা দেশের প্রতি পল্লী, প্রতি সহর বন্দর আজ ম্যালেরিয়ার বিধ্বস্ত। শতকরা ৪০।৪৫ জন পল্লীবাসীর আজ পেট-জোড়া প্লীহা; যদি সত্যসত্যই সিয়ানোথাস অমোঘ ঔষধ হইত তবে পল্লীবাসী বাঙ্গালী আজ এরূপ যত্নের সহিত প্লীহা পুষিত না। জগতে "অমোঘ ঔষধ" কিছুই নাই।

ইউক্যালিপ্‌টাসও প্লীহার একটী উত্তম ঔষধ। ইহার প্লীহা প্রথমে বড় হয় তারপর বেদনা দেখা যায়। বেদনা এত বেশী যে রোগী তাহার প্লীহার স্থানে হাত পর্য্যন্ত ছোঁয়াইতে দেয় না। আস্তে আস্তে প্লীহা অত্যন্ত শক্ত হয় ও ইহার উপরের দিকটা থোবার ন্যায় হয় সেই সঙ্গে রোগীর সদাসর্ব্বদা মাথা ঘুরুনি আছে—ক্লান্তিভাব অত্যধিক। প্লীহার ভিতর যেন কেহ সূঁচ ফোটাইয়া দিতেছে। প্লীহার সহিত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় অথবা দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ নিঃসরণের সহিত—কোনরূপ ক্ষত থাকে তবে ইহাই ঔষধ। ইউক্যালিপটাসে প্লীহা রোগের সহিত **উদরাময়ই** সাধারণতঃ দেখা যায় এবং সিয়ানোথাসে প্লীহার সহিত **কোষ্ঠকাঠিন্য** বিদ্যমান থাকে। ইউক্যালিপ্টাসে জ্বর, মাথা ঘোরা, মাথার যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকে কিন্তু সিয়ানোথাসে ঐ সকল লক্ষণ থাকে না। এই ঔষধ সাধারণতঃ যখন অপর ঔষধ দ্বারা জ্বর বা অপরাপর উপসর্গ কমিয়া যায় তখন ব্যবহার্য্য। প্লীহা যত শক্ত হইবে ও বড় হইবে সিয়ানোথাস তত ফলপ্রদ হইবে। **চেলিডোনিয়াম ও লাইকো** যেমন ডানদিকের পীড়ায় উত্তম ঔষধ সেইরূপ সিয়ানোথাস বামদিকের পীড়ার কার্য্যকরী ঔষধ। প্লীহার বেদনার জন্য রোগী বাম দিকে শুইতে পারে না।

সিয়ানোথাস যেমন প্লীহার উত্তম ঔষধ সেইরূপ ইহা **স্ত্রীরোগেও** কার্য্যকরী ঔষধ। স্ত্রীলোকগণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ দিন পূর্ব্বে ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় এবং ঐ স্রাব প্রচুর পরিমাণেই হইয়া থাকে। ইহার প্রদর স্রাব হলুদবর্ণের; প্রদর স্রাবের সহিত বামদিকের কুক্ষিদেশে অত্যন্ত বেদনা, ঐ বেদনা এত অধিক যে সে বামদিক ফিরিয়া শুইতে পারে না। রোগিণীর শীত অত্যন্ত সে শীতে অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে।

সিড্রন, অ্যাগারি, চায়না, নেট্রাম-মিউর প্রভৃতি ঔষধ ইহার সমতুল্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x, ৩x, ৬x।

বাহ্য প্রয়োগেও ইহার মূল অরিষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্রষ্টব্য :—প্লীহা খুব বড় হইলে লাল করমচা পাতা কয়েকটা ও কয়েকটা গোল মরিচ একত্রে বাটিয়া প্লীহা স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

সিম্ফোরিকার্পাস (Symphoricarpus Racemosa) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সিম্ফোরিকার্পাস রেসিমোসা। ইহা একজাতীয় গাছ। এই গাছের সুপক্ক ছোট ছোট ফল হইতে মূল অরিষ্ট তৈরী হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—গর্ভবতী রমণীদিগের গর্ভাবস্থায় গা বমি-বমি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। সময় সময় এত সাংঘাতিক রকমের বমি ও গা-বমি-বমি আরম্ভ হয় যে রোগিণী রক্ত বমন করিতে থাকে। খাদ্যদ্রব্যের নামে অথবা খাদ্যের চিন্তায় তাহার অত্যধিক গা-বমি-বমির আবির্ভাব হয়।

শক্তি :—২x, ৩, ৬ শক্তি।

সিম্ফাইটাম্ (Symphytum) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সিম্ফাইটাম অফিসিনেলি, নিটিং হার্ব প্রভৃতি। ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ-বিশেষ, ইহাকে বাৎসরিক উদ্ভিদ আখ্যা দেওয়া হয়। ইহার পুষ্পোদ্গম হইবার পূর্ব্বে ইহার তাজা মূল কুট্টিত করিয়া সুরাসার সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—কোন আঘাত লাগিয়া, অস্থিবেষ্ট বিদ্ধ হইয়া বা অস্থি ভেদ করিয়া তথায় ক্ষত ও হুল ফোটানবৎ ব্যথা হইলে, অস্থি শীঘ্র যেখানে জুড়িয়া যায় না বা জুড়িতে বিলম্ব লাগে তথায় (ক্যাল্কেরিয়া-ফস), ভগ্ন অস্থি অস্ত্র করিয়া ফেলিয়া দিলে এবং অস্ত্র করার জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষত ও ব্যথা হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

চক্ষুতারকায় আঘাত লাগিয়া অর্থাৎ ঘুসি বা অন্য কোন শক্ত দ্রব্যের ঘা লাগিলে সিম্ফাইটাম্ অন্যান্য ঔষধ হইতে ফলপ্রদ। আঘাত লাগিবার পর যদি আর্ণিকা সেবনেও আক্রান্ত স্থানে পিনবিদ্ধবৎ বেদনা এবং অস্থিবেষ্টের ক্ষতান্বিত ভাব থাকে তাহা হইলে এই ঔষধ দ্বারা অতি সহজেই আরোগ্য লাভ হয়।

নিম্নে আঘাতাদির জন্য কয়েকটী ঔষধ দেওয়া গেল। থ্যাৎলান আঘাত লাগিবার জন্য **আর্ণিকা**, আঘাতের ফলে কোন অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলে **ক্যালেণ্ডুলা**; মচ্‌কান আঘাতে **রাস্-টক্স**, স্নায়ুর আঘাতে **হাইপারিকাম্**; তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে, যথা—ক্ষুর, ধারাল ছুরি, ব্লেড ইত্যাদিতে কাটিয়া গেলে **ষ্ট্যাফিসে**, হাত ও পায়ের তলায় কাটা, পেরেক ফুটিলে বা ইঁদুর বিড়ালে কামড়াইয়া দিলে **লেডাম** কার্য্যকরী, কোনরূপ আঘাত লাগা বা ছড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি আক্রান্ত স্থানে কালশিরা পড়ে তাহাতে **লেডাম** একমাত্র ঔষধ; অস্থিবেষ্ট বা অস্থি-আবরণে আঘাত লাগিলে **রুটা**, জননাঙ্গ ও মলদ্বার মধ্যবর্ত্তী স্থানে, অস্থিতে আঘাত লাগিয়া যদি অস্থি ভগ্ন হইয়া যায়, সেই ভগ্ন অস্থিকে জুড়িতে **সিম্ফাইটাম্** অদ্বিতীয় ঔষধ। যেমন সিম্ফাইটাম্ উপযোগী, সেইরূপ **ক্যাল্কে-ফসও** বিশেষ উপযোগী। চক্ষুতে ঘুসি বা আঘাত লাগিয়া চোখে কালশিরা পড়িলে **লেডাম** সর্ব্বোচ্চ ঔষধ, কিন্তু যদি ঐ সঙ্গে চোখের তারায় অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে তবে **সিম্ফাইটাম্** ব্যবহার্য্য।

যে কোন প্রকার ক্ষতের উপর বিশেষতঃ আঘাতাদির ফলে যদি ঝিল্লীনাশ সংঘটিত হয় তাহা হইলে ক্ষতের উপর **আবরক ঝিল্লী** তৈরী করিতে ইহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, সেইজন্য **পাকাশয় ও অন্ত্রের ক্ষতে সিম্ফাইটাম** প্রয়োগে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

সম্বন্ধ ঃ—সিম্ফাইটাম্‌ অস্থিভঙ্গে—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্‌ তুল্য; আঘাতে—আর্ণিকা, ক্যালেণ্ডুলা, লেডাম তুল্য।

শক্তি ঃ—ইহার মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ১২, ৩০ শক্তি। বাহ্য প্রয়োগের জন্য ইহার মূল অরিষ্ট বা সিম্ফাইটাম লিনিমেণ্ট ব্যবহার্য্য।

সিড্রণ (Cedron)।

পরিচয় ঃ—ইহা এক জাতীয় তুঁতে বৃক্ষ। এই বৃক্ষের শুষ্ক বীজ হইতে অর্থাৎ ইহার শুষ্ক বীজচূর্ণ সুরাসারে মিশাইয়া মূল অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল ঃ—সবিরাম জ্বর, স্নায়ুশূল, মূর্চ্ছাবায়ু, শিরঃপীড়া, মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা আবরণের প্রদাহ, তাণ্ডব, সঙ্গমের পরবর্ত্তী উপসর্গ, মৃগী, সর্প দংশন, দন্তশূল প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল ঃ—সবিরাম জ্বর ও স্নায়ুশূল যদি **একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে** ঘড়িধরাভাবে উপস্থিত হয় তবে ইহা দ্বারা কার্য্য পাওয়া যায়।

এই ঔষধের পরীক্ষা প্রথম **ডাঃ ক্যাসানোভা** করেন, তারপর প্যারিসের শিশু-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ **ডাঃ টেষ্টি** ইহার পরীক্ষা করেন। ডাঃ ক্যাসানোভা এই ঔষধ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী করিতে ও ইহার ৩x চূর্ণ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়ায় সুরাসারে ভিজাইয়া মূল অরিষ্ট প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সিড্রণ **সর্প দংশনের** একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমেরিকা অঞ্চলে **সর্প দংশনের উত্তম ঔষধরূপে সিড্রণ** বহু যুগ যুগান্তর হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ম্যালেরিয়া বা সবিরাম জ্বর ঃ—জ্বর যেখানে **ঘড়িধরাভাবে** উপস্থিত হয় সেখানে সিড্রণ ও **অ্যারেনিয়া-ডায়োডেমা** উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেবল জ্বরের বেলাই এইরূপ ঘড়িধরাভাব থাকে না, অন্যান্য পীড়ার বেলায়ও যখন ঘড়িধরাভাব থাকে তখন এই ঔষধ ফলপ্রদ। এই দুই জাতীয় ঔষধে তরুণ ও পুরাতন উভয় জাতীয় জ্বরই আছে, দুই ঔষধই গ্রীষ্মপ্রধান জলা ও স্যাঁৎসেঁতে নিম্নভূমিজ জ্বরের জন্য উপযোগী। ইহাদের পার্থক্য এই,—**অ্যারেনিয়া** রোগী গ্রীষ্মকালে বেশ ভালই থাকে, তবে যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় বা শীত দেখা দেয় রোগীর অমনি জ্বর হইবে। আমাদের এই বাংলাদেশের পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে যদি জ্বর ঘড়িধরাভাবে ঠিক একই সময় উপস্থিত হয় তবে সিড্রণ উপযোগী। অ্যারেনিয়া রোগীর সদা সর্ব্বদা শীতভাব অত্যধিক, সিড্রণে বিশেষ শীত থাকে না। অ্যারেনিয়ায় উত্তাপভাব বিশেষ থাকে না, অনবরত শীত-শীতভাবই দেখা যায়, সেইজন্য রোগী গাত্রবস্ত্র খুলিতে চায় না, সিড্রণ রোগী নড়াচড়া করিলে তাহার শীত বাড়ে, সে গরম ঘরে বা গরম জল পান করিলে আরাম বোধ করে।

সিড্রণের জ্বর প্রত্যহ ঠিক রাত্রি তিনটায় বা বেলা ৩টায় আসিবে, জ্বরের পূর্ব্বে তাহার মানসিক অবসাদ বা উত্তেজনা প্রকাশ পায়। শীতাবস্থায় তাহার নাকের ডগাটা বড়ই ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

উত্তাপাবস্থায় গরম জলপান করিবার আকাঙ্ক্ষা। গরম জল বা পানীয় ব্যতিরেকে অন্য কিছু পছন্দ করে না। রোগী এই সময় তাহার পা দুইখানি অসাড় নিষ্ক্রিয় এবং দীর্ঘতবৎ বোধ করে। ঘর্ম্ম ইহার প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয়—ঘর্ম্মাবস্থায় তাহার পিপাসাও বেশী থাকে। অত্যন্ত জ্বরের পর প্রচুর ঘর্ম্ম হওয়া ইহার বিশিষ্টতা, ঘর্ম্ম হইবার সময় তাহার বুক ধড়ফড় করে, জোরে জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে প্রস্রাব অত্যন্ত কম হয় এবং প্রস্রাবের বর্ণ লাল হইয়া থাকে।

স্নায়ুশূলঃ—সিড্রণ নানাজাতীয় স্নায়ুশূলের উত্তম ঔষধ; ইহার শূলবেদনা ঠিক ঘড়িধরাভাবে একই সময় উপস্থিত হয়। চক্ষুর স্নায়ুশূলে এই ঔষধ স্পাইজিলিয়ার তুল্য। স্পাইজিলিয়ার শূলবেদনা বামদিক হইতে আরম্ভ হয় সিড্রনেরও তাহাই তবে ইহার শূলবেদনা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয় এবং সাধারণতঃ ইহার স্নায়ুশূল ম্যালেরিয়া জ্বরের পরই বেশী দেখা যায়। চক্ষুর স্নায়ুশূল প্রত্যহ বেলা ৯টার সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার অক্ষি গোলকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা—এমন কি ঐ যন্ত্রণা নাসিকা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে, রোগী সকল বস্তুই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখে অথবা সকল বস্তুই লালবর্ণের মনে করে।

সিড্রণ মুখের পুরাতন স্নায়ুশূলের পীড়ায়ও কার্য্যকরী ঔষধ। এই জাতীয় শূলের বেদনা প্রত্যহ ঠিক ৭টা হইতে ৮টার ভিতর উপস্থিত হইবে এবং বেদনা প্রায় ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিবে। স্নায়ুশূলের জন্য **ম্যাগ-ফস**ও উত্তম ঔষধ; ইহার স্নায়ুশূলের বেদনা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায় (বেল্); বেদনার সময় গরম সেক লাগাইলে এই আক্রান্ত স্থান চাপিয়া থাকিলে উপশম বোধ।

সিড্রণ রোগীর **জিহ্বার** অগ্রভাগ পর্য্যন্ত হলুদবর্ণের লেপাবৃত। সকাল বেলা জিহ্বায় কুটকুট করে ঐ কুটকুটানি কিছু খাইবার পর কমিয়া যায়। **হেলিবোরাস** রোগীর জিহ্বাও কুটকুট করে জলের কুলি করিলে কমিয়া যায়। **স্যাঙ্গুইনেরিয়া** – জিহ্বা ও তালুমূলে কুটকুট করে এবং **টিলিয়া** রোগীর সমস্ত জিহ্বার উপরের দিকটায় কুটকুট করে। সিড্রন রোগীর জিহ্বা ও মুখ মধ্য অত্যন্ত শুকাইয়া যায় সেইজন্য কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ; শুষ্কতা বোধের জন্য সে অনবরত জলপান করে।

বাতের বেদনা প্রত্যহ রাত্রি ১০টার সময় উপস্থিত হয়; প্রত্যেক সন্ধিতে তীব্র বাতের বেদনা এবং হাতে কনুই ও ডাণদিকের বাহুর নিম্নার্দ্ধে আঘাতবৎ বেদনা অনুভব, তাহার সমস্ত ডাণদিকের হাতখানা অসাড় ও নিষ্ক্রিয় হইবার জন্য রোগী কোন কলম ধরিতে পারে না।

স্ত্রীরোগঃ--ঋতুর সময় রোগিণীর মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক বোধ, অত্যধিক পিপাসা, পিপাসায় প্রচুর পরিমাণে জলপান করে। ঋতুস্রাবের সময় বা তাহার পূর্ব্বে রোগিণীর মৃগীর ন্যায় ফিট্ হয় এমন কি ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং প্রতি মাসে ঋতুর পাঁচ বা ছয় দিবস পূর্ব্বে নিয়মিতভাবে প্রদরস্রাব উপস্থিত হয়, ঋতুর পরে মুখে প্রচুর পরিমাণে লালা জমা ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ।

সিড্রন যে সকল রমণীর প্রায় প্রতিবারেই **গর্ভপাত** হয় তাহাদের গর্ভপাত নিবারণের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার রোগিণীর প্রত্যেক বারই ঠিক **একই** মাসে গর্ভপাত হয়—বিশেষতঃ যে সকল রমণী ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন করে তাহাদের গর্ভপাতে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

শক্তিঃ—মূল অরিষ্ট ৩x, ৩, ৬, ৩০ এবং ২০০ শক্তিও ব্যবহৃত হয় পুরাতন রোগে ইহার উচ্চ শক্তিই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সেংক্রিস-কণ্টরট্রিক্স (Cenchris Contortrix.)

পরিচয় :—এই ঔষধ আমেরিকার এক জাতীয় সর্পের বিষ হইতে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি বা প্রণালী অনুসারে তৈরী।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ অন্ধত্ব, চক্ষু স্ফীতি, হৃদযন্ত্রের পীড়া, প্রদর, রক্তাধিক্য, ডিম্বকোষের বেদনা, যোনিদ্বারে উদ্ভেদ, শির:পীড়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল পীড়ায় নিম্নলিখিত লক্ষণাবলী থাকিলে ইহা উপযোগী।

ডাঃ ক্লার্ক বলেন অন্যান্য সর্প-বিষে যে সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ইহাতেও সেই লক্ষণ পাওয়া যায়। সেংক্রিস স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার রোগে, শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহাদিতে এবং উদরাময়ে সেব্য। বক্ষঃস্থলের ডানদিক, জননেন্দ্রিয়ের বাম পার্শ্ব, বেশী আক্রান্ত হয়। রোগী কাসিতে কাসিতে প্রস্রাব করিয়া ফেলে; নিদ্রা আসিলে তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয় সুতরাং ল্যাকেসিস রোগীর ন্যায় সে ঘুমের নামে ভীত হইয়া পড়ে। কাসি শুষ্ক, বেলা ২টার সময় তাহার কাসি আরম্ভ হইয়া উহা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে। কাসির সময় তাহার অত্যন্ত অস্থিরতা ও শ্বাসবন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী কারণ শ্বাসকষ্টের সহিত খুব দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন হইতে থাকে। প্রদর স্রাব পীতবর্ণের হয়, তাহার ডানদিকের ডিম্বাধার মধ্যে প্রবল ব্যাথা, ঋতুর সময় যদি রোগিণী বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার কোমরে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করে, সেইজন্য সে বসিয়া থাকিতে পারে না, শয়ন করিতে বাধ্য হয়। তাহার যোনির বহির্দ্দেশে ও মলদ্বারে এত দপ্‌দপানি ব্যথা যে রোগিণী ঘুমাইতে পারে না।

ইহা হৃদযন্ত্রের নানাবিধ বিকৃতির জন্যও উত্তম কার্য্যকরী ঔষধ। পীড়িত ব্যক্তির এত জোরে জোরে বুক ধড়ফড় করিতে থাকে যে বুকের ভিতর হুহু করিতে থাকে, রোগী মনে করে তাহার সমস্ত বক্ষঃস্থল প্রসারিত হইতেছে, ভাইপেরায়ও এইরূপ লক্ষণ আছে। সেই সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডে অত্যন্ত বেদনা যেন তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের শিখরে কেহ সূঁচ ফোটাইয়া দিতেছে।

ইহার রোগী আচ্ছন্ন-ভাবে অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। তাহার মানসিক উদ্বেগ অত্যন্ত, রোগিণী সর্ব্বদা মনে করে যেন তাহার হঠাৎ মৃত্যু হইবে। তাহার হর্ষ ও বিষাদ পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে এরূপ ভাব। রাত্রে ঘুমের ভিতর কামোত্তেজক স্বপ্ন বেশী দেখে। রোগিণীর ভ্রূ ও চক্ষুর মধ্যস্থল ফুলিয়া উঠে যেন চক্ষের উপর একটী জলের থলী ঝুলিতেছে। **কেলি-কার্ব্ব** রোগীর চক্ষের **উপর পাতা** ফুলিয়া একটী জলপূর্ণ থলির আকার ধারণ করে, **এপিসের** হয় **নীচের পাতা**। ইহার **প্রাতঃকালীন উদরাময়** জলবৎ ও কাল। সকাল-বেলা এত জোরে বাহ্যের বেগ হয় যে পায়খানায় ছুটিয়া যাইতে হয়। **রাত্রে বিছানায়** শুইবামাত্র প্রস্রাবের বেগ আসে, বেগের জন্য তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রস্রাব করিতে যায় কিন্তু প্রস্রাব হয় ফোঁটা ফোঁটা। দিনের বেলা তাহার গলার বেদনা, মনে হয় যেন কেহ তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে, সে যদি গলায় কাপড় দিয়া রাখে তবে শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, **ল্যাকেসিস** রোগী, গলা সর্ব্বদাই খোলা রাখে।

ইহার লক্ষণাবলী বহু ক্ষেত্রেই ল্যাকেসিসের তুল্য, তবে ইহার **ডানদিকের ডিম্বাধার** আক্রান্ত হয়, ল্যাকেসিসের হয় **বামদিকের**।

শক্তি :—৬x, ১২x, ৩০, ২০০ শক্তি।

সেণ্টরিয়া-টাগানা (Centaurea Tagana)

ব্যবহারস্থল :—ডাঃ ক্লার্ক বলেন, সর্দ্দি, কলেরা, চক্ষুর প্রদাহ, জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সবিরাম জ্বর প্রভৃতি রোগে ইহা ফলপ্রদ।

শক্তি :—নিম্নক্রম।

সেনা (Senna)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ক্যাসিয়া-ল্যান্সিওলেটা। ইহা আমাদের দেশীয় সোনামুখীর শুষ্ক পাতা, সাধারণ ভাবে কুটিত করিয়া সুরাসার যোগে বা বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়। সোনামুখীর পাতা আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ও বঙ্গদেশে গার্হস্থ্য চিকিৎসায় জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হইবার প্রচলন আছে, তবে আমরা হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে এই ঔষধ অতিরিক্ত শারীরিক দুর্ব্বলতায় ব্যবহার করিয়া থাকি। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এই ঔষধ কষায়, তিক্ত রস, উষ্ণ বীর্য্য, বিরেচক, শুক্রবর্দ্ধক হিসাবে এবং বায়ুরোগ, বাত-রক্ত, শোথ ও প্রমেহ রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করেন।

ব্যবহারস্থল :—দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা, অনিদ্রা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। **ডাঃ ফ্যারিংটন** বলেন, কোন কঠিন রোগের পর রোগী যখন অত্যন্ত দুর্ব্বল, অবসন্ন ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে, প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে রেণুবৎ (urates) পদার্থ নির্গত হয় তখন ইহা কষ্টিকাম, কেলি-কর্ব্বি, কার্ব্বসবার্ড সমতুল্য ঔষধ। ভয়ানক দুর্ব্বলতা, অবসাদ ও কৃশতা সেনার প্রধান লক্ষণ।

যে সকল যুবক যুবতী এককালে বেশ স্বাস্থ্যবান ও মোটাসোটা ছিল তাহারা যদি ক্রমান্বয় শুকাইতে থাকে এবং শুকাইতে শুকাইতে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়ে তখন **সেনা** বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। সেনা বলিলে কেহ সিনা মনে না করেন, সেনা ও সিনার ভিতর আকাশ পাতাল পার্থক্য।

বহুমূত্র রোগে যদি রোগী অত্যন্ত শুকাইয়া যায় তাহা হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য। উদরাময়ে ভুগিয়া ভুগিয়া যদি পূর্ণবয়স্ক যুবকগণ বা শিশু অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়ে, সেই ক্ষেত্রেও সেনা ব্যবহার্য্য। উদরাময়ে পেটে বায়ু জমে, পেট ব্যথা করিয়া পাতলা ও হলুদবর্ণের বাহ্যে করে। **ডাঃ ক্লার্ক** বলেন, খাইবার পরেই পাকাশয়ে "শূন্যবোধ" দেহ জীর্ণ-শীর্ণ, মল কঠিন ও কালচে, এই অবস্থায় **সেনা** বলকারক টনিকের কার্য্য করে।

সেনা রোগীর বারংবার অপরিমিত হাঁচি হয়। অতিরিক্ত হাঁচি হইবার ফলে তাহার হাত দুইখানি উত্তপ্ত হয় এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ও হাঁপাইতে থাকে। সেনার রোগী মনে করে তাহার 'বাহ্যে কখনও পরিষ্কার বা খোলসা হইল না'।

শক্তি :—এই ঔষধের সাধারণতঃ নিম্নশক্তিই বেশী কার্য্যকরী।

সেনেগা (Senega)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্নেক রুট বা সেনেকা। এই জাতীয় গাছের শুষ্ক মূল কাটিয়া সুরাসারে ভিজাইয়া মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—হাঁপানি, ফুসফুস প্রদাহ, বায়ুনলী প্রদাহ, যক্ষ্মা, হুপিং কাসি, হাঁচি, অঞ্জনী, ক্ষীণদৃষ্টি, চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা, চক্ষুতে জল সঞ্চয়, চোখের তারা-প্রদাহ, উদরী প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—বক্ষঃগহ্বর, চক্ষু ও মূত্রাশয়ের পীড়াতেই বেশী ব্যবহৃত হয়। বায়ু ও শ্বাসনলীর সর্দ্দিরোগে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ স্বরনলী ও বায়ুনলীর ভিতর শ্লেষ্মা জমায় উপযোগী।

চক্ষুরোগের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। রোগী তাহার চক্ষুগোলকের উপরে অনবরত ব্যথা অনুভব করে। কোন দ্রব্যের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে চক্ষু নাচিতে থাকে এবং চোখে জল আসে, কিছু পড়িবার সময়ও চক্ষুতে জল আসে, কেবলই চোখ মুছিতে হয়। বৈকাল বেলা যখন সূর্য্যাস্ত হইতে থাকে তখন সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে মনে হয় যেন আর "একটী সূর্য্য" সূর্য্যের নীচে উদয় হইয়াছে" অর্থাৎ রোগী একটী জিনিসকে দুইটী দেখে। ছানি তুলিবার পর যে সকল অক্ষিমুকুর-অংশ (Fragment of lens) চক্ষু মধ্যে থাকিয়া যায়, সেই সকল পদার্থ শোষণ করিতে সেনেগার প্রয়োজন হয়। গণ্ডমালা-দোষযুক্ত বা শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তিদিগের চক্ষুর সম্মুখাগারের ভিতর পুঁজ জন্মিয়া শ্লেষ্মাগুলি ঝুলিতে থাকিলে, সময় সময় চক্ষুর পাতা এমন ভাবে জুড়িয়া যায় যে জলে না ভিজাইলে উহা খুলা যায় না ; এই অবস্থায় সেনেগা উপযোগী।

শ্বাস যন্ত্রের পীড়া :—শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার ক্রিয়া সমধিক। শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় এই ঔষধ **রাস্‌-টক্স ও ব্রাইয়োনিয়ার** মধ্যবর্ত্তী ঔষধ। সেনেগার কাসি প্রায় অনেক স্থলেই ব্রাইয়োনিয়ার ন্যায় দেখা যায়, কিন্তু ইহার উপশম বিশ্রামে হয় না, উপশম হয় রাস্‌-টক্সের ন্যায় সঞ্চালনে। **ডাঃ ফারেন্সি** বলেন,—বৃদ্ধদিগের **নিউমোনিয়া ও প্লুরিসি** রোগেই সেনেগা অধিক ব্যবহৃত হয়। রোগীর বুকে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে, শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় ও কাসিবার সময় বুকের ভিতর **অ্যান্টিম-টার্টের** রোগীর ন্যায় ঘড় ঘড় শব্দ হয়, গলার ভিতর সাঁই সাঁই করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদনে অত্যন্ত কষ্ট হয়, জ্বালা করে। রোগীর শ্বাসনলীতে প্রচুর শ্লেষ্মা জমিয়া থাকা সত্ত্বেও গয়ার সহজে উঠে না, অনেকক্ষণ কাসিবার পর তবে কিছু কিছু গয়ার উঠে। রোগীর যেমন শ্বাসকষ্ট সেইরূপ বুকে বেদনা। সেনেগা রোগীর বুকের বেদনা এত বেশী যে হাঁচিলে, কাসিলে এমন কি হাত দিয়া সামান্য একটু স্পর্শ করিলেই ভীষণ কষ্ট হয়।

প্লুরিসি :—ফুস্‌ফুস্‌ আবরণীর বা ফুস্‌ফুসের প্রদাহ হইয়া যদি বুকে জল জমে, বুকে চাপ বোধ ও বেদনা বোধ হয় তবে ইহা ফলপ্রদ।

হুপিং কাসি :—যদি মোটা-সোটা শিথিল মাংসযুক্ত শিশুদিগের হুপিং-কাসি হয়; কাসির বৃদ্ধি যদি সন্ধ্যাবেলা দেখা যায়, বুকের দুই পাশে খুব ব্যথা থাকে তবে ইহাই উপযোগী ঔষধ।

মূত্রথলীর প্রদাহ :—রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ ক্রমাগত কমিতে থাকে। ইহার প্রস্রাব ঘোর ও ফেনা-ফেনা। রোগীর অনবরত প্রস্রাব করিবার তীব্র বেগ, কিন্তু প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে ও পরে মূত্রনলীর ভিতর পুড়িয়া যাইবার ন্যায় অসহ্য দাহন ও জ্বলন।

সেনেগা রোগী সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িবামাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে, অনবরত স্বপ্ন দেখে। অতিরিক্ত বুকের ধড়ফড়ানির জন্য এবং বুকের ভিতর সূচফোঁটানবৎ ব্যথার জন্য তাহার পুনঃ পুনঃ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি। ইহার নিম্নক্রমই সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ডাঃ ন্যাশ, উচ্চশক্তি ব্যবহার করিতে বলেন। ডাঃ ক্লার্ক সর্ব্বদা ৩০ শক্তি ব্যবহার করিতেন।

স্যাবল্-সেরুলেটা (Sabal Serrulata)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সপাল্‌মেটো। ইহা একপ্রকার গাছের ফল। ইহার পাকা ফল এবং বীজ হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—সাধারণ দুর্ব্বলতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা, স্তনের শীর্ণতা ও প্রদাহ, অন্ত্রের প্রদাহ, মূত্রাধারের প্রদাহ, অসাড়ে মূত্রত্যাগ, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থির বৃদ্ধি ও প্রদাহ এবং মূত্রাশয়ের অন্যান্য পীড়া, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিরঃপীড়া, জরায়ুর অর্ব্বুদ, জরায়ু-চ্যুতি হুপিং-কাসি প্রভৃতি।

ক্রিয়াস্থল :—স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু ও ডিম্বকোষ এবং স্তন; পুরুষদিগের মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থি ইহার ক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্র, রোগীর মস্তক, বক্ষঃস্থল, পাকস্থলী, লোমর ইত্যাদির উপরও ইহার ক্রিয়া আছে।

শিরঃপীড়া :—ইহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া দেখা যায়। অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণার সময় রোগীর মাথা ঘুরায় ও চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়। রোগীর মাথার ব্রহ্মতালুতে এবং মাথার ডানদিকের রগের ভিতর ভয়ানক বেদনা হইতে থাকে, ঐ বেদনা ক্রমে অনবরত বেশী হইয়া বেলা ৩টার সময় সাংঘাতিক আকার ধারণ করে এবং তাহার মস্তিষ্ক মধ্যে যেন একটী বন্ধনী ক্রমে ক্রমে আঁটিয়া যাইতেছে এরূপ বোধ হয়।

মূত্রাশয় ও মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি :—রোগী মনে করে তাহার মূত্রাধার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ আছে অথচ প্রস্রাব আরম্ভ করিতে অত্যন্ত কষ্ট, যেন তাহার প্রস্রাবের দ্বার অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে (ষ্ট্যানম); **ডিজিটেলিস**—প্রস্রাব হইবার সামান্য পরেই আবার মূত্রাধার পরিপূর্ণ বোধ। স্যাবাল-সেরুলেটা-রোগী মনে ভাবে তাহার শিশ্নমূল হইতে দুই ইঞ্চি নীচে মূত্রনালীর সঙ্কোচন জন্য মূত্র নির্গমন বন্ধ হইয়া যাইতেছে সেইজন্য তাহার প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, প্রস্রাব করিবার সময় প্রস্রাবদ্বার পুড়িয়া গেলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা বোধ। প্রস্রাবদ্বারের ছিদ্র সামান্য জুড়িয়া থাকে, সুতরাং প্রস্রাব করিবার সময় প্রস্রাব যেন পাক দিয়া নির্গত হয় (কোকা) রোগীকে রাত্রিকালে যদি কয়েকবার প্রস্রাব করিতে উঠান হয় তবে যন্ত্রণার জন্য কখন কখন সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধির জন্য প্রস্রাব করিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়া, সবল ধারে প্রস্রাব না হইয়া পাক দিয়া প্রস্রাব নির্গত হওয়া, প্রস্রাবদ্বারে ও নলীতে কিছু আটকাইয়া আছে এরূপ অনুভূতি প্রভৃতির জন্য স্যাবল-সেরুলেটা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অনেক চিকিৎসক এইরূপ রোগীতে মূত্রযন্ত্রের বলবর্দ্ধক ঔষধ হিসাবে এই ঔষধ ব্যবহার করেন।

পুংজননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—সর্ব্বাঙ্গীন ও স্নায়বিক অবসাদে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাহার কামেচ্ছা বা স্ত্রী-সঙ্গমের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। রোগীর সঙ্গমলিপ্সা খুব প্রবল এবং সে রমণক্রিয়ায় অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করে, ইহার শুক্র বা রেতঃ অত্যন্ত ঘন, উহা অতি ধীরে ধীরে বাহির হয় ও রেতোরজ্জু মধ্যে উত্তাপ অনুভব করে। রোগীর প্রবল লিঙ্গোচ্ছ্বাস, সে মনে করে যে শিশ্ন যেন মূল হইতে বিস্তৃত রহিয়াছে এবং ঈষৎ বক্র হইয়া গিয়াছে, রোগীর অণ্ডকোষ শুকাইয়া যায়। রোগী তাহার বহির্জননেন্দ্রিয়ের ভিতর ঠাণ্ডা অনুভব করে এবং ঐ স্থান হইতে তীব্র বেদনা উপরের দিকে চালিত হয়। রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ ও উত্তেজনাপ্রবণ, কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিলে রোগ-লক্ষণ যেমন বেশী হয়, তেমনই সে অত্যন্ত রাগিয়া যায় (নেট্রাম-মিউর), কোষ্ঠকাঠিন্য ও কোমরের তীব্র বেদনা মূত্রাশয়-মুখশায়িকা-গ্রন্থির বিবৃদ্ধিবশতঃ হইয়া থাকে।

স্ত্রীরোগ :—স্যাবল-সেরুলেটা রোগিণীর দুইদিকের ডিম্বকোষের ভিতরই অত্যন্ত বেদনা, তাহার বামদিকের ডিম্বাধার মধ্যে হুল-ফোটান ব্যথা আবদ্ধ হইয়া পেটের ভিতর পর্য্যন্ত ব্যথান্বিত হয়, যাহার ফলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার ডানদিকের ডিম্বাধারের ভিতর তীব্র যন্ত্রণা ও বেদনা; উহা উরু বাহিয়া নীচের দিকে চলিয়া যায়। জরায়ুর ভিতর ও ডানদিকের ডিম্বাধার মধ্যে হুলফোটানবৎ যন্ত্রণা। সকাল ৫টার সময় ডানদিকের ডিম্বাধার মধ্যে অত্যন্ত হুলফোটান বেদনা হইবার ফলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং বেলা ৩টা হইতে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বামদিকের ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা হইতে থাকে। ইহাতে পর্য্যায়ক্রমে বামদিকের ডিম্বকোষ ও জরায়ুর মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বেদনা আসিতে থাকে ও চলিয়া যাইতে থাকে। ইহার ঋতুস্রাব প্রায়ই ৪ দিন দেরী করিয়া প্রকাশিত হয়। **সিপিয়া** রোগিণীর ৫ দিন পরে হয়। আবার কখন কখনও স্যাবল-সেরুর ঋতুস্রাব ৯ দিন দেরী করিয়া প্রকাশিত হয়। ১০ দিন দেরী করিয়া ঋতু প্রকাশিত হয় ভাইবার্ণাম।

রোগিণীর স্তন-গ্রন্থির নানাবিধ পীড়ায় ইহা উপযোগী। স্তন টিপিলে ব্যথা অনুভব করে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে উহার ভিতর হুলফোটান ব্যথা বোধ করে। স্তন-গ্রন্থিসকল ফুলিয়া উঠে, তাহার বামদিকের বক্ষে অত্যন্ত বেদনা, ঐ বেদনা বামদিকের মধ্যে পরিচালিত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব ৪ মাসকাল ডানদিকের স্তনে হুলফোটানবৎ বেদনা বোধ করিতে থাকে। কোন কোন রোগিণীর দুইটী স্তনই শুকাইয়া যায়।

স্যাবল-সেরুলেটা উপরোক্ত পীড়া ব্যতিরেকে চক্ষুর উপতারকা প্রদাহ, অস্ত্রাবরণী প্রদাহ, সূতিকা জ্বর, জরায়ু প্রদাহ, মলান্ত্র প্রদাহ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ শেষের দুইটী প্রদাহের সহিত মূত্রাশয়-মুখশায়িকার প্রদাহ বা কোনরূপ বিকৃতি থাকে।

ইহা ব্যতিরেকে স্যাবাল-সেরুলেটা পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগের উত্তম ঔষধ, যদি প্রবল কাসির সহিত সাঁই সাঁই শব্দ থাকে, কাসি রাত্রে শুইবার পর হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত থাকে এবং জলীয় হাওয়ায় ও মেঘমুক্ত দিবসে যদি কাসির বৃদ্ধি হয় তবে ইহাই ঔষধ।

সম্বন্ধ :—স্যাবাল-সেরু—ডিম্বাধারে হুলবৎ বেদনায়—এপিস তুল্য; স্তনে বেদনায়—কোনায়াম, ক্যাল্কেরিয়া তুল্য; মুখশায়িকা গ্রন্থির পীড়ায়—ফেরাম, পিক, ক্যাম্মো, আর্জ্জেণ্ট-নাই, চিমাফিলা তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল আরক ও ২x ক্রম।

সিপিয়া (Sepia)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম কটল-ফিস্, সিপিয়া-সাক্কাস, সিপিয়া-অকটোপার্স্। যদিও ইহা ফিস্ বা মাছ কিন্তু মাছের ন্যায় ইহার শরীরে মাংস নাই, ইহার শরীর নরম, জিলেটিনের ন্যায় পদার্থে তৈরী। এই মাছের দুই দিকে দুইখানি পাখা আছে এবং ইহারা লম্বায় ৪।৫ ইঞ্চি হইতে ২ ফিট পর্য্যন্ত। সিপিয়া ফিসের পেটের ভিতর আঙ্গুল প্রমাণ একটী থলিয়া থাকে, ঐ থলির ভিতর কাল কাল পদার্থ পাওয়া যায়, ঐ কাল দ্রব্যটিই হোমিও জগতের অন্যতম স্ত্রীরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ সিপিয়া। কটল-ফিস্ সমুদ্রজাত মাছ। এই মাছকে কোন প্রবল শত্রু তাড়া করিলে সে তাহার থলির কাল পদার্থ জলে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপ নিঃসরণের ফলে জল কাল হইয়া যায় এবং মাছ শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পায়। এই ঔষধ হানেমান নিজে পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এই ঔষধ বিচূর্ণন পদ্ধতি বা অরিষ্ট দুই প্রথায়ই তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মন, জরায়ুর নানাবিধ পীড়া, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, জরায়ু-বিচ্যুতি বা নাভীটলা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, সন্তানবতীদিগের স্তন উদারতা, গর্ভপাতপ্রবণতা, মূর্চ্ছাবায়ু, অর্দ্ধশিরঃশূল, একজিমা, যকৃতের পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, পক্ষাঘাত, সন্ধিবাত, নানা জাতীয় চর্ম্মপীড়া, মুখে হলুদবর্ণের দাগ পড়া, বিবিধ প্রকারের ঋতুর পীড়া, শ্বেতপ্রদর, প্রমেহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া; যকৃৎদ্বারের শিরা, পুংজননেন্দ্রিয়, মূত্রযন্ত্রের ঝিল্লী এবং চর্ম্মের উপরও ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

মন :—সিপিয়ার রোগিণী অত্যন্ত বিমর্ষ ও রোদনপরায়ণা, সামান্য কারণে কাঁদিয়া ফেলে, **পাল্‌সেটিলা** রোগিণী একটুতেই কাঁদে, তবে ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই সিপিয়ায় জরায়ুর নানাবিধ রোগ থাকে এবং তাহার জরায়ু নীচের দিকে আসিয়া পড়িতেছে এরূপ বোধ, পাল্‌সের সেইরূপ থাকে না। সিপিয়া রোগিণীর একাকী থাকিতে ভয়, পুরুষের সঙ্গ খুব পছন্দ করে কিন্তু বেশী পুরুষের সম্মুখে আসিতে ভয় পায়। পাল্‌সে, প্ল্যাটি রোগিণীও পুরুষের সম্মুখে যাইতে ভয় পায় কিন্তু **র‍্যাফেনাস** রোগিণী রমণীর নিকট যাইতে এবং পুরুষ রোগী পুরুষের নিকট যাইতে ভয় পায়।

সিপিয়া রোগিণী সামান্য কারণে রাগিয়া যায়, তাহার রোগ লক্ষণ বা মানসিক লক্ষণ গোলমেলে, উত্তেজনায় এবং বেশী লোকের ভিতর বৃদ্ধি হয়। তাহার স্ফূর্ত্তির অভাব, কোন কার্য্যে মন লাগাইতে পারে না, ভয়ানক উদাসভাব, স্মৃতিশক্তির অভাব, কোন্ জিনিষটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা বিচার করিতে পারে না। **নিজের বিষয়-কার্য্যের উপর ঔদাস্য**। রোগিণী নিজের **স্বামী পুত্রের প্রতিও তাচ্ছিল্য** প্রকাশ করে, এমন কি যাহাদিগকে পূর্ব্বে প্রাণের সহিত ভালবাসিত তাহাদের প্রতিও তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায়। রোগী ও রোগিণী অত্যন্ত কৃপণ (ক্যাল্কে-ফ্লু, লাইকো, পাল্‌সে)। রোগিণী অত্যন্ত অলস, কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যই করিতে চায় না (অ্যানাকা, নাক্স, ফস্, চায়না), কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইবে এরূপ চিন্তা করিলেও তাহার ভয়ের সঞ্চার হয়। রোগিণী বিনা কারণে উচ্চহাস্য করে অথবা চীৎকার করিয়া কান্নাকাটি করে; **ইগ্নেসিয়া** রোগিণীও কখন হাসে, কখনও কাঁদে, আবার কখনও ভীষণ ভাবে রাগিয়া যায়, ইগ্নেসিয়ার রোগিণীর মূর্চ্ছাভাবটা বেশী আর সিপিয়ার জরায়ুর পীড়াই প্রধান। ইহা ব্যতিরেকে সিপিয়া রোগিণীর মুখের উপর বা শরীরের স্থানে স্থানে হলুদবর্ণের দাগ

পড়ে এবং তাহার **নাকের উপর** একটী সরু হলুদবর্ণের রেখা পড়ে। রোগিণী নিজের স্বাস্থ্যের চিন্তায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়ে, যখন শরীর অতিরিক্ত খারাপ হয়, তখন আত্মহত্যার ইচ্ছাও মনে জাগে। **অরামের রোগিণী** আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, কোনরূপ বাধা না পাইলে আত্মহত্যা করিয়া বসে, সিপিয়া রোগিণীর আত্মহত্যার প্রবৃত্তি তত দূর হয় না, যতটা অরামের আছে। অরাম প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে পারদের অপব্যবহার এবং উপদংশের ইতিহাস আছে কিনা দেখিবে, আর সিপিয়া প্রয়োগের পূর্ব্বে জরায়ুর নানাবিধ বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিবে। **আর্সেনিকেও** আত্মহত্যার ইচ্ছা আছে, ইহার আত্মহত্যার ইচ্ছা, অতিরিক্ত রোগভোগের পর বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি হয় মাত্র।

গঠন ও স্বভাব :—দৃঢ় তন্তু ও কোমল স্বভাবের স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় উপযোগী। মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে এবং ওষ্ঠদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে হলুদবর্ণের দাগ পড়ে। রোগী ও রোগিণীর নাকে ও মুখমণ্ডলে হলুদবর্ণের রেখা পড়ে, অনেক সময় এই রেখা দেখিয়াই সিপিয়ার রোগিণীকে চেনা যায়, ডাঃ **অ্যালেন** বলেন, রোগিণীর যে জরায়ুর রোগ আছে তাহা এরূপ হলুদবর্ণের দাগ দেখিলেই বুঝা যায়।

সিপিয়া রোগিণীর সংসারের উপর একটা বিতৃষ্ণার ভাব উদিত হয়, স্বামীপুত্র ও নিজের সংসারের প্রতি অযত্ন করে ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

স্ত্রীরোগ :—সিপিয়া পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ইহার বিষক্রিয়ার ফলে জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ জন্মিয়া জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও জরায়ুর নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। রোগিণীর যোনিমধ্যে অত্যন্ত সূঁচফোটান ব্যথা হইয়া উহা উপরের দিকে চলিয়া যায়। জরায়ু পীড়ায় জরায়ু স্থানচ্যুত ও যোনিভ্রংশ হয়। জরায়ুর উপর প্রবল চাপ বোধ করে, এমন কি রোগিণী যদি মনে করে যেন তাহার সমস্ত নাড়ীভুড়ি যোনিপথে বাহির হইয়া পড়িতেছে। আমরা লিলিয়াম-টিগ্রি, মিউরেক্স ও প্ল্যাটিনামে এইরূপ জরায়ু-চ্যুতির সহিত পেটের সমস্ত দ্রব্যের বহিঃনিঃসরণ ভাব দেখিতে পাই। সিপিয়ায় জরায়ু-চ্যুতি যেমন আছে সেইরূপ জরায়ু ঘুরিয়া বাঁকিয়া যাওয়াও আছে। জরায়ুভ্রংশে যখন জরায়ুর নিম্নগামী ভাব দেখা যায় এবং সিপিয়ার পূর্ব্ববর্ণিতরূপ মুখে ও নাকে হলুদবর্ণের দাগ থাকে তখন ইহা বিশেষ উপযোগী। **লিলিয়ামেও** এইরূপ বহিঃনিঃসরণ ভাব আছে তবে লিলিয়াম তরুণ অবস্থায় অর্থাৎ প্রসবের পর জরায়ুর যথারীতি সঙ্কোচন না হইবার ফলে যদি ঐরূপ ভাব হয় এবং রোগিণী যদি ঐরূপ নিম্নগামী ভাবের সময় হস্ত দ্বারা যোনিমুখ চাপিয়া ধরে তবে ইহা ব্যবহার্য্য। সিপিয়া রোগিণী তাহার উরুর উপর উরু রাখিয়া ঐ নিম্নগামী ভাবটাকে রোধ করে। **মিউরেক্স** রোগিণীও পায়ের চাপ দিয়া রোধ করিতে চেষ্টা করে। অপরাপর বক্তব্য, লিলিয়াম ও মিউরেক্স অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সিপিয়ার এইরূপ জরায়ু-চ্যুতির সহিত প্রায়ই শ্বেতপ্রদর থাকে; ইহার স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং হলুদবর্ণের বা সবুজবর্ণের সেই সঙ্গে যোনিমুখে জ্বালাও আছে; জরায়ু-চ্যুতির সহিত তাহার পেটের ভিতর প্রসব-বেদনার ন্যায় হয়, রোগিণী দাঁড়াইলে বা চলিয়া বেড়াইলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি তখন সে মনে করে যেন পেটের ভিতরের সমস্ত পদার্থ যোনিপথে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে এই সময় রোগিণী যদি শুইয়া পড়ে বিশেষতঃ ডানদিক ফিরিয়া শয়ন করে তবে যন্ত্রণার উপশম।

জরায়ুর **শোথরোগেও** সিপিয়া উপযোগী ঔষধ (হেলি, ডিজি, লাইকো), জরায়ুর শোথে, উহা এত ফুলিয়া যায় যে দেখিলে মনে হইবে **আট মাসের পোয়াতি।**

প্রদর:—ইহার প্রদরের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রদরস্রাব হলুদবর্ণের বা দুধের ন্যায় শাদা, কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সবুজবর্ণেরও হইয়া থাকে। প্রদরের স্রাব যেখানে লাগে সেইস্থান হাজিয়া যায়, যোনিদ্বার ভয়ানক চুলকায় এবং যোনির বাহিরে ক্ষত জন্মে। প্রদর ঋতুর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়।

গর্ভপাত:—গর্ভবতীর পঞ্চম বা সপ্তম মাসে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইয়া যদি গর্ভপাতের উপক্রম হয় তবে ইহা ব্যবহার্য্য। এই নির্দ্দিষ্ট কালে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত অনেকের অভ্যাসগত হইয়া পড়ে, এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্ব হইতে এই ঔষধ সেবন আবশ্যক। ঐ সঙ্গে রোগিণীর দুর্ব্বলতা অত্যন্ত থাকে। বেদনা কোমরের দিক হইতে তলপেটের দিকে আসে, এই সময় গর্ভিণীর মনে হয় যেন পেটের ভিতরের সমস্ত দ্রব্য জরায়ুপথে বাহির হইয়া পড়িতেছে। এই বহিঃনিঃসরণ ভাব বন্ধ করিবার জন্য সে তাহার একখানা পা আর একখানা পায়ের উপর দিয়া চাপিয়া বসিতে বাধ্য হয়। তৃতীয় মাসে গর্ভপাতের উপক্রমের জন্য **স্যাবাইনা** ও **সিকেলি** উপযুক্ত ঔষধ।

সিপিয়া রোগিণীর স্তনবৃন্ত অত্যন্ত চুলকায়, চুলকাইবার পর রক্ত পড়ে এবং বেদনা বোধ হয়, স্তনের বোঁটা ফাটিয়া যায়।

রক্তহীনতা রোগে সিপিয়া উপযোগী ঔষধ। রক্তহীনতার জন্য তাহার মুখমণ্ডল হলুদবর্ণের হয় অথবা মুখের ও নাকের উপর হলুদবর্ণের একটী রেখার ন্যায় পড়ে। রক্তহীনতার সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য, কোমরে ব্যথা প্রভৃতি থাকে। সাধারণতঃ ইহার রক্তহীনতা জরায়ুর নানাবিধ পীড়া হেতু জন্মিয়া থাকে। রক্তহীনতায় সিপিয়া অনেকটা **পালসেটিলা** তুল্য ঔষধ। উভয় ঔষধই পেটের ও জরায়ুর উপর ক্রিয়াশীল। যে সকল **স্ত্রীলোক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জলের ভিতর থাকিয়া কাপড় কাচে বা অন্যান্য কার্য্যাদি করে** তাহাদের রোগের বৃদ্ধির জন্য সিপিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। এইজন্য সিপিয়াকে **"রজকিনীর ঔষধ"** বলিয়া অনেকে ব্যক্ত করেন। সিপিয়া রোগিণী অত্যন্ত কোমল স্বভাবের, বিষাদ মগ্ন ও সামান্যতেই ক্রন্দন করে, **পালসেরও** এইরূপ মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাই; ইহাদের পার্থক্য এই, পালসের রোগিণী পর্য্যায়ক্রমে বিষণ্ণ ও উৎফুল্ল হয়, সে না কাঁদিয়া কোন কথা বলিতে পারে না। সিপিয়ার রোগিণীর সাংসারিক কার্য্যে বিতৃষ্ণা এমন কি নিজের স্বামীপুত্রকেও সমাদর করে না; সেই সঙ্গে তাহার জরায়ুর বিচ্যুতি বা জরায়ুর অন্যান্য রোগ থাকিলেও জরায়ু যেন নীচের দিকে নামিয়া পড়িতেছে এরূপ লক্ষণে সিপিয়া কার্য্যকরী ঔষধ।

চর্ম্মরোগ:—সিপিয়া নানাবিধ চর্ম্মরোগে উপযোগী যথা—দদ্রু, একজিমা, পুঁজযুক্ত ছোট ছোট ফোড়া, স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর ছোট ছোট ফোড়া বা উদ্ভেদ নির্গত হইয়া তথায় চুলকানি, গায়ের চামড়ার স্থানে স্থানে দীর্ঘ ও গভীর ফাটা, জলের ভিতর কার্য্যাদি করিলে উহা আরও বেশী হয়। রোগিণীর মুখ, হাত, পৃষ্ঠদেশ, উরু, পা, এবং জননেন্দ্রিয় প্রদেশে অত্যন্ত চুলকায়, চুলকাইবার পর ঐ স্থানে ভীষণ জ্বালা করে, সালফারেও এইরূপ চুলকানি আছে এবং চুলকাইতে চুলকাইতে আক্রান্ত স্থান ছড়িয়া গিয়া জ্বালা করা আছে, সিপিয়ার পূর্ব্বে ও পরে সালফার উত্তম কার্য্য করে। সিপিয়া মস্তকের দদ্রু রোগের একটী উত্তম ঔষধ, প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ

ব্যবহৃত হইলে রোগ শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে। সিপিয়া চক্র দক্ররোগেও উপযোগী। ঐ চক্রগুলি যদি দেহের এক এক স্থানে একটী একটী থাকে তবে সিপিয়া, আর যদি চক্রগুলি মিলিত ভাবে থাকে তবে **টেলিউরিয়াম** উপযোগী। সন্ধিস্থানের ভাঁজের ভিতর হাজিয়া গিয়া যদি জ্বালা করে, টাটায় বা হুলফোটান ব্যথা থাকে তবে সিপিয়াই ঔষধ। বড় বড় ফোড়ার ন্যায় উদ্ভেদ যদি একটীর পর একটী হইতে থাকে অর্থাৎ একটী ভাল হয়, পুনরায় আর একটী বাহির হয় সেই ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহার্য্য। যাহারা জলের ভিতর বহু সময় কার্য্য করে বেশী জল ঘাঁটে তাহাদের চর্ম্মরোগে বা অন্যান্য রোগে সিপিয়া উত্তম ঔষধ, ক্যাল্‌কেরিয়াও এইরূপ 'জল ঘাঁটা" জন্য রোগে অনেক স্থলেই ফলপ্রদ।

চক্ষুরোগ:—সিপিয়া নানাবিধ চক্ষুরোগে ব্যবহার্য্য ঔষধ—জরায়ুর পীড়ার সহিত যদি দৃষ্টিশক্তির অভাব থাকে তবে সিপিয়া উত্তম ঔষধ। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ নর্টন** বলেন—"যদি রোগিণীর জরায়ুর পীড়ার সহিত ঝাঁপসা দৃষ্টি থাকে তাহা সিপিয়া দ্বারা **আরোগ্য লাভ** করিবেই।" শারীরিক দুর্ব্বলতা, অবসাদ এবং অন্যান্য কারণে যদি দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয় তবে সিপিয়া, নেট্রাম-মিউর, লিলিয়াম ও কেলি-কার্ব্ব উপযোগী।

চক্ষু-প্রদাহ রোগেও ইহা উত্তম ঔষধ। চক্ষু-প্রদাহ যদি গণ্ডমালা-ধাতুর শিশুদিগের হয় এবং সেই সঙ্গে সংযোজিকা ফুলিয়া লাল হয়, জ্বালা করে চক্ষুর ভিতর নিষ্পেষণবৎ বেদনা অনুভব করে, চক্ষু হইতে জল পড়ে, জল পড়িলে আরাম বোধ করে, প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় জল পড়া বেশী থাকে, চক্ষু দুইটী ভারী বোধ করে, চোখের পাতা আপনা হইতে বুজিয়া আসে যেন চোখের পাতার পক্ষাঘাত হইয়াছে। গ্যাসের আলোকে বা অন্য কোন উজ্জ্বল আলোকে পড়াশুনা করিবার সময় অতিরিক্ত ব্যথা। পড়াশুনা করিতে গেলে চক্ষু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে (মাইরিকা, ফস, রুটা) রোগী সকল বস্তুরই অর্দ্ধেক দেখে অবশিষ্ট অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়, **ক্যাল্‌কেরিয়া**—দ্রব্যের বামদিকের অর্দ্ধেক দেখিতে পায়, লাইকো, লিথিয়া ও ককিউলাস—কেবল **উপরার্দ্ধ** দেখিতে পায়, আর্স, অরাম, **নিম্নার্দ্ধ** দেখিতে পায়। রমণীদিগের ঋতুর সময় দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গেলে এই ঔষধ **গ্র্যাফাইটিসের** ন্যায় উপযোগী। রোগিণী কোন প্রকার উজ্জ্বল জিনিষের উপর প্রতিফলিত আলোক সহ্য করিতে পারে না, তাহার চক্ষু-সম্মুখে ফুকী সকল উড়িতে থাকে। ঋতুস্রাবের সময় হঠাৎ দৃষ্টিশক্তির লোপ পাল্‌সেটিলা ও সাইক্লেমেনেও আছে ইহাদের পার্থক্য এই সাইক্লেমের ঋতুস্রাব **প্রচুর** কালবর্ণের হয় আর **পাল্‌সেটিলার স্বল্প পরিমাণ** কাল্‌চে ঋতুস্রাব হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়ের রোগ:—রোগীর জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায় অথচ রিপু চরিতার্থের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। রোগীর লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে অনবরত চুলকায়, অস্বাভাবিক উপায়ে রিপু চরিতার্থ করিবার ফলে যদি রোগীর মূত্রনালীর সম্মুখাংশে জ্বালা করে, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া ঘুম-ঘুম ভাবাপন্ন হয়। স্ত্রী-সংসর্গের পর রোগীর জানুদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ হয় এবং রমণকালে লিঙ্গোদ্গম পূর্ণ না হইলে প্রস্রাব করিবার পর বা কঠিন মলত্যাগের পর মূত্রাধার মুখশায়ী-গ্রন্থি হইতে রস নির্গত হয়। যদি পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতার জন্য লিঙ্গ ক্রমে নরম ও শিথিল হইয়া আসে এবং স্বপ্নদোষের সহিত পাতলা জলের ন্যায় রেতঃপাত হয় তবে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধের বিশেষ কোন প্রয়োগ নাই; রোগের শেষাবস্থায় যখন ইহা গ্লিটে পরিণত হয়, স্রাব—প্রাতে ও অন্য সময়ে দুই এক ফোঁটা নির্গত হয় এবং ঐ স্রাব ছিদ্র মুখে লাগিয়া থাকে, স্রাব এত চট্‌চটে ও ঘন যে প্রস্রাব দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। যদিও এইরূপ স্রাব

পরিমাণে সামান্য কিন্তু ইহা কিছুতেই আরোগ্য হইতে চায় না। সিপিযার প্রমেহ বা গ্লিট-রোগে কোনরূপ জ্বালা থাকে না, স্রাব সামান্য **হলুদবর্ণের**, কাপড়ে দাগ পড়ে। অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ ও রেতঃপাত জনিত ইন্দ্রিয় শিথিল হওয়াও ইহাতে আছে।

প্রস্রাব :—সিপিযা রোগিণীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ আসে। সে রাত্রে বহুবার প্রস্রাব করিতে উঠে, রোগিণী মনে করে যেন তাহার মূত্রাশয় প্রসারিত হইয়াছে, প্রস্রাব করিযা মূত্রনলীতে জ্বালা অনুভব (ক্যাম্থা, কোনা, নেট্রাম-কার্ব্ব, সার্স, টেরিবিন্থ) ; ইহার প্রস্রাব ঘোলাটে, প্রস্রাবে সামান্য তলানি পড়ে, ঐ তলানি লালবর্ণের কাদার ন্যায়। সিপিযার প্রস্রাব এত দুর্গন্ধযুক্ত যে রোগীর ঘরে যদি প্রস্রাব থাকে তবে সেই ঘরে ঢুকিবার উপায় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্রাবের নীচে হলুদবর্ণের তলানি পড়ে আবার কোন কোন রোগিণীর প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে উহা ঘোলাটে হইয়া যায় ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় ; প্রস্রাবের শাদা তলানিও পড়ে।

শিশুদিগের শয্যামূত্র রোগেরও সিপিযা উত্তম ঔষধ। শিশু ঘুমাইবামাত্র বিছানায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে (সিনা, ক্রিয়োজোট)। গর্ভবতীদিগের শয্যামূত্র রোগেও সিপিযা—**নেট্রাম-মিউরের** ন্যায় ফলপ্রদ ঔষধ।

শিরঃপীড়া :—জরায়ুর নানাবিধ পীড়া হেতু শিরঃপীড়া বা আধকপালে মাথাধরার জন্য এই ঔষধ উপযোগী। ইহার আধকপালে মাথাব্যথার যন্ত্রণা অত্যধিক হয়। অধিকাংশ স্থলে ইহার আধকপালে মাথাব্যথার প্রকোপ বামদিকেই বেশী হয়, সেই সঙ্গে রোগিণীর বমন ও চোখের তারার সঙ্কোচন বিদ্যমান থাকে। কখন ঐ ব্যথা উপরের দিকে পরিচালিত হয়। রোগিণী আলোক, শব্দ ও বদ্ধঘরের ভিতর থাকা সহ্য করিতে পারে না। মুক্ত হাওয়ায় ও আক্রান্ত অংশ চাপিয়া শয়ন করিলে যন্ত্রণার উপশম। যে সকল স্ত্রীলোকদিগের খুব কম পরিমাণ ঋতুর স্রাব হয় তাহাদের ঋতুর সময় থাকিয়া থাকিয়া কট্‌কট্ ঝন্‌ঝন্ করে, তাহার পূর্ব্বাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকে তখন সে ক্রমাগত বলিতে থাকে, আমি আর বাঁচিব না, তাহার মাথার যন্ত্রণা কিছুক্ষণ জোরে জোরে চলাফেরা করিলে বা সুনিদ্রা হইলে কমিয়া যায়। মাথার তীব্র যন্ত্রণার সময় রোগিণী আলো সহ্য করিতে পারে না। মাথার যন্ত্রণার সময় মাথার ব্রহ্মতালুর ঠাণ্ডা বোধ (ব্রাই, নেট্রাম-মিউর), **ভেরেট্রাম**—যেন তাহার ব্রহ্মতালুর উপর একখণ্ড বরফ রহিয়াছে এরূপ বোধ ; **সালফার, গ্লোন, ফস্**, যেন ব্রহ্মতালুর উপর আগুন আছে এরূপ গরম বোধ।

মাথার **টাক** পড়িলে ইহা ব্যবহৃত হয়। রোগিণীর গোছা গোছা চুল উঠিয়া যায়,—দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মাথার যন্ত্রণায় ভুগিবার ফলে, অথবা বয়োসন্ধিকালে অথবা জরায়ুর নানাবিধ পীড়ায় ভুগিবার জন্য এবং প্রসবের পর গোছা গোছা চুল উঠিয়া টাক পড়িবার উপক্রম বা টাক পড়িলে—ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যাম্থা, লাইকো, নেট্রাম-মিউর, লক্ষণানুসারে ব্যবহার্য্য ঔষধ।

কোষ্ঠকাঠিন্য :—গর্ভবতী রমণীদিগের মলকাঠিন্যে মল গুট্‌লে বাঁধিয়া অতি কষ্টে নিঃসৃত হইলে ইহা উপযোগী। মলত্যাগের সময় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারে ব্যথা করিতে থাকে, তাহার মলদ্বারে যেন একটী গোলাকার বস্তু আবদ্ধ রহিয়াছে এরূপ বোধ (ক্রোটন-টিগ, ল্যাকে, সাইলি) ; **ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা** রোগী মনে করে যেন সে একটী গোলাকার পদার্থের উপর বসিয়া আছে। সিপিয়া রোগিণীর মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে শ্লেষ্মাগুটী ও রসগুটী উদ্গত হয় (নাইট্রিক-অ্যা, থুজা)।

অর্শরোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়, মলদ্বারের চ্যুতি, নরম মলও অতি কষ্টে নির্গত হয়, অর্শ-রোগিণী মনে ভাবে তাহার মলদ্বারে একটী গোলাকার পদার্থ আছে। বাহ্যে করিবার সময় রোগিণীর অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে, তাহার মলদ্বারে সদাসর্ব্বদা তরল পদার্থ লাগিয়া থাকিবার মত অনুভূতি, কখনও কখনও ঐরূপ তরল পদার্থ ঝড়িতে থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি :—সিপিয়া রোগিণীর হস্তপদ এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গ সকল ভারী বোধ, সকল অঙ্গই যেন আঁটিয়া ধরিয়াছে এরূপ ধারণা। যখন তখন তাহার হাত পা ঠাণ্ডা ও অবশ হইয়া যায় (সাইলি)। তাহার বাহু, হাতের আঙ্গুল ও মণিবন্ধ আড়ষ্ট ও অবশ হইয়া যায়। রোগিণী কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিলে তাহার স্কন্ধসন্ধি যেন সন্ধিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ; **স্যাবাইনা** রোগিণী যদি তাহার হাত ঝুলাইয়া রাখে তবে হাতে অসহনীয় ব্যথা বোধ করে। রোগিণী হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার নিম্নাঙ্গ অবশ হইয়া যায় উহা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয় এবং ফুলিয়া উঠে। রাত্রে শয়ন করিলেও পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আবার যখন তাহার পা দুইখানি গরম হয় তখন তাহার হাত দুইখানি ঠাণ্ডা হয়, রোগিণীর পায়ে অত্যধিক ঘর্ম্ম (সিলিকা), ঐ ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; ঘর্ম্ম লাগিয়া পায়ের আঙ্গুল সকল ক্ষতযুক্ত হইয়া যায় (স্যানিকি, গ্র্যাফাই)।

দুর্ব্বলতা :—রোগিণী বোধ করে যেন তাহার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে ও ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে। রোগিণীর অবসন্নতা অত্যধিক। ঋতুর সময় প্রাতে সে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে, এখনই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবে এরূপ ভাব। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার সময়ও ঐরূপ দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়। একটু পরিশ্রম করিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। জলে ভিজিলে, গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলে এবং কোন দেবালয়ে হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিবার সময় রোগিণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ইহার দুর্ব্বলতা অসম্ভব।

সবিরাম জ্বর :—পুরাতন যে কোন পীড়ায় রোগীর শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপভাব।

শীতাবস্থা :—জল পিপাসা, সন্ধ্যাবেলা কম্প; রোগিণী না শুইয়া থাকিতে পারে না। একটু নড়িলে চড়িলেই শীতের বৃদ্ধি, শীতের সময় মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত, শীত, তবু সে বাহ্য উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। শীতের সময় তাহার সর্ব্বশরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়। তাহার সন্ধ্যাবেলা ও প্রাতঃকালে ভয়ানক মাথা ধরে এবং পদদ্বয় বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়া যায়, এত ঠাণ্ডা হয় যেন সে সমস্ত দিন জলের ভিতর দাঁড়াইয়া ছিল। **উত্তাপাবস্থায়** তৃষ্ণা কম, থাকিয়া থাকিয়া তাহার দেহ উত্তপ্ত হইতে থাকে, যেন কেহ তাহার শরীরে গরম জল ঢালিয়া দিতেছে। তাহার নিম্নাঙ্গ হইতে উত্তাপ উর্দ্ধাঙ্গে সঞ্চারিত হয়, মাথা ঘুরিতে থাকে, মাথা স্থির রাখিতে পারে না। **ঘর্ম্ম** অত্যধিক পরিমাণে হয়, বিশেষতঃ নিদ্রা ভাঙ্গিলে পর। **স্যাম্বিউকাস**এ জাগ্রত অবস্থায় ঘর্ম্মোদ্গম হয় এবং ঘুমাইবামাত্র ঘর্ম্ম শুকাইয়া যায়। **কোনায়াম, চায়না, থুজা**—নিদ্রা যাইবার জন্য চক্ষু বুজিলেই ঘাম হইতে থাকে এবং জাগ্রত হইলেই ঘর্ম্ম শুকাইয়া যায়। সিপিয়া রোগিণীর রাত্রে যে ঘর্ম্ম হয় উহা অম্লগন্ধযুক্ত। **জিহ্বা** শ্বেত লেপাবৃত, পুরাতন রোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসগুটিকা দ্বারা আবৃত থাকে।

মোট কথা :—দৃঢ় পেশী, কোমল ও শান্ত প্রকৃতির রোগীর পক্ষে সিপিয়া উপযোগী। গর্ভাবস্থায় এবং সূতিকাবস্থার পীড়ায়, সহসা কোন অবসন্নকর পীড়ায় অথবা রজক রমণীদিগের ন্যায় যাহারা জলে কার্য্য করে তাহাদের পীড়ায় কার্য্যকরী ঔষধ। রোগিণী অতিশয় বিষণ্ণ, কাঁদিয়া সকল কথা ব্যক্ত করে, একা থাকিতে ভয় পায়, বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতে ভয় পায়, উদাসীন—নিজের

সংসার ও পরিজনবর্গের প্রতি অবহেলা। ইহা জরায়ুর নানাবিধ পীড়ায় উপযোগী। হানেমান বলেন,— বস্তিগহ্বরস্থ সকল যন্ত্র যেন নীচের দিকে ছিঁড়িয়া পড়িতেছে কেহ যেন উহা ভিতর হইতে চাপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। নাসিকার মধ্যভাগে ঘোড়ার জিনের ন্যায় হলদে দাগ বিশেষতঃ জরায়ু পীড়ার জন্যই এরূপ সম্ভব। ঠিক সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর ঋতুস্রাব, গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য। মলত্যাগের পর মলদ্বারের উপর গোলার ন্যায় পদার্থ আছে অনুভব। এই গোলাকার পদার্থের অনুভূত—অর্শ, প্রদর, উদরাময, স্তনদানকালে এবং জরায়ুর নানাজাতীয় পীড়ার সহিত বিদ্যমান থাকিলে সিপিয়াই ঔষধ। শরীরের নানাস্থানে চুলকানি, শরীরের **তাপের অভাব**, সহজেই মূর্চ্ছা প্রভৃতিই ইহার বিশেষ কথা।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বিছানার গরমে, উত্তাপ প্রয়োগে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, ডাণদিক ফিরিয়া শয়ন করিলে, উরুর উপর উরু স্থাপন করিয়া যোনিদ্বার চাপিয়া বসিলে, টিপিলে ও বস্ত্রাদির বন্ধন ঢিলা করিয়া দিলে উপশম ; দুপুরবেলার পরে, সন্ধ্যায়, শীতল হাওয়ায়, পূর্ব্বদিকের শুষ্ক বাতাসে, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনায়, বিশ্রামে, ঝড়-বৃষ্টিতে, জলের ভিতর কাজ কর্ম্ম করিলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—তরুণ রোগে যে যে অবস্থায় **জেলস** প্রয়োগ করা হয়, পুরাতন রোগে ঠিক সেই সেই অবস্থায় **সিপিয়া** প্রয়োগ করিতে হয়।

সিপিয়া—রসগুটিকা ও ক্ষতে—বোবাক্স, মেজেরিযাম তুল্য ; একজিমা রোগে—আর্স তুল্য ; বেদনা সহ কম্পন রোগে—পাল্‌স তুল্য ; গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতায—অ্যালুমিনা তুল্য ; প্রস্রাবে দুর্গন্ধ হইলে—ক্যান-ইণ্ডিকা ও ক্যাপ্সিকাম্ তুল্য ; প্রমেহ রোগে—কেলি-আযড তুল্য ; জরায়ুর নিম্নাকর্ষণে—বেল, লিলিযাম, মিউরেক্স তুল্য ; উদ্ভেদ্ চুলকাইলে জ্বালা—সাল্‌ফার তুল্য ; জরায়ুর কাঠিন্যে—অরাম তুল্য ; জরায়ু গ্রীবার বেদনায—মিউরেক্স তুল্য ; শিথিল তন্তুতে—কেলি-কার্ব্ব তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৬, ১২, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

খুব নিম্নশক্তি ও পুনঃ পুনঃ এই ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

সেলেনিয়াম (Selenium.)

পরিচয় :—এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য ধাতু। ডাঃ হেরিং প্রথম ইহার পরীক্ষা করেন। এই ঔষধ প্রথমতঃ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হইয়া থাকে ; ৬x এর পর অরিষ্ট আকারে পরিবর্ত্তিত হয়।

ব্যবহারস্থল :—শিরঃপীড়া, ধ্বজভঙ্গ, স্মৃতিশক্তির লোপ, মূত্রাশয-মুখশায়ী-গ্রন্থির প্রদাহ, উপদংশ, অতিরিক্ত মদ্যপানের মন্দফল, অসাড়ে রেতঃপাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, চর্ম্মরোগ, তোৎলামি, রৌদ্রে কার্য্যাদি করার জন্য অসুস্থতা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—ইহার প্রধান ক্রিয়াফল সার্ব্বাঙ্গিন অবসাদ, যৌবনে অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস বা হস্তমৈথুনাদির ফলে নানাবিধ পীড়া ও অত্যধিক দুর্ব্বলতা দেখা যায়। কণ্ঠনালী ও জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার ক্রিয়া অত্যধিক।

মন :—রোগীর মানসিক জড়তা অত্যধিক ; তাহার ঘরের ভিতর কে কি করিতেছে বা কি হইতেছে সে সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্মৃতিশক্তি রোগীর অত্যন্ত ক্ষীণ, বিশেষতঃ বিষয়

কার্য্য-সম্বন্ধে তাহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত কম কিন্তু রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় সে সকল বিষয় মনে করিতে পারে। সেলেনিয়াম রোগী কোন বিষয় বা কথা ভালরূপ বুঝিতে পারে না, তাহাকে যতই কেন বুঝাও না সে বাস্তবিকই বুঝিতে পারে না এরূপ ভাব দেখাইবে। শিশুদিগের এরূপ ভাব হইলে **ব্যারাইটা-কার্ব্ব** উপযোগী। রোগী কোনরূপ পরিশ্রম করিতে গেলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত উত্তেজিত হইলে পর এলোমেলো ভাবে অত্যন্ত বকিতে থাকে।

গঠন :—গৌরকান্তি রোগীদিগের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপযোগী ; তাহার মুখমণ্ডল, হাত, পা, ও অন্যান্য এক একটী অঙ্গ শীর্ণ হইয়া যায়। চুল উঠিয়া যায়, চিরুণী দ্বারা চুল আঁচড়াইবার সময় গোছা গোছা চুল উঠিয়া যাইবার ফলে তাহার মাথায় টাক পড়িয়া টাকের স্থানটা চকচক করে।

পুং-জননেন্দ্রিয়ের পীড়া :—সেলেনিয়াম পুং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতার জন্য একটী খুব উপযোগী ঔষধ। রোগী পুরুষত্বহীন হইয়া পড়ে অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গ হয় অথচ কামনা সম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সর্ব্বদাই সে অশ্লীল চিন্তা করে কিন্তু সঙ্গমশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। যদি লিঙ্গোদ্গম হয় তাহা অত্যন্ত ধীরে ও অসম্পূর্ণ। স্ত্রীসঙ্গমের সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র বীর্য্যপাত হয় বটে কিন্তু সুখানুভবটা অনেকক্ষণ ধরিয়া থাকে। স্ত্রীসঙ্গমাদির পর সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে হয়। তাহার কামেচ্ছা অতিরিক্ত ; রতিক্রিয়ার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল অথচ তাহার জননেন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাসের জন্য নিজের ইচ্ছানুরূপ কিছু করিতে পারে না। সেলেনিয়াম স্বপ্ন দোষেরও একটী উত্তম ঔষধ। রোগীর সপ্তাহে ৩।৪ বার স্বপ্নদোষ হয়, ইহা ব্যতিরেকে অসাড়েও তাহার বীর্য্যপাত হইয়া থাকে—যথা মলত্যাগের সময়, ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন না দেখিয়া, বা উপবিষ্ট অবস্থায়। ইহার ফলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কোমরে ব্যথা ও আড়ষ্ট ভাব দেখা দেয়। এইরূপ অবস্থায় যদি তাহার দুর্ব্বলতা না কমে তাহা হইলে রোগীর হাত, মুখ, উরু প্রভৃতি অঙ্গাদি শীর্ণ হইতে থাকে। এই সকল পীড়ার সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়।

স্বরভঙ্গ :—দীর্ঘকাল বক্তৃতাদি দিবার পর স্বরভঙ্গ হইলে বা স্বরলোপ হইলে ইহা উপযোগী। প্রথম গান করিবার সময় তাহার **গলা চিরিয়া যায়** অর্থাৎ সে মনে করে তাহার গলার ভিতর শ্লেষ্মা আছে সেইজন্য গায়ক ও বক্তা পুনঃ পুনঃ কণ্ঠ পরিষ্কার করে। ভগ্ন-স্বরের রোগীর ধূমপান করিবার প্রবল ইচ্ছা এমন কি ধূমপান করিতে না পাইলে সে পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকে।

দুর্ব্বলতা :—যৌবনে নানাপ্রকার অত্যাচার করিবার ফলে নানাপ্রকার কষ্টদায়ক উপসর্গ ও **দুর্ব্বলতার** সৃষ্টি হইলে ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়। **সেলেনিয়াম ও ষ্ট্যানাম** এই দুইটী ধাতব ঔষধই অত্যন্ত দুর্ব্বলতার উত্তম ঔষধ। ষ্ট্যানামের দুর্ব্বলতা বক্ষঃস্থলে বেশী দেখা যায়—দুর্ব্বলতার জন্য রোগী কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না, আর সেলেনিয়ামের দুর্ব্বলতা শরীরের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকে না সর্ব্বশরীরে বা সর্ব্ব অঙ্গেই ইহার দুর্ব্বলতা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। রোগী সামান্য পরিশ্রমেই কাতর হইয়া পড়ে। সেলেনিয়াম রোগীর রাত্রে ভয়ানক ক্ষুধা পায় সেইজন্য উত্তেজক খাদ্য ভোজন বা পানীয় পান করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। অনবরত সে বিছানায় শুইয়া থাকিতে চায়। রোগী গ্রীষ্মকালে, সূর্য্যোত্তাপে, গরম ঘরে ও গরম হাওয়ায় বেশী ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

ইহা **কোষ্ঠকাঠিন্যের** জন্য একটী উচ্চাঙ্গের ঔষধ। রোগীর আন্ত্রিকজ্বর বা অন্য কোন সাংঘাতিক পীড়ায় ভুগিবার পর কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে এবং যুবকদিগের কোষ্ঠকাঠিন্য সহ স্বপ্নদোষ হইলে

থাকিলে সেলেনিয়াম বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহার মল এত কঠিন যে সহজে নিঃসৃত হয় না,—আঙ্গুল দিয়া মল বাহির করিতে হয়। বাহ্যে করিবার সময় অতিরিক্ত কোঁথ দিবার ফলে তাহার ধাতু বা শুক্র অসাড়ে বাহির হইয়া যায়। মলের শেষে আম বা রক্ত নির্গত হয়, মলের সহিত আঁসের ন্যায় পদার্থ বাহির হয়। সিপিয়া ও সাইলিসিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বিশ্রাম করিলে, শীতল জল পান করিলে, সূর্য্যাস্তের পর, উপশম; রৌদ্রের ভিতর, চা, মদ্য, ধূমপান, স্পর্শ, মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—সেলেনিয়াম—রাত্রিকালে অত্যন্ত ক্ষুধার জন্য—সিনা, ইগ্নে, লাইকো, সোরিণাম তুল্য; ধ্বজভঙ্গ রোগে—সাল্ফার, অ্যাগনাস, কোনায়াম, লাইকো তুল্য; স্বরভঙ্গে—কষ্টিকাম, আর্জ্জেণ্টাম তুল্য; গ্রীষ্মকালের ক্লান্তিতে—ল্যাকে, নেট্রাম তুল্য; অতিরিক্ত ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতায়—অ্যাসি-পিক, কার্ব্বস্বার্ড, ষ্ট্যানাম তুল্য।

শক্তি :—৬, ৩০, ২০০ ও ১০০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

সোরিণাম (Psorinum)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সোরিকম্। ইহাকে নোসোড অভ্ সোরা বলে বা বলা চলে। এই ঔষধের আবিষ্কারক **ডাঃ হেরিং**। ইহা একপ্রকার নোসোড জাতীয় ঔষধ। মানুষ বা জন্তু জানোয়ারের কোন পীড়া হইবার পর যদি শরীরে উদ্ভেদ বাহির হয় সেই উদ্ভেদের রস বা পূঁজ হইতে যে ঔষধ (অর্থাৎ শক্তিকৃত ঔষধ) তৈরী হয় তাহাকে সোরিণাম বলে। **ডাঃ হেরিং** একটী সবল কাফ্রি বালকের পাঁচড়ার পূঁজ সংগ্রহ করিয়া সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে উহাকে ঝাঁকুনি দিতেন, এই ঝাঁকুনি দিবার ফলে সোরিণামের মাদার টিংচার তৈরী হয়। **ডাঃ হেরিং** বলেন যদিও সোরিণাম নোসোড, তত্রাচ ইহা একপ্রকার লাবণিক ঔষধ, কারণ সোরিণামের মাদার টিংচারের সামান্য অংশ পকেট ঘরির কাচের ভিতর রাখিলে সুরাসার অল্প সময়ের ভিতরই উড়িয়া যায় তারপর ছোট ছোট সূঁচের আগার ন্যায় শাদা শাদা চক্‌চকে দানা ঐ কাঁচের উপর পড়িয়া থাকে ঐ লাবণিক পদার্থের স্বাদ ঠাণ্ডা।

সোরিণাম চূর্ণাকারে ও অরিষ্টাকারে উভয়ভাবেই তৈরী হইতে পারে।

ব্যবহারস্থল :—পুরাতন শিরঃপীড়া, চর্ম্মরোগ, পুরাতন পীড়ায় সুনির্ব্বাচিত ঔষধ সেবনেও বিশেষ উপকার না হইলে, রক্তশূন্য শিশুদিগের পীড়ায়, শরীর হইতে অত্যধিক দুর্গন্ধ বাহির হইলে, প্রতি **শীতকালে** কাসি বা অন্যান্য রোগের আবির্ভাব, সোরা-বিষ-দোষ দূর করিতে, গ্রন্থির স্ফীতি, অস্থিক্ষত, শোথ, যক্ষ্মারোগে, পুরাতন-যকৃত-প্রদাহ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কর্ণরোগ, দুরারোগ্য উদরাময় প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—ইহা একটী অ্যান্টিসোরিক বা সোরা-দোষনাশক ঔষধ। মনের উপর ইহার ক্রিয়া বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। পুরাতন পীড়ায়, স্ক্রফুলা ধাতুর শিশু, চর্ম্মের উপর, দেহের জীবনীশক্তিবর্দ্ধক তরল পদার্থ নিষ্ক্রমণে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে এবং অত্যন্ত শীতভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ক্রিয়া সমধিক।

উপযোগিতা :—সোরিণাম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের ব্যবহার্য্য ঔষধের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সোরা বিষ নষ্ট করিতে ইহার তুল্য ঔষধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাল্‌ফারের সহিত বহু লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। যখন কোন নির্ব্বাচিত ঔষধে ফল পাওয়া যায় না তখন সোরিণাম রোগীকে আরোগ্যের পথে নিয়া যায়। সাল্‌ফারও এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সাল্‌ফার সাধারণতঃ **তরুণ পীড়ায়** বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সোরিণাম **পুরাতন পীড়ায়** ব্যবহৃত হয়।

মন :—সোরিণামের শিশু অত্যন্ত রুগ্ন সেইজন্য রাত্রি দিনের ভিতর কখনও ঘুমায় না—অনবরত কান্নাকাটি করে—**জেলেপার** শিশু আবার দিনের বেলায় বেশ শান্ত ও প্রফুল্ল থাকে আর রাত্রিবেলা চীৎকার করিয়া কাঁদে। সাধারণতঃ শিশুদিগের উদরাময়ের সহিত এইরূপ কান্নাকাটি থাকিলে জেলেপাই ঔষধ। সোরিণাম শিশু রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া ঘ্যানঘ্যানে স্বভাবের হয়। **সাইপ্রিপিডিয়াম** শিশুও জেলেপা ও সোরিণামের ন্যায় কান্নাকাটি করে—বিশেষতঃ দিনের বেলায় খেলাধূলা করে আর রাত্রি হইলে এমন চীৎকার করিয়া কাঁদিবে যে বাড়ীর কেহ শিশুর জন্য ঘুমাইতে পারিবে না। **লাইকোপডিয়াম** শিশু সমস্ত দিন কাঁদে ও সমস্ত রাত্রি ঘুমায়। সোরিণাম রোগী সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ভাবে সময় কাটায় সর্ব্বদা নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিভোর ও সর্ব্বদাই নিজের অমঙ্গল চিন্তা করে; সেইজন্য রোগী আত্মহত্যা করিবার কথা ভাবে (অরাম, ল্যাকেসিস, পাল্‌সে); নিজের আত্মার সম্বন্ধেও অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়ে, রোগী মনে করে সে আর বাঁচিবে না সেইজন্য সে অনবরত নৈরাশ্য প্রকাশ ও খুঁৎ খুঁৎ করিয়া নিজেকে ও পরিবারবর্গকে বিরক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। তাহার শরীর ভয়ানক চুলকায়, গায়ের চুলকানির জন্য সে উন্মাদের ন্যায় হইয়া যায় এবং কি করিবে কি না করিবে তাহা ভাবিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও অস্থির হইয়া পড়ে। রোগীর শরীর হইতে এত দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে যে উহার জন্য রোগী নিজে পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়ে—তাহার মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, প্রদরস্রাব, লালা, থুথু প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় স্রাব হইতেই নক্কারজনক দুর্গন্ধ বাহির হয়—এই লক্ষণ **ব্যাপ্টিসিয়া** ও **পাইরোজিনামে** আছে। ইহারা তরুণ পীড়ায় বেশী কার্য্যকরী। সোরিণাম রোগী সামান্য ঠাণ্ডাও সহ্য করিতে পারে না, ঋতুর সামান্য পরিবর্ত্তনে তাহার রোগের বৃদ্ধি এবং রোগের বৃদ্ধির সময় সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। ইহার রোগী অত্যন্ত **শীতকাতুরে,** দুপুর রৌদ্রেও সে একটা কোট গায়ে দিয়া চলিবে। লোকে হয়ত গরমে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে তখন সে মোটা একটা চাদর গায়ে দিয়া ও মাথায় একটা ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল কেবল এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অনেক পুরাতন পীড়া ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

গঠন ও স্বভাব :—শিশু অত্যন্ত শীর্ণ, রুগ্ন ও মলিন। শিশু দিন রাত্রির মধ্যে কখনও শয়ন করে না, অনবরত ঘ্যানঘ্যান্ করে ও কাঁদে, কোন কোন শিশু দিনের বেলা বেশ খেলা করে, কিন্তু রাত্রিতে কাহাকেও সুস্থির থাকিতে দেয় না। শিশুর শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, শিশুকে যদি ভালরূপ স্নান করানও যায় তথাচ গায়ের গন্ধ দূর হয় না। সাল্‌ফার রোগীরও এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হওয়া আছে। **রিউম** শিশুর শরীর হইতে **টকগন্ধ** বাহির হয়, তাহাকে যতই স্নান করান হউক না, যতই সাবান মাখান হউক না, শরীর হইতে টকগন্ধ বাহির হইবেই।

সোরিণাম সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর শিশুদিগের নানাবিধ পীড়ায় বিশেষতঃ চর্ম্মরোগে বেশী ব্যবহৃত হয়; ঐ শ্রেণীর শিশুগণ অত্যন্ত অপরিষ্কার, তাহারা নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত স্থানেই প্রতিপালিত

হয়, তাহাদের ঘাড়, গলা ও গালের অস্থিতন্তগুলি প্রায়ই ফোলে, ঐ শ্রেণীর শিশুদিগের আকৃতি অত্যন্ত কদাকার, তাহাদের চোখের কোণে ঘা, কাণ দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ বা পচা গন্ধযুক্ত পুঁজ নির্গত হয়, নাক দিয়া অনবরত সর্দ্দি ঝরিতে থাকে, অনবরত খাই-খাই-ভাব, খায়-দায় বেশ, অথচ শরীর পুষ্ট হয় না, পেটটী বড় ও হাত পা-গুলি সরু সরু ; যখন তাহারা বায়ু নিঃসরণ করে তখন এত দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, কাছে টেকা দায় ; এই সকল শিশুদিগের পীড়ায় সোরিণাম সত্য সত্যই চমৎকার কার্য্য করে।

শিরঃপীড়া :—সোরিণাম নানাজাতীয় শিরঃপীড়ার একটী অমূল্য ঔষধ। রোগীর মাথার যন্ত্রণা মধ্যে মধ্যে আসে, ঘুমন্ত অবস্থায় যখন সে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে তখনই তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। মাথার যন্ত্রণার পূর্ব্বে রোগী তাহার চোখের সম্মুখে আগুনের ফুল্‌কীবৎ পদার্থ সকল দেখিতে থাকে এবং তাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হয় বা তাহার দৃষ্টি কম্পিত হইতে থাকে। আমরা এই লক্ষণ ল্যাক্-ডিফ্লো, আইরিস ও কেলি-বাই রোগীতে দেখিতে পাই। আবার সোরিণাম রোগীর মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে অত্যন্ত ক্ষুধা পায় (ফস্‌ফোরাস)। **লাইকো, সাইলি** ও **কষ্টিকাম** রোগীর ক্ষুধার জন্যই মাথার যন্ত্রণা হইতে থাকে। **ইল্যাপ্‌স** রোগীর ক্ষুধা পাওয়ামাত্র যদি সে কিছু না খায় তৎক্ষণাৎ তাহার মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হইবে। সোরিণামের মাথার যন্ত্রণা কিছু আহার করিলেই কমিয়া যায়। **অ্যানাকার্ডিয়াম** ও **কেলি-ফস** রোগীর, মাথার যন্ত্রণাও কিছু আহার করিলে কমিয়া যায়। সোরিণামের মাথার যন্ত্রণা নাসিকা হইতে রক্তপাতের পরও কমিয়া যায়। **মেলিলোটাস** রোগীর নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তপাত হইয়া মাথার যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

চর্ম্মরোগ :—সোরিণাম চর্ম্মরোগের একটী ভাল ঔষধ। রোগীর গাত্র হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, দেখিলে মনে হয় যেন সে কতকাল তাহার গাত্র ধৌত করে নাই, রোগীর শরীর যদি উত্তমরূপ ধৌত করাও যায় তবুও তাহার শরীরের গন্ধ যায় না। সামান্য চুলকাইলে বা শরীরের কোথায়ও আঁচড় লাগিলে তথায় ছোট ছোট উদ্ভেদ উঠিয়া থাকে, তথায় অত্যন্ত চুলকায় এমন কি চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির করিয়া ফেলে। ইহার চুলকানিও **মার্কারির** চুলকানির ন্যায় বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি লাভ করে। চর্ম্মরোগে সোরিণামের সহিত সাল্‌ফারের সাদৃশ্য আছে—একটী অপরটীর অনুপূরক। সোরিণামের উদ্ভেদ পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে ; সোরিণাম দুরারোগ্য পাঁচড়া রোগের উত্তম ঔষধ। যখন পাঁচড়ার উদ্ভেদগুলি কমিয়া গিয়া বা ভাল হইয়া পুনরায় শরীরের স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ পুঁজগুটি উঠে, তখনও এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। ইহার উদ্ভেদগুলি জানুর ভিতরদিকে, মাথার চুলের ভিতর, আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে, সন্ধি-বাঁকের ফাঁকে ফাঁকে, কাণের উপরে ও পিছনে নির্গত হইয়া থাকে। সোরিণাম—রোগীর মাথার চুলযুক্ত স্থানে মাছের আঁইসের ন্যায় বা দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজযুক্ত উদ্ভেদাদিতে কার্য্যকরী। মাথার চুলের ভিতর ঘা হইয়া চটা বাঁধিয়া যায় এবং সেই নিমিত্ত চুলে জটা পাকায়, শিশুদিগের মাথার একজিমা রোগে সোরিণাম উত্তম ঔষধ। একজিমা হইয়া শিশুর মাথা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, রস পড়ে চুলে জটা পাকায়। শিশুদিগের অপরাপর দুরারোগ্য একজিমা রোগেও ইহা গ্র্যাফাইটিস, মেজেরি, সাল্ফ প্রভৃতি ঔষধ তুল্য। সোরিণামের পীড়কায় সহজেই পুঁজ জন্মে এবং গ্রীষ্মকালে রোগ কমিয়া যায়, **শীতকালে রোগের পুনরাক্রমণ হয়।** **পেট্রোলিয়াম** রোগীর চর্ম্মপীড়াও শীতকালে আবির্ভূত হয়, তবে ইহাদের

ভিতর পার্থক্য নাই। সোরিণাম রোগী অত্যন্ত শীতকাতুরে, গাত্রচর্ম্ম হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং সাধারণতঃ যে সকল ব্যক্তি নোংরা স্থানে বসবাস করে, যাহারা অত্যন্ত অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন তাহাদের পীড়ায় সোরিণাম বেশী ব্যবহৃত হয়। রোগীর পাঁচড়ায় বা অন্যান্য চর্ম্মপীড়ায় এত বেশী চুলকায় যে রোগী ঘুমাইতে পারে না। কোন চর্ম্মপীড়া কাঁচা গন্ধক বা জিঙ্ক মলম দ্বারা বসাইয়া দিলে বা কোন কারণ বশতঃ ঋতু বন্ধ হইয়া চর্ম্মপীড়া জন্মিলে সোরিণাম ব্যবহার্য্য।

উদরাময় :—সোরিণাম প্রাতঃকালীন উদরাময়ের জন্য অ্যালোজ, সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ তুল্য ঔষধ। ইহার রোগীর বাহ্যের বেগ সহসা উপস্থিত হয়, মল হইতে পচা দুর্গন্ধ বাহির হয়। কোন সাংঘাতিক পীড়ার পর যদি কাল্চে বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত বা পচা ডিমের গন্ধের ন্যায় গন্ধযুক্ত মল নির্গত হইতে থাকে তবে ইহা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। সুনির্ব্বাচিত ঔষধ বিফল হইলে সোরিণাম ২০০ বা ১০০০ এক মাত্রায় আশাতিরিক্ত ফল হইতে দেখা গিয়াছে।

শরীরস্থ বল্ববিধায়ক তরল পদার্থের নিষ্ক্রমণের পর রোগী যখন অত্যন্ত দুর্ব্বল অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন ইহা উত্তম কার্য্যকরী ঔষধ। শরীরস্থ তরল পদার্থের নিষ্ক্রমণে যখন রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন **চায়না ও কার্ব্বো-ভেজও** উপযোগী ঔষধ। সোরিণামের উদরাময় কুল্পী বরফ খাইবার পর বেশী হয়; সকালবেলা পেটের ভিতর এত হড়হড় গড়গড় করিতে থাকে যে, রোগী নিজেকে স্থির রাখিতে পারে না ছুটিয়া পায়খানায় যায়, বাহ্যের পর পেটের যন্ত্রণার উপশম। সোরিণামে যেমন প্রাতঃকালীন উদরাময় আছে সেইরূপ আহারের পরও উদরাময়ের বৃদ্ধি আছে। খাইবার পর হঠাৎ বাহ্যের বেগে পায়খানায় দৌড়াইয়া যাইবার অবসর হয় না, মল জলের মত, আমযুক্ত; দুর্গন্ধ এত তীব্র যে মনে হয় পচা মাংস ঢালিয়া রাখিয়াছে। ইহার উদরাময়ের বৃদ্ধি সাধারণতঃ রাত্রি ১২টা হইতে ভোর ৪টার ভিতর।

সোরিণামের উদরাময়, উৎকট তরুণ উদরাময়ের পর এবং শিশুদিগের দন্ত নির্গমণের সময় অথবা জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের সময় দেখা যায়। সোরিণাম উদরাময়ের যেরূপ উত্তম ঔষধ সেইরূপ **কোষ্ঠকাঠিন্যেরও** ঔষধ। কঠোর কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত যখন কোমরে অত্যন্ত ব্যথা থাকে অথবা পাকাশয়ের জড়তাসহ কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায় তখন ইহা ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য সাল্ফার, লাইকো প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিয়া যখন আরোগ্য লাভ হয় না তখন সোরিণাম মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

তালুমূল গ্রন্থি প্রদাহ বা টন্সিলাইটিস :—রোগীর টন্সিল প্রদাহ হইয়া তথায় অত্যন্ত ব্যথা হয় ও জ্বালা করে, তাহার গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। গিলিবার সময় কাণের গোড়া পর্য্যন্ত ব্যথান্বিত হয়। গলার ভিতর এত যন্ত্রণা হইতে থাকে যে, মনে হয় যেন গলার ভিতর ঝল্সিয়া গিয়াছে। টন্সিল হইয়া তাহার মুখ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত লালা নির্গত হইতে থাকে (অ্যাসি-নাই, মার্কারি)। তাহার গলার ভিতর অনবরত গাঢ় শ্লেষ্মা জমে, সেইজন্য রোগী অনবরত কাসিয়া ঐগুলি বাহির করিবার চেষ্টা করে। **ডাঃ অ্যালেন** বলেন,—সোরিণাম যে কেবল তরুণ টন্সিলাইটিসের জন্য উপযোগী তাহা নহে, এই ঔষধ রীতিমত সেবন করিতে দিলে **গলগ্রন্থির প্রদাহের প্রবণতা** পর্য্যন্ত দূর হইয়া যায়। সোরিণাম রোগীর গলার ভিতর ক্ষত হইয়াছে এরূপ বোধ, সেইজন্য কিছু গিলিবার সময় উহার ভিতর যন্ত্রণা অনুভব। বেদনাবিহীন টন্সিল প্রদাহে **ব্যারাইটা-কার্ব্ব** উত্তম ঔষধ।

কাসি :—সোরিণাম রোগীর **প্রতি শীতকালে** কাসির আবির্ভাব; **রিউমেক্স ও সিপিয়া** রোগীর কাসিও প্রতি শীতকালে আবির্ভূত হয়। সোরিণাম যে সকল কাসি-রোগীর পক্ষে উপযোগী সাধারণতঃ দেখা যায় তাহাদের যে কোন প্রকারের চর্ম্মরোগ লুপ্ত হইবার অতীত ইতিহাস আছে। সাধারণতঃ **একজিমা বা খোস পাঁচড়াদি বসিয়া গিয়া** যাহাদের কাসি হয় এবং কাসি যাহাদের প্রত্যেক বৎসর **শীতকালে** ঘুরিয়া ফিরিয়া আবির্ভূত হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা অতি চমৎকার ঔষধ। ইহার কাসি প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর এবং সন্ধ্যার পর শয়ন করিলে বেশী হয়। রোগী যখন কাসিয়া শ্লেষ্মা তুলিবার উপক্রম করে তখন আস্ত মটরের ন্যায় শক্ত কটু-স্বাদ ও অতি দুর্গন্ধবিশিষ্ট জমাট শ্লেষ্মা বাহির হয়। রোগীর কাসিতে কাসিতে শ্বাসকৃচ্ছ্রের ভাব উপস্থিত হয়; উঠিয়া বসিলে, মুক্তবায়ুর ভিতর বেড়াইলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বৃদ্ধি, কিন্তু রোগী হাত দুইখানা বুক হইতে যতদূর সম্ভব ছড়াইয়া ঘুমাইলে শ্বাসকৃচ্ছ্রের উপশম হয়।

কর্ণরোগ :—সোরিণাম কাণের উপর ও কাণের পশ্চাৎদিকের **একজিমা** রোগে যখন উহা হইতে অনবরত ঘন আঠার ন্যায় এবং দুর্গন্ধযুক্ত রসস্রাব হইতে থাকে, যখন কাণের একজিমাগুলি শীতকালে বেশী হয়, তখন বেশী কার্য্যকরী ঔষধ। সোরিণাম যেমন কাণের একজিমার উত্তম ঔষধ সেইরূপ ইহা **কাণ-পাকা** রোগেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাণ-পাকা রোগ হইয়া রোগীর কাণ হইতে পচা দুর্গন্ধযুক্ত, কষায় ও পাতলা পূঁজ নির্গত হইতে থাকে। যখন শিশুদিগের হাম হইয়া বা আরক্ত জ্বর হইয়া কাণ পাকে এবং কাণ হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ স্রাব নির্গত হইতে থাকে তখন ইহা চমৎকার ঔষধ। সোরিণাম কাণ-পাকায় **অ্যাসি-নাই, সিলিসিয়া** ও **টেলিউরিয়াম** তুল্য ঔষধ।

স্ত্রীরোগ :—খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া যাহাদের ঋতুস্রাব লুপ্ত হয় বা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাব হয় তাহাদের পক্ষেও ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ; **প্রদর** রোগে যখন বড় বড় চাপ চাপ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয়, রোগিণী বস্তিগহ্বরের সেক্রাম অস্থিতে যখন অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে, রোগিণী অত্যন্ত অবসন্ন ও বিষাদান্বিত হইয়া পড়ে তখন সোরিণাম উত্তম ঔষধ।

গর্ভাবস্থায় দুর্দ্দমনীয় বমন নিবারণ করিতে সোরিণাম **সিম্ফোরি-কার্পাস** তুল্য ঔষধ। রোগিণীর গর্ভস্থ ভ্রূণ প্রবলভাবে নড়িতে থাকিলেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। অষ্টম মাসে শিশু এত নড়ে যে রোগিণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। **আর্ণিকার** ভ্রূণও অত্যধিক নড়াচড়া করে, **লাইকো** রোগিণীর ভ্রূণ এমনভাবে নড়ে যেন ডিগবাজী খাইতেছে।

প্রমেহ-রোগ :—সোরিণাম বহুদিনের পুরাতন প্রমেহ স্রাবের অতি উত্তম ঔষধ। যে সকল রোগীর প্রমেহ সারে না বা লুপ্তভাবে থাকে, সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগে রোগের উপশম হয় না সেই সকল রোগীকে সোরিণাম সেবন করিতে দিলে হয় স্রাব পুনরায় আবির্ভূত হইবে নচেৎ রোগ আরোগ্য হইবে। রোগী প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থি হইতে রস নিঃসৃত হয়। প্রস্রাবের তলানি লালবর্ণের, প্রস্রাবের উপর চর্ব্বির ন্যায় পদার্থ ভাসে।

সোরিণাম শয্যামূত্র রোগে কার্য্যকরী ঔষধ। এই রোগ সাধারণতঃ **পূর্ণিমার সময়** বেশী হয় অথবা যে সকল রোগীর পূর্ব্বে একজিমা হইয়াছিল তাহাদের শয্যামূত্র রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

স্বপ্ন :—রোগী শেষরাত্রে চোর-ডাকাত, নানাবিধ বিপদের বা ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে অথবা পায়খানায় বসিয়া বসিয়া বাহ্যে করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিবার পর সে বিছানায় বাহ্যে করিয়া ফেলে।

জ্বর :—সোরিণাম নানাবিধ জ্বররোগের উত্তম ঔষধ। যখন টাইফয়েড নির্ব্বাচিত ঔষধ সেবনেও উপশম হয় না তখন সোরিণাম দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বরে যখন প্রায় অনেক স্থলেই সন্ধ্যাবেলা আসে, শীতাবস্থায় জল পিপাসা থাকে, বাহুর উপরে ও উরুদ্বয়ের উপরে শীতবোধ, জলপান করিলেই কাসির বেগ, উত্তাপাবস্থায় মুখমণ্ডলে ঘাম, প্রবল প্রলাপ ও অত্যন্ত জল পিপাসা থাকে (কি শীতাবস্থা কি উত্তাপাবস্থা), উত্তাপ, ঘর্ম্ম ও অত্যন্ত তৃষ্ণা দেখা যায়, উষ্ণাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে থাকে, সামান্য নড়াচড়ায় এত ঘর্ম্ম হয় যেন রোগী ঘামে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। শেষরাত্রে অত্যধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম হওয়া ইহার বিশেষত্ব।

মোট কথা :—পুরাতন পীড়ায় যখন সুনির্ব্বাচিত ঔষধ সেবনে ফল পাওয়া যায় না, সাংঘাতিক তরুণ পীড়ায় যখন প্রতিক্রিয়ার অভাব দেখা যায়, দুর্গন্ধযুক্ত মলিন ও নোংরা স্থানে বসবাসের ফলে অত্যন্ত চুলকানিযুক্ত যে সমস্ত চর্ম্মরোগ উদ্ভূত হয়, দুর্ব্বল, মলিন, রুগ্ন শীর্ণ শিশু যখন অত্যন্ত কাঁদে এবং রাত্রে মোটেই ঘুমায় না, কেবল চীৎকার করে, সমস্ত স্রাব হইতে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ বাহির হয় প্রভৃতি ইহার নির্দ্দেশক লক্ষণ। ঝড় জল আসিবার পূর্ব্ব হইতেই বা ঝড়ের সময় অত্যন্ত অস্থিরতা; চর্ম্মরোগ লুপ্ত হইয়া নানাবিধ রোগ, উদ্ভেদাদি লুপ্ত হইয়া শিরঃপীড়া ; প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাবী টন্‌সিল রোগ, সহসা দুর্গন্ধযুক্ত প্রাতঃকালীন উদরাময়, মলাশয়ের জড়তা হেতু দুর্দ্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিন্য, শীতকালীন হাঁপানি রোগ, অতিরিক্ত পচা দুর্গন্ধযুক্ত কাণ-পাকা ও কাণের একজিমা, মাথায় একজিমা হইয়া চুলে জট্ পাকান এবং গর্ভাবস্থায় কষ্টকর বমন প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

"কুস্থানাদপি কাঞ্চনম" এই অমূল্য প্রবচন সোরিণামের বেলায় বেশ খাটে। উৎপত্তির মূল "পূঁজ"এর কথা মনে হইলেই ঘৃণার উদ্রেক স্বাভাবিক, কিন্তু যখনই এই আশ্চর্য্য ঔষধের চমকপ্রদ রোগনাশিণী শক্তি দেখিয়া বিস্ময় ও পুলকে অভিভূত হই তখনই মনে পড়ে" **"কুস্থানাদপি কাঞ্চনম"** তখনই এই প্রভূত কল্যাণকর মূল্যবান আবিষ্কারের জন্য আবিষ্কর্ত্তাকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করি।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—শয়ন করিলে, স্থির হইয়া থাকিলে, আহারের সময়, মাথার যন্ত্রণা কালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে উপশম, অতিরিক্ত চুলকাইলে, গাড়ীতে বেড়াইলে, আহার করিবার পর, শীতল জলপানে, পাদচারণে, দেহ সঞ্চালনে, সন্ধ্যার সময়, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, শেষ রাত্রে, নির্ম্মল বায়ুতে বেড়াইলে, ঝড়, বজ্রাদিতে, শীতকালে ও পূর্ণিমায় রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—সোরিণাম—দিবারাত্রি শিশু কাঁদিলে জেলাপা তুল্য ; সমস্ত দিন ভাল থাকে রাত্রিতে কাঁদে—সাইপ্রিপিডিয়াম, জেলাপা তুল্য ; সোরিণাম—এবং লাইকোপোডিয়ামের বিপরীত অর্থাৎ লাইকো শিশু সমস্ত দিন কাঁদে রাত্রিতে ঘুমায়। উদ্ভেদ সমূহ বা পাঁচড়া ইত্যাদি সহজে পাকিলে—হিপার তুল্য ; জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে—স্যাঙ্গুইনেরিয়া তুল্য ; রোগের সময় ও আরোগ্যকালে

প্রচুর ঘর্ম্মে—নেট্রাম-মিউর তুল্য ; রোগ আরোগ্যে হতাশ হওয়া—চায়না, ওপিয়াম, আর্স তুল্য ; রাত্রে ক্ষুধা পায়—চায়না, সাল্‌ফার, ফস্‌ফোরাস তুল্য ; শয্যামূত্রে—ক্রিয়োজোট, সিনা, সিপিয়া তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩০, ২০০, ১০০০ বা তদূর্দ্ধ শক্তি।

সাধারণতঃ ২০০ শক্তির নিম্নে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে এবং ঘন ঘন প্রয়োগ উচিত নহে।

সোলেনাম-নাইগ্রাম (Solanum Nigrum.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ব্লাক্ নাইট সেড্। ইহা ধুতুরা জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ ও অত্যন্ত বিষাক্ত। ইহা ইউরোপ, এসিয়া ও আমেরিকার ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মে। ফুলফুটিবার পূর্ব্বে এই বৃক্ষকে তাজা অবস্থায় কুট্টিত করিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করা হয়।

ব্যবহারস্থল :—সোলেনামের অধিকাংশ লক্ষণ বেলেডোনার ন্যায়। ডাঃ হেল বলেন আমেরিকার গ্রাম্য চিকিৎসকগণ পূর্ব্বে এই সোলেনামকে বেলেডোনা হিসাবে ব্যবহার করিতেন বস্তুতঃ ইহার লক্ষণাবলী বহু অংশে বেলেডোনা তুল্য। রোগীর ভয়ঙ্কর প্রলাপ—প্রলাপের সময় মাথার ঘুরানি ও প্রবল মাথার যন্ত্রণা, চাকচিক্যময় চক্ষু, আরক্তমুখমণ্ডল, বেদনার হঠাৎ আগমন ও হঠাৎ তিরোধান, শরীরের নানাস্থানে লালবর্ণের উদ্ভেদ এবং গায়ে জ্বালা, রোগীর নাসিকার অগ্রভাগ ও হাতের আঙ্গুল ঠাণ্ডা কিন্তু মাথা গরম ও মাথার যন্ত্রণায় মনে হয় মাথা ফাটিয়া যাইতেছে বা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইহার যন্ত্রণা উপবেশন করিলে, দেহ সঞ্চালিত হইলে, আলোকে, শব্দে, এবং সংকীর্ণ বদ্ধগৃহে বৃদ্ধি। বাহিরে মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইলে রোগ যন্ত্রণার উপশম।

ক্রিয়াস্থল :—উন্মাদ, সর্ব্বাঙ্গের আড়ষ্টতা এবং ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ, মস্তক, চক্ষুপীড়া, পুরাতন আন্ত্রিক রক্তদুষ্টি, দন্তোদ্গমকালীন মস্তিষ্কের উপদাহ প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াস্থল।

শিরঃপীড়া :—রোগী মনে করে তাহার বিছানা বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতেছে, মাথায় এত তীব্র যন্ত্রণা হইতে থাকে যে রোগী তাহার চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হয়। প্রাতে ১০টার সময় ও বদ্ধ ঘরের ভিতরই মাথার যন্ত্রণা বেশী হয়।

চক্ষু :—দুইটী চক্ষুই জবাফুলের ন্যায় লালবর্ণের হয় ; আলোক সহ্য হয় না ; চোখের ভিতর করকর্ করে, চোখের তারকা খুব প্রসারিত হয়—কখন কখন আলোক-জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়, বেলেডোনায়ও এইরূপ দেখা যায়।

প্রলাপের সময় রোগী পলায়ন করিবার চেষ্টা করে ; বেল, ষ্ট্র্যামো, হায়ো। থাকিয়া থাকিয়া ভীষণ চীৎকার করে, তোৎলার ন্যায় কথা বলে (ষ্ট্র্যামো), আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ও তাহার অঙ্গ স্পন্দিত হইতে থাকে। তাহার ওষ্ঠ দুইটী শুষ্ক, অধরোষ্ঠের উপর ফোস্কার মত হয়, দেখিলে মনে হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে, তাহার জিহ্বাও যেন পুড়িয়া গিয়াছে এরূপ বোধ, সেইজন্য কথা বলিবার সময় তোৎলার ন্যায় কথা বলে।

মেনিঞ্জাইটিস্ রোগে রোগীর ঘাড়ে অসহনীয় বেদনা, ঘাড় শক্ত হইয়া যায়, সামান্য স্পর্শে ফিট্ বেশী হয়, সর্ব্বশরীর কাঁপে, জ্ঞান লোপ পায় ও গোঁঙাইতে থাকে, চক্ষু জবাফুলের ন্যায় দেখায় ; রোগীর শরীর ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যায়।

রোগী রাত্রে মোটেই ঘুমাইতে পারে না ক্রমাগত সে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে ও বিছানা খুঁটিতে থাকে ; মধ্যরাত্রে তাহার মাথার যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে সে আর ঘুমাইতে পারে না বা স্থির হইতে পারে না।

জ্বর : –রোগীর পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ বোধ ; মুখমণ্ডল থাকিয়া থাকিয়া গরম হয়, প্রবল জ্বরের পরই প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। রোগীর বেলা ২টার সময় প্রবল জ্বর হয়, সেই সঙ্গে কাঁধে ও তাহার নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা বোধ, মুখমণ্ডল আরক্তিম, পেট ফাঁপিয়া উঠা সেইজন্য সময় সময় পেটে হাত দেয় ও চীৎকার করে। তাহার সমগ্র শরীরে জ্বালা এবং জ্বরভোগের সময় প্রচুর ঘর্ম্ম হওয়া ইহার বিশিষ্টতা।

এই ঔষধ বেলাডোনা সদৃশ ঔষধ। বেলাডোনায় যে যে স্থানে উপকার না দর্শে সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—২x, ৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

সোলেনাম-অ্যাসিটিকাম (Solanum Aceticum.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বৃদ্ধ বয়সে বা **শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস** হইয়া যদি ফুসফুসের অসাড়তা বা পক্ষাঘাত হয় তাহা হইলে ব্যবহার্য্য।

নিম্নশক্তি ব্যবহার্য্য।

সোলেনাম-ওলির‍্যাসিয়াম (Solanum oleraceum)

পরিচয় :—ইহা ব্রেজিল দেশীয় কাষ্ঠময় লতা বিশেষ। ইহার তাজা ফুল সুরাসারে ভিজাইয়া টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ স্তন্যগ্রন্থি প্রদাহে বিশেষ ব্যবহৃত হয়। স্তন্যগ্রন্থি প্রদাহ হইয়া যদি প্রচুর স্তন-দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে সেই স্তন্য দুগ্ধ কমাইতে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী।

সোলেনাম-ক্যারোসিন্স (Solanum Carocinese.

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ তড়কা ও মৃগীরোগে ২০ হইতে ৪০ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র রোগ আরোগ্য লাভ করে। অতি শিশু বয়সে যাহাদের মৃগীরোগ ও হুপিং কাশি হয় তাহাদের পক্ষেও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

নিম্নশক্তি কার্য্যকরী।

সোলেনাম-টিউবেরোসাম-ইগ্রোট্যান্‌স

(Solanum Tuberosum Ægrotans.)

পরিচয় :—ইহা পীড়াগ্রস্ত গোলআলু হইতে তৈরী হয়। পীড়াগ্রস্ত পচা গোল আলু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। এই ঔষধ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সরলান্ত্র চ্যুতি, সরলান্ত্রে অর্ব্বুদ হইয়া যদি উহা আলুর আকারের হয় এবং শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে তবে ইহা উপযোগী ঔষধ।

সোলেনাম-ভেসিকেরিয়াম (Solanum Vesicarium)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ মুখের পক্ষাঘাতে কেহ কেহ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

(Solanum Mammosum.)

পরিচয় :—এই ঔষধ ডাঃ হেরিং প্রথম পরীক্ষা করেন। ইহা কালবর্ণ নাইট সেডের পাকা ফল। এই ফল কাটিয়া রস বাহির করিয়া ছাঁকিয়া সুরাসারে মিশ্রিত করিবার পর মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ বামদিকের হিপ্‌জয়েণ্ট বা বঙ্ক্ষণ সন্ধির ব্যথায় উপযোগী ঔষধ।

সোলেনাম-লাইকোপারসিকাম (Solanum Lycopersicum.)

ব্যবহারস্থল :—ইহা টোমাটো বা বিলাতী বেগুন। এই ঔষধ **ইনফ্লুয়েঞ্জা ও বাত-রোগের উত্তম ঔষধ।** ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া রোগীর সর্ব্বশরীরে অত্যন্ত ব্যথা হয় এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা আরোগ্য হইয়া যাইবার পরও যদি শরীরের ব্যথা থাকিয়া যায় তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। মাথার সর্ব্বক্ষণই রক্তাধিক্যভাব। মাথার যন্ত্রণায় রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে। মাথার যন্ত্রণা কমিয়া গেলেও মাথায় থ্যাথ্‌লানি ব্যথা রহিয়া যায়। তাহার অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে বিশেষত: মুক্ত হাওয়ার ভিতর ঐরূপ প্রস্রাব বেশী হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—রোগ-লক্ষণ ডানদিকে শুইলে, মুক্ত হাওয়ায়, অনবরত চলাফেরা করিলে শব্দাদিতে বেশী হয়। গরম ঘরে ও ধূম পানে উপশম।

সদৃশ :—বেলাডোনার পর এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করে; ইহা ইউপেটো-পার্ফ, রাস, ক্যাপ্‌সি সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—৩, ৬, ৩০ শক্তি।

সোলেনাম-টিউবরোসাম (Solanum Tuberosum)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ কণ্ঠাস্থির খিলধরা ও হস্তাঙ্গুলীর সঙ্কোচনে এবং দাঁতের ফাঁক দিয়া থুথু নিঃসরণের অভ্যাস দূর করে।

স্কীলা-ম্যারিটাইনা বা অর্ণিথোগেলাম

একই ঔষধ, অর্ণিথোগেলাম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্কুটেলারিয়া-লেটারিফোলিয়া (Scutellaria Laterifolia.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম হুড্ ওয়ার্ট বৃক্ষ। এই গাছড়ার সমস্ত তাজা গাছটী কাটিয়া টুকরা করিয়া সুরাসারে ভিজাইয়া টিংচার তৈয়ারী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—মানসিক সশঙ্কিতভাব—যেন তাহার কোন বিপদ আসিতেছে এই ভয়; কোন পাঠ্যবিষয় চিন্তা করিতে পারে না, যেন সকলই গুলাইয়া যায়। হৃদ্‌পিণ্ডের উত্তেজনা নিবারণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। যাহারা **দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া স্নায়ুবিক ও জীবনীশক্তির অবসন্নতা** আনয়ন করিয়া থাকে, তাহাদের পীড়ায় ইহা অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। আমেরিকা অঞ্চলে স্নায়ুমণ্ডলের চিকিৎসার জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **ডাঃ হেল** দীর্ঘদিন এই ঔষধ সুকুমার যুবকদিগের নানাবিধ রোগে ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন। তিনি বলেন—এই ঔষধ নিদ্রাহীনতা, রাত্রে ভয় পাওয়া, নানাবিধ উত্তেজনার জন্য স্নায়বিক অস্থিরতা, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় বা অন্ত্রগত উত্তেজনাবশতঃ তাহাদিগের মস্তিষ্ক প্রদাহ প্রভৃতিতে ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

কোরিয়া বা **তাণ্ডব** রোগেও ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। **ডাঃ মার্সি** এই ঔষধ তাণ্ডব রোগে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে যখন হৃদ্‌পিণ্ডের পেশীর স্পন্দন ও কম্পন হইতে থাকে, হৃদ্‌যন্ত্রের নিকট যখন দপ্ দপ্ করিতেছে মনে হয় তখন এবং **যাহারা কাগজ দ্বারা আবৃত চুরুট ইত্যাদি সেবন করিয়া হৃদ্‌যন্ত্রকে ক্ষীণ করিয়া ফেলেন,** হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হয়, চক্ষু ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হয় তাহাদের পীড়ায় স্কুটেলারিয়া অতি উত্তম ঔষধ। ইহার রোগীর দেহস্থ পেশীর স্পন্দন অনবরত হইতে থাকে, রোগী তাহার শরীর বা পা নাড়িতে পারে না।

সদৃশ :—এই ঔষধ সাইপ্রিপিডিয়াম, হায়ো, কেলি-ব্রোম, কেলি-ফস্, কষ্টাম, লিসিন, ল্যাকেসিস্ ও ম্যাগ্-কার্ব্ব তুল্য।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, 1x, 3x ক্রম।

স্পঞ্জিয়া-টোষ্টা (Spongia Tosta.)

পরিচয়:—ইহার অপর নাম স্পঞ্জিয়া অফিসিনেলিস। ইহা আমাদের স্পঞ্জ নামক পদার্থ। অধিকাংশ স্পঞ্জ সমুদ্র জল মধ্যে জন্মে। সাধারণতঃ তুর্কী দেশীয় স্পঞ্জ পরিদগ্ধ করিয়া তাহার বিচূর্ণ হইতে স্পঞ্জিয়া তৈরী করিতে হয়। স্পঞ্জ পরিদগ্ধ করিবার নিয়ম—একখানি পাত্রে স্পঞ্জ রাখিয়া কাঠকয়লার আগুনে ঐ স্পঞ্জগুলিকে কড়াভাবে ভাজিতে হইবে কিন্তু সাবধান যেন পুড়িয়া না যায়—তারপর উহা হইতে ২০ গ্রেণ স্পঞ্জ ৪০০ ফোঁটা সুরাসারে ভিজাইয়া রাখিলেই স্পঞ্জিয়ার মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল:—স্পঞ্জিয়া মানসিক স্ফূর্ত্তির ক্ষেত্রে, হাঁপানি, ঘুংড়ীকাসি, হুপিংকাসি, ব্রঙ্কাইটিস, ধমনীর অর্ব্বুদ, মূর্চ্ছা, গলগণ্ড, হৃদ্‌পিণ্ডের কাঠিন্য, অন্ত্রবৃদ্ধি, স্বরনলী প্রদাহ, আমবাত, ক্ষয়কাস, কৃমি ইত্যাদি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল:—স্বর ও শ্বাসনলীর বিবিধ পীড়ায়, যখন বায়ুনলী ও স্বরনলী অত্যন্ত শুষ্ক ও নীরস হয়,—সঙ্কুচিত হইতে থাকে, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বোধ করে, অণ্ডকোষ স্ফীত ও শক্ত হয়—তখন ইহা কার্য্যকরী অর্থাৎ শুষ্ক কাসি, গলগণ্ড, একশিরা এবং হৃদ্‌পিণ্ডের নানাবিধ রোগে ইহার ক্রিয়া দেখা যায়।

মন:—রোগী এই মহা আনন্দিতভাবে আছে আবার পর মুহূর্ত্তেই বিষাদ সাগরে হাবুডুবু খায় না অন্যমনস্কভাবে থাকে, কোন কার্য্য করিতে চাহেনা, কোন বিষয় সে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং চাহেনা (ক্যাল্‌কে, ক্যামো, নাক্স-ভমিকা)। রোগী ইগ্নেসিয়া, পাল্‌সেটিলার ন্যায় কখন খুব স্ফূর্ত্তিযুক্তভাবে থাকে, কখনও কান্নাকাটি করে আবার কখনও বা খিট্‌খিটেভাব প্রকাশ করে।

গঠন ও স্বভাব:—স্পঞ্জিয়া রোগী গৌরবরণ; রোগীর মাংসপেশী খুব শিথিল, মুখমণ্ডল ফুলা ফুলা, লাল আভাযুক্ত বা কোন কোন ক্ষেত্রে নীলিমাযুক্ত; তাহার মুখমণ্ডলে হাত দিলে গরম অনুভব হয়। ইহার রোগী বা রোগিণীর স্বর ও শ্বাসযন্ত্রের বিবিধ পীড়া হইয়া থাকে। রোগী তাহার মাথা নীচু করিয়া শুইতে পারে না, নিদ্রার পর তাহার লক্ষণের বৃদ্ধি বা নিদ্রিত অবস্থায় কাসির অত্যন্ত বৃদ্ধি দেখা যায়।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া:—স্পঞ্জিয়া শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ পীড়ার জন্য বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। বিশেষতঃ ঘুংড়িকাসি রোগে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক। ঘুংড়ি কাসিতে শ্বাস ফেলিতে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয় যেন তাহার গলনলী আবদ্ধ আছে। কাসি কুকুরের ডাকের ন্যায় খন্‌খনে ঝন্‌ঝনে, অত্যন্ত শুষ্ক, কিছুতেই গয়ার উঠিতে চাহেনা। হঠাৎ ঘুংড়িকাসি রোগে স্বরনলী বন্ধ হইয়া যাইবার জন্য শিশু নীল হইয়া যায়। সর্দ্দি কাসি বুকে বসিয়া যাইবার ফলে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সময় গলা ও বুকের ভিতর সাঁই সাঁই, হিস্ হিস্ এবং করাত করার ন্যায় শব্দ হইতে থাকে। ঘুংড়িরোগে, স্পঞ্জিয়া একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ডাঃ হেরিং বলেন ঘুংড়ি রোগে, অ্যাকো, ব্রোম, হিপার, আয়োড, ফস্ এবং স্পঞ্জিয়া বিফল হইলে "ক্যাওলিন" দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। ক্যাওলিন (Kaolin) কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট ক্রুপ বা ঘুংড়ি রোগে—ঝিল্লী কণ্ঠনালীর গভীর স্থানে নিমগ্ন থাকিলেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। ঘুংড়ি রোগে বক্ষঃস্থলের স্পর্শদ্বেষ—অঙ্গুলীর সামান্য আঘাতও তাহার সহ্য হয় না। ঘুংড়ি রোগের সর্ব্বপ্রথম অবস্থায়

অ্যাকোনাইট উপযোগী তারপর স্পঞ্জিয়া বিশেষ উপযোগী। ঘুংড়ি রোগ চিকিৎসায় **বণিংহোসেন** বর্ণিত চিকিৎসা পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ। আমরা অ্যাকোনাইট অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি সুতরাং পুনরায় বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবুও ২।৪টা কথা বলা কর্ত্তব্য। যখন দেখিবে শিশুর হঠাৎ ঘুংড়ির আক্রমণ হইয়াছে তখনই ২।৩ মাত্রা **অ্যাকোনাইট** ½ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে তাহাতে যদি উপকার না পাও কাসি ক্রমান্বয় বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে অত্যন্ত শুষ্ক কাসি, কাসিবার সময় শিশুর গলার ভিতর হিস্ হিস্ শব্দ হইতে থাকে বা কুকুর ডাকার ন্যায় ঘন্‌ঘনে অথবা করাত দ্বারা কাটিবার ন্যায় শব্দযুক্ত কাসি হইতেছে তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্পঞ্জিয়া প্রয়োগ করিবে। অধিকাংশ স্থলেই হয় অ্যাকোনাইট না হয় স্পঞ্জিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দেয়; যদি এই দুই ঔষধ রোগ আরোগ্য করিতে না পারে এবং স্পঞ্জিয়া সেবন করিবার পর ঘুংড়ি কাসি সরল হইয়া যায়, গলার ভিতর ঘড়্‌ঘড় করে, কাসি আল্‌গা আল্‌গা হয়, তখন **হিপার** ব্যবস্থা করিবে। ভোরের বেলা কাসির বৃদ্ধি যেখানে, সেখানেই হিপার ব্যবস্থেয়। হিপার প্রয়োগ করিবার পরও যদি দেখিতে পাও রোগের আক্রমণ পুনরায় সন্ধ্যাবেলা ঘুরিয়া আসিয়াছে তখন একটী মাত্রা ফস্‌ফোরাস প্রয়োগ করিবে। ঘুংড়ি কাসির জন্য, ব্রোমিয়াম্, আয়োডিন, ক্যাওলিন প্রভৃতি ঔষধও বিশেষ ফলপ্রদ।

ব্রোমেটাম:—যখন ঘুংড়ির সহিত গ্লটিসের সঙ্কোচন আসিয়া পড়ে তখন ইহা কার্য্যকরী ঔষধ; **ক্যাওলিন**—রোগীর ঝিল্লীযুক্ত ঘুংড়ি কাসিতে কার্য্যকরী আরও বিশেষতঃ যখন ঝিল্লী নামিয়া ট্রেকিয়ার নিকট যায়. বুকে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে এবং রোগী যখন তাহার শরীর কিছুতেই স্পর্শ করিতে দেয় না তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে ডাঃ হেরিং উপদেশ দেন। **আয়োডিনও** ঘুংড়ি কাসির কার্য্যকরী ঔষধ তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে দেখিয়া লইবে পূর্ব্বে খুব ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল কিনা? ঘুংড়ি কাসিতে ঘনঘন ঔষধ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে।

কাসি:—স্পঞ্জিয়ার কাসি শুষ্ক ঘন্‌ঘনে; মনে হয় যেন তাহার সমস্ত বায়ুনলী শুকাইয়া গিয়াছে, এক ফোঁটা রসও উহাতে নাই সেইজন্য প্রতিবার কাসির সময় যেন করাত দ্বারা তক্তা চিরিতেছে এরূপ শব্দ হইতে থাকে—ইহার কাসি মিষ্টি দ্রব্য খাইবার পর (জিঙ্কাম) এবং ঠাণ্ডা পানীয়ের পর, ধূমপান করিলে, মাথা নীচু করিয়া শুইলে, (মাথা নীচু করিয়া শুইলে কোন কোনও উপসর্গের উপশম) গরম ঘরের ভিতর থাকিলে, গান করিলে, বক্তৃতা দিলে বা জোরে জোরে পড়িলে ও কথা বলিলে বৃদ্ধি। গরম দ্রব্য পান করিলে রোগী অনেকটা উপশম বোধ করে (আর্স, লাইকো, বাস, সাইলি) এই ঔষধ যে কেবল ঘুংড়ি কাসির ফলপ্রদ ঔষধ তাহা নহে, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মাকাসি প্রভৃতি রোগে ইহার প্রয়োগ আছে। **নিউমোনিয়া** আরোগ্যের মুখে রোগীর কাসিতে কাসিতে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠে সেইজন্য রোগী শয়ন করিতে পারে না কেবল বামপার্শ্ব ফিরিয়া শুইতে পারে বা চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারে (সাল্‌ফার); **ব্রঙ্কাইটিস** রোগে পূর্ব্বোক্তরূপ কাসি হয় শ্লেষ্মা পরিমাণে খুবই, কম উঠে, শ্লেষ্মা হলুদবর্ণের কঠিন সামান্য অম্ল স্বাদযুক্ত। রোগীর বায়ুনলী-ভুজের ভিতর ও বুকের ভিতর জ্বালা করে, রোগী মনে করে তাহার গলার ভিতর হাজিয়া গিয়াছে। হুপিং কাসিতেও ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ যদি উহা রাত্রি, দ্বিপ্রহরের পর ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশী হয়।

শিরঃশূল :—স্পাইজেলিয়া নানাজাতীয় শূলরোগের অতি উত্তম ঔষধ তাহা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার মাথার শূলবেদনা বা মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক। মাথার যন্ত্রণা এত সাংঘাতিক ভাবে উপস্থিত হয় যে রোগীর জ্ঞান লোপ পায়। উহার শিরঃবেদনা নির্দ্দিষ্টকাল অন্তর আবির্ভূত হয়। সাধারণতঃ প্রাতে বেদনা মস্তিষ্কমূল হইতে আরম্ভ হইয়া ব্রহ্মতালু পার হইয়া বামদিকের চক্ষু মধ্যে এবং রগের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। ইহার শিরঃপীড়া সকালবেলা **আরম্ভ হয়, দুপুরবেলা বৃদ্ধি লাভ** করে তারপর রোদের প্রখরতা ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকিলে শিরঃপীড়াও ক্রমে ক্রমে কমিতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্তে একেবারে কমিয়া যায়, (নেট্রাম মিউর, স্যাঙ্গুই, ট্যাবাকা)। **আধ-কপালে** মাথা ব্যথার জন্য স্পাইজেলিয়া একটী উত্তম ঔষধ—স্যাঙ্গুনেরিয়াও আধ কপালে মাথা ব্যথার একটী উত্তম ঔষধ ; স্পাইজেলিয়া বামদিকের পীড়ায় এবং **স্যাঙ্গুইনেরিয়া** ডাণদিকের মাথার পীড়ায় উপযোগী। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আধ কপালের বা মাথার যন্ত্রণার আরম্ভ, দুপুরবেলা অত্যধিক বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যাবেলা কমিয়া যায় ; ইহা **নেট্রাম-মিউর** ও স্পাইজেলিয়া উভয় ঔষধেই আছে, পার্থক্য এই—**নেট্রাম-মিউরের** মাথার যন্ত্রণা ঘুম ভাঙ্গিবার পরই আরম্ভ হয়—রৌদ্র উঠিবার সহিত বাড়িতে থাকে, যত রৌদ্রের তাপ বাড়ে মাথার যন্ত্রণা ততই বেশী হয় ; যন্ত্রণার সময় মনে হয় যেন বহু হাতুড়ী কেহ মাথায় ঠুকিতেছে। মাথার যন্ত্রণায় রোগী পাগলের ন্যায় কাজ করিতে থাকে সেই সঙ্গে জলপিপাসা ও কোষ্ঠকাঠিন্য। রৌদ্রের তেজ যত কমিতে থাকে মাথার যন্ত্রণা ততই কম পড়িতে থাকে। স্পাইজেলিয়ার মাথার যন্ত্রণা সাধারণতঃ স্নায়ুর উত্তেজনা হেতু বেশী হয় ; আধ কপালে মাথা ব্যথার সহিত যদি বমি বা গা বমি বমি খুব থাকে তাহা হইলে **সিপিয়া** উত্তম কার্য্য করে। স্পাইজেলিয়ার শিরোবেদনা **বাম চক্ষুর উপর** বহুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, সামান্য গণ্ডগোল ও নড়াচড়ায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি, তাহার যে পার্শ্বে বেদনা আরম্ভ হয় ঐ দিকের চক্ষু হইতে প্রচুর অশ্রু নির্গত হইতে থাকে। ডাণদিকের চক্ষুর উপর যদি বেদনা স্থায়ী হয় তবে স্যাঙ্গুনেরিয়া উপযোগী। আধ কপালের সহিত যদি ডাণদিকের চক্ষু হইতে জল পড়ে তবে চেলিডোনিয়াম কার্য্যকরী ঔষধ।

স্পাইজেলিয়া যেরূপ মাথার স্নায়ুশূলে উপযোগী সেইরূপ মুখের, দাঁতের, চোখের স্নায়ুশূলেও কার্য্যকরী ঔষধ।

চোখের স্নায়ুশূলে অক্ষি গোলকের মধ্য দিয়া মস্তকের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ-অস্ত্র-বিদ্ধবৎ বেদনা হয় বেদনার সময় মনে হয় যেন চোখের তারা চক্ষু কোটর অপেক্ষা অধিক বড় হইয়া গিয়াছে এবং উহারা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া যাইবে। চোখে সামান্য হাতের স্পর্শও রোগী সহ্য করিতে পারে না ; সর্ব্বদাই রোগী মনে করে তাহার চোখের ভিতর একটা পালকের টুকরা পড়িয়াছে তখন যদি রোগী চক্ষু রগড়ায় তাহা হইলে যন্ত্রণা আরও বেশী অনুভূত হয়। রোগীর চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রু বাহির হইতে থাকে। কৃমিজনিত টেরা দৃষ্টিতেও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। স্পাইজেলিয়ার রোগী তাহার শরীর সঞ্চালন না করিয়া তাহার চক্ষু ঘুরাইতে পারে না।

কর্ণশূলের জন্যও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। শিরঃশূলের সহিত কর্ণশূলে রোগী উচ্চ শব্দ সহ্য করিতে পারে না। কর্ণশূলের সময় রোগী মনে করে তাহার কাণের ভিতর একটা খিল আঁটা আছে, কাণের ভিতর কি যেন ফড়ফড় করিতেছে। সময় সময় রোগী ভাল শুনিতে পায় অর্থাৎ যখন শূলবেদনা কম থাকে তখন সে ভাল শুনিতে পায় আবার যখন শূলের ব্যথা আরম্ভ হয় তখন শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়।

দন্তশূল :—অত্যন্ত দপ্‌দপ্‌ করিয়া হয়, মনে হয় যেন কেহ জোর করিয়া তাহার দাঁত উপ্‌ড়াইয়া ফেলিতেছে তখন রোগী শুইয়া থাকিলে আরাম পায়—**ব্রাইয়োনিয়ার** রোগীও শুইয়া থাকিলে আরাম পায়। দন্তশূল সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলা ধূমপানের পরই বেশী হয় (ক্যামো, ইগ্নেসিয়া)। পোকালাগা-দাঁতে অত্যন্ত বেশী দপ্‌দপ্‌ করে—ভিতর হইতে যেন দাঁতগুলি ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ বেদনা—আহারের সময় কিছু উপশম বোধ কিছু খাইবার পরই আবার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। রাত্রে রোগীর দন্তশূলের আক্রমণ এত বেশী হয় যে রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে ; গ্লোনয়েন, ম্যাগ-ফস, ক্যামোমিলা প্রভৃতি ঔষধেও এইরূপ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার শূলের বেদনা কপালের হউক, মাথার, দাঁতের, কাণের বা মুখমণ্ডলের হউক সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গেই কমিয়া যায়।

কৃমি :—রক্তহীন, গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত বা বাতদুষ্ট-ধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের ছোট ছোট কৃমি রোগে বিশেষতঃ যদি উহারা বহু সংখ্যায় নির্গত হইতে থাকে তবে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। কৃমিজনিত টেরা দৃষ্টিতেও স্পাইজেলিয়া—সিনা ও নেট্রাম-ফসের ন্যায় উপযোগী ঔষধ। রোগী মনে করে তাহার পাকাশয় হইতে আংশিক তরল পদার্থ বা কৃমি উঠিয়া গলার ভিতর আসিতেছে। **কার্ব্বনিয়াম-সালফ** রোগীর গলার ভিতর চুল আবদ্ধ আছে এরূপ বোধ ; 'গলায় সুতা আছে' এইরূপ বোধে **ভ্যালেরিয়া**।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া :—ইহাতে ভয়ানক হৃদ্‌কম্পন আছে। রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতর এত ধড়ফড় করিতে থাকে যে তাহার গায়ে জামা থাকিলেও উপর হইতে স্পন্দন দেখা যায়। হৃদ্‌কম্পে তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিতে থাকে রোগীর নিকটে কেহ দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহার বুকের ধড়ফড়ানি শুনিতে পায়। স্নায়বিক হৃদ্‌রোগে রোগীর নাড়ী সবিরাম হইয়া যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের আকুঞ্চনের সময় তাহার শিখরদেশে ঘুমন্ত বিড়ালের গলার শব্দের ন্যায় শব্দ শুনা যায়। স্পাইজেলিয়া যেমন তরুণ হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় উপযোগী সেইরূপ রোগের প্রচণ্ড অবস্থায় যখন অত্যন্ত জোরে জোরে হৃদ্‌স্পন্দন হইতে থাকে তখনও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। রোগের প্রচণ্ড অবস্থায় এই ঔষধ **ম্যাগ-ফস** ও **ডিজিটেলিস** তুল্য। কেহ কেহ বলেন হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ইহা ডিজিটেলিস, ক্যাক্টাস ও ম্যাগ-ফস অপেক্ষাও ভাল ঔষধ।

ডাঃ **হেরিং** বলেন—হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় স্পাইজেলিয়া বহু অংশে **ক্যাল্‌মিয়া** তুল্য ঔষধ ; হঠাৎ রোগীকে দেখিলে পর মনে হইবে ইহা বুঝি ক্যাল্‌মিয়ার রোগী। হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় প্রথম স্পাইজেলিয়া প্রয়োগ করিয়া ক্যাল্‌মিয়া প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। স্নায়ুশূলও উভয় ঔষধে আছে ; ক্যাল্‌মিয়ার শূলবেদনা **ডানদিকে** এবং স্পাইজেলিয়ার সাধারণতঃ **বামদিকেই** বেশী দেখা যায়। এই দুই ঔষধ বাতজ হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় অতিশয় কার্য্যকরী। দুই ঔষধেরই হৃদ্‌স্পন্দন অত্যধিক। নিকটে কেহ দাঁড়াইলে স্পন্দন শুনিতে পায়, তবে বাতযুক্ত হৃদ্‌রোগে ক্যাল্‌মিয়াই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। উভয় ঔষধের হৃদ্‌স্পন্দন অত্যধিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; ইহার উপর ক্যাল্‌মিয়া রোগীর নাড়ী ডিজিটেলিসের নাড়ীর ন্যায় অবিরাম ও গতি অতি ধীর।

মলান্ত্র :—রোগীর মলান্ত্র মধ্যে যেন কোন পোকা বেড়াইতেছে বোধ এইজন্য তাহার মল-মার্গ মধ্যে অত্যন্ত চুলকায়। রোগীর মলান্ত্র হইতে প্রচুর পরিমাণে মহীলতা (কেঁচো)-কৃমি এবং সূত্র কৃমি বাহির হয়। সিনা, অ্যাসারাম, অ্যাস-ক্লিপি, ক্যাল্‌কে, নেট্রাম-ক, কেলি-মিউর, আর্টিকা-ইউরেন্স

প্রভৃতি ঔষধও এই সকল কৃমির জন্য ব্যবহারোপযোগী ঔষধ। রোগীর মল আমযুক্ত উহা অত্যন্ত কুন্থন দিবার পর নির্গত হয়, কোন কোন সময় কেবল আম নির্গত হয় আবার কখনও বা অসংখ্য কৃমিসহ প্রচুর মল নির্গত হইয়া থাকে। মলান্ত্রের কর্কটীয় অর্ব্বুদ রোগে যখন অসহনীয় যন্ত্রণা থাকে তখন ডাঃ অ্যালেন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

স্পাইজেলিয়া রোগী রাত্রে হস্তপদাদি কিছুতেই স্থির রাখিতে পারে না, সেইজন্য রাত্রে তাঁহার ভাল ঘুম হয় না, সুতরাং রোগী ভোরের বেলা ও গভীর রাত্রে এবং দিনের বেলা ঘুমাইয়া পড়ে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—স্থির হইয়া থাকিলে, নিশ্বাস গ্রহণ করিলে, মস্তক উচ্চে রাখিয়া ডানদিকে ফিরিয়া শয়ন করিলে (ফস্, নেট্রাম), নির্ম্মল বায়ুতে রোগের উপশম; কেহ স্পর্শ করিলে, দেহ সঞ্চালন করিলে, জোরে জোরে হাঁটিলে, মাথা নাড়াইলে বা কাঁপাইলে, হেঁট হইলে, সম্মুখদিকে বুক বাঁকাইলে, খাইবার অনতিপরেই, বৃষ্টির দিনে, প্রাতে নিদ্রা ভাঙ্গিলে, সূর্য্যের উত্তাপে, ধূমপানে ও দুপুরবেলা রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—**স্পাইজেলিয়া**—বামদিকের চক্ষুর স্নায়ুশূলে—থিরিডি তুল্য; সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধিতে—নেট্রাম-মিউর, স্যাঙ্গুইনেরিয়া তুল্য; সর্দ্দিরোগে—পালসেটিলা তুল্য; চোঁখের তীব্র বেদনায়—বেলেডোনা তুল্য; হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে—ক্যাল্মিয়া, ডিজি, ক্যাক্টাস তুল্য; মুখের স্নায়ুশূলে—থুজা তুল্য; তাল তাল কৃমি নির্গমনে—সিনা, টিউক্রিয়াম, ষ্ট্যানাম, নেট্রাম্-ফস তুল্য; অত্যন্ত স্পর্শদ্বেষে—কেলি-কার্ব্ব তুল্য; ধূম পান করিবার ফলে দন্তশূলে—প্ল্যাটিনাম তুল্য।

শক্তি :—৩x, ৬x, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তি।

কিন্তু সাধারণতঃ ৩০ ও ২০০ শক্তিই বেশী ব্যবহৃত হয়।

স্পাইর‍্যান্থিস (Spiranthes Autumnalis.

পরিচয় :—ইহার অপর নাম লেডিস ট্রেপস। ইহা এক প্রকার বৃক্ষ, এই বৃক্ষের মূল হইতে মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—স্পাইর‍্যান্থিস স্ত্রীলোকদিগের **স্তনের দুধ** বৃদ্ধি করিতে উত্তম ঔষধ। কোমরের বাত, বাতব্যাধি এবং নিদ্রাধিক্য ও পুনঃ পুনঃ ঢেঁকুর তোলার সহিত অন্ত্রশূল রোগে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী।

স্পাইর‍্যান্থিসও **অ্যাকোনাইটের ন্যায় জ্বরনাশক ঔষধ**। এই ঔষধেও দেহের অংশ-বিশেষের প্রদাহ এবং উহার মধ্যে রক্তসঞ্চয়াধিক্য দেখা যায়। এই ঔষধ দ্বারা চক্ষু, চিবুক ও বক্ষের প্রদাহ উৎপন্ন হয় এবং ঐ স্থানসকল আরক্তিম ও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। রোগীর সমস্ত শরীরে ঘর্ম্মের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহার হৃদপিণ্ড অত্যন্ত ধড়ফড় করিতে থাকে এবং উহার মধ্যে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ।

রোগিণীর স্তনদুগ্ধ ও প্রস্রাব, রোগের প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত কমিয়া যায়, কিন্তু পরে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী দেখা যায়।

রোগীর কিড্‌নীর মধ্যে রাত্রে সাঁটিয়া ধরার ন্যায় হওয়ায় বা শূলবেদনা হইবার জন্য সে শুইয়া থাকিলে উঠিয়া বসে এবং বসিয়া থাকিলে শয়ন করে, কখনও বা কিড্‌নীর ভিতর অত্যন্ত জ্বালা

করিতে থাকে। প্রস্রাবের সময় মূত্রাশয় মধ্যে বেদনা বোধ, ঘুম ভাঙ্গিবার পর মূত্রাশয় মধ্যে জ্বালা ও বেদনা (বার্ব্বা, নাক্স)। ইহার রোগীর প্রস্রাব শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যায় (অরাম, অ্যাসিড-ফস) এবং প্রস্রাবে আঠা আঠা লালবর্ণের তলানি পড়ে।

এই ঔষধ কিডনী শূলের জন্য যেরূপ উপযোগী সেইরূপ অন্ত্রশূলের জন্যও ব্যবহার্য্য। অন্ত্রশূলে তলপেট হইতে অন্ত্রনালীর মধ্যে বায়ুসঞ্চয় হইয়া তলপেট উত্তপ্ত হয়। রোগী পুনঃ পুনঃ ঢেঁকুর তুলিয়া থাকে। তাহার প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই ব্যথান্বিত হয়। রোগী হাসিলে তাহার তলপেট গরম হইয়া উঠে; স্পঞ্জিয়া রোগী ধূমপান করিলে তাহার তলপেট গরম হইয়া উঠে। রোগী যত হাসিবে ততই তাহার উদ্গার উঠিতে থাকিবে। মূত্রগ্রন্থির শূলের ব্যথার সময় রোগী শুইয়া থাকিলে উঠিয়া বসে, বসিয়া থাকিলে শুইয়া পড়ে (ডায়োস্ক, পাইরো), উহার ভিতর জ্বালা করিতে থাকে, জ্বালা ও যন্ত্রণার জন্য রোগী হেঁট হইতে পারে না।

স্ত্রীলোকদিগের যোনির মধ্যে রমণাদির সময় অত্যন্ত জ্বালা করে। কুঁচকীপ্রদেশে এবং ঘাড়ের কুঁচকানো চামড়ার মধ্যে ফোস্কা বাহির হয়, রোগিণী ঐ ফোস্কার মধ্যে পুড়িয়া যাইবার ন্যায় জ্বালা অনুভব করে, ঐ সকল ফোস্কা হইতে পুঁজের ন্যায় রস বাহির হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—মূল আরক, ১x, ৩x ক্রম।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া-ক্যানাডেন্সিস (Sanguinaria Canadensis.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্যাঙ্গুইনেরিয়া-ভারনেসিস বা টারমেরিক, আমাদের দেশীয় হরিদ্রা। ইহার তাজা মূল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া সুরাসারে ভিজাইয়া রাখিলে ইহার আরক প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :— মন, শ্বাসযন্ত্রের বিবিধ পীড়া ও শিরঃপীড়া, ফুসফুস প্রদাহ, ফুসফুস আবেষ্টনীর প্রদাহ, শ্বাসকষ্ট, স্বরভঙ্গ, গলনালী প্রদাহ, স্বরযন্ত্রের প্রদাহ, বধিরতা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বাত, রক্তামাশয়, অর্শ, স্রাবী বা কামলা, মুখ ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, নাসার্ব্বুদ, রজোনিবৃত্তিকালীন পীড়া; লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় ইহার পীড়াও ডান দিক হইতে আরম্ভ হয়। আঘ্রাণ শক্তি ও আস্বাদ শক্তির লোপ, গর্ভাবস্থায় নানাবিধ পীড়া, আঙ্গুলহাড়া, হুপিংকাসি প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—এই ঔষধ রোগীর সমগ্র বায়ুমার্গের বিকৃতি সাধন করে এবং নাসারন্ধ্রগত ঝিল্লীর উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া তরুণ সর্দ্দি উৎপাদন করে, ফুসফুস পাকাশয়িক স্নায়ুর উপরেও ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পাকাশয়িক স্নায়ুর আক্রমণের ফলে যকৃৎ ও পরিপাক যন্ত্রের পীড়াও উৎপাদিত হয়।

স্বভাব ও গঠন :—রোগীর চিত্ত-চাঞ্চল্য অত্যধিক; বমন ও প্রলাপ আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাহার ঘরের মধ্য দিয়া কেহ চলিয়া গেলে রোগী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়ে। রোগীর কি খাইতে ভাল লাগে তাহা সে বলিতে পারে না তবে ঝাল, ঝাঁঝাল দ্রব্য এবং চাটনি প্রভৃতি তাহার খাইতে ভাল লাগে,—চিনি বা মিষ্টদ্রব্য তাহার নিকট তিক্ত লাগে, উহা খাইলে পর ভিতরে জ্বালা অনুভব করে। রোগীর মুখমণ্ডলের শিরা সকল লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে সেইজন্য

সে আড়ষ্টতা অনুভব করে, ওষ্ঠ দুইটী শুষ্ক বোধ করে এবং সন্ধ্যার সময় ওষ্ঠ দুইটী ফুলিয়া উঠে, অধর বা নীচের ওষ্ঠটি জ্বালা করে। অত্যন্ত ঋতুস্রাবের সময় যুবতীদিগের মুখমণ্ডলে ব্রণাদি উদ্ভেদ বাহির হইয়া থাকে ;—বেলিস, ক্যাল্কে, সোরিণাম প্রভৃতি ঔষধেও এইরূপ ব্রণ নির্গত হয়।

শিরঃপীড়া :—এই ঔষধ ডাণদিকের শিরঃপীড়ার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার মাথার যন্ত্রণা—স্পাইজেলিয়ার ন্যায় সূর্য্যোদয়ের পর হইতে আরম্ভ হইয়া দুপুরে অত্যধিক হয় এবং বেলা ৩টার পর হইতে কমিতে থাকে সন্ধ্যাবেলা একেবারে যন্ত্রণা কমিয়া যায়। এই ঔষধ যেমন আধকপালে মাথা ব্যথায় উৎকৃষ্ট, সেইরূপ সম্মুখদিকের মাথার যন্ত্রণায়ও ভাল ; যন্ত্রণা সকালবেলা অতি প্রচণ্ডভাবে আরম্ভ হইয়া থাকে ক্রমশঃ ঐ যন্ত্রণা মাথার মধ্যস্থলে যায় তারপর আস্তে আস্তে উহা চক্ষুর উপর চাপিয়া বসে ; রোগীর মাথা ব্যথা এত সাংঘাতিক আকারে হয় যে সে তখন আলো বা শব্দ সহ্য করিতে পারে না, সে যাহা খায় তাহা বমন করিয়া উঠাইয়া দেয়, সেই সঙ্গে তাহার দুইপাশের শিরা সকল দপ্ দপ্ করিতে থাকে—বেলেডোনায়ও এইরূপ দপ্ দপ্ করে তবে স্যাঙ্গুইনেরিয়ার রোগী অপেক্ষা বেলের রোগীর মাথা অত্যন্ত গরম, মুখ অত্যন্ত আরক্তিম হইয়া যায় ও পা বেশী ঠাণ্ডা হয়, স্যাঙ্গুইনেরিয়ায় ঐরূপ হয় না। বেলেডোনার রোগী মাথা তুলিয়া বালিসে ঠেস্ দিয়া বসিলে আরাম পায়—স্যাঙ্গুইনেরিয়া রোগী বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে আরাম পায়। ইহার মাথা ব্যথা অনেক সময় (জেল্‌সিমিয়ামের ন্যায়) প্রচুর প্রস্রাব হইয়াও উপশম হইয়া থাকে। স্যাঙ্গুনেরিয়ার আধকপালে মাথার যন্ত্রণা স্পাইজেলিয়ার ন্যায়, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তবে পার্থক্য এই স্পাইজেলিয়া বামদিকের মাথার যন্ত্রণায় প্রযোগ করিতে হয় আর স্যাঙ্গুনেরিয়া ডাণদিকের মাথার জন্য প্রযোজ্য।

স্যাঙ্গুনেরিয়ার মাথার যন্ত্রণা প্রতি **সাতদিন অন্তর** ঘুরিয়া আসে (স্যাবাডে, সিলিকা, সাল্‌ফার) ; **আইরিস্-ভার্সি** রোগীর শিরঃপীড়া প্রতি **আট দিন অন্তর** ঘুরিয়া আসে। স্যাঙ্গুনেরিয়ার মাথার যন্ত্রণা বয়ঃসন্ধিকালে পুনরায় ঘুরিয়া আসে। মাথার যন্ত্রণার সময় শঙ্খদেশীয় শিরাগুলি এত ফুলিয়া উঠে যে হাত ছোঁয়াইলে ব্যথা লাগে।

নাসিকার রোগ :—রোগীর ঘ্রাণশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, নাসিকার ভিতর পলিপাস বা নাসার্ব্বুদ হইয়া তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মায় (থুজা, ক্যাল্কে-কার্ব্ব ও ক্যাল্কে-ফস্, সোরিণাম, টিউক্রি, টিউবারকিউলিনাম)। নাসিকার ভিতর পলিপাস হইবার ফলে রোগী পুনঃ পুনঃ হাঁচে, জলের ন্যায় নাসিকাস্রাব এবং তাহার নাসামূলে পেষণবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে, মাথার তীব্র যন্ত্রণার সহিত সর্দ্দিরোগেও ইহা ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ নব প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল বা নূতন শস্যাদির রেণুর আঘ্রাণ লইবার পর সর্দ্দি বা শ্বাসকৃচ্ছ্রাদি রোগে উপযোগী। **মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা রমণীগণ বা স্নায়বিক ধাতুর রমণীগণ, ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া পীড়িত বা অবসন্ন হইয়া** পড়িলে এই ঔষধ গ্র্যাফাইট, ইগ্নেসিয়া, নাক্স-ভম ও ভ্যালিরিয়ানা তুল্য ঔষধ। নাসিকার ভিতর পলিপাস জন্মিয়া যদি নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে তাহা হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

মুখাভ্যন্তর :—স্যাঙ্গুনেরিয়ার রোগীর ঘ্রাণশক্তি যেমন লুপ্ত হয় সেইরূপ তাহার আস্বাদশক্তিও লোপ পায়। রোগী মনে করে যেন তাহার জিহ্বা জুড়িয়া গিয়াছে। জিহ্বা অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত, যেন জিহ্বার উপর ফোঁড়া উঠিয়াছে এইরূপ জ্বলিতে থাকে (রাস্, সিট্রাস্, অ্যানাই)। মিষ্ট দ্রব্যাদি তাহার নিকট তিক্তাস্বাদ লাগে, ঝাঁঝাল, ঝাল ও চাট্‌নী সে পছন্দ করে।

কাসি :—ইনফ্লুয়েঞ্জার সহিত কাসি থাকিলে এবং হঠাৎ যদি কাসি ও গয়ার বন্ধ হইয়া উদরাময় হয় তাহা হইলে এই ঔষধ দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহা ব্যতিরেকে স্যাঙ্গুইনেরিয়া ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য ঔষধ। সাধারণতঃ ডানদিকের ফুসফুস্ বেশী আক্রান্ত হয়।

ইহার রোগীর রাত্রে অত্যন্ত শুষ্ক কাসি হয়, সেইজন্য রোগী কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না, যতবার সে শুইতে যায় ততবারই তাহার কাসি হয় এবং পুনরায় উঠিয়া বসে। ইহার কাসির প্রকোপ কেবলমাত্র ঢেঁকুর তুলিলে এবং বায়ুনিঃসরণ হইলে উপশম। বুকের ভিতর অত্যন্ত বেদনা ও জলের ন্যায় সর্দ্দিস্রাবযুক্ত কাসিতেও এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

নিউমোনিয়া রোগে যখন ফুসফুস যকৃতভাব প্রাপ্ত হয়, যখন অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, কাঠ চেরার ন্যায় নিশ্বাসের শব্দ, স্বরভঙ্গ, শুষ্ক কাসি, ডানদিকের স্কন্ধপ্রসারী বেদনার জন্য রোগী তাহার ডান হাত ঠিকমত ভাবে তুলিতে পারে না, অতি কষ্টে সে তাহার হাতখানা তোলে। লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় ডানদিকের নিউমোনিয়া রোগে ইহাও উপযোগী ঔষধ। রোগীর বুক ও ফুসফুস্ মধ্যে জ্বালা করে, গয়ার অত্যন্ত ঘন, দড়ীর ন্যায়, লোহার মরিচা ধরার ন্যায় বর্ণ, অতি কষ্টে সে তাহার গয়ার তুলিয়া ফেলে। রোগীর নাড়ী দ্রুত ও সূক্ষ্ম, মুখমণ্ডল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শীতল, কখনও কখনও হাত পা গরম ও জ্বালাযুক্ত। রোগীর মুখে গন্ধ ও গয়ারের গন্ধ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, রোগী নিজেও গয়ারের গন্ধে অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করে। ইহার রোগীর আর একটী বিশেষ লক্ষণ আছে, কাসির পূর্ব্বে ও পরে তাহার বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকে, কাসির পর শরীর উত্তপ্ত হয় এবং তাহার পর সে হাই তুলিতে থাকে।

হুপিংকাসি যখন অত্যন্ত সাঁই সাঁই শব্দকারী ও ঘঙ্ ঘঙে হয়, গয়ার যখন অতি কষ্টে নিঃসৃত হয় এবং গয়ার যখন ঘন আঠার ন্যায় ও দড়ীর ন্যায় তখন ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। যতবার রাত্রে শিশু শুইতে যায় ততবারই তাহার কাসির বেগ হয়। ইহা যেমন হুপিং কাসিতে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ হুপিং কাসি ভাল হইবার পর ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি উদরাময় হয় তাহা হইলেও ব্যবহার্য্য

উদরাময় :—তরুণ সর্দ্দির পর উদরাময় বা ইনফ্লুয়েঞ্জার পর উদরাময় রোগে ইহা উপযোগী। উদরাময়ের মল তরল ও শব্দযুক্ত, উজ্জ্বল হলুদবর্ণের, অজীর্ণ, সেই সঙ্গে বুকের ভিতর বেদনা ও কাসি থাকিলে ইহা আরও কার্য্যকরী। উদরাময়ের সহিত উপর পেট ও নিম্ন পেটে বায়ু সঞ্চিত হয়, মলত্যাগকালে বায়ু নিঃসৃত হইতে থাকে, প্রচুর বায়ু নিঃসরণে কাসির উপশম বোধ। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য তৎসহ মাথার তীব্র যন্ত্রণা ইত্যাদিতে স্যাঙ্গুনেরিয়া উপযোগী ঔষধ।

স্ত্রীরোগ :—বয়োসন্ধিকালে নানাবিধ পীড়ায় রোগীর যদি স্বাস্থ্য বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, তাহার থাকিয়া থাকিয়া যদি উত্তাপাবির্ভাব হইতে থাকে, তাহা হইলে ল্যাকেসিস, অ্যামিল-নাইট্রেট ও গ্লোনয়েনের ন্যায় স্যাঙ্গুইনেরিয়াও উপযোগী। তাহার পেট মধ্যে মধ্যে ফুলিতে থাকে, তখন তাহার শরীর হইতে উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে, হাতের তলা ও পায়ের তলা জ্বালা করিতে থাকে এবং শরীরে এত জ্বালা বোধ যে, রোগিণী তাহার গায়ের ঢাকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলে, রোগিণীর স্তনদ্বয় অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া ফুলিয়া উঠে। **ডাঃ অ্যালেন** বলেন,—এইরূপ অবস্থায়

যখন ল্যাকেসিস ও সাল্‌ফার প্রযোগ করিযাও আশানুরূপ ফল পাওযা যায় না তখন এই ঔষধ দ্বারা চমৎকার ফল পাওযা যায।

ইহার **শ্বেতপ্রদরের স্রাব অত্যন্ত** দুর্গন্ধযুক্ত এবং যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিযা যায।

ঋতুস্রাব অকালে প্রকাশিত হয, ঋতুর স্রাবের রক্ত কাল, দুর্গন্ধযুক্ত, মাংসখণ্ডের ন্যায চাপ্ চাপ্ রক্তও নির্গত হয়। ঋতুস্রাবের সহিত অত্যধিক মাথার যন্ত্রণা, বুকে টাটানি ব্যথা, বুক ধড়ফড়ানি, স্তন দুইটীর ভিতর অত্যধিক বেদনা, যোনিদ্বারে ফুস্কুড়ির ন্যায উদ্ভেদ নির্গত হওয়া, হাত পা জ্বালা করা প্রভৃতি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহার রোগিণীর নাসিকার ভিতর যেরূপ পলিপাস বা নাসার্ব্বুদ হয সেইরূপ জরায়ুর ভিতর পলিপাস হইলেও ব্যবহার্য্য ঔষধ।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া :—মাথার তীব্র যন্ত্রণার সহিত হৃদ্‌পিণ্ডে ভযানক বেদনা অথবা হৃদ্‌প্রদেশ—অত্যন্ত নিষ্পিষ্ট হইতেছে এরূপ বেদনা থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য। সন্ধিবাতে বাহ্য ঔষধ প্রযোগ দ্বারা বেদনা নিরাময করিবার পর যদি বাতাশ্রিত হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া হয, সেই সঙ্গে শুষ্ক গাত্রচর্ম্ম, অত্যধিক গাত্রদাহ, অত্যধিক রক্তের চাপ বৃদ্ধির জন্য ভযঙ্কর বুক ধড়ফড়ানি হইযা যদি রোগিণীর জ্ঞান লোপ পায, নাড়ী অনিযমিত হইতে থাকে তবে স্যাঙ্গুইনেরিযা ব্যবস্থেয।

বাতের বেদনা :—রোগীর ঘাড়ে, কাঁধে এবং বাহুতে বাতের বেদনা বৃদ্ধি। অত্যন্ত ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিবার ফলে ডিম্ব ও কটিবাত অথবা পৃষ্ঠের বৃহৎ মাংসপেশীর ক্ষত রোগে ইহা উপযোগী। পৃষ্ঠের মাংসপেশী হইতে নীচের দিকের সমস্ত পেশীতে বাতের ব্যথার জন্য হাত পর্য্যন্ত ছোঁযান যায না। তাহার বামদিকের উরুদেশে এবং ডাণদিকের উরুর ভিতর বাতের বেদনা; কখন কখনও রোগীর ঊরুস্থলে এত তীব্র বেদনা হয যেন তথায অত্যধিক আঘাত লাগিযাছে। কোন কোন সময় ইহার বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করে। বাতের বেদনার জন্য তাহার ডাণদিকের বাহু অবশ হইযা যায; রোগী সর্ব্বদা আলস্য বোধ করে কোনরকম শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে চায না। বর্ষাকালে বা জলীয আবহাওযায এই অবস্থা বেশী হয। বাতের বেদনার সহিত শিরঃপীড়া অত্যন্ত থাকে।

উপশম :—স্থির হইযা অন্ধকার ঘরে শুইযা থাকিলে, কেহ জোরে জোরে তাহার শরীর টিপিয়া দিলে, হাঁটু গাড়িযা ভূমির উপর জোরে মাথা ঘষিলে, বামদিকে শুইলে, বায়ু নিঃসরণ হইলে বা ঢেঁকুর উঠিলে এবং মুক্ত বায়ুতে বেড়াইলে উপশম।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া **অহিফেনের মাদকতা** দূর করে; বেলেডোনার পর এই ঔষধ অত্যধিক উপযোগী।

সম্বন্ধ :—স্যাঙ্গুইনেরিযা—শিরঃপীড়ায, বেল, আইরিস তুল্য; বাযোসন্ধিকালের পীড়ায—ল্যাকে, সাল্‌ফার তুল্য; পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগে—চেলি, ফস্, সাল্‌ফার, ভেরেট্রাম তুল্য; দক্ষিণ বাহুর বাতের বেদনায—ম্যাগ-কার্ব্ব তুল্য; মাথাধরায—স্পাইজেলিয়া ও নেট্রাম-মিউর তুল্য; শিরঃপীড়া প্রস্রাবে উপশমে—জেল্‌স, ফস্ ইগ্নে তুল্য, পেটের ভিতর যেন জীবন্ত পদার্থ রহিযাছে বোধে—ক্রোকাস তুল্য; উপসর্গ ডাণদিক হইতে বামদিকে চালিত হওয়ায—লাইকো ও চেলিডোনিয়ার তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬, ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

স্যাঙ্গুইনারিনাম-টার্টারিকাম (Sanguinarinum Tartaricum.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চোখের ঢেলা বাহির হইয়া পড়া অর্থাৎ অক্ষিগোলকের বহির্নিঃসরণ রোগের একটী উত্তম ঔষধ। চক্ষুতারকার অস্বাভাবিক প্রসারণ ও অস্পষ্ট দৃষ্টিতেও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ।

শক্তি :—৩x ক্রমই ব্যবহার্য্য। সময়ে সময়ে উচ্চশক্তিও আবশ্যক হইতে পারে।

স্যাঙ্গুইনারিনাম-নাইট্রিকাম (Sanguinarinum Nitricum.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম নাইট্রেট অভ্ স্যাঙ্গুইনারিনাম। ইহা প্রথমতঃ বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ তরুণ সর্দ্দি রোগের একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। সর্দ্দি রোগে রোগী মনে করে যেন সে মূলা খাইতেছে এবং তাহারই ঝাঁজ চক্ষুতে লাগিবার ফলে তাহার চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে জল পড়িতেছে, এইরূপ হইবার অনতিবিলম্বেই তাহার চক্ষুর উপর একটা সূক্ষ্ম শ্লেষ্মার লেপ পড়িয়া যাইয়া দৃষ্টির অস্পষ্টতা ঘটায়, তাহার ডানদিকের নাসিকা হইতে অনবরত বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকে। আবার দুইদিকের নাসা হইতে জলের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে ও প্রতি ৬।৭ মিনিট অন্তর সে হাঁচে। অনবরত হাঁচিবার ফলে তাহার নাসিকা, চক্ষু, মুখের ভিতর ও গলার ভিতর জ্বালা করিতে থাকে, উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব হইতে থাকে, ঐ সঙ্গে জল পিপাসাও খুব, সে প্রচুর জলও পান করে। ইউফ্রেসিয়া, অ্যালিয়াম সেপাতেও এইরূপ সর্দ্দি দেখা যায়। ইহার রোগী সর্ব্বদাই মনে করে যেন তাহার শরীরটা রুদ্ধ অবস্থায় আছে, মাথা অত্যন্ত ভারি বোধ। রাত্রে রোগীর নাকে প্রচুর পরিমাণে সিকনি জমিয়া থাকিবার ফলে পুনঃ পুনঃ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; মূত্রগ্রন্থির নিকট অস্থির পশ্চাতে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ, যেন তাথায় প্রচুর শ্লেষ্মা জমিয়া আছে, সেইজন্য ঐ স্থান সাঁটিয়া থাকা ইহার একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার রোগীর প্রচুর মিষ্টস্বাদযুক্ত পাতলা ফেনাময় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে। রোগীর প্রথম অত্যন্ত শুষ্ক কাসি হইতে থাকে, তখন সে খুকখুক করিয়া কাসে, শুষ্কাকারের কাসির সহিত অনেক সময় রক্ত নির্গত হইয়া থাকে, ভয়ানক শুষ্ক কাসির জন্য রোগীর তালুমূলে বোধ হয় যেন ঝিল্লী কেহ চাঁচিতেছে। রোগী সকালবেলা এদিক ওদিক করিলেই তাহার কসির উদ্রেক হয়। শুষ্ক কাসি ক্রমে ক্রমে তরল কাসিতে পরিণত হয় এবং কাসিবার সময় বুকে ঘড় ঘড় শব্দ করিতে থাকে। কাসিতে কাসিতে তাহার শ্বাসবন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, সে তখন মুক্ত হাওয়ার ভিতর বেড়াইতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। নাসিকার্ব্বুদ ইহা দ্বারা নিরাকৃত হয়। নাসিকার্ব্বুদ আরোগ্যকরণে ইহার প্রসিদ্ধি খুব।

সদৃশ :—সর্দ্দিরোগে ইহা অ্যালিয়াম-সেপা, ইউফ্রেসিয়া ও এরাম-ট্রাই সমতুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৪x, ৬x ক্রম।

স্যাকারাম-ল্যাকটিস (Saccharam Lactis.)

পরিচয় :—যথানিয়মে দুগ্ধ-শর্করাকে বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়। ইহার অপর নাম সুগার অভ্ মিল্ক।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ হৃদ্‌শূল, দুর্গন্ধযুক্ত গাত্র, বহুমূত্র, অজীর্ণ, কর্ণশূল, মাথার যন্ত্রণা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ডিম্বাধার প্রদাহ, অক্ষিপুট প্রদাহ, আঁচিল, নাভিদেশের প্রদাহ, অন্ধত্ব প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

শক্তি :—৩০ শক্তির নিম্নে ব্যবহৃত হয় না।

স্যাকারাম-অফিসিনেলি (Saccharam Officianale.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সুগার-কেন্ বা ইক্ষু।

ইক্ষুদণ্ড হইতে রস বাহির করিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত সুরাসার বা ডাইলিউট অ্যাল্‌কোহল যোগে ইহা প্রস্তুত হইতে পারে, আবার বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারেও ইহা তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—ইহা সোরাদোষ নাশক ঔষধ। এই ঔষধ সংক্রমণ দোষ ও পচন নিবারণ করে। ইহা দ্বারা **হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা** ও বিকৃতি দূর করে, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ও রক্তাল্পতা রোগে বলবর্দ্ধকের ন্যায় কার্য্য করে এবং অম্লরোগ ও মলযন্ত্রের চুলকানিতে বিশেষ কার্য্য করে। ইহা ব্যতিরেকে উদরী, ছানি, বহুমূত্র, শোথ, মাথার যন্ত্রণা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী।

শক্তি :—৩০ শক্তির নিম্নে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, সাধারণতঃ ৩০, ২০০ শক্তিই বেশী ব্যবহৃত হয়।

স্যালিক্স-নাইগ্রা (Salix Nigra.

পরিচয় :— ইহা কাল উইলো। এই গাছের তাজা ছাল ছিঁড়িয়া সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাদার টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের কুফল নিবারণে ইহার অশেষ ক্ষমতা; রোগীর প্রবল কামপ্রবৃত্তি কিন্তু তাহার রতিশক্তির অভাব। অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ নিবারণে ও প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় ক্যান্থারিস তুল্য ঔষধ।

শক্তি :— মূল অরিষ্টের ১০ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

সিলফিয়াম-ল্যাসিনিয়েটাম (Silphium Lasiniatum.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম কম্পাস প্লান্ট বা কম্পাস বৃক্ষ। ইহার নীচের পাতাগুলির প্রান্তভাগ সর্ব্বদাই উত্তর বা দক্ষিণমুখী থাকে বলিয়াই ইহার নাম কম্পাস প্লান্ট হইয়াছে। এই গাছ আমেরিকার তৃণাবৃত স্থানে উৎপন্ন হয়, ইহার রসে অধিক পরিমাণে ধুনা জন্মে। ইহার তাজা গাছ

ফুল জন্মিবার সময়ে কাটিয়া যথারীতি সুরাসারে মিশ্রিত করিয়া টিংচার তৈরী করা হয়। সিকাগো নগরের ডাঃ হেল্ এই ঔষধের আংশিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নানাজাতীয় হাঁপানি কাসি এবং প্রাচীন ব্রঙ্কাইটিস রোগে উত্তম কার্য্যকরী। ইহা মূত্রনলীর শৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহে, সর্দ্দিসংযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে, আমাশয়ে, কোষ্ঠকাঠিন্যে উপযোগী।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় গয়ার প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, ঐ গয়ারগুলি দড়ি দড়ি ফেনাযুক্ত। ফুস্‌ফুসের ভিতর ও গলার ভিতর কণ্ডুয়নের জন্য রোগীর অনবরত কাসিবার প্রবৃত্তি, কাসির সহিত প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

যক্ষ্মারোগ :—দড়ি দড়ি ফেনা ফেনা, ধূসর ও পীতবর্ণের অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা কাসিতে কাসিতে নিঃসরিত হইবার ফলে রোগী শীঘ্র শীঘ্র কঙ্কালসার হইয়া পড়িলে এই ঔষধ উপযোগী। **ডাঃ হেল** যক্ষ্মারোগে 'যখন রোগী প্রচুর পরিমাণে ধূসর বা হলুদবর্ণের শ্লেষ্মা বা গয়ার তুলিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে' তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন,—এই সকল লক্ষণযুক্ত রোগীর পক্ষে **সিলফিয়াম একটী অতি উচ্চাঙ্গের** ঔষধ। **ডাঃ হেল** যক্ষ্মারোগে সিলফিয়ামের ২x ক্রম ২ ফোঁটা মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে উপদেশ দেন।

শক্তি :—২x, ৩x, ৬x ক্রম। কেহ কেহ আরও নিম্নক্রম ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

সিলফিয়াম-সাইরেনেইকাম (Silphium Cyrenaicum)

ব্যবহারস্থল :—ক্রমবর্দ্ধমান রাজযক্ষ্মারোগে যখন অনবরত কাসি হইতে থাকে, প্রচুর নৈশঘর্ম্ম হয় এবং শরীরের শীর্ণতা দেখা দেয় তখন ইহা বিশেষ কার্য্যকরী।

পলিগোনাম অ্যাভিকিউলার (Polygonum Avicular) এই ঔষধেও দেখা গিয়াছে যে, **যক্ষ্মারোগের** সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মাদার-টিংচার কয়েক ফোঁটা মাত্রায় উত্তম কার্য্য করে।

স্যানিকিউলা (Sanicula)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্যানিকিলা-অ্যাকোয়া। আমেরিকার উৎসবিশেষের ধাতু-মিশ্রিত জল হইতে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ সামুদ্রিক বিবমিষা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বালাস্থি বিকৃতি, হাঁপানি, মৌমাছির হুলবেঁধা, যে সকল ফোঁড়াদি সহজে ফাটে না, মাথার খুস্কি, অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব, পাঁচড়া, শ্বেত-প্রদর, অতিশয় ঘর্ম্ম, পেট-মোটা শিশুর রোগ, দন্তশূল, জরায়ু-চ্যুতি, জরায়ুর অর্ব্বুদ, মণিবন্ধের উপর ফোঁড়া প্রভৃতি ; মনের উপরও ইহা ক্রিয়াশীল ঔষধ।

মন :—ইহার রোগী অত্যন্ত অব্যবস্থিত চিত্ত, অস্থির ও চঞ্চল মতি, অর্থাৎ সে কোন কার্য্য করিতেছে সেই কার্য্য শেষ না হইতেই অপর কার্য্যে মনোনিবেশ করে। স্যানিকিউলা শিশু ভয়ানক একগুঁয়ে, স্বভাবতঃ সে অনবরত ক্রন্দন করে ও পা ছুঁড়িতে থাকে ; **ক্যামোমিলা ও**

ফিনাতেও এইরূপ ভাব আছে। স্থানিকিউলা শিশু এই বেশ খেলাধূলা করিতেছে আবার সামান্য একটু কারণেই অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতে থাকে, সামান্য রাগ হওয়া মাত্র সে চিৎ হইয়া মাটীতে পড়িয়া যায় (ক্যামো), শিশুকে কেহ স্পর্শ করিলেই সে অত্যন্ত রাগিয়া উঠে; **অ্যান্টিম-ক্রুড** রোগীও সামান্য স্পর্শে চটিয়া উঠে, রোগীর মন অত্যন্ত চঞ্চল, অনবরত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাহার মনের গতি চলিয়া বেড়ায়—এমন কি কথাবার্ত্তার সময়ও রোগী তাহার কথার খেই হারাইয়া ফেলে (ল্যাকে, ক্যামো, ক্যানাবিস্-ইন)। কেহ তাহাকে ভাল কথা বলিলেও সে তাহা অন্যভাবে গ্রহণ করিবে—**ক্যামোমিলা** রোগী 'অন্যে যাহা করে বা যাহা বলে তাহাই মন্দ' ইহাই তাহার বিশ্বাস। রোগিণী মনে করে কেহই তাহাকে প্রশংসা করে না—সকলেই তাহাকে নিন্দা করে। ইহার শিশুর নিম্নগতিতে ভীষণ ভয়; কেহ তাহাকে কোলে করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে গেলে **বোরাক্স** শিশুর ন্যায় ভয় পাইয়া তাহার মাতাকে বা ধাত্রীকে জড়াইয়া ধরে।

শিশু রোগ :—স্থানিকিউলা, শিশু রোগে একটী অতি উত্তম ঔষধ। স্থানিকিউলা শিশুরও **নেট্রাম-মিউর ও লাইকোপোডিয়াম** শিশুর ন্যায় উপর হইতে অর্থাৎ গলদেশ হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে এবং **সার্সাপেরিলার** শিশুর ন্যায় তাহার গলা শীর্ণ হইয়া যায়, বয়স অপেক্ষা তাহাকে বেশী বয়সের মনে হয়, গলার চামড়াগুলি ভাঁজে ভাঁজে ঝুলিয়া পড়ে। **বোরাক্স** শিশুর ন্যায় শিশু দোলায় চাড়িতে ভয় পায় বা উপর হইতে নীচের দিকে আসিতে অত্যন্ত ভয় পায় ও চীৎকার করিয়া উঠে, তখন সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকে জড়াইয়া ধরে। **ক্যামোমিলা** শিশুর ন্যায় সামান্য কারণে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়, **অ্যান্টিম-ক্রুডের** শিশুর ন্যায় ইহার গায়ে কেহ হাত ছোঁয়াইলে রাগিয়া উঠে। **ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব** ও **সিলিকা** শিশুর ন্যায় রাত্রে মাথায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্ম হইয়া বালিস ভিজিয়া যায় বিশেষতঃ শিশুর গলায় এত ঘাম হয় যে বিছানা পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। শিশুর পায়ের তলায় এত ঘাম হয় যে তাহার পায়ের আঙ্গুল হাজিয়া যায়—কখন কখনও পায়ের তলা এত ঘামে যে দেখিলে মনে হয় সে পা ভিজাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পায়ের তলায় ভীষণ জ্বালা, যাহার জন্য শীতকালেও পায়ের ঢাকা দূরে ফেলিয়া দেয়।

শিশু অনবরত স্তন্যদুগ্ধ পান করে তথাপি তাহার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে (অ্যাব্রোটে, আয়োড, নেট-মি, টিউবারকিউ)। শিশু দুগ্ধ ভালবাসে সত্য কিন্তু দুগ্ধ পান করিবার অনতিপরেই চাপ চাপ দধির ন্যায় বমি করে এবং দুধ বমি করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে (ইথুজা, অ্যান্টিম-ক্রুড, ক্যাল্‌কে)। শিশুর ক্ষুধা অত্যধিক, সে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে।

শিশুর জলপিপাসা এত বেশী যে জলের গ্লাস দেখিলে আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারে না, উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং মহা আগ্রহের সহিত জলপান করে, জল ব্যতিরেকে অপরাপর দ্রব্যে তাহার অরুচি।

পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলা :—স্যানিকিউলা রোগী কোন শকট আরোহণে বা বাষ্পীয় যানে ভ্রমণ করিলে তাহার বিবমিষার উদ্রেক ও বমন হয় (ককিউলাস, কলচি, নাক্স-ম, ট্যাবেকা)। তৃষ্ণা খুব; স্যানিকিউলা-রোগী **আর্স** রোগীর মত বারংবার অল্প অল্প জলপান করে, ঐ জল

পাকাশয়ে প্রবেশ মাত্র সে বমি করিয়া উহা উঠাইয়া দেয়। আবার ইহার পিপাসাও অত্যধিক, অ্যাকোনাইট ও ব্রাইয়োনিয়ার রোগীর ন্যায় প্রচুর পরিমাণে জলপান করিতে চায়, তখন তাহার জল ব্যতিরেকে অন্য দ্রব্যে অরুচি। রোগীর ক্ষুধা বেশ—**নেট্রাম-মিউর** রোগীর ন্যায় আহারের পূর্ব্বে সে ক্ষুধায় উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে কিন্তু ২।১ গ্রাস খাইলেই তাহার পাকস্থলী ফুলিয়া উঠে এবং পেট চড়চড় করিতে থাকে। রোগী টাট্‌কা রুটী ভিন্ন অন্য কোন রুটী খাইতে পারে না; **নেট্রাম-মিউর** রোগী রুটী মোটেই পছন্দ করে না। খাইবার পর ৫।৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোগী কোন জিনিস মুখে তুলিতে চায় না বা পারে না; সে যাহা খায় তাহাই অম্লতে পরিণত হয়। জলপান করিলে অস্বস্তির সাময়িক একটু উপশম হয় বটে কিন্তু অল্প সময় পরে আবার সমস্ত লক্ষণ বেশী হইয়া পড়ে। খাইতে খাইতে হঠাৎ গা বমি-বমি করিতে থাকে এবং যাহা আহার করিয়াছিল তাহাই বমি করিয়া তুলিয়া ফেলে।

কোষ্ঠকাঠিন্য:—স্যানিকিউলা কোষ্ঠকাঠিন্যের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পেটের ভিতর দুই-তিন দিনের মল সঞ্চিত না হইলে তাহার আদৌ বাহ্যের বেগ হয় না (অ্যালিউ, ওপিয়াম), অনেক বেগ দিবার পর মলের কিছু বাহির হয় এবং বাকী অংশ **সাইলিসিয়ার** ন্যায় উপরের দিকে চলিয়া যায় (থুজা)। নরম মলও অনেক বেগ দিবার পর নির্গত হয়। রোগীর মলান্ত্রের মধ্যে প্রচুর গুটুলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক মল ও শ্বেতবর্ণের মল থাকে কিন্তু আঙ্গুলের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহারা বাহির হইতে চায় না (অ্যালিউ, প্ল্যাটি, সাইলি)। ইহার মল অত্যন্ত কঠিন সেইজন্য মলত্যাগ করা তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যদি বাহ্যে হয়ই তাহা হইলেও দগ্ধ চুর্ণের ন্যায় মলদ্বার হইতে চূর্ণ হইয়া বাহির হয়। এই লক্ষণ অ্যামন-মিউর, ম্যাগ-মিউর ও ওপিয়ামেও আছে।

উদরাময়:—উদরাময়ের মল নানাবর্ণের, নানাপ্রকৃতির, কখনও ফ্যানাটে, কখনও ঘাসের ন্যায় সবুজ বর্ণের আবার কিছুক্ষণ পর সবুজাভ মল, আবার কখনও ব্যাঙাচি পূর্ণ জলের ন্যায় মল, কখনও বা ভাঙ্গা ডিম্বের ন্যায় মল নির্গত হয়। **আর্জ্জেণ্টামের** মল কোনও পাত্রে কিছুক্ষণ সংরক্ষিত থাকিলে যেরূপ সবুজবর্ণের হয় স্যানিকিউলার মলও সেইরূপ সবুজ হইয়া থাকে। **ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বে** আমরা যেরূপ মল দেখিতে পাই ইহার মলও সেইরূপ ব্যাঙাচি পূর্ণ জলের ন্যায় বা পচা পুষ্করিণীর শেওলাগোলা জলের ন্যায়। স্যানিকিউলার মল পালসেটিলার মলের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। রোগী আহারের পরই ছুটিয়া পায়খানায় যায়—**ক্রোটন টিগ**-শিশুও আহারের পর ঐরূপ ছুটিয়া পায়খানা যায়। স্যানিকিউলার বাহ্যে হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় এত দুর্গন্ধ যে শিশুকে ভালরূপে স্নান করাইলেও তাহার শরীর হইতে বাহ্যের গন্ধ কিছুতেই যায় না (সালফ, সোরিণাম); ক্রোটনের বাহ্যে হইতে এত দুর্গন্ধ বাহির হয় না। **মার্ক-সল্** রোগীর ন্যায় বাহ্যের পরও তাহার বাহ্যের ভয়ানক বেগ হইতে থাকে। রোগীর মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে এবং জননেন্দ্রিয়ের তলদেশ হাজিয়া যায়, ঐ স্থান দগ্‌দগে ঘায়ে পরিণত হয় ও উহা হইতে জলের ন্যায় রস নির্গত হইতে থাকে।

প্রস্রাব:—রোগীর মূত্রাশয়ের উপর কোন আয়ত্ত থাকে না, তাহার অসাড়ে প্রস্রাব হয় (কষ্টি, কেলি-ফস্)। হঠাৎ তাহার প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হয় তখন সে মনে করে যেন প্রস্রাবের দ্বার পর্য্যন্ত প্রস্রাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে

পারে না, যদি সে কখনও মূত্রবেগ রোধ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে প্রস্রাব নালী সাঁটিয়া ধরে তখন সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে পর্য্যন্ত পারে না।

শিশু যখন বাহ্যে করিতে বসে তখন সে প্রস্রাব করিবার জন্য খুব জোরে জোরে বেগ দেয় এবং প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে (লাইকো)। শিশুর প্রস্রাব যদি বিছানায় লাগে তাহা হইলে বিছানায় লালবর্ণের দাগ পড়ে (লাইকো, প্যারেরা)। শিশুর জননেন্দ্রিয়ের ভিতর হইতে আমিষ গন্ধ বাহির হয় তাহাকে ভালরূপ স্নান করাইলেও সে গন্ধ যায় না।

স্ত্রীরোগ :—ইহার প্রদর স্রাব হইতে মাছ-ধোযানি জলের ন্যায় উগ্র গন্ধ বাহির হয ; যদি কাণ পাকা রোগে এরূপ গন্ধ বাহির হয তবে **টেলিউরিয়াম,** গুহ্যদ্বার হইতে এরূপ রস নির্গমনে **ক্যাল্‌কেরিয়া** ব্যবহার্য্য। স্যানিকিউলা রোগী মনে করে যেন তাহার জরায়ু পথে বা যোনিদ্বার দিয়া বস্তিগহ্বরস্থিত যন্ত্রাদি বাহির হইয়া আসিতেছে, ঐরূপ বাহির-হওবা-ভাবটা নিবারণের জন্য সে তাহার যোনিদ্বারে হাত চাপিযা বসে, **সিপিয়া** রোগীর উরুর উপর উরু রাখিয়া এইরূপ নির্গমন-ভাবকে রোধ করিতে চেষ্টা করে। ইহার প্রদর স্রাব প্রচুর পরিমাণে হয এবং উহা নানাবর্ণের ; মলত্যাগের সময প্রদরের স্রাব বেশী হইযা থাকে। গর্ভবতী রমণীদের নিম্নাঙ্গের স্ফীতিতেও ইহা উপযোগী। ইহার ঋতুস্রাব অতি বিলম্বে প্রকাশিত হয এবং সেই সময জরায়ুতে ভ্যাদাল ব্যথার ন্যায ব্যথা হইতে থাকে, জরায়ু যেন সাঁটিযা ধরিযাছে এরূপ ব্যথা বোধ। সঙ্গমাদির পর যোনিদেশ হইতে মাছ ধোয়ানি জলের ন্যায গন্ধ বিশিষ্ট রস নিঃসৃত হয, ভালরূপ স্নান করিলেও ঐ গন্ধ চলিয়া যায় না। স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ মৎস্য ধোযানির ন্যায গন্ধযুক্ত রস নিঃসৃত হয পুরুষদিগেরও স্ত্রীসঙ্গমের পর দুই তিন দিন পর্যন্ত ঐরূপ আমিষ গন্ধ বাহির হইতে থাকে।

চর্ম্মরোগ :—শিশুর চোখের ভ্রূতে ও দাড়িতে প্রচুর আঁইসের ন্যায় খুস্কি পড়ে, কাণের পশ্চাতে শাদা আঠা আঠা রসস্রাবী ক্ষত হয, জননেন্দ্রিযে এবং গুহ্যদেশ হাজিযা গিয়া রস নির্গত হয, পায়েব আঙ্গুলে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইযা ঐ স্থানে ক্ষত হয।

রোগীব মণিবন্ধের উপর, কাঁধের উপব এবং পৃষ্ঠদেশে ফোঁড়া জন্মে, কিন্তু তাহাতে পূঁজ জন্মে না।

স্যানিকিউলা রোগী সম্বন্ধে আর কযেকটি কথা বলিযা এ অধ্যায় শেষ করিব।

রোগী অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল, একভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না (অ্যাকো) ; **রাস-টক্সের** স্থান পরিবর্ত্তনে বা দেহ সঞ্চালনে যন্ত্রণার উপশম ন্যায় হইয়া থাকে।

রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত রোগী স্থিত থাকিতে পারে না, নরম বিছানায় শুইতে কষ্ট বোধ, কঠিন বিছানায শুইতে ভালবাসে ; **নেট্রাম-মিউর** রোগী কোমরের বেদনায কঠিন স্থানে কোমর রাখিয়া শুইতে ভালবাসে।

স্যানিকিউলার লক্ষণসকল পরিবর্ত্তনশীল (পাল্‌সেটিলা) ; ইহার গ্রীবা এত শীর্ণ হইয়া যায যে নিজের মাথা সোজা করিযা রাখিতে পারে না ; তাহার কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। রোগীর মস্তিষ্কে অত্যন্ত জড়তা বোধ, যেন সে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। মাথার যন্ত্রণায় সে মনে করে তাহার মাথার খুলি খোলা রহিয়াছে, সেইজন্য মাথার ভিতর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

গা-বমি-বমি ও বমি সহকারে প্রতি সপ্তাহে বা ২।৩ দিন অন্তর মাথার যন্ত্রণার আবির্ভাব।

মোট কথা :—মোটাসোটা, গাল শুকনো বা তুবড়ান, ঘাড় শীর্ণ, হাত পা সরু, নিতম্বের উপর ভিজা কাপড় চড়ান আছে এইরূপ ঠাণ্ডা বোধ এই ঔষধের নির্ণায়ক লক্ষণ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—স্থির হইয়া থাকিলে, পশ্চাৎদিকে মাথা হেলাইয়া দিলে উপশম। অঙ্গচালনায়, শব্দে ও আলোকে, আহারের পর, কিছু গিলিতে গেলে, গরম ঘরে, মাথা সম্মুখদিকে নোয়াইলে বৃদ্ধি।

তরুণ অবস্থায় যে সকল লক্ষণ থাকিলে **ক্যামোমিলা** প্রয়োগ করা কর্তব্য, **প্রাচীন পীড়ায় সেই সকল লক্ষণে স্যানিকিউলা ব্যবহার্য্য।**

সদৃশ :—ক্যামো, আযোড, নেট্রাম-মিউর, সার্সা, ক্যাল্কে, টিউবারকিউ, টারান্ট, সাইলি, ইথুজা, সিপিয়া, মিউরেক্স, লিলিয়াম, লাইকো, স্ট্যানিউমিনা তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৬x, ১২, ৩০, ২০০ শক্তি।

স্যাবাইনা (Sabina)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্যাভিন অথবা জুনিপেরাস-স্যাবাইনা। এক জাতীয় গাছড়া। ইহার তাজা ও কচি শাখার অগ্রভাগ কুঁচাইয়া সুরাসারে ভিজাইয়া রাখিয়া ইহার মাদার টিংচার তৈরী হয়। স্বয়ং **হানেমান** এই ঔষধ প্রুভিং করেন।

ব্যবহারস্থল :—ডিম্বাশয় ও গর্ভাশয়ের উপদাহ, জরায়ু প্রদাহ গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব, গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, ভ্যাদাল ব্যথা, কৃত্রিম গর্ভবেদনা, ফুল আটকান, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, আঁচিল, মুদ্রা, গেঁটেবাত, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়াস্থল :—জরায়ুর উপরই ইহার বেশী ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তবে দেহের এমন কোন স্থান নাই যেখানে ইহার উত্তেজনা বা উপদাহ নাই। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়াধিক্য ও বস্তিকোঠরস্থ যন্ত্রাদির উপর ইহার ক্রিয়ার আধিক্যবশতঃ মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তমিশ্রিত মল, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং গর্ভবতী রমণীদিগের গর্ভপাত করায়।

মন :—রোগিণী গান বাদ্য মোটেই সহ্য করিতে পারে না, গানের শব্দ তাহার কাণে প্রবেশ করিলে সে অস্থির হইয়া যায়, গানের শব্দে সে মনে করে যেন ঐ শব্দ তাহার অস্থিপঞ্জর ভেদ করিয়া দেহের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে। গানের শব্দ অসহনীয় বোধ এবং উহার শব্দে শোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (অ্যাকো, বেল্, গ্র্যাফাই, নাক্স, থুজা)। গান বাদ্যের শব্দ অসহনীয়, ইহাতে বুকের ধড়ফড়ানির বৃদ্ধি (ডিজিটেলিস)। স্যাবাইনা রোগিণী সর্ব্বদাই নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুঁৎখুঁৎ করে। রোগিণী একটুতেই অত্যন্ত রাগিয়া যায়, সামান্য কারণেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে, রোগিণীর 'কঠিন পীড়া হইয়াছে', এই ভাবিয়া সে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, সেইজন্য সে কাহারও সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিতে চায় না। 'তাহার অসুখ', কিন্তু 'কি অসুখ', 'কি কষ্ট হইতেছে' 'কোথায় কষ্ট বোধ' প্রভৃতি কিছুই বলিতে পারে না।

গঠন ও স্বভাব :—রোগিণীর মুখমণ্ডল ম্লান এবং চক্ষু দুইটা জ্যোতিঃহীন, চক্ষু নীল রেখা পরিবেষ্টিত, সময় সময় তাহার মুখমণ্ডল উত্তপ্ত হয় ও হাত পা ঠাণ্ডা হয় (বেল্, আর্নিকা); তাহার সমস্ত শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ক্ষীণ ও শ্রান্ত বোধ হয়, সেইজন্য সে অনবরত শুইয়া থাকিতে চায়।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর সে অত্যন্ত ছটফট করিতে থাকে, সুতরাং তাহার ঘুম মোটেই হয় না। নিদ্রিত অবস্থায় প্রায় সে বামদিকে শুইয়া থাকে।

শিরঃপীড়া :—রোগিণীর মাথা এত ঘুরায় যে সে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন পড়িয়া যাইবে সেই সঙ্গে চোখেরও নানাবিধ দৃষ্টি বিভ্রম হয় যেন সমস্ত জিনিসপত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কোন প্রকার উত্তেজনা বশতঃ বা রক্ত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ মাথার তীব্র যন্ত্রণা হইলেও ইহা উপযোগী। এই জাতীয় মাথার যন্ত্রণা **সহসা উপস্থিত** হইয়া **আস্তে আস্তে** চলিয়া যায়।

স্ত্রীরোগ :—স্যাবাইনা নানাজাতীয় স্ত্রীরোগের উপযোগী ঔষধ।

ঋতুস্রাব :—ইহার ঋতুস্রাব অত্যন্ত অকালে প্রকাশিত হয়; ঐ স্রাব অত্যধিক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী—ইহার স্রাবের কতকাংশ পাতলা, কতক ঘন, চাপ চাপ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। স্যাবাইনার ঋতুস্রাব পাল্‌সেটিলার ঋতুস্রাবের ন্যায় বেগে হইতে হইতে থামিয়া যায়, আবার স্রাব আরম্ভ হয়; দুইটী ঋতু-কালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তঃস্রাব। পাল্‌সেটিলার জিহ্বা শুষ্ক কিন্তু তৃষ্ণার অভাব, স্রাব এত **দুর্গন্ধযুক্ত** নহে, স্যাবাইনার স্রাব **অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত** এবং স্রাব হইবার সময় প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা হইতে থাকে; বেদনা কোমর হইতে তলপেট অস্থি পর্য্যন্ত থাকিলে স্যাবাইনাই ঔষধ। **ফেরাম** রোগিণীরও স্রাব স্যাবাইনার ন্যায় কতক লালবর্ণের, কতক জমা চাপ চাপ এবং কতকাংশ ফ্যাকাসে তবে ইহার রক্তস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হয় না। যে সকল রমণীদের বেদনাশূন্য রক্তস্রাব বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় তাহাদের জন্য **স্যাবাইনা** বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার রক্তস্রাব দেহের সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু ক্রমাগত সঞ্চালনে কমিয়া যায়। যে সকল স্থূলাঙ্গি স্ত্রীলোকদিগের অতি সহজে রক্তস্রাব হয় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। মূত্রযন্ত্রের উপদাহ, ঘোর দৃষ্টি ও বেদনাসহ অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

জরায়ু প্রদাহ :—রক্তস্রাব প্রবণ-তরুণ-জরায়ু-প্রদাহের সহিত মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রের উপদাহ থাকিলে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। **ডাঃ গারেন্সি ও ডানহাম বলেন**—স্যাক্রাম অস্থি হইতে মণিপুর (পিউবিস) পর্য্যন্ত সঞ্চরণশীল বেদনার সহিত অর্দ্ধেক তরল ও অর্দ্ধেক গাঢ় রক্তস্রাব যদি থাকিয়া থাকিয়া হয় ঐ রক্ত যদি উজ্জল লালবর্ণের দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে যদি সন্ধিতে বেদনা থাকে তাহা হইলে স্যাবাইনা একমাত্র ঔষধ। বয়োঃসন্ধিকালে যদি ঐ সকল লক্ষণের সহিত দীর্ঘকাল স্থায়ী জরায়ুর রক্তস্রাব থাকে সেই সকল স্থলেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গর্ভস্রাব :—গর্ভের **তৃতীয় বা চতুর্থ** মাসে গর্ভস্রাবে বা গর্ভস্রাবের উপক্রমের সহিত যদি কোমরে ভয়ানক ব্যথা থাকে, ঐ ব্যথা যদি উরু পর্য্যন্ত চালিত হয় তাহা হইলে এই ঔষধ উক্ত গর্ভস্রাবকে নিবারণ করিতে পারে। **ভাইবারনাম** ও সিকেলি, এইরূপ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়—**সিকেলি** রোগিণীর প্রচুর কাল চাপ চাপ রক্তস্রাব হয়, চোখ মুখ বসিয়া যায়—হাত পা ও আঙ্গুলে আক্ষেপ হয়—**ভাইবারনামে** কোমর হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে জরায়ুতে ও পরে উরুতে ছড়াইয়া পড়ে। বিকৃত ভ্রূণকে নিঃসরণ করিতে ইহার ক্ষমতা অদ্ভুত। **প্রদরস্রাব**—ঋতু বন্ধ হইয়া যাহাদের প্রদরস্রাব হয় ঐ প্রদরস্রাব হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়, প্রদরের সহিত মাংসধোয়ানি জলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট স্রাব হইতে থাকে এবং যোনির বহির্দ্দেশে ভয়ানক চুলকানি থাকে তাহা হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী। গর্ভবস্থায় শ্বেতপ্রদরেও স্যাবাইনা উত্তম।

ফুল আটকান :—দুর্ব্বল-জরায়ু-গ্রস্ত রমণীদিগের প্রসবের পর ফুল আটকাইয়া গেলে এবং তৎসহ ঘন চাপ চাপ রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে স্যাবাইনা অতি শীঘ্র ফুল বাহির করিয়া দেয়। এই ঔষধ ফুলের ছিন্ন অংশও বাহির করিয়া দেয়।

বাতের বেদনা :—যে সকল স্ত্রীলোকদিগের হাতের মণিবন্ধ ও হাতের বুড়ো আঙ্গুলের সন্ধিতে বাতজনিত ফোলা ও ব্যথা থাকে সেই সঙ্গে যদি তাহাদের স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে ফুলা স্থান চাকচিক্যযুক্ত দেখায়, উহার ভিতর সূচফোটান ব্যথা থাকে তবে স্যাবাইনা ঔষধ ; এই সকল ক্ষেত্রে **কলোফাইলামও** উত্তম ঔষধ। জরায়ু পীড়ার সহিত (অধিকন্তু গর্ভস্রাবের পর বা শ্বেতপ্রদরের স্রাব বন্ধ হইয়া) ঐরূপ বাতরোগ হইয়া ডিম্বকোষ আক্রান্ত হইলে স্যাবাইনাই ঔষধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে, বাহিরের মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইলে, উত্তমরূপে চলাফেরা করিলে রোগের উপশম এবং আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে, সন্ধ্যার সময়, রাত্রিকালে বিছানার গরমে, গীত-বাদ্যের শব্দে এবং দীর্ঘ নিশ্বাসে বৃদ্ধি।

মোট কথা :—অত্যধিক ঋতুস্রাব, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, সম্ভাবিত বা আশঙ্কিত গর্ভপাতের পূর্ব্ববর্ত্তী রক্তস্রাব, প্রসবের পর রক্তস্রাব, সামান্য সঞ্চালনে রক্তস্রাব, জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রসবের ফুল আটকান, ফুলের অংশ কিছু ছিঁড়িয়া থাকিলে, গর্ভস্রাব বা অকালে প্রসবজনিত জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের প্রদাহ, অতিরিক্ত কামোদ্রেক হইবার ফলে ঋতুদ্বয়ের মাঝামাঝি জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ইত্যাদির সহিত কোমর হইতে “মণিপুর” বা জননেন্দ্রিয়ের উপরিস্থ লোমযুক্ত স্থান (পিউবিস) পর্য্যন্ত টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনাদি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী ঔষধ।

সম্বন্ধ :—**স্যাবাইনা**—ঋতুকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাবে—অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া তুল্য, অতিরিক্ত রক্তস্রাবে—সিকেলি ও ক্রোকাস্ তুল্য ; প্রসবের পর ফুল আটকান—কলোফা, সিকেলি, পাল্‌স তুল্য ; মুক্ত হাওয়ায় উপশমে—পালস তুল্য, তলপেটে জীবন্ত পদার্থ অনুভবে—ক্রোকাস তুল্য ; বাতরোগে—লেডাম তুল্য।

শক্তি :—৩x, ৬, ৩০, ২০০, ক্রম।

স্যাবাডিলা (Sabadilla.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্যাবাডিলা অফিসিনেরাম, ভেরেট্রাম স্যাবাডিলা। এই জাতীয় গাছ মেক্সিকো দেশে জন্মে। ইহা আলু, ওল বা মানকচু প্রভৃতির ন্যায় কন্দ বা মূলযুক্ত গুল্মবিশেষ। **স্বয়ং হ্যানেম্যান** এই ঔষধের সুস্থদৈহিক পরীক্ষা বা প্রুভিং করিয়া গিয়াছেন ইহার বীজ চূর্ণ সুরাসারে ভিজাইয়া মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মানসিক বিভ্রম, শিরঃপীড়া, সর্দ্দি, বারংবার হাঁচি, দুর্ব্বলতা, গর্ভাবস্থায় অজীর্ণ-রোগ, কর্ণশূল, নাক দিয়া রক্ত পড়া, সাবরাম জ্বর, স্নায়ুশূল, তালুমূলগ্রন্থির প্রদাহ, কৃমি, দন্তশূল, হাঁপানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—মস্তিষ্ক বংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া পরিপোষণ যন্ত্রমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শে। নাসিকার শ্লেষ্মাস্রাবী ঝিল্লী ও অশ্রুস্রাবীগ্রন্থির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিবার ফলে রোগীর নাসিকা ও চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে জল ঝড়ে।

মন :—রোগী অতি সহজেই ভীত হইয়া পড়ে, সামান্য একটু শব্দেই চম্‌কাইয়া উঠে, তাহার ভ্রান্ত বিশ্বাস সে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে ও ভুগিতেছে; সে মনে করে 'তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে,' নিজের চোখে দেখিলেও সে বিশ্বাস করিতে চায় না যে তাহার হাত-পা শুকাইয়া যাইতেছে না। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা কয়েকটী ঔষধে আছে। **সিনামোমাম** রোগী মনেভাবে তাহার ডানদিকের অঙ্গ অপেক্ষা বাঁমদিকের অঙ্গ বেশী ক্ষুদ্র। **ল্যাক্‌কানাইনাম** ভাবে তাহার দেহ যেন অতি থুব্ব হইয়াছে। **থুজা** মনে করে তাহার দেহ কাঁচ নির্ম্মিত, সামান্য ধাক্কাতেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। **অ্যাগারিকাস** রোগী মনে করে যেন তাহার সমস্ত দেহটাই অতি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। স্যাবাডিলা রোগী মনেভাবে তাহার সাংঘাতিক জাতীয় গলার রোগ হইয়াছে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইবে।

অরাম-মিউর রোগী মনে করে তাহার সর্ব্বপ্রকারের রোগ আছে। অ্যাসিড-নাই, আর্জ্জেণ্ট-নাই, আর্স, সিফিলি, মেডো রোগী মনেভাবে যেন তাহার রোগ দুরারোগ্য—আর আরোগ্য হইবে না (অন্যান্য লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। স্যাবাডিলা রোগিণীর যদি পেটে বায়ু সঞ্চয় হইয়া ফুলিয়া উঠে তাহা হইলে সে মনে করে তাহার গর্ভ হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা গর্ভ নহে। সাধারণতঃ এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা উন্মাদ রোগিণীদিগের বেশী হয়। **ইগ্নেসিয়া** রোগিণী ঋতুর পর মনেভাবে বুঝি সে গর্ভবতী হইয়াছে, **ভেরেট্রাম** রোগিণী মনে করে বুঝি তাহার শীঘ্রই একটী দিব্যকান্তি সন্তান জন্মিবে। ইহার উন্মাদ রোগীদিগের আরও কয়েকটি লক্ষণ আছে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কথার উত্তর না দিয়া সংজ্ঞাহীনের ন্যায় পড়িয়া থাকে, হঠাৎ বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া উন্মত্তভাবে ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। উন্মাদ লক্ষণ যখন খুব বেশী হয় তখন তাহার মাথায় অনবরত ঠাণ্ডা জল ঢালিলে তাহার উন্মাদভাবে কমিয়া যায়।

গঠন ও স্বভাব :—শিথিল মাংসপেশী, স্বল্প কেশ, সুন্দর চেহারা এবং দুর্ব্বল, ভীরু-স্বভাবের ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তির পীড়ায় উপযোগী।

মাথার পীড়া :—অতিরিক্ত মাথা ঘুরানি, মাথা ঘুরানির সহিত গা-বমি-বমি এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের সহিত মাথার তীব্র দৌর্ব্বল্যে ইহা ফলপ্রদ। কৃমির জন্য যাহাদের মাথার যন্ত্রণা হয়, মাথা ঘুরানিতে যে সকল রোগী মনে করে সমস্ত দ্রব্য একটীর পর একটী ঘুরিতেছে, তাহাদের ইহা দ্বারা উপকার হয়। রোগী কোন বস্তুর গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, কিছুর গন্ধ পাইলেই তাহার মাথা ঘুরায় বা মাথার অত্যধিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

চক্ষুরোগ :—রোগীর চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে জল পড়ে। সে বায়ু সেবন করিবার জন্য বাহিরে গেলে, আলোকের দিকে তাকাইলে, হাঁচিলে, কাশিলে, হাই তুলিলে চক্ষু হইতে জল পড়ে। রোগী যদি উপরেরদিকে তাকায়, তাহা হইলে সে চোখের তারকায় চাপবোধ করে, **নেট্রাম-মিউর** রোগী কোনদিকে একাগ্রভাবে তাকাইলে ঐরূপ বোধ করে।

সর্দি :—হেমন্তকালে যাহাদের সর্দি হয় বা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সহিত অতিরিক্ত আক্ষেপিক হাঁচি, এত হাঁচি হইতে থাকে যে, রোগীর চোখ হইতে প্রচুর জল পড়ে, চোখের পাতা দুইটী লাল হয়, চক্ষু জ্বালা করে, মুখ গরম হইয়া উঠে, নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত পাতলা জলের ন্যায় স্রাব হইতে থাকে, কখনও বাম নাক কখনও ডাণদিকের নাক বন্ধ হইয়া যায়, রোগী অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাকের ভিতর সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে, রোগী পেঁয়াজের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। **নাক্স-ভমিকা** রোগী উগ্র গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, অনেক সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, **গ্র্যাফাইটিস** রোগী ফুলের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, **প্যারিস** রোগী কোনরূপ দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, **স্যাবাডিলা** রোগী ছুঁচোর গন্ধ মোটেই সহ্য করিতে পারে না আর **কলচিকাম** রোগীর আহার্য্যের গন্ধে বিশেষতঃ মাছের গন্ধে বমির উপক্রম হয় এমন কি কখনও কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

টন্সিলাইটিস :—রোগী কিছু গিলিবার সময় গলার ভিতর যেন কিছু ঝুলিতেছে এরূপ বাধা পায় অর্থাৎ সে মনে করে তাহার গলার ভিতর একখণ্ড সূতা ঝুলিতেছে (ভ্যালিরিয়ানা) অথবা যেন তাহার গলার নলী একখণ্ড সূতার দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে এরূপ অনুভূতি; ইহা ব্যতিরেকে তাহার গলা যেন শুষ্ক, গলার ভিতর সূঁচফুটানবৎ ব্যথা বিদ্যমান থাকে, এইরূপ লক্ষণ সাধারণতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেই বেশী দেখা যায়। গলার বেদনা বা রোগের আক্রমণ বামদিক হইতে ডাণদিকেই চালিত হয় (ল্যাকেসি, ল্যাক্-ক্যানাইনাম)। রোগী গরম দ্রব্য অনায়াসে গিলিতে পারে, কিন্তু ল্যাকেসিস রোগীর পক্ষে তরল দ্রব্য পান করা শক্ত অথচ সে শক্ত দ্রব্য অনায়াসে খাইতে পারে। ব্যাপ্‌টি, ব্যারাইটা-কার্ব্ব রোগী কেবল তরল পদার্থই গিলিতে পারে, **সাইলিসিয়া** রোগীও তরল পদার্থ গিলিতে পারে কিন্তু তাহাতে রোগীর বড়ই বিতৃষ্ণা। **ল্যাকেসিস** ও স্যাবাডিলা এই দুইটী ঔষধেই তালুমূলের গ্রন্থিপ্রদাহ ও ডিপ্‌থিরিয়া রোগের প্রদাহ, পর্দ্দা পড়া বা ঝিল্লী উৎপন্ন হওয়া, বেদনা প্রভৃতি বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া ডাণদিকে প্রসারিত হয়, ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই—ল্যাকেসিসের বেদনা ও অন্যান্য লক্ষণ গরম খাদ্য ও পানীয়ে বেশী হয়, ঠাণ্ডা পানীয়ে ও ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম, স্যাবাডিলা বাহ্যিক উত্তাপে ও গরম খাদ্যে উপশম, রোগী গরম খাদ্য সহজে খাইতে পারে। তরুণ সর্দ্দির পর টন্সিলের বা গলগ্রন্থির-প্রদাহে ইহা উপযোগী। আক্রান্ত গলগ্রন্থির ভিতর পূঁজ সঞ্চয় হইলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

কৃমি :—শিশুদিগের কৃমির উপদ্রবে ইহা সিনা, স্পাইজিলিয়া তুল্য ঔষধ। শিশু কৃমি বমন করে; কৃমির জন্য তড়কা, কম্পন, খেঁচুনি, শিরঃপীড়া প্রভৃতিতে উপযোগী।

ম্যালেরিয়া জ্বর :—ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ বৈকাল ৩—৫টার ভিতর বা ৯—১০টার ভিতর হয়, বিশেষতঃ বৈকাল ও সন্ধ্যাবেলার জ্বরেই ইহা বেশী উপযোগী ঔষধ। **স্যাবাডিলার** শীত, ও জ্বর প্রত্যহ প্রায় **একই সময়** উপস্থিত হয়। অনেক রোগীর শীত ও কম্পের পর জ্বর থাকে না। ইহার শীতের প্রাধান্যই বেশী, বিশেষতঃ হস্ত ও পদদ্বয়ে, মুখমণ্ডলে উষ্ণতা ও জ্বালা। স্যাবাডিলার জ্বর অনেকটা **সিড্রন ও অ্যারেনিয়ার** ন্যায়। রোগীর বৈকাল ৫টার সময় অত্যন্ত শীত করিতে থাকে, তখন তাহার এত শীত করিতে থাকে যে, রোগী মনে করে যেন কেহ তাহার গায়ে শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে। আগুনের নিকট বা রৌদ্রে বসিলে উপশম বোধ। **ইগ্নেসিয়া** রোগীরও ভয়ানক কম্প ও শীত বোধ, সেও কম্পের সময় আগুনের নিকট বসিয়া থাকে কিন্তু ইগ্নেসিয়া

রোগীর শীতাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা থাকে, স্যাবাডিলা রোগীর তৃষ্ণার অভাব। ইহার রোগীর শীতাবস্থায় এক প্রকার শুষ্ক কাসি হইতে থাকে, কাসির সময় তাহার পঞ্জর মধ্যে ব্যথা অনুভূত হয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হাড়ের ভিতর তীব্র বেদনা অনুভব করে; **ব্রাইয়োনিয়া** রোগীরও শীতাবস্থায় অত্যন্ত শুষ্ক কাসি হইয়া থাকে এবং উত্তাপাবস্থায়ও সেই কাসি দেখা যায়, কাসির সময় বুকে সূচফোটান-ব্যথা বোধ করে; **রাস্-টক্স** রোগীর শীতের পূর্ব্বে ও শীতের সময় কাসি থাকে। **স্যাবাডিলা** রোগীর শীত কমিবার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা আরম্ভ হয়। ইহার উত্তাপাবস্থা তত উল্লেখযোগ্য নহে, উত্তাপাবস্থায় সে গরম জল পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে (ক্যাস্কেবিলা, সিড্রন), রোগীর উত্তাপ ও শিহরণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়, উত্তাপাবস্থায় অনবরত হাই তোলে, আড়মোড়া খায়। তাহার মুখ ও মাথা বেশী উত্তপ্ত হয়, সেইজন্য মুখ বেশী থম্‌থমে দেখায়। সে ঘন ঘন চম্‌কাইয়া উঠে, কাঁপিতে থাকে। **ঘর্ম্ম** মাথায় ও মুখেই বেশী হয়, ঘাম হইতে আরম্ভ করিলে রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে, শীতাবস্থায় ও উত্তাপাবস্থায় সে তত্তটা নিদ্রিত হয় না। রোগীর পায়ের তলায়ও ঘর্ম্ম হয়। বিজ্বরাবস্থায় রোগী অম্ল-উদ্গার তুলে। মুখে গরম ঘাম, দেহ শীতল। শীত নিম্নাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধাঙ্গে বিস্তৃত হয়।

চর্ম্মরোগ :—স্যাবাডিলা রোগীর গায়ের চামড়া পার্চ্চমেণ্ট কাগজের ন্যায় শুষ্ক। ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে যদি ঐরূপ গাত্রচর্ম্ম হয় তবে **আর্স, ক্যাম্ফর, ক্রোটেলাস**; ক্ষয়কাসিতে ঐরূপ হইলে, **মার্ক-কর**; হৃদ্‌যন্ত্র আবরণীর প্রদাহের পর গাত্রচর্ম্ম ঐরূপ হইলে **কল্‌চিকাম** উপযোগী। স্যাবাডিলা রোগীর গায়ে কাঁটার ন্যায় উদ্ভেদসকল বাহির হয়, নখ পুরু ও মোটা হয়, মলদ্বারে অত্যন্ত চুলকায়। রোগীর বাহু ও হাতের উপর লাল লাল বিন্দু বাহির হয়।

সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ :—স্যাবাডিলা কৃমিজনিত স্নায়বিক লক্ষণে উপযোগী। রোগীর বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের লিখিবার সময় হাত কাঁপে। **কেলি-কার্ব্ব** রোগীর প্রাতে হাত কাঁপে, **ইগ্নেসিয়া** রোগী যদি কাহারও সম্মুখে বসিয়া কিছু লেখে তাহা হইলে হাত কাঁপে। ম্যালেরিয়া জ্বরের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

নিউমোনিয়া রোগের পর রোগী এত দুর্ব্বলতা অনুভব করে যে, সে তাহার হাত পা নাড়িতে পারে না।

আক্রমণের "**এককালীনত্ব**" অর্থাৎ ঠিক একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ সংঘটিত হওয়া স্যাবাডিলার কতকটা প্রকৃতিগত লক্ষণ। ইহার বহু লক্ষণ ঠিক একই সময় আবির্ভূত হয়, কোন কোন লক্ষণ প্রতি সপ্তাহে, দুই বা চারি সপ্তাহ অন্তর এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় আবির্ভূত হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি :— স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, বৈকালে, মুক্ত হাওয়ায়, জ্বরের শীতাবস্থায়, আগুনের নিকট বসিলে বা রৌদ্রে বসিলে, আক্রান্ত অঙ্গ জোরে জোরে নাড়াইলে উপশম। চলাফেরা করিবার সময়, প্রাতে, অমাবস্যা-পূর্ণিমায়, ঠাণ্ডা বা গরম জল পান করিলে, মানসিক পরিশ্রমে, একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে রোগের বৃদ্ধি।

প্লুরিসি রোগে অ্যাকোনাইট ও ব্রাইয়োনিয়া দ্বারা কোন ফল না হইলে স্যাবাডিলা ব্যবহার্য্য। যদিও প্লুরিসি রোগে র‍্যানানকিউলাস-বাল্‌ব ও ব্রাইয়োনিয়া উত্তম ঔষধ, কিন্তু এইসব ঔষধে রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলে স্যাবাডিলা উত্তম ফল দর্শায়।

শক্তি :—৩x, ৬, ১২, ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

স্যারাসিনিয়া-পার্পিউরিয়া (Saracenia. Purpurea.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম স্যারাসিনিয়া-হিটেবো, কাইল্লা বা পিচার বৃক্ষ। এই বৃক্ষ যখন পুষ্পিতোন্মুখ হয় তখন ইহার তাজা গাছের মণ্ড সুরাসারে ভিজাইয়া রাখিবার পর স্যারাসিনিয়ার মাদার টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই গাছড়ার মূলদেশ হইতে অনেক ছোট ছোট ফেঁকড়ি বা উদ্ভেদ উঠে ইহা দেখিয়া অনেকে মনে করিতেন 'ইহা দ্বারা বসন্ত রোগের (বসন্ত ও উদ্ভেদ) উপকার সাধিত হইবে', **ডাঃ হেল** এই ঔষধ সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার পর দেখা গেল জ্বর, পৃষ্ঠে বেদনা, অত্যধিক মাথার যন্ত্রণা, পাকাশয়িক গোলযোগ ইত্যাদি লক্ষণ পাওয়া যায়। **ডাঃ হেরিংও** ঐ সমস্ত লক্ষণাদির কথা উল্লেখ করেন। এই ঔষধ বসন্ত রোগের যেমন প্রতিষেধক সেইরূপ আরোগ্য কারক। পৈত্তিক স্বল্পবিরাম জ্বরে জেল্‌সিমিয়াম যেরূপ কার্য্যকরী ঔষধ সেইরূপ বসন্ত রোগেও স্যারাসিনিয়ার নিম্নশক্তি কার্য্যকরী।

বসন্ত রোগ :—বসন্ত রোগে ভ্যাক্সিনিনাম, থুজা, ভেরিওলিনাম, ম্যালেণ্ড্রিণাম ও অ্যান্টিম-টার্ট যেরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ সেইরূপ বসন্ত রোগের আক্রমণে স্যারাসিনিয়া সেবনে রোগ বৃদ্ধির দিকে না গিয়া ক্রমশঃ আরোগ্যের দিকে চালিত হয়। এই ঔষধ বসন্ত রোগের প্রথমাবস্থা হইতে শেষঅবস্থা পর্য্যন্ত ব্যবহার করা চলে। প্রথমাবস্থায় স্যারাসিনিয়া ব্যবহার করিলে **দুষ্টজাতীয় বসন্ত রোগও আয়ত্তের ভিতর আসিয়া থাকে।** ইহা প্রয়োগে চম্মদল, রক্তমুখী, কৃষ্ণমুখী বসন্তও শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হয়, এবং ভয়াবহ লক্ষণসকল দূরীভূত হইতে দেখা যায়। স্যারাসিনিয়া যেমন বসন্ত রোগ আরোগ্যকারক সেইরূপ ইহা বসন্তরোগাক্রমণ প্রতিষেধক। ম্যালেণ্ড্রিণাম ও স্যারাসিনিয়া এই দুইটী ঔষধই আমরা বসন্ত মহামারীর সময় প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক হিসাবে ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়া থাকি। প্রতিষেধক হিসাবে সাল্‌ফার, ভ্যাক্সিনিনাম, ভেরিওলিনাম এবং থুজাও কার্য্যকরী।

শিরঃপীড়া :—রোগীর বিভিন্ন অঙ্গে বিশেষতঃ গলদেশে, কাঁধে ও মস্তকে দপ্‌দপানি ব্যথায় মস্তক ফাটিয়া যাইবে লক্ষণে স্যারাসিনিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্য করে।

রোগীর চক্ষু ফুলিয়া উঠে, দৃষ্টিবিভ্রম, আলোকাতঙ্ক, জিহ্বা শুষ্ক ও কটাবর্ণের লেপযুক্ত, পেটের ভিতর জ্বালা, উদরাময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩, ৬, বা ৩০ ক্রম।

স্কুকুম-চাক (Skookum Chuck.)

পরিচয় :—ইহা ভৈষজ হ্রদের লবণ বিশেষ। বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে ইহা তৈরী হয়। ওয়াসিংটন ষ্টেটের ভেষজ হ্রদ (Medical Lake) বিশেষের জল হইতে এক প্রকার লাবণিক পদার্থ পাওয়া যায়, বিচূর্ণীকৃত ঐ লবণই "স্কুকুম-চাক" নামে অভিহিত এবং রোগী চিকিৎসায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত। এই সল্টে ক্লোরাইড অভ্ সোডিয়াম, পোটাসিয়াম, সোডি কার্ব্ব, লাইম, অ্যালুমিনা, ম্যাগ্নেসিয়া ও লৌহ প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে।

ব্যবহারস্থল :—স্কুকুম-চক্ একটী সোরাদোষনাশক ঔষধ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার ক্রিয়া অধিক। এই ঔষধ বহু পুরাতন **একজিমা** রোগের একটী উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতিরেকে শীত-পিত্ত, কণ্ঠনালী প্রদাহ, কর্ণস্রাব, আমবাত ও **কুষ্ঠব্যাধি**, সর্দ্দি, খস্‌খসে **শুষ্ক** চর্ম্ম প্রভৃতি ইহা দ্বারা আরোগ্যলাভ করে।

কুষ্ঠরোগে এই ঔষধের ৩x বিচূর্ণ ২।৩ মাস প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য :—কুষ্ঠরোগে **হোয়াংনান** প্রয়োগে কুষ্ঠরোগীর ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। পাইপর-মেথিষ্টিকাম, হাইড্রোকোটাইল, অ্যানাকার্ডিযাম, প্রভৃতি ঔষধও কুষ্ঠব্যাধিতে উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

শক্তি :—১x, ৩x চূর্ণ সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হয়।

স্যাম্বুকাস-নাইগ্রা (Sambucus Nigra.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম এল্‌ডার। ইহা এক প্রকার উদ্ভিজ্জ। এই গাছের তাজা পাতা ও ফুল সমানভাবে ফুটাইয়া শেষে সুরাসারে ভিজাইয়া রাখিবার পর স্যাম্বুকাসের মূল অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মন, শ্বাসরোধক সর্দ্দি, ঘুংড়ী কাসি, হুপিং কাসি, হাঁপানি, শুষ্ক কাসি, ক্ষযকাসি, স্বরভঙ্গ, কোরণ্ড, নাক বন্ধ, শীর্ণতা, চমকানি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াস্থল :—গণ্ডমালা-ধাতুর বালক বালিকাগণের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, শ্বাসযন্ত্র এবং গাত্রত্বকই ইহার ক্রিয়া ক্ষেত্র। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও শ্বাসযন্ত্র মধ্যে ইহা দ্বারা শ্বাসরোধক কাসি এবং গাত্রত্বকে অবসাদক প্রচুর ঘর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মন :—সাম্বুকাস শিশু দিনরাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে ও সর্ব্ববিষযে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে, উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে ও অস্থির হয়। রোগী চক্ষু বুজিয়া শুইয়া থাকিলে নানাপ্রকার অলীক দৃশ্য দেখিতে থাকে। রোগী অতিশয় আনন্দিত হইবার পর বা অতিরিক্ত বিষাদের ফলে অথবা শোক তাপাদির জন্য পীড়িত হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। শিশু ভয় পাইলে সময় সময় তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়, নানাপ্রকার মানসিক উদ্বেগের জন্য শিশু বমন করে ও তাহার প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। নিদ্রিত অবস্থায় **ঘর্ম্মহীন শুষ্ক উত্তাপযুক্ত** শরীর তবুও রোগী অনাবৃত থাকিতে চায না, গায়ে রোগীর কোন একটা ঢাকা চাই। **জাগ্রত অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম ; কোনায়াম ও চায়না** রাত্রে চক্ষু-বুজিতে গেলেই প্রচুর ঘর্ম্ম দেখা দেয ; **থুজা** রোগীর আবৃত স্থানে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, **বেলেডোনায়** আবৃতাংশে প্রচুর ঘর্ম্ম। স্যাম্বুকাস শোক অথবা অতি মৈথুনের মন্দ ফলও দূর করে।

গঠন ও স্বভাব :—পূর্ব্বে যাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, স্থূলকায় এবং সবল ছিল, হঠাৎ কোন রোগ-বশতঃ তাহারা অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িলে স্যাম্বুকাস, টিউবারকিউলিনাম ও আযোডিয়ামের ন্যায় কার্য্য করে। কাসিতে কাসিতে রোগীর মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া উঠে ; (আরক্তিম বা ম্লান) মুখমণ্ডল

শীতল ঘর্ম্মাপ্লুত। রোগীকে দেখিতে তাহার প্রকৃত বয়স অপেক্ষা ঢের বেশী দেখায়। স্যাম্বুকাস রোগী এত দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়ে যে লিখিবার সময় দুর্ব্বলতা বশতঃ তাঁহার হাত কাঁপে।

শিশুরোগ :—স্যাম্বুকাস শিশুরোগের একটী উত্তম ঔষধ। গণ্ডমালা-ধাতুর বালক বালিকাদিগের পীড়ায় বিশেষতঃ শুষ্ক সর্দ্দিরোগে ইহা কার্য্যকরী। যে সকল সর্দ্দিরোগে নাক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়, রাত্রে মুখ দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, এইরূপ নাসাবরোধক সর্দ্দিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। শিশুর শুষ্ক সর্দ্দি হাঁচি ইত্যাদির ফলে নাক বন্ধ হইয়া গেলে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে ও ফেলিতে কষ্ট হয়, সেইরূপ স্তন্যপানও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। শিশুদিগের **হাঁপানি** রোগে—শিশু রাত্রে বেশ নিদ্রা যাইতেছে, হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া হাঁপানির টান হইতে থাকে। শিশু কাসিতে কাসিতে নীল হইয়া যায়, যেন তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার জন্য শিশু খাবি খাইতে থাকে, তখন তাহাকে দেখিলে মনে হয় বুঝি তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপভাবে রোগের সহিত কিছুকাল লড়াই করিবার পর শিশু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন শিশুর মাতা পিতা ও অন্যান্য সকলে মনে করে বুঝি শিশু ভাল হইয়া গেল, কিন্তু তাহা নহে, একটু পরেই পূর্ব্ববৎ শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি ইত্যাদি আরম্ভ হয়। শিশু যখন নিদ্রিত থাকে তখন তাহার শরীর শুষ্ক ও উত্তপ্ত থাকে, ঘুম ভাঙ্গিলেই প্রচুর ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়। ইহার শিশু সহজেই শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু শ্বাস ত্যাগ করিতে কষ্ট হয়। এই লক্ষণ **মিফাইটিসে** আছে, শিশু শ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না, নিদ্রার ভিতর পীড়ার বৃদ্ধি, এই লক্ষণটী **ল্যাকেসিসে** আছে; স্যাম্বুকাস শিশুর রাত্রে নাক বন্ধ হইয়া যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস মুখ দিয়া সম্পন্ন করে, নাক্স-ভমিকা, অ্যামন-কার্ব্ব ও হিপারেও এই লক্ষণ আছে।

ঘুংড়ী কাসি, হুপিং কাসি বা অন্যান্য কাসিরোগে যদি উপরিউক্ত রূপ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তবে ইহা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়।

শিশুদিগের **কণ্ঠনালীর** মুখে আক্ষেপ, শিশু হুপিং কাসির ন্যায় কাসে, ইহা মধ্যরাত্রে ও শিশু মাথা নীচু করিলেই বেশী হয়।

শোথ :—শিশুর হাত পা ফুলিয়া উঠে ও নীলবর্ণের হয়। তাহার বাহুর অগ্রভাগ ও হাত শোথে ফুলিয়া যায়, কনিষ্ঠা ও অনামিকার পেশী অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মূত্রগ্রন্থির তরুণ প্রদাহজনিত শোথে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগের সহিত প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হওয়াও ইহার একটী লক্ষণ।

জ্বর :—আসিবার পূর্ব্বে তাহার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রবল শুষ্ক কাসি হইতে থাকে, কাসির সঙ্গে গা বমি-বমি, পিপাসা ও প্রচুর ঘর্ম্মও হইয়া থাকে। **শীতাবস্থায়** রোগীর হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয় কিন্তু শরীর বেশ গরম থাকে, শরীরের অন্যান্য স্থানেও শীত চলিতে থাকে, কোন কোন স্থানে যেন কাহারও ঠাণ্ডা নিশ্বাস লাগিতেছে এরূপ অনুভব। **উত্তাপাবস্থায়** রোগীর পিপাসা থাকে না, রোগী তাহার গায়ের ঢাকা ফেলিতে ভয় পায় পাছে আবার সর্দ্দি লাগে। আর্স, নাক্স-ভমিকা, আর্জ্জেণ্ট-নাই, ম্যাগ-কার্ব্ব রোগীও গায়ের ঢাকা খুলিতে চায় না। উত্তাপাবস্থায় রোগীর সমস্ত শরীর গরম অথচ হাত পা ঠাণ্ডা, ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার শরীর আরও বেশী গরম হয়।

রোগীর ঘর্ম্ম অত্যধিক হয় বিশেষতঃ রাত্রি ৭টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত। তাহার মুখে এত বেশী ঘর্ম্ম হইতে থাকে যে সর্ব্বদাই তাহার মুখমণ্ডল ঘর্ম্মবিন্দু মণ্ডিত থাকে। এই ঘর্ম্ম জাগ্রত অবস্থায়ই

বেশী হয়, ঘুমাইয়া পড়িলে শরীর শুষ্ক হইয়া যায় কিন্তু জ্বর ছাড়িয়া যাওয়ার পর তাহার গায়ে এত ঘর্ম্ম হইতে থাকে যে, দেখিলে মনে হইবে যেন কেহ তাহার শরীরে অনবরত জল ঢালিয়া দিতেছে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বেদনায় উঠিয়া বসিলে, তাহার দেহ সঞ্চালন করিলে, কেহ তাহার শরীর টিপিয়া দিলে, শরীর ঢাকিয়া রাখিলে উপশম; শয়ন করিলে বিশেষতঃ মাথা নীচু করিয়া শুইলে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, রাত্রি ৭টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত, গায়ের ঢাকা খুলিয়া ফেলিলে, জ্বরের সময় ঠাণ্ডা জলপান করিলে, ভয় পাইলে, হর্ষ ও বিষাদের পর রোগের বৃদ্ধি।

অর্শের মন্দফল ইহা দ্বারা নিবারিত হয়। ভয় পাইবার পর ওপিয়াম প্রয়োগে যখন উপকার হয় না তখন স্যাম্বুকাস প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত।

স্যাম্বুকাস-ক্যানাডেন্সিস (Sambucus Canadensis.) ।

ব্যবহারস্থল :—ডাঃ **বোরিক** বলেন, ইহা শোথরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শোথ-রোগে ইহার অল্পমাত্রায় বিশেষ ফল হয় না। সুতরাং ইহার তরল সার (fluid extract) অথবা মূল অরিষ্ট সিকি চামচ হইতে আধ চামচের এক চামচ মাত্রায় প্রত্যহ ৩ বার সেব্য।

ষ্টিগ্‌মেটা-মেডিস বা জিয়া (Stigmata Maydis or Zea) ।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম কর্ণ সিল্ক। ইহা ভুট্টাজাতীয় শস্যের স্ত্রীজাতীয় পুষ্পগুলির গর্ভ-কেশরাদির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে ঠিক রেশমের সূতার ন্যায়। ইহার টাট্‌কা কেশর হইতে অরিষ্ট তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ মূত্রগ্রন্থির শূল ও মূত্রগ্রন্থির পাথুরী রোগে, পুরাতন পাথুরী রোগে এবং মূত্রত্যাগের পর অতিশয় কুন্থনের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে, মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়, মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি বশতঃ প্রস্রাব করিবার সময় অত্যন্ত যন্ত্রণা, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া জন্য নিম্নাঙ্গের শোথ ও মূত্রস্বল্পতার জন্য উপযোগী।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট একটু বেশী মাত্রায়।

হাইড্রোকোটাইল-এসিয়াটিকা (Hydrocotyle Asiatica) ।

পরিচয় :—ইহার নাম থুলকুড়ি বা থানকুনি। এই জাতীয় লতা ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, বিশেষতঃ বাংলাদেশের ডোবা ও খালের ধারে বা অন্য কোনও জলাশয়-সংলগ্ন পতিত-জায়গায় এই জাতীয় গাছ বহু পাওয়া যায়। সমগ্র থুলকুড়ি গুল্ম ছেঁচিয়া সুরাসারযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ **কুষ্ঠব্যাধি, ধবল, গোদ,** মুখের শ্বেতবর্ণ ক্ষতরোগ এবং নানাবিধ চর্ম্মরোগের উত্তম ঔষধ। ঐ সমস্ত রোগে ক্ষত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই এই ঔষধ দ্বারা বেশী

ফল পাওয়া যায়। ইহা ব্রণ, একজিমা, পোড়া নারাঙ্গা এবং তাম্রবর্ণ উদ্ভেদের জন্য বিশেষ উপযোগী। ইহা দ্বারা উপদংশজাত মুখক্ষত, মুখের স্নায়ুপ্রদাহ ইত্যাদিও আরোগ্য লাভ করে।

চর্ম্মরোগ :—গোদ ও কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করিতে ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এই সকল রোগে চামড়ার উপরার্দ্ধ যত অধিক মোটা ও পুরু হইবে এই ঔষধ দ্বারা তত বেশী ফল পাওয়া যাইবে। কুষ্ঠব্যাধিতে প্রথম চামড়ার উপর লালবর্ণের উদ্ভেদ বাহির হইয়া বা দাগ বাহির হইয়া পরে যখন চামড়া অত্যন্ত মোটা ও পুরু হয় তখন এবং যথায় চর্ম্ম খসিযা পড়িবার উপক্রম হয তথায় হাইড্রোকোটাইল উত্তম কার্য্য করে; কিন্তু যদি ঐ স্থানের স্পর্শশক্তি না থাকে তাহা হইলে **অ্যানাকার্ডিয়াম-অক্সিডেন্টালিস** ব্যবহার্য্য। ডাঃ **অডুইট** কুষ্ঠরোগে এই ঔষধের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ গণ্ডমালা-ধাতুবিশিষ্ট বা উপদংশ-বিষদুষ্ট ব্যক্তিগণের কুষ্ঠরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জরায়ু রোগ :—জরায়ুগ্রীবার দানাময় ক্ষতে ও যোনি কণ্ডুয়নে এই ঔষধের বিশেষ উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ **মিচেল** বলেন,—হাইড্রোকোটাইল যেমন মূত্রাশয়গ্রীবার উপদাহ, জরায়ুগ্রীবার আরক্ততা এবং যোনিদেশের উত্তপ্ততা ও চুলকানি জন্মায় সেইরূপ আরোগ্যও করে।

হাইড্রোকোটাইল কুষ্ঠব্যাধিতে বা চামড়া মোটা হইয়া পড়া রোগে—হাইড্র্যাষ্টিস, হিউরা, ফেরাম-পিক্‌রিক ও অ্যানাকা তুল্য।

শক্তি :—মূল আরক, ৩, ৬, ১২।

হাইড্র্যাঞ্জিয়া-আর্বোরেসেন্স (Hydrangea Arborescens)।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ মূত্রাশয-শূল, রক্তমূত্র ও পাথুরী রোগে ক্রিযাশীল। রোগীর প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে শাদাবর্ণের নির্দ্দিষ্ট আকারশূন্য অর্দ্ধতরল অধঃক্ষেপ বা তলানি ইহার নির্দ্দেশক। এই ঔষধ মূত্রাশয়ে পাথর জন্মিবার প্রবণতা রোধ করে। মূত্রগ্রন্থির উপর স্পর্শদ্বেষ, বুকের কষ্ট, আক্ষেপিক মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও মূত্রনালীর রোগ ইহা সেবনে উপশমিত হয। ঔদরিক উপসর্গ ও জলপিপাসা সহ মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থির প্রদাহ ও বিবৃদ্ধিতে এই ঔষধ ফেরাম-পিক, চিমাফিলা ও স্যাবাল-সেরুলেটা সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ৩য় ও ৬ শক্তি ব্যবহার্য্য।

হাইড্র্যাষ্টিস-ক্যানাডেন্‌সিস (Hydrastis Canadensis)।

পরিচয় :—ইহার অপর নাম ইয়েলো রুট, গোল্ডেন সিল বা ওয়ায়নেরিযা ক্যানাডেন্‌সিস। ইহা প্রায় এক ফুট উচ্চ বৃক্ষবিশেষ। ইউনাইটেড ষ্টেটের উর্ব্বর বনভূমিতে এই গুল্ম জন্মে, ইহার বাৎসরিক গুল্ম। এই গুল্মের তাজা মূল হইতে মাদার-টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—ক্যানসার, ক্যানসারজনিত ক্ষত, পাকাশয-ক্ষত, মত্ততা, সর্দ্দি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অজীর্ণ, কর্ণপীড়া, অর্শ, নালী-ক্ষত, প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, প্রচুর রক্তস্রাব, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব,

মুখের ক্ষত, পূতিনস্য, গুহ্যদ্বারের বিবিধ পীড়া, বসন্ত, সান্নিপাতিক জ্বর, জরায়ুর বিবিধ পীড়ায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থল :—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার ক্রিয়া অধিক। গলনলী, পাকাশয়, জরায়ু ও মূত্রনলী হইতে ঘন হলুদে চট্‌চটে দড়ি দড়ি শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ নির্গত হওয়া ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ। পাকযন্ত্রের ও যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতিসহ ক্যান্‌সার রোগপ্রবণ-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা যাহাদের অত্যধিক মদ্যাদি পান জন্য স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে তাহাদের পীড়ায় এই ঔষধ ক্রিয়াশীল।

মন :—হাইড্রাষ্টিস মনের উপরও কিছু ক্রিয়া প্রকাশিত করে। রোগীর স্মৃতিশক্তি বড় কমিয়া যায়, কি পড়িতেছে, কি বলিতেছে তাহা সে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না (অ্যানাকার্ডিয়াম, কেলি-ফস্); অত্যন্ত প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা (নাক্স-ভমিকা)। রোগী যে পীড়ায় ভোগে সেই পীড়ায় তাহার মৃত্যু হউক সর্ব্বদাই এই চিন্তা করে (গ্লোন, ক্রিয়ো, সাল্‌ফ)। তাহার মাথার ভিতর অত্যন্ত জড়তাবোধ, লোকে নেশা করিলে যেরূপ অবস্থা হয় তাহার সেইরূপ জড়তা ও আবিলতাবোধ। রোগীর শরীরের ভিতর, উদরপ্রদেশে ও অন্ত্রমধ্যে সর্ব্বদা খালি-খালিভাব, যেন তাহার সেখানে কিছুই নাই, সেই সঙ্গে নিজকে অত্যন্ত দুর্ব্বল অনুভব করে। হাইড্রাষ্টিসের এইরূপ অনুভূতি সকল সময় ও সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। আহারাদি করিলেও ঐ খালি-খালিভাব চলিয়া যায় না। সাল্‌ফার ও ফস্‌ফোরাসেরও ঐরূপ খালি-খালিভাব আছে, তবে তাহাদের একটী নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে।

অধিকার :—ডাঃ **হেল** সর্ব্বপ্রকারের ক্ষত, শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর নানাপ্রকার স্রাব, পুরাতন চক্ষুউঠা, কাণপাকা ও নাসিকার ক্ষত প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক-প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। ক্যান্‌সার রোগে তিনি এই ঔষধ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন।

কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। ডাঃ **হিউজেস** এই ঔষধের মূল অরিষ্ট কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীকে এক বিন্দুমাত্রায় প্রাতে খালি পেটে সেবন করিতে উপদেশ দেন। শিশুদিগের ও বৃদ্ধদিগের কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, যাহারা অতিরিক্ত জোলাপ গ্রহণ করে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধে, অর্শপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যে হাইড্রাষ্টিস উত্তম কার্য্য করে। গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবান্তে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মিলে ইহা দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়। **ক্ষয়রোগেও** ইহার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। **হেরিং** বলেন, যখন যক্ষ্মারোগীর উদরে শূন্যতাবোধ, ক্ষুধামান্দ্য, অত্যধিক দুর্ব্বলতা, শুষ্ক কাসি প্রভৃতি লক্ষণ উপশমিত হয় এবং রোগী নিজেকে অনেকটা সুস্থ মনে করে তখন কিছুদিন এই ঔষধ সেবনে স্বাস্থ্য চমৎকার হয়। **বার্নেট** বলেন হাইড্রাষ্টিস ক্ষয়রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে না পারিলেও যখন লক্ষণানুরূপ অন্যান্য ঔষধ দ্বারা রোগী আরোগ্যপথে নীত হয়, তখন হাইড্রাষ্টিস প্রয়োগে রোগী সুপুষ্ট ও সবল হইয়া উঠে। কাসিবার সময় বক্ষপঞ্জর ক্ষতযুক্ত মনে হয়।

প্রমেহ রোগের তরুণ অবস্থা কাটিয়া যাইবার পর যখন রোগের দ্বিতীয় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন যদি হলুদবর্ণের গাঢ়স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে তখন এই ঔষধের মূল অরিষ্ট পিচকারী যোগে শিশ্ন বা যোনিপথে প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ১ ড্রাম মূল অরিষ্ট ছয় আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রদরস্রাব সময়ে সময়ে জলের ন্যায় কিন্তু অধিকাংশ সময়ে গাঢ় পীতবর্ণ এবং ক্ষতজনক—সেই সঙ্গে উপর পেট শূন্য বোধ ও বুক ধড়ফড়ানি। মুখমণ্ডল মলিন ও চক্ষু নিষ্প্রভ হয়। রোগিণীর অত্যধিক প্রদরস্রাব হইতে হইতে তাহার জরায়ুর মুখ, যোনিপথ হাজিয়া যাইবার মত হয়।

তন্তুময় অর্ব্বুদ—(Fibroid tumor) হইবার ফলে রোগিণীর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয়। অত্যধিক প্রদরস্রাবে হইবার ফলে যোনিদ্বারে ভয়ানক সড়সড় করে ও কামের উত্তেজনা হইতে থাকে।

ক্যান্সার বা কর্কটিয়া:—স্তনাদি গ্রন্থির ক্যান্সার রোগে এই ঔষধ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয়। **ডাঃ বেইস** বলেন হাইড্রাষ্টিস জরায়ু ও ওষ্ঠাদির কর্কট রোগে কার্য্যকরী নহে কিন্তু স্তনের কঠিন-কর্কটেই ইহা বেশী ফলপ্রদ।

স্তনের ক্যান্সার রোগে- রোগীর স্তন হইতে স্কন্ধদেশ ও স্কন্ধদেশ হইতে বাহুতে একটা অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা চলিয়া বেড়ায়, রোগিণীর বামদিকের স্তনে উঁচু নীচু অর্ব্বুদ, তাহার মাইয়ের বোঁটা ভিতরে বসিয়া যায়, রোগিণী দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে—**ডাঃ বেইস** যেমন বলেন "হাইড্রাষ্টিস জরায়ু ও ওষ্ঠাদির ক্যান্সার রোগে উপকারী ঔষধ নহে", কিন্তু অপর পক্ষে আমেরিকার অন্যান্য চিকিৎসকগণ হাইড্রাষ্টিস্‌কে জরায়ু ও পাকস্থলীর ক্যান্সারের উত্তম ঔষধ বলিয়াছেন, আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতে পাই—হাইড্রাষ্টিস ঐ সকল ক্যান্সার আরোগ্য করিতে পারে না—কেবল ২।৪ দিনের জন্য রোগিণীর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়, আবার কিছু দিন পরে ঐ উপকারটুকুও থাকে না চলিয়া যায়।

হাইড্রাষ্টিস—জরায়ুর নানাবিধ বিশৃঙ্খলা জন্মিলে সেই সকল বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া দিতে পারে—কারণ হাইড্রাষ্টিস রোগিণীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর—পাল্‌সেটিলা অপেক্ষাও ক্রিয়াশীল। হাইড্রাষ্টিস—জরায়ু, মূত্রনলী, যোনিদ্বার, পাকস্থলী প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর বিশেষ কার্য্য করে এমন কি জরায়ুর বিচ্যুতি ঘটিলেও ইহা উপযোগী।

অর্শ:—রোগীর অর্শ হইতে সামান্য কিছু স্রাব হইয়াই অমনি সে অত্যন্ত অবসন্ন ও কাহিল হইয়া পড়ে। অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে তাহার মলদ্বারের চ্যুতি হয় বা মলদ্বার ফাটিয়া যায় তখন উহা হইতে রস পড়ে ঐজন্য মলত্যাগ হইয়া যাইবার পর তাহার মলদ্বারে ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকে।

পায়ে কড়া:—যে কোন কারণ বশতঃ পায়ে কড়া জন্মাক না কেন **হাইড্রাষ্টিসের মলম রোজ ৩।৪ বার প্রয়োগ করিলে ও আভ্যন্তরিক** (ধাতু অনুসারে) **ঔষধ সেবন করিলে অনেক ক্ষেত্রে পায়ের কড়া ভাল হয়।**

বসন্ত:—বসন্ত রোগীর গলার ভিতর ক্ষত, আর সেই ক্ষতগুলি যদি কালবর্ণের ফুস্কুড়িপূর্ণ হয় এবং তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা, মূর্চ্ছা ও অবসন্নতা থাকে তবে ইহাই ফলপ্রদ। হাইড্রাষ্টিস আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগে রোগের সঙ্কটসূচক ভাব, উপসর্গ, ভোগকাল ও যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

দ্রষ্টব্য:—ইহার অরিষ্ট জলপাই তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে রোগীর বসন্তের ক্ষত, গলার ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইয়া যায়—বসন্ত ভাল হইয়া গেলে রোগীর গায়ে দাগ পর্য্যন্ত পড়ে না। বসন্ত রোগীর সমস্ত উপসর্গ চলিয়া যাইবার পর, তাহাকে ডাবের জলে স্নান করাইলে শরীরে দাগ পড়ে না ও গাত্রবর্ণ ফর্সা হয়। আমরা কয়েকটা রোগীকে ঐরূপ স্নান করাইয়া সুন্দর ফল পাইয়াছি।

অজীর্ণ রোগ :—অজীর্ণ রোগীর মুখের রং হঠাৎ ফ্যাকাসে হইয়া যায়, তাহার জিহ্বা হরিদ্রাভ ও চট্‌চটে হয় এবং রোগী ঘন ঘন টক্ বা দুর্গন্ধযুক্ত ঢেঁকুর তুলিতে থাকে। রোগীর কখন কোষ্ঠবদ্ধ আবার কখনওবা তরল বাহ্যে হইতে থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—বিশ্রামে বা গা দলিয়া দিলে রোগের উপশম—রাত্রিকালে, উত্তাপে, শরীর বা আক্রান্ত অংশ ধৌত করিলে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—এই ঔষধ ক্যান্সার রোগে—কোনা, কণ্ডীউর‍্যাঙ্গো, ক্রিয়ো ও ফাইটোলেক্কা তুল্য।

শক্তি :—মূল আরক হইতে ৩০ শক্তি (অজীর্ণ রোগে নিম্নক্রম এবং সর্দ্দি রোগে উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য)।

হাইড্রোফোবিনাম বা লাইসিন (Hydrophobinum or Lyssin)।

পরিচয় :—পাগলা কুকুরের লালা হইতে প্রথম বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ডাঃ হেরিং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইহা পরীক্ষা করেন; তিনি কুকুর-দংশনজনিত-বিষাক্ত লক্ষণে ইহা প্রযোগ করিতে উপদেশ দেন।

ব্যবহারস্থল :—কুকুরে কামড়াইবার বিষ দূর করিতে, জলাতঙ্ক, বাঘী বা গ্রন্থিস্ফীতি, আক্ষেপ, মুখের পেশীর স্পন্দন, জলপানে অরুচি, গর্ভাবস্থায় জল ঢালার শব্দে ধনুষ্টঙ্কারের উৎপত্তি, পক্ষাঘাত, কামোন্মাদ, সূর্য্যাঘাত, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, রজকদিগের পক্ষাঘাত রোগে এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। মন ও স্নায়ু-বিধানের উপর ইহার প্রভূত ক্ষমতা পরিদৃষ্ট হয়।

ক্রিয়াস্থল :—কুকুর-দংশনজনিত রক্ত বিষাক্ত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ পায়। গলার স্নায়ুগুলিও বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। হাইড্রোফোবিনাম একটি নোসোড জাতীয় ঔষধ; সাধারণতঃ দেখা যায় নোসোড জাতীয় ঔষধগুলি গভীর কার্য্যকরী; এই ঔষধটিও অত্যন্ত গভীর কার্য্যকরী ঔষধ।

মন :—হাইড্রোফোবিনাম রোগী ও রোগিণী নানাপ্রকার কাল্পনিক দৃশ্য দেখিয়া ভয় পায়, তাহার নিকট জলবায়ু রৌদ্র বৃষ্টি, শীত, এমন কি পিপাসার সময় জলপান ভীতিপ্রদ। বহমান জল দেখিলে, জলের শব্দ শুনিলে, অথবা রোগিণীর সম্মুখে কেহ জল ঢালিলে সে ভীত হয়, তজ্জন্য আক্ষেপও হইতে পারে, তীব্র আলোক বা চকচকে জিনিষ সে দেখিতে পারে না, দেখিলে স্নায়বিক উত্তেজনা ও মানসিক বৈকল্য ঘটে। উল্লিখিত কারণে রোগিণী কেবলই যে ভয় পায় তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে সত্য সত্যই রোগ লক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রোগিণী সর্ব্বদা মনে ভাবে যেন কি একটা মহা বিপদ উপস্থিত হইবে—এই ভাবটাকে সে যত দূরে তাড়াইতে চায় ততই ঐ ভাবটা মনোমধ্যে দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়া বসে। তাহার মনের ভিতর ভয়াবহ কার্য্য করিবার আশঙ্কা জাগরিত হয়—নিজের ক্রোড়ের শিশুকে উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ করিতে প্রলুব্ধ হয়। সে সর্ব্বদাই মনে করে আমি বুঝি পাগল হইয়া গেলাম এই ভাবটা অ্যাক্টিয়া-রেসি, ক্যাল্‌কে, ক্যানাবিস-ইণ্ডি, লিলিয়াম, নাক্স প্রভৃতি ঔষধে আছে।

হাইড্রোফোবিনাম—ইহাতে গর্ভবতী রমণীদিগের নানাবিধ ভ্রান্ত কল্পনা ও কার্য্যাবলী দেখা যায়।

রোগিণী নিজের জরায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করে—**হেলোনিয়াস** রোগিণীও স্বীয় জরায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করে।

রোগিণী নিজের হাতের ছুরি নিজের হাতেই বিদ্ধ করে বা অপরকেও বিদ্ধ করিয়া বসে ; সে হয়ত জলপূর্ণ গ্লাস লইয়া যাইতেছে—কেহ হয়ত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোগিণী সেই জলপূর্ণ গ্লাস ধাঁ করিয়া তাহার মুখে মারিয়া বসিল। কেহ হয়ত রোগিণীর গায়ে গা ঠেকাইলে অমনি সে দ্বিধা না করিয়া কামড়াইয়া দিল বা তাহাকে যা'তা বলিয়া গালাগালি করিল।

প্রাকৃতিক আবহাওয়াদির পরিবর্ত্তন বা বিপর্য্যয় জন্য রোগের বৃদ্ধি হাইড্রোফোবিনামের প্রধান লক্ষণ।

শিরঃপীড়া :- গর্ভাবস্থায়, শয়ন অবস্থায় এবং বিছানা হইতে উঠিবার সময় রোগিণীর মনে হয় যেন তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত মাথার দিকে ধাবিত হইয়া আসিতেছে, ইহার ফলে তাহার মাথার সকল পদার্থ যেন ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ. -এইরূপ রক্তের চাপের ফলে রোগিণী পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকে ও তাহার মাথা দেয়ালের গায়ে ঠুকিতে থাকে। **নেট্রাম-মিউর ও নেট্রাম-সালফ** রোগিণীরও এইরূপ তীব্র মাথার যন্ত্রণা, কেহ মাথা টিপিয়া দিলে উপশম বোধ। মাথার তীব্র যন্ত্রণার সময় সে আলোক সহ্য করিতে পারে না আলোকে তাহার মাথার যন্ত্রণা আরও বেশী হয়। রোগিণীর কথা অস্পষ্ট হয় সে কথা কহিতে চায় না বা কথা বলিতে পারে না। মাথার যন্ত্রণার সময় যদি সে জলের স্রোত বা জল দেখিতে পায় অথবা কেহ তাহাকে জলপান করিতে বলে তাহা হইলে সমস্ত রোগ লক্ষণ অসম্ভবরূপে বাড়িত থাকে।

গলরোগ :—রোগিণীর মুখ হইতে প্রচুর আঠা আঠা লালাস্রাব হইতে থাকে সেইজন্য সে বারংবার থুথু ফেলে। গলার রোগে রোগী সর্ব্বদাই ঢোক গিলিতে চায়, অনবরত প্রচুর লালাস্রাব হয়। কিছু গিলিবার সময় বিশেষতঃ জল গিলিবার সময় তাহার গলার পেশীগুলির আক্ষেপ। রোগীর আলজিহ্বা শুষ্ক ও কুঞ্চিত হইয়া যায়—সেইজন্য তাহার কুকুর ডাকিবার ন্যায় শুষ্ক কাসি হইতে থাকে।

পুং-জননেন্দ্রিয়ের রোগ :—ইহার রোগীর কাম পিপাসা অত্যধিক। জননেন্দ্রিয় এত উত্তেজিত হয় যে সন্ধ্যাবেলা সে নিজকে নিজে স্থির রাখিতে পারে না ; সে তখন যে কোনও প্রকার স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সাম্য করিবেই। ইহার রোগীর নানারকম ভাবে শুক্রপাত হইয়া থাকে কেহ হয়ত অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গমাদি করিয়া শুক্রপাত করে ; কেহ অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃপাত করায়, ইহার রোগীর দুই রকম প্রবৃত্তি আছে—কাহার হয়ত অসম্ভব কাম পিপাসা, সঙ্গমের সময় অতি বিলম্বে শুক্রপাত হয়—আবার হয়তো মোটেই রেতঃপাত হইল না—ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হইয়া যায় কাহারও আবার স্ত্রীসঙ্গমের প্রারম্ভেই রেতঃস্খলিত হইয়া যায়।

স্ত্রীরোগ :—রোগিণীর সঙ্গম ইচ্ছা মোটেই থাকে না যদি বা তাহার সঙ্গমেচ্ছা থাকে তাহা হইলে জরায়ুর ভিতর বা যোনিদ্বারে যন্ত্রণা ও টাটানি থাকিবার জন্য সঙ্গমাদি করিতে চায় না। মাসিক স্রাব যথেষ্ট তবে শ্বেতপ্রদর বেশী দেখা যায়। জরায়ুর নিম্নাকর্ষণও ইহাতে আছে - অন্যান্য সকল লক্ষণ ইহার মানসিক লক্ষণের সহিত মিলাইয়া নিতে হইবে। ইহার শ্বেতপ্রদর অত্যধিক—

অ্যালুমিনা ও সিফিলিনামের শ্বেতপ্রদর স্রাবও ইহার ন্যায় প্রচুর হয় তবে অ্যালুমিনার ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে এবং সিফিলিনাম রোগিণীর সিফিলিসের দোষটি থাকা চাই।

চর্ম্মরোগ :—চর্ম্মপীড়া বিশেষ কিছু নাই তবে শরীরের কোনও স্থানে ক্ষত থাকিলে তাহা নীলাভ হয়—দেখিলে মনে হইবে যেন পচিতে আরম্ভ করিয়াছে—আবার কোন কোন রোগীর ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না—কুকুরের দংশনজনিত কোন স্থানে ক্ষত হইলে এবং ঐ ক্ষত দোষিত হইবার উপক্রম করিলে ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়।

সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ :—ইহার রোগীর ডানদিকের বাহু এত ভারী ও অসাড় হইয়া যায় যে তাহার লিখিবার কোন শক্তি থাকে না তাই সদাসর্ব্বদা রোগী হাত ঝুলাইয়া রাখে। রোগীর ডানদিকের হাতটা এত কাঁপে যে রোগী কিছুতেই লিখিতে পারে না (নেট্রাম-মিউর, জিঙ্কাম)। উরু দুইটি মনে হয় যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাইবে ; সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় পা দুইখানি অত্যন্ত ভারী মনে হয়। রোগীর নিম্নাঙ্গ হইতে, ঊর্দ্ধাঙ্গ পর্য্যন্ত পক্ষাঘাত।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—পশ্চাৎদিকে মস্তক অবনত করিলে, উত্তাপে, গরম জলে বা গরম বাষ্পে উপশম ; জলস্রোতের শব্দে, জলপান করিলে, জলস্রোত দেখিলে, উজ্জ্বল বা চাকচিক্যময় দ্রব্যের দিকে তাকাইলে, গাড়ীতে বেড়াইলে, রৌদ্রে বা স্পর্শ করিলে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—হাইড্রোফোবিনাম—ঊর্দ্ধগামী পক্ষাঘাতে—জেলস্, কোনায়াম ও লেডাম তুল্য ; শ্বাসপ্রশ্বাসের পক্ষাঘাতে—বেলেডো, ডাল্কা তুল্য ; ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায়—অ্যাসিড-পিক্রিক, ক্যান্থারিস, তুল্য ; সূর্য্য তাপ অসহ্যে—নেট্রাম-মিউর, গ্লোন, জেল্‌স, এপিস তুল্য ; জল দেখিলে প্রস্রাব পায়—ক্যান্থা, সাল্‌ফার তুল্য ; জরায়ুর অবস্থিতি অনুভব—হেলোনিয়াস্ তুল্য ; তাড়াতাড়ি কথা কহায়—হায়োসায়েমাস তুল্য ;

শক্তি :—৩০, ২০০, ১০০০, শক্তি ব্যবহার্য্য।

হাইপারিকাম-পার্ফোলিয়েটাম (Hypericum Perfoliatum.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম সেন্টজন্‌স ওয়ার্ট, ব্রাফিউগা ডিমোনাস। ইহা এক প্রকার বাৎসরিক গুল্ম। এই জাতীয় গুল্ম আমেরিকা ও ইউরোপ অঞ্চলেই বেশী জন্মায়। পুষ্প সমেত সমস্ত তাজা গাছ ছেঁচিয়া সুরাসারযোগে ইহার মূল আরক তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—মন, স্নায়ুর আঘাত যথা পায়ের তলায় আঙ্গুলের ভিতর ও যে সকল স্থানে স্নায়ুর আধিক্য অত্যধিক সেই সকল স্থানে পেরেক, আলপিন, কণ্টক ইত্যাদি বিদ্ধ হইবার ফলে ধনুষ্টঙ্কারাদি হইলে, আছাড় খাইয়া বা উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গিয়া মেরুদণ্ডের নিম্নতম অংশে বেদনায়, আঘাতের পর কালশিরা প্রভৃতি ক্ষেত্রে, বন্দুকের গুলির আঘাত লাগিয়া স্নায়ু আক্রান্ত হইলে, জলাতঙ্ক, অতিরিক্ত প্রসব বেদনার জন্য নানাপ্রকার উপসর্গ, স্নায়ুশূল, মস্তিষ্কের পীড়াদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

মন :—হাইপারিকাম রোগী কিছু লিখিবার সময় পুনঃ পুনঃ ভুল করে এমন কি লিখিবার সময় অক্ষর ফেলিয়া যায়, সে নিদ্রিত অবস্থায় প্রলাপ বকিতে থাকে, বিকারের ঝোঁকে গান করে, কাঁদে এবং খুব জোরে জোরে চীৎকার করিতে থাকে। ভয় পাইয়া কোন পীড়া হইলে হাইপারিকাম,

ওপিয়াম, কেলি-ব্রোম তুল্য ঔষধ। হাইপারিকাম, ক্যাল্কেরিয়া ফস্, ইগ্নেসিয়া ও ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার ন্যায় প্রবল ও অপ্রত্যাশিত শোক জনিত পীড়াদির ক্ষেত্রে উপযোগী। ইহাতে রোগীর মাথা অত্যন্ত ঘুরায় যখন তাহার মাথা ঘুরায় তখন সে মনে করে তাহার মাথা যেন হঠাৎ লম্বা হইয়া গেল ঐ সঙ্গে তাহার রাত্রে অত্যধিক প্রস্রাবের বেগও হইতে থাকে।

ক্রিয়াস্থল:—স্নায়ুতে আঘাত জনিত পীড়ায় ও ক্ষতে ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

আঘাতজনিত পীড়া: আঘাত লাগিবার পর উচ্চস্থান হইতে পতনাদির জন্য আমাদের **আর্ণিকা** শ্রেষ্ঠ ঔষধ ইহা জনসাধারণ পর্য্যন্ত স্বীকার করে কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই যে কেবল আর্ণিকা প্রযোজ্য তাহা নহে, ইহা ব্যতিরেকে আরও অনেক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে হাইপারিকাম অন্যতম। যে সকল ক্ষেত্রে আঘাতের ফলে স্নায়ু—বিশেষতঃ **অনুভূতি-প্রধান স্নায়ু** নিষ্পেষিত, ছিন্নভিন্ন বা আহত হইয়া পড়ে সেই সকল ক্ষেত্রে হাইপারিকামের কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইহার রোগীর আঘাতাদির ফলে স্নায়ু পথে অত্যধিক যন্ত্রণা ও ভয়ানক বেদনা হইতে থাকে, কোন কোন রোগীর ঐ সকলের জন্য আক্ষেপ, টঙ্কার প্রভৃতিও হইয়া থাকে কিন্তু সর্ব্বদাই এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে যে আঘাতটী **অনুভূতি প্রধান** স্নায়ুর উপর হওয়া চাই। স্নায়ুর আঘাত সাধারণতঃ পায়ের তলা, অঙ্গুলি, নখের ভিতর প্রভৃতি স্থানে বেশী হয়, ঐ সকল স্থানে **আলপিন, সূঁচ, পেরেক, কণ্টকাদি** বিদ্ধ হইলে বা ঐ সকল স্থান কোন প্রকার আঘাতের ফলে পিষিয়া গেলে, ঐ সকল স্থানে **অসহনীয় বেদনা** হইলে হাইপারিকামই একমাত্র উপযোগী ঔষধ। হাইপারিকাম যথা সময় প্রয়োগ করিতে পারিলে ধনুষ্টঙ্কার, দাঁত কপাটি লাগা বা অন্য কোন প্রকার রোগ হইতে পারে না। কেহ কেহ হাইপারিকামকে হোমিওপ্যাথিক **অ্যাণ্টি-টিটেনাস ঔষধ বা অ্যাণ্টি-টিটেনাস সিরাম** আখ্যা দিয়া থাকেন।

আঘাতের ফলে আঙ্গুল কি ভাবে পিষিয়া যায় এই একটী প্রশ্ন হইতে পারে—মনে করুন একটি ছেলে খেলা করিতে করিতে একখানা ইট দ্বারা আঘাত করিল সেই আঘাত ঘটনা ক্রমে তাহার আঙ্গুলে লাগিলে কি হইবে, কচি কচি আঙ্গুলগুলি পিষিয়া থ্যাৎলে যাইবে ঐ সময় যদি হাইপারিকাম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র শিশুর যন্ত্রণা উপশম হইবে অপর কোন খারাপ লক্ষণাদি আবির্ভূত হইবে না। আবার মনে করুন একটী বালক খেলা করিতে করিতে দরজার ফাঁকে হাত ঢুকাইয়া দিয়া চাপ দিল ঐ চাপ দিবার ফলেও তাহার আঙ্গুল পিষিয়া যাইতে পারে; নোড়ার আঘাতেও ঐরূপ আঙ্গুল পিষিয়া থ্যাৎলে যায় তাহা হইলে হাইপারিকাম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপযোগী। এইরূপ আঘাতের ফলে আমরা রোগীর কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই তাহার অনুভাবাত্মিক স্নায়ু হয় ছিঁড়িয়া গিয়াছে না হয় থ্যাৎলে গিয়াছে অথবা বিঁধিয়া বা কাটিয়া গিয়াছে ইহার ফলে তাহার নানাবিধ উপসর্গের সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু যথা সময় হাইপারিকাম প্রয়োগ করিতে পারিলে সাংঘাতিক উপসর্গাদি আসিতে পারে না। হাইপারিকাম প্রয়োগ করিবার সময় রোগীর স্পর্শকাতরতা থাকা চাই। পড়িয়া গিয়া অনেক সময় আহত স্থান ফুলিয়া খুব শক্ত হয়, মনে হয় স্থানীয় স্নায়ুসকল তাল পাকাইয়া শক্ত টিউমারের মত হইয়াছে, নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগে ও মালিসে ঐ স্থান ভাল হইতেছে না, এরূপ অবস্থায় হাইপারিকাম অলিভ-অয়েল সহ মিশাইয়া ঐ স্থানে মালিশ করিলে শক্ত ফুলাটি কমিয়া যাইবে ও আহত স্থানটি বেদনামুক্ত হইবে।

আঘাতাদির জন্য আমাদের বহু ঔষধ আছে যথা আর্ণিকা, লেডাম, রাস-টক্স, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যালেণ্ডুলা, রুটা, সিম্ফাইটাম, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া প্রভৃতি।

আর্ণিকা—আঘাত লাগিবার ফলে সেইস্থানের তন্তুগুলি নষ্ট হয় না কেবল থেঁৎলে যায়, ফুলিয়া উঠে, আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ছেঁচা বোধ করে, অত্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা বোধ, রোগীর পক্ষে বিছানা শক্ত বোধ তখন **আর্ণিকা** উপযোগী। **হাইপারিকাম** রোগীর কোমল বা নরম স্থানে আঘাত লাগিলে অথবা কোন কোমল অংশ চিম্‌টে গেলে উপযোগী। আর্ণিকার আঘাত কোমল তন্তুতে আর হাইপারিকামের আঘাত শরীরের কোমল অংশে ও স্নায়ুতে। **লেডামের** প্রয়োজন সেইস্থানে যে স্থানে সূঁচ, পেরেক, কাঁটা প্রভৃতি ফুটে, মাকড়সা, বোল্‌তা, ভীমরুল অথবা ইঁদুর, ছুঁচো, বিড়ালাদিতে কামড়াইয়া দিলে এই ঔষধ দ্বারা ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে লেডামের এই আঘাতের ফলে রোগীর যন্ত্রণা ও ব্যথা হয় আর হাইপারিকামের রোগীর এই আঘাতের ফলে আক্ষেপাদি ভীষণ লক্ষণ আবির্ভূত হয়, লেডামে ঐরূপ সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত হয় না। আঘাতাদি লাগিবার পর যখন রোগীর শরীরে কালশিরা পড়ে তখন আর্ণিকা প্রয়োগেও যদি উহা দূরীভূত না হয় সেই সকল ক্ষেত্রে লেডাম বিশেষ কার্য্যকরী। অনেক ক্ষেত্রে আর্ণিকার পরও লেডাম ব্যবহৃত হয়। **আর্ণিকা** যেমন আঘাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ, **রাস-টক্স** আবার সেইরূপ মচ্‌কানের উত্তম ঔষধ, ইহার আঘাত পেশীতেই বেশী অথচ ঐ স্থান কাটে নাই ছিঁড়ে নাই কেবল টান লাগিবার ফলে আক্রান্ত পেশী ক্লিষ্ট হয়। ডাঃ **কেণ্ট** বলেন—আঘাতের প্রথম অবস্থায় আর্ণিকা, তারপর রাস্‌-টক্স ও সর্ব্বশেষে ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহার্য্য।

ক্যালেণ্ডুলা:—আঘাতাদির ফলে চামড়া ফাটিয়া গেলে বা সেই স্থানের কতকাংশ নষ্ট হইয়া গেলে অথবা অস্ত্রোপচারের পর ঐ স্থানে পূঁজ হইলে কিম্বা পূঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা হইলে ক্যালেণ্ডুলা ব্যবহার্য্য ঔষধ। ঘা ইত্যাদি শীঘ্র আরোগ্য করিতে ইহার তুল্য ঔষধ নাই। **ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া**—ধারাল অস্ত্রে, ক্ষুরে বা ছুরিতে কাটিয়া গেলে সেই স্থান জুড়িবার জন্য অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অস্ত্রোপচারের পর ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া উত্তম কার্য্য করে। জোর করিয়া টানিয়া ধরিয়া যদি কোন দূষিত দ্রব্য বাহির করা হয় এবং উহার ফলে যদি রোগীর কোন প্রকার ভয়ানক যন্ত্রণাদি আরম্ভ হয় তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। হাইপারিকাম ও লেডাম সুক্ষ্মাগ্র অর্থাৎ সূচাল পদার্থ দ্বারা বিদ্ধ হইলে উপযোগী। আর ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া কোন ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া গেলে ব্যবহার্য্য। **রুটা**—অস্থি আবরণীতে আঘাত লাগিলে অর্থাৎ কব্জি, পায়ের গাঁইট, পায়ের গোড়ালি ইত্যাদিতে আঘাত লাগিলে রুটা উত্তম ঔষধ। রুটার হ্রাস ও বৃদ্ধি রাস্‌-টক্সের ন্যায়।

সিম্ফাইটাম—যদি আঘাত লাগিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে এই ঔষধ উপযোগী এই ঔষধ দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগিতে দেখা যায়। **ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্‌ও** ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগায়, সাধারণতঃ ক্যাল্‌কে-ফস্‌—সিম্ফাইটামের পর বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল রোগীর পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হেতু উপযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও হাড় জোড়ে না সেই সকল ক্ষেত্রে ক্যাল্ক-ফসই উপযোগী ঔষধ।

হাইপারিকাম:—রোগী যদি কোন উচ্চ স্থান হইতে বসিয়া পড়িবার ফলে মেরুদণ্ডে ও মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে বেদনানুভব করে, সে ঘাড় বা হাত নাড়িলেই যদি অসহনীয় বেদনা বোধ করে,

এমন কি অত্যন্ত জোড়ে চীৎকার করিয়া উঠে, যদি সে কিছুতেই তাহার মেরুদণ্ডে হাত দিতে না দেয় তাহা হইলে হাইপারিকাম আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ধনুষ্টঙ্কার :—আঘাতাদির ফলে বিশেষতঃ আক্রান্ত স্থান চিম্‌টাইয়া গেলে পর যদি ধনুষ্টঙ্কার হয় তবে সিম্ফাইটাম উত্তম ঔষধ, এরূপ ক্ষেত্রে সার্কিউটা, ভেরেট্রাম-ভিরিডি ও অ্যাঙ্গাসটিউরা প্রভৃতি ঔষধও ফলপ্রদ। **মেনিঞ্জাইটিস** বা মস্তিষ্কাবরণীর প্রদাহ যদি আঘাতাদির ফলে সাংঘাতিক হয় এবং রোগী যদি গরম পানীয় ও মদ্যাদি পান করিতে চায়, পেটে অত্যন্ত ফাঁপ থাকে ও মলত্যাগে উপশম পায় তাহা হইলে হাইপারিকাম ব্যবহার্য্য।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া :—ইহার হাঁপানি ঠাণ্ডায় বা অতিরিক্ত হিম পড়িলে বেশী হয়—হাঁপানি রোগীর অনেকখানি শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে উপশম বোধ। **হুপিংকাসি** রোগীর কাসির টান সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্র ১০টার ভিতর বেশী হয়। রোগীর বক্ষঃস্থল যেন দৃঢ়ভাবে বাঁধা আছে ও উহার ভিতরটা আড়ষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ। কখন কখনও রোগী মনে করে যেন তাহার বুকের ভিতর হুলবিদ্ধ হইতেছে।

পায়ের কড়ায় কেহ কেহ এই ঔষধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন—ইহার পায়ের কড়ায় অসহনীয় বেদনা থাকে। পায়ের কড়ার জন্য অ্যান্টিম-ক্রুড, ফেরাম-পিক্রিক, অ্যানাকার্ডিয়াম-অক্সিডেন্টালিস, হাইড্রাসটিস প্রভৃতি ঔষধও উপযোগী।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—মাথা পিছনের দিকে নোয়াইলে উপশম, এবং হিম পড়িলে আবদ্ধ গৃহের ভিতর ও সামান্য হাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট,৩, ৬, ৩০ সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হয়, রোগ যদি বহুকাল পূর্ব্বে হয় তাহা হইলে উচ্চ ও উচ্চতর শক্তি ব্যবহার্য্য।

বাহ্য প্রয়োগেও রোগের ক্রমবর্দ্ধন হ্রাস পায়। বাহ্য প্রয়োগ পরিস্রুত জলে লোশন আকারে এবং জলপাই তেলের সহিত তৈল আকারে ও ভেসেলিনের সহিত মলম আকারে ব্যবহৃত হয়।

হায়োসায়ামাস (Hyoscyamus Niger.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম হেন্‌বেন্, জাস্‌কুইয়ামাস, শূকর সীম বা বিষ তামাক। এই জাতীয় গুল্ম ইউরোপে বেশী জন্মে। ইহার সমস্ত তাজা পুষ্পিত গাছটী কুচাইয়া সুরাসারে মিশ্রিত করিয়া মাদার টিংচার তৈরী হয়। এই ঔষধটীও **হ্যানেমান** স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াছেন।

ব্যবহারস্থল :—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। ইহার ক্রিয়াধিক্য হেতু রোগীর মস্তিষ্ক ও পেশীমণ্ডল বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। মস্তিষ্কে ইহার ক্রিয়াধিক্য বশতঃ বুদ্ধি বৃত্তির বিকার জন্মিয়া রোগীর বুদ্ধিবৈকল্য, চিত্ত বিভ্রম ও উন্মাদ ভাব উপস্থিত করে। রোগী ও রোগিণী কামোন্মাদনায় অস্থির হইয়া পড়ে। মানসিক বিকৃতি, স্নায়বিক উত্তেজনা ও জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াধিক্য হায়োসায়ামাসের প্রধান ক্রিয়াস্থল।

ক্রিয়াস্থল :—মানসিক বিকৃতি, উন্মত্ততা, কামোন্মত্ততা, সূতিকাউন্মাদ, মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার ঝিল্লী-প্রদাহ, নাক দিয়া রক্তপাত, ধনুষ্টঙ্কার, তাণ্ডব, মৃগী, নানাবিধ আক্ষেপ, জলাতঙ্ক, মূত্রাশয়ের

আক্ষেপ, টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া, বাধক, প্রসবের পর স্রাব, রক্তস্রাব, মূত্ররোধ, কাসি, হিক্কা, ক্রোধের মন্দফল প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী ঔষধ।

মন :—হায়োসায়ামাস রোগী অত্যন্ত হিংসুক ও সন্দিগ্ধ-চিত্ত প্রকৃতির, রোগী কাহাকেও বিশ্বাস করে না—এমন কি স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করে না। রোগী মনে করে বুঝি তাহার স্ত্রীও তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিবে। কেবলই তাহার সন্দেহ 'কেহ হয়ত তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিবে', 'কেহ হয়ত তাহাকে দংশন করিবে' এইরূপ সন্দেহ অনবরত তাহার মনে জাগরিত হয়। এমন কি দূরে বসিয়া যদি তাহার পুত্র কন্যা স্ত্রী ইত্যাদি কথা কহে তাহাতে সে মনে করে 'সকলে একত্র হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে বা তাহার নিন্দা করিতেছে', **অ্যানাকার্ডিয়াম** রোগীও অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্তের সেও সকলকে সন্দেহ করে, রোগী মনে করে যেন তাহার বন্ধুবা সকলেই তাহাকে ঠাট্টা ও উপহাস করিতেছে; **ব্যারাইটা-কার্ব্ব** রোগীও সর্ব্বদা মনে করে সকলে তাহাকে ঠাট্টা ও উপহাস করিতেছে। কোন বাড়ীতে একটী হায়োসায়ামাস রোগী থাকিলে বাড়ীর লোক অস্থির হইয়া যায়। হায়োসায়ামাসের এরূপ মানসিক লক্ষণ দেখিয়া লোকে মনে করিবে রোগীটি পাগল হইয়া গিয়াছে বস্তুতঃ ইহা তরুণ উন্মাদ রোগের একটী অমূল্য ঔষধ—ইহার রোগী খেয়ালে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখে—সময় সময় সে খেয়ালে দেখিতে পায় যেন শত্রু তাহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে সে চীৎকার করিয়া উঠে 'ঐ ঐ শত্রু আমার প্রাণনাশ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে'। **ল্যাকেসিস** রোগীও এইরূপ ভাবে সকলকে অবিশ্বাস করে এবং তাহার প্রাণনাশের জন্য সকলে নানাভাবে চেষ্টা করিতেছে ইহা ভাবে, হায়োসায়ামাস রোগীর ন্যায় তাহাকে কেহ বিষ প্রয়োগ করিয়া হত্যা করিবে এই ভয়। ল্যাকেসিসের এই সকল লক্ষণ রোগের বিকারাবস্থায় পাওয়া যায় এবং হায়োসায়ামাসের এই মানসিক বিকৃতভাবগুলি সাধারণতঃ উন্মাদভাবাপন্ন রোগীতে পাওয়া যায়।

হায়োসায়ামাস রোগিণী যেমন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ-চিত্তের সেইরূপ অত্যন্ত কামোন্মাদ ভাবাপন্না, নিজের পরিধেয় বস্ত্র তুলিয়া সকলকে গুহ্য-অঙ্গ দেখায়, অশ্লীল গান গায় এবং কখন কখনও একেবারে উলঙ্গ হইয়া বিছানায় শুইয়া থাকে—তখন সে কিছুতেই গায়ে কাপড় দিবে না কেহ তাহার গায়ে কাপড় দিয়া দিলেও তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। পুরুষদিগের কামোন্মত্ততায় সে সর্ব্বদা কামভাবে পরিপূর্ণ থাকে এবং সর্ব্বদা রোগী তাহার লিঙ্গটী নিয়া নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসে, এমন কি পূর্ণ বিকারের ভিতরেও সে তাহার লিঙ্গটী বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করে ও সকলকে উহা বাহির করিয়া দেখায়।

হায়োসায়ামাস রোগিণীর হিংসাও অত্যধিক। রোগিণী সর্ব্বদা মনে করে বুঝি তাহার স্বামী অপর কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসে সেইজন্য সে তাহার স্বামীকে বিষ প্রয়োগ করিয়া মারিতে চায়, ল্যাকেসিস ও ষ্ট্রামোনিয়ামেও এইরূপ ভাব আছে। নিরাশ বা হতাশ প্রেমের জন্য নানাবিধ বিকারভাব বা উন্মত্ততায় ক্ষেত্রেও ইহা উপযোগী। ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্, অ্যাসিড্-ফসেও ইহা আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার ক্রিয়া অত্যধিক সুতরাং ইহার রোগীর প্রলাপও অত্যধিক আছে। প্রলাপে এই ঔষধ **বেলেডোনা ও ষ্ট্র্যামোনিয়ামের মধ্যবর্ত্তী** ঔষধ। ইহার রোগীর মস্তিষ্কের উত্তেজনার জন্য প্রলাপ হয় কিন্তু কখনও বেলাডোনা ও

ষ্ট্র্যামোনিয়ামের ন্যায় মস্তিষ্ক প্রদাহান্বিত হয় না অতএব হায়োসায়ামাসের রোগীর প্রচণ্ড জাতীয় প্রলাপ সাধারণতঃ হয় না; যদি কখনও হয় সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে; **বেলেডোনার** উন্মাদভাব যেমন হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করে হায়োসায়ামাসের কিন্তু সেইরূপ উগ্রপ্রকৃতির উন্মত্ততা দেখা যায় না—বিকারে রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে অসংলগ্নভাবে কথার উত্তর দেয় এবং কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, **অ্যাসিড্-ফস্ ও টিলিয়া** রোগী মস্তিষ্কের আবিলতা সত্ত্বেও প্রকৃতভাবে কথার উত্তর দান করে, **অ্যাসিড-ফসের** বিকারের রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক উত্তর দিয়া আবার তৎক্ষণাৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, **আর্ণিকা** রোগী অ্যাসিড-ফসের ন্যায় ২।১টা কথা বলিয়া সংজ্ঞা রহিত হইয়া পড়ে, বিকারে রোগী অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কথার উত্তর দেয়—**সিনা ও অ্যাকুটিয়া**।

বিকারের সময় রোগীর চক্ষু লাল চকচকে এবং স্থির হয়, তাহার চোখের পাতা আপনা হইতে বুজিয়া আসে সে কখনও চোখের পাতা খুলিয়া রাখিতে পারে না। সে যাহা কিছু দেখে তাহা লালবর্ণের, অতি বৃহৎ (ন্যাবো)। দূরের জিনিষ অতি নিকটে দেখিতে পায় সেইজন্য হাত বাড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করে।

গঠন ও স্বভাব :—রোগীর মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা ফ্যাকাসে ও নীলবর্ণ আবার কখনও ফুলাফুলা লাল দেখায়। তাহার মুখের পেশীসকল নাচিতে থাকে, মুখমণ্ডলের ভঙ্গি অত্যন্ত বিকৃত, সে প্রায় সময়ই হাঁ করিয়া থাকে, চোয়াল দুইটী আড়ষ্ট হইয়া যায়। হায়োসায়ামাস রোগী রক্তপ্রধান-ধাতুবিশিষ্ট, তাহার স্বভাব অত্যন্ত খিট্খিটে।

তড়কা বা আক্ষেপ :—হায়োসায়ামাস তড়কার একটী উত্তম ঔষধ। **ডাঃ গারেন্সি** বলেন ইহার রোগীর শরীরের প্রত্যেক মাংসপেশীর এমন কি চক্ষু হইতে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পর্য্যন্ত স্থানের আক্ষেপ হইতে পারে; শিশুর সামান্য কোন কারণে আক্ষেপ হইতে পারে; শিশু যদি সামান্য কোন কারণে ভয় পায় বা কেহ তাহাকে ধমক দেয়, ভয় দেখায় অথবা পিতামাতা শিশুকে কোন কারণে অতিরিক্ত তাড়না করে তাহা হইলে আক্ষেপ হইতে পারে। **কৃমির জন্য ছোট শিশুদের আক্ষেপ হইতে পারে।** ইহার আক্ষেপ দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে; পেশীসকল বেশী সময় সঙ্কুচিত থাকে না, **নাক্স-ভমিকা ও ষ্ট্রীকনিয়া** রোগীর ন্যায় সঙ্কোচন অতি অল্প সময়ই বিদ্যমান থাকে। তড়কা হইবার পূর্ব্বে রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধা পায়—মাতালের ন্যায় মুখের চেহারা হয় অথবা মুখ শিট্কাইয়া যাইবার ভাব হয়। হায়োসায়ামাস শিশুদিগের তড়কায় যেরূপ উপযোগী সেইরূপ আক্ষেপের বিশিষ্টতা এই যে ইহাতে রোগীর রক্ত সঞ্চয় বা প্রদাহ থাকে না। আক্ষেপের সময় শরীরের নানাস্থানের মাংসপেশী সকল নাচিতে থাকে। রোগীর তড়কায় মাংসপেশী ও হাত-পা নাড়া কোণাকোণিভাবে হইলে **সাইকিউটা** উপযোগী। হায়োসায়ামাসের তড়কা সাইকিউটার তড়কা হইতে অত্যন্ত নিম্নস্তরের। ইহার শিশু জলপানের সময় মহা আতঙ্কিত হইয়া পড়ে কারণ তাহার অত্যন্ত জলপিপাসা আছে অথচ জল অতি অল্প অল্পই পান করে এবং কিছু পান করিলেই তাহা উঠিয়া যায়। আহারাদির পর **সন্ন্যাস রোগের** সহিত যখন পূর্ব্বোক্তরূপ তড়কা বা আক্ষেপ পাওয়া যায় তখনও হায়োসায়ামাস ব্যবহারোপযোগী ঔষধ।

হিষ্টিরিয়া :—সন্দেহ-বায়ুগ্রস্তা রমণীদিগের মূর্চ্ছা রোগে ইহা উত্তম ঔষধ—মূর্চ্ছাবায়ুর রমণীরা ঔষধ সেবন করিতে চায়না তাহারা মনে করে বুঝি 'আমাদের বিষ দিয়া মারিয়া ফেলিবে' ইহাই এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

হিক্কা :—পূর্ব্বোক্তরূপ রোগীদিগের যদি হিক্কা হয় এবং হিক্কা হইয়া মাথা হইতে পায়ের পেশীসকল স্পন্দিত হইতে থাকে, হিক্কার চোটে যদি হাতে পায়ে হেঁচকা টানের মত হয় তাহা হইলে ইহা ব্যবহার্য্য। হায়োসায়ামাস রোগীর পেটে অস্ত্রোপচারের পরও যদি হিক্কা হয় এবং বিকারের ভাব হইয়া যদি প্রবল হিক্কার উপক্রম হয় তবে ইহা ব্যবহারোপযোগী।

অনিদ্রা :- রোগীর মস্তিষ্কের উত্তেজনাহেতু অথবা প্রবল জ্বরের জন্য স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা হয়। অত্যধিক উত্তেজনায় নানাপ্রকার কুস্বপ্ন এবং অস্থিভঙ্গাদির জন্য যদি রোগীর অনিদ্রা হয় তাহা হইলে হায়োসায়ামাস ব্যবস্থেয়। রোগের তরুণ অবস্থাতেই এই ঔষধ বেশী কার্য্যকরী। প্রাচীন অনিদ্রা রোগের ইহা আরোগ্যকারী ঔষধ নহে তবে সময় সময় উপশম দিয়া থাকে। হায়োসায়ামাসের অন্যান্য লক্ষণের মিল থাকিলে সেই সঙ্গে রোগী নিদ্রাবস্থায় কল্পিত মূর্ত্তি, মৃতব্যক্তি প্রভৃতি দেখিয়া যদি তাহার আর নিদ্রা না হয় তবে ইহা ব্যবস্থেয়। শিশু ঘুমাইতে ঘুমাইতে ফোঁপাইয়া কাঁদে, বিছানা খোঁটে, চমকাইয়া উঠে বা কখন বা মুচকে মুচকে হাসে।

কাশি :—হায়োসায়ামাস স্নায়বিক শুষ্ক কাসির একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী বিছানায় শুইয়া পড়িলেই তাহার কাসির বৃদ্ধি। বালক ও বৃদ্ধদিগের ঐরূপ কাসিতে ইহা দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহা মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা-স্ত্রীলোকদিগের স্নায়বীয় আক্ষেপিক শুষ্ক কাসিরও উত্তম ঔষধ। হায়োসায়ামাস রোগী যখনই বিছানায় মাথা দিয়া শয়ন করে তখনই কাসির বৃদ্ধি হয় এবং বালিশ ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেই কাসির উপশম। কাসি যখন প্রচণ্ড হয় তখন জলপান করিলে উপশম হয়—**কষ্টিকাম ও কুপ্রাম রোগীর।** কাসির সময় উঠিয়া বসিলে কাসির বৃদ্ধি **কেলি-কার্ব্ব** রোগীর। হায়োসায়ামাসের কাসি সাধারণতঃ আলজিহ্বার উপদাহ বশতঃ হইয়া থাকে। শুষ্ক কাসির জন্য **বেলেডোনা** রোগীও উঠিয়া বসে কিন্তু তাহাতে কোন আরাম হয় না; হায়োসায়ামাসের কাসি শুইলে পর যত প্রবলই হউক না কেন উঠিয়া বসিলেই কাসির উপশম হইতে দেখা যায়। **রিউমেক্স** রোগীরও অত্যন্ত শুষ্ক কাসি, কাসির জন্য রোগীর গলা শুড় শুড় করিয়া কাসি হয় কিন্তু ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই **রিউমেক্স** রোগী কোন প্রকার হাওয়া সহ্য করিতে পারে না সামান্য হাওয়া লাগিলে তাহার কাসির বৃদ্ধি, শুষ্ক কাসি বৈকালে ও রাত্রে বেশী, সকালে তাহার প্রাতঃকালীন উদরাময় ইত্যাদি হওয়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শয়নে কাসির বৃদ্ধি ড্রোসেরা, রাস্-টক্স, আর্স প্রভৃতি এবং শয়নে কাসির উপশম একমাত্র **ম্যাঙ্গেনাম** রোগীরই দেখা যায়।

পক্ষাঘাত ঃ—কোন সাংঘাতিক পীড়ার পর যদি রোগীর কোন বিশেষ অঙ্গের পক্ষাঘাত হয় বা কোন মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া পড়ে এবং সেই আক্রান্ত অংশ বা পেশীতে যদি হ্যাচকা টানের ভাব থাকে তাহা হইলে হায়োসায়ামাস ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহার ধাতুগত ছবি দেখিয়া নিতে হইবে, কোন কঠিন রোগের পর পক্ষাঘাতে কষ্টিকামও একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ইহা তরুণ এবং পুরাতন উভয়বিধ পক্ষাঘাতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

হাম ও বসন্ত :—হাম ও বসন্তের গুটি বসিয়া গিয়া বা উত্তমরূপে বাহির না হইয়া যদি রোগীর বিকারের ভাব উপস্থিত হয়; সে যদি বিকারের ভিতর বিছানা হাতড়ায়, কাপড় খোঁটে, তাহার

মাংসপেশী হঠাৎ স্পন্দিত হইয়া উঠে, অনবরতঃ মুখ নাড়িতে থাকে. দাঁত কড়মড় করে, অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব করে ; গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছে হঠাৎ হয়ত চীৎকার করিয়া উঠে ইত্যাদি লক্ষণে হায়োসায়ামাস উত্তম ঔষধ। এই ঔষধ প্রয়োগের ফলে লুপ্ত উদ্ভেদগুলি বাহির হইয়া পড়িবে এবং পূর্ণ বিকারের লক্ষণ দূরীভূত হইবে।

উন্মাদ রোগ :—এই রোগে হায়োসায়ামাস দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। উন্মাদ রোগী যখন নানাপ্রাকারের খেয়াল দেখে সদা সর্ব্বদা সন্দেহভাব মনের ভিতর উঁক মারিতে থাকে, কেহ তাহার নিকট আসিলে মনে ভাবে তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে, যখন সে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না তখন এই ঔষধ দ্বারা উন্মাদ রোগী আরোগ্য-লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে আমরা **"মন"** অধ্যায় সাবস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছি সুতরাং আর বলিবার প্রয়োজন মনে করি না।

ইহার সূতিকোন্মাদ, কামোন্মাদ প্রভৃতিও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

সূতিকা জ্বর :—ইহার সূতিকা জ্বরের সহিত মস্তিষ্কের গোলমাল উপস্থিত হয়। ইহার রোগিণীর প্রসবের ২।৩ দিন পর হইতেই জ্বর আরম্ভ হয়. ঐ জ্বর প্রথম মৃদুভাবেই চলিতে থাকে। ঐ মৃদু জ্বরের সময় প্রসূতির একটা ভয় ভয় ভাব থাকে কাহারও বা প্রথম ভয় পাইয়া জ্বর আরম্ভ হয়। তারপর জ্বরটি আস্তে আস্তে বেশী হইতে থাকে তখন জ্বরটী স্বল্প বিরামের হয় সেই সঙ্গে তাহার মস্তিষ্কের যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ বিকারের ভাব দেখা যায়।

সূতিকা জ্বরের রোগিণীর হায়োসায়ামাসের মানসিক লক্ষণ প্রস্ফুটিত হইলে পর এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মানসিক লক্ষণের বিষয় বহুবার বলিয়াছি তবুও কিছু বলা দরকার, কাজের কথার "পুনরুক্তি" দোষের নহে বরং স্মৃতি-সহায়ক। রোগিণী অত্যন্ত সন্দিহান সে কাহাকেও বিশ্বাস করে না, কাহারও হাতে ঔষধ খাইতে চায় না, মনে ভাবে বুঝি তাহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। বিকারের ভিতর নানাবিধ কাল্পনিক দৃশ্য দেখিতে পায়। বিকারের ঝোঁকে সে উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া থাকে এবং নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি করে।

টাইফয়েড জ্বর :—সাধারণতঃ স্বল্প বিরামই বেশী ক্ষেত্রে দেখা যায়। জ্বরের সহিত মস্তিষ্কের পীড়া থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। টাইফয়েড জ্বরে যখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ইহার মস্তিষ্কের বিকৃত ভাব ও বিকারের প্রতি নজর রাখিয়া তবে ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। হায়োসায়ামাস টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না, জ্বর একটু একটু করিয়া বাড়িতে বাড়িতে বিকারের লক্ষণ, প্রলাপ, ভুল বকা ও বিকারের ভাব দেখা দিলে হায়োসায়ামাস ব্যবহার্য্য। বিকারের ভাব **বেলেডোনায়ও** আছে তবে বেলেডোনা রোগীর প্রলাপ অত্যন্ত প্রচণ্ড, রোগের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়, হায়োসায়ামাসের তাহা হয় না। প্রথম অত্যধিক প্রলাপ হইবার পরই হায়োসায়ামাস রোগী আস্তে আস্তে নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও দারুণ অবসন্নতা আসিয়া দেখা দেয় উহার সহিত তাহার বিড় বিড় করিয়া বকাও বিদ্যমান থাকে।

হায়োসায়ামাস রোগীর জ্বর হইয়া অতি শীঘ্রই টাইফয়েডের পূর্ণ লক্ষণ উদিত হয়। যখন পূর্ণ টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হয় তখন তাহার চৈতন্যশক্তি মোটেই থাকে না, ডাকাডাকি করিলেও সে ঠিকমতভাবে উত্তর দিতে সমর্থ হয় না নীচের চোয়াল ধরিয়া যায়, কোনও কোনও রোগী একদিকে তাকাইয়া থাকে, তাহার চোখ মুখ রক্তশূন্য হয় ও বসিয়া যায় ; রোগী অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব করে।

রোগী চোখের সম্মুখে জাল জাল কি সব যেন দেখে, সেইজন্য সে ঐগুলি ধরিবার জন্য হাত বাড়ায়। রোগী অনবরত হাত দিয়া বিছানা খোঁটে, অনবরত বিড়বিড় করিয়া বকে, আবার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে। হায়োসায়ামাস রোগীর যতই অবসন্নতা বেশী হয় যতই বেশী নিস্তেজ হইয়া পড়ে ততই সে অসাড়ে বাহ্যে প্রস্রাব করিতে থাকে। সেই সঙ্গে তাহার হাতের পায়ের বন্ধনীসকল সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে, দাঁতে শাদা লেপ পড়ে, তাহার নাড়ী দ্রুত, পুষ্ট ও অনমনীয় হয়, তাহার মুখমণ্ডল গরম ও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়। রাত্রিতে এত বেশী ঘাম হয় যে তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। চায়না, কোনায়াম, মার্কারি রোগীরও রাত্রে শুইলে পর অত্যন্ত ঘাম হয়। টাইফয়েড জ্বরের বিকারাবস্থায় হায়োসায়ামাসের লক্ষণের সহিত **ল্যাকেসিসের** অনেকটা সাদৃশ্য আছে; রোগীর নীচের চোয়াল ঝুলিয়া পড়া দুই ঔষধেই আছে এবং মাংসপেশীর স্পন্দনও উভয় ঔষধে আছে, কিন্তু মাংসপেশীর স্পন্দন হায়োসায়ামাসের যত বেশী তত বেশী ল্যাকেসিসের নাই। আবার অবসাদ ও কম্পন ল্যাকেসিসের যত বেশী হায়োসায়ামাসের তত বেশী নাই। ল্যাকেসিসের সর্ব্বলক্ষণ নিদ্রার পর বা নিদ্রিত অবস্থায় বৃদ্ধি। হিংসা, অবিশ্বাস, বিষ প্রয়োগ করিবার ভয়, উভয় ঔষধেই আছে। টাইফয়েড জ্বরে যখন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আসন্ন বুঝা যাইবে তখন উভয় ঔষধই উপযোগী; কিন্তু পার্থক্য বুঝিয়া প্রয়োগ-বিধি। হায়োসায়ামাসের সহিত যেমন ল্যাকেসিসের কতকটা সাদৃশ্য আছে সেইরূপ বিকারাবস্থায় **ওপিয়ামের** সহিতও সাদৃশ্য দেখা যায়। ওপিয়াম রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার সময় নাকের ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ হয়, সেইরূপ হায়োসায়ামাস রোগীরও নাকের ভিতর শব্দ হয়, কিন্তু ওপিয়ামে যেমন অঘোর অচৈতন্যভাব ও চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত থাকার ভাব বেশী আছে, হায়োসায়ামাসে তাহা নাই, সে ক্ষণেক নিস্তেজ হইয়া অঘোরে পড়িয়া থাকে, আবার কিছুকাল পরে ছট্‌ফট্ করে।

হায়োসায়ামাসের সহিত আর্ণিকা, ষ্ট্রামোনিয়াম, অ্যাসিড-ফস প্রভৃতি ঔষধের সাদৃশ্য আছে, আমরা পূর্ব্বে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি।

স্ত্রীরোগ:—ইহার কামোন্মত্ততার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রোগিণীর কামোদ্দীপনা অসম্ভব, তাহার আবৃত স্থান বা গোপন স্থান অনাবৃত অর্থাৎ খুলিয়া সকলকে দেখায় ও নানাপ্রকার অশ্লীল কথা বলে। **গর্ভস্রাবের পর** রক্তস্রাব রোগে যখন উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত নিঃসৃত হয় এবং সেই সঙ্গে তাহার মাংসপেশীসকল এক এক করিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে তখন ইহা উপযোগী। **ঋতুস্রাব** হইবার পূর্ব্বে রোগিণীর মূর্চ্ছাবায়ু বা মৃগীবৎ আক্ষেপ হইতে থাকে; ঋতুকালে বা তৎপূর্ব্বে সে কখনও আবার একটানা "হো" "হো" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে থাকে, হাসির বিরাম নাই, হাসির চোটে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, ঋতুর সময় তাহার হাত পা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা বাড়ে ও রাত্রে অত্যধিক পরিমাণে ঘাম হইবার ফলে খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। **রক্ত-প্রদর** রোগে তাহার জরায়ু হইতে যে রক্তস্রাব হয় তাহা অত্যন্ত লালবর্ণের ও সামান্য গরম, বেলেডোনা রোগিণীর রক্তস্রাব অত্যন্ত গরম। হায়োসায়ামাসের রক্তস্রাবের সহিত শরীরের বিভিন্ন অংশের স্পন্দন হইতে থাকে।

প্রসবের পর প্রসূতির হয়ত মূত্ররোধ হয় এবং সেই সময় রোগিণী অত্যন্ত চাপ বোধ করে। তাহার মূত্রথলীর পক্ষাঘাত হইয়াছে এরূপ ভাব, তাহার অত্যন্ত ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হয়, কিন্তু প্রস্রাব সামান্যই হইয়া থাকে। কোন কোন বিকারগ্রস্ত ও উন্মাদ রোগীর অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া থাকে।

হ্রাস-বৃদ্ধি :—উঠিয়া বসিলে বা ঝুঁকিয়া থাকিলে রোগের উপশম। রাত্রে, ঋতুস্রাব সময়, মানসিক আবেগে ও উত্তেজনায়, অপ্রীতিকর প্রণয়বশতঃ, শায়িতাবস্থায়, আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে, শয়নে এবং আহারের পর রোগের বৃদ্ধি।

মোট কথা :—রক্তপ্রধান ধাতু, খিট্‌খিটে স্বভাব ও স্নায়বিক ও মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্ত লোকদিগের পীড়ায়, স্ত্রী-পুরুষের অত্যন্ত প্রণয়াসক্তির পথে বাধা সৃষ্টি; ঈর্ষা, রাগ, অত্যন্ত আবোল তাবোল বকা প্রভৃতি মানসিক বিকৃতি, পরিবর্তনশীল স্বভাব, তাহার মনে অত্যন্ত ভয়, সে একাকী থাকিতে চায় না; কিছু পানাহার করিতে দিলে "বিষ প্রয়োগ করিয়াছে" বলিয়া সন্দেহ, সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখে, কামোন্মত্ততা অত্যধিক, কামোন্মত্ত হইয়া গুহ্যস্থান বাহির করিয়া সকলকে দেখায়, অশ্লীল গান গায় এবং অনবরত বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে। শিশু ভয়ে অথবা কৃমির জন্য তড়কা দ্বারা আক্রান্ত হয়, ইহার কাসি রাত্রে বেশী হয়, রোগী বালিসে মাথা দিয়াছে কি তাহার কাসির বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে উপশম। নানাপ্রকার লোকসান বা ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে বাধা-বিঘ্ন হেতু রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও উত্তেজিত হইয়া পড়িলে যদি রাত্রে ঘুম না হয় তবে ইহা ব্যবহার্য্য। নিদ্রায় প্রায়ই কাল্পনিক জিনিষ দেখিতে পায়। মূত্রথলীর পক্ষাঘাত, প্রসবের পর মূত্ররোধ, টাইফয়েড জ্বরের ও সূতিকা জ্বরের বিকারাবস্থায় ইহা একটী উচ্চাঙ্গের ঔষধ।

সম্বন্ধ :—**হায়োসায়ামাস** আক্ষেপে—বেলেডোনা, সাইকিউটা তুল্য; উন্মাদ রোগে—ষ্ট্র্যামোনিয়াম তুল্য, অনবরত বিড় বিড় করিয়া কথা বলায়—ষ্ট্র্যামো, ল্যাকে তুল্য, ভয় বা কৃমিজনিত আক্ষেপে—সিনা তুল্য, বিকারে ভূত বা মৃতব্যক্তি দেখে—কেলি-ব্রোম, ল্যাকেসিস তুল্য, আক্ষেপে সর্ব্বশরীরের পেশীর নর্ত্তন অথচ জ্ঞান আছে—নাক্স-ভমিকা তুল্য, প্রসবান্তিক স্রাব রোধে—নাক্স, সিকেলি, পাল্স, তুল্য; কোন প্রকার পানীয় গিলিতে ক্লেশ অনুভব—ইগ্নে, ল্যাকে, বেলেডোনা তুল্য; রাত্রে শয়ন করিলে, পানাহারে ও কথা বলিলে কাসির বৃদ্ধি—ড্রোসেরা, ফস্‌ফোরাস তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—মাদার-টিংচার, ৩, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ ও তদূর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে। সাধারণতঃ মানসিক পীড়ায় উচ্চতম শক্তি ব্যবহার্য্য।

হাইড্রাষ্টিন-সাল্‌ফ (Hydrastin Sulph)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ টাইফয়েড জ্বরের রোগীর পেট হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইবার সময় ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—১x।

হাইড্রাষ্টিনাম-মিউরিয়েটিকাম (Hydrastinum Muriaticum)

ব্যবহারস্থল :—মুখে ঘা, গলার ভিতর ঘা, অন্যান্য ক্ষত এবং পূতিনস্য বা ওজিনা রোগে এই ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা উত্তম কার্য্য পাওয়া যায় এবং পাকস্থলী প্রসারিত রোগে, (dilatation of the stomach পুরাতন অজীর্ণ রোগে এই ঔষধের ৩x শক্তি দ্বারা চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

হাইড্রাষ্টিন (Hydrastin.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধটী রক্তস্রাব, তন্তুময় অর্ব্বুদ, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ।

শক্তি :—৩x চূর্ণ।

হাইয়োসিন-হাইড্রোব্রোম (Hyoscin Hydrobrom.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ নিদ্রাহীনতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যক্ষ্মারোগীর শুষ্ক কাসি, সকম্প পক্ষাঘাত, পেশীচয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কাঠিন্য জন্য কতকটা বিকৃতমনা ব্যক্তিদিগের কম্পনে এই ঔষধের ৩x ও ৪x চূর্ণ দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধের ক্রিয়া অনেকটা স্ুরাসারের ক্রিয়ার ন্যায়।

ইহা মস্তবিকার এবং তরুণ স্নায়বিক পীড়ার ক্ষেত্রে ও অংঘাতাদিতে ব্যবহার্য্য।

শক্তি :—৩x ও ৪x চূর্ণ।

হাইড্রোফাইলাম (Hydrophylum.)

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চোখের তরুণ প্রদাহ রোগে যখন চক্ষু হইতে উত্তপ্ত অশ্রু নির্গত হইয়া অত্যন্ত চুলকায়, চোখের পাতা ফুলিয়া উঠে, মাথার যন্ত্রণা তীব্র হয়, তখনই এই ঔষধ প্রযোজ্য।

শক্তি :—৩, ৬ শক্তি।

হিউরা-ব্রেজিলিয়েন্সিস্ (Hura Braziliensis.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম—আসাকু। এই বৃক্ষ আমাদের দেশের মনসা জাতীয় বৃক্ষ। এই বৃক্ষের কাণ্ডদেশ ছিদ্র করিয়া যে রস নির্গত করা হয় তাহা দ্বারাই ইহার মাদার টিংচার তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ চর্ম্মরোগের একটী উপযোগী ঔষধ। রোগীর শরীরের স্থানে স্থানে বসন্তগুটির ন্যায় লাল লাল গুটি বাহির হইয়া থাকে এবং তাহাতে এত রস পরিপূর্ণ থাকে যে, কোন একটি উদ্ভেদের মুখ খুঁটিয়া দিলে রস ছিটকাইয়া পড়ে। এরূপ লক্ষণ **ক্রোটন-টিগ** রোগীতেও দেখা যায়।

হিউরার আর একটি প্রধান লক্ষণ এই যে রোগী মনে করে যেন তাঁহার হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখের নীচে একটী কাঁটা ফুটিয়াই আছে, তারপর তাহার দেহের যে সকল **হাড় উঁচু** অর্থাৎ **প্রবর্দ্ধিত হাড়** থাকে সেই সকল স্থানের চামড়ার উপর লাল লাল রসপূর্ণ ফোস্কা জন্মে। **ডাঃ ফ্যারিংটন** বলেন—ক্রোটন-টিগ, ও হিউরার উদ্ভেদ প্রায় একইরূপ কিন্তু ক্রোটনের উদ্ভেদগুলি কিছু শুষ্ক আর হিউরার উদ্ভেদ রসপূর্ণ।

ক্রিয়াস্থল :—রমণীগণই প্রধানতঃ ইহার কার্য্য ক্ষেত্র বা ক্রিয়াস্থল। যে সকল রমণী সুখৈশ্বর্য্য ও বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া ক্ষীণদেহ হইয়া পড়িয়াছে এবং জরায়ু ভ্রংশ রোগে ভুগিতে থাকে অথবা যাহারা অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীর্ণ শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের পেশীগুলি নিরন্তর ব্যথা করে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী।

মন :—এই ঔষধ মানসিক নানাবিধ বিকৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; রোগিণী যদি সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকিতে পারে তবে অনেকটা শান্তি পায়, কিন্তু সে অস্থির, এক মূহুর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না। রোগিণীর বড়ই রাগান্বিত স্বভাব সে সকলের কার্য্যেই দোষ দেখে ও রাগিয়া যায়; কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিলে অত্যন্ত রাগিয়া যায় ও চীৎকার করিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তোলে। রোগিণী একাকী থাকিতে খুবই ভালবাসে (অ্যাকৃটিয়া, সাইক্লামেন)।

তাহার মাথার ব্রহ্মতালুতে জ্বালা অনুভব করে—ঐ জ্বালা মাথা নাড়িলে এবং মানসিক পরিশ্রম করিলে বেশী বোধ করে। রোগিণীর কপালে ও ব্রহ্মতালুতে চাপ বোধ, ব্রহ্মতালু ভারী; সে যদি ঐ বিষয় বেশী চিন্তা করে তবে রোগের বৃদ্ধি বেশী হয়।

স্ত্রীরোগ :—ঋতু—যে সকল স্ত্রীলোকদিগের বারংবার জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইয়া জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে, যাহাদের ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয় উহা পরিমাণে অত্যন্ত এবং কালচেবর্ণের, চাপ চাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত। ইহার রোগিণীদের এক ঋতুর সময় হইতে অন্য ঋতুর সময়ের মধ্যবর্ত্তীকালে যত পরিমাণ রক্ত জমে পরবর্ত্তী ঋতুতে তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়।

জরায়ু রোগ :—ইহার রোগিণীর জরায়ুর শক্তি অত্যন্ত কম সেইজন্য প্রসবাদির পর যে সকল স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই মন মরা ও বিষাদাচ্ছন্নভাবে থাকে, যাহাদের তলপেট সর্ব্বদাই ভারী বোধ তাহাদের জরায়ু-চ্যুতিতে হেলোনিয়াস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি ইহার রোগিণী প্রসবের পরও মনে করে যেন তাহার তলপেটে কিছু জমিয়া আছে। যে সকল রোগিণী জরায়ু-চ্যুতিতে ভুগিতেছে, যাহারা **আলস্য ও বিলাসিতার জন্য অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে,** যাহারা অন্য-মনস্ক থাকিলে ভাল থাকে, যাহাদের যোনিদ্বার গরম ও লাল—যাহাদের ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে, জ্বালা করে, এবং ভয়ানক চুলকায় তাহাদের জরায়ু-চ্যুতিতে এই ঔষধ অমৃত তুল্য।

আবার যে সকল রমণী দারিদ্র্যবশতঃ কঠিন পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ঘুমাইবার আগ্রহ মোটেই নাই—সে অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাহার পেশীসমূহ ব্যথান্বিত, জ্বালা করে সেই সঙ্গে জরায়ুর ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয় পীড়া থাকিলে **হেলোনিয়াসই** একমাত্র ঔষধ; আর যদি স্ত্রীরোগ না থাকে কেবল উপরোক্ত দুর্ব্বলতা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে তবে **পিক্রিক-অ্যাসিড** ব্যবহার্য্য।

জরায়ুর পীড়ায় হেলোনিয়াসের সহিত **লিলিয়াম-টিগের** অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসবের পর জরায়ুর পীড়ায় উভয় ঔষধই ব্যবহার্য্য, কিন্তু উভয়ের ভিতর লক্ষণের এত সাদৃশ্য থাকে যে পার্থক্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। হেলোনিয়াস ও লিলিয়াম উভয় ঔষধেই বিষণ্ণতা, দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তভাব থাকে; জরায়ুর লক্ষণাবলীও প্রায়ই একই প্রকার। ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই—লিলিয়াম রোগিণীর হেলোনিয়াসের ন্যায় মানসিক ও শারীরিক অসহিষ্ণুতা থাকে না, রোগিণী অত্যধিক ভীত, সন্ত্রস্ত; সে সর্ব্বদাই মনে ভাবে কি যেন একটা ঘটিবে, তজ্জন্য সে সকল সময়

চিন্তিত থাকে, সেই কারণেই রোগিণী কখনও একা থাকিতে চায় না; আর হেলোনিয়াস রোগিণী এত অসহিষ্ণু যে, সে লোকসঙ্গ পছন্দই করে না। হেলোনিযাস রোগিণী সঙ্গম-সুখ ইচ্ছা করে না কিন্তু লিলিয়াম রোগিণী অত্যন্ত সঙ্গম-লোলুপা, সেইজন্ত হেলোনিযাস রোগিণী সঙ্গম বর্জ্জন করিবার জন্ত চেষ্টা করে। লিলিযাম রোগিণীব প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক কুঞ্চিত না হইয়া বেদনা ও নানাপ্রকার যন্ত্রণা হইলে, চলিবার সময যেন উহা আপনার ভারে আপনি নামিয়া পড়ে, সেইজন্ত সে তাহার পেট বাঁধিযা রাখে, জরায়ুর নিম্নগতির সহিত রোগিণীর হৃদ্স্পন্দনও থাকে। হেলোনিযাস রোগিণীর জরায়ুর বিশৃঙ্খলা তাহার স্রাব বন্ধ হইযা যাইবার ফলে হয, জরায়ুতে রক্তসঞ্চয ও প্রদাহ হইযা থাকে। উভয ঔষধের স্রাবই ত্বকক্ষযকারী, তবে লিলিযামের বেশী।

সিপিয়ার সহিত হেলোনিযাসের লক্ষণের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, তবে সিপিযাব কার্য্যকরী ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী এবং এই দুই ঔষধের ভিতর সিপিযাব গভীরতা যত বেশী হেলোনিযাসে তত নাই। ইহাদেব ভিতর পার্থক্য এই—সিপিযা রোগিণীর ঋতুস্রাব খুব কম কিন্তু হেলোনিযাসের ঋতুস্রাব অত্যধিক। সিপিযা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্ত বিশেষ খ্যাত আর হেলোনিযাসের সেইরূপ কোষ্ঠকাঠিন্য নাই। হেলোনিযাস রোগিণী সামান্ত সঞ্চালনেই উপশম বোধ করে, সিপিয়া রোগিণী ক্রমাগত সঞ্চালন পছন্দ করে।

হেলোনিযাস—পাল্‌সেটিলা, অ্যাক্‌টিযা-রেসিমোসা ও কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস তুল্য ঔষধ।

শ্বেতপ্রদর:—ইহার শ্বেতপ্রদর অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত জলের ন্যায এবং যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিযা যায, সেই সঙ্গে যোনি ও যোনিকপাটে প্রদাহ হইযা তথায পুঁজ জন্মে, সামান্য নড়াচড়াতে রক্তস্রাব হয, ঐ স্থান ভযানক চুলকায, কখন কখনও ঐ স্থানে ফোস্কার ন্যায উদ্ভেদও বাহির হইতে পাবে। স্ত্রীজননেন্দ্রিযে প্রদাহ হইযা পুঁজ জন্মান ও তথায পূর্ব্ববৎ লক্ষণাদি বিদ্যমান থাকা ইহাব বিশিষ্টতা।

প্রস্রাব:—ইহার রোগিণীব প্রস্রাব কোন কারণে বন্ধ হইযা গেলে তাহার মূত্রযন্ত্রের বিকৃত-ভাব উপস্থিত হয উহার ফলে রোগিণীব প্রস্রাবে অণ্ডলালা বা অ্যালবুমেন ও শর্করা নির্গত হইতে থাকে। প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত জ্বালা ও ব্যথা অনুভূত হয। গর্ভবতী রমণীদিগের মূত্রে অণ্ডলালা থাকিলে এবং অতিরিক্ত অণ্ডলালা নিঃসৃত হইবার ফলে রোগিণী অতিরিক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে কিন্তু দুর্ব্বলতা ও অলসভাব থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার সদাসর্ব্বদা বেড়াইবার ইচ্ছা থাকে তবে এই ঔষধই কার্য্যকরী।

বহুমূত্র রোগীর তরুণ ও পুরাতন উভয অবস্থাযই এই ঔষধ উপযোগী। রোগিণীর প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যধিক, উহা অত্যন্ত পরিষ্কার তবে শুক্র এবং শর্করা মিশ্রিত; রোগীর জল পিপাসা অত্যধিক, তাহার ওষ্ঠ দুইটী শুকাইযা যায এবং আঠামষ হয সেইজন্ত উহা জুড়িয়া যায়। তাহার মূত্রগ্রন্থিতে অত্যন্ত জ্বালা অনুভব করে। বহুমূত্র রোগিণীও দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায, সে অত্যন্ত খিটখিটে ও সর্ব্বদা বিষণ্ণচিত্তের হয এবং ঘুরিয়া ফিরিযা বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

রোগিণীর কোমরে অনবরত বেদনা হইতে থাকে, ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা অত্যধিক, কোমরে ও পাছায জ্বালা অত্যধিক।

সম্বন্ধ:—হেলোনিয়াস ক্লান্তিজনিত কামড়ানি বেদনায়—সিপিয়া, অ্যাসি-পিক্রিক তুল্য; জরায়ুর কাঠিন্যে—প্লাটিনাম তুল্য; সঙ্গমে অনিচ্ছায—কষ্টিকাম তুল্য; জরায়ুর বিচ্যুতি ও নিম্নাকর্ষণে—

লিলিয়াম, সিপিয়া, মিউবেক্স তুল্য; অন্যমনস্কে রোগী ভাল থাকে—পাইপার-মেথিস্টিকম তুল্য ঔষধ।

অ্যালেট্রিস ও লিলিয়াম-টিগ হেলোনিয়াস সদৃশ ঔষধ, পাল্সেটিলা সাধারণভাবে ইহার সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x, ৩, ৬, ১২, ৩০ শক্তি।

হোমেরাস (Homarus)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম নক্স ষ্টার। এই ঔষধ **চিংড়ি মাছের মাথার ঘির** সহিত দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত করিয়া দশমিক পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—কোমরে বেদনা, অস্থি মধ্যে বেদনা, অত্যন্ত কামোদ্দীপনা, অনিদ্রা, রাত্রিতে বায়ু নিঃসরণ করিবার জন্য বারম্বার নিদ্রাভঙ্গ, পিত্ত বৃদ্ধির জন্য নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত চুলকানি, কিন্তু চুলকানি বন্ধ হইলেই রোগীর চোখের পাতা, ঠোঁট ও নাক প্রভৃতি ফুলিয়া উঠা, গলার ভিতর ফুলিয়া উঠিবার জন্য শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়া, গলার ভিতর আলাময় ক্ষত, যকৃতের বেদনা, মণিবন্ধে বেদনা প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

হোমেরাস রোগীর কোমরে তীব্র যন্ত্রণা হয়, তাহার পিঠের ডানদিকে মূত্রগ্রন্থির নিকটে হঠাৎ এত ব্যথা অনুভূত হয় যে রোগী ব্যথার জন্য বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তাহার হাঁটুর উপরেও খুব ব্যথা করিতে থাকে, হাঁটু অত্যন্ত ক্ষীণ, সামান্য কারণেই কাঁপিতে আরম্ভ করে। তাহার ডাণ হাতের কনুই-সন্ধির কাছেও তীব্র ব্যথা।

ইহার রোগীর পেটে অত্যন্ত ব্যথা, পেটের বেদনা পেট হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত চালিত হইয়া ঐ ব্যথা মেরুদণ্ডের নিকট অত্যন্ত সাংঘাতিক আকারের হয়। বায়ু নিঃসরণ করিবার সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে পেটের যন্ত্রণা অত্যধিক হয়, সকালে সকল যন্ত্রণা হ্রাস, আবার সন্ধ্যাবেলা যন্ত্রণা আরম্ভ হয় তাহার যকৃতের নিম্নদিকেও অত্যন্ত বেদনা করে, যকৃতের বেদনাও সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দিনের বেলাও প্লীহা-যকৃতের বেদনা বিদ্যমান থাকে, যকৃতের রোগী দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে ব্যথা বেশী হয়। রোগী রাত্রে সামান্য কিছুকাল ঘুমাইতে না ঘুমাইতেই প্রবল বায়ুর বেগে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

মুখে ও গলার ভিতর শ্লেষ্মা জমে, শ্লেষ্মা আঠার ন্যায়, ঘুম ভাঙ্গিলে কণ্ঠ শুষ্ক ও উহার ভিতর ব্যথা বোধ করে, গলা জ্বালা করিয়া কাসি হয়, রোগী হাঁ করিয়া ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণ করিলে গলার যন্ত্রণার উপশম। রোগীর গলা এত ফুলিয়া উঠে যে, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে। হোমেরাস, পেটের, গলার এবং কোমরাদি পীড়ার ক্ষেত্রে যেরূপ উপযোগী সেইরূপ চর্ম্মরোগেও বিশেষ ব্যবহার্য্য ঔষধ।

রোগীর শরীরের নানাস্থানে দিবারাত্র চুলকায়, বিশেষতঃ শয়ন করিবার পূর্ব্বে ও পরে অত্যধিক চুলকায়, যদিও চুলকাইলে কিছু শান্তি অনুভব করে কিন্তু অপর স্থানে আবার চুলকানি বৃদ্ধি লাভ করে। ইহার নিম্নাঙ্গে বিশেষতঃ পায়ের ডিম্বপেশীতেই চুলকানি বেশী হয়, চুলকানির পর বা

রগড়াইলে উপশম, চুলকানি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর ওষ্ঠ, গলার ভিতর ও নাসিকা ফুলিয়া উঠে।

হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ- নড়িলে চড়িলে, বায়ু নিঃসরণের পর, আহারের পর, গলার ভিতর ঠাণ্ডা বায়ু ঢুকিলে, চুলকাইবার পর রোগের উপশম। দুগ্ধ পানের পর, নিদ্রার পর, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের পর এবং রাত্রে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—হোমেরাস, নিদ্রার পর বৃদ্ধিতে—ল্যাকেসিস তুল্য; দুগ্ধ পানের পর বৃদ্ধি—ক্যাল্‌কেরিয়া, সাল্‌ফার, সিপিয়া তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৪x, ৬x, বিচূর্ণ ও ৬ ক্রম ব্যবহার্য্য।

হেলিবোরাস-নাইগার (Helleborus Niger.)

পরিচয় ঃ—ইহার অপর নাম মেলানপোডিয়াম, বা ক্রিস্‌মাস রোজ। এই জাতীয় গাছের মূল, গাছে ফুল ফুটিবার ঠিক পরই তোলা হয়। মূল শুকাইয়া গেলে ইহা দ্বারা মাদার টীংচার তৈরী করা হয়।

ব্যবহারস্থল :—মন ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, সোরা দোষগ্রস্ত শিশুদিগের পীড়া, যাহাদের অতি সহজে মস্তিষ্কের পীড়া হয়, কলেরা, শোথ, মৃগী, সংন্যাস, আক্ষেপ, অশ্রচ্যুতি, বিষাদোন্মাদ, রাত্রিকালীন অন্ধত্ব, সূতিকাক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার, ক্ষত, টাইফয়েড, সূতিকাজ্বর প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—ইহার প্রধান আক্রমণস্থল মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লী।

মানসিক লক্ষণ :—রোগী অল্পেতেই অত্যন্ত বিমর্ষ, দুঃখিত ও নিরাশ হইয়া পড়ে বিশেষতঃ ইহার মানসিক লক্ষণগুলি টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভে বা প্রথম যৌবন আরম্ভের সময় ঋতু আরম্ভ হইয়া যখন আবার বন্ধ হইয়া যায় তখনই প্রস্ফুটিত হয়। রোগী অত্যন্ত জড়বুদ্ধিভাবাপন্ন, তাহার বোধ শক্তি রহিত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার অনুভূতি শক্তিটিই সর্ব্বপ্রথম নষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া যায়। রোগীর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। রোগীকে দেখিলেই মনে হয় যেন অত্যন্ত বোকাটে ভাবাপন্ন। একদিকে হয়ত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া আছে কিন্তু কি দেখিতেছে কি শুনিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার কোন অনুভূতি নাই, প্রায়ই বাজে কথার ভাবটী উত্থিত হয় এবং মাথাটী বালিসের উপর নাড়িতে আরম্ভ করে যাহাকে চলতি ভাষায় 'মাথা চালা' বলে। যখন হেলিবোরাস রোগীর সামান্য সামান্য উত্তেজনার ভাব আসে তখন জানিতে হইবে রোগীর মেরুমজ্জায়, মস্তিষ্কে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই প্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। **ব্যাপ্টিসিয়া**—উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

অ্যাগারিকাস্—রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে চাহে না, বা দেয় না।

অ্যাসিড-সাল্‌ফ ও হ্যাবাডিলা—প্রশ্ন করিলে অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রশ্নের উত্তর দেয়।

সিনা, রাস্-টক্স, অ্যাণ্টিম-ক্রুড—কোন প্রশ্ন করিলে অত্যন্ত চটিয়া যায়।

অ্যাসিড-ফস্—অসংলগ্নভাবে কথার উত্তর দেয়, উত্তর দিতে দিতে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে।

ক্যামোমিলা, অ্যাসিড-ফস্—অত্যন্ত কর্কশভাবে কথার জবাব দেয়। **আর্ণিকা** রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় বটে কিন্তু কথা বলিতে বলিতে পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। হেলিবোরাস রোগী নির্ব্বোধের ন্যায় একদিকে তাকাইয়া থাকে এবং অনবরত তাহার ওষ্ঠ, কাপড়, বিছানা খুঁটিতে থাকে।

১। হেলিবোরাসের সর্ব্বপ্রথম অবসাদ ও আচ্ছন্নভাব অর্থাৎ স্নায়বিক অবসন্নতা।

২। সামান্য উত্তেজনার সহিত অজ্ঞানতাব অভাব অর্থাৎ মস্তিষ্কের, মেরুমজ্জার অথবা উভয় ক্ষেত্রেই রক্তসঞ্চয়, তাবপর প্রদাহ।

৩। শেষ অবস্থায় উত্তেজনা কমিয়া গিয়া তাহার ঘোর ও অজ্ঞানভাবটী আসিয়া উপস্থিত হয়। হেলিবোরাস রোগীর প্রথম হইতেই অবসন্নভাব থাকে, তৎপর উত্তেজনা উপস্থিত হয় তাহার শেষ পর্য্যন্ত অবসন্নতা থাকিয়াই যায়। রোগী আরোগ্য হইবার পরও অনেক দিন ধরিয়া দুর্ব্বল অবসন্ন হইয়া থাকে, পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে তাহার বড়ই বিলম্ব লাগে।

মেনিঞ্জাইটিস :—মস্তিষ্ক মধ্যে রসস্রাববশতঃ একাঙ্গের পক্ষাঘাত। মস্তিষ্কাবরণীর প্রদাহ নিমিত্ত রোগী থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে তারপর ক্রমে ঘোর ও আচ্ছন্ন ভাবটী প্রকাশ পায় হয়ত সে অন্য কোনদিকে চাহিয়া আছে কিন্তু তাহার দৃষ্টি বোকাটে বা ফ্যালফ্যাল যেন সে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, ইহার পর আস্তে আস্তে ভুল বকা আরম্ভ হয় সেই সঙ্গে তাহার মাথাটী চালিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ শুইয়া শুইয়া বালিসের উপর তাহার মাথাটী এপাশ ওপাশ করিয়া নাড়িতে থাকে, কপাল কুঞ্চিত হইয়া যায় কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকে, কপাল কুঞ্চিত হইবার সহিত যেন রোগী কি চিবাইতেছে এরূপ লক্ষণ দেখা যায়, একদিকের হাত পা অথবা একদিকের হাতই কেবল নাড়িতে থাকে কিন্তু অপরদিকের হাত ও পা পক্ষাঘাত রোগীর ন্যায় পড়িয়া থাকে অর্থাৎ তাহার নাড়িবার শক্তি থাকে না। তাহার প্রস্রাব অতিশয় কম হইয়া যায় বা একেবারেই বন্ধ হয় কোন কোন ক্ষেত্রে অসাড়ে ঝড়িতে থাকে। রোগীর নাসারন্ধ্র দুইটী অত্যন্ত কালবর্ণের হয়, নীচের দিকের মাটী ঝুলিয়া পড়ে, নাকের পাখা দুইটী উঠানামা করে, তাহার জিহ্বাটী শুষ্ক, উহার মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদ দ্বারা আবৃত কিন্তু ধারগুলি লাল, ঠোঁটের কোণ দুইটী ফাটা ফাটা, রোগীর নিশ্বাসে ও মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, জলপান করিবার সময় গলার ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ হয়। রোগী একবার করিয়া কাঁদিয়া উঠে আবার একবার করিয়া হাত পা নাড়িতে থাকে এইরূপ লক্ষণের পূর্ণ চিত্র পাইলে হেলিবোরাসই একমাত্র ঔষধ। মেনিঞ্জাইটিসের তড়কা হইবার পূর্ব্বে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে সাংঘাতিক উপসর্গাদি প্রায় ক্ষেত্রেই উপস্থিত হয় না।

হেলিবোরাসের সহিত এপিস, বেল, জিঙ্কাম, অ্যাসিড-ফস, ওপিয়াম, টিউবারকিউলিনাম ঔষধের তুলনা চলিতে পারে।

এপিস মেলিফিকার সহিত হেলিবোরাসের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায় ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই যে এপিসের রোগী সর্ব্ববিষয়ে ঠাণ্ডা পছন্দ করে, খোলা বাতাসে লক্ষণের উপশম, গায়ে ঢাকা সহ্য করিতে পারে না কিন্তু হেলিবোরাসের রোগী অত্যন্ত শীতকাতুরে। সে গায়ে আবরণ চায় এবং গরম ঘরের ভিতর থাকিতে পছন্দ করে। এপিস রোগীর পিপাসা মোটেই থাকে না; হেলিবোরাস শিশুর পিপাসা আছে কিনা বলা যায় না তবে তাহার মুখের কাছে

জলপূর্ণ চামচে বা ঝিনুক ধরিলে চামচে জোরে কামড়াইয়া ধরে। প্রস্রাব উভয় ঔষধেরই কম, ঔষধ সেবনের পর যদি প্রস্রাব করিতে আরম্ভ করে তখন বুঝিতে হইবে রোগের উপশম আরম্ভ হইয়াছে। এপিসের বৃদ্ধির সময় বৈকাল ৩টায়, গাত্রোত্তাপ অত্যধিক; হেলিবোরাসের বৃদ্ধি বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত, **লাইকোর** বৃদ্ধির সময় বৈকাল ৪টা হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত, সুতরাং ইহাদের রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া অনেক সময় ঐ ঔষধ মনে জাগরিত হয়। মেনিঞ্জাইটিস রোগের প্রারম্ভ উভয় ঔষধেই হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠা আছে মাথাচালাও উভয় ঔষধে দেখা যায়। তবে এপিসের মাথাচালা ও চীৎকার করাটা বেশী। হেলিবোরাসে এক হাত এক পা নাড়া ও খোঁটাখাটি বেশী; **এপিসে** তত বেশী নাই, হেলিবোরাস হইতে এপিস রোগীর উত্তেজনার ভাবটা বেশী।

বেলেডোনার রোগলক্ষণ হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করে, রোগীর উত্তেজনার ভাবটা অত্যধিক সুতরাং মেনিঞ্জাইটিসের ভাব উপস্থিত হইলে এই ঔষধের বড় একটা প্রয়োজন দেখা যায় না। প্রচণ্ডতা কমিয়া যাইবার পরই এপিস, হেলিবোরাস বা জিঙ্কাম ব্যবহৃত হওয়া উচিত। হেলিবোরাসের সহিত বেলের ক্রিয়ার অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

অ্যাসিড-ফস্‌ফোরিকাম্‌ রোগীর সহিত হেলিবোরাসের উদাসীনতার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়; উভয়ের রোগীই নির্জীবের ন্যায় পড়িয়া থাকে। অ্যাসিড্‌-ফসের রোগীর যতই আচ্ছন্নভাব থাকুক না কেন ডাকিলে সাড়া দেয় কিন্তু হেলিবোরাস রোগীর কোন চেতনা থাকে না। আবার কখনও বা নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। অ্যাসিড-ফসের প্রস্রাবের মাত্রা প্রচুর ও জলের ন্যায়, আর হেলিবোরাসের প্রস্রাব অত্যন্ত কম, কাল এবং ঘন তলানিযুক্ত।

জিঙ্কাম:—মেনিঞ্জাইটিস্‌ রোগীর প্রায় শেষ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এপিস, হেলিবোরাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর মাথাচালা, কিছু চিবাইবার ভাব চলিয়া যায়, জ্বর থাকে না, স্নায়বিক উত্তেজনা বিশেষ থাকে না কেবল পা দুইখানিতে দেখা যায় অর্থাৎ রোগী অনবরত পা নাড়ায়, হেলিবোরাস রোগী এক পা ও এক হাত নাড়ায়, রোগী জড়ের ন্যায় অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকে; হেলিবোরাসের রোগীর ন্যায় জিঙ্কাম রোগী প্রথম হইতেই অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকে, হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব অত্যন্ত কম, কাল কফিগুঁড়ার ন্যায় তলানিযুক্ত; জিঙ্কাম রোগীর প্রস্রাব অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে হয়। জিঙ্কের রোগীর কেবলই যে পায়ে কম্পন থাকে তাহা নহে এমন কি সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত কম্পিত হয়; হেলিবোরের তাহা হয় না তাহার কম্পন হয় একদিকের হাত ও পায়ে। যে কোন স্রাবের পর ইহার লক্ষণের উপশম হইয়া থাকে, যদিও এপিস ও হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব হইবার পর লক্ষণের উপশম দেখা যায়।

ওপিয়াম রোগীকে দেখিতে গেলে দেখা যায় ঘোর আচ্ছন্নভাবযুক্ত, জ্ঞান নাই, ওপিয়ামের সহিত হেলিবোরাসের পার্থক্য অনেক, ওপিয়ামের রোগীর প্রতিক্রিয়ার অভাব আর হেলিবোরাসের রোগীর স্নায়ুমণ্ডলীর সাড়ার অভাব। ওপিয়ামের মুখমণ্ডল লালাভাযুক্ত, চক্ষু দুইটী অর্দ্ধমুদ্রিত, শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় ঘড়ঘড়ানি শুনা যায় এবং অত্যন্ত তন্দ্রাচ্ছন্নভাব থাকে, হেলিবোরাস রোগীর মুখমণ্ডল পিংসে, চক্ষু দুইটী ফোলা, যেন একদিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া আছে অথচ রোগী সেই অবস্থাতেই আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে। হেলিবোরাস রোগী

শীতকাতুরে, কিন্তু ওপিয়াম রোগী হাওয়া ও ঠাণ্ডা ভালবাসে, তাহার শরীরে ঘর্ম্ম দেখা যায়। হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব ভিতরে জমে না, সেইজন্য কয়েক ফোঁটা কাল কাল প্রস্রাব হয় আর ওপিয়াম রোগীর প্রস্রাব জমে বটে, মূত্রথলীও প্রস্রাব দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে কিন্তু মূত্রথলীর পাক্ষাঘাতিক ভাবের জন্য প্রস্রাব নির্গত হয় না। ওপিয়াম রোগীর সর্ব্ব অবস্থায়ই তন্দ্রাচ্ছন্নভাব থাকিবে। হেলিবোরাস রোগীর তন্দ্রাচ্ছন্নভাবের সহিত নাকের 'পাখার উঠা-নামা' থাকা চাই।

দুঃসাধ্য বা দুরারোগ্য টিউবারকিউলার-মেনিঞ্জাইটিস রোগে পরিবর্ত্তন-শীলতার সহিত যখন নূতন নূতন লক্ষণের আবির্ভাব হয়, সাংঘাতিক অবস্থা চলিয়া গিয়া যখন রোগ দীর্ঘকালের জন্য চলিতে থাকে তখন টিউবারকুলিনাম ব্যবহার্য্য।

মস্তকে আঘাতাদির ফলে পীড়া :—এই সকল ক্ষেত্রে আমরা আর্ণিকা ব্যবস্থা করিয়া থাকি, বস্তুতঃ আর্ণিকা দ্বারা ফলও পাওয়া যায় উত্তম। কিন্তু যদি আর্ণিকায় কোনরূপ উপকার না হইয়া রোগী ক্রমশঃ অজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেই সঙ্গে তাহার একটী চক্ষু প্রসারিত অপরটী স্বাভাবিক থাকে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি বিলম্বে কথার উত্তর দেয়, পা নাড়িতে গেলে একটী পা ল্যাপ্‌টাইয়া পড়ে, পা তুলিতে কষ্ট হয়, তাহা হইলে হেলিবোরাস দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ডাঃ **ফ্যারিংটন** এবম্প্রকার রোগী হেলিবোরাস দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

টাইফয়েড জ্বর :—হেলিবোরাস উৎকৃষ্ট ঔষধ। টাইফয়েডের বিকারাবস্থায়ই ইহার প্রয়োগ বেশী। আমরা মানসিক অধ্যায়ে এবং মেনিঞ্জাইটিসে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সুতরাং এখানে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে রোগীর অবসাদ ভাবটাই বেশী এবং যে সকল ঔষধে অবসন্নতা ও আচ্ছন্নভাব খুব বেশী, সাধারণতঃ তাহাদের অত্যধিক জ্বর থাকে না, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক তাপ হইতেও গাত্রোত্তাপ কম থাকে। হেলিবোরাস রোগীর উত্তাপ কখনও বেশী থাকে না, কেবল অবসাদযুক্ত মস্তিষ্ক বিকৃতির ভাবটাই লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মাথায় ভয়ানক বেদনা, রোগী মনে করে বুঝি তাহার মাথাটী ফাটিয়া যাইবে। রোগীর নাসিকা ছিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঠোঁট পর্য্যন্ত যেন কেহ কালি ঢালিয়া দিতেছে এরূপ দেখায়, তাহার জিহ্বা হলুদবর্ণের ও শুষ্ক কিন্তু ধারগুলি লাল, মুখে অত্যধিক দুর্গন্ধ, জল পান করিবার সময় শব্দ করিয়া জল নামে, **জল পান করিবার সময় কল্ কল্ বা ঘড় ঘড় করিয়া শব্দ সিনা, অ্যাসিড-হাইড্রো ও কুপ্রাম** রোগীরও হয়। ইহার জ্বরের বেগ বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৯টার ভিতর আসে। বিকারে সে ঠোঁট, কাপড় ও বিছানা খোঁটে, তাহার অচৈতন্যভাব অত্যধিক, ডাকিলে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একদিকে তাকাইয়া থাকে। জল পিপাসা খুব না থাকিলেও জল দিলে আগ্রহের সহিত পান করে ও জলের চামচ চিবায়, (তাহার একটা চিবাইবার ভাব সর্ব্বদাই থাকে), ইহার অজ্ঞান অচৈতন্যভাবের কথা ও বিকারের কথা আমরা মেনিঞ্জাইটিস অধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়াছি। ইহার অজ্ঞান আচ্ছন্নভাব অনেকটা **অ্যাসিড-ফসের ও স্পিরিট-নাইটারের** (নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্‌সিস্) ন্যায়। অ্যাসিড-ফস্ রোগীকে ডাকিলে সাড়া দেয় কিন্তু পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, স্পিরিট-নাইটার রোগীকে খুব ডাকাডাকি করিলে সামান্য সাড়া দিয়া পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু হেলিবোরাস রোগীকে যতই ডাক না কেন সে মোটেই সাড়া দিবে না অর্থাৎ তাহার অনুভূতি মোটেই থাকে না। অ্যাসিড-ফস্ অপেক্ষা স্পিরিট-নাইটারের আচ্ছন্নতা বেশী আবার স্পিরিট নাইটার অপেক্ষা হেলিবোরাসের আচ্ছন্নতা আরও বেশী।

ম্যালেরিয়া জ্বর :—সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বরে হঠাৎ রোগীর জ্বর কমিয়া গিয়া যদি হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হয়, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হইয়া নাড়ী অত্যন্ত মৃদু, মাংসপেশীসকল শীঘ্র শীঘ্র শিথিল হইয়া ভয়ানক তড়কা হইতে থাকে এবং তড়কার সময় রোগীর সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় শীতল হয় তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ইহার রোগীর নাড়ী যতই ক্ষীণ হইতে থাকে রোগীও ততই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, বিকারের ঝোঁকে জোরে জোরে কথা বলে; ঠোঁট, বিছানা ও কাপড় চোপড় খোঁটে ও মাথা নাড়িতে থাকিলে হেলিবোরাসই একমাত্র ব্যবহার্য্য ঔষধ। কঠিন ম্যালেরিয়ায় হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড, ক্যাম্ফর, কার্ব্বো-ভেজ, সিকেলি, ল্যাকেসিস্ ভেরেট্রাম-অ্যালবাম প্রভৃতি ঔষধও উৎকৃষ্ট, ইহাদের স্ব স্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বেরিবেরি ও শোথ :—যে সকল বেরিবেরি বা শোথ রোগে শরীরের পেশী সকলের দুর্ব্বলতা অনুভব করা যায়, রোগীর মুখ ফ্যাকাসে বক্ত শূন্য অথচ থম্‌থমে থাকে সেই সঙ্গে বাহ্যের সহিত চট্‌চটে বা হড়্ হড়ে মল অর্থাৎ আমাতিসার বিদ্যমান থাকিলে হেলিবোরাস উপযোগী। শোথ রোগী বসিলে বা চলাফেরা করিবার সময় রীতিমত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু শুইলে অনায়াসে নিশ্বাস ফেলিতে পারে, **আর্সেনিকের** শোথ রোগী শুইলে পর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। হেলিবোরাস রোগীর মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হেতু যদি শোথ হয় বা হাইড্রোসেফেলাস রোগ জন্মে তাহাতে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। **মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইলে এপিস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ** ঔষধ কিন্তু যদি রোগীর অনুভূতি ও অসাড়তা বেশী হয়—শিশু সম্পূর্ণ অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, প্রস্রাব মোটেই হয় না, চোখের কোন প্রকার দৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান না থাকে এমন কি তীব্র আলো যদি ধরা যায় তত্রাচ তাহার কোন অনুভূতি না থাকে দেহের একদিক যেন পক্ষাঘাতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে অপর দিক আপনা হইতে নাড়িতে থাকে তবে হেলিবোরাস একমাত্র ঔষধ।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ার সহিত শোথ রোগে **আপোসাইনাম** ও **ডিজিটেলিসের** ন্যায় হেলিবোরাসও বিশেষ উপযোগী ঔষধ। হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব ঘোলা, কাল্‌চে এবং পরিমাণে অতি অল্প; প্রস্রাব ধরিলে ধোঁয়ার ন্যায় পদার্থ উহার উপর ভাসিতে দেখা যায়—কিন্তু ঐ প্রস্রাব আবার অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে প্রস্রাবের নীচে কাফি গুঁড়ার ন্যায় পদার্থ পড়ে।

হৃদযন্ত্রের পীড়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত বিলম্বে হয়—গাত্রোত্তাপ ৯৫·৬, ৯৬ ও সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের নানাবিধ উপসর্গ বিদ্যমান থাকে।

হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব খুবই কম এবং প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে অণ্ডলাল বা অ্যাল্‌বুমেন থাকে।

শোথের মোট কথা—যে সকল রোগী অনেকদিন ধরিয়া কোন পীড়ায় (বিশেষতঃ তরুণ জাতীয় পীড়ায়) ভুগিয়া যদি শোথ রোগ হয় এবং প্রস্রাবটী কমিয়া যাইয়া প্রস্রাবে উপরোক্ত অণ্ডলাল প্রভৃতি পদার্থ থাকিতে দেখা যায় তাহা হইলে এই ঔষধ এপিস সদৃশ তবে ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই এপিস রোগী গরমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা ঠাণ্ডা চায় ও স্নান করিতে ভালবাসে, আর হেলিবোরাস রোগী অত্যন্ত শীত কাতুরে। ইহা ব্যতিরেকে ইহাদের অপরাপর লক্ষণ দেখিয়া তবে ব্যবহার করিবে।

বিষাদ বায়ু :—ডাঃ মোর বলেন যে টাইফাস জ্বরের পর যে বিষাদ বায়ু জন্মে তাহা তিনি এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন প্রাপ্ত যৌবনা বালিকাদিগের

ক্রিয়াস্থল :—রমণীগণই প্রধানতঃ ইহার কার্য্য ক্ষেত্র বা ক্রিয়াস্থল। যে সকল রমণী সুখৈশ্বর্য্য ও বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া ক্ষীণদেহ হইয়া পড়িয়াছে এবং জরায়ু ভ্রংশ রোগে ভুগিতে থাকে অথবা যাহারা অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীর্ণ শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের পেশীগুলি নিরন্তর ব্যথা করে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী।

মন :—এই ঔষধ মানসিক নানাবিধ বিকৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; রোগিণী যদি সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকিতে পারে তবে অনেকটা শান্তি পায়, কিন্তু সে অস্থির, এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না। রোগিণীর বড়ই রাগান্বিত স্বভাব সে সকলের কার্য্যেই দোষ দেখে ও রাগিয়া যায়; কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিলে অত্যন্ত রাগিয়া যায় ও চীৎকার করিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তোলে। রোগিণী একাকী থাকিতে খুবই ভালবাসে (অ্যাকটিয়া, সাইক্লামেন)।

তাহার মাথার ব্রহ্মতালুতে জ্বালা অনুভব করে—ঐ জ্বালা মাথা নাড়িলে এবং মানসিক পরিশ্রম করিলে বেশী বোধ করে। রোগিণীর কপালে ও ব্রহ্মতালুতে চাপ বোধ, ব্রহ্মতালু ভারী; সে যদি ঐ বিষয় বেশী চিন্তা করে তবে রোগের বৃদ্ধি বেশী হয়।

স্ত্রীরোগ :—ঋতু—যে সকল স্ত্রীলোকদিগের বারংবার জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইয়া জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে, যাহাদের ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয় উহা পরিমাণে অত্যন্ত এবং কালচেবর্ণের, চাপ চাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত। ইহার রোগিণীদের এক ঋতুর সময় হইতে অন্য ঋতুর সময়ের মধ্যবর্ত্তীকালে যত পরিমাণ রক্ত জমে পরবর্ত্তী ঋতুতে তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়।

জরায়ু রোগ :—ইহার রোগিণীর জরায়ুর শক্তি অত্যন্ত কম সেইজন্য প্রসবাদির পর যে সকল স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই মন মরা ও বিষাদাচ্ছন্নভাবে থাকে, যাহাদের তলপেট সর্ব্বদাই ভারী বোধ তাহাদের জরায়ু-চ্যুতিতে হেলোনিয়াস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি ইহার রোগিণী প্রসবের পরও মনে করে যেন তাহার তলপেটে কিছু জমিয়া আছে। যে সকল রোগিণী জরায়ু-চ্যুতিতে ভুগিতেছে, যাহারা **আলস্য ও বিলাসিতার জন্য অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে,** যাহারা অন্য-মনস্ক থাকিলে ভাল থাকে, যাহাদের যোনিদ্বার গরম ও লাল—যাহাদের ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে, জ্বালা করে, এবং ভয়ানক চুলকায় তাহাদের জরায়ু-চ্যুতিতে এই ঔষধ অমৃত তুল্য।

আবার যে সকল রমণী দারিদ্র্যবশতঃ কঠিন পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ঘুমাইবার আগ্রহ মোটেই নাই—সে অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাহার পেশীসমূহ ব্যথান্বিত, জ্বালা করে সেই সঙ্গে জরায়ুর ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয় পীড়া থাকিলে **হেলোনিয়াসই** একমাত্র ঔষধ; আর যদি স্ত্রীরোগ না থাকে কেবল উপরোক্ত দুর্ব্বলতা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে তবে **পিক্রিক-অ্যাসিড** ব্যবহার্য্য।

জরায়ুর পীড়ায় হেলোনিয়াসের সহিত **লিলিয়াম-টিগের** অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসবের পর জরায়ুর পীড়ায় উভয় ঔষধই ব্যবহার্য্য, কিন্তু উভয়ের ভিতর লক্ষণের এত সাদৃশ্য থাকে যে পার্থক্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। হেলোনিয়াস ও লিলিয়াম উভয় ঔষধেই বিষণ্ণতা, দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তভাব থাকে; জরায়ুর লক্ষণাবলীও প্রায়ই একই প্রকার। ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই—লিলিয়াম রোগিণীর হেলোনিয়াসের ন্যায় মানসিক ও শারীরিক অসহিষ্ণুতা থাকে না, রোগিণী অত্যধিক ভীত, সন্ত্রস্ত; সে সর্ব্বদাই মনে ভাবে কি যেন একটা ঘটিবে, তজ্জন্য সে সকল সময়

চিন্তিত থাকে, সেই কারণেই রোগিণী কখনও একা থাকিতে চায় না; আর হেলোনিয়াস রোগিণী এত অসহিষ্ণু যে, সে লোকসঙ্গ পছন্দই করে না। হেলোনিয়াস রোগিণী সঙ্গম-সুখ ইচ্ছা করে না কিন্তু লিলিয়াম রোগিণী অত্যন্ত সঙ্গম-লোলুপা, সেইজন্য হেলোনিয়াস রোগিণী সঙ্গম বর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করে। লিলিয়াম রোগিণীর প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক কুঞ্চিত না হইয়া বেদনা ও নানাপ্রকার যন্ত্রণা হইলে, চলিবার সময় যেন উহা আপনার ভারে আপনি নামিয়া পড়ে, সেইজন্য সে তাহার পেট বাঁধিয়া রাখে, জরায়ুর নিম্নগতির সহিত রোগিণীর হৃদ্‌স্পন্দনও থাকে। হেলোনিয়াস্‌ রোগিণীর জরায়ুর বিশৃঙ্খলা তাহার স্রাব বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে হয়, জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ হইয়া থাকে। উভয় ঔষধের স্রাবই ত্বকক্ষয়কারী, তবে লিলিয়ামের বেশী।

সিপিয়ার সহিত হেলোনিয়াসের লক্ষণের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, তবে সিপিয়ার কার্য্যকরী ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী এবং এই দুই ঔষধের ভিতর সিপিয়ার গভীরতা যত বেশী হেলোনিয়াসে তত নাই। ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই—সিপিয়া রোগিণীর ঋতুস্রাব খুব কম কিন্তু হেলোনিয়াসের ঋতুস্রাব অত্যধিক। সিপিয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য বিশেষ খ্যাত আর হেলোনিয়াসের সেইরূপ কোষ্ঠকাঠিন্য নাই। হেলোনিয়াস রোগিণী সামান্য সঞ্চালনেই উপশম বোধ করে, সিপিয়া রোগিণী ক্রমাগত সঞ্চালন পছন্দ করে।

হেলোনিয়াস—পাল্‌সেটিলা, অ্যাকটিয়া-রেসিমোসা ও কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস তুল্য ঔষধ।

শ্বেতপ্রদর :—ইহার শ্বেতপ্রদর অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত জলের ন্যায় এবং যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়, সেই সঙ্গে যোনি ও যোনিকপাটে প্রদাহ হইয়া তথায় পুঁজ জন্মে, সামান্য নড়াচড়াতে রক্তস্রাব হয়, ঐ স্থান ভয়ানক চুলকায়, কখন কখনও ঐ স্থানে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদও বাহির হইতে পারে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ হইয়া পুঁজ জন্মান ও তথায় পূর্ব্ববৎ লক্ষণাদি বিদ্যমান থাকা ইহার বিশিষ্টতা।

প্রস্রাব :—ইহার রোগিণীর প্রস্রাব কোন কারণে বন্ধ হইয়া গেলে তাহার মূত্রযন্ত্রের বিকৃত-ভাব উপস্থিত হয় উহার ফলে রোগিণীর প্রস্রাবে অণ্ডলালা বা অ্যাল্‌বুমেন ও শর্করা নির্গত হইতে থাকে। প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত জ্বালা ও ব্যথা অনুভূত হয়। গর্ভবতী রমণীদিগের মূত্রে অণ্ডলালা থাকিলে এবং অতিরিক্ত অণ্ডলালা নিঃসৃত হইবার ফলে রোগিণী অতিরিক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে কিন্তু দুর্ব্বলতা ও অলসভাব থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার সদাসর্ব্বদা বেড়াইবার ইচ্ছা থাকে তবে এই ঔষধই কার্য্যকরী।

বহুমূত্র রোগীর তরুণ ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই এই ঔষধ উপযোগী। রোগিণীর প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যধিক, উহা অত্যন্ত পরিষ্কার তবে শুক্র এবং শর্করা মিশ্রিত; রোগীর জল পিপাসা অত্যধিক, তাহার ওষ্ঠ দুইটী শুকাইয়া যায় এবং আঠাময় হয় সেইজন্য উহা জুড়িয়া যায়। তাহার মূত্রগ্রন্থিতে অত্যন্ত জ্বালা অনুভব করে। বহুমূত্র রোগিণীও দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায়, সে অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও সর্ব্বদা বিষণ্ণচিত্তের হয় এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

রোগিণীর কোমরে অনবরত বেদনা হইতে থাকে, ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা অত্যধিক, কোমরে ও পাছায় জ্বালা অত্যধিক।

সম্বন্ধ :—**হেলোনিয়াস** ক্লান্তিজনিত কামড়ানি বেদনায়—সিপিয়া, অ্যাসি-পিক্রিক তুল্য; জরায়ুর কাঠিন্যে—প্লাটিনাম তুল্য, সঙ্গমে অনিচ্ছায়—কষ্টিকাম তুল্য; জরায়ুর বিচ্যুতি ও নিম্নাকর্ষণে—

লিলিয়াম, সিপিয়া, মিউরেক্স তুল্য; অন্যমনস্কে রোগী ভাল থাকে—পাইপার-মেথিস্টিকম তুল্য ঔষধ।

স্যালেট্রিস ও লিলিয়াম-টিগ হেলোনিয়াস সদৃশ ঔষধ, পালসেটিলা সাধারণভাবে ইহার সদৃশ ঔষধ।

শক্তি :—মূল অরিষ্ট, ১x, ৩, ৬, ১২, ৩০ শক্তি।

হোমেরাস (Homarus)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম লক্ষ্টার। এই ঔষধ **চিংড়ি মাছের মাথার ঘির সহিত** দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত করিয়া দশমিক পদ্ধতি অনুসারে তৈরী হয়।

ব্যবহারস্থল :—কোমরে বেদনা, অস্থি মধ্যে বেদনা, অত্যন্ত কামোদ্দীপনা, অনিদ্রা, রাত্রিতে বায়ু নিঃসরণ করিবার জন্য বারম্বার নিদ্রাভঙ্গ, পিত্ত বৃদ্ধির জন্য নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত চুলকানি, কিন্তু চুলকানি বন্ধ হইলেই রোগীর চোখের পাতা, ঠোঁট ও নাক প্রভৃতি ফুলিয়া উঠা, গলার ভিতর ফুলিয়া উঠিবার জন্য শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়া, গলার ভিতর আমাশয় ক্ষত, যকৃতের বেদনা, মণিবন্ধে বেদনা প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

হোমেরাস রোগীর কোমরে তীব্র যন্ত্রণা হয়, তাহার পিঠের ডানদিকে মূত্রগ্রন্থির নিকটে হঠাৎ এত ব্যথা অনুভূত হয় যে রোগী ব্যথার জন্য বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তাহার হাঁটুর উপরেও খুব ব্যথা করিতে থাকে; হাঁটু অত্যন্ত ক্ষীণ, সামান্য কারণেই কাঁপিতে আরম্ভ করে। তাহার ডান হাতের কনুই-সন্ধির কাছেও তীব্র ব্যথা।

ইহার রোগীর পেটে অত্যন্ত ব্যথা, পেটের বেদনা পেট হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত চালিত হইয়া ঐ ব্যথা মেরুদণ্ডের নিকট অত্যন্ত সাংঘাতিক আকারের হয়। বায়ু নিঃসরণ করিবার সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে পেটের যন্ত্রণা অত্যধিক হয়, সকালে সকল যন্ত্রণা হ্রাস, আবার সন্ধ্যাবেলা যন্ত্রণা আরম্ভ হয় তাহার যকৃতের নিম্নদিকেও অত্যন্ত বেদনা করে, যকৃতের বেদনাও সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দিনের বেলাও প্লীহা-যকৃতের বেদনা বিদ্যমান থাকে, যকৃতের রোগী দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে ব্যথা বেশী হয়। রোগী রাত্রে সামান্য কিছুকাল ঘুমাইতে না ঘুমাইতেই তরুল বায়ুর বেগে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

মুখে ও গলার ভিতর শ্লেষ্মা জমে, শ্লেষ্মা আঠার ন্যায়, ঘুম ভাঙ্গিলে কণ্ঠ শুষ্ক ও উহার ভিতর ব্যথা বোধ করে, গলা জ্বালা করিয়া কাসি হয়, রোগী হাঁ করিয়া ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণ করিলে গলার যন্ত্রণার উপশম। রোগীর গলা এত ফুলিয়া উঠে যে, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে। হোমেরাস, পেটের, গলার এবং কোমরাদি পীড়ার ক্ষেত্রে যেরূপ উপযোগী সেইরূপ চর্ম্মরোগেও বিশেষ-ব্যবহার্য্য ঔষধ।

রোগীর শরীরের নানাস্থানে দিবারাত্র চুলকায়, বিশেষতঃ শয়ন করিবার পূর্ব্বে ও পরে অত্যধিক চুলকায়, যদিও চুলকাইলে কিছু শান্তি অনুভব করে কিন্তু অপর স্থানে আবার চুলকানি বৃদ্ধি লাভ করে। তাহার নিম্নাঙ্গে বিশেষতঃ পায়ের ডিম্বপেশীতেই চুলকানি বেশী হয়, চুলকানির পর বা

রগড়াইলে উপশম, চুলকানি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর ওষ্ঠ, গলার ভিতর ও নাসিকা ফুলিয়া উঠে।

হ্রাস-বৃদ্ধিঃ- নড়িলে চড়িলে, বায়ু নিঃসরণের পর, আহারের পর, গলার ভিতর ঠাণ্ডা বায়ু ঢুকিলে, চুলকাইবার পর রোগের উপশম। দুগ্ধ পানের পর, নিদ্রার পর, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের পর এবং রাত্রে রোগের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ :—হোমেরাস, নিদ্রার পর বৃদ্ধিতে—ল্যাকেসিস তুল্য, দুগ্ধ পানের পর বৃদ্ধি—ক্যাল্‌কেরিয়া, সাল্‌ফার, সিপিয়া তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—৩x, ৪x, ৬x, বিচূর্ণ ও ৬ ক্রম ব্যবহার্য্য।

হেলিবোরাস-নাইগার (Helleborus Niger.)

পরিচয়ঃ—ইহার অপর নাম মেলানপোডিযাম, বা ক্রিস্‌মাস রোজ। এই জাতীয় গাছের মূল, গাছে ফুল ফুটিবার ঠিক পরই তোলা হয। মূল শুকাইয়া গেলে ইহা দ্বারা মাদার টিংচার তৈরী করা হয়।

ব্যবহারস্থল :—মন ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, সোরা দোষগ্রস্ত শিশুদিগের পীড়া, যাহাদের অতি সহজে মস্তিষ্কের পীড়া হয়, কলেরা, শোথ, মৃগী, সংন্যাস, আক্ষেপ, অন্ত্রচ্যুতি, বিষাদোন্মাদ, রাত্রিকালীন অন্ধত্ব, সূতিকাক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার, ক্ষত, টাইফয়েড, সূতিকাজ্বর প্রভৃতি রোগে উপযোগী।

ক্রিয়াস্থল :—ইহার প্রধান আক্রমণস্থল মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লী।

মানসিক লক্ষণ :—রোগী অল্পেতেই অত্যন্ত বিমর্ষ, দুঃখিত ও নিরাশ হইয়া পড়ে বিশেষতঃ ইহার মানসিক লক্ষণগুলি টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভে বা প্রথম যৌবন আরম্ভের সময় ঋতু আরম্ভ হইয়া যখন আবার বন্ধ হইয়া যায তখনই প্রস্ফুটিত হয। রোগী অত্যন্ত জড়বুদ্ধিভাবাপন্ন, তাহার বোধ শক্তি রহিত হইয়া যায অর্থাৎ তাহার অনুভূতি শক্তিটিই সর্ব্বপ্রথম নষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া যায। রোগীর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হইয়া যায। রোগীকে দেখিলেই মনে হয যেন অত্যন্ত বোকাটে ভাবাপন্ন। একদিকে হয়ত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া আছে কিন্তু কি দেখিতেছে কি শুনিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার কোন অনুভূতি নাই, প্রায়ই বাজে কল্পনার ভাবটী উত্থিত হয এবং মাথাটী বালিসের উপর নাড়িতে আরম্ভ করে যাহাকে চলতি ভাষায় 'মাথা চালা' বলে। যখন হেলিবোরাস রোগীর সামান্য সামান্য উত্তেজনার ভাব আসে তখন জানিতে হইবে রোগীর মেরুমজ্জায়, মস্তিষ্কে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই প্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। **ব্যাপ্টিসিয়া**—উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

অ্যাগারিকাস্—রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে চাহে না, বা দেয় না।

অ্যাসিড-সাল্ফ ও হ্যাবাডিলা—প্রশ্ন করিলে অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রশ্নের উত্তর দেয়।

সিনা, রাস্-টক্স, অ্যান্টিম-ক্রুড—কোন প্রশ্ন করিলে অত্যন্ত চটিয়া যায়।

অ্যাসিড-ফস্—অসংলগ্নভাবে কথার উত্তর দেয়, উত্তর দিতে দিতে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে।

ক্যামোমিলা, অ্যাসিড-ফস্—অত্যন্ত কর্কশভাবে কথার জবাব দেয়। **আর্ণিকা** রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় বটে কিন্তু কথা বলিতে বলিতে পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। হেলিবোরাস রোগী নির্ব্বোধের ন্যায় একদিকে তাকাইয়া থাকে এবং অনবরত তাহার ওষ্ঠ, কাপড়, বিছানা খুঁটিতে থাকে।

১। হেলিবোরাসের সর্ব্বপ্রথম অবসাদ ও আচ্ছন্নভাব অর্থাৎ স্নায়বিক অবসন্নতা।

২। সামান্য উত্তেজনার সহিত অজ্ঞানতার অভাব অর্থাৎ মস্তিষ্কের, মেরুমজ্জার অথবা উভয় ক্ষেত্রেই রক্তসঞ্চয়, তারপর প্রদাহ।

৩। শেষ অবস্থায় উত্তেজনা কমিয়া গিয়া তাহার ঘোর ও অজ্ঞানভাবটী আসিয়া উপস্থিত হয়। হেলিবোরাস রোগীর প্রথম হইতেই অবসন্নভাব থাকে, তৎপর উত্তেজনা উপস্থিত হয় তাহার শেষ পর্য্যন্ত অবসন্নতা থাকিয়াই যায়। রোগী আরোগ্য হইবার পরও অনেক দিন ধরিয়া দুর্ব্বল অবসন্ন হইয়া থাকে, পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে তাহার বড়ই বিলম্ব লাগে।

মেনিঞ্জাইটিস:—মস্তিষ্ক মধ্যে রসস্রাববশতঃ একাঙ্গের পক্ষাঘাত। মস্তিষ্কাবরণীর প্রদাহ নিমিত্ত রোগী থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে তারপর ক্রমে ঘোর ও আচ্ছন্ন ভাবটী প্রকাশ পায় হয়ত সে অন্য কোনদিকে চাহিয়া আছে কিন্তু তাহার দৃষ্টি বোকাটে বা ফ্যালফ্যাল যেন সে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, ইহার পর আস্তে আস্তে ভুল বকা আরম্ভ হয় সেই সঙ্গে তাহার মাথাটী চালিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ শুইয়া শুইয়া বালিসের উপর তাহার মাথাটী এপাশ ওপাশ করিয়া নাড়িতে থাকে, কপাল কুঞ্চিত হইয়া যায় কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকে, কপাল কুঞ্চিত হইবার সহিত যেন রোগী কি চিবাইতেছে এরূপ লক্ষণ দেখা যায়, একদিকের হাত পা অথবা একদিকের হাতই কেবল নাড়িতে থাকে কিন্তু অপরদিকের হাত ও পা পক্ষাঘাত রোগীর ন্যায় পড়িয়া থাকে অর্থাৎ তাহার নাড়িবার শক্তি থাকে না। তাহার প্রস্রাব অতিশয় কম হইয়া যায় বা একেবারেই বন্ধ হয় কোন কোন ক্ষেত্রে অসাড়ে ঝড়িতে থাকে। রোগীর নাসারন্ধ্র দুইটী অত্যন্ত কালবর্ণের হয়, নীচের দিকের মাঢী ঝুলিয়া পড়ে, নাকের পাখা দুইটী উঠানামা করে, তাহার জিহ্বাটী শুষ্ক, উহার মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদ দ্বারা আবৃত কিন্তু ধারগুলি লাল, ঠোঁটের কোণ দুইটী ফাটা ফাটা, রোগীর নিশ্বাসে ও মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, জলপান করিবার সময় গলার ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ হয়। রোগী একবার করিয়া কাঁদিয়া উঠে আবার একবার করিয়া হাত পা নাড়িতে থাকে এইরূপ লক্ষণের পূর্ণ চিত্র পাইলে হেলিবোরাসই একমাত্র ঔষধ। মেনিঞ্জাইটিসের তড়কা হইবার পূর্ব্বে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে সাংঘাতিক উপসর্গাদি প্রায় ক্ষেত্রেই উপস্থিত হয় না।

হেলিবোরাসের সহিত এপিস, বেল, জিঙ্কাম, অ্যাসিড-ফস, ওপিয়াম, টিউবারকিউলিনাম ঔষধের তুলনা চলিতে পারে।

এপিস মেলিফিকার সহিত হেলিবোরাসের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায় ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই যে এপিসের রোগী সর্ব্ববিষয়ে ঠাণ্ডা পছন্দ করে, খোলা বাতাসে লক্ষণের উপশম, গায়ে ঢাকা সহ্য করিতে পারে না কিন্তু হেলিবোরাসের রোগী অত্যন্ত শীতকাতুরে। সে গায়ে আবরণ চায় এবং গরম ঘরের ভিতর থাকিতে পছন্দ করে। এপিস রোগীর পিপাসা মোটেই থাকে না। হেলিবোরাস শিশুর পিপাসা আছে কিনা বলা যায় না তবে তাহার মুখের কাছে,

জলপূর্ণ চামচে বা ঝিনুক ধরিলে চামচে জোরে কামড়াইয়া ধরে। প্রস্রাব উভয় ঔষধেরই কম, ঔষধ সেবনের পর যদি প্রস্রাব করিতে আরম্ভ করে তখন বুঝিতে হইবে রোগের উপশম আরম্ভ হইয়াছে। এপিসের বৃদ্ধির সময় বৈকাল ৩টায়, গাত্রোত্তাপ অত্যধিক; হেলিবোরাসের বৃদ্ধি বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত, লাইকোর বৃদ্ধির সময় বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত, সুতরাং ইহাদের রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া অনেক সময় ঐ ঔষধ মনে জাগরিত হয়। মেনিঞ্জাইটিস রোগের প্রারম্ভে উভয় ঔষধেই হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠা আছে মাথাচালাও উভয় ঔষধে দেখা যায়। তবে এপিসের মাথাচালা ও চীৎকার করাটা বেশী। হেলিবোরাসে এক হাত এক পা নাড়া ও খোঁটাখাটি বেশী, এপিসে তত বেশী নাই, হেলিবোরাস হইতে এপিস রোগীর উত্তেজনার ভাবটা বেশী।

বেলেডোনার রোগলক্ষণ হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করে, রোগীর উত্তেজনার ভাবটা অত্যধিক সুতরাং মেনিঞ্জাইটিসের ভাব-উপস্থিত হইলে এই ঔষধের বড় একটা প্রয়োজন দেখা যায় না। প্রচণ্ডতা কমিয়া যাইবার পরই এপিস, হেলিবোরাস বা জিঙ্কাম ব্যবহৃত হওয়া উচিত। হেলিবোরাসের সহিত বেলের ক্রিয়ার অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

অ্যাসিড-ফস্ফোরিকাম রোগীর সহিত হেলিবোরাসের উদাসীনতার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়; উভয়ের রোগীই নির্জীবের ন্যায় পড়িয়া থাকে। অ্যাসিড-ফসের রোগীর যতই আচ্ছন্নভাব থাকুক না কেন ডাকিলে সাড়া দেয় কিন্তু হেলিবোরাস রোগীর কোন চেতনা থাকে না। আবার কখনও বা নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। অ্যাসিড-ফসের প্রস্রাবের মাত্রা প্রচুর ও জলের ন্যায়, আর হেলিবোরাসের প্রস্রাব অত্যন্ত কম, কাল এবং ঘন তলানিযুক্ত।

জিঙ্কাম :—মেনিঞ্জাইটিস্ রোগীর প্রায় শেষ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এপিস, হেলিবোরাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর মাথাচালা, কিছু চিবাইবার ভাব চলিয়া যায়, জ্বর থাকে না, স্নায়বিক উত্তেজনা বিশেষ থাকে না, কেবল পা দুইখানিতে দেখা যায় অর্থাৎ রোগী অনবরত পা নাড়ায়, হেলিবোরাস রোগী এক পা ও এক হাত নাড়ায়, রোগী জড়ের ন্যায় অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকে; হেলিবোরাসের রোগীর ন্যায় জিঙ্কাম রোগী প্রথম হইতেই অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকে, হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব অত্যন্ত কম, কাল কফিগুঁড়ার ন্যায় তলানিযুক্ত; জিঙ্কাম রোগীর প্রস্রাব অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে হয়। জিঙ্কের রোগীর কেবলই যে পায়ে কম্পন থাকে তাহা নহে এমন কি সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত কম্পিত হয়; হেলিবোরের তাহা হয় না তাহার কম্পন হয় একদিকের হাত ও পায়ে। যে কোন স্রাবের পর ইহার লক্ষণের উপশম হইয়া থাকে, যদিও এপিস ও হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব হইবার পর লক্ষণের উপশম দেখা যায়।

ওপিয়াম রোগীকে দেখিতে গেলে দেখা যায় ঘোর আচ্ছন্নভাবযুক্ত, জ্ঞান নাই, ওপিয়ামের সহিত হেলিবোরাসের পার্থক্য অনেক, ওপিয়ামের রোগীর প্রতিক্রিয়ার অভাব আর, হেলিবোরাসের রোগীর স্নায়ুমণ্ডলীর সাড়ার অভাব। ওপিয়ামের মুখমণ্ডল লালাভাযুক্ত, চক্ষু দুইটী অর্দ্ধমুদ্রিত, শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় ঘড়ঘড়ানি শুনা যায় এবং অত্যন্ত তন্দ্রাচ্ছন্নভাব থাকে, হেলিবোরাস রোগীর মুখমণ্ডল পিংসে, চক্ষু দুইটী খোলা, যেন একদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া আছে অথচ রোগী সেই অবস্থাতেই আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে। হেলিবোরাস রোগী

শীতকাতুরে, কিন্তু ওপিয়াম রোগী হাওয়া ও ঠাণ্ডা ভালবাসে, তাহার শরীরে ঘর্ম্ম দেখা যায়। হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব ভিতরে জমে না, সেইজন্য কয়েক ফোঁটা কাল কাল প্রস্রাব হয় আর ওপিয়াম রোগীর প্রস্রাব জমে বটে, মূত্রথলীও প্রস্রাব দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে কিন্তু মূত্রথলীর পাক্ষাঘাতিক ভাবের জন্য প্রস্রাব নির্গত হয় না। ওপিয়াম রোগীর সর্ব্ব অবস্থায়ই তন্দ্রাচ্ছন্নভাব থাকিবে। হেলিবোরাস রোগীর তন্দ্রাচ্ছন্নভাবের সহিত নাকের 'পাথার উঠা-নামা' থাকা চাই।

দুঃসাধ্য বা দুরারোগ্য টিউবারকিউলার-মেনিঞ্জাইটিস রোগে পরিবর্ত্তন-শীলতার সহিত যখন নূতন নূতন লক্ষণের আবির্ভাব হয়, সাংঘাতিক অবস্থা চলিয়া গিয়া যখন রোগ দীর্ঘকালের জন্য চলিতে থাকে তখন টিউবারকুলিনাম ব্যবহার্য্য।

মস্তকে আঘাতাদির ফলে পীড়া :—এই সকল ক্ষেত্রে আমরা আর্ণিকা ব্যবস্থা করিয়া থাকি, বস্তুতঃ আর্ণিকা দ্বারা ফলও পাওয়া যায় উত্তম। কিন্তু যদি আর্ণিকায় কোনরূপ উপকার না হইয়া রোগী ক্রমশঃ অজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেই সঙ্গে তাহার একটী চক্ষু প্রসারিত অপরটী স্বাভাবিক থাকে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি বিলম্বে কথার উত্তর দেয়, পা নাড়িতে গেলে একটী পা ল্যাপ্‌টাইয়া পড়ে, পা তুলিতে কষ্ট হয়, তাহা হইলে হেলিবোরাস দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ডাঃ ফ্যারিংটন এবম্প্রকার রোগী হেলিবোরাস দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

টাইফয়েড জ্বর ঃ—হেলিবোরাস উৎকৃষ্ট ঔষধ। টাইফয়েডের বিকারাবস্থায়ই ইহার প্রয়োগ বেশী। আমরা মানসিক অধ্যায়ে এবং মেনিঞ্জাইটিসে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সুতরাং এখানে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে রোগীর অবসাদ ভাবটাই বেশী এবং যে সকল ঔষধে অবসন্নতা ও আচ্ছন্নভাব খুব বেশী, সাধারণতঃ তাহাদের অত্যধিক জ্বর থাকে না, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক তাপ হইতেও গাত্রোত্তাপ কম থাকে। হেলিবোরাস রোগীর উত্তাপ কখনও বেশী থাকে না, কেবল অবসাদযুক্ত মস্তিষ্ক বিকৃতির ভাবটাই লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মাথায় ভয়ানক বেদনা, রোগী মনে করে বুঝি তাহার মাথাটী ফাটিয়া যাইবে। রোগীর নাসিকা ছিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঠোঁট পর্য্যন্ত যেন কেহ কালি ঢালিয়া দিতেছে এরূপ দেখায়, তাহার জিহ্বা হলুদবর্ণের ও শুষ্ক কিন্তু ধারগুলি লাল, মুখে অত্যধিক দুর্গন্ধ, জল পান করিবার সময় শব্দ করিয়া জল নামে, **জল পান করিবার সময় কল্ কল্ বা ঘড় ঘড় করিয়া শব্দ হিনা, অ্যাসিড-হাইড্রো ও কুপ্রাম** রোগীরও হয়। ইহার জ্বরের বেগ বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৯টার ভিতর আসে। বিকারে সে ঠোঁট, কাপড় ও বিছানা খোঁটে, তাহার অচৈতন্যভাব অত্যধিক, ডাকিলে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একদিকে তাকাইয়া থাকে। জল পিপাসা খুব না থাকিলেও জল দিলে আগ্রহের সহিত পান করে ও জলের চামচ চিবায়, (তাহার একটা চিবাইবার ভাব সর্ব্বদাই থাকে), ইহার অজ্ঞান অচৈতন্যভাবের কথা ও বিকারের কথা আমরা মেনিঞ্জাইটিস অধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়াছি। ইহার অজ্ঞান আচ্ছন্নভাব অনেকটা **অ্যাসিড-ফসের ও স্পিরিট-নাইটারের** (নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্‌সিস্) ন্যায়। অ্যাসিড-ফস্ রোগীকে ডাকিলে সাড়া দেয় কিন্তু পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, স্পিরি-নাইটার রোগীকে খুব ডাকাডাকি করিলে সামান্য সাড়া দিয়া পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু হেলিবোরাস রোগীকে যতই ডাক না কেন সে মোটেই সাড়া দিবে না অর্থাৎ তাহার অনুভূতি মোটেই থাকে না। অ্যাসিড-ফস্ অপেক্ষা স্পিরিট-নাইটারের আচ্ছন্নতা বেশী আবার স্পিরিট নাইটার অপেক্ষা হেলিবোরাসের আচ্ছন্নতা আরও বেশী।

ম্যালেরিয়া জ্বর ঃ—সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বরে হঠাৎ রোগীর জ্বর কমিয়া গিয়া যদি হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হয়, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হইয়া নাড়ী অত্যন্ত মৃদু, মাংসপেশীসকল শীঘ্র শীঘ্র শিথিল হইয়া ভয়ানক তড়কা হইতে থাকে এবং তড়কার সময় রোগীর সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় শীতল হয় তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ইহার রোগীর নাড়ী যতই ক্ষীণ হইতে থাকে রোগীও ততই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, বিকারের ঝোঁকে জোরে জোরে কথা বলে; ঠোঁট, বিছানা ও কাপড় চোপড় খোঁটে ও মাথা নাড়িতে থাকিলে হেলিবোরাসই একমাত্র ব্যবহার্য্য ঔষধ। কঠিন ম্যালেরিয়ায় হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড, ক্যাম্ফর, কার্ব্বো-ভেজ, সিপেলি, ল্যাকেসিস্ ভেরেট্রাম-অ্যালবাম প্রভৃতি ঔষধও উৎকৃষ্ট; ইহাদের স্ব স্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বেরিবেরি ও শোথ ঃ—যে সকল বেরিবেরি বা শোথ রোগে শরীরের পেশী সকলের দুর্ব্বলতা অনুভব করা যায়, রোগীর মুখ ফ্যাকাসে রক্তশূন্য অথচ থমথমে থাকে সেই সঙ্গে বাহ্যের সহিত চটচটে বা হড় হড়ে মল অর্থাৎ আমাতিসার বিদ্যমান থাকিলে হেলিবোরাস উপযোগী। শোথ রোগী বসিলে বা চলাফেরা করিবার সময় রীতিমত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু শুইলে অনায়াসে নিশ্বাস ফেলিতে পারে, **আর্সেনিকের** শোথ রোগী শুইলে পর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। হেলিবোরাস রোগীর মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হেতু যদি শোথ হয় বা হাইড্রোসেফেলাস রোগ জন্মে তাহাতে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। **মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইলে এপিস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ** ঔষধ কিন্তু যদি রোগীর অনুভূতি ও অসাড়তা বেশী হয়—শিশু সম্পূর্ণ অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, প্রস্রাব মোটেই হয় না, চোখের কোন প্রকার দৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান না থাকে এমন কি তীব্র আলো যদি ধরা যায় তত্রাচ তাহার কোন অনুভূতি না থাকে দেহের একদিক যেন পক্ষাঘাতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে অপর দিক আপনা হইতে নাড়িতে থাকে তবে হেলিবোরাস একমাত্র ঔষধ।

হৃদযন্ত্রের পীড়ার সহিত শোথ রোগে **আপোসাইনাম ও ডিজিটেলিসের** ন্যায় হেলি-বোরাসও বিশেষ উপযোগী ঔষধ। হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব ঘোলা, কাল্‌চে এবং পরিমাণে অতি অল্প; প্রস্রাব ধরিলে ধোঁযার ন্যায় পদার্থ উহার উপর ভাসিতে দেখা যায়—কিন্তু ঐ প্রস্রাব আবার অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে প্রস্রাবের নীচে কাফি গুঁড়ার ন্যায় পদার্থ পড়ে।

হৃদযন্ত্রের পীড়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত বিলম্বে হয়—গাত্রোত্তাপ ৯৫'৬, ৯৬ ও সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের নানাবিধ উপসর্গ বিদ্যমান থাকে।

হেলিবোরাস রোগীর প্রস্রাব খুবই কম এবং প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে অণ্ডলাল বা অ্যাল্‌-বুমেন থাকে।

শোথের মোট কথা—যে সকল রোগী অনেকদিন ধরিয়া কোন পীড়ায় (বিশেষতঃ তরুণ জাতীয় পীড়ায়) ভুগিয়া যদি শোথ রোগ হয় এবং প্রস্রাবটী কমিয়া যাইয়া প্রস্রাবে উপরোক্ত অণ্ডলালা প্রভৃতি পদার্থ থাকিতে দেখা যায় তাহা হইলে এই ঔষধ এপিস সদৃশ তবে ইহাদের ভিতর পার্থক্য এই এপিস্ রোগী গরমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা ঠাণ্ডা চায় ও স্নান করিতে ভালবাসে, আর হেলিবোরাস্ রোগী অত্যন্ত শীত কাতুরে। ইহা ব্যতিরেকে ইহাদের অপরাপর লক্ষণ দেখিয়া তবে ব্যবহার করিবে।

বিষাদ বায়ু ঃ—**ডাঃ নোয়া** বলেন যে টাইফাস জ্বরের পর যে বিষাদ বায়ু জন্মে তাহা তিনি এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন প্রাপ্ত যৌবনা বালিকাদিগের

বিষাদ বায়ু রোগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। প্রাচীন কাল হইতেই এই ঔষধ (যাহারা রাত্রিকালে ভূত প্রেতাদি দর্শন করে তাহাদের) বিষাদ বায়ু রোগে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

উদরাময়ঃ—হেলিবোরাস শিশুদের দন্তোদ্গম কালীন হাইড্রোসেফেলাস এবং গর্ভবতী রমণীদিগের উদরাময় রোগে মল যখন জলের ন্যায় পাতলা ও পরিষ্কার হয়, গাঢ় আঠার ন্যায় এবং বর্ণহীন আমময় দেখা দেয় অথবা ব্যাঙের ডিম বা ব্যাঙাচির ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত মল নির্গত হয় তখন ইহা উপযোগী। ইহার মল অজ্ঞাতসারে নিঃসৃত অথবা পাতলা মলও অতি কষ্টে নিঃসৃত হয়, রোগী মনে করে তাহার অন্ত্রাদির এমন শক্তি নাই যে পাতলা মলকেও সেখান হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে।

শিশু কলেরাঃ—এই ঔষধ শিশু কলেরা ও কলেরার বিকার অবস্থায় যখন রোগী অজ্ঞান আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, ভুল বকে মুখের নীচে যেন কালি মাখিয়া দিয়াছে এরূপ ভাব হয় প্রস্রাব মোটেই হয় না, মাথা অনবরত চালিতে থাকে, একদিকের হাত পা নাড়ায়, জলপিপাসায় জলপান করে এবং জলপানের সময় ঢকঢক করিয়া শব্দ হয় শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাড়ী সূক্ষ্ম তখন হেলিবোরের দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

হেলিবোরাস বক্ষের শোথ, উদরী প্রভৃতি পীড়ায় শুষ্ক ও অনবরত খকখক কাসি রোগে যদি কাসিবার সময় শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং শুইয়া পড়িলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতার উপশম বোধ করে তবে উপযোগী।

মোট কথাঃ—অচৈতন্য, আলোক-জ্ঞানশূন্যতা, ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকা, তন্দ্রাভূতা, হঠাৎ চীৎকার করা, চমকিয়া উঠা, এক হাত ও এক পায়ের অবিরত অনৈচ্ছিক চালনা, অপর হাত ও পায়ের পক্ষাঘাতিক অবস্থা, তৃষ্ণায় জলপান, কামড়াইয়া ধরা, জলপানের সময় ঘড়ঘড় শব্দ হওয়া, অনবরত মুখের ভিতর চর্ব্বণের ভাব, ওষ্ঠ, বস্ত্র ও বিছানা খোঁটা, বালিসে অনবরত মাথা নাড়া, অতি অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাব লোপ পাওয়া, প্রস্রাবে কফি গুড়ার ন্যায় তলানি, উদরাময় প্রভৃতি ইহার মোট কথা।

হ্রাস-বৃদ্ধিঃ—গরম হাওয়ায়, শরীর ঢাকিয়া রাখিলে, অন্যমনস্ক থাকিলে, শয়ন করিলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতার উপশম, বৈকাল ৪টা হইতে রাত্র ৯টার মধ্যে, শীতল বায়ুতে, দৈহিক পরিশ্রমে, নড়াচড়ায় ও পীড়ার বিষয় স্মরণ করিলে, গায়ের ঢাকা খুলিয়া দিলে রোগের বৃদ্ধি।

শক্তিঃ—নিম্নশক্তি, ৩, ৬, ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য কিন্তু ডাঃ ন্যাশ মেনিঞ্জাইটিস রোগে ইহার ২০০ শক্তি ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

হিপার-সাল্‌ফিউরিস-ক্যাল্‌কেরিয়া বা হিপার-সাল্‌ফার

(Hepar Sulphuris Calcareum or Hepar Sulphur.)

পরিচয়ঃ—ইহার অপর নাম ক্যাল্‌কেরিয়া সাল্‌ফিউরিটাম, লিভার অভ্ সাল্‌ফার বা ক্যাল্‌-কস্ সাল্‌ফিউরেটা। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর ভিতর হিপার-সাল্‌ফার একটী অতি উচ্চস্তরের ঔষধ। এই ঔষধ স্বয়ং হানেমান আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

প্রস্তুত পদ্ধতি :—অশুদ্ধ শুক্তির বা ঝিনুকের ভিতর অংশের চুণাংশ অর্থাৎ বিশুদ্ধ দগ্ধ ঝিনুক ও বিশুদ্ধ গন্ধক চূর্ণ একত্রে আগুনের উত্তাপে গলাইয়া তারপর হিপার-সাল্ফার তৈরী হয়। প্রথমে ইহার চূর্ণ তৈরী করা হয় তারপর ঐ চূর্ণ হইতে তরল ক্রম তৈরী করা হয়।

ব্যবহারস্থল :—মানসিক বিকৃতি, ফোঁড়া, বাঘী, গ্রন্থির প্রদাহ, গ্রন্থিতে পুঁজ সঞ্চয়, উপদংশজনিত নানাপ্রকার বিকৃতি, পারদের অপব্যবহার, দুষ্টব্রণ, বিসর্প, ক্ষৌরকার্য্যের পর পীড়কা, গণ্ডমালা, চক্ষুরোগ, হাঁপানি, শ্বাসনলী-প্রদাহ, ঘুংড়ীকাসি, সর্দ্দি, হুপিংকাসি, কানপাকা, ফুস্ফুসের বিবিধ পীড়া, ওষ্ঠের ফুলা, যকৃৎরোগ, প্রচুর রক্তস্রাব, শ্বেতপ্রদর, মুখে ও স্তনের বোঁটায় ক্ষত, আঙ্গুলহাড়ার দ্বিতীয়-অবস্থায়, আঁচিল, আমবাত, ডিম্বাধারের প্রদাহ, চর্ম্মের নানাবিধ রোগ, মেরুমজ্জার উত্তেজনা, গলক্ষত, মুখের ভিতরের ক্ষত, টনসিল প্রদাহ, উদরাময় প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

হিপার-সাল্ফার রোগীর সামান্য স্পর্শেই রোগের বৃদ্ধি, রোগী কোন প্রকার স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, যেমন সে স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না সেইরূপ তাহার রোগ লক্ষণ **ঠাণ্ডায় ও শীতে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা মোটেই সহ্য হয় না,** গরম সেঁকে রোগের উপশম।

ক্রিয়াস্থল :—হিপার-সাল্ফার একটী গভীর অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ। আমাদের ঔষধাবলীর ভিতর সোরা ও সিফিলিসের এবং পারদ অপব্যবহার নিবারণের যতগুলি ঔষধ আছে হিপার-সাল্ফার তাহাদের মধ্যে একটী উচ্চস্তরের গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। ইহার ক্রিয়া নাসিকা গ্রন্থি, চর্ম্ম ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর বিশেষ ভাবে দেখা যায়। গ্রন্থির উপর ক্রিয়াবশতঃ গ্রন্থিসমূহ ফুলিয়া উঠে পুঁজও জন্মে, চর্ম্মের উপর ক্রিয়ার জন্য ঘা, ফোঁড়া, একজিমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ দেখা দেয়। **ডাঃ অ্যালেন** বলেন যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থির রোগে মার্কারির সহিত, চক্ষুরোগে ও অন্ত্রপথের অন্যান্য পীড়ার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগে সাল্ফারের সহিত এবং শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বা অন্যান্য তন্তুর রোগে ক্যাল্কেরিয়ার সহিত হিপারের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহার স্নায়ুমণ্ডলীর অসহিষ্ণুতা (over-sensitiveness of the nervous system) প্রধান উপকরণ।

মন :—হিপার রোগী সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে, ইহার অসহিষ্ণুতাই শ্রেষ্ঠ মানসিক লক্ষণ। রোগী সামান্য কথা বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, সে যেন সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট হইয়া আছে, এমন কি সামান্য কথায় অসহিষ্ণু হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে, রোগী ভয়ানক ক্রোধী ও বদমেজাজী, সামান্য কারণেই সে ক্রোধান্ধ ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, রোগীর সহ্য করিবার শক্তির নিতান্ত অভাব। তারপর হিপার রোগী সর্ব্ববিষয়েই অত্যন্ত ব্যস্তভাব প্রকাশ করে, কি খাওয়া, কি পড়া সকল বিষয়েই ব্যস্ত ও ত্রস্ত। যেমন তাহার মানসিক অসহিষ্ণুতা খুব, সেইরূপ শারীরিক অসহিষ্ণুতাও অত্যধিক, রোগীর কোনরূপ পীড়ার লক্ষণ উদিত হইলেই তাহাকে স্পর্শ করিবার উপায় নাই। রোগীর সামান্য ফোঁড়া হইলেও সে যন্ত্রণায় চীৎকার করে এবং কাহাকেও হাত ছোঁয়াইতে দেয় না অর্থাৎ স্পর্শ-দ্বেষ অত্যধিক। সামান্য ঠাণ্ডায় তাহার কাসি ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়া বৃদ্ধি দেখা যায়। রোগীর যেমন ঠাণ্ডা অসহ্য সেইরূপ তাহার গরমও অসহ্য।

হিপার রোগী সর্ব্বদিকেই অধৈর্য্য, শরীরে, মনে এবং শরীরস্থ প্রত্যেক অংশেই দারুণ অসহিষ্ণুতা হিপারের সর্ব্বপ্রধান বিশিষ্টতা।

স্বভাব ও গঠন :—অবশাদ, লসিকা-প্রধান বা শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতু, পাতলা কেশ, গৌরবর্ণ মূর্তি, একটু মোটা দেহ, শিথিল মাংসপেশী, অতিশয় শীর্ণকায়, অসহিষ্ণু, ক্রোধী, সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, যাহাদের শরীরে সামান্য আঘাতে পুঁজ জন্মায়, যাহাদের শরীর ও মন অত্যন্ত দুর্ব্বল, যাহারা অল্পে কাতর, সর্ব্বকার্য্য তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে, অত্যন্ত খামখেয়ালী, যাহারা অতিরিক্ত আলস্যপরায়ণ, যাহাদের অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয়, যাহাদের ঘর্ম ও অন্যান্য স্রাব হইতে অম্ল গন্ধ বাহির হয়, শিশুর শরীর হইতে অত্যন্ত টক্ গন্ধ বাহির হয়, সামান্য কারণে পেটে অসুখ হয়, টক দ্রব্য ও কটু স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্যাদি খাইতে যাহাদের ইচ্ছা, সামান্য কারণে যাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ে, যাহাদের কোন বিষয়ে বিলম্ব সহ্য হয় না, যাহারা অত্যন্ত খিটখিটে ইত্যাদিই হইল হিপার-সালফারের স্বভাব ও গঠন।

চক্ষুরোগ :—নানাজাতীয় চক্ষুরোগে হিপার-সালফার অত্যন্ত কার্য্যকরী ঔষধ। পারদের অপব্যবহারজনিত বা উপদংশ রোগের দোষে যদি রোগীর চোখের প্রদাহ জন্মায় এবং পুঁজ হয়, অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে, যন্ত্রণায় রোগী যদি হাত দিতে না দেয়, জল লাগিলেও যদি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে তাহা হইলে হিপার-সালফার ব্যবহার্য্য। রোগীর চক্ষুগোলকে এত ব্যথা যে স্পর্শ সহ্য হয় না, কেহ যেন তাহার মাথার দিকে চক্ষু জোরে টানিতেছে এরূপ বেদনা হইতে থাকে, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর রোগীর অক্ষিগোলকের ঠিক উপরে যেন ক্ষত হইয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা।

চক্ষু উঠায় যদি প্রদাহ চক্ষু ও চক্ষুর পাতায় বিদ্যমান থাকে, ঐ প্রদাহ জন্য তাহার চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠে তাহাতেও ইহা উপযোগী, কিন্তু হিপার প্রয়োগের পূর্ব্বে ইহার মানসিক লক্ষণ ও স্পর্শসহিষ্ণুতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

চোখের পাতায় অঞ্জনী উঠিলে সাধারণতঃ পালসেটিলা ও ষ্ট্যাফিস্যেগ্রিয়া ব্যবহার্য্য ঔষধ, কিন্তু যদি অঞ্জনী হইয়া উহাতে পুঁজ জন্মে, অত্যন্ত বেদনা থাকে, এমন কি হাত পর্য্যন্ত ছোঁয়াইতে না দেয়, সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়া বা জল লাগিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি দেখা যায় তাহা হইলে হিপারই একমাত্র ঔষধ।

ফোড়া ও ব্রণ :—ফোড়া ব্রণাদি তরুণ পূজোৎপাদক পীড়ায় হিপার-সালফার একটী অতি মূল্যবান ঔষধ, ইহা আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। ইহার রোগীর শরীরে উপদংশ ও পারদের বিষ থাকিবার জন্য অতি শীঘ্র পূঁজোৎপত্তি হইয়া থাকে। তরুণ জাতীয় ফোড়াদিতে ইহার ব্যবহার যথেষ্ট আছে। হিপারের ফোড়ার বিষয় লিখিতে হইলে **মার্কারি ও বেলেডোনার** কথাও বলা কর্ত্তব্য। যদিও আমরা মার্কারি ও বেল অধ্যায়ে এসম্বন্ধে বলিয়াছি তথাপি শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আমরা আবার সরলভাবে বলিব। ফোড়ার প্রথমাবস্থায় হিপারের লক্ষণ প্রায় ক্ষেত্রেই উপস্থিত হয় না এবং বেল না হয় ফেরাম-ফস্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে যদি রোগারোগ্য না হইয়া ক্রমান্বয় পূঁজ জন্মিতে থাকে এবং অত্যন্ত স্পর্শদ্বেষ থাকে, গরম থাকে, গরম লাগাইলে অনেকটা শান্তি হয় তখন হিপার প্রয়োগে ফোড়া ফাটিয়া পূঁজ নিঃসৃত হইয়া যায়। **বেলেডোনার** লক্ষণ সাধারণতঃ এইরূপ—আক্রান্ত অংশ লাল হয়, দপ্ দপ্ করে, টাটানি থাকে, দুষ্টজাতীয় ফোড়ায় অত্যন্ত জ্বরও হইতে পারে, তখন বেলেডোনা ২০০ শক্তি ৪ পুরিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে প্রায়ই পুনঃ ঔষধ প্রয়োগের দরকার হয় না, ভিতরে দূষিত রক্ত থাকিবার জন্য পূঁজ হইতে আরম্ভ করে, ফোড়া স্থানে অত্যন্ত খোঁচামারাবৎ বেদনায় রোগী অস্থির চঞ্চল হইয়া পড়ে, সামান্য কাপড় লাগিলে, হাওয়া লাগিলে বা কেহ হাত

ছোঁয়াইলে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। একদিকে যেমন কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, অপরদিকে ঢাকা খুলিয়া দিলে যদি হাওয়া লাগে তাহাতেও তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, এরূপ লক্ষণে কেবল হিপার-সাল্‌ফারই একমাত্র উপযুক্ত ঔষধ।

হিপারে পুঁজ উপরে থাকিলে যেমন ফাটাইয়া দেয় সেইরূপ আবার খুব নীচে পুঁজ থাকিলে সেই পুঁজ উপরে তুলিয়া দিয়া মুখ করিয়া ফোড়া ফাটাইয়া দেয়। হিপারের ন্যায় ফোড়া ইত্যাদিতে মার্কারিও উত্তম ঔষধ, তবে **মার্কারিতে** হিপারের ন্যায় অত তীব্র যন্ত্রণা নাই, এই ঔষধ সাধারণতঃ গ্রন্থিস্ফীতি ও সন্ধিস্থানের ফোড়াদিতে বিশেষ কার্য্যকরী। ফোড়াদিতে যখন মার্কারি প্রয়োগ করিতে হইবে তখন ইহার প্রথম ও প্রধান দ্রষ্টব্য জিহ্বা, উহা উত্তমরূপ দেখিয়া নিতে হইবে, রোগীর জিহ্বা ভিজা ভিজা অথচ পিপাসা খুব, রাত্রে শুইয়া থাকিলে মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হয়। হিপার-সাল্‌ফের ফোড়াতে যেমন গরম সেক দিলে উপশম হয়, মার্কারিতে সেরূপ উপশম নাই। মার্কারিতেও হিপারের ন্যায় ফোড়ার পুঁজ নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। **সাইলিসিয়াও** ফোড়ার জন্য একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ফোড়ার প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না, সাধারণতঃ তৃতীয় অবস্থায় যখন ফোড়া বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে, আক্রান্ত স্থানে (ঈষদুষ্ণ) গরম সেক দিলে উপশম তখন ইহা ব্যবহার্য্য। সাইলিসিয়া প্রয়োগে ফোড়া ফাটিয়া পুঁজ যেমন বাহির হয় সেইরূপ ফুলাও কমিয়া যায়। সাইলিসিয়া যেমন ফোড়া ফাটায়, আবার ইহা সেইরূপ ফোড়ার পুঁজ বন্ধ করিয়া দেয়, ফোড়া ফাটিয়া যেস্থানে নালী ঘায়ের ন্যায় হয়, পুঁজ কিছুতেই বন্ধ হয় না, রক্ত মিশ্রিত পুঁজ নির্গত হয় সেই স্থলে সাইলিসিয়া চমৎকার কার্য্য করে। এই সকল ক্ষেত্রে **ক্যাল্‌কেরিয়া-সাল্‌ফও** উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু ইহার পুঁজ অত্যন্ত শাদা রক্তশূন্য তবে সাইলিসিয়া ও ক্যাল্‌কেরিয়া-সাল্‌ফ যখনই ব্যবহার করিবে তখনই ইহাদের ধাতুগত চিত্র দেখিয়া নিবে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে হিপার-অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টিসাইকোটিক ও অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ। এতক্ষণ আমরা অ্যান্টিসোরিকের কথা দিলাম এইবার আমরা সাইকোটিক বা গণোরিয়া সম্বন্ধে কিছু বলিয়া উপদংশের বিষয় বলিব।

গণোরিয়া রোগের তরুণ অবস্থায় ইহার প্রয়োগ আছে কিন্তু সাধারণতঃ সেই সকল ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য তরুণ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকি হিপারের কথা মনেও হয় না। যদি হিপারের উপযুক্ত লক্ষণাবলী আমরা পাই তবে হিপার প্রয়োগে এত সুন্দর ফল পাওয়া যায় যে অন্য কোন ঔষধে পাওয়া যায় না। ইহার প্রমেহের স্রাব ঘন শ্বেতবর্ণের বা হরিদ্রাবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত; প্রস্রাবের দ্বারে তীক্ষ্ণ সূঁচবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইয়া থাকে, প্রস্রাব করিবার সময় উহা বেশ জোরের সহিত বাহির হইতে পারে না কারণ রোগীর মূত্রথলিটি এতই নিস্তেজ হইয়া যায় যে প্রস্রাবের ধারাটী খুব বেগে না আসিয়া লম্বাভাবে ভূমিতে পতিত হয় আবার কখনও বা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নিঃসৃত হয়। উপদংশজাত পীড়ায় এবং পারদের অপব্যবহারজনিত রোগে হিপার একটী বিখ্যাত ঔষধ।

উপদংশ দোষজনিত বাঘী রোগে যখন দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ও যন্ত্রণায় অসহিষ্ণুতা বিদ্যমান থাকে হিপার প্রয়োগে পুঁজ অদৃশ্য হইয়া বাঘী আরোগ্য লাভ করিবে নচেৎ বাঘী ফাটাইয়া পুঁজ নিঃসৃত করিয়া দিবে। পারদের অপব্যবহারজনিত পুরাতন বাঘী রোগে যখন পুঁজ বা রস নির্গত হইতে থাকে এবং হিপারের ধাতুগত লক্ষণ যখন পাওয়া যায় তখন হিপার ব্যবহার্য্য।

পারদ ও উপদংশজাত পীড়ায় হিপার—নাইট্রিক-অ্যাসিড সমতুল্য ঔষধ।

উপদংশজাত বা পারদের অপব্যবহারের ফলে যে সকল ক্ষত হইতে রক্ত ও পুঁজ নির্গত হয়, যে ক্ষতের ধারগুলি অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত, রোগী কোনরূপ ঢাকা বা ড্রেসিং সহ্য করিতে পারে না বা হাত ছোঁয়ান মোটেই সহ্য করিতে পারে না, যে সকল ক্ষত হইতে পচা ছানার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত নীলাভ বা কালচে অথবা নীল রংএর পুঁজ নির্গত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা অতি উত্তম ঔষধ।

গলক্ষত:—গলার নানাবিধ ক্ষতের জন্য হিপার কার্য্যকরী ঔষধ। রোগীর গলায় ক্ষত হইয়া অত্যন্ত টাটানি-ব্যথা হয়, গলার নিকটস্থ গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে, ঠাণ্ডা জলপান করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, ক্ষতে চাপ লাগিয়া কাসির সহিত পুঁজ ও রক্ত বাহির হয়, আলজিহ্বা প্রভৃতিতেও ক্ষত হয়; রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়, গলা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে, গলার ভিতর ছোট ছোট উদ্ভেদ উঠিবার জন্য রোগী সর্ব্বদাই মনে করে তাহার গলার ভিতর যেন কি একটা পদার্থ আছে সেই সঙ্গে হিপারের বিশেষত্ব 'স্বর বসিয়া যায়'। পুরাতন গলগ্রন্থি-প্রদাহহেতু রোগীর শ্রবণ শক্তিও অনেক স্থলে কমিয়া যায়। ফলিকিউলার ফ্যারিন্‌জাইটিস্ ও টন্‌সিলাইটিস্ রোগে যখন গলকোষের ভিতর ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বাহির হয় এবং ঐগুলি হইতে পুঁজ, রক্ত ঝড়িতে থাকে তখন ইহা উপযোগী। পুরাতন টন্‌সিলাইটিস্ যখন মার্কারি প্রয়োগেও আরোগ্য হয় না তখন হিপার উত্তম ঔষধ।

ঘুংড়ি কাসি:—ঘুংড়ি কাসির প্রথম অবস্থায় অ্যাকোনাইট উৎকৃষ্ট ঔষধ, অ্যাকোনাইট ও স্পঞ্জিয়া প্রয়োগ করিবার পর যখন রোগীর কাসি সরল হয় গলার ভিতর ঘড়ঘড় সাঁই সাঁই করিতে থাকে—শেষ রাত্রিতে পীড়ার আক্রমণ, কাসি অত্যন্ত সরল অথচ কাসি উঠিতে চায় না সেই সকল স্থানে হিপার-সাল্‌ফার কার্য্যকরী ঔষধ। **অ্যাকোনাইটের** ঘুংড়ি হঠাৎ আরম্ভ হইয়া রোগীর ছটফটানি, মৃত্যুভয়, অত্যন্ত জলপিপাসার বৃদ্ধি, অত্যন্ত শুষ্ক কাসি, গাত্রোত্তাপ অধিক প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে ইহা ব্যবহার্য্য ঔষধ। শিশুর যতক্ষণ অত্যধিক জ্বর থাকিবে ততক্ষণ অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করিবে। ঘুংড়ি কাসির দ্বিতীয় অবস্থায় যখন কাসি শুষ্ক ঘনঘনে হয়, কাসিবার সময় শিশু গলা চাপিয়া ধরে, শিশু কাসিলেও যখন শ্লেষ্মা উঠে না তখন ইহা উপযোগী। আর হিপার ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্রে যে স্থানে রোগীর ঘুংড়ির আক্রমণ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর হয়, গলার ভিতর ঘড়ঘড় করিতে থাকে—শ্লেষ্মা অত্যন্ত আলগা অথচ শ্লেষ্মা নির্গত হয় না। ঠাণ্ডায় ঘুংড়ির বৃদ্ধি; ইহার যেমন সরল কাসি আছে সেইরূপ ইহাতে আবার শুষ্ক কাসিও দেখা যায়, অত্যন্ত কাসির টান উঠিয়া তাহার গা বমি বমির ভাব ও ঘর্ম্ম হইতে থাকে, ঘর্ম্ম হইতে টক্‌গন্ধ বাহির হওয়া ইহার বৈশিষ্ট্য।

ব্রঙ্কাইটিস ও শিশু নিউমোনিয়া বা ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস।

ব্রঙ্কাইটিস রোগে বুকে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড়ানি থাকিলে আমরা **অ্যাণ্টিম-টার্টের** কথাই বেশী চিন্তা করি কিন্তু হিপার-সাল্‌ফারও এই অবস্থায় উত্তম ঔষধ। শীতকালের ব্রঙ্কাইটিস রোগে যখন বুকের সর্দ্দি সরল থাকে অথচ রোগী অনেকক্ষণ কাসিয়া কাসিয়া একটু শ্লেষ্মা উঠায়, অতিরিক্ত কাসিতে কাসিতে রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, গা বমি বমির ভাব থাকে ও অনেক সময় বমি হয় **ঠাণ্ডা পানীয়ে** রোগের বৃদ্ধিই নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। রোগীর শরীরের কোন অংশ অনাবৃত থাকিলেই কাসি হয়, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে, শুইয়া থাকিলে কথা কহিলে বা কাঁদিলে কাসির বৃদ্ধি,

রোগীর কাসিবার সময় তাহার মাথার ভিতর যন্ত্রণা হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে, কাসির পর আবার অত্যন্ত হাঁচি আরম্ভ হয়।

ডাঃ অ্যালেন বলেন যে, প্রতিশ্যায় কিম্বা শ্লেষ্মাযুক্ত কাসে এই ঔষধ উপযোগী। পুরাতন অজীর্ণরোগযুক্ত কাসরোগে এবং গলায় অত্যধিক যন্ত্রণাযুক্ত স্বরভঙ্গের সহিত যে সকল কাসিতে খণ্ড খণ্ড গয়ার নিঃসৃত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা উপযোগী ঔষধ। ইহার আর একটী বিশিষ্ট লক্ষণ আছে যে, রোগী কিছু গিলিবার সময় গলার ভিতর শ্লেষ্মা গুটীকা অথবা গলার ভিতর ফুলা অনুভব করে।

ডাঃ **গারেন্সি** বলেন,—হিপার যে সকল কাসিতে প্রযোজ্য হয় সে সকল কাসিতেই শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বিদ্যমান থাকে, তিনি আরও বলেন, শরীরের কোন অংশ অনাবৃত থাকিলে হিপার রোগীর কাসির বৃদ্ধি হয়।

যক্ষ্মাকাসি :—যক্ষ্মারোগীর কাসি অত্যন্ত কর্কশ, স্বরভঙ্গযুক্ত, শ্লেষ্মা মিশ্রিত হয়, সময় সময় তাহার রক্ত মিশ্রিত গয়ারও দেখা যায়। রোগীর রাত্রিকালে অত্যধিক ঘর্ম্ম হয়।

ডাঃ বার বলেন,—যক্ষ্মারোগীর ফুস্‌ফুসে ব্রণ জন্মিলে এবং ফুস্‌ফুস্ প্রদাহের স্রাব পুঁজ মিশ্রিত হইলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। হিপারের যক্ষ্মারোগী সামান্য কিছু খাইলেই তাহার সকল যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। উপরিউক্ত লক্ষণ সহ গণ্ডমালাগ্রস্ত-যুবতীদিগের যক্ষ্মারোগে হিপার একটী অতি মূল্যবান ঔষধ।

হাঁপানি :—হাঁপানি কাসি হইয়া যখন রোগীর বুকের ভিতর ঘড়ঘড় সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে তখন তাহার মহাভাবনার উদয় হয়, হাঁপানির টানের সময় শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয় সেইজন্য শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, ঐ জন্য সে তাহার মাথা পিছনের দিকে হেলাইতে বাধ্য হয়। ইহার হাঁপানি কোন প্রকার চর্ম্মরোগ বসিয়া গেলে হয়, সোরিণামেও ঐরূপ চর্ম্মরোগ লুপ্ত হইবার পর হাঁপানির বৃদ্ধি আছে। হিপার-সাল্‌ফার রোগী মনে ভাবে তাহার বামদিকের চক্ষু মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে; **ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা** রোগী মনে করে যেন তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে। রোগীর বুকের ভিতর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে, সেইজন্য হিপার রোগীর কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, হিপার যেমন তরুণ জাতীয় হাঁপানি কাসির উত্তম ঔষধ সেইরূপ **পুরাতন হাঁপানি কাসিরও** কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার হাঁপানির টান শীতকালে বা কোন প্রকার ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরে লাগিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার সমুদয় লক্ষণ গ্রীষ্মকালে ও স্যাঁৎস্যেঁতে বর্ষাকালে ভাল থাকে।

সর্দ্দি ঃ—শীতকালীন ঠাণ্ডা লাগিবার জন্য রোগীর সর্দ্দি, কাসি, হাঁপানি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি যে কোন পীড়াই হউক না কেন হিপার উপযোগী ঔষধ। ইহার রোগীর গায়ে **একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়**। পুরাতন সর্দ্দিরোগেও ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। রোগীর যখনই ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয় তখনই ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং রোগী অত্যন্ত কষ্টভোগ করে। সর্দ্দিতে ভুগিতে ভুগিতে তাহার নাকের পাখা এত ফুলিয়া উঠে যে হাত লাগাইলেও তথায় বেদনা অনুভূত হয়। পুরাতন সর্দ্দিরোগে এই ঔষধ **টিউবারকুলিনাম ও অ্যামন-কার্ব্ব** সদৃশ ঔষধ।

কাণপাকা ও কর্ণরোগ ঃ—কাণের ভিতর পুঁজ হইবার পূর্ব্বে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে; নাক ঝাড়িতে গেলে পর যখন কাণের ভিতর তীব্র বেদনা ও দপ্‌দপ্ শব্দ হয় তখন ইহা উপযোগী। কাণপাকা রোগে যখন তাহার কাণ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ পড়িতে আরম্ভ করে

তখনও ইহা উপযোগী। কর্ণরোগের প্রথম অবস্থায় ক্যামোমিলা, বেল, মার্কারি প্রভৃতি ঔষধ সেবনের পরও যখন কোন প্রকার উপকার না দর্শে তখন হিপার প্রযোজ্য।

উদরাময় :—আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, হিপার-সালফার রোগীর টক্ গন্ধযুক্ত তরল বাহ্যে আছে। ইহার রোগীর মুখে, সর্ব্ব-শরীরে ও বাহ্যে টক্ গন্ধ থাকা বিশিষ্ট লক্ষণ।

উদরাময়ের বাহ্যে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত তরল অথবা অর্দ্ধ তরল বাহ্যে হইতে পচা পনিরের গন্ধ বাহির হয় বা টক্ গন্ধ আসে। উদরাময় রোগী যদি খুব বাছ বিচার করিয়াও খাবার জিনিস খায় তথাপি তাহার উদরাময় হইতে পারে; পুঁযে পাওয়া বা ক্রমবর্দ্ধমান শীর্ণতা রোগগ্রস্ত বা গণ্ডমালা-ধাতুর শিশুদের পানাহারের পরেই উদরাময়ের বৃদ্ধি। শিশুর বাহ্যে যদি কখনও সবুজ হড়হড়ে, অজীর্ণ পদার্থ মিশ্রিত, আবার কখনও শাদা ও টক্ গন্ধযুক্ত হয় তবে হিপারই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিপার-সালফারের রোগী কটু কষায় দ্রব্য, মদ্য, টক্ দ্রব্য অথবা অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাদ্যের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সময় সময় রোগীর পেট মুচড়ে আসে, সেইজন্য সে কিছু আহার করিতে চায়, কিছু খাইলে পর সাময়িক উপশম অনুভব করে।

টক্ গন্ধযুক্ত বাহ্যের জন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ, **ম্যাগ-কার্ব্ব, রিউম,** তারপর শ্রেষ্ঠ ঔষধ **ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, সাইলিসিয়া, হিপার-সালফার।** রিউম, হিপার ও ক্যাল্‌কেরিয়া রোগীর বাহ্যে হইতে যেমন টক্ গন্ধ বাহির হয় সেইরূপ তাহার শরীর হইতেও টক্ গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। রোগীকে ভালরূপ স্নান করাইলে বা ধুইয়া পুছিয়া দিলেও সেই টক্ গন্ধ দূর হয় না।

দন্তশূল :—পারদ সেবনের ফলে যদি রোগীর দন্ত ক্ষয় হয়, দাঁতের মূলদেশ হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, অতিরিক্ত লালাস্রাব ও দন্ত মূলের ক্ষমতা হীনতা ইত্যাদির সহিত মুখের ভিতরের অন্যান্য পীড়া জন্মে তবে হিপার ব্যবস্থেয়।

যকৃতের পীড়া :—**ডাঃ বেইস** বলেন—শ্বাস-কষ্ট ও পেটে-যন্ত্রণার সহিত যদি যকৃতের পুরাতন রক্ত-সঞ্চয়াধিক্য থাকে, যকৃতের রক্তাধিক্য বশতঃ যদি রোগীর অর্শরোগ জন্মে তবে ইহা ব্যবস্থেয়—এরূপ ক্ষেত্রে হিপার প্রয়োগ করিলেই রোগ অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করে তবে রোগীর ধাতুগত ছবি দেখিতে হইবে। আবার কোন কোন যকৃত রোগীর শ্বাস কষ্টাদি কোন লক্ষণ উপস্থিত না হইয়া দুর্দ্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে তখন এই ঔষধের তৃতীয় দশমিক শক্তি বিশেষ কার্য্যকরী। পারদ সেবন জনিত রক্ত সঞ্চয়ে ইহা একমাত্র ঔষধ।

প্রস্রাব :—হিপার রোগীর প্রস্রাব অতি ধীরে ক্ষীণধারে এবং কষ্টে নির্গত হয় আবার কখনও বা টপ্ টপ্ করিয়া সোজা ভাবে পড়ে তখন মনে হয় কতকটা প্রস্রাব বাহির হইয়া গেল, প্রস্রাবের পরে মূত্রনালী হইতে রক্ত পড়ে—প্রস্রাবের পর জ্বালা অনুভূত হয়। প্রস্রাব সজোরে নির্গত না হইয়া রোগীর পুরুষাঙ্গের গা বাহিয়া প্রস্রাব-নিঃসৃত হওয়া ইহার বিশিষ্টতা। যে-সকল শিশু বিছানায় প্রস্রাব করে তাহাদের পক্ষে সিনা, সিপিয়া, ক্রিযোজোট প্রভৃতি ঔষধ যদিও খুব মূল্যবান তথাপি যদি প্রস্রাব ঐরূপভাবে লিঙ্গের গা বাহিয়া নির্গত হয় তবে হিপার অতি মূল্যবান। আরক্তজ্বর বা স্কার্লেটিনার পর যদি শোথ ও এলবুমিনুরিয়া রোগ জন্মে তাহা হইলে **ডাঃ কাফকা** এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

স্ত্রীরোগ :—রোগিণীর যখন ঋতু হইবার কথা নহে তখন তাহার পেট ফুলিয়া উঠে এবং রক্তস্রাব হয়। ইহার রোগিণীর ঋতু অতি বিলম্বে আরম্ভ হইয়া অতি অল্প মাত্রায় ঋতুস্রাব হইয়া

থাকে। রোগিণীর যোনি বহির্দ্দেশ ও উরুদ্বয়ের মধ্যস্থল হাজিয়া যায়। বামদিকের ডিম্বাধার মধ্যে কেমন সড়সড় করে, ফুলিয়া উঠে এবং অত্যন্ত ব্যথা করে তথায় হাত দিলে অত্যন্ত টাটানি, ক্ষত চুলকানি অস্বস্তি ও খালিখালি বোধ বিদ্যমান থাকে। সে অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায় এবং এমনিভাবে তাহার শরীর রুগ্ন হইতে থাকে যেন সে ক্রমান্বয়ই ধ্বংসের দিকে দ্রুত চলিয়া যাইতেছে।

প্রদরস্রাব দড়ির ন্যায় লম্বা লম্বা চট্‌চটে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতকারী এবং স্ত্রীযন্ত্রে অত্যন্ত কুটকুট করে।

জননেন্দ্রিয়ের মুখে ক্ষত হইয়া উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয় এবং ক্ষতটা দিন দিন অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে; স্বামী-দোষ-অর্জ্জিত এই ক্ষতের জন্য রোগিণী জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করে। সাধারণতঃ এই সকল ক্ষত পারদাদির অপব্যবহার বা উপদংশ রোগের ফলে হইয়া থাকে।

জ্বর :—হিপারের শীতাবস্থা অত্যধিক; ইহার শীত বৈকাল ৬টা বা সন্ধ্যা ৭টার সময় আরম্ভ হয়, তাহার বাহিরের হাওয়ায় অত্যন্ত শীত করিতে থাকে, আবার ক্ষণে শীত ক্ষণে দাহ তাহার থাকে, রোগী সদা সর্ব্বদা গায়ে ঢাকা দিয়া শুইয়া থাকিতে ভালবাসে। রোগীর শীতাবস্থায় তাহার শরীরে আমবাত বাহির হয়, কিন্তু শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আমবাত কমিয়া যায়। **এপিস** রোগীর শীতাবস্থা যত কমিতে থাকে ততই তাহার শরীরে আমবাত বাহির হইতে আরম্ভ করে, **ইগ্নেসিয়ায়** জ্বরের সময় আমবাত বাহির হয় এবং **রাস্‌-টক্স** রোগীর আমবাত বাহির হয় ঘর্ম্মের সময়। হিপার রোগীর শীতের পরই জ্বর আরম্ভ হয় এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা পায়। জ্বরের সময় মুখে জ্বর ঠুঁটো বাহির হয়। হিপার রোগীর সমস্ত দিনরাত্রি-ব্যাপি ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এত ঘর্ম্ম হওয়া সত্ত্বেও তাহার কোন যন্ত্রণার শান্তি হয় না। ঘর্ম্ম হইতে টক গন্ধ বাহির হয়; রোগী সামান্য নড়াচড়া করিলেই কুল কুল করিয়া চট্‌চটে, ঠাণ্ডা, টক্ বা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। ঘর্ম্ম হইবার জন্য রোগীর শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। রোগীর জিহ্বায় ঘা থাকে।

চর্ম্মরোগ :—হিপার সাল্‌ফার রোগীর চর্ম্ম অত্যন্ত অসুস্থ তাহার পূঁজোৎপত্তির প্রবণতা অত্যধিক, সামান্য একটু আঁচড় লাগিলে বা কাটিয়া গেলে পাকিয়া পূঁজ না হইয়া কিছুতেই আরোগ্য হয় না। ইহার ঘা, দাদ বা অন্যান্য চর্ম্মরোগ হইতে পচা দুর্গন্ধ পনীরের ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। ঐ সকল চর্ম্মরোগের চতুর্দ্দিকে উদ্ভেদ অথবা পূঁজবটী নির্গত হয় এবং ঐ পূঁজবটীগুলি একত্রে মিলিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। **সাল্‌ফারের** সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে তবে সাল্‌ফার রোগীর হিপারের ন্যায় অত তীব্র বেদনা নাই ও স্পর্শদ্বেষও নাই, যত রোগ ততই তাহার আরাম বোধ। রোগী তাহার আক্রান্ত স্থান চুলকাইলে রক্ত বাহির হয় তথাপি তাহার চুলকানির বিরাম নাই হিপার রোগী আচড়ান সহ্য করিতে পারে না, অসহ্য বেদনা যেমন হয় সেইরূপ আচড়ান স্থান পাকিয়া পূঁজ পূর্ণ হইয়া থাকে।

হিপারের—চর্ম্মরোগের বৈশিষ্ট্য।

(১) চর্ম্মরোগের প্রবণতা অত্যন্ত বেশী। বাড়ীতে কাহারো চর্ম্মরোগ হইলে সাধারণতঃ হিপার ধাতুর যাহারা থাকিবে তাহাদেরও চর্ম্ম পীড়া হইবে।

(২) রোগীর যে কোন প্রকারের চর্ম্ম পীড়া হউক না কেন টাটানি বা স্পর্শ সহিষ্ণুতা অত্যধিক থাকিবে। কোন কোন রোগীর স্পর্শসহিষ্ণুতা এত বেশী যে চর্ম্ম পীড়া স্থানে কোনরূপ চোট লাগিলে রোগী মূর্চ্ছিতও হইয়া পড়ে।

৬)॰ হিপার রোগীর শুক্না জাতীয় চর্ম্ম পীড়া প্রায়ই থাকেনা সাধারণতঃ পুঁজ জন্মে, হিপারের পুঁজ প্রবণতা অত্যধিক ; ইহার পুঁজ অত্যন্ত ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত।

হ্রাস-বৃদ্ধি : আক্রান্ত স্থানে উত্তাপ লাগাইলে, সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখিলে বিশেষতঃ শীতের দিনে, মাথা ঢাকিয়া রাখিলে, স্যাঁতস্যাঁতে বাতাসে উপশম। শীতের দিনে, ঠাণ্ডায় অনাবৃত অবস্থায় ঠাণ্ডা জিনিস খাইলে বা পান করিলে আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে বা স্পর্শ করিলে এবং পারদের অপব্যবহারে রোগের বৃদ্ধি।

মোট কথা :—অত্যন্ত রস-প্রধান-ধাতু, স্বল্প ক্লেশ, পাতলা মুখশ্রী, শিথিল মাংসপেশী, খিট্‌খিটে কোপন স্বভাব, সর্ব্ব বিষয়ে ব্যস্ততা, চিত্তোন্মাদ, হত্যা-করিবার তীব্র-আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত স্পর্শদ্বেষ, বেদনা ও শীতে রোগের বৃদ্ধি শীতকালে ঘরের দরজা, জানালা এমন কি অপরাপর ছিদ্র পর্য্যন্ত বন্ধ করিবার আগ্রহ, চর্ম্মরোগ প্রবণতা, সামান্য কারণে বা আঁচড়ে আক্রান্ত স্থান পাকিয়া যায় ও পুঁজ জন্মে, অত্যন্ত বেদনা হয়, সামান্য আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সামান্য ঠাণ্ডায় সর্দ্দি জন্মে, কাসি হয়, কাসির তৃতীয় অবস্থায়, পারদের অপব্যবহার ও উপদংশ জনিত পীড়ায় নানাপ্রকার ফোড়া, ব্রণ, আঙ্গুলহাড়া-প্রবণতা, উপদংশের দোষ নষ্ট করা প্রভৃতি ইহার মোট কথা।

সম্বন্ধ :—**হিপার-সালফার** —উত্তাপে উপশম—আর্স, ক্যাল্‌কে, নাক্স ও সোরিণাম তুল্য ; স্পর্শকাতরতায়—অ্যান্টিম-ক্রুড, আর্ণিকা, ল্যাকেসিস, সিলিকা তুল্য ; সামান্য আঁচড়েই ক্ষতে পরিণতিতে—গ্র্যাফা, মার্কারি, সোরিণাম, সার্সা ও সাল্‌ফ তুল্য, শিশু কাসিবার সময় ক্রন্দন করে - আর্ণিকা, বেল তুল্য ; কাসির পর হাঁচিতে—বেল তুল্য ; গলার ভিতর মাছের কাঁটা আটকে আছে এই লক্ষণে—আর্জ্জে-নাই, অ্যাসিড-নাই ও ডাল্‌কা তুল্য ; দ্রুত পানাহারে—বেলেডোনা, ল্যাকেসিস, আর্জ্জ-নাই তুল্য, ঘুংড়ি কাসিতে—অ্যাকো, স্পঞ্জিয়া, অ্যান্টিম-টার্ট, আয়োড ও ব্রোমিয়াম তুল্য, টক্ গন্ধযুক্ত বাহ্যে—ক্যাল্‌কে, রিউম, ম্যাগ-কার্ব্ব তুল্য, কোষ্ঠবদ্ধতায়— অ্যালিউমিনাম, ব্রায়ো, নাক্স তুল্য ঔষধ।

শক্তি :—২x, ৩x, ৪x ৬x বিচূর্ণ। ৬, ৩০, ২০০, ১০০০ বা উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তি।

ফোঁড়াদি পাকাইতে ৩x, ৬x, ৬ ক্রম ব্যবহার্য্য, ফাটাইতে ৩০, ২০০ শক্তি উপযোগী।

পুরাতন পীড়ায় উচ্চ হইতে উচ্চতম শক্তি কার্য্যকরী। এই ঔষধটী বারংবার প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। যদি কোনরূপ সন্দেহ জন্মে তবে প্রথমেই উচ্চতর শক্তি প্রয়োগ না করিয়া ৩০ শক্তি প্রয়োগ করা ভাল, কিন্তু বারংবার প্রয়োগ করিবে না।

মন্তব্য :—কোমলাংশের উপঘাতে বা ক্ষতে ইহা ক্যালেণ্ডুলার অনুপূরক ঔষধ।

পারদ ও অন্যান্য ধাতুর রোগের বেলায় হিপার, আয়োডিন, আয়োডাইড অভ্ পটাস, মার্কারি এবং কড্‌লিভার অয়েলের কুফল নিবারণ করে। সোরাদোষজনিত চর্ম্মরোগে ইহা সালফার তুল্য ঔষধ।

হিপার-সালফিউরিস-কেলিনাম (Hepar Sulphuris Kalinum)

পরিচয় :—এই ঔষধ কার্ব্বনেট অব্ পটাস ও সাল্ফার মিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়। বিচূর্ণন পদ্ধতিতেই প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ব্যবহারস্থল :—এই ঔষধ প্লুরিসি রোগে, তরুণ ও পুরাতন মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ রোগে হিপার-সাল্ফার অপেক্ষা প্রস্রাব অধিক করাইয়া রোগ অতি দ্রুত আরোগ্য করাইয়া দেয়। **ডাঃ হেইনিগনিং এই ঔষধ্ নেফ্রাইটিস রোগে বহুবার ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন।**

শক্তি : ৩x, ৬x বিচূর্ণই বেশী ব্যবহৃত হয়।

হোয়াং-নান (Hoang Nan.)

ব্যবহারস্থল :—রোগী অত্যন্ত মাথা ঘূর্ণনের জন্য ক্লান্ত হইয়া পড়ে; পক্ষাঘাত, একজিমা (সাংঘাতিক জাতীয়), অত্যধিক গাত্র কণ্ডুয়ন, পুরাতন ক্ষত, **ক্যান্সার ও কুষ্ঠ এবং সর্প দংশনের** শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মানব শরীরে যে সকল স্থানে গ্রন্থিগুলি আছে সেই সকল স্থানের অত্যধিক চুলকানিযুক্ত একজিমা রোগে ইহা বস্তুতঃ উত্তম ঔষধ।

স্ফোটক ও কার্ব্বাঙ্কলের প্রদাহ এই ঔষধ দ্বারা উপশম হয়, ধাতুগত উপদংশ রোগ, ক্যান্সার প্রভৃতি পীড়ায় উত্তম কার্য্য করে।

কুষ্ঠপীড়ায় ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই উপশম লাভ করে, রোগীর বল বৃদ্ধি পায়, স্পর্শশক্তির অভাব দূরীভূত হইয়া তাহার স্পর্শজ্ঞান জন্মায়। কুষ্ঠরোগে এই ঔষধ্ সেবন করিতে দিলে রোগীর চর্ম্মোৎপত্তির সূচনা জন্মে। কুষ্ঠরোগীকে ইহার ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা মাত্রায় মাদার-টিংচার ব্যবস্থা করিবে—এরূপভাবে রোজ ২।৩ বার ব্যবহার্য্য।

ভয়ানক বিষধর সর্পের দংশন ইহা দ্বারা প্রশমিত হয় বলিয়া কেহ কেহ ব্যক্ত করেন।

শক্তি :—মাদার-টিংচার ও নিম্নশক্তি।

হ্যামামেলিস (Hamamelis Virginica.)

পরিচয় :—ইহার অপর নাম উইচ হ্যাজেল। এই জাতীয় গাছ ক্যানাডা ও আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটে জন্মে। অ্যালোপ্যাথিক হজিলিনও এই গাছের রস হইতে তৈরী হয়। হোমিওপ্যাথিক মাদার টিংচার তৈরী করিতে হইলে এই গাছের তাজা ছোট ছোট শাখা ও মূল হইতে তৈরী করিতে হয়।

ব্যবহারস্থল :—নানাপ্রকারের রক্তস্রাব, অণ্ডকোষ প্রদাহ, ক্ষত, জরায়ুর পীড়া, রক্তস্রাবী বসন্ত, পাকাশয়ের ক্ষত, রক্ত প্রস্রাব, রক্তাক্ত বা রক্ত বমন, অর্শ, আঘাত পাওয়া, আঘাতের পর কালশিরা পড়া, ক্যান্সার হইতে রক্তস্রাব, প্রদর প্রভৃতি পীড়ায় উপযোগী ঔষধ।

ক্রিয়াস্থল :—শরীরের নানাস্থান হইতে ভেনাস বা শৈরিক রক্তস্রাবই ইহার ক্রিয়াস্থল অর্থাৎ নাসিকা, ফুসফুস, জরায়ু ও মূত্রস্থলী ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাবই ইহার বিশিষ্টতা।

নাসিকার রোগ :—রোগীর নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং রক্তস্রাব অনেকদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, রক্ত হয় ঘোর লালবর্ণের হইবে না হয় বা কাল্চে লালবর্ণের অর্থাৎ ইহার যাবতীয় রক্তস্রাবের রক্ত শিরোদগত (শিরা হইতে রক্তস্রাব)। রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের পূর্ব্বে রোগীর মাথার তীব্র যন্ত্রণা হইবে এবং নাসিকা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ রক্তপাতের পর মাথার যন্ত্রণার শান্তি হয়। **মেলিলোটাস** রোগীর নাসিকা হইতে রক্তপাতের পূর্ব্বে মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠে এবং নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তপাতের পর মাথাব্যথার শান্তি হয়। রোগীর নাসারন্ধ্র হইতে শুষ্ক চটা বাহির হয় এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইয়া নাসারন্ধ্র হইতে জলের ন্যায় ত্বক ক্ষয়কারী ও জ্বালাজনক শ্লেষ্মাস্রাব হইতে থাকে।

রক্তস্রাব :—পূর্ব্বেই আমরা ব্যক্ত করিয়াছি যে হ্যামামেলিস নানাবিধ রক্তস্রাবের উপযোগী ঔষধ। যখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে তখনই দেখিবে যে ইহার রক্তস্রাব কিরূপ? যে স্থান হইতে রক্তস্রাব হয় সেই স্থান টাটায় কি? উহা অল্প অল্প করিয়া নির্গত হইতেছে কি? রক্ত ঘোর লালবর্ণের না কাল্চে লালবর্ণের; ইত্যাদি দেখিয়া তবে হ্যামামেলিস প্রয়োগ করিবে। যখনই ইহার রক্তস্রাবের রোগী দেখিবে তখনই মনে রাখিবে সে **রক্তস্রাব শৈরিক**। হ্যামামেলিসের রক্তস্রাবের পূর্ব্বে রোগীর মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হইতে থাকে ইহা আমরা নাসিকা রোগ অধ্যায়ে বলিয়াছি। রক্তস্রাব হইবার ফলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

বেলেডোনাও রক্তস্রাবের একটী উত্তম ঔষধ। ইহার রক্তস্রাব লাল টক্টকে এবং অত্যন্ত গরম, যখন রক্তস্রাব হয় তখন রোগী বুঝিতে পারে যে গরম গরম পদার্থ নির্গত হইতেছে, রক্ত নীচে পড়িবাই জমাট বাঁধিয়া যায় কিন্তু হ্যামামেলিসের রক্ত জমাট বাঁধে না, এবং ইহার রক্তস্রাব বেলের ন্যায় লাল টক্টকে নহে বরং কাল্চে, হ্যামামেলিসের ন্যায় **মিলিফোলিয়ামও** রক্তস্রাবের একটী মূল্যবান ঔষধ ইহাও সকল স্থানের রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হয়, ইহার রক্তস্রাবও উজ্জ্বল লাল, প্রচুর এবং বেদনাশূন্য, হ্যামামেলিসের রক্তস্রাব পরিমাণে কম এবং টাটান ব্যথাযুক্ত, কখনও বিনা বাধায় ও সহজ ভাবেই রক্ত পড়িতে থাকে। **টি্লিয়াম** ইহার রক্তস্রাব সাধারণতঃ জরায়ুরই বেশী হয় ইহার রক্ত অনেকটা হ্যামামেলিসের ন্যায় কাল্চে, যে সকল রমণীদের প্রায়ই প্রসব হইবার সময় রক্তস্রাব হয় তাহাদের ক্ষেত্রেই ইহা ব্যবহার্য্য। **চায়নাও** রক্তস্রাবের একটী উত্তম ঔষধ ইহার রক্তস্রাব এত প্রচুর হয় যে রোগীকে দুর্ব্বল ও অবসন্ন করিয়া দেয় ইহার রক্তও কাল্চে ও চাপ্ চাপ্।

গর্ভস্রাব :—গর্ভস্রাবের পরও যদি রক্তস্রাব হয় এবং রক্তস্রাবের সময় যদি পেটে ভয়ানক টাটান ব্যথা ও থ্যাৎলান ব্যথা থাকে তাহা হইলে হ্যামামেলিস আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়ই প্রয়োগ করা চলে।

ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া অপর কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে বিশেষতঃ পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব হইলে হ্যামামেলিস ও **অস্টিলেগো** উপযুক্ত ঔষধ, আবার ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যদি কাসির সহিত রক্ত পড়ে তবে **পাল্সেটিলা** ব্যবহার্য্য, **ফস্ফোরাসের** লক্ষণ পাইলে ফস্ফোরাস ব্যবহার্য্য।

ডিম্বাধারের প্রদাহ—আঘাতাদির ফলে রোগিণীর তলপেটে এত সাংঘাতিক ব্যথা হয় এবং রোগিণীর তলপেট এত বেশী টাটিয়ে উঠে যে রোগিণী তাহাতে হাত পর্য্যন্ত দিতে দেয় না—এরূপ ব্যথা প্রায় ঋতুর সময়ই বেশী হয়। **জরায়ু হইতে রক্তস্রাব,** ইহার রক্তস্রাব শৈরিক ইহা আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি—কোন প্রকার গাড়ী করিয়া বেড়াইবার ফলে বা উঁচু নীচু স্থানে বেড়াইবার জন্য যদি রোগিণীর পাছার নিম্নদিকে কেহ টানিতেছে এরূপ বেদনা হয়—এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্ববর্ণিতরূপ বেদনা হইতে থাকে তবে হ্যামামেলিস ব্যবহার্য্য।

শিরা প্রসারণ রোগ বা ভেরিকোসিস রোগে হ্যামামেলিস আমাদের একটী অতি মূল্যবান ও অমোঘ ঔষধ। গর্ভাবস্থায় পেটের শিরার প্রসারণ হইবার জন্য এত টাটানি ব্যথা হয় যে সামান্য নড়িতে চড়িতে ও নিশ্বাস ফেলিতেও সেখানে ব্যথা ও টাটানি অনুভূত হয়; জঙ্ঘার শিরার প্রসারণেও ইহা উত্তম ঔষধ ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ বিধি আছে। ভেরিকোসিস বা শুক্রবাহী শিরার প্রসারণ ও সারকোসিস বা অণ্ডকোষের শিরার প্রসারণ রোগেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। বাতগ্রস্ত বা গেঁটেবাত রোগীদিগের গলার শিরার প্রসারণ রোগেও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। এই রোগে রোগীর গলার শিরা ঈষৎ নীলবর্ণের হইয়া প্রসারিত হয়। গিলিতে তাহার অত্যন্ত কষ্টবোধ এবং কাসির সহিত রক্ত নিঃসরণে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

ভেরিকোসিস রোগে—১ ভাগ হ্যামামেলিসের টিংচার ও ৬ ভাগ জল একত্র মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থানে পটি বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে এবং আভ্যন্তরীণ এই—ঔষধ সেবন করিতে দিলে খুব শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে।

অর্শরোগ :—হ্যামামেলিসের অর্শ রোগে রোগীর কাল্‌চে বর্ণের প্রচুর রক্তস্রাব হয়। ইহার বলীগুলি লালবর্ণের, গুহ্যদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা করে এবং ফেটে যাইবার মত হয়। ইহা বাহ্য বলির পক্ষে উত্তম ঔষধ। এক সময় এই ঔষধ অর্শ রোগে অব্যর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইত কিন্তু যে কোন পীড়াই হউক না কেন উপযুক্ত লক্ষণসহ যদি এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় তবে ফল অবশ্যম্ভাবী।

রক্তোৎকাসি হইয়া রোগীর কণ্ঠ মধ্যে ও বক্ষঃ মধ্যে পিট্ পিট্ করিয়া কাসি হয়। রোগী তাহার মুখে গন্ধক বা রক্তের স্বাদ অনুভব করে। তাহার গলার শিরা দিয়া আপনা হইতে রক্ত বাহির হইয়া গলার ভিতর জমে এবং কাসিবার সময় অতি সহজেই উহা উঠিয়া যায় রোগীর প্রতি মাসে এইরূপ রক্তমিশ্রিত গয়ার উঠে, সময় সময় এইরূপ রক্ত উঠা দুই চারি বৎসরও বিদ্যমান থাকে। রক্তোৎকাসি হইবার পূর্ব্বে রোগীর মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং বুকে বেদনা ও টাটানি বিদ্যমান থাকে। রক্তোৎকাসির ফলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

বৃদ্ধি :—নড়িলে বা মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম করিলে, বৃষ্টির দিনে এবং গরম স্যাঁতস্যাঁতে বায়ুতে, স্পর্শ করিলে, দিনের বেলা ও বিশ্রামের সময় বৃদ্ধি। রাত্রে রক্তস্রাব প্রায়ই থাকে না।

চক্ষুর রক্তস্রাব নিরাময় করিবার জন্য "হ্যামামেলিস" ক্যালেণ্ডুলা ও আর্ণিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শক্তি ::—মূল অরিষ্ট ৩, ৬, ১২, ৩০ শক্তি।

হোয়িটসিয়া (Hoitsia.)

ব্যবহারস্থল :—ইহার ক্রিয়া অনেকটা বেলেডোনা সদৃশ। এই ঔষধ স্কারলিটিনার উদ্ভেদ, হাম, আমবাত প্রভৃতি পীড়কা-সম্ভূত জ্বরে, উচ্চজ্বরের ক্ষেত্রে যদি শুষ্ক মুখ ও গলা, চোখ মুখ লালাভ পাওয়া যায় সেই সঙ্গে বিকারাদি থাকে তবে ব্যবহার্য্য। নিম্নশক্তিই কার্য্যকরী।

হিরাক্লিয়াম (Heraclium.)

ব্যবহারস্থল :—মোটা ব্যক্তিদিগের মস্তকে যদি অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় এবং অত্যন্ত চুলকায় তবে এই ঔষধ প্রযোগ করা যায়।

তুলনামূলক

মেটিরিয়া মেডিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

(চিকিৎসা-প্রদর্শিকা)

এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
ইকনমিক ফার্ম্মেসী
৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

চিকিৎসা-প্রদর্শিকা

Clinical Index.

অগ্নিদাহ—আগুনে পুড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে ক্যান্থারিস θ, ৩, ৬, সেবন করিতে দিবে এবং উক্ত ঔষধের বাহ্যিক θ ১ ড্রাম ৪ আউন্স জলপাই তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইয়া বাঁধিয়া দিবে। জলপাই তৈল না থাকিলে বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল বা **তিল তৈল** (অনেকে "তিল তৈল"ই ভাল বলেন) সহযোগে ব্যবহার করা চলে। বাইওকেমিক ফেরাম-ফস্ ৩x, সেবন করিতে দেওয়া ও বাহ্যিক x লাগাইলে ভাল ফল পাওয়া যায়। শুষ্ক কলাপাতা জলে ভিজাইয়া চন্দনের ন্যায় বাটিয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা কমিয়া যায় এবং ঐ স্থানে ফোস্কা পড়ে না। আগুনে কিম্বা গরম তৈলাদিতে পুড়িয়া গেলে তথায় ফটকিরি চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে উপকার দর্শে। যে ভাবেই শরীরের যে অংশ পুড়ুক না কেন যদি তৎক্ষণাৎ কাগজিলেবু বা পাতিলেবুর রস দগ্ধ স্থানে দেওয়া যায় তবে উপকার দর্শে। পোড়া ঘা অ্যাকো, আর্ণিকা, **আর্টিকা-ইউরে, আর্স, অ্যাসিড-কার্ব্বলিক, ক্যান্থ, ক্যালেণ্ডুলা,** কফিয়া, **কার্ব্বো-অ্যানি,** কার্ব্বো-ভেজ, **কষ্টিকাম,** ক্যামো, হিপার, হ্যামামে, ইগ্নেসিয়া, **ক্রিয়োজো,** ল্যাকেসি, **রাস-টক্স, নেট্রাম-কার্ব্ব,** আগুনে পুড়িয়া ক্ষত হইলে আর্টিকা-ইউরেন্স, রাস-টক্স ও অ্যাসিড কার্ব্বলিক বিশেষ উপযোগী। ক্ষত হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হইলে কার্ব্বলিক-অ্যাসিড ৩x কয়েক ফোঁটা অলিভ-অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘায়ের উপর প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

অজীর্ণ—এবিস-নাই, এবিস-ক্যান্, এবসিন্থ, অ্যাসিড অ্যাসেটিক, **ইথুজা,** অ্যালুমিনা, অ্যাম্ব্রাগ্রেসিয়া, অ্যাগারি, **অ্যানাকার্ড,** অ্যালষাম, **অ্যান্টিম-ক্রুড, আর্জ্জে-নাই, আর্সেনিকাম,** অ্যাসারাম, অ্যাসাফি, অ্যাস্কেপি, ব্যাপ্‌টে, **বিস্মাথ,** ব্রাই, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যাল্‌কে-ফস্, অ্যাসিড-কার্ব্বলিক, ক্যাপ্‌সি, কার্ব্বো-অ্যানি, **কার্ব্বো-ভেজ,** কার্ব্বনিয়াম-সাল্‌ফ, কষ্টিকাম, **ক্যামো,** কার্ডুয়াস, **চেলিডোনিয়াম, চায়না,** চিনিনাম-সাল্‌ফ, **ককুলাস,** কল্‌চি, কোনায়াম, ক্রোটেলাস, সাইক্লে, **ডাইওস, ফেরাম-ফস্,** অ্যাসিড-ফ্লোরিক, গ্যাম্ব, গ্রাফাই, হিপার, **হাইড্রাষ্টিস, ইগ্নেসিয়া, আইয়োডিয়ম, ইপিকাক,** কেলি-বাই, কেলি-ব্রোম, কেলি-আয়োড, ক্রিয়োজোট, ল্যাক, ল্যাকটিক-অ্যাসি, **লাইকো,** লিথি, লোবেলি, **ম্যাগ-কার্ব্ব,** মার্ক-কর, মার্ক-সল্, নেট্রাম-আর্স, **নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নেট্রাম-ফস্,** নাক্স-মস্কেটা, **নাক্স-ভমিকা,** পেট্রো, ফস, **অ্যাসিড-ফস,** পডোফাই, **পাল্‌সেটিলা,** টিলিয়া, **সোরিণাম, রোবেনিয়া,** স্কাস্থু, সিপিয়া, **সাল্‌ফার, অ্যাসিড-সাল্‌ফ, অ্যাসিড-সেলিসাই,** সাইলি, ট্যাবেকাম, থুজা, জিঙ্কাম, ভেরেট্রাম-অ্যাব, বেলিস-পেরেনিস, ফেরাম-পিক লিথিয়াম-কার্ব্ব, অ্যাসিড-মিউর, অ্যাল্‌ষ্টোনিয়া। **অ্যালকোহল বা সুরাসার** পানের পর অজীর্ণ হইলে—কার্ব্বো-ভেজ, নাক্স-ভমিকা, ইপিকাক, পাল্‌সেটিলা ঔষধ। **তামাক সেবন করিবার** ফলে হইলে—কৰ্কিউ, ইপি, ইগ্নে, মার্কারি, নাক্স-ভমিকা, পাল্‌সেটিলা। **অন্নাদি** খাইবার পর অজীর্ণ রোগে—আর্সেনিক,

কার্ব্বো-ভেজ, হিপার। **শরীর গরম হইয়া অজীর্ণ হইলে**—ব্রাইয়োনিয়া, অ্যান্টিম-ক্রুড, সাইলি। **ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে**—আর্স, বেল, কফিউ, ব্যবহার্য্য ঔষধ।

অবসাদ বায়ুগ্রস্তদিগের অজীর্ণ রোগে—নাক্স-ভমিকা, নেট্রাম-কার্ব্ব, সাল্ফার, ষ্ট্যাফেসা, কোনায়াম, ভেরেট্রাম, ক্যাল্কেরিয়া।

অব্যায়ামী অলস প্রকৃতির লোকদিগের অর্থাৎ যাহারা বসিয়া বসিয়া দিন কাটায় তাহাদের অজীর্ণ রোগে—নাক্স-ভমিকা, সাল্ফার।

অমিতাচারের পর অজীর্ণ হইলে—নাক্স-ভমিকা, অ্যাসিড-ফস, সাল্ফ, ক্যাল্কেরিয়া।

কফিপায়ীদিগের অজীর্ণে—নাক্স-ভমিকা, ইগ্নে, কফিউ, পাল্সেটিলা, ক্যামোমিলা।

কুইনাইন সেবনের পর অজীর্ণ রোগে—ইপিকাক, আর্স, নাক্স, কার্ব্বো-ভেজ, পাল্সে, চিনিনাম-সাল্ফ, চায়না।

উপঘাতাদির পর অজীর্ণ রোগে—আর্ণিকা, রাস-টক্স, ব্রাই, নেট্রাম-সাল্ফ, কার্ব্বো-ভেজ, জিঙ্কাম-ফস।

চা পানের পর অজীর্ণ রোগে—থুজা, থিয়া, ফেরাম।

শিশুদিগের অজীর্ণ রোগে—অ্যান্টিম-ক্রুড, ব্যারাইট, ক্যামো, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, আয়োড, লাইকো, নাক্স-ভমিকা, পাল্সে, সাল্ফার, ক্যাল্কে-ফস, ব্যারাইটা-কার্ব্ব।

বৃদ্ধদিগের অজীর্ণ রোগে—অ্যান্টি-ক্রুড, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজ, লাইকো, নাক্স-ভমিকা, চায়না, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-কার্ব্ব, সাইলি।

গর্ভবতীর অজীর্ণ রোগে—আর্স, কোনায়াম, ফেরাম, ইপিকাক, ইগ্নে, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, ম্যাগ-মিউর, নাক্স-মস্কেটা, পেট্রোল, নেট্রাম-কার্ব্ব, ফস্ফোরাস, সিপিয়া।

অরুচি—ডিমে অরুচি—ফেরাম।

অম্লদ্রব্য „ —ফেরাম, সাল্ফ, বেলা, কফিউ।

„ অম্লে—কফিউ, পাল্সেটিলা।

„ আচারে—ফস্ফোরাস, আর্সেনিক।

„ গরম খাদ্যদ্রব্যে—সিপি, ইগ্নে, বেল্, ক্যাল্কে, লাইকো, গ্র্যাফাই।

„ অত্যন্ত গরম খাদ্যদ্রব্য পানাহারে অসমর্থ—ফেরাম।

„ কফীতে—নাক্স-ভমিকা, নেট্রাম-কার্ব্ব, রাস্, ব্রাই, নেট্র-মি, বেল্।

„ গোল আলুতে—থুজা।

„ ঝোলে—রাস, ক্যামো, আর্ণিকা।

„ তরকারিতে—ম্যাগ-কার্ব্ব, হেলোনিয়াস।

„ দুগ্ধে—ইগ্নে, সিপিয়া, সাইলি, নেট্র-কার্ব্ব, ক্যাল্কে, বেল্, ব্রাই, সিনা, সাল্ফার, পাল্সে, কার্ব্বো-ভেজ।

„ মাতৃ দুগ্ধে—মার্কারি, সিপি, সিনা।

„ ধূমপানে—পাল্সে, ইগ্নে, আর্স, ক্যাল্কে, নাক্স-ভমিকা, নাক্স-ম, কার্ব্বো-ভেজ।

„ নস্যে—স্পাইজে।

অরুচি—পনীরে—চেলি, ওলিয়াণ্ডা।
" পানীয় দ্রব্যে—ইগ্নে, কুপ্রাম, ষ্ট্র্যামো, ফাইও, বেল্, ক্যাম্ফা, নাক্স, নেট্রাম-মিউর, ল্যাকে, মার্কারি, চিনিনাম।
" বিয়ারে—চিনিনাম, নাক্স, স্পাঙ্গু, বেল্, ক্যামো।
" ব্রাণ্ডি পানে—ইগ্নেসিয়া।
" মাছে—গ্র্যাফা, জিঙ্কাম।
" মাংসে—অ্যাসিড-মিউর, অ্যাসিড-নাই, পাল্স, সাল্ফ, সিপি, কার্বো, লাইকো, ইগ্নে, সাইলি, রাস্-টক্স, পেট্রোল, স্পাবাড, মার্কারি।
" মিষ্ট দ্রব্যে—কষ্টি, সাল্ফ, সিনা, গ্র্যাফা।
" রুটিতে—নেট্রাম-মিউর, কেলি-কার্ব, সাল্ফ, পাল্স, চিনি-সাল্ফ, ফস্-অ্যা, লাইকো, রাস্-টক্স।
" রুটি ও মাখনে—স্পাঙ্গুই, সাইক্লে।
" শীতল দ্রব্যে—সাইক্লেমেন।
" " জলে—ষ্ট্র্যামোনি, বেল, চিনিনাম, নাক্স-ভমিকা।
" শূকরের মাংসে—কল্চিকাম।
" মদ্যপানে—ল্যাকে, ইগ্নে।

অঞ্জনী—পাল্স, ষ্ট্যাফি, কোনা, ফেরাম, সিমিসি, গ্র্যাফা, সিপি, রাস্, কষ্টি, ফসফোরাস, লাইকো, ষ্ট্যানাম, ইউরেনি-নাইট্রি, হিপার।
" উপরের পাতায়—কষ্টি, ষ্ট্যাফি, অ্যালুমি, মার্কারি, সাল্ফ।
" নীচের পাতায়—ফস্, পাল্স, রাস, সিমিসি।
" চোখের কোণে—গ্র্যাফাই, সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর।
" চোখের ডানদিকে হইলে—ক্যাল্কেরিয়া, নেট্রাম-মিউর।
" বারংবার হইলে—ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া, গ্র্যাফাই, সাল্ফার।
" ক্রমাগত চোখের পাতায় হয়, পাকে ও ক্ষত হয়—ক্যাল্কেরিয়া-পিক্রেটাম, সাইলি, ষ্ট্যাফি।
" মুক্তবায়ুতে বৃদ্ধি—ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব, লাইকো, পাল্সে, সিলি, অ্যাসা, বেলেডোনা।

অণ্ডকোষের প্রদাহ—অরাম, অ্যাকো, আর্ণিকা, আর্স, আর্জেন্ট, বেলেডোনা, মার্ক-সল, ক্লিমেটিস, কোনায়াম, চায়না, কেলি-আয়োড, পাল্স, নেট্রাম, অ্যাসিড-নাই, নাক্স, প্লাম্বাম, ফাইটো, মার্কারি, লাইকো, রাস্-টক্স, রডো, স্পঞ্জিয়া, হ্যামা, থুজা, সাইলি, ব্রোমিয়াম, ক্যালেডি, ক্যাল্কে-ফ্লোর, অ্যানিলিনাম, ইউফর্বিনাম, কার্বো-অ্যানি, সার্সা, মার্ক-আয়োড-রুব, অ্যাসিড-অক্জ্যালিক, অ্যাসিড-ফ্লোর, টুসিলেগো, হাইড্রোকোটাইল।
" ব্যথা—সিপি, রডো, অ্যাসিড-ফস, স্পঞ্জিয়া, নেট্রাম-কার্ব, জিঙ্ক, অ্যামন-কার্ব, ফস্, সেলে, সিলিসিয়া।
" তরুণ পীড়া—অ্যাকো, ফেরাম-ফস, বেলেডোনা, এপিস, জেল্স, ব্রাই, হ্যামামেলিস।
" স্ফীতি—ক্লিমে, পাল্সে, হ্যামা, অরাম, আইও, রডো, ডিজি, জিঙ্কাম, কোনা, স্পঞ্জি, মার্ক, নাই, চায়না, কেলি-কা, ষ্ট্যাফা, নেট্রাম-কা, আর্ণিকা, অ্যাসি-নাইট্রি, বোরাক্স।

অণ্ডকোষের প্রদাহ—প্রমেহজনিত হইলে—মার্ক, পাল্‌সে, ক্লিমে, নাই-অ্যা, রডো, থুজা, স্পঞ্জিয়া, থুজা।

উপঘাতজনিত হইলে—আর্ণি, রুটা, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, হ্যামা, পাল্‌সে, কোনা, জিঙ্কাম, অ্যাগ্‌নাস।

„ ক্ষয়প্রাপ্তি রোগে—কেলি-আয়োড, আয়োড, অ্যাগ্‌নাস, কষ্টি, ক্যাপ, জিঙ্ক।

অণ্ড উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইলে—নাই-অ্যা, সাল্‌ফ, চায়না, ক্যাল্‌কে, পাল্‌সে।

অণ্ডকোষ শক্ত হইলে—ক্লিমে, রডো, অ্যাগ্‌নাস, অরাম, মার্ক, হ্যামা, কার্ব্বো-অ্যানি, স্পঞ্জিয়া, আয়োড, সাল্‌ফ, কোনা।

অণ্ডকোষে জল সঞ্চয়—এপিস, আর্ণিকা, আয়োড, **ক্যাল্‌কে-ফ্লোর**, গ্র্যাফাইট, পাল্‌সে, **রডোডে, ডিজিটে**, নাক্স-ভমিকা, স্পঞ্জিয়া, সাইলি, সাল্‌ফার, হিপার, হেলিবোরাস, **হাইড্রোফো**, সোবাইনাম, **এম্পিলোপ্সিস** (Ampelopsis), হাইড্রোকোটাইল।

অণ্ডকোষ ঝুলিয়া আছে—অ্যাসি-নাই, সাল্‌ফ, চায়না, ক্যাল্‌কে, পাল্‌সে।

„ যথাস্থানে **নামে না**—থাইরয়ডিন।

„ কুঞ্চিত আছে—হাইড্রোফো।

„ ঘূর্ণন করিতেছে অনুভব—স্ট্যাবা, ব্রাইও, বোবাক্স, সিনা, আর্স, ল্যাকে।

অন্ত্রবৃদ্ধি—ইস্কিউ, অ্যালিউ, অ্যামন-কার্ব্ব, অরাম, **ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব** ক্যাল্‌কে-ফস্‌, **ককিউ**, কোলিন, আইরিস, ক্যাষ্ট, **লাইকো**, ম্যাগ-কার্ব্ব, **নক্স-ভমিকা**, অ্যাসিড-অক্‌জ্যা, পেট্রো, ফস্‌ফো, পিক্‌রো-টক্সিন, সাইলি, অ্যাসিড-সাল্‌ফ, ভেরেট্র-অ্যাল্ব, প্লাম্বাম, কার্ব্বো-অ্যানি, জেল্‌সি, অ্যাকো।

ইনকারসারেটেড হার্ণিয়া—লোবেলিয়া-ইনফ্ল্যাটা, মিলিফো, **নাক্স-ভমিকা**, সাইলি, ওপি, প্লাম্বাম।

শিশুর অন্ত্রবৃদ্ধি—ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, লাইকো, অ্যাসি-নাই, **নক্স-ভমিকা**, সাইলি, সাল্‌ফ।

অণ্ডকোষের হার্ণিয়া বা স্ক্রোট্যাল হার্ণিয়া—ম্যাগ্‌নে-মিউর।

আম্বালিক্যাল-হার্ণিয়া বা শিশুর নাভিকূপের হার্ণিয়া, দেশীয় ভাষায় **"গোঁড়"—ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ককিউ, নাক্স-ভমিকা**, প্লাম্বাম।

অন্ত্র-প্রদাহ—অ্যাকো, অ্যান্টিম-ক্রুড, এপিস, আর্ণি, অরাম, বেলাডো, ব্যাপ্টে, বার্ব্বারি, ব্রায়ো, চায়না, ক্যামো, কল্‌চি, কলোসি, হায়োসে, ইপিকা, আইরিস, ল্যাকেসি, মার্কারি, নক্স-ভমি, পডো, রাস-টক্স, সাল্‌ফ, ভেরেট্রাম।

অন্ত্রাবরোধ বা অবস্ট্রাক্সন অভ দি ইনটেষ্টাইন—অ্যাকো, অ্যাট্রপিন, বেলা, কল্‌চি, কলিন, মার্ক-কর, **নক্স-ভম, ওপিয়াম, প্লাম্বাম**।

অন্ত্রাবরক-ঝিল্লী প্রদাহ (পেরিটোনাইটিস)—অ্যাকো, আর্স, **বেলা, ব্যাপ্টে, মার্ক-কর**।

তরুণ—**অ্যাকো**, আর্স, **বেলা**, ব্যাপ্টি, মার্ক-কর।

পুরাতন—ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে-ফস, ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগের পর আশোষণ কার্য্যের সহায়তার জন্ত—অ্যান্টিম-টা, আর্স, আর্স-আয়োড, চায়না, চিনি-আর্স, আয়োড, মার্ক-কর, সাইলি, সাল্‌ফর ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার্য্য।

অন্ত্রের টিউবারকিউলোসিস বা গুটিকারোগ—আর্স, **আর্স-আয়োড**, **ক্যাল্কে-আয়োড**, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ফস্, **কার্ব্বো-ভেজ**, কষ্টি, হিপার, **আয়োড**, ল্যাকেসিস, মার্কারি, **অ্যাসিড-নাই**, **ফস্ফো**, পাল্স, সাইলি, সাল্ফার, **টিউবার-কিউলিনাম**, সোরিনাম।

অণ্ডলাল-মূত্র বা অ্যাল্বিউমিনুরিয়া—অ্যান্টিফেব্রিন, অ্যাডোনিস-ভার্নালিস, অ্যামন-বেঞ্জ, **এপিস**, **আর্স**, অরাম-মিউর, **বার্ব্বারিস-ভাল্**, ক্যাল্কে-আর্স, **ক্যানাবি-স্যাট**, **ক্যান্থা**, অ্যাসি-কার্ব্ব, **কল্চি**, কুপ্রাম-অ্যাসিটি, **কোপেবা**, ডিজি, **ইকুই**, ইউওনিম (Euonym), ইউপে-পার্প, ফেরাম-আর্স, ফেরাম-পিক, গ্লোনয়েন, **হেলিবো**, কেলি-ক্লোর, **ক্যাল্মি**, ল্যাকে, **লিথিয়াম-কার্ব্ব**, **লাইকো**, মার্ক-কর, মার্ক-সাধা, মেথিলিন-সেলিসাইল (Methylene Salicyl), অ্যাসিড-মিউর, **অ্যাসিড-নাইট্রি**, ওসিমাম, ওসমি, **অ্যাসি-ফস্**, **ফস্**, **প্লাম্বাম**, প্লাম্বাম-মেট, স্যাবাডি, **স্কিল**, সিকেলি, সাইলি, ষ্ট্রোফে, **টেরিবি**, থাইরই, **ইউরেনিয়াম-নাইট্রি**, ভিসকাম্-অ্যাল্ব, **এপোসাই**, **আর্জেণ্ট**, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, চিমাফিলা, চায়না, কলোসিন্থ, ক্রোটেলাস, হিপার, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-আয়োড, কেলি-ফস, ক্রিয়োজোট, মিনিয়ান্থিস, মাইরিকা, ওপিয়াম, রস-টক্স, **সাল্ফার**।

গর্ভাবস্থায় প্রস্রাবে অণ্ডলালা—**এপিস**, অ্যামন-কার্ব্ব, আর্স, বেলাডো, **বেঞ্জয়িক-অ্যা**, ব্রহিয়ো, **বার্ব্বারিস**, **ক্যান্থারিস**, চায়না, ডিজি, হেলিবো, কেলি-কার্ব্ব, **ল্যাথাইরাস**, মার্কারি, ফস্ফো, রস-টক্স, ম্যাজিলেনা, সিপি, সালফ, **টেরিবিন্থ**, কুপ্রাম-আর্স, আইরিডিয়াম, থ্লাস্পী, কেলি-ক্লোর, থাইরয়ড্, **ক্যাল্মি**।

অতি-মূত্র—অ্যাসেটিক-অ্যাসি, অ্যাকো, অ্যাল্ফ্যাল, অ্যামন-অ্যাসেট্, (সর্শকরা) অ্যাপোসাই, আর্জে-মেট, আর্জে-মিউর, বেলাডো, ব্রাইয়ো, কাহিনকা (cahinca), ক্যানা-ইন্, কষ্টি, সেপা, চিওন্থান, সিনা, কনভা, ডাল্কা, ইকিউ, ইউ-পার্প, ফেরাম-মি, ফেরাম-না, জেল্স, গ্লিসারিন, গ্লোনইন, ন্যাফালি, গুয়াকো, হেলি, হেলো, হগ্রে, কেলি-কা, কেলি-আয়ড, কেলি-নাই, ক্রিয়োজোট্, অ্যাসিড-ল্যাক, লেডাম, লিলি-টাই, লিথি-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক-কর, মস্কাস, মিউরেক্স, নেট্রাম-মি, সাল্ফ, নাক্স-ভম, ওলিয়াম-অ্যানিমেল, অক্সাইট্রপিস, অ্যাসিড-ফস, ফস্ফো, পিকরিক-অ্যাসি, প্লাটিনা, পাল্সে, রাস-অ্যারো, স্যামবি, স্যাঙ্গিউ, স্কিলা, সিনা, ষ্ট্যাফেসি, সাল, ট্যারাক্সে, টেরিবিন্থ, থাইমল থাইরয়ডিন্, ইউরেনি, ভেরেট্রাম-ভিরি, সাইলি, ন্যাক-ডিক্লো ইত্যাদি।

অতি অল্প মূত্র বা মূত্রকৃচ্ছ্র—**অ্যাকো**, অ্যালিউ, অ্যান্টিম-টা, **এপিস**, অ্যালো, আর্জে-নাই, **আর্ণিকা**, আর্স, বেল, **বেঞ্জ-অ্যাসি**, **ক্যাম্ফর**, **ক্যানা-ইন**, **ক্যানা-স্যা**, **ক্যান্থা**, **ক্যাপ্সি**, ক্যাল্কে, কষ্টি, চিমাফি, **ক্লিমে**, ককিউ, **কোনা**, কোপেবা, কিউকারবিটা, **ডিজি**, ডালকা, ইপিজিয়া, **ইকুইজি**, **ইউপে-পার্প**, ফেরাম-ফস, হিপার, হাইয়ো, লিথিয়া-কার্ব্ব, **লাইকো**, মার্ক-কর, মফিয়া, মিউ-অ্যাসিড, নেট্রাম্-মিউর, **নাইট্রি-অ্যাসি**, **নক্স-ভমি**, ওলিয়ম-স্যাট, **ওপিয়াম**, পেরাইরা, **পেট্রোসেল**, প্লাম্বাম, পলিউলাস বা স্যাংক্ট, **পাল্সে**, **সারসা**, সেলেনি, সিপিয়া, ষ্ট্যাফিসা, ষ্টিগমেটা, ট্যাক্সাস-বাকাটা (Taxus baccata), **থ্লাস্পী**, **ইউভা-উর্সি**, **ভার্বাসকাম**, **ভাইবার্নাম**, **জিঙ্কাম**।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার মন্দ ফল—অ্যাগা, **অ্যাগ্নাস, অ্যানাকার্ডি, অ্যাভেনা, ক্যালেডি, কাল্কেঃকার্ব্ব**, **চায়না**, **ডিজিটে**, জেল্‌স, গ্র্যাফা, কেলি-ব্রো, **কেলি-ফস, নাক্স-ভমি**, অক্সা-অ্যাসিড, **ফস্ফো-অ্যাসি, লাইকো**, প্লাটিনাম, আনুচে, ষ্ট্যাফিস্।

অতিরজঃ—অ্যাগারি, অ্যালোজ, অ্যাম্বাগ্রি, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যাপোসাই, আর্ণিকা, আর্স, বেলেডো, বোরাক্স, ব্রাইও, বোভিষ্টা, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস্, ক্যানাবিস-ইন, ক্যান্থা, কার্ব্বো-ভেজ, কলোফাই, সিনিসিও, ক্রোকাস, সাইক্লেমেন, ডিজি, ইরিজে, ফেরাম-মিউর, ফেরাম-ফস্, ফিকাস, জিরেনিয়া, হ্যামামে, হেলোনি, হাইড্রাস, ইগ্নে, জনোসিয়া, কেলি-কা, কেলি-মিউ, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লেডাম, লিলি-টিগ্, ম্যাগ্-কার্ব্ব, মিলিফো, মিউরে, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, প্যালেডিযাম, প্লাম্বাম, রুটা, অ্যাসিড-ফস্, ফস্ফো, ফাইটো, প্লাটিনাম, প্লাম্বাম, স্যাবাইনা, সিকেলি, সিডাম অ্যাক্, (Sedum acre), সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যানাম, সাল্ফ-অ্যাসিড, সাল্ফ, থ্লাস্পি, ট্রিলিয়া, অসটিলেগো, জ্যানথাক্স, চায়না, সিমিসিফিউগা, ট্রিলিয়ম্।

অতিরজঃ—গর্ভপাতের পর—এপিস, সিমিসি, চায়না, হেলোনি, কেলি-কার্ব্ব, নাইট্রিক-অ্যাসিড, স্যাবাইনা, সিপিয়া, পাল্সে, সাল্ফার, থ্লাস্পি, অসটিলেগো, ভাইবা-অপিউলাস্।

পর্য্যায়ক্রমে—থ্লাস্পি-বার্ষা।

অতিরজঃ হেতু—বিশেষতঃ অকালে ঋতুস্রাব হইলে :—অ্যালোজ, অ্যাসারা, বেল, ক্যাল্কেরিয়া, কার্ব্বো-অ্যানি, সিনামো, কফিয়া, ফেরাম-অ্যাসিটিকাম, ফেরাম-মিউর, ক্লোরিক-অ্যাসিড, গ্লিসারিণ, গ্র্যাটিওলা, ইগ্নে, ক্রিযো, মিলিফো, নাক্স-ভমি, অনাসমোডিয়াম, প্ল্যাটি, র‍্যাফেনা, রাস-টক্স, স্যাবাই, সিকেলি, থ্লাস্পি-বার্ষা, ট্রিলি, জ্যানথাক্স।

অর্দ্ধদৃষ্টি—ক্যাল্কে-সাল্ফ, গ্লোন, হিপার, লিথিযাম-কার্ব্ব, লাইকো, মিউরে-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউর, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, চিনি-সাল্ফ, রস, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামো প্রভৃতি।

উর্দ্ধাংশ অদৃশ্য—অরাম, ডিজিটে, জেল্‌স, ক্যাল্কে, লিথি-কার্ব্ব, লাইকো।

নিম্নার্দ্ধেক—অরাম, ডিজি।

দক্ষিণাংশের অর্দ্ধেক অদৃশ্য—সাইক্লেমেন, লিথিযা-কার্ব্ব, লাইকো।

সোজাসুজি অর্দ্ধেক অদৃশ্য—ফেরাম-ফস, লিথি-কার্ব্ব, মর্ফি, মিউরে-অ্যাসিড, বোভিষ্টা, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, চিনিনা-সা, লাইকো, নেট্রাম-মি, প্লম্বম, রাস-টক্স, সিপিযা, ষ্ট্র্যামো, ভায়োলা ইত্যাদি।

অনিদ্রা—(সাধারণ ঔষধ)—অ্যাবসিন্থিয়াম, **অ্যাকো, অ্যানা**, অ্যাল্ফা, অ্যাম্বিউ, অ্যামন-কার্ব্ব, **অ্যানাকা**, অ্যান্টি-ক্রু, এপিস, **অ্যাপোমর**, অ্যাকিউলিজিয়া, **আর্ণিকা**, আর্জ্জে-নাই, **আর্স**, অরাম, **অ্যাভেনা**, ব্যাপ্টি, **বেলা**, ব্রাই, বিউট্রিক-অ্যাসিড : (Butyric Acid), ক্যাক্টা, **ক্যাফিন**, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, **ক্যাম্ফর-মনোব্রোমাইড**, ক্যানা-ইন, কলো, **ক্যাম্মো**, চিনি-সা, সিমিসি, চায়না, কোকা, কোকেন, কফিউলার্স, **কফিয়া**, কলো, **সাইপ্রিপিডিয়াম**, ড্যাফনি, জেল্‌স, হাইয়ো, **হাইয়োসিন্-হাইড্রোব্রোম, ইগ্নে**, আয়োডি, কেলি-ব্রোম, কেলি-ফস্, লেসিথিন (Lecithin),

লিলি-টি, লিউপুলাস, লাইসিন, ম্যাগ-ফস্, মার্কারি, নাক্স-ভমিকা, ওপি, প্যাসিফ্লোরা, ফস্ফো, পিক্‌-অ্যাসি, পালসে, সিলিনি, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফে, সাল্‌ফ, স্যাবা, ষ্ট্র্যামো, টেলা-অ্যারেনিয়া (Tela-arapea), থিযা, ভ্যালেরি, জ্যান্‌থাক্স, জিঙ্কাম-ফস্, জিঙ্কাম-ভেলেরিণ, ভাওলা, র‍্যানান-কিউ প্রভৃতি।

পেটের গণ্ডগোলের জন্য অ্যান্টি-ক্রুড, কুপ্রাম-মেট।

হাড়ের ভিতর যন্ত্রণার জন্য ড্যাফনি।

মাংসপেশীর ভিতর বেদনা জন্য অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে--হেলোনিয়াস।

মদ্যপান ও অতিরিক্ত ঔষধাদি সেবন হেতু—আর্স, আভেনা, ক্যানা-ইন, সিমিসি, জেল্‌স, হাইয়ো, নাক্স-ভমি, ওপি, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো, স্যাম্বিউকাস।

মধ্যরাত্রে দুশ্চিন্তা ইত্যাদির জন্য—আর্সেনিক।

বিছানা অত্যন্ত শক্তবোধ সেইজন্য শুইতে পারে না আর্ণিকা, পাইরো, ব্রাইয়োনিয়া, ব্যাপ্টিসিযা।

তামাক সেবনকারিদিগের—প্ল্যাটিনা।

কাফির অপব্যবহার জন্য—ক্যামোমিলা, নাক্স-ভমিকা।

শরীর ঠাণ্ডা হইযা পাড়বার ফলে—অ্যাকো, অ্যাম্ব্রা, ক্যাম্ফর, কার্ব্বো-ভেজ, সিষ্টাস, ভেরেট্রাম্‌-অ্যাল্ব।

খাল ধরিবার ফলে—আর্জ্জেণ্ট, কুপ্রাম-মেট, কল্‌চিকাম।

প্রলাপ বকিবার ফলে—অ্যাকো, বেলা, ক্যাক্‌টা, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যানাইন, জেল্‌স, হাইযো, কেলি-ব্রোমে, ফস্‌ফো, ষ্ট্র্যামো, ভেরে-অ্যাল্ব।

দাঁত উঠিবার জন্য—বেল, বোরাক্স, ক্যামো, কোকা, কফিউ, সাইপ্রিপে

গলা ও মুখে ক্ষত জন্য—অরাম, মার্কারি।

মাই ছাড়া ছেলেদের—বেলেডোনা।

অনিয়মিত রজঃ—অ্যাম্ব্রা, কলোফা, সিমি, কফিউ, সাইক্লে, গ্র্যাফা, আয়োড, জনোসিয়া, লিলিয়াম-টিগ, নাক্স-মস, নাক্স-ভমি, ফস্‌ফো, পিস্‌সিডিযা (Piscidia), পাল্‌সে, রেডিয়াম, সিকেলি, সেনিকিউ, সিপি, সাল্‌ফ, ইগ্নে, ইপি, কোনা, চায়না, সিনিসিউ, কেলি-কার্ব্ব, নেট্রাম-মি, বেলা, ক্যাল্‌ক-কার্ব্ব।

অনুকল্প রজঃ—(Vicarious menses)—ব্রাইয়ো, ইপিকা, সেনেসি, পাল্‌স, হ্যামামেলিস, ফেরাম-ফস্, কেলি-মিউর, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, চায়না, বোরাক্স, ম্যাগ্নে, সাল্‌ফার।

অন্তিমকালের ও আসন্নকালের ঘড়ঘড়ানি—পাল্‌সে, অ্যান্টি-টার্ট, সাল্‌ফার, চেলিডো, কার্ব্বো-ভেজ, ক্র্যাটেগস, ল্যাকেসিস।

অপ্রকৃত-প্রসব-বেদনা—কলোফা, ক্যামো, সিমি, জেল্‌স, পাল্‌স, সিকেলি-কর ইত্যাদি।

অবরুদ্ধ যোনি (Imperforated hymen)—ইহার জন্য বিশেষ কোন ঔষধেরও প্রয়োজন হয় না, সাধারণতঃ স্বামী সহবাস অথবা পুংজননেন্দ্রিয়ের চাপে—ইহা ছিন্ন হইয়া যায়।

যোনির অর্ব্বুদ (Tumours) সাংঘাতিক আকারের—আর্জ্জে-মেট, আর্স-আয়োড, অ্যাসেটিক-অ্যাসি, আর্স, আর্স-আয়ো, অরাম-মিউর-নেট্রো, বেল,

বোভি, **ক্যাল্কে-আর্স**, ক্যালকে-সাল্ফ, **কার্ব্বলিক-অ্যাসি**, **কার্ব্বো-অ্যানি**, **কার্সিনোসিন**, চায়না, **কোনা**, গ্র্যাফাই, **হাইড্রা**, **আয়োড**, ইরিডি, কেলি-বাইক্র, কেলি-ফস্, কেলি-সাল্ফ, ক্রিয়ো, ল্যাকে, **ল্যাপিস-অ্যাল**, ম্যাগ-ফস, মিউরেক্স, ওভা-টেষ্টা, ফস্ফো, **ফাইটো**, বাস্, **সিকেলি**, **নাইট্রিক-অ্যাসি**, **সিপিয়া** সাইলি, ষ্ট্যাফিস্, সাল্ফ, **ট্যারেণ্টি**, **থ্লাস্পি**, **থুজা**, মিউর অ্যাসি, মিস্কাম-ম্রিউর ইত্যাদি।

অর্ব্বুদ থলের ন্যায়—অ্যালোজ, আর্স, অ্যাপো, সাইলি।

„ ডিম্বাধারে—এপিস, আর্স, অ্যাপো, ক্যাল্কে, কার্ব্বো-অ্যানি, ল্যাকে, প্লাটিনাম।

„ রক্তার্ব্বুদে—আর্ণিকা, কোনায়াম।

অর্ব্বুদ মস্তকের—আর্স, আর্স-আয়োড, ক্যাল্কে, কেলি-আয়ো, হাইড্রা, ফস্ফো, ফাইটোলাক্কা, থুজা, সাইলি।

অম্লরোগ—অ্যানাকাড অ্যান্টিম-ক্রুড, আর্জ্জে-না, অ্যাট্রোপিন, বিস্মাথ, ক্যাফিয়, ক্যালকে-কা, ক্যাল্কে-ফস্, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামো, চিনিনাম-আর্স চায়না, কোনা, গ্রিণ্ডে, হাইড্রা, ইগ্নে, আইরিস, লোবেলি, লাইকো, ম্যাগ-কার্ব্ব, অ্যাসিড-মিউর, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম ফস, নাক্স-ভমি, ওরিক্সাইন-ট্যান্ (orexine tann.) পেট্রো, প্রুণাস্, পাল্সে, রোবিনিয়া, সাল্ফ, সাল্ফ-অ্যাসি, ব্রমিয়া-সাল্ফ, আর্স, হিপার, ম্যাঙ্গেনাম, বিউম।

তৎসহ বুক জ্বালা—অ্যাসিটিক-অ্যাসি, অ্যান্টি-ক্রুড, আর্জ্জে-নাই, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-আয়োড, ক্যাল্কে-ফস্, কার্ব্বো-অ্যানি, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামো, চায়না, ফ্লোরিক-অ্যাসিড, গ্র্যাফাই, ইপিকা, হিপার, হাইড্রা, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকটি-অ্যাসি, লাইকো, ম্যাগ-কার্ব্ব, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-ফস, নাইট্রিক-অ্যা, নাক্স-ভমি, ফস্ফ-অ্যাসি, ফসফো, পডো, পাল্সে, র‍্যাফে, রোবিনিয়া, স্যালিসা-অ্যাসি, স্যানিকিউলা, সিপি, সাইলি, সিনাপিস-নাই, সাল্ফার, সাল্ফ-অ্যাসি, জেরোফাইলাম (Xerophyllum)।

তৎসহ অম্লউদ্গার—অ্যালুমি, অ্যান্টি-ক্রু, আর্ণিকা, আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, গ্র্যাফাই, ল্যাকেসিস লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউর, নাক্স-ভমিকা, নেট্রাম-কার্ব্ব, ফস্ফো, পাল্সে, রোবিনিয়া, সিপিয়া, সাল্ফ, থুজা।

অন্ত্রের মধ্যে অন্ত্রের প্রবেশ—অ্যাকো, আর্ণি, আর্স, বেলাডো, ব্রাইও, কুপ্রাম, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভমি, ওপি, প্লম্বাম, রাস্-টক্স, র‍্যাফে, ভেরেট্রাম, থুজা।

অর্শ—ইস্কুলাস, আর্স, আর্ণি, কলিনসো, কার্ব্বো-ভে, ইগ্নে, হ্যামামে, নাইট্রিক-অ্যা, নাক্স-ভমি, পডো, পাল্সে, সাল্ফার, থুজা, অ্যালোজ, কষ্টিকাম গ্র্যাফা, ল্যাকে, রাস্-টক্স, সিপিয়া, ট্রিলিয়াম।

রক্তস্রাবী—অ্যাকো, বেলেডোনা, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কলিনসো হ্যামামে, ইপি, ফেরাম-ফস, ডিজি, মিলিফো, ফস্ফো, পাল্সে নাক্স-ভম, নাইট্রিক-অ্যাসি, সাল্ফার, সোরিনাম, টিউবা।

অন্ধবলী—অ্যাকো, আর্স, ক্যান্থি, নাক্স, সাল্ফার।

বলিবলী—অ্যালোজ, আর্স, গ্র্যাফাই, ক্যালকে, নাইট্রিক-অ্যাসি, থুজা, সাল্ফার।

অসাড়ে মূত্র—অ্যাকো, অ্যাগারি, এপিস, আর্জ্জেন্ট-নাই, আর্ণি, আর্স, অ্যাট্রপিন, বেল, বেঞ্জয়িক-অ্যাসি, ক্যাল্কে কার্ব্ব, ক্যাম্ফা, কষ্টি, সাইকিউ, সিমিসি, সিনা, কোনা, ডালকা,

ইকুই, ইরিজি, ইউপে-পার্প, ইউপে-পার্ফ, ফেরাম-ফস, জেল্‌স, হাইয়ো, কেলি-ব্রোমি, কেলি-নাই, কেলি-ফস, ক্রিযো, লিনেরিযা (Linaria), লিউপুলাস, লাইকো, ম্যাগ-ফস, মেডো, নাক্স, ওপি, পেট্রো, ফস্‌ফো-অ্যাসি, প্ল্যাটি, পাল্‌সে, রাস-অ্যারো, রাস্‌-টক্স, স্যাবাল-সেরু, স্যানিকিউলা, সিকে, সেনেগা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ, টেরি, থাইরই, থুজা, ইউরিনাম, ভারিবাস, জিঙ্কাম-মিউর।

নৈশ—অ্যামন-কার্ব্ব, আর্জ্জে-না, আর্ণিকা, আসে, বেল, বেঞ্জযিক-অ্যাসি, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কষ্টি, সিনা, কোকা, ইকিউ, ইউপে-পার্প, ফেরাম-আয়োড, ফেরাম-ফস, জেল্‌স, হিপার, ইগ্নে, কেলি-ব্রোম, মেডো, ফাইসেলিস, প্ল্যাটি, পাল্‌সে, কোযাসিযা, রস-অ্যারো, স্যান্টোনাইন, সিকেলি, সাইলি, সাল্‌ফ, থুজা, থাইরডিনাম, ইউরিনাম, ভারবাস ইত্যাদি।

প্রথম নিদ্রাতেই—কষ্টি, ক্রিযো, সিপি, সিনা, ফস্‌ফো-অ্যাসি।

ক্যাথিটার ব্যবহারের পরে—ম্যাগ্নে-ফস।

পরিপাকের গণ্ডগোলের জন্য—বেঞ্জযিক-অ্যাসি, নাক্স-ভম, পালসে।

মূর্চ্ছাবাযুর—ইগ্নে, ভেলেরিয়ানা।

কৃমির জন্য—সিনা, স্যান্টোনা, সাল্‌ফার।

„ বৃদ্ধদিগের—অ্যালোজ, আর্জ্জেন্ট-নাই, বেঞ্জযিক-অ্যাসি, ক্যাস্থা, ইকুই, জেল্‌স, রাস-অ্যারো, সিকেলি কষ্টিকাম।

অস্থিরোগ—অ্যাসিড-ফ্লুরিক, ফস্‌ফোরিক-অ্যাসি, অ্যাঙ্গাষ্টিউরা-ভেরা, অ্যাসাফিটিডা, অরাম,

„ ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যালকে-ফস্‌, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, মার্ক-সল, মেজেরি, প্ল্যাটিনা, ফস্‌ফো, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ষ্টিলিঞ্জিযা, মিফাই, রুটা।

অস্থিরতা—অ্যাকো, অ্যাম্ব্র, এপিস, অ্যালো, আর্জ্জে-নাই, আর্ণিকা, আর্স, ব্যাপটে, বেল্‌, ক্যাল্‌-কার্ব্ব, ক্যানা-ইণ্ডি, কষ্টি, ক্যামো, সিনা, সিমি, চাযনা, কোকা, কোকেইন, কফিয়া, ইউপে-পার্ফ, গ্লোনি, গ্রাফাই, হাইয়ো, ইগ্নে, জেলেপা, কেলি-ব্রোম, লাইকো, নাইট্রিক-অ্যা, নক্স-ভ, পেসিফ্লো, সোরি, পেট্রো, পাল্‌সে, রেডিযাম, রাস-টক্স, স্যান্টো, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রন্সি-কার্ব্ব, সাল্‌ফিউ-অ্যাসি, থিযা, জিঙ্কাম-মিউর।

গাযের ঢাকা ছুঁড়িযা ফেলিযা দেয—হিপার, সেনিকি, সাল্‌ফার, সিকেলি।

মাথা এপাশ ওপাশ করে—এপিস, বেল, হেলিবো, পডো, জিঙ্কাম।

„ কামোদ্রেকের জন্য—ক্যানা-ইন্‌, ক্যান্থা, কেলি-ব্রোম, র‍্যাফে, সিকেলি।

অস্থিরতা—মনে হয যেন নিদ্রিত অবস্থায বৈদ্যুতিক আঘাত লাগিযাছে—অ্যান্টি-টা, কুপ্রাম-মেট, ইপি, ইগ্নে।

„ ঘুমাইতে ঘুমাইতে গান গায—বেল, ক্রোকাস, ফস্‌ফোরিক-অ্যাসিড।

„ জাগ্রত অবস্থায গান গায—সাল্‌ফার।

অহিফেন বিষাক্তা—কোন লোক যদি ইহার অধিক মাত্রা সেবন করিযা বিষাক্ত ক্রিযা আরম্ভ হয তখন কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীকে বমন করান কর্ত্তব্য, বমন ষ্টমাক পাম্প দ্বারাই অতি সুন্দরভাবে সমাধা হইয়া থাকে। যদি কাছাকাছি ষ্টমাক পাম্প পাওযা না যায় তবে লবণ মিশ্রিত জল বা সলফেট অভ জিঙ্ক মিশ্রিত জল দিয়া বমন করাইবে। রোগীর

নিদ্রা বা নিদ্রাভাব যদি বেশী হয় তবে **বেলেডোনা** θ মাদার টিংচার কিম্বা ১x ½ ঘণ্টা ও এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করান ভাল। কেহ কেহ ইপিকাক ১x সহ বেলেডোনা ১x পর্য্যায়ক্রমে দিতে উপদেশ দেন, ইহাতে নাকি ভাল ফল পাওয়া যায়। রোগীর যখন মাদকতা উপস্থিত হয় তখন **নাক্স-ভমিকা** ১x সেবন করান কর্ত্তব্য, ইহাতে মাদকতা কমিবে। অহিফেন বিষাক্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথম ষ্টমাক পাম্প করাইয়া বমি করাইবে, তারপর তাহাকে প্রচুর মাত্রায় সির্কা জল বা অ্যাসিটিক-অ্যাসিড অথবা কাফি সেবন করাইবে।

যে সকল ব্যক্তির অহিফেন সেবনের বদ্ধমূল কু-অভ্যাস আছে তাহাদের ঐ অভ্যাস ত্যাগ করাইবার জন্য উষ্ণ জল ½ ছকাকের সহিত **অ্যাভেনা-স্যাটাইভা** θ মাদার টিংচার ১০।১৫ ফোঁটা মাত্রায় দিনে দুই তিন বার সেবন করিতে দিবে।

আঁচিল—অ্যাসেটি-অ্যাসি. অ্যানাকা, অ্যাঙ্গোফোরা, অ্যাণ্টি-ক্রু, আর্স-ব্রোম, অরাম-মিউর, পেট্রো, ব্যারা-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাষ্টোরিয়া, ক্যাষ্টর-ইকুই, ক্রোমিক-অ্যাসিড, ফেরাম-পিক্রি, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, লাইকো, নেট্রাম-সা, নাইট্রি-অ্যাসিড, র‍্যানানকিউলাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, সাল্ফ, সাল্ফি-অ্যাসি, থুজা, এক্স-রে, আর্ণিকা, বোরাক্স, কষ্টি, কোনায়াম, গ্র্যাফা, পিক্রিক-অ্যাসিড, ষ্ট্যানাম।

আঁচিল—সহজেই রক্তপাত হয়—সিনাবেরিস।

„ শ্লেষ্মাগুটিবৎ (Condylomata)—ক্যাল্কে-কার্ব্ব, সিনাবেরিস, কেলি-আয়োড, লাইকো, মেডো, মার্ক-কব, মার্ক-সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফস্ফোরিক-অ্যাসি, স্যাবাই, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফিসা, সাল্ফার, থুজা।

„ শৃঙ্গের ন্যায়—রাস্-টক্স।

„ বৃহৎ, চক্চকে ও মাংসল—ডাল্কামারা

„ ব্যথাযুক্ত, শক্ত, উজ্জ্বল—সাইলিসিয়া।

„ ফুলের ডাটার ন্যায়—কষ্টি, লাইকো, নাইট্রিক-অ্যাসি, স্যাবাই, ষ্ট্যাফেসা, থুজা।

„ শরীরেই বেশী—নেট্রাম-সাল্ফ, সিপিয়া।

„ বুকের উপরই বেশীর ভাগ—ক্যাষ্টোরিয়াম।

„ মুখে ও হাতে—ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, ডাল্কা, কেলি-কার্ব্ব।

„ কপালের উপর—ক্যাষ্টোরিয়াম।

„ গুহ্যদ্বারে—নাইট্রিক-অ্যাসিড, থুজা।

„ নাক, আঙ্গুলের মাথায় ও চোখের ভ্রূতে হইলে—কষ্টিকাম।

„ সমস্ত শরীরে ছোট ছোট—কষ্টিকাম।

„ চক্ষুর কোণে—নেট্রাম, ষ্ট্যানাম, সাল্ফার।

„ চক্ষুর উপর পাতায়—অ্যান্টিমনি, অ্যামন-কার্ব্ব, কষ্টি, ফেরাম, ফস্ফোরিক, পাল্সে, ষ্ট্যাফিসে, ইউরেনিয়াম।

„ চক্ষুর নিম্ন পাতায়—গ্র্যাফাই, ফস্ফো, রাস্-টক্স, সেনেগা।

„ পুনঃ পুনঃ হইলে—গ্র্যাফা, ষ্ট্যাফিস, সাইলি।

আক্ষেপ বা খেঁচুনি—অ্যাকো, অ্যাগারিকাস্, থুজা, এঙ্গাষ্টুরা, আর্ণিকা, আর্স, বেলেডো, হাইড্রো-অ্যাসি, ব্রাইযো, ক্যাম্ফর, ক্যাম্থা, ক্যামো, **সাইকিউটা**, **সিনা**, ককিউলাস, কোনায়াম্, **কুপ্রাম-মেট**, **কুপ্রাম-অ্যাসে**, **হায়োসা**, **ইগ্নেসি**, ইপিকা, লরোসি, মস্কাস, **নাক্স-মস**, **নাক্স-ভমি**, **ওলিয়াম-অ্যানি**, প্লম্বম, পালসে, রাস-টক্স, **সিকেলি**, স্পাইজি, **ষ্ট্র্যামো**, সেনিকিউলা, অ্যাগারি, **জিঙ্কাম-মেট**, জিঙ্কাম-কস।

„ পশ্চাৎদিকের—অ্যাঙ্গুষ্টুরা, চাযনা, বেলে, ইগ্নে, নাক্স-ভমি, ওপি, রাস-টক্স, সাইকিউ, ষ্ট্র্যামো, স্পাইজে।

„ সম্মুখদিকের—আর্ণিকা, কুপ্রাম, ফেবাম, রাস, সাইকিউটা, সাইলি, সাল্ফার।

„ দন্তোদ্গমজনিত—বেলেডো, ক্যাল্কে, ইগ্নে, মার্ক, লাইকো।

আঘাত—**আর্ণিকা**, ক্যালেণ্ডুলা, **সাইকিউ**, **কোনা**, **একিনেসিয়া**, **হ্যামামে**, **হিপার**, **হাইপেরিকাম**, ল্যাকে, পালসে, রাস, **সাল্ফ-অ্যাসি**, **ক্যাল্কে**, অ্যাকো, অ্যামন-কার্ব্ব, বেলেডো, ব্রাইযো, বেলিস্, বোর‍্যাক্স, কষ্টি, রুটা, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সাল্ফার, জিঙ্কাম।

মোচড়ানি—সর্ব্বপ্রথম **আর্ণিকা** আভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক প্রযোগ প্রচলিত, উহাতে উপকার না হইলে **রাস-টক্স** প্রযোগ করিবে, তাহাতেও সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে ক্যাল্কেরিয়া ব্যবহার্য। এই সকল ঔষধ ব্যর্থ হইলে ব্যাডি, ব্রাইযো, লেডাম প্রয়োগ করিতে হয় কালশিবার জন্য আর্ণিকা ও লেডাম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অ্যাসিড-সাল্ফিউরিক ও সিম্ফাইটামও প্রযোগ করা চলে।

থ্যাৎলানি ও অস্থিবেষ্টন আঘাতপ্রাপ্ত Bruises, Concussions—অ্যাসে-অ্যাসি, আর্ণি, বেলিস, কোনা, ইকিনে, হ্যামামে, হাইপেরি, লেডাম, রাস-টক্স, রুটা, অ্যাসি-সাল্ফিউ, সিম্ফাই, ভারবাস, ল্যাকেসিস প্রভৃতি।

থ্যাথলানি হাড়ে—ক্যাল্কে-ফস, রুটা, সিম্ফাই, অ্যাসাফি।

„ বুকে—বেলিস, কোনা।

„ উহার জন্য কালশিরা—আর্ণি, লেডাম, সাল্ফিউ-অ্যাসিড।

আঘাত—কীটাদি দংশন, সর্পাঘাত, কুকুরে কামড়ান—অ্যাসেটি-অ্যাসিড, অ্যামন-কষ্টি, অ্যান্থ্রাসি, **এপিস**, আর্ণিকা, **আর্সেনি**, বে- ক্যালেণ্ডুলা, ক্যাম্ফর, সিড্রন, ক্রোটন, **একিনেসি**, গোলনড্রিন, গ্রিমলনা, হাইড্রো-অ্যাস, **হাইপা**, কেলি-পারমা, **ল্যাকেসি**, **লেডাম**, **মস্কাস্**, প্লম্বো, স্পাইরিযা (spiræa), ষ্ট্র্যামোনি ইত্যাদি।

„ উহার জন্য ছাল উঠিযা যাওয়া—আর্ণি, সাল্ফিউরিক-অ্যাসি।

„ ধারাল অস্ত্রে কাঁটা—ক্যালেণ্ডু, ষ্ট্যাফিসে, সাল্ফ-অ্যাসি।

„ ছোরা মারা-কার্ব্বো-ভে, ল্যাকেসি।

„ জনিত রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে—আর্ণি, ক্রোটেলাস, ফস্ফো, ফেরাম-ফস।

আঙ্গুলহাড়া—পূর্ব্বে যখনই আঙ্গুলে ফোস্কা পড়িত তখনই কাটিবার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, 'কাটায় ভোগ বেশী,' সেইজন্য বর্ত্তমানে কেহ সহজে অস্ত্র করিতে চায় না, কষ্টিকাম ৬ শক্তি সেবন এবং উহার অমুগ্র লোশনে আক্রান্ত স্থান আবৃত করিয়া রাখা

কর্ত্তব্য। নাইট্রিক-অ্যাসিড জলসহ মিশাইয়া আক্রান্ত স্থান ন্যাকড়া দ্বারা ভিজাইয়া রাখিলে পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না—অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যাম্ব্রাসি, বেলে, বিউফো, ক্যাল্-ক্লু, ক্যাল্কে-সা, ক্যালেণ্ডু, সেপা, ক্রোটন, ডায়স্কো, ফ্লোরি-অ্যাসি, হিপার, হাইপা, লেডাম, মার্ক্স-সাল্ফ, মাইরিষ্টিকা, নেট্রা-সাল্ফ, ফস্ফো, সাইলি, ট্যারেন্টি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পাল্সে, রাস্, সিপি, থুজা রোগের প্রথম অবস্থায় সাল্ফার ২০০ শক্তির একমাত্রা দিয়া তারপর লক্ষণানুসারে এপিস নিম্নশক্তি প্রয়োগে রোগ শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে।

,, বিষদুষ্ট—অ্যাম্ব্রাসি, অ্যাসে, কার্ব্বো-অ্যানি, ল্যাকে, ট্যারেন্টি।

আঙ্গুলে কড়া—ফেরাম-পিক্রিক, নাইট্রিক-অ্যাসি, অ্যান্টিম-ক্রুড, সিপিয়া, সাইলি, ক্যাল্কে, সাল্ফার প্রভৃতি।

আন্ত্রিক জ্বর বা টাইফয়েড জ্বর—যখন পাড়ায় পাড়ায় টাইফয়েড জ্বর বহুব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে তখন **টাইফয়ডিনাম** ২০০ শক্তির অনুবটিকা সপ্তাহে দুইবার সেবন করিতে দিলে প্রতিষেধকের কার্য্য করিয়া থাকে—অ্যাগারি, অ্যাগারিসিন, **এপিস**, আর্জ্জে-না, **আর্ণিকা**, **আর্সে**, **এরাম-ট্রিফাই**, ব্যাপ্টে, বেলেডো, **ব্রাইয়ো**, কার্ব্বো-ভেজ, **সিনা**, চায়না, কল্চি, ক্রোটন, **কুপ্রাম-আর্স**, **একিনেসিয়া**, ইউক্রে, **জেল্স**, গ্লোন, **হেলিবো**, হাইড্রা, **হাইও**, আয়োড, ইপি, কেলি-ফস, **ল্যাকেসি**, মার্ক-সায়া, মার্ক-সাল্ফ, **মিউরিয়ে-অ্যাসি**, **নাইট্রিক-অ্যাসি**, **নাক্স-ভমি**, **ওপিয়াম**, **ফস্ফোরিক-অ্যাসিড**, **পাইরোজি**, **রাস্-টক্স**, **ষ্ট্র্যামোনি**, **ষ্ট্রিকনিন**, সাল্ফিউ-অ্যাসি, **স্যাম্বুকাস**, টেরিবি, ভেক্সিনিয়াম-মার্টি, **জিঙ্কাম-মিউর**, সাল্ফার, স্যান্টোনাইন, পাল্সে, **অক্জ্যালি-অ্যাসি** প্রভৃতি।

আন্ত্রিক জ্বর বা টাইফয়েড জ্বর—মস্তিষ্ক-লক্ষণের প্রাধান্য—আর্ণি, ব্যাপ্টে, বেলাডোনা, ব্রাইয়ো, হেলি, হায়োসা, ইগ্নে, ল্যাকে, নাক্স-মস্কেটা, ওপি, ফস্ফো, রাস্-ট, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্কাম্ প্রভৃতি।

,, প্রলাপ বকা—অ্যাগারি, অ্যাগারিসিন, আর্স, ব্যাপ্টি, বেল্, ক্যানা-ইন, হায়ো, হাইড্রোহো, ল্যাকে, ওপি, ফস্ফো, রাস-টক্স, ষ্ট্র্যামো, টেরি, ভ্যালেরি।

,, অত্যন্ত বাচালতার বৃদ্ধি—বেলাডোনা, ব্রাইয়ো, ক্যামো, সিনা, হায়োসা, ইগ্নে, ল্যাকো, নাক্স-ভমি, ওপি, পডো, পাল্সে, রাস্-টক্স, জিঙ্কাম।

,, উদরাময়—**আর্ণিকা**, **আর্স**, **ব্যাপ্টে**, **কুপ্রাম-আর্স**, ল্যাকে, মার্ক-সাল্ফ, **ফস্ফোরিক-অ্যাসি**, **রাস-টক্স**।

,, অসাড়ে—এপিস, আর্ণি, আর্সে, ব্রাইয়ো, মিউর-অ্যাসি, ফস্ফোরিক-অ্যা।

,, শরীরে কালশিরা পড়া—আর্ণি, আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, মিউরিয়েটিক-অ্যাসি।

,, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—অ্যাকো, ব্রাই, ক্রোকাস, হ্যামা, ইপি, মেলিলোটাস, ফস্ফোরিক-অ্যাসি, রাস্-টক্স, মিলিফো, ক্রোটেলাস।

,, মাথার যন্ত্রণা—অ্যাসিট্যানিলিড (অ্যান্টিফেব্রিন্), বেল্, ব্রাই, ব্যাপ্টি, জেল্স, হাইয়ো, নাক্স-ভমি, রাস্-টক্স।

,, কোষ্ঠকাঠিন্য—ব্রাইয়ো, হাইড্রাষ্টিস, নাক্স-ভম, ওপি, প্লাম্বাম, অ্যালিউমিনা।

,, শয্যাক্ষত—আর্ণি, আর্সে, ব্যাপ্টে, কার্ব্বো-ভে, ল্যাকে, মিউরে-অ্যাসি, পাইরো, সিকেলি।

আন্ত্রিক জ্বর বা টাইফয়েড জ্বর—রক্তস্রাবিক—অ্যালিউমেন, অ্যালিউমিনা, আর্সে, ব্যাপ্টি, কার্বো-ভে, চায়না, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স, হ্যামা, হাইড্রাষ্টিস, ইপি, ক্রিয়ো, ল্যাকে, মিলি, মিউ-অ্যাসি, নাইট্রি-অ্যাসি, নক্স-ম, ফস্ফো-অ্যাসি, ফস্ফো, সিকেলি, টেরিবিস্থ।

,, অনিদ্রা—বেল, কফি, জেল্স, হাইয়ো, হাইড্রো-ব্রোম, ওপিয়াম, রাস্-টক্স, সাল্ফার।

আমবাত—অ্যাকো, অ্যালো, অ্যাম্বাসি, **অ্যান্টিম-ক্রুড, অ্যান্টি-পাইরিন, আর্ণিকা**, এপিয়াম-ভেরাস, **এপিস, আর্সে, অ্যাস্টেকাস্-ফ্লু ভ**, বার্বেরিস, ডাল, **ব্রাইয়ো**, চিনি-সাল্ফ, সিমিসি, সিনা, **কণ্ডুরেঙ্গো**, ক্রোটন-টি, **ডাল্কা**, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, **রাস্-টক্স, রাস্-ভেন, স্যালিসাই-অ্যাসি, সাল্ফ, আর্টিকা-ইউরেন্স**।

আমবাত—পুরাতন—অ্যানাকা, অ্যান্টিম-ক্রুড, আর্সে, আস্টেকাস, কষ্টি, বোভিষ্টা, ক্যাল্কে-কার্ব, কণ্ডুরেঙ্গা, ডাল্কা, লাইকো, নেট্রাম-মি, রাস-টক্স, সিপি, ষ্ট্রোফেন, সাল্ফার, ইউ, মেডরি, মেজেরি, পেট্রোলি, স্যালিসাই-অ্যাসি, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব ইত্যাদি।

আমরক্ত বা আমাশয়—অ্যাকো, অ্যালো, অ্যাম্বোসিয়া, **অ্যান্টিম-টা**, এপিস, **আর্জ্জেনাই, আর্ণি, আর্স**, অ্যাসক্লিপিয়াস-টিউ, **ব্যারা, বেলেডোনা, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাস্থা, ক্যাপ, কার্বো-ভে**, চায়না, **কল্চি, কলিনসোনিয়া, কলো, কুপ্রাম-আর্স, ডাল্কা, এসেটিক্-অ্যাসিড, ফেরাম-ফস্**, গ্যাম্বো, **হ্যামামেলিস**, হিপার, **ইপিকাক, আইরিস**, কেলি-ক্লোর, **কেলি-মিউর, কেলি ফস্, ল্যাকে, লেপটে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-কর, মার্ক-ডা, মার্ক-সাল্ফ, মার্ক-সল, নাইট্রিক-অ্যা, নাক্স-ভমিকা**, ওপিয়াম, **প্লাম্বাম-অ্যাসেটিকাম, পডো, পাল্সে**, রিউম, **রাস্-টক্স, সাল্ফ, ট্রম্বিডিয়াম**, ভেরে-অ্যাল্ব, **জিঙ্কাম-সাল্ফ, ডায়াস্ক**।

,, তরুণ—অ্যাকো, অ্যালোজ, আর্ণি, আর্স, কলোসি, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নাক্স-ভম, পাল্সে, রাস্-টক্স, সাল্ফার, ব্রাইয়ো, ফেরাম-ফস্।

আমরক্ত বা আমাশয়—পুরাতন—অ্যালো, আর্জ্জে-নাই, আর্স, চায়না, ডাল্কা, হিপার, মার্ক-মার্ক-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, ফস্ফো-অ্যাসি, পডো, সাল্ফার, সিষ্ট কোনায়াম্, লাইকো, অ্যাসি-নাই, ষ্ট্যাফি, থুমিডি, অর্‌স।

,, বৃদ্ধ ব্যক্তির—ব্যাপ্টেসিয়া।

,, রক্তপ্রধানা, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য-ধাতুর-স্ত্রীলোকদিগের বয়ঃসন্ধিকালের—লিলিয়াম।

,, সান্নিপাতিক ভাবপ্রাপ্ত—আর্স, ব্যাপ্টে, কার্বো-ভে, রাস-টক্স।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস বা উপাঙ্গ প্রদাহ—আর্স, **অ্যাকো, এপিস, বেলাডো, ব্রাইয়ো, কলোসিম্থ, হিপার, ল্যাকেসি, ম্যাগ-ফস**, মার্ক-কর, **সাল্ফার**, ভেরেট্রাম, **মার্ক-সল, ফেরাম-ফস**।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—যখন এই রোগ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় তখন রোগীকে এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলকে **ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম** ২০০ শক্তি সপ্তাহে ২।১ মাত্রা প্রয়োগ করা ভাল। ইহার চিকিৎসা প্রায়ই সর্দ্দির ন্যায়—অ্যাকো, অ্যান্টিম-আয়োড, অ্যান্টিম-টা, ব্রাইয়ো, আর্স, আর্স-আয়োড, আর্স-সাল্ফ, বেল, ক্যাম্ফর, সেপা, চিনি-সা, চায়না, ডাল্কা, ইউপ্রে, ইউ-পার্প, ইউফর্বিন,

ইউক্রে, জেল্‌স, গ্নোন, গ্লিসারিন, ইনফ্লুয়েঞ্জি, আয়োড, ইপি, কেলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-আয়োড, কেলি-সা, ল্যাকেসি, লাইকো, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নাক্স-ভমি, ফস্‌ফো, ফাই, পাল্‌সে, রাস-টক্স, অ্যাসিড-স্যালিসাই, স্পাইজে, সাল্‌ফ, ভেরেট্র-অ্যাল্ব ইত্যাদি।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য অনুভব করিলে—অ্যাব্রো, অ্যাডোনিস, আর্স-আয়োড, অ্যাভেনা, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, চিনি-সাল্‌ফ, চায়না, কোনা, ইউ-পার্ফ, জেল্‌স, আইবেরিস, ল্যাক-ক্যানাই, ফস, সোরিণাম্‌, সাল্‌ফি-অ্যাসি।

ব্যথা রহিয়া গেলে—লাইকোপারসিকাম।

পেটে বায়ুসঞ্চয়—অ্যাবিস-নাই, অ্যাব্রো, **অ্যাসেটিক-অ্যাসি**, অ্যাকো, অ্যাগ্না, **অ্যাসেটিক-অ্যাসি, অ্যাল্‌ফা**, অ্যালোজ, **অ্যান্টিম-ক্রু**, এপিস, **আর্জ্জে-নাই**, **আর্স**, **অ্যাসাফি**, ব্যারাই-কা, বোভিষ্টা, **ক্যাল্‌কে-কা, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-আয়োড, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামো**, **চেলি**, সিনা, **চায়না**, ককিউ, কল্‌চি, **কুপ্রাম-মে**, ডায়াস্ক, গ্র্যাফাই, ইগ্নে, **আইরিস**, কেলি-কা, **ল্যাকেসি**, **লাইকো**, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, **ম্যাগ্নে-ফস**, মার্কারি, মস্কাস, **মিউরি-অ্যাসি**, ল্যাকে, নেট্রাম-কার্ব্ব, **নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম্-সাল্‌ফ**, নাক্স-ম, **নাক্স-ভমিকা**, ওপি, **ফস্‌ফো-অ্যাসি**, **ফস, পডো**, **পাল্‌সে**, রেডিয়াম, র‍্যাফে, **রিউম**, রডো, **রাস-গ্ল্যাবরা**, রাস-টক্স, **সার্সা**, সেনা, সিপিয়া, **ষ্ট্রোন্সি-কার্ব্ব, সাল্‌**, টেবিবি, থুজা, ভেলেরি, জিঞ্জিবার, **ক্রোটন-টিগ**, ডাল্‌কা, **গ্যাম্বো**, **সিকেলি**।

মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তদিগের—অ্যালেট্রি, অ্যাম্ব্রা, আর্জ্জে-নাই, অ্যাসাফি, ক্যাজুপু, ক্যামো, ককিউ, ইগ্নে, কেলি-ফস, নাক্স-ম, প্ল্যাটি, পোথোস, সাম্বাল, ট্যারে, থিযা, ভ্যালেরি।

উদরাময়—অ্যাকালিফা, **অ্যাসেটিক-অ্যাসি**, **অ্যাকো**, ইথুজা, **অ্যালোজ**, **অ্যান্টি-ক্রু**, **অ্যান্টি-টা**, **এপিস**, অ্যাপোসাই, **আর্জ্জে-নাই**, **আর্ণি**, **আর্সেনিক**, **আর্স-আয়োড**, অ্যাসাফিটিডা, **ব্যাপ্টি**, বেল, বেঞ্জয়িক-অ্যাসিড, **বিস্‌মাথ**, বোভি, **ব্রাইয়ো**, ক্যাডমি, **ক্যাল্‌কে-আর্স**, ক্যাল্‌কে-ফস, **ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব**, **ক্যাম্ফর**, **ক্যান্থা**, **ক্যাপ্‌সি**, কার্ব্বো-অ্যানি, **কার্ব্বো-ভেজ**, **ক্যামো**, **চেলি**, চিনি-আর্স, **সিনা**, **চায়না**, **কল্‌চি**, **কলিনসো**, **কলোফা**, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-আর্স, ডাল্‌কা, ফেরাম-মেটা, এফিনেসিয়া, ফেরাম-ফস, ফ্লোরি-অ্যাসি, ফর্মিকা, গ্যাম্বো, জেল্‌স, গ্র্যাটি, হিপার, হায়ো, আয়ো, ইপিকা, আই, জ্যাট্রোফা, কেলি-ক্লো, কেলি-ফস, ল্যাপটে, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মার্ক-ডা, মার্ক-সল, মফি, মিউ-অ্যাসি, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, নুফার-লুটি, নাক্স-ভমি, ওলিয়ে, ওপি, ওপানটি, ওরিড-ড্যাফ্‌নি, পেট্রোলি, ফস্‌ফোরিক-অ্যাসি, ফস্‌ফো, ফাইসস-টি, পডো, সোরি, পাল্‌সে, রিউম, রাস-টক্স, রাস-ভেন, রিসিনা, রিউমেক্স, স্যান্টো, সিকেলি, সাইলি, সাল্‌ফ, অ্যাসি-সাল্‌ফ, ট্যাবাকা, টেরিবিন, থুজা, ভ্যালেরি, ভেরেট্রা-অ্যাল, জিঙ্কাম, জিঞ্জিবার।

পুরাতন—অ্যাসেটি-অ্যাসি, অ্যালো, অ্যাজাডিরা, অ্যান্টি-ক্রুড, আর্জ্জে-নাই, আর্ণিকা, আর্স, আর্স-আয়োড, ব্যাপ্‌টে, ক্যাল্‌কে-কা, ক্যাল্‌কে-ফস, সিটরেরিয়া (citraria), চায়না, কোটো, (coto), কুপ্রা-আর্স, ইলাপ্স, ফেরাম-মেট, গ্যাম্বো, গ্র্যাফাই, হিপার, আয়োডি,

ইপি, কেলি-বাই, ল্যাকে, ল্যাকটি-অ্যাসি, লাইট্রিস, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউর, মার্ক-ভী, মার্কারি, নেট্রাম-সা, নাইট্রিক-অ্যাসি, ওলিয়া, ফস-অ্যাসি, ফস্ফো, পডো, পাল্সে, রাস-অ্যারো, রাস-টক্স, রিউমেক্স, ষ্ট্রিক্নিন-আর্স, সাল্ফ, থুজা, টিউবারকিউ, আর্টিকা।

পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও মাথার যন্ত্রণা—অ্যালোজ, পডো।

তরুণ রোগের সহিত—কার্ব্বো-ভে, চায়না, সোরিণাম, টাইফয়েড দেখ।

মদ্যাদি সেবনের ফলে—আর্স, ল্যাকে, নাক্স-ভমিকা।

ক্রোধাদির পর—ক্যামো, কলোফাই।

কপিশাক খাইয়া—ব্রাইয়ো, পেট্রোল।

স্নানাদির পর—অ্যান্টি-ক্রু, পডো, নেট্রাম-সাল্ফ।

ঋতু পরিবর্ত্তনের ফলে—অ্যাকো, ব্রাইও, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ক্যাপ্সি, কল্চি, ডাল্কা, ইপি, মার্কারি, নেট্রাম-সাল্ফ, রাস-টক্স, আর্ট।

ডিম খাইবার ফলে—চিনিনাম-আর্স।

চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যের জন্য—সাইক্লা, কেলি-মিউর, পাল্সে।

ফল খাইবার ফলে—আর্স, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে-ফস, চায়না, সিষ্টাস, কলো, ক্রোটন-টিগ, ইপি, পডো, পাল্সে, ভেরে-অ্যাল্ব, জিঙ্ক।

অতিরিক্ত গরম আবহাওয়ার ফলে—অ্যাকো, অ্যালো, অ্যাম্ব্রা, অ্যান্টি-ক্রু, আর্স, ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফর, ক্যাপ্সি, ক্যামো, চায়না, ক্রোটন-টিগ, ফেরাম-ফস, গ্যাম্বো, ইপি, আইরিস, মার্কারি, পডো, সাইলি, ভেরেট্রা-অ্যাল্ব।

দুগ্ধ সেবনের ফলে—ইথুজা, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, চায়না, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে-মি, নেট্রাম-কার্ব্ব, সিপি, সাল্ফা।

পেঁয়াজ খাইবার ফলে—থুজা।

তামাকের ফলে—ক্যামো, ট্যাবাকাম।

টিউবার্কিউলোসিসের ফলে—অ্যাসে-অ্যাসি, আর্জ্জে-নাই, আর্ণিকা, আর্স, আর্স-আয়োড, ব্যাপ্টে, বিস্মাথ, চায়না, ক্রোটন, কুপ্রাম-আর্স, ফেরাম-মেট, আইয়ো, আইডো, ফস্ফো-অ্যাসি, ফস, পাল্সে, রিউমেক্স, টিউবারকিউলোসিস দ্রষ্টব্য।

অন্ত্রের ভিতর ক্ষত হইবার জন্য—কেলি-বাই, মার্ক-কর।

টীকা লইবার ফলে—সাইলি, থুজা, অ্যান্টি-টার্ট, কেলি-মি।

শিশুদিগের—অ্যাকো, ইথুজা, এপিস, বেলে, বেঞ্জয়িক-অ্যাসি, বোরাক্স, ক্যাল্কে-আর্স, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফস, ক্যামো, ইপি, জ্যালেপা, ক্রিয়ো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক-ভাই, মার্ক-ডাল, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, পাল্সে, ফস্ফো-অ্যাসি, ফস্ফো, পডো, সোরা, রিউম, স্যাবা, সিপি, সাইলি, সাল্ফার, ভেলিরিনা, ভেরেট্রাম-অ্যাল, সিনা, ক্রোটন-টি, বিস্মা, জ্যালে, ডাল্কা, ফেরাম, লাইকো, লরোসি, গ্র্যাটি, হেলিবো।

শিশুর দাঁত উঠিবার সময়—অ্যাসে-অ্যাসি, অ্যাকো, ইথুজা, বেল, আবোড, বেঞ্জয়ি-অ্যাসি, বোরাক্স, ক্যাল্কে-আর্স, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফস, ক্যামো, ইপি, জ্যাঁলা, ক্রিয়ো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক-ভা, ওলিয়া, কাইটো, পডো, রিউম, সাইলি, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সা।

উদরাময়—বৃদ্ধদিগের—অ্যাণ্টি-ক্রু, বোভি, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, গ্যাম্বো, ওপি, ফস, সাল্ফা।

স্ত্রীলোকদিগের (ঋতুর) পূর্ব্বে ও পরে—অ্যামন-কা, বোভিষ্টা, ভেরেট্র-অ্যালবাম (স্ত্রীরোগ দেখ)।

স্ত্রীলোকদিগের সূতিকাগারে—ক্যামো, হায়ো, সোরি, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো।

প্রাতঃকালীন—ব্রাইয়ো, অ্যালোজ, নেট্রাম-সাল্ফ, পডো, সুফার-লুটিয়া, সোরিণাম, রিউমেক্স, সাল্ফার।

মল কালবর্ণের—আর্স, ব্রোমি, ক্যাম্ফর, ক্যাপসিকাম্, কার্ব্বো-অ্যানি, চায়না, ক্রোটন, এফিনে, লেপটে, মর্ফি, ওপি, সোরি, পাইরো, স্কিলা, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফি-অ্যাসি, ভেরেট্র-অ্যাল।

„ মল রক্তাক্ত—ঈথুজা, অ্যালোজ, আর্জ্জেণ্টাম, অ্যাইল্যান্থাস, (ailanthus), আর্ণি, আর্স, ব্যাপটে, বোথ্রপস, (Bothrops), ক্যাডমি-সালফ, ক্যাস্থা, ক্যাপসি, কার্ব্বো-অ্যানি, কল্চি, কলোসি, ক্রোটন, কুপ্রাম-আর্স, ডাল্কা, ফেরাম-ফস, হ্যামামেলিস, ইপিকাক, কেলি-বাই, ক্রিয়ো, ল্যাকে, মার্ক-কর, মার্ক-ডাল, মার্ক-ভাই, নাক্স, ফস, পডো, সিকেলি, সেনি, সাল, টেরি, থ্রম্বোডিয়াম, ভ্যালে।

„ পরিবর্ত্তনশীল—অ্যামন-মিউ, ক্যামো, ইনোনিমাস-অ্যাট্রোপ (Enonymus atrop), মার্ক ভাই, পডো, পাল্সে, সেনি, সাইলি, সাল্ফার।

„ কর্দ্দমাকার, চক্ খড়ির ন্যায়, ফিকাবর্ণের—অ্যালো, বেল্, বেঞ্জয়িক-অ্যাসি, বার্ব্বারি-ভাল, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, চেলি, ডিজি, ইউফর্বিয়া, জেলস, হিপার, কেলি-কা, মার্ক-ভাই, মার্ক-ডা, ফস্ফো-অ্যাসি, ফস, পডো, সিপিয়া।

অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে—অ্যাসে-অ্যাসি, অ্যাকোফোরা, আর্স, চায়না, কল্চি, ক্রোটন, কুপ্রাম-আর্স, ডায়ো, ইলাপ্স, কেলি-ফস, ফেলানড্রিয়াম, ফস, সিকেলি, সিপিয়া, ট্যাবা, টার্টারিক-অ্যাসি, ইউপাস (upas), ভেরেট্র-অ্যাল।

মল তৈলাক্ত, চর্ব্বিযুক্ত—কষ্টি, আয়ো, আইরি, ফস্ফো।

„ অনবরত—অ্যাসে-অ্যাসি, অ্যাকো, অ্যালোজ, আর্স, ক্যাল্কে-অ্যাসে, ক্যাপসি, কার্ব্বো-ভে, ক্যামো, চায়না, কলো, কর্ণাস-সার্সিনেটা, ক্রোটন-টি, কিউফিয়া, (cuphea), কুপ্রাম-আর্স, ইপি, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভমি, ফস্ফো-অ্যাসি, পাল্সে, রিউম, রাস-টক্স, সিকেলি, সালফ, টেরি, ভেরে-অ্যাল।

জেলির ন্যায়—অ্যালোজ, ক্যাডমি-সাল্ফ, কল্চি, কলো, ইউফর্ব্বি, হেলিবো, কেলি-বাই, ফস্ফো, রাস-টক্স।

সবুজবর্ণের—অ্যাকো, ঈথুজা, অ্যাণ্টি-টা, এপিস, আর্জ্জে-নাই, আর্স, বেলে, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাল্কে-অ্যাসি, ক্যাল্কে-কা, ক্যাল্কে-ফস, ক্যামো, কলো, ক্রোটন-টি, ডাল্কা, গ্যাম্বো, জেল্স, গ্র্যাটি, হিপার, আয়োডোফর্ম, ইপি, আইরিস, ক্রিয়ো, লরো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক-কর, মার্ক-ডাল, মেজে, পলিনিয়া (paullinia), ফস, পডো, পাল্সে, স্ট্যাফি-অ্যাসি, সিকেলি, সাল্ফ, ভেরেট্রা-অ্যাল, ভ্যালেরি।

সবুজ পরে নীলবর্ণে পরিবর্ত্তন—ক্যাল্কে-ফস, ফস্ফো।

উদরাময়—গরম—বেল, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যামো, ডায়োস, ফেরাম, মার্ক-কর, মার্ক-সাস্ক, পডো, সাল্‌ফার।

„ মল অসাড়ে—অ্যালো, এপিস, অ্যাকো, আর্ণি, আর্স, ব্যাপ্‌টে, ক্যাম্ফর, কার্বো-ভেজ, জেল্‌স, হেলিবো, হায়ো, ওপি, ফস্‌ফো-অ্যাসি, ফস্, পডো, পাইরো, রাস, সিকেলি, ষ্ট্রিক্‌নিন, সাল্‌ফ, ভেরেট্রাম-অ্যাব, জিঙ্কাম।

„ অসাড়ে প্রস্রাব করিবার সময় নির্গত হয়—অ্যালোজ, অ্যাসিড, এপিস, সাইকি, হায়ো, মিউরি-অ্যাসি, স্কুলা, সাল্‌ফ, ভেরেট্রাম-অ্যাল।

„ অসাড়ে বায়ু নিঃসরণের সময় নির্গত হয়—অ্যালো, ক্যাল্কে-ফস, আয়োড, মিউ-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, ওলিয়েণ্ডার, ফস্-অ্যাসি, পডো, পাইরো।

কোন প্রকার দুর্ব্বলতা না থাকিলে—ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, গ্র্যাফাইট, ফস্‌ফো-অ্যাসি, পাল্‌সেটিলা।

মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—অ্যান্টি-ক্রুড, আর্জ্জে-নাই, আর্ণি, আর্স, অ্যাসাফি, ব্যাপ্‌টে, বেঞ্জয়িক-অ্যাসি, ব্রাইও, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে-ফস, কার্ব্বোলিক-অ্যাসি, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামো, চায়না, কলোফা, গ্র্যাফাইট, হিপার, কেলি-ফস্, ক্রিয়ো, ল্যাকে, পাল্‌সে, মার্ক-কর, মার্ক-ভাই, মার্ক-ডাল, নাইট্রি-অ্যাসি, ওপিয়া, পেট্রোলি, ফস্‌ফো-অ্যাসি, ফস, পডো, সোরা, রিউমেক্স, রাস-টক্স, স্যানিকি, স্কুলা, সিকেলি, সাইলি, সাল্‌ফ।

বেদনাশূন্য—অ্যানাকা, অ্যান্টিম-টা, এপিস, আর্স, ব্যাপ্টি, বেলিস, বিস্‌মা, বোরা, চ্যাপারো (Chaparro), চায়না, কল্‌চি, ক্রোটন-টিগ, ডাল্‌কা, ফেরাম-মেটা, জেল্‌স, গ্র্যাফা, গ্র্যাটি, হিপার, হায়ো, ইপি, নাইট্রি-অ্যাসি, ফস্‌ফো-অ্যাসি, ফস, পডো, সোরি, পাল্‌সে, রাস্-টক্স, রিসি, স্কুলা, সাইলি, সাল্‌ফার।

বাহ্যে প্রচুর পরিমাণে—অ্যান্টি-ক্রুড, অ্যাসাফি, বেঞ্জ-অ্যাসি, বিস্‌মা, ব্রাইয়ো, ক্যাল্‌কে-অ্যাসি, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, চেলি, চায়না, কোটো, ক্রোটন-টি, ইলাটি, ইউনিমিন (Euonymin), ইউফর্বিয়া, গ্যাম্বো, গ্র্যাট্রো, ন্যাপ্‌টে, মার্কারি, পালিনিয়া (Paullinia), ফস্, পডো, সোরি, রাস্, সিকেলি, ষ্টিক্টা, টেরি, থুজা, ভেরে-অ্যাল।

„ বাহ্যে চাল ধোয়ানি জলের ন্যায়—আর্স, ক্যাম্ফর, জ্যাট্রোফা, কেলি-ফস্, মার্ক-সাল্‌ফ, রিসি, ভেরে-অ্যাল।

„ টক গন্ধযুক্ত—ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-অ্যাসি, কল্‌চি, কলো, কলিন্সো, গ্র্যাফা, হিপার, জ্যালে, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মার্ক-বাই, নাইট্রি-অ্যাসি, পডো, রিউম, রোবিনিয়া, রিউম, সাল্‌ফ।

„ শাদা—অ্যাকো, অ্যান্টি-ক্রুড, বেল্, বেঞ্জয়িক-অ্যাসি, ক্যাল্‌কে-কা, কষ্টি, ক্যামো, চেলি, সিনা, কোকা, কল্‌চি, ক্রোটন, ডিজি, ডাল, হেলি, হিপার, আয়ো, কেলি-মি, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মার্কারি, মার্ক-ডাল, মেজে, নাক্স-ম, ফস্‌ফো-অ্যাসি, ফস্, পডো, পাল্‌সে, থুযো।

হলুদবর্ণের—ইথু, অ্যাকো, অ্যাল্‌কা, অ্যাপো, এপিস, আর্স, অ্যাসা, বোরা, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কার্ড-মে, চেলি, ক্যামো, চায়না, কল্‌চি, ক্রোটন, ডাল্‌কা, গ্যাম্বো, জেল্‌সে, গ্র্যাটি, হিপার, হায়ো, ইপি, মার্কারি, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মু, নুফার, নাক্স-ম, ফস্-অ্যাসি, পডো, পাল্‌সে, রিউম, রাস্-টক্স, সেনা, সিপি, সাল্‌ফার, থুজা।

উদরাময়—বাহ্যে অভুক্ত দ্রব্যের নিঃসরণ—ইথুজা, অ্যাণ্টিম-ক্রু, আর্সে, আর্জ্জে-নাই, অ্যালাম, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফস্, ক্যামো, চায়না, ক্রোটন-টিগ, ফেরাম-অ্যাসি, ফেরাম-ফস্, ফেরাম-মেটা, গ্র্যাফা, হিপার, আয়োড, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভমি, ওলিয়েণ্ডার, ফসফো-অ্যাসি, ফস্, পডো, সোরিণাম, পাল্সে, সাল্ফ, ভ্যালেরি।

উদরাময়ের বৃদ্ধি—পানাহারে—অ্যাকো, অ্যাগ্নাস, এপিস, অ্যাপো, আর্জ্জে-নাই, আর্স, ব্রাই, ক্যাম্বা, চায়না, কলো, ক্রোটন, ফেরাম-মে, কেলি-ফস্, লাইকো, নাক্স-ভমি, ফস্, পডো, রিউম, স্টানিকি, সাল্ফ, ট্যানেসেটাম, থুজা, থ্রম্বো, ভেরে-অ্যাল্ব।

,, সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়—কল্চিকাম।

,, অপরাহ্নে—বেলেডোনা, ক্যাল্কে-কা, চায়না, কর্ণাস-সার্সিনেটা (Cornus Circinata), লাইকো।

,, **শরৎকালে**—চায়না, কল্চি, মার্কারি, নাক্স-ম, ভেরে-অ্যাল্ব।

,, **দিনেরবেলা কেবল**—হিপার, পেট্রো, পাইলোকার্পাস।

,, **রাত্রে ও বৈকালে**—আর্স, বেলিস, বোভিষ্টা, ক্যাল্কে-কা, চায়না, নক্স-ম, পডো, পালসে, সোরা, রাসটক্স, ষ্ট্রন্সি, সালফা, মার্ক, থুজা, থ্রম্বো।

,, **অতিপ্রত্যুষে**—অ্যাসে-অ্যাসি, অ্যালো, আইরিস, লিলিয়াম-টি, মেডো, নেট্র-সাল্ফ, নাইট্রি-অ্যাসি, নুফার, নক্স-ভমিকা, পেট্রো, ফস্, পডো, সোরাই, রাস-ভেনিনেটা, রিউমেক্স, ষ্টিকটা, সাল্ফ, থুজা, থ্রম্বো।

উন্মাদরোগ বা চিত্ত বৈকল্য—অ্যাগারি, অ্যানাক, ব্রাই, ক্যানাবিস, ক্যাম্ফা, চায়না, সাইক্লে, কুপ্রাম, কেলি-বাই, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্কারি, নক্স-ভমি, মস্কাস, ফস, প্লাটি, পলসে, রাসটক্স, সিকেলি, স্পাইজে, ট্যারে, থুজা, ভেরেট্রাম, অ্যাবসিন, আর্নিকা, আর্স, অ্যাট্রপি, ব্যাপ্টে, বেল, ক্রোরেলাম, সিমিসি, ক্রোকাস, কুপ্রাম-অ্যাসে, গ্লোন, হায়ো, কেলি-ব্রোম, লরোসি, লিলিয়া-টিগ, লাইকো, নেট্রাম-মি, ওপি, ওরিগে, প্যাসিফ্লোরা, পিকরিক-অ্যাসিড, সাল্ফা, ষ্ট্র্যামো, অষ্টিলে, ভেরে-অ্যাল্ব, ট্যাবেষ্টিউলা-হিস, হায়োসায়েমাস।

বিষাদবায়ু—অ্যাভেনা, অ্যালিউ, অ্যানা, আর্জ্জে-নাই, আর্সে, অরাম, ব্যাপ্টে, বেলাডোনা, ক্যাকটাস, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাম্ফর, কষ্টি, সিমিসি, চায়না, কফিয়া, কোনায়া, সাইক্লে, ডিজি, ফেরাম-মেট, জেল্স, হেলিবো, হেলোনি, ইগ্নে, আয়ো, ল্যাকে, লিলিয়াম, লাইকো, নেট্রাম-মি, নক্স-ম, নক্স-ভমি, ওলি, ফস-অ্যাসি, ফস, পিকরিক-অ্যাসি, প্লাটি, প্লাম্বাম-অ্যাসি, পাল্সে, সিপিয়া, সোলেনাম-ক্যারো, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ, থুজা, অষ্টিলে, ভেরে-অ্যাল্ব, ভেরে-ভিরি।

বৃদ্ধদিগের-বুদ্ধিভ্রংশ—অ্যানাকা, এপিস, ক্যাল্কে-ফস, হেলিবো, কেলি-আয়োড, মার্কারি, পড়ো, কোনা।

আত্মহত্যার প্রবণতা—অ্যালিউ, অ্যানা, অ্যাণ্টিম-ক্রুড, আর্স, অরাম, চায়না, ফিউলিগো, ইগ্নে, আয়ো, কেলি-ব্রোম, ক্যাল্কা, নেট্রাম-সা, নাইট্রিক-অ্যাসি, নক্স-ভমি, পলসে, রাসটক্স, সিকেলি, সিপি, সাইলি, অষ্টিলেগো, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব, মার্কারি, ইত্যাদি।

চৌর্য্য-উন্মাদ (Kleptomania)—অ্যাবসিন্থ, সাইকো, সেনিকিউ, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট্র-অ্যাল্ব, ভেরেট্রাম-ভাই, আর্স, ব্রাইও, লাইকো, ল্যাকে, নক্স-ভমি, সাল্ফ।

উপদংশ (Syphilis)—ইথিওপস্, আনানাস, অ্যানাকার্ডি, অ্যান্টিম-ক্রুড, আর্জেন্ট-আয়োড, আর্স, আর্স-ব্রোম, আর্স-আয়োড, আর্স-মেটা, আর্স-সাল্ফ-ফ্লে, অ্যাসা, অরাম-আর্স, অরাম-আয়োড, অরাম-মেট, অরাম-মিউ-ন্যাট, অরাম-মিউর, ব্যাডিয়ে, বার্ব্বারিস, ক্যাকিউকোলিয়াম, ক্যাল্কে-ক্লোর, কার্ব্বো-অ্যানি, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টি, চিনি-আর্স, সিনাবেরিস, কণ্ডুরেঙ্গো, এফিনে, ফ্লোরিক-অ্যাসি, ফ্রান্সিসকা, জেলস, গ্র্যাফাইট, গুয়েকাম, হিপার, হাইড্রোকোট, হিপোজিনিনাম, আয়োড, জ্যাকারেণ্ডি, কেলি-বাই, কেলি-আয়ড, কেলি-মি, ক্রিয়ো, ল্যাকে, লোনিকেরা, লাইকো, মার্ক-অয়োমেটার, মার্ক-ব্রো, মার্কি-কর, মার্ক-ডাল, মার্ক-আয়োড-ফ্লেভাস, মার্ক-আয়োডাটাম, মার্ক-নাট্রি, মার্ক-ভাই, মেজে, নাইট্রি-অ্যাসি, অসমিয়াম, ফস্ফোরিক-অ্যাসি, ফস, ফাইটো, প্ল্যাটি-মিউর, সোরিণাম, রাস-গ্ল্যাব্রা, সারসা, ষ্ট্যাফি, ষ্টিলিঞ্জি, সলফর, সিফিলি, থুজা, ভায়োলা।

উপতারুজা—সিনাবেরিস, কলো, মার্ক-কর, মার্ক-সল, মার্ক-বিন-আয়োড, নাইট্রিক-অ্যাসি, ল্যাকে, রসটক্স।

উদর শূল—অ্যাকো, অ্যাড্রিনেলিন্, অ্যালো, অ্যালিউমিনা, আর্জে-নাই, আর্ণি, আর্স, ব্যারাই-কার্ব্ব, বেল, ব্রাই, ক্স, অ্যাসিটি, কার্ব্বো-ভে, ক্যামো, চিনি-আর্স, সাইকি, সিনা, চায়না, কফিউ, কফি, কলিন, কলচি, কলোফা, ক্রোটনটি, কলোসিন্থ, কুপ্রাম-অ্যাসে, কুপ্রাম-মেটা, সাইক্লে, ডিজি, ডায়াস্ক, ফিলিক্স-মাস, গ্যাম্বো, গ্রাটি, ইগ্নে, ইপি, আইরি, আইরিস-ভার্স, ট্যাবে, লেপ, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে-ফস, মেন্থা, মার্ক-কর, মার্কারি, মরফিন, নেট্রাম-সা, নক্স-ভমি, ওপি, অক্সালিক-অ্যাসি, প্লাম্বাম-মেটা, প্লাম্বাম-অ্যাসিটি, প্লাম্বাম, পডো, পাল্সে, র‍্যাফেনা, রিউম, রাসটক্স, স্যাম্বুকা, সারসা, সেনা, সিপি, সিনা ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফাই, ষ্টিকনিন, থুজা, ভেরেট্রে-অ্যাল্ব, ভাইবার্ণাম অপি, জিঙ্কাম-মেট।

পর্য্যায়ক্রমে শিরঃঘূর্ণন—কলোফাই, স্পাইজিলিয়া।

" শিশুদিগের—ইথুজা, অ্যাসা, বেল, ক্যাল্কে-ফস, ক্যামো, সিনা, কলোফা, ইলি, জ্যালেফা, কেলি-ব্রোম, লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, মেন্থা-পিপা, রিউম, সেনা, ষ্ট্যাফি।

" পিত্ত পাথুরী—অ্যাট্রো, বেল, বার্ব্বে-ভাল, ব্রাই, ক্যাল্কে-কা, কার্ডুয়াস-মেরি, ক্যামো, চিবন্থান্থাস, চায়না, কলোফা, ডায়াস, ইপিকা, আইরিস, লাইকো, মেন্থা, মর্ফিন-অ্যাসি, পডো, রিসি, টেরি, ট্রাইয়ষ্টি।

" " পুরাতন—লাইকো, ষ্ট্যাফাই।

" ক্রোধের ফলে—ক্যামো, কলো, ষ্ট্যাফাই।

" ঠাণ্ডা লাগিয়া—অ্যাকো, সেপা, ক্যামো, কলো, নাক্স-ভমি।

" কৃমির জন্য—আর্টিমিসিয়া, বিসমা, সিনা, ফিলিক্স-মাস, গ্র্যানেটাম, ইণ্ডিগো, মার্ক-সাল্ফ, নেট্রাম-ফস, স্যাবাডি, স্পাইজি।

" ঋতুকালীন—বেলাডোনা, ক্যাট্রো, ক্যামো, কফিউ, কলো, পাল্সে, সিকেলি স্ত্রীরোগ দেখ।

ঋতুশূল—অ্যাসিটনিলিড, অ্যাকো, অ্যামন-অ্যাসি, অ্যাপিওলিন (Apioline) এপিস, এপিয়াম-ভেরাস, অ্যাট্রো, অ্যাভেনা, বেল, বোরাক্স, ব্রোমি, ব্রাই, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কলো, ক্রোকাস, কুপ্রাম-মেট, ডাল্‌কা, ইপিফেগাস, (Epiphegus), ফেরাম-মেট, ফেরাম-ফস্, জেল্‌স, গ্নোনি, গ্রাফেলি, গ্র্যাফাই, হেলিনো, হায়ো, ইগ্নে, কেলি-পার, লিলি-টি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে-মিউর, ম্যাগ্নে-ফস, মার্কারি, মরফি, নাক্স-ম, নাক্স-ভমি, ওপি, প্ল্যাটি, পাল্‌সে, রাস-টক্স, স্যাবাই, স্যাঙ্গু, সিকোল, সেনি, সিপি, ষ্ট্র্যামো, থাইরই, অষ্টিলেগো, ভেরেট্র-অ্যাল্ব, ভাইবার্ণাম-ওপি, ভাইবার্ণাম-প্রুণি, জ্যান্থা, জিঙ্কাম।

অনিয়মিত (প্রত্যেক দুই সপ্তাহ অন্তর)—বোভিষ্টা, ক্যাল্‌কে-কা, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাষ্টোরিয়াম ক্রোকাস, ফেরাম-ফস, হেলোনি, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-সা, মেজে, মিউরেক্স, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভ, ফস-অ্যাসিড, ফাইটো, স্যাবাই, সিকেলি, থ্লাস্পী, টি্লি।

অপরিণত বয়সে—অ্যামন-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে-কা, ককিউ, কোনা, সাইক্লে, ইগ্নে, কেলি-কা, লিলি-টি, ম্যাগ্নে-ফস, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভমি, ওলিয়াম-অ্যানি, ফস, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফ, জ্যান্থা।

একজিমা—ইথিয়পস-অ্যান্টিমনি, অ্যাল্‌নাস, অ্যানা-কা, অ্যান্থা, অ্যান্টি-ক্রু, আর্স, আর্স-আয়োড, বার্ব্বারিস-ভা, বোরাক্স, বভি, ক্যাল্‌কে-কা, ক্যান্থা, ক্যাপ্‌সি, কার্ব্বো-অ্যানি, কার্ব্বো-ভে, ক্যাষ্টর-ইকিউ, (Castor equi), কষ্টি, সাইকি, ক্লিমে, কমোক্লে, ক্রোটন-টি, ডাল্‌কা, ইউফর্বি, ফ্লোরিক-অ্যাসি, ফ্রাক্সিনাস, গ্র্যাফাই, হিপার, হাইড্রো, জুগল্যান্স-সিনেরিয়া (Juglans Cinerea), কেলি-আর্স, কেলি-সাল্‌ফ, ক্রিয়ো, লাইকো, ম্যাজেনা-অ্যাসি, মার্ক-কর, মার্ক-ডাল, মার্ক-সাল্‌ফ, মার্ক-প্রি-রুব (Merc Praecip rub), মেজে, মিউরি-অ্যাসিড, নেট্রাম-আর্স, নেট্রাম-মিউ, নাক্স-জগলে, ওলিয়েণ্ডার, পেট্রোলি, প্লাম্বাম, পডো, প্রিমুলা-ভেরিস, (Primula Veris), সোরি, রাস-টক্স, রাস-ভেনেনেটা, স্যার্স, সিপি, স্কুকাম-চক্, সাল্‌ফ, সাল্‌ফ-আয়োড, থুজা, টিউবার, অষ্টিলে, ভিন্‌কা, ভায়োলা-ট্রাই, জেরোফাইলাম (Xerophyllum), এক্স-রে।

তরুণ—অ্যাকো, অ্যানা, বেল, ক্যান্থা, চিনি-সা, ক্রোটন-টিগ, মেজে, রাস-টক্স, সিপি।

কাণের পশ্চাতে—আর্স-আয়োড, বোভি, গ্র্যাফা, হিপার, কেলি-মি, লাইকো, মেজেরি, ওলিয়ে, পেট্রো, সোরিণাম, রাস, স্ক্রোফুলেরিয়া, সিপি, ষ্ট্যাফিসা, কর্ণরোগ দ্রষ্টব্য।

মুখ মণ্ডলের—অ্যানা, অ্যান্টি-ক্রু, ব্যাসিলিন, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কার্ব্বলি-অ্যাসি, সাইকিউ, কর্ণাস, ক্রোটন-টি, কেলি-আর্স, লেডাম, মার্ক-প্রো-রুব, সোরি, রাস, সিপি, সাল্‌ফ, সাল্‌ফ-আয়োড, ভিন্‌কা।

হাতের—অ্যানাগেলিস, ব্যারাইট-কার্ব্ব, বার্ব্ব-ভাল, বোভিষ্টা, ক্যাল্‌কে, গ্র্যাফাই, হিপার, জুগলেন-সিনিরিয়া, ক্রিয়ো, ম্যালেণ্ড্রি, পেট্রো, পিক্স-লিকিউ, প্লাম্বাম, রাস-ভেনেনেটা, স্যানিকি, সিলিসি, সিপি, টিলিজিয়া।

মাথার—অ্যাস্‌টেকাস, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, সাইকি, ক্লিমে, ফ্লোরিক-অ্যাসি, হিপার, কেলি-মিউ, লাইকো, মেজেরি, নেট্রাম-মিউর, ওলিয়ে, পেট্রো, সোরিণাম, সিপি, সিলি, ষ্ট্যাফাই, সাল্‌ফ, টিউবার, ভিন্‌কা, ভায়োলো।

একজিমা—শীতকালে—সোরিণাম।

একজ্বর—(অবিরাম জ্বর) অ্যাকো, ব্রাইয়ো, সিনা, ইউপে-পার্ফো, ফেরাম-ফস, গ্র্যাফা, ইপি, জেল্‌স, নাক্স, পাল্‌সে, রাস-টক্স, সাল্‌ফা, ভেরেট্রাম।

একশিরা বা কোষবৃদ্ধি— অ্যাকো, অ্যান্টি-টা, আর্জে-নাই, আর্জে-মেট, বেল, ব্রোমি, ক্যামো, চিনি-সাল্ফ, চায়না, ক্লিমে, কিউবে, জেল্‌স, হামা, কেলি-সা, মার্কাবি, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, ফাইটো, পালসে, রডো, স্পঞ্জিয়া, সাইলি, হাইড্রোকোটাইল-এসেযাটিকা।

„ পুরাতন—আর্জেন্ট, অরাম, ব্যারাই-কার্ব, ক্যাল্কে-আয়োড, চায়না, ক্লিমে, কোনা, জেল্‌স, হিপার, হাইপা, আয়ো, কেলি-আয়োড, লাইকো, মার্কারি, নাইট্রি-অ্যাসি, ফাইটো, পাল্‌সে, রডো, রাস, স্পঞ্জিয়া, সাল্‌ফ।

ওলাউঠা বা কলেরা (এসিয়াটিক)—অ্যাকো, আর্স, ক্যাম্ফর, ক্যান্থা, কার্বো-ভেজ, সাইকি, কল্‌চি, কুপ্রাম-আর্সে, কুপ্রাম-আর্স, কুপ্রাম-মেট, ইউফর্বিয়া-করোলেটা হাইড্রোসি-অ্যাসি, ইপিকা, পডো, কেলি-ব্রোম, ল্যাকে, কোব্রা, ওপিয়া, নাক্স-ভমি, ফস-অ্যাসি, ফস্‌ফো, সিকেলি, রিসিনাস, নিকোটিন, ভেরেট্রাম, সাল্‌ফা, ট্যাবেকাম, টেরি, জিঙ্কাম-মেট, অ্যান্টিম-টার্ট, নরোসিবেসাস্, গ্যাম্বোজ, জ্যাট্রোফা।

শিশুদিগের - অ্যাকো, ঈথুজা, অ্যান্টি-টা, অ্যান্টি-ক্রুড, এপিস, আর্জে-নাই, আর্স, বেল, বিসমাথ, ব্রাইও, ক্যাডমি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-অ্যাসে, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাম্ফর, ক্যাম্ফর-মনোব্রোমাইড, ক্যান্থা, ক্যামো, চায়না, কলো, ক্রোটন-টি, কুপ্রাম-আর্স, কুপ্রাম-অ্যাসি, কুপ্রাম-মেটা, কিউফিয়া (Cuphea), ইউফর্বিয়া, ফেরাম-ফস, হাইড্রোসি-অ্যাসিড, আইডোফর্মাম, ইপি, আইরিস, কেলি-ব্রোম, ক্রিযোজো, লরোসি, মার্ক, নেট্রাম-মি, অক্সালি-অ্যাসিড, প্যাসিফ্লোরা, ফস, ফাইটো, পডো, সোরিণাম, রিসোরসিন (Resorsin), সিকেলি, সিপিয়া, সাইলি, সাল্‌ফ, ট্যাবেকাম, ভেরেট্রা-অ্যাল্ব, জিঙ্কাম-মেট, গ্যাম্বোজিয়া, ইত্যাদি।

মরবাস (morbus)—অ্যান্টি-টা, আর্স, ক্যামো, ক্যাম্ফর, ক্লোরেলাম, কল্‌চি, কলো, ক্রোটন-টি, কুপ্রাম-আর্স, কুপ্রাম-মেট, এলিটিস, গ্র্যাটি, হাইড্রোসি-অ্যাসি, ইপি, আইরিস, ওপি, পডো, ওপারকুলিনা (operculina), সিকেলি, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব।

ভেদ-প্রধান ও বেদনাপূর্ণ—ভেরেট্রাম, অ্যাকো, ইপিকাক, আইরিস।

„ বেদনাশূন্য—রিসিনাস, জ্যাট্রোফা, ইউফর্বিয়াম।

„ বমন-প্রধান—ইপিকাক, অ্যান্টিম-টা, আর্সে, ফস্‌ফোরাস।

রক্তস্রাবী—স্কি-কর, ফেরাম-ফস, ফস্‌ফোরাস, রিসিনাস।

পক্ষাঘাতিক—আর্সেনিক, অ্যাকোন, নিকোটিন, ভেরেট্রাম।

শুষ্ক (dry cholera) ক্যাম্ফর, আর্সেনিক, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড।

ওলাউঠা বা কলেরার প্রতিষেধক হিসাবে—ক্যাম্ফর, কুপ্রাম-মেট ৩০ ও ভেরেট্রাম ৩০ মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দিলে উপকার দর্শে। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে যখন কলেরা মহামারী হিসাবে দেখা দেয় তখন যে যে ঔষধ দ্বারা বেশীর ভাগ রোগী আরোগ্য হয় তখন সেই সেই ঔষধ প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করিতে দিলে এই রোগের প্রবল আক্রমণ আর থাকে না।

কামোন্মাদ—স্ত্রীলোকদিগের—অ্যাম্ব্রা, ব্যারাইট-মিউর, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাম্ফার, ক্যান্থা, কোকা, ডাল্কা, ফেরুলা-গ্লেণ্ডকা, ফ্লোরিক-অ্যাসি, গ্র্যাটি, হায়ো, কেলি-ব্রোম, ল্যাক, লিলি-টিগ, মিউরেক্স, অরিগেনাম, ফসফো, প্লাটি, ব্যাফেনাস, রোবিনিয়া সেলিক্স-নাইগ্রা, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রিকনিন, ভ্যালেরিয়ানা, ভেরেট্র-অ্যাল্ব, ক্যানাবিস, স্ট্যাফাই, কোকা, মস্কাস, হাইয়ো।

„ পুরুষদিকের—ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যানাবিস, ক্যান্থারিস, ক্যালেডিয়াম, বিউফো, ডাল্কা, হায়ো, কেলি-ব্রোম, মস্কাস, নক্সভমি, ওরিগে, ফসফো, পিকরি-অ্যাসি, প্লাটি, ট্যারেণ্ট, জিঙ্কাম-ফস, অ্যানাকা, গ্র্যাফাই, ল্যাকেসিস, লাইকো, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট্রাম, ইত্যাদি।

কালশিরা পড়া—আর্ণিকা, অ্যাসিড-ফস, অ্যাসিড-সাল্ফ, ক্রোটেলাস, ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজ, কোনা, হিপার, লেডাম, ল্যাকেসিস, নক্স-ভমি, ফেরাম-ফস, পালসে, রাসটক্স, সিকেলি, সাল্ফ, ট্যারেণ্টুলা, সাইকিউটা, সিষ্টাস, ক্রোটন-টিগ, হাইড্রাস, স্রাগলাস্ক-সিনে, স্রাগলেক্স, রিজিয়া, মস্কিন, মিউরি-অ্যাসি, সালফি-অ্যাসি, ভেরেট্র-অ্যাল্ব, ভাইপেরা।

কালা-জ্বর (Kala Azar)—অ্যান্টি-ক্রুড, অ্যাসেটিক-অ্যাসি, এপিস, আর্স, আর্স-সাল্ফ, আয়োড, ক্যাল্কে-আর্স, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস, কার্ডুয়া-মেরি, কার্ব্বো-ভেজ, ক্রোটে, চেলি, চায়না, চিনি-আর্স, ল্যাকেসি, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভমি, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-আর্স, ফস, পডোফা, পল্‌সে, স্থাবাডি, সাল্ফার, সিয়ানোথাস, হিপার, স্থাপথালি।

কাসি—অ্যাকালিফা-ইণ্ডিকা, অ্যাসেটিক-অ্যাসিড, অ্যাকো, অ্যালিয়াম-স্যাটাই, অ্যালু, অ্যাম্ব্রা-গ্রি, অ্যামন-ব্রোম, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যামন-কষ্টি, অ্যামন-মিউর, অ্যান্টিম-আর্স, অ্যান্টিম-সাল্ফ, অ্যান্টি-টা, অ্যাবেনিয়া, আর্ণিকা, আর্সেনি, আর্স-আয়োড, ব্রাই, ক্যাম্ফা, কাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাপসি, কার্ব্বলি-অ্যাসি, কার্ব্বো-ভেজ, বালসাম-পেরু, বেল, বিসমা, ব্রোমি, কষ্টি, কুপ্রাম-মেট, কুপ্রাম-অ্যাসি, ড্রসেরা, ডাল্কা, ইউ-পার্ফ, ইউফ্রে, ফেরাম, হিপার, হাইড্রো-অ্যাসি, হায়ো, হায়োসিন, হাইড্রোব্রোম, ইগ্নে, আয়ো, ইপি, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-ক্লোর, ল্যাকে, লরসি, লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, ম্যাগ্নে-অ্যাসে, ম্যাঙ্গা, মেফাই, মার্ক-আ, মার্ক-সল, মাইরিসটি, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসি, নক্স-ভমি, ওপি, অসমি, ফিলাণ্ড্রি, ফস, ফস-অ্যাসি, রাসটক্স, পাল্‌সে, রিউমেক্স, স্যাম্বু, স্যাঙ্গু, স্যাণ্ট, স্কিলা, সেনেগা, সাইলি, স্পঞ্জিয়া, ষ্ট্যানাম-আয়োড, ষ্ট্যানাম-মেট, ষ্টিক্টা, সাল্ফা, বিউফো, টিউবার, ক্ষ্ণবরাস, ভারোলা, সিফিলি, থুজা, ভেরেট্রাম, বাল-টলু, জিঙ্কাম, জিজিয়া।

„ ঘুংড়ী—অ্যাকো, ব্রোম, ক্যাল্কে, হিপার, স্পঞ্জিয়া, সল্ফ, অ্যান্টি-টা, কুপ্রা-আর্স, আর্স-আয়োড, বেলাডো, ক্যাল্কে-ফস, কার্ব্বোভেজি, ক্যাম্ফা, ক্লোরিন, সিনা, আয়োড, কেলি-বাই, ল্যাকেসি, ফসফো, রিউমে, স্যাঙ্গুনেরিয়া, কেথোসিন্, মার্ক-সায়ানেটাম।

হুপিংকাসি—অ্যাকো, অ্যালু, অ্যাম্ব্রা, অ্যামন-ব্রো, অ্যামন-মিউর, অ্যান্টি-টা, অ্যান্টি-আর্স, আর্ণি, ব্যাডি, বেল, ব্রাইযো, ব্রোম, ক্যাপসি, কার্ব্বো-অ্যাসি, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টি, ক্যাষ্টেনিয়া, সিবিবাম-অক্সি, বেলিস, সিনা, চায়না, কোকেইন, কফিউ, কোনা, কোরাল্লিয়ম, কুপ্রাম-অ্যাসে, কুপ্রাম-মেট, ড্রোসে, ডাল, ইউফ্রে, ইউক, ফর্মালিন, গ্রিণ্ডেলি, হিপার, হাইড্রোসি-অ্যাসি, ইপি, জষ্টিসিয়া, কেলি-বাই, কেলি-ব্রোম, কেলি-কা, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, কেলি-সাল্ফ, লিডাম-প্লা, লোবেলিয়া-ইনফ্লাটা, ম্যাগ্নে-ফস, মেফাইটিস, মার্কারি,

স্টাপ্‌থালিন, নাইট্রি-অ্যাসিড, ওপি, প্যাসিফ্লোরা, ফস, পাল্‌সে, স্যাম্বুকাস, স্যাঙ্গুনে, সিপি, সাইলি, সোলেনাম, স্টিক্টা, সালফ, থাইমাস, টংগো ট্রাইফো, ভেরে-অ্যাল্ব, ভায়োলা-ওডো, হায়োসি, পার্টুসিন, কোয়ালিন।

হুপিংকাসি বা আক্ষেপিক প্রবল কাসি রোগে **ওলিয়ম স্যান্টাল** অর্থাৎ চন্দন তৈল ২।৩ ফোঁটা চিনিতে বা বাতাসায় ফেলিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিলে রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র নিরাময় বা রোগমুক্ত হয়। উপরোক্ত ঔষধ ব্যতিরেকে ককসিনেলা-কক্কাস, ইউফর্কিয়া, ল্যাথাইরিস, ভার্ব্বাসকাম ব্যবহার্য্য ঔষধ।

হুপিংকাসির ফলে তড়কা—বেল, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, সিনা, কুপ্রাম-আর্স কুপ্রাম-মেটা, হাইড্রোসি-অ্যাসিড, হায়োসি, ম্যাগ্নে-ফস্ফোরিক, নারসিসাস (Nircissus), সোলেনাম।

প্রথম অবস্থায়, আক্ষপিক কাসি—অ্যাকো, বেল, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যাস্টেনিয়া, সিনা, ককিউলাস, কোরালি, কুপ্রাম, ড্রসেরা, হায়ো, ইপিকাক, ম্যাগ্নে-ফস, মেফাই, স্টাপ্‌থা, নারিসিসাস, স্যাম্বুকাস, ষ্ট্যানাম, থাইমাস।

রক্তস্রাবী—আর্ণিকা, সিরিয়াম-অক্সালিকাম (Cerium ox.), কেরোলিযাম্, কুপ্রাম, ড্রসেরা, ইণ্ডিগো, ইপি, মার্কারি।

শেষাবস্থায়—অ্যান্টি-টা, চায়না, হিপার, ইপি, পাল্‌সে।

বমনযুক্ত—অ্যান্টি-টা, বেল, কার্ব্বো-ভেজ, সিরিয়াম-অক্সালি, ককিউলাস, কুপ্রাম-মেটা, ড্রসেরা, ইপি, লোবেলিয়া-ইনফ্ল্যাটা, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব।

শরীর রক্ত, দৃঢ ও নীলবর্ণের হইয়া যায়—অ্যামন-কা, অ্যান্টিম-টা, কার্ব্বো-ভেজ, সিনা, কোরেলিযাম, কুপ্রাম-আর্সে, কুপ্রাম-মেট, আয়োড, ইপি, ম্যাগ্নে-ফস্, ওপি, স্যাম্বুকা, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব।

কিডনির রোগ—তরুণ পুরাতন নেফ্রাইটিস—অ্যাকো, অ্যান্টি-টা, এপিস, অ্যাপো, আর্স, অরাম-মিউর, বেল, বার্ব্বারিস-ভাল, ক্যানাবি-স্যাট, ক্যান্থা, চেলি, চিমাফিলা চিনি-সাল্ফ, কল্‌চি, কন্‌ভেলেরিয়া (Convallaria), কুপ্রাম-আর্স, ডিজি, ডাল্‌কা, ইউক্রে, ইউপাফ, ফেরাম-আয়োড, ফস, চায়না, গ্লোনি, হেলি, হেলো, হিপার, হাইড্রোকোটাই, আইরিস্, কেলি-বাই, কেলিক্লোর, ক্যাল্‌মিয়া, টিউবারকু, ল্যাকে, মার্ক কর, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফস্‌ফোরিক-অ্যাসি, ফস, পিক্‌রিক-অ্যাসি, প্রাম্বাম-অ্যাসি, পলিগোনা, রাস-টক্স, স্যাবাই, স্যাম্বুকাস, স্যাণ্ডল, স্কিলা, সিকেলি, সেনিকিউলা, টেরিবিন্থ, ভেরেট্রাম, জিঙ্কাম।

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিবার ফলে—আকো, অ্যান্টি-টা, এপিস, ক্যান্থা, ডাল্‌কা, রাস-টক্স, টেরিবি।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পর—ইউকলিপ্‌টাস।

ম্যালেরিয়া হইবার পর—আর্স টেরিবি, ইউপেটো-পার্ফ।

গর্ভাবস্থায়—এপিস, আপো, কুপ্রাম-আর্স ক্যাল, মার্ক-কর, স্যাবাইনা।

পুরাতন আন্ত্রিক নেফ্রাইটিস—এপিস, আর্সেনি, অরাম-মেট, অরাম মিউর-নেট্র, ক্যাক্টাস, চিনি-সাল্ফ, কল্‌চি, কন্‌ভেলেরিয়া, ডিজি, ফেরাম-মেট, ফেরাম-মিউর, গ্লোন, কেলি-কার্ব্ব,

কেলি-আযোড, আযোডি, ককের লিম্ফ (Koch's lymph), লিথিয়াম-অ্যাসি, লিথিয়াম-বেঞ্জয়িক, লিথিযাম-কার্ব্ব, মার্ক-কর, মার্ক-ডা, নেট্রাম-আযোড, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, ওপি, ফস্‌ফো-অ্যাসিড, ফস, প্লাম্বাম, প্লাম্বাম-আযোড, স্ফাঙ্গু, জিঙ্কাম-পিক।

কুনখ—নখকুনি—অ্যালিউমিনা, অ্যাণ্টি-ক্রু, আস', অরাম, কার্ব্বো, চাযনা, কল্‌চিকাম, কোনা, ডিজি, গ্র্যাফাই, হিপার, মার্ক, নেট্রাম, নাক্স-ভমি, পাল্‌সে, সিপিযা, সাইলি, সাল্‌ফার ইত্যাদি।

কুষ্ঠরোগ—(Leprosy)—অ্যানা, আস', অ্যালিউমিনা, ব্যাডিযেগা, ক্যালেট্রপিস, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, চালমুগরা, কমোক্লে, কুপ্রাম-অ্যাসি, ইলাইস, গ্র্যাফা, হোযানান্‌, হাইড্রো', জ্যাট্রোফা, ল্যাকে, মার্ক সাল্‌ফ, গুযানো, ইগ্নাস্থি, ফস, সিকেলি, সিপিযা, সাইলি, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে মিউর, পেট্রোলিযাম, কেলি-আযোড ইত্যাদি।

কোষ্ঠকাঠিন্য—অ্যাবসি, অ্যাকো, ইস্কুলাস, অ্যাগারি, এলিটি, অ্যালোজ, অ্যালিউমেন, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যামন-মিউর, অ্যানাকা, এপিস, আর্ণিকা, অ্যাসাবাম, বার্ব্বারিস-ভাল্‌গা, ব্রাই, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, ক্যাসকারা, কষ্টি চেলি, চিযোন্যান্থাস, চাযনা, কোকা, কলিন্‌সো, ক্রোকাস, ডলিকস, ইউফ্রে, ইউজেনিযা-চিকিউনি (Eugenia checuni), ইউওনিমিন (Euonymin), ফেল-টাউরি (Fel Tauri), ফেবাম-মেট, জেলস, গ্লিসারিণ, গ্র্যাফাই, গ্র্যাটিওলা, গুযেকাম, হিপার, হাইড্রাস, ইগ্নেসিযা, আইরিস, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-মি, ল্যাকেসি, লাইকোপডি, নেট্রাম, নাক্স-ভম, ওপি, প্লম্ব, পডোফাই, ফস্ফ, পাল্‌স, সিপিযা, সাইলিসিযা, সাল্‌ফার, থুজা, জিঙ্কাম-মেট, বার্ব্বারিস, রিউটা, র‍্যাটান, সাস‍া, ভার্ব্বাস্কাম, ভাইবার্ণাম, ষ্ট্যানাম, সোরিণাম, ল্যাকে-ডিফ্লো', ম্যাগ-মি, নাইট্রি-অ্যাসি, ল্যাক-ক্যান, মার্ক', মেজেরি, ব্যারাই-মিউ, অ্যামন-মিউ, কেলি-সাল্ফ, কেলি-বাই, পাইরোজেন, ভেরেট্রাম ইত্যাদি।

কৃমি (Worms)—(১) ফিতাজাতীয (Tape)—অ্যাম্ব্রা, আস', ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কর্ব্বো-ভেজি, ক্যামো, গ্র্যাফাই, ইগ্নে, মার্ক-সল, নাক্স-ভম, প্ল্যাটিনা, পিউনিকা, গ্র্যানেটাম, পেট্রোলিযাম, ফস্ফ, পাল্‌স, ফিলিক্স-মাস, সাইলি, ষ্ট্যানাম, সাল্‌ফার ইত্যাদি। হেরিং মতে দুই মাত্রা সাল্‌ফার ৩০।

বড় বড় কৃমি—অ্যাকোম, সিনা, কুপ্রাম, ফেরাম, মার্ক-সল, স্প্যাবাডিলা, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, হিপার, সাল্‌ফার।

কৃমিজন্য প্রতি রাত্রিতে শূলবেদনা ও আক্ষেপ—ভ্যালেরিযানা, চাযনা, ইগ্নেসিযা।

শিশুদের তড়কা (Convulsions)—বেল, সাইকি, সিনা, হাঁয়স, ষ্ট্র্যামো।

অলীক দর্শন (Hallucinations)—বেলাডো।

কৃমিধাতু বিনাশ জন্য—ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, সাইলিসি, মার্ক, সাল্‌ফার ইত্যাদি।

চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা কৃমি—শোণিত কীটজন্য রোগ বিশেষ—হাইড্রাষ্টিস, রুটা, অ্যাসিড-নাইট, পিওনিয়া, ক্যানাবিস, হ্যামামেলিস, জ্যাম্বোলিন, টেরিবিন্থ, ওলিয়াম, ক্যাল্ ইত্যাদি।

চ্যাপ্টা গিনি কৃমি (তন্তুখননকারী কৃমি) (Dracontiasis)—টিউক্রিযাম, মার্ক-বিন। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকায় এই রোগ অধিক।

বর্ত্তুলাকার কৃমি (Round worms) ভাযোলা ওডোরেটা, ষ্ট্যানাম।

ডাঃ হিউজ ও টেষ্টির মতে—লাইকোপ, ইপিকাক ও ভেরেট্রাম।

কর্ণ ও নাসা-কৃমি—জলে অল্প চূর্ণ মিশাইযা ধীরে ধীরে পিচকারী করা।

খিলধরা (Cramps) পাযের ডিমে (In calves)—অ্যালাম, অ্যাম্ব্রা, অ্যানাকার্ড, ক্যামো, চাযনা, কোনাযাম, কুপ্রাম, কোলষ্ট্রাম, ফেরাম, গ্র্যাফাই, ইগ্নেসি, নেট্রাম-কার্ব্ব, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নক্স-ভম, ফস্ফ, পাল্‌স, রিস, পডো, সিকেলি-কর্ণ, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফার, স্পাইজে, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রাম।

ওলাউঠায (With vomiting and purging)—ক্যাম্ফার, কুপ্রাম-অ্যাসেটিকাম, ইপিক, আইরিস, চাযনা, জ্যাট্রফা, ল্যাকেসিস, নাক্স ভম, পডোফাইলাম, নিকোটিন, ট্যাবেকাম, ষ্ট্যানাম, ভেরেট্রাম ইত্যাদি।

খুস্কি (মরামাস)—অ্যাগারি, আর্জেন্ট, আর্স, অরাম, ব্রাই, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যাম্থা, ক্লিমেটি, ডাল্‌কা, গ্র্যাফাই, ক্রাইসোফ্যানিক-অ্যাসিড, ক্রিযোজো, ল্যাকে, লেডাম, লাইকোপ, মার্ক, নেট্রাম, ওলিযেণ্ডার, পেট্রো, ফস্ফোরাস, সিপিযা, সাইলি, সাল্‌ফ, থুজা, র‍্যাডিয়াম-ব্রোমাইড, ব্যাসিলিনাম, প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইযাছে।

খোলস উঠা (Psoriasis)—অ্যালাম, অ্যাম্ব্রা, অ্যাম্মন-কার্ব্ব, আর্স, আর্স-আযোড, অরাম, ব্রাযো, ব্যাসিলিনাম, বোরাক্স, ক্যাল্‌কে, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড, ক্লিমেটিস, কোরালিযাম, ক্রাইসো-অ্যাসিড, গ্র্যাফাইটিস, আইরিস, আযোড, কেলি-বাই, লেডাম, লাইকোপোড, ম্যাগ্নেসিযা, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মার্ক-সল, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নুফার-লুটিয়া, সিট্রো, ফস্ফ, ফাইটো, র‍্যানান্, রাস-টক্স, স্থারাসি, সিপিযা, সাল্‌ফ, টেলুর, টিউক্রিয়াম, বার্ব্বারিস, একুই, কোনাযাম, থুজা।

খেঁচুনি (আক্ষেপ বা তড়কা দেখ)।

গণ্ডমালা (Scrofulous)—আর্স, আর্স-আযোড, এগ্নাস, ইথিযপ্স, আল্‌নাস, রুব, এসাফি, অরাম; এপিফেগাস, ব্যাডিযাগা, ব্যারাইটা, বার্ব্বারিস, বেলাড, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে-ফ্লুর, ক্যাল্‌কে-আযোড, ক্যাল্‌কে-ফস, কষ্টিকাম, চিমাফিলা, সিনা, সিষ্টাস, কোনায়াম, কোরাই-ভ্যা, কর্ণাস, গ্র্যাফাই, হেক্লালাভা, হিপার, হাইড্র্যাষ্টি, ক্যালি-বাই, ক্যালি-ব্রোম, লেপিস, অ্যাম্ব্রা, লিথিযম-কার্ব্ব, লাইকোপোডি, ম্যাগ্নে-মিউর, মার্ক-সল, মেজেরিয়াম, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ওপিযাম, পেট্রোলি, ফাইটোলেক্কা, সোরিনাম, রাস-টক্স, স্থাক্রোম, সাইলিসিযা, সার্সাপে, স্পঞ্জিযা, সাল্‌ফার, থিরিডিয়াম, থুজা।

" হাঁটিতে অসমর্থ—ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, সাল্‌ফার ইত্যাদি।

" গ্রন্থিবিবৃদ্ধি সহ ত্বকের পীড়া—অরাম, হিপার, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সাল্‌ফ।

" অস্থিবিকৃতি—এসাফি, অরাম, হিপার, সাইলি, সাল্‌ফার।

" পেটডাগরা (Pot-bellied)—আর্স-আয়োড, ব্যারাইটা, ক্যাল্‌কে, সিনা, সাল্‌ফার।

গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব (Miscarriage, abortion) প্রথম কযেক মাসে—গর্ভস্রাব ঘটিলে—এপিস, শেষ মাসে—ওপিয়াম, দ্বিতীয় তৃতীয় মাসে—এপিস, সিমিসি, ক্রোকাস, স্যাবাইনা, সিকেলি, থুজা, ট্রিলিয়াম। ৫ম হইতে ৭ম মাস—সিপিয়া, গর্ভাশয় সংশোধক

এবং পুনঃ পুনঃ রোগপ্রবণতা দূরিভূত করার জন্য—সিলিকা এবং **জিঙ্কাম-মেটালিকাম**। অ্যাকোন, এলিটি্রস, অ্যাম্ব্রা, এপিস, আর্ণিকা, অ্যাসেরাম, অরাম, নেট্রো-ব্রোম, বেলাড, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্-ক্লোর, ক্যানাবি, ক্যানাবি-স্যাটা, কার্ব্বো-ভেজ, কলো-ফাইলাম, সিড্রন, ক্যামো, চায়না, সিমিসি, সিনামোমাম, ককুলাস, ক্রোটেলাস, ডিজিটেলিস, ডাল্কামারা, ফেরাম, জেল্‌স, সিপি, হ্যামামে, হেলোনি, হায়সা, ইপিকা, কেলি-কার্ব্ব, ক্রিযোজো, লাইকোপ, মার্ক, মিলিফো, নাক্স-মস্কেটা, নাক্স-ভ, ওপিয়াম, প্ল্যাটিনা, ফস্ফোরাস, প্লাম্বাম, পাল্‌সে, রাস-টক্স, রুটা, স্যাবাই, সিকেল, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ, অষ্টিলেগো, ভেরেট্রাম, ভাইবার্ণ-ওপি, ভাইবার্ণাম-প্রুণ, জিঙ্কাম।

গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব—(১) বেলাড, ক্যামো, ক্রোকাস, ফেরাম, প্ল্যাটিনা। (২) আর্ণিকা, চায়না, সিনাবে, ইপি। (৩) মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, প্লাম্বাম, সিকেল, সিপিয়া। (৪) এলিটি্রস, কলোফা, ইরিজিরন, অষ্টিলেগো।

গর্ভাবস্থায় মূর্চ্ছাভাব—চায়না, ওপিয়াম, ইগ্নে, ডিজি, অ্যাসিড-ফস, একোন, মস্কাস, আর্ণিকা ইত্যাদি।

শিরঃপীড়া দন্তশূল ও স্নায়ুশূল—অ্যাকোন, অ্যালুমি, এপিস, আর্সেনিক, বেলাড, ব্রায়োনি, ক্যাল্কে, ক্যামো, চায়না, সিমিসি; কফিয়া, কলোসিন্থ, জেল্‌স, হায়োসায়েমাস, ইগ্নে, ক্যাল্‌মিয়া, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব, মার্ক, মেজে, নাক্স-মস্কেটা, ওপি, ফস্ফ, প্ল্যান্টেগো, পাল্‌সে, র‍্যাটান, রাস-টক্স, সিপিয়া, স্পাইজে, (স্ত্রীলোকদিগের শিরোশূলে কার্য্যকরী), ষ্ট্যাফ, ভার্ব্বাস্কাম।

পৃষ্ঠে ও কোমরে বেদনা—অ্যাকো, ব্রাইয়ো, রাস-টক্স, সিকেলি, আর্ণিকা, ক্যাল্কে-কার্ব্ব কষ্টিকাম, ক্যামো, পাল্‌স, ফস্ফোরাস।

লালাস্রাব—এপিফেগস, জ্যাবোরাণ্ডি, কেলি-আয়োড, মার্ক, নেট্রাম, পাল্‌স, সিনা, সাল্‌ফার।

শোথ (Dropsy)—আর্সিনি, এপিস, এপো, কল্‌চি, ডিজি, ডাল্কা, হেলোনি, হেলিবোরাস, লাইকো, ফেরাম, লেডাম, মার্ক, ফস্ফোরাস, ফাইটোলেক্কা, রাস-টক্স, সিনিসিও, সিপিয়া, সাল্‌ফার, টেরিবিস্থ।

গর্ভাবস্থায় অনিদ্রা—অ্যাকোন, অ্যাম্ব্রা, বেল, ক্যাক্টাস, ক্যামো, কফিয়া, জেল্‌স, হায়া, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, নাক্স-ভ, ওপি, পাল্‌স, রাস-ট, ষ্ট্যাফি, ট্যারেণ্টুলা।

গর্ভাবস্থায় পায়ে খাল ধরাতে নিদ্রার ব্যাঘাত—ক্যামো, কুপ্রাম-আর্স, কফিয়া, ফেরাম, নাক্স-ভ, ভেরেট্রাম-অ্যাল্বাম।

গর্ভিণীর মূত্রে অণ্ডলাল এবং মূত্রদোষ জনিত ঘোর বিকার—এপিস, আর্স, আর্স-আয়োড, বেল, বেন-অ্যাসিড, বার্ব্বেরিস, ক্যাক্টাস, ক্যান্থা, চিনিনাম, কল্‌চিকাম, ডিজিটে, ডাল্কা, ফেরাম, হেলিবো, হেলোনি, কেলি-ব্রোম, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-মিওর, ল্যাকেসিস, লেডাম, লাইকোপ, মার্ক-কর, ফস্ফ, ফাইটো, রাস-টক্স, সিনিসিও, সিপিয়া, সাল্‌ফার, টেরিবিন, ইউর‍্যানি-নাইট।

গর্ভাবস্থায় জরায়ুর স্থানচ্যুতি—এলিট্রিস, অরাম, বেল, ক্যাল্কে-কার্ব, কলোফাই, সিমিসি, কলিন্সো, হেলোনি, কেলি-কার্ব, লিলিয়াম-টিগ, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভ, ফস্ফোরাস, পডো, পাল্স, সিপিয়া।

সম্মুখ আবর্ত্তন—অরাম, বেল, কেলি-কার্ব, ফেরাম, হেলোনি, লিলিযাম-টিগ, মার্ক, নাক্স-ভ, প্ল্যাটিনা, সিপিযা।

গর্ভাবস্থায় উলুণ্ঠন (Retroversion)—ইস্কুলাস-হিপ, বেল, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, কলোফাই, সিমিসিফিউগা, ফেরাম, হেলোনিযাস, কেলি-কার্ব, লাইকো, মিউরেক্স, নাক্স-ভ, প্ল্যাটিনা, সিপিযা, সাল্ফার।

গর্ভকালে ভ্রূণের সঞ্চালন বা সঞ্চরণশীলতা—আর্ণিকা, কোনাযাম, কন্ভ্যালে, এপোসা, লাইকো, ওপি, সোরিণাম, সিপিযা, সাল্ফার, থুজা।

গর্ভাবস্থায় গা-বমি-বমি ও বমি—অ্যাকো, অ্যালেট্রি, অ্যানাকা, অ্যান্টি-টা, অ্যাপো-মরফিয়া, আর্জ্জে-নাই, আর্সেনিক, ব্রাই, কার্ব্বো-অ্যাসিড, সিরাম-অক্সি, সিমিসি, ককিউলাস, কল্চি, কুপ্রাম-আর্স, সাইক্লে, ফ্যাফেলি, গসিপি, ইপি, আইরিস, কেলি-মি, ক্রিয়ো, ল্যাক্‌টিক-অ্যাসিড, লোবেলিযা-ইনফ্লা, ম্যাগ্নে-কা, মার্কারি, নেট্র-ফস, নাক্স-ভ, পেট্রো, ফস, পাল্স, সিপি, ষ্ট্যাফিস, সিম্ফরি, ট্যাব, থেরিডি।

গর্ভকালে ভ্রূণের সঞ্চালন—হিক্কা—সাইক্লে, (উদব দেখ)।

অজীর্ণ—অ্যানা, ক্যাল্কে-কা, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্সি, ডাযাস্কো, নক্স-ভ, পাল্স, (অজীর্ণ দেখ)।

উদরাময়—ফেরাম-মে, পেট্রোল, ফস-অ্যাসিড, পাল্স, সিকেলি, সাল্ফা।

কোষ্ঠকাঠিন্য—অ্যালিউমে, কলিনসো, লাইকো, নক্স-ভ, ওপি, প্ল্যাটে, প্লাম্বাম, সিপি, (কোষ্ঠকাঠিন্য অধ্যায় দেখ)।

কাসি—অ্যাকো, অ্যাপোসাই, বেল, ব্রাই, ক্যামো, কষ্টি, কোনা, ক্লোরাল, ড্রসেরা, গ্লোন, হাযো, কেলি-ব্রো, ইপি, নক্স-ভ, ভাইভার্ণাম-অপি।

গলগণ্ড—অ্যাসিড-ফ্লুরি, অ্যামন-কার্ব, ব্রোমিয়াম, ক্যাল্কে, কষ্টি, আইওডিয়ম, লাইকো, নেট্রাম, নেট্রাম-মিউর, নক্স-ভম, স্পঞ্জ, ষ্ট্যাফিসে, সালফার।

গাত্রদাহ—অ্যাকোন, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টি, মার্ক, নক্স-ভম, ফস্ফ, ফস্ফ-অ্যাসিড, রস-টক্স, স্যাবাডি, সেনেগা, সিপিযা, সালফার।

গুটিকাদোষ—অ্যাসিড-হাইড্র, অ্যাসিড-নাইট্রিক, অ্যাকালিফা-ইণ্ডিকা, অ্যাক্‌টিযা-রেসি, অ্যামন-কার্ব, আর্স, আযো, ব্যাপ্ট, ব্রোমি, অ্যাব্রোট, ব্রায়ো, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাল্কে-আর্স, ক্যাল্কে-ফস, ক্যালোট্রেপিস, কোডিযি, কার্ব্বো-অ্যানি, ড্রসেরা, ইল্যাপ্স, ইপিকর্ম, ফেরম-মেট, ফেরাম-ফস, গুযেকাম, ইলিসিয়ম, আযোডি, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসি, লরোসিরে, লাইকো, মার্টস-কমিউনিস, মিলিফোলি, ম্যালেরি-অফিসি, ওলিয়-জ্যাকে, নেট্রাম-আর্স, ফেলানড্রিয়ম, ফস্ফ, নাইট্রি-অ্যাসি, থ্ল্যাস্পি, হিপার, স্পঞ্জ, থেরিডিয়ন, টিউবারকু, ব্যাসি-লিনম, কোডিনম্, জিরেনিয়ম, ইরিজিরণ, ফস্ফ-অ্যাসি, মিউর-অ্যাসি, স্যালি-অ্যাসি, নক্স-ভম, পাল্স।

গুটিকাদোষ—অন্ত্রের—অ্যামন-কার্ব্ব, আর্স, আর্স-আয়োড, অ্যালোজ, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কষ্টিকম্, ক্রোটন-টিগ, চাপারা-অ্যামর, (Chapara Amorge) আয়োড, হিপার, ক্যালমিয়া, ল্যাকেসিস, মার্ক, অ্যাসিড-নাইটি, ওপিয়াম, জেলাপা, ফস্ফ, প্রথম-অ্যাসাটি, রস-টক্স, পল্স, সাইলি, সাল্ফ।

„ সন্ধিসমূহের—আর্স, ক্যাল্কে, বেল, ক্যালকে ফস, চায়না, কর্লোসি, আয়োডি, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-আয়ো, ল্যাকেসি, লাইকো, মার্ক, ফস্ফ, রস-ট, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সালফার।

গুল্ম বায়ু বা মূর্চ্ছা বায়ু—আকোন, অ্যাগ্নাস-কাষ্ট, অ্যাম্ব্রা-গ্রেসি, অ্যামন-কার্ব্ব, আনাকার্ড, এপিস, আর্স, অরম, বেল, ব্রোমি, ক্যাক্টাস, ক্যালকে-কার্ব্ব, কাম্ফা, কলোফাই, কষ্টি, সিড্রন, ক্যামো, কোবালি, ক্লোবোফ, সাইকিউ, সিমিসিফিউ, সিনামোন, কাকিউলা, কোনায়া, ক্রোকাস, জেলস্, হায়সা, হাইড্র-অ্যাসিড, ইগ্নে, আয়োডি, কেলি-ফস, ল্যাকেসি, ল্যাকটিক-অ্যাসিড, লাইকোপডি, ম্যাগ্না-মিউর, মস্কস্, নেট্রাম-মিউ, নক্স-ভম, নক্স-মস্কে, প্যালাডি, ফস্ফ, প্লাটি, পলিগোনম, পাল্স, স্যাবাইনা, স্যাম্বুনে, সিনিসি, সিপিয়া, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফিসে, ষ্ট্র্যামো, সলফর, ট্যারানটুলা, থেরিডিয়ন, ভ্যালেরিয়ানা, জিঙ্কাম।

„ জনিত আক্ষেপ—বেলাড, সাইকিউ, ইগ্নে, মস্কস্, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট্রাম, জেলস, কুপ্রম, পাল্স, সিকেলি, ট্যারাণ্টুলা।

গুল্মবায়ু জনিত শিরঃপীড়া—ইগ্নে, আইরিস্, ব্রাই, জেলস্, হিপার, প্লাটি, সিপি, সুল্ফার।

„ গল মধ্যে আক্ষেপ—লাইকোপডি, ম্যাগ্ন-মিউর, কষ্টি, অ্যাসাফিটি, কোনায়াম ইত্যাদি।

„ বক্ষঃস্থলের আক্ষেপ ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—ইগ্নে, মস্কাস, কফিয়া, নক্স-মস্কে, ষ্ট্র্যামো, কুপ্রম, ট্যারেণ্টুলা।

„ আর্ত্তবব্যাধি ও জরায়ু বিকৃতি—ককিউলাস, ইগ্নে, পাল্স, প্ল্যাটি, কলোফাই, সিপিয়া, সিমিসিফিউ, এলিট্রিস।

„ প্রতিনিয়ত নির্ব্বাক বা বিষণ্ণ অবস্থা—নক্স-ভম্, মস্কাস, ইগ্নে, ল্যাকেসি, ইত্যাদি।

„ অনিদ্রা—সাইপ্রিপি, জেলস, ইগ্নে, নক্স-ভমি, কফিয়া।

গুহ্যদেশ ছিন্ন—প্রসব করাইবার সময় ধাত্রীর অসাবধানতা বশতঃ অথবা উৎকৃষ্ট ভাবে সুরক্ষিত না হইলে গুহ্যদেশ ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার ক্ষতের অবস্থানুসারে আর্ণিকা, ক্যালেণ্ডুলা, হাই-পাবিকাম, সাইসিসিয়া, প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োজন হয়।

গুহ্যদ্বার ভ্রংশ বা স্থানচ্যুতি—এপিস, বেল, ক্যালকে-কার্ব্ব, সিনা, ইগ্নে, ফেরাম, লাইকো, কলচি, মিউরিয়ে-অ্যাসিড, নক্স-ভমি, পডো, ফসফো, সলফার, রুটা, স্যাবাইনা, ল্যাকে।

নির্গমন—আর্ণিকা, হ্যামামে, ইগ্নে, মার্কসল, মেজে, নক্স-ভমি, ফাইটো, পডো, সলফা, ফেরাম-ফস, প্রভৃতি ঔষধ ইহার প্রতিষেধক হিসাবে গুহ্যদ্বারেরও আরোগ্যদায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধগুলিও কার্য্যকরী—আর্স, ক্যালকে-ফস, লাইকো, ফস, রুটা, সিপি, সাইলি, থুজা।

মল বাহির হইবার পূর্ব্বে ও মল বাহির হইবার পরে যদি গুহ্যদ্বারের স্থানচ্যুতি ঘটে তবে **পডোফাইলাম**। মলত্যাগের পরে যদি গুহ্যদ্বারের স্থানচ্যুতি ঘটে তবে **ইগ্নে**, হায়ো, কার্ব্বো-ভেজ, টেরিবি, ইত্যাদি।

শিশুদিগের নির্গমন হইলে—ইগ্নে, ইণ্ডিগো, নক্স-ভমি, পডো, স্পঞ্জিয়া।

গুহ্যদ্বারের সঙ্কিজ প্রদাহ—অ্যাকো, বেলাডো, ল্যাকেসি, নক্স-ভমি, সাল্ফ, পডো।

পুরাতন হইলে—ফসফোরাস।

তৎসঙ্গে সঙ্কোচন থাকিলে—বেল, কষ্টি, ইগ্নে, কেলি-বাই, মেজে, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ওপি, প্লাম্বম।

তৎসহ মূত্রাধারে কুন্থন সদৃশ যন্ত্রণা থাকিলে—অ্যালাম, আলোজ, ক্যাপসি, হ্যামোসি, লাইকো, নেট্রাম, নেট্রাম-সাল্ফ।

গুহ্যদ্বার হইতে শ্বেতপ্রদরের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হইলে—বোবাক্স, সিপি, থুজা।

গুহ্যদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে—হ্যামামে, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফেরাম-ফস এবিজেরান।

গোদ—অ্যানা, আস, অ্যাসাফি, ক্যালোট্রপিস, কার্ডুয়াস, ইলাটস, গ্র্যাফা, হ্যামা, হাইড্রোকো, আয়োডি, লাইকো, মাইবিস, সাইলি।

গ্রন্থিলজ্বর—বেল, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ফাইটো, হিপার, ক্যাল্কে-আয়োড, আয়োড, ব্যারাই-কার্ব্ব, ব্যাসিলি, সাইলি।

গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও স্ফীতি—অ্যালিউমেন, অ্যালিয়াম-স্যাটাই, আস-আয়োড, ব্যাডিয়েগা, বেলিস্-প্যারি, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-আস, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ক্যাল্কে-আয়োড, কার্ব্বো-অ্যানি, কোনায়াম, গ্র্যাফা, হিপার, আয়োড, কেলি-আয়োড, কেলি-মিউর, মার্ক সল, মার্ক-প্রোটে-আয়োড, ফাজি, সাইলি, সাল্ফার, হেক্লা-লাভা, সিফি, টিউবার-কিউলিনাম প্রভৃতি।

গ্রন্থির বৃদ্ধি ও স্ফীতি—কক্ষ বা বগলের—অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যান্থ্রা, আস-আয়োড, অরাম, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, বেল, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-অ্যানি, সিষ্টাস, ক্লিমে, কোনা, হিপার, আয়োড, কেলি কার্ব্ব, কেলি-আয়োড, ল্যাকে, লাইকো, মার্কারি, মার্ক-প্রোটো-আয়োড, মার্ক-বিন আয়োড, মার্ক-আয়োড-রুব, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-সাল্ফ, মার্ক-কাম-কেলি-আয়োড, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফস্ফো, পালসে, বাস, সিপি, সাইলি, সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-আয়োড, টিউবার ইত্যাদি।

গ্রীবা দেশীয়—অ্যানাম্বি, অ্যামন-কার্ব্ব, আস, অরাম, ব্যাডিয়েগা, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, বেলাডো, ক্যাল্কে-কা; কার্ব্বো-অ্যানি, সিষ্টাস, ক্লিমে, কোনা, হিপার, আয়োডি, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-সল, মার্ক-আয়োড, মার্ক-কর, মার্ক-আয়োড-রুব, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফস, ফাইটো, পালসে, সারসপ্যারি, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফার, সিফিলি, থুজা, অ্যাকোনাইট-লাই।

তালুমূলীয়—অ্যানাম্বি, অ্যান্থ্রাস, আস-আয়োড, অরাম, অরাম-আস, অরাম-মিউর, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-আয়োড, ক্যাল্কে-ফ্লোরা, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-অ্যানি, কোনায়াম, গ্র্যাফাই, আয়োড, কেলি-আয়োড, লাইকো, মার্ক-প্রোটো, ফাইট, সাইলি, ফ্লোরিক-অ্যাসিড ইত্যাদি।

কুঁচকিদেশীয় (Inguinial) এপিস, আস, আয়োড, অরাম-মেট, অরাম-মিউর, অরাম-মিউর-ব্রোম, ব্যাডিয়ে, ক্যাল্কে-সাল্ফ, কার্ব্বো-অ্যানি, ক্রোটে, হিপার, মার্কারি, মার্ক-আয়োড, মার্ক-বিন-আয়োড, বিউবোনিয়াম, নাইট্রিক-অ্যাসি, সাইলি, থুজা, সাল্ফার,

ফ্লোরিক-অ্যাসি, কেলি-মিউর, বেসিলি, ব্যারাই-কার্ব্ব, ব্যারাই-মিউর, ক্লিমে; ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, কেলি-আয়োড, মার্ক-আয়োড-ফ্লেবা, মার্ক-সাল্‌ফ, ওসিমাম, প্যালেডি, পাইনাস-সিলভেলট্রিস, রাস-টক্স, জিরোফাইলাম (Xerophyllum)।

গ্রন্থির বৃদ্ধি ও স্ফীতি—(Mesentric)—অ্যাব্রো, আয়োড, আস, অরাম, ব্যারাইটা-কার্ব্ব ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে-আয়োড, সাল্‌ফার, টিউবারকু, সোরিণাম, আর্স-আয়োড, বেসিলি, কোনা, গ্র্যাফাই, আইডোফ, ল্যাপিস-অ্যাল্ব, মার্ক-কর, মেজে, (গুটিকা দোষ দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থি স্ফীতি প্যারটিট গ্রন্থির স্ফীতি (Mumps)—অ্যাকো, অ্যালিস, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যাম্ব্র, অ্যান্টি-টা, অ্যামন-মিউর, ব্যারাই-কার্ব্ব, ব্যারাই-মিউর, বেল, ব্রোমি, ক্যালকে-কা, ক্যালকে-ফ্লোর, কার্ব্বো-অ্যানি, ক্যামো, সিষ্টাস, ডাল, ইউফ্রেসি, ফেরাম-ফস, হিপার, কেলি-বাই, কেলি-মিউর, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-ফস, মার্ক-কর, মার্ক-সাযা, মার্ক-আয়োড-ফ্লে, মার্ক-আয়ো-রু, মার্ক-সাল্‌ফ, ফাইটো, পাল্‌সে, রাস-টক্স, সাইলি, সাল্‌ফা, ব্রাইও, সালফ-আয়োড, ট্রাইকো, কোরাল-রুব্রাম।

গ্রন্থি স্ফীতি (পুরাতন) অ্যাকোনাইট, লাইকো, অ্যালনাস, আস, আস-আয়োড, অরাম, অ্যাসটেকাস (Astacus), অরাম-মিউর, ব্যাডিযেগা, ব্যারাই-আযড, ব্যারাই-মিউর, ব্রোমি, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যালকে-ফ্লোরি, ক্যালকে-আয়োড, ক্যালকে-ফস, ক্যালেণ্ডুলা, কার্ব্বো-অ্যানি, সিষ্টাস, ক্লিমে, কোনা, ক্রোটন, ডালকা, কোরিডালিস (Corydalis), ফেরাম-আয়োড, কেলি-কস, গ্র্যাফা, হিপার, আয়োড, কেলি-আয়োড, ল্যাকে, ল্যাপিস-অ্যাল্ব, লাইকো, মার্ক-সাযা, মার্ক-আয়ো-ফ্লেবাস, মার্ক-আয়ো-রুব্রাম, মার্ক-সালফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, সোরি, রাস-টক্স, রিউমেক্স, সাইলি, স্পাঞ্জিয়া, সালফা, থুজা, টিউবারকিউলিনাম।

গ্রন্থিবাত বা গেঁটেবাত অথবা বাতরক্ত (Gout)—অ্যাগ্রো, অ্যাকো, অ্যামন-বেঞ্জয়িক, এপিস, আর্ণিকা, আস, অরাম-মিউর, অরাম-মিউর-ন্যাট্রে, বেলে, বেঞ্জয়িক-অ্যাসি, বারবা-ভল্‌গা, ব্রাই, ক্যাল্ফুপ, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যামো, চিনি-সাল্‌ফ, চায়না, কল্‌চি, কুপ্রাম, ড্যাফনি, ডালকা, ফেরাম-পিক, ফরমিকা, গুয়েকা, আহার, কোল-বাই, কেলি-আয়োড, লিডাম, লাইকো, ম্যাগ্নেনাম, মেজে, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-ল্যাকটি, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-স্যালি, নাক্স-ভমি, অক্সালিক-অ্যাসি, প্যাংক্রিয়েটিনাম, ফাইটো, পাল্‌সে, রডো, রাস-টক্স, স্যাবাই, সাইলি, স্পাইজি, সাল্‌ফ, ইউরিক-অ্যাসি, ইউরেনিয়াম।

" অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে—বেলিস-পেরি, সাইপ্রিপেডিয়াম।

" বুকের—কলচিকাম।

" চোখের—নাক্স-ভমিকা।

" হাত, পা, সামান্য ফুলা—লেডাম।

" হৃদ্‌যন্ত্রের—অরাম-মিউর, ক্যাকটাস, কন্‌ভ, কুপ্রাম-মেট।

" স্নায়ুর—কলচি, কলোফা, স্যালকা।

" পুরাতন—অ্যামন-ফস, বেঞ্জয়িক-অ্যাসি, বার্ব্বারিস-ভাল, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যালকে-ফ্লোর, ক্যালকে-ফস, কষ্টি, হিপার, আয়ো, কেলি-আয়োড, মার্ক-সালফ, ফাইটো, পাল্‌সে, রাস-টক্স, রুটা, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সালফ, টিউবার।

গ্রন্থিবাত বা গেঁটেবাত অথবা বাতরক্ত—সকরণশীল—আর্ণিকা, নাক্স-ভমিকা, কেলি-সাল্ফ, পল্‌সে, রডো।

তৎসহ অর্শ ও আর্ত্তস্রাব—বার্কেরিস।

„ শীতালদিগের পীড়া—ক্যাল্কে-কার্ব্ব, নাক্স-ভমিকা, সাল্ফ, পাল্‌সে, নাক্স-ভমি, ল্যাকেসিস।

„ জলে কাজ করিবার ফলে—ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ডাল্কা, রাস-টক্স, ক্যাল্কে, সিপি।

গ্যাজ (মাংস গজান উপদংশ)।—

„ আঁচিলের মত—অরাম-মিউর, কেলি-আযোড, লাইকো, মার্কু, নাইট্রিক-এসিড, ফস্ফরিক-এসিড, সাল্ফ, থুজা।

„ ক্ষতের চারিধারে ওষ্ঠের মত ফুলিয়া ওঠে—আর্স, আযোড, ল্যাকেসিস, ফস্ফ সাইলি, ষ্ট্যাফ, সাল্ফার।

„ শৃঙ্গে—ষ্ট্যাণান্, সাল্ফ।

গৃহরোগ অর্থাৎ জন্মভূমি দর্শনার্থ দারুণ আগ্রহ জনিত রোগ—ব্যাপ্ট, ব্রাই, অ্যাসিড-ফস্ফ, ক্যাপসিকাম, মার্কুরিয়াস।

ঘর্ম্ম—অ্যাকোন, আর্সেনিক, বেল্, ব্রায়ো, বোভিষ্টা, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যাম্ফার, ক্যান্থারিস, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামো, চায়না, চিনিন্-সাল্ফ, ডাল্কা, গ্র্যাফাইটিস, হিপার-সাল্ফার, ইগ্নেসিয়া, ইপিকাক্, ল্যাকেসিস, লাইকোপডিয়াম, মার্কু, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভ, ওপিয়াম্, ফস্ফোরাস, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড, পাল্‌সেটিলা, রাস্-টক্স, স্যাম্বুকস, সিকেলি, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যানম, সাল্ফ, অ্যান্টিম-টার্ট, থুজা, ভেরেট্রাম ইত্যাদি।

ঘর্ম্ম রক্তবর্ণ—আর্ণিকা, ক্যাল্কে, ক্রোটেলাস, ল্যাকেসিস, নাক্স-ভমিকা।

শীতল—আর্স, ক্যাম্ফর, সিনা, কুপ্রাম, হিপার, ইপি, ল্যাকেসিস, লাইকো, নেট্রাম, সিকেলি, অ্যান্টি-টা, ভেরেট্রাম।

উষ্ণ—ক্যামো, ওপি, ফস্ফ, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট্রাম।

নৈশ—অ্যামন-মি, আর্সেনিক, ব্যারাইটা, কার্ব্বো-ভে, কষ্টিকাম, চায়না, হিপার, সাল্ফার, নেট্রাম।

ঘর্ম্মাভাব—অ্যাকোন, আর্ণিকা, বেলাডোনা।

রোধ—জার্ব্বাঙ্গাম্, বেলাডোনা, ব্রাইযোনিয়া, ক্যামো, চায়না, ডালকা, লাইকো, মার্ক, নাক্স, ফস্ফোরাস, সিপিয়া, সালফার।

ঘামাচি—আর্স, অ্যাকোন, অ্যান্টি-ক্রু, এপিস, রাস্-টক্স, লেডাম, সালফার ইত্যাদি।

ঘাড় আড়ষ্ট—অ্যাকোন, ল্যাক্‌ন্থাস্থি, বেল, সিমিসি, ব্রাই, চেলিডো, ম্যাগ-কস, স্যাঙ্গু, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যামন-মি, অ্যানাকার্ড, আর্স, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, সাইকিউটা, ফেরাম, লরো, লাইকো, মার্ক-সল, নাক্স-ভম, মেজে, নেট্রাম-মি, পেট্রো, ফস্ফ-এ, রাস্-টক্স, রাস্-রেডি, সাল্ফ, থুজা, জিঙ্কাম।

ঘোর নিদ্রা—ওপি, নাক্স-মস্কেটা, এপিস, হেলিবো, ল্যাকে, কোব্রা, কেলি-ব্রোম, মস্কাস্, সালফার।

চক্ষুরোগ—চক্ষুপ্রদাহ (Ophthalmic Conjunctivitis) তরুণ চক্ষু-প্রদাহ—অ্যাকো, অ্যামন-মিউর, এপিস, আর্স, বেল, ক্যামো, ডালকা, ইউফ্রে, জেলস, মার্কারি, পালস, সালফ,

আর্ণিকা, অরাম, ব্রায়ো, ক্যালকে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টি, ক্লিমেটি, কলোসি, কোনা, কুপ্রাম, ডিজি, ইউফর্ব্বি, ফেরাম, গ্র্যাফাই, হিপার, ইগ্নে, আয়োড, ইপি, ক্রিয়ো, ল্যাকে, লাইকো, লেডাম, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসি, পেট্রোলি, ফস্-অ্যাসি, প্লাম্বাম, রডো, রাস্-টক্স, সিপিয়া, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্রামো, থুজা, টিউক্রি, ভেরেট্রাম, জিঙ্কাম প্রভৃতি।

চক্ষুরোগ—পুরাতন—অ্যালিউ, আর্জেণ্ট-নাই আর্স, কোনা, ইউফ্রে, গ্র্যাফা, কেলি-বাই, লাইকো, সোরি, সিপিয়া, সালফ, জিঙ্কাম, অরাম, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যালকে, কষ্টি, চায়না, ডালকা, হিপার, ক্রিয়ো, ল্যাকে, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসি, পেট্রোলি, ফস্‌ফো, রাস্-টক্স, সিপি, সাইলি, স্পাই, সালফিউ অ্যাসি, থুজা।

„ প্রমেহ জনিত—অ্যাকো, আর্জেণ্ট-নাই, বেল, ক্যালকে-সা, ক্যানাবিস-স্যাটাই, হিপার, কেলি-সালফ, মার্ক-কর, মার্ক-প্রোটো-আয়ড, মার্কারি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, থুজা।

„ উপদংশিক—এপিস, অ্যাসাফি, জেলস, কেলি-আয়োড, মার্ক-কর, নাইট্রিক-অ্যাসি।

„ শিশুদিগের—অ্যাকো, বেল, ক্যামো, ইউফ্রে, আর্জেণ্টনাই, মার্কারি, সাল্‌ফার।

„ পুঁজযুক্ত—এপিস, আর্জেণ্ট-নাই, ক্যালেণ্ডুলা, হেপ্রিণ্ডিলি, হিপার, মার্ক-কর, মার্ক-প্রোটো-রুব, প্লাম্বাম, পাল্‌স, রাস-টক্স।

„ গণ্ডমালা ধাতুর—ইথিওপাস-অ্যাণ্টিমনি, ইথুজা, এপিস, আর্জেন্-নাই, আর্সে, আর্স-আয়োড অরাম, অরাম-মি, ব্যারাই-কার্ব্ব, ব্যারাই-আয়োড, বেল, ক্যাল্‌কে কার্ব্ব, ক্যালকে-আয়োড, ক্যানাবিস-স্যাট, সিষ্টাস, ক্লিমে, কচ্‌লিকাম, কলচি, কোনা, ইউফ্রে, গ্র্যাফাই, হিপার, কেলি-বাই, মার্ক-কর, মার্ক ডাল, মার্ক-প্রসি-রুব, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সোরিনাম, পালসে, রাস-টক্স, সাইলি, সালফার, থুজা, ভায়োলা-অডো, জিঙ্কাম-সালফ।

চক্ষু হইতে জল পড়া—অ্যাকো, অ্যাসি-নাই, এপিস, আর্স, আর্স-মেটা, অরাম, ক্যালকে-কার্ব্ব, কষ্টিকা, সিপা, কোনা, ইউফ্রে, কেলি-আয়ড, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-প্যারমা, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-আর্স, নেট্রাম-মি, ফসফো, ফাইটো, পালসে, ষ্টিক্‌টা, সালফার।

„ গরম, জ্বালাযুক্ত—এপিস, আর্সে, সিড্রন, ইউজেনিয়া, ইউফ্রেসিয়া, গুয়েরিয়া, কেলি-আয়ড, ক্রিয়ো, মার্ককর, স্যাপথা, নেট্রাম-মিউর, রাস-টক্স, সালফার।

„ মুক্ত হাওয়ায় উপশম—এলিয়াম-সিপা।

„ রাত্রে বৃদ্ধি—এপিস।

„ কাসিলে বৃদ্ধি—ইউফ্রেসিয়া, নেট্রাম-মিউর।

„ খাইলে পর বৃদ্ধি—ওলিয়াম-অ্যানিমেলি।

„ অতি ভোরের বেলা বৃদ্ধি—ক্যালকে-কার্ব্ব।

„ মুক্ত হাওয়ায় বৃদ্ধি—ক্যালকে-কার্ব্ব, কলচি, লাইকো, ফস, স্যানি-কিউলা, সাইলিসিয়া।

চক্ষুর ভিতর কীটাদি প্রবেশ—আকোনা, আর্ণিকা, ক্যালকে, ইউফ্রে, নাইট্রিক্-অ্যাসি, পেট্রো, পালসে, রুটা, সেনেগা, সাইলি, স্পাইজি, সালফা, সালফিউরিক-অ্যাসিড।

চক্ষুর ছানি—অ্যামন-কার্ব্ব, আর্জেণ্ট, আয়োড, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যালকে-ফ্লোর, ক্যানাবিস-স্যাটা, কষ্টি, চিমাফেলা, সিনেরেরিয়া, থেরি, কোনা, ইউফ্রেসি, কেলি-মিউর, লিডাম,

ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, হ্যাপথা, নেট্র-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিউর, ফস, প্লালসে, স্ট্যাণ্টোনা, সিকেলি, সেনেগা, সিপি, সাইলি, সালফ, টেলিউরি, জিঙ্কাম, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, রুটা, স্পাইজি, ষ্ট্যামোনি।

চক্ষুর পাতায় প্রদাহ (Blepharitis) তরুণ—অ্যাকো, এপিস, আর্জেণ্ট-নাই, আস, ক্যামো, ডিজি, ডাল, ইউক্রে, হিপার, ক্রিযো, মার্ক-কর, মার্ক-আযো, মার্ক-প্রোটো-আযড, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-কার্ব্ব, পেট্রো, পালসে, রাস-টক্স, সালফ, ইউপাস, ইউরিনাম।

প্রাচীন—অ্যালু, অ্যাণ্টি-ক্রু, আর্জেণ্ট-নাই, অবাম, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, বোরাক্স ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্লিমে, ইউক্রে, হিপার, ক্রিযো, গ্র্যাফা, মার্ক-কর, মার্ক-প্রটো-রুব্রাম, পেট্রো, সোরিনাম, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফেস, সালফ, টেলিউরিযাম।

লালবর্ণের হইযা যাওযা—অ্যাগা, অ্যামন-ব্রোমা, অ্যাণ্টিম-ক্রু, এপিস, আর্জেণ্ট-নাই, আর্স, বেলাডোনা, ক্যানাবিস, ক্লিমেট, ডিজিটেলিস, ইউক্রে, গ্র্যাফাই, হিপার, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-সালফ, রাস-টক্স, স্ক্যাবাডিলা, সালফ।

পাতায় আক্ষেপ—অ্যাগারি, বেল, ক্যামো, ককুলাস, কোনায়া, হিপার, হাযো, মার্কারি, নেট্রাম-মিউর, নক্স-ভমিকা, রুটা, ষ্ট্যাফে, ষ্ট্র্যামো, সালফর, সিপিযা সাইলি, ভাযোলা-ওডো।

দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা—অ্যাকো, অ্যানা, আর্ণিকা, অবাম, ব্যাপটে, কষ্টি, চায়না, কোনা, সাইক্লে, ডিজি, ইউক্রে, জেলস, হিপার, জ্যাবোরে, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-ফস, লিলিযাম, লিথি-কার্ব্ব, লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, ন্যাপথে, নেট্রাম-মি, নাক্স-ম, নাক্স-ভম, ফসফো-অ্যাসি, ফস, ফাইসস-টিগমা, ওলিযাম-জ্যাকে, পাইলোকারপাস, পালসে, রাস-টক্স, রুটা, স্ট্যাণ্টোনাম, সেনেগা, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্রনসিয়া, ট্যাবেকা থুজা, রুটা, জিঙ্কাম-মেট, সাইকিউ, সিনা, হাযোসি, ইগ্নে অ্যাযো, লিডাম, প্রাটি, সিকেলি, স্পাইজি, সালফার, ভেরেট্রাম, ইত্যাদি।

দৃষ্টি রাত্রে কম অর্থাৎ রাতকানা—নক্স-ভমি, চাযনা, হেলিবোরাস, ফাইসসটিগমা, পলস, বেল, লাইকো, হাযোস, র‍্যানা-বাল্ব, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ক্যাড-সালফ।

দিনে কম অর্থাৎ দিন-কানা—বোথ্রপস, ফসফোরাস, বেল, সালফিউরিক-অ্যাসিড, ষ্ট্র্যামো, লাইকো, সাইলি।

দ্বিত্ব (Diplopia)—অ্যাগা, অবাম, বেল, সাইকি, কোনা, সাইক্লে, ডিজি, জেলস, হায়োসি, নেট্রাম, নাইট্রি-অ্যাসি, ওলিযেণ্ডার, অনসম, ফসফো, ফাইসসটি, পলসে, প্লাম্বাম, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো, সালফ, ভেরেট্র-ভিব।

অর্দ্ধ (Hemiopia)—ক্যালকে-সালফ, ক্যালকে-কার্ব্ব, গ্লোন, হিপার, লিথিযাম-কার্ব্ব, লাইকো, অ্যাসিড-মিউর, নেট্রাম-মিউর, টিটেনিযাম, রসটক্স সিপিযা, ষ্ট্র্যামো।

আংশিক—উর্দ্ধাংশে দেখিতে না পাইলে—অরাম-মেটালিকাম, ডিজি; ডান অংশ দেখিতে না পাইলে—ক্যাল্কে-কার্ব্ব, লিথিয়াম কার্ব্ব, বাম-অর্দ্ধ কেবল দেখিতে পাইলে লাইকোপোডিয়াম।

দৃষ্টি-টেরা—অ্যালুমি, সিনা, হাযো, জেলস, স্পাইজে, সাইক্লে, ষ্ট্র্যামো, সাইকিউটা।

চক্ষুর দৃষ্টি অদূর (short sight)—অ্যাগারি, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যানা-কার্ডি, কেলকে-কা, চায়না, কোনা, ইউক্রে, হিপার, হায়োসি, ল্যাকেসি, লাইকো, নাইট্রিক-অ্যাসি, পেট্রো, ফসফো, ফাইসো, পল্স, ফস্ফো-অ্যাসি, রুটা, ষ্ট্র্যামো, সালফার, থুজা।

ধূম-দৃষ্টি (অস্পষ্ট দৃষ্টি Glaucoma)—(১) অ্যাট্রপিন-সাল্ফ, কোকেইন, গ্লোন, ফস্ফো, ল্যাকে, স্পাইজে, ব্রাই, কলো, কষ্টি, নক্স-ভমি, জেল্স, বেল, অসমি, অরাম মি, চেলিডো, প্রনাস-স্পাই, সিড্রণ, ডিজি, কোমোক্লে, মেজেরি, সিনারে, ফাইসস, ক্রোকাস, থাইরইডি, বডো, কেলি-আয়ড, টেবেকা, নক্স-ভমি, অরাম, কার্ব্বনি-সালফ, স্প্যাণ্টোনা, প্রাষাম, (২) জিঙ্কাম, ম্যাঙ্গেনাম, সেলিনি, আর্জেণ্ট-নাইট্রি, অ্যাকো, আস´, অ্যাসাফি, হ্যামামে।

„ বর্ণান্ধতা (Colour blindness)—বেঞ্জিনাম-নাইট্রিকাম, স্যাণ্টোনাইন।

তারকামণ্ডল প্রদাহ (Iritis)—অ্যাকো, আস´, বেল, সিড্রণ, সিনাবেরিস, ক্লিমেটি, ইউক্রে, ফেরাম-ফস, জেল্স, গ্রিণ্ডি, হিপার, আয়ো, কেলি-বাই, কেলি-আয়ড, মার্ক-কর, মার্ক-সাল্ফ, পাল্সে, রাস-টক্স, স্পাইজে, সাল্ফ, সিপি, টেলিউ, টেরি, থুজা, অরাম, ক্যালেণ্ডুলা, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, সিমিসি, হ্যামামে, মার্ক-ডাল, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পেট্রো।

বাতযুক্ত আর্ণি, ব্রাই, ক্লিমে, কলচি, ইউক্রে, ফরমিকা, কেলি-বাই, ক্যালমি, লেডাম, মার্ক-কর, রাস-টক্স, স্পাইজি, টেরিবিন, থুজা।

ঔপদংশিক—অ্যাসাফি, অরাম, সিনাবে, ক্লিমেটি, আয়ো, কেলি-বাই, কেলি-আয়োড, মার্ক-কর, মার্ক-সাবা, মার্ক-আয়োড, নাইট্রিক-অ্যাসি, সালফ, থুজা।

„ গুটিকাযুক্ত—আস´, কেলি-বাই, সালফা, সিফি, টিউবারকিউলিনাম।

চক্ষুপ্রান্তের নালী ঘা—ক্যালকে-কার্ব্ব, কষ্টি, ফ্লোরিক-অ্যাসি, ল্যাকে, মার্ক-কর, নেট্রাম-মিউর, পেট্রো, ফসফো, ফাইটো, সাইলি, ষ্ট্যানাম, সালফ, অ্যাণ্টিম-ক্রুড, বোরাক্স, গ্র্যাফা, জিঙ্কাম।

চক্ষু নৃত্য করা—অ্যাগা, আয়োড, আর্জ্জেণ্ট-নাই, কেলি-আয়োড, ম্যাগ্নে-ফস।

চক্ষুতে অঞ্জনী—অ্যাগারি, অরাম, এপিস, ক্যালকে, কোনায়াম, গ্র্যাফাই, হিপার, লাইকো, মার্কারি, পালসে, সিপিয়া, ষ্ট্যাফিস, সাইলি, জিঙ্কাম।

চক্ষুর পাতায় দানা দানা জমা—অ্যালিউ, আস´, এপিস, অরাম, ক্যালকে, সিনাবেরিস, ডালকা, গ্র্যাফাই, হিপার, কেলিমি, মার্ক, নেট্রাম, পালসে, সিপিয়া, সালফ, জিঙ্কাম-সালফ।

„ „ উপরে যেন সর পড়িয়াছে—ডাক।

চক্ষু-কোটরের পীড়া—স্পাই, বেল, চিন্-সাল্ফ, বেডি, ক্যালকে, প্ল্যাটি, হায়োস, ভেলেরি।

চক্ষু ব্যবহার করিতে গেলেই দুর্ব্বলতা—রুটা, স্পাইজি, কার্ব্বো-ভেজ।

„ মানসিক পরিশ্রমের জন্য দুর্ব্বলতা—সিনা।

চুলকণা—অ্যাম্ব্রা, অ্যাণ্টিম-টার্ট, আস´, ব্রাই, ইউক্রেসিয়া, ক্যালকে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজি, ক্যান্থারিস, কার্ব্বো-এনিম্যা, ক্রোটন, কষ্টিকাম, ক্লিমেটিস, ডালকামরা, গ্র্যাফাই, হিপার, সালফার, ল্যাকেসি, লেডম, লাইকোপডি, ল্যাকক্যানিস, ম্যাঙ্গানম, মার্কুরিয়াস, মেজেরি, নেট্রাম, পেট্রো, ফস-অ্যাসিড, সিকেলি, সাইলিসিয়া, সোরিণাম, ষ্ট্যাফেসিগ্রিয়া, সালফার, ভেরেট্রাম, জিঙ্কাম, রাস-টক্স, ব্যালসাম-পেরু, সিম্ফারভাইভাম-ট্যাক্টর।

ডাঃ লিলিয়েন্থালের মন্তব্য—মার্ক-সল ৩০ এবং সালফার ৩০ পর্য্যায়ক্রমে ৪।৬।৮ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা দিলে সুফল পাওয়া যায়। শুষ্ক প্রকারের চুলকণার পক্ষে কার্ব্বো-ভেজ এবং সিপিয়া-বিশেষ প্রকারে ফলপ্রদ। পুঁজযুক্ত ব্রণ সদৃশ হইলে, কষ্টিকাম উপযোগী। ডাঃ হেরিং প্রভৃতি বলিয়াছেন—"ব্যাল্‌সম-পেরু" অথবা ল্যাভেণ্ডার অয়েল বাহ্য প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

চুলি রোগ সাল্‌ফ, আর্স, অ্যাসিড-নাইট্রিক, কেলি-কার্ব্ব, গ্র্যাফাইটিস, কেলি-আয়োড, নেট্রাম-মিউর, সাল্‌ফার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা—পুরুষদিগের পক্ষে, অ্যাসিড-ফস, জেল্‌স, অ্যামন-কার্ব্ব, আর্জ্জেণ্ট-নাই, অরাম, স্যাবাইন, ক্যালেণ্ডি, ক্যাল্‌কে, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাম্ফর-মনোব্রোমাইড, ক্যানা-ইণ্ডিকা, ক্লোরাম, চায়না, কোকা, কোনায়া, ডিজিটেলিন, ফেরাম, ব্রোমে, ফর্ম্মি, কেলি-ফস, লাইকো, অনসমোডিয়াম, ড্যামিয়ানা, পিকরিক-অ্যাসি, ফস-অ্যাসি।

অতিরিক্ত অসমর্থ জন্য—"লাইকোপোডিয়ম" ২০০ শক্তি অ্যাসিড-ফস্ ২০০ (অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা) স্যাবাল্-সেরুলেটা পাঁচ ফোঁটা হিসাবে দেওয়া যায়। **আংশিক অসমর্থতায়**—জেল্‌স ২০০ এবং সেলিনিয়াম ২০০। প্রমেহ জন্য পীড়ায় নুফারলুটিয়াম ৩০ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। **স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গম বিতৃষ্ণায়**—অ্যামন-কার্ব্ব ৩০ এবং গ্র্যাফাইটিস ৩০।

জরায়ু প্রদাহ—অ্যাকোন, এপিস, আর্ণিকা, আর্স, আয়োড, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যান্থা, কলোফা, ক্যামো, চায়না, ককিউলাস, কফিয়া, কলোসিন্থ, কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস, ক্রোকাস, কোনায়াম, ফেরাম, গ্র্যাফাই, হিপার, ইগ্নেসি, ইপিকা, আয়োড, ক্যালি-ফস, ম্যাগ্নে-মিউর, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপিয়াম, ফস্ফ, ল্যাকে, ক্যালি-ফস, ল্যাকেসি, লাইকোপ, প্লাটা, হায়সা, ফস্ফ, রাস-টক্স, স্যাবেডিলা, সিকেল, সাল্‌ফ, সিপিয়া, ষ্ট্যানম, ভেরেট্র, অরাম, বেলিস্‌পেরি, কলিনসোনিয়া, মিচেলা, মিউরেক্স, ষ্ট্রোফেন্থাস, ট্যারেন্টিউলা, ভেরেট্রাম-ভির।

নির্গমন বা ভ্রংশ—অ্যামন-মিউর, আর্জ্জেণ্ট-নাই, বেঞ্জয়িক-অ্যাসিড, বেল, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যান্থা, কার্ব্বো-অ্যানি, ক্যামো, চায়না, ফেরাম, গ্রানেট, হাইড্রো-অ্যাসিড, হাইড্রো-ফোবিন, আয়োড, ইপিকাক, ক্যালি-বাই, ক্রিয়োজো, ল্যাক-ক্যান, ল্যাকেসি, লিলিয়াম-টি, মার্ক, ম্যাগ্নে-মিউর, মিলি, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভ, নাইট্রি-অ্যাসিড, নাক্স-মস্কেটা, ওপিয়াম, প্যারেডি, প্ল্যাটি, রাস্-টক্স, পডো, স্যাবা, সিপিয়া, সাল্‌ফ, থুজা, অষ্টিলেগো, অ্যাবিস-ক্যানাডেন্‌সিস, ইস্কিউলাস-হিপ, অ্যাগা, কার্ব্বলিক অ্যাসি, ক্যাল্‌কে-ফস্, ক্যাল্‌কে-সিলিকেট, কলিন্সো, ফেরাম-ব্রোমেটাম, ফেরাম-আয়োড, হেলোনি, মিউরেক্স, নেট্রাম-ক্লোরেটা, অনসমোডিয়াম, পাল্‌সে, টিলিয়া, ভিবার্ণাম-ভ্যালেরি।

জরায়ুতে জলসঞ্চয়—আর্স, এপিস, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে-আয়োড, ল্যাকেসি, লাইকোপ, সিপিয়া, পাল্‌স, রুটা, স্যাবাইনা, সিলিকা, মার্ক, হেলিবো, সাল্‌ফ, নেট্রাম-মিউর, সিপিয়া।

বায়ুজমা (Physometra)—ফস্‌ফোরিক-অ্যাসিড, ক্যান্থারিস, বেল, চায়না, ক্যাল্‌কে, হায়সা, লাইকোপ, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ফস্ফ, নাক্স-ভমিকা, সিপিয়া, সাল্‌ফ, ব্রোমি, এপিস, নাক্স-মস্কেটা, ব্রাই, স্যাঙ্গুইনেরিয়া।

জরায়ু-শূল—এলিট্রিস, বেল, কলোফাইলাম, কষ্টি, ক্যামো, সিমিসি, ক্রোকাস, কোনায়াম, জেল্স, হায়ো, ইগ্নেসি, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে-ফস, মিউরেক্স, নেট্রাম, নাক্স-ভ, প্ল্যাটিনা, সিপিয়া, ষ্ট্যানাম, ট্যারেণ্টুলা, অ্যাকো, অ্যাগা, এপিস, আর্ণিকা, ব্রাই, বিউফো, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, চায়না, কুপ্রাম-আর্স, ক্রোটেলাস-ক্যাসকাভেলা, ডায়াম, কেলি-ফস, পাল্‌সে, সিকেলি, ট্যারেণ্টুলা-কিউ, ভাইবারণাম, ভিস্কাম।

জরায়ুতে রক্তসঞ্চয়—সিপিয়া, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজ ইত্যাদি।

জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব—(১) আর্ণিকা, ব্রাই, বেল, ক্যাল্কে, ক্যামো, চায়না, সিনা, ক্রোকাস, ইরিজিরণ, ফেরম, হেলোনিয়াস, হায়সা, হ্যামা, ইপি, প্লাটিনাম, পাল্স, স্যাবাই, সিকেলি, সিপিয়া, ট্রিলিয়াম, (২) অ্যাকোন, এলিট্রিস, ক্যাল্কে, কার্ব্বো-অ্যানি, সিপিয়া, (৩) ইরেকথাইটিস, ইগ্নে, অ্যামন-মিউর, নেট্রাম-মিউর, নাক্স ভ, ফস্ফ, স্যাঙ্গুই, সিনিসিও, সাইলি, সাল্ফ, ভেরেট্রাম, (৪) হাইড্রাষ্টিস, মিলিফোল, ব্যাপ্টি, ক্যামো, জেল্স, আয়োড, র‍্যাটা, রুটা, (৫) এপিস, হিডিওমা, আস্তেরিস, অ্যাচিল (Achill), আর্জ্জেণ্ট-অক্সাইড, অরাম-মিউর-কেলি, কলিন্সো, ক্যানোসিয়া জুনিপেরাস ভার্জিনিয়েনাস, কেলি-নাইট্রি, ম্যাঙ্গিফেরা, মিট্চেলা, নেট্রাম-ক্লোরাইড, অনস্মোডি, প্যালেডিয়াম, ট্রিলিয়াম, থ্যাস্পী ভিনকা, ভিসকাম, সিলিকা, ফাইটো, প্লাম্বাম, বাস-টক্স, (৬) আর্জ্জেণ্ট, জিঙ্কাম, লাইকো, অষ্টিলেগো।

(ক) রক্তস্রাব **স্থূলকায়ার**—অ্যাকোন, বেল, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, ফেরাম, নাক্স-ভ, প্ল্যাটিনা, স্যাবাই, ল্যাক্, অর্ণিকা, ক্রোকাস, ইগ্নে, ইপিকাক, ফস্ফ, ভেরেট্রাম, ট্রিলিয়াম।

(খ) শীর্ণকায়ার—(১) চায়না ক্রোকাস, পাল্স, সিকেলি; সিপিয়া। (২) কার্ব্বো-ভেজ, নাক্স-ভ, ইপিকাক, ফস্ফোরাস, রুটা, ভেরেট্রাম। (৩) এলিট্রিস, কলোফাইলাম, সিমিসি, ট্রিলিয়াম, অষ্টিলেগো।

জরায়ু-বিস্তৃতি—কোনায়াম, সিপিয়া, অ্যামন-মিউর।

জরায়ু-স্ফীতি—অরাম-মিউর, নেট্রাম, বেল, নাক্স-ভ, প্লাটিনা, সিপিয়া, আরাম-মিউর, অরাম, বেল, হিপার, ল্যাকে, ফাইটো, অষ্টিলে।

জরায়ুর পচনশীলতা—আর্স, ক্রিয়োজো, কার্ব্বো-অ্যানি, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড, কুবারি, সিকেলি।

„ দুষ্ট অর্ব্বুদ—অ্যালাম, আর্স, আর্স-আয়োড, থুজা, হাইড্রাষ্টিস।

জল বসন্ত (পানি বসন্ত)—আকোন, অ্যাণ্টিম টার্ট, বেল, অ্যাসাফিটিডা, ব্রাই, কষ্টিকাম, ক্যান্থারিস, কার্ব্বো-ভেজ, কোনায়াম, সাইক্লে, লেডম, ইপিকা, মার্ক, নেট্রাম, পাল্স, রস-টক্স, সিকেলি, সার্লফার, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, থুজা।

জলাতঙ্ক—বেল, ক্যান্থারিস, কিউর‍্যারি, হেলিবোরাস, হাইড্রো-ফোবিনাম, হায়সা, ল্যাকেসি ষ্ট্রামোনিয়াম, ট্যানেসি, অ্যানথিয়াম, ভাইপেরা অ্যামন-মিউর, ক্যালকে-আর্স, অ্যাসিড-নাইট্রি, সার্স, সিপিয়া, সাল্ফার।

জিহ্বা প্রদাহ—এপিস, আর্স, অ্যাসিড-বেন্জো, অরাম, ক্যাস্থা, ক্যালকে-কার্ব্ব, কর্ব্বো-ভেজ, কোনায়াম, কুপ্রাম, হিপার, ল্যাকেসি, লাইকোপ, মেজে, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পেট্রোল, প্লম্বম, র‍্যানান, সিপিয়া, সালফ, সালফিউরিক-অ্যাসিড।

জিহ্বার ক্ষত—অ্যাসিড-বেন্‌জো, সিনা, সাইকিউটা, কেলি-ক্লোরিকাম, মার্ক, অ্যাসিড-মিউর, অ্যাসিড-নাইট্রি (উপদংশজ হইলে অ্যাসিড-ফ্লুরিক, মার্ক, অ্যাসিড-নাইট্রি, কেলি-আয়োড, ফাইটো), রাস-টক্স, গ্র্যাফাইটিস, কেলি-নাইটাব, প্লাম্বাম—জিহ্বার কাঠিন্য প্রাপ্তিতে উপযোগী।

জিহ্বার ক্ষত—(শিশুদিগের) ইথুজা, বোরাক্স, মার্ক, নাক্স-ভ, অ্যাসিড বেন্‌জি।

জিহ্বার দুষ্ট ক্ষত (ক্যান্সার)—অ্যালিউমি, এপিস, আর্স, অরাম-মিউ, কষ্টি, কার্ব্বো, কোনায়া, হাইড্রো, কেলি-আয়ো, ল্যাকেসি, ফাইটো, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফার, থুজা।

জিহ্বার পক্ষাঘাত—অ্যাকোন, আর্স, বেলাড, ব্যারাই, কষ্টি, ডাল্‌কা, জেল্‌স, হায়সা, নাক্স-মস্ক, ওপি, প্লাম্ব, ষ্ট্র্যামো, ল্যাকেসি, গ্র্যাফাই।

ঝিল্লীক-প্রদাহ (Diphtheria)—অ্যাগারি, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যামন-কষ্ট, এপিস, আর্স, আর্স-আয়োড, অরাম, ব্যাপ্টা, বেলাড, ব্রোমি, কেলি-পারম্যাঙ্গ, কেলি-মিউর, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, ল্যাক্‌-কেনি, লাইকো, মার্ক-কর মার্ক-সায়েনেটাস, মার্ক-বিন-আয়োড, মার্ক-প্রোটো-আয়োড, মিউর-অ্যাসিড, নাইট্রি-অ্যাসিড, ফস্ফ, ফাইটো, প্লাম্ব, স্যালিসিলি-অ্যাসিড, স্যাঙ্গু, সাল্‌ফার, সাল্‌ফিউরিক-অ্যাসিড, থুজা।

স্বরনালীর—অ্যামন-কষ্ট, ব্রোমি, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড, কেলি-বাই, কেলি-ফস, ল্যাকেসি, ল্যাক্‌-ক্যানি, মার্ক-সায়ে, মার্ক-আয়োড, নাইট্রি-অ্যাসিড, স্যাঙ্গু।

পরবর্ত্তী পক্ষাঘাত আর্জেণ্ট-নাই, আর্ণিকা, ব্যারাইটা, কষ্টিক, কুপ্রাম, ককিউলাস, জেল্‌স, ল্যাকেসি, ফস্ফোরাস, ফাইসস, প্লাম্বাম, রাস-ট, সালফার, জিঙ্কাম ইত্যাদি।

ঝিল্লীক-প্রদাহ, ফুসফুসের—অ্যাণ্টি-টার্ট, মস্ক। দৃষ্টির—জেল্‌স, কেলি-ফস, ল্যাকেসিস, ফাইসস, এপিস। দক্ষিণাঙ্গের—আর্স। নিম্নাঙ্গের—কষ্টিকাম, জিঙ্কাম। এক বাহু ও সাংঘাতকারী। পেশীর সঞ্চালন - জেল্‌স, রাস, জিঙ্কাম।

টাক পড়া—অ্যাসিড-ফ্লোর, অ্যালোজ, অ্যালুমি, অ্যাম্ব্রা, আর্স, ব্যারাই-কার্ব্ব, বোভি, বিউফো, ক্যাল্‌কে, কার্ব্বো-অ্যানি, কার্ব্বো-ভেজি, কষ্টি, কল্‌চি, কোনায়া, ফ্লুয়োরিক-অ্যাসি, গ্র্যাফা, হিপার, হাইপ্যারি, ইগ্নে, আয়োডি, কেলি-আয়ো, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, নেট্রাম-মিউ, নাইট্রি-অ্যাসি, পেট্রোলি, ফুক্ষ অ্যাসি, ফস্ফ, প্লাম্ব, সারসাপ্যারি, সিপি, সেলেনি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফার, ট্যাবেকাম, থুজা, জিঙ্কাম।

ঠুনকো—অ্যাকোন, অ্যাকটিয়া-স্পাই, এপিস, বেল, ব্রাই, বিউফো, ক্যাকটা-গ্রাণ্ড, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-অ্যানি, কার্ব্বো-ভেজি, ক্যামো, ক্রোটন-টিগ, হিপার, কোল-ফস, লাইকো, মার্ক, ফেলাণ্ড্রি, ফস্ফ, ফাইটো, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফার, ভেরেট্রাম ভিরি।

ডিম্বকোষ বা ডিম্বাধার প্রদাহ—তরুণ—অ্যাকোন, অ্যাম্ব্রা, অ্যাণ্টিম-টার্ট, এপিস, আর্স, বেল, ব্রোমি, ক্যান্থা, সিমিসি, ক্রোটেলাস, কলোসি, কিউবে, কোনা, ক্যাল্‌কে, ইউফর, হামামে, ল্যাকে, লিলিয়াম টিগ, মার্কারি, প্যালেডি, প্লাটিনাম, ফাইটে, রাস-টক্স, স্যাবাই, ষ্ট্যাফি, থুজা, জিঙ্কাম, স্যাবাইনা।

পুরাতন প্রদাহ—আর্স, কলো, ব্রাই, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভমি, ফর্স-অ্যাসি, রাস-টক্স, স্যাবাই, ষ্ট্যাফি, কোনা, গ্র্যাফা, আয়োড, প্যালেডিয়াম, প্ল্যাটি, স্যাবাল-সেরু, থুজা।

ডিম্বকোষ ফোড়া—চায়না, হিপার, ল্যাকে, মার্কারি, ফস্ফো-অ্যাসি, পাইরো, সাইলি, এপিস, অ্যাপো, আর্নিকা, আর্স, অরাম-আয়োড, অরাম-মিউর, পেট্রো, বেল, বোভিষ্টা, ব্রাই, কোনায়া, ফেরাম-ফস, ফেরাম-আয়োড, গ্র্যাফাই, কেলি-ব্রোম, ল্যাকে, লিলিয়াম, লাইকো, ইউফরবি, রডোডে, স্যাবাই, টেরি, জিঙ্কাম, প্রুণাস-স্পাই।

ডিম্বকোষের শূল—অ্যামন-ব্রোমাইড, এপিস, এপিয়াম, অ্যাট্রোপিন, বেল, ব্রাই, ক্যাক্টাস, ক্যাম্ফা, কলো, সিমিসি, কলোসিন্থ, কোনায়া, ফেরাম, ফেরাম-ফস, জেলস, গসিপিয়াম, গ্র্যাফাই, হ্যামামে, হাইপার, কেলি-ব্রোম, ল্যাকেসি, লিলিয়াম, ম্যাগ্নে-ফস, মিলিফো, মার্ক-কর, মার্ক-সল, ন্যাজা, ফাইটোলেকা, প্ল্যাটিনা, পডো, পালসে, স্যাবাল-সেরু, স্যালিক্স-নাই, স্যাম্বাকা, ষ্ট্যাফে, থিয়া, অষ্টিলেগো, ভাইবার-ওপি, জ্যান্থাক্স, জিঙ্কাম-ভ্যালেরিয়ানা, ককিউলাস, ট্যারেন্টুলা, থেরিডি, প্যালেডি, সোরিণাম।

- „ **ব্যথা চলাফেরা বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ায় বৃদ্ধি, কিন্তু শুইয়া থাকিলে উপশম**—কার্ব্বলিক-অ্যাসি, ককিউলাস, পডো, সিপি, থুজা, অষ্টিলেগো।
- „ ঘন ঘন প্রস্রাব করিলে বৃদ্ধি—ভেলপা।
- „ উপরের দিকে পা তুলিয়া থাকিলে উপশম—ওপিয়াম, কলোসিন্থ।
- „ ব্যথা চাপনে এবং বাঁধিলে উপশম—কলোসিন্থ, ম্যাগ্নে-ফস।
- „ ব্যথার জন্য রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না—কেলি-ব্রোম, ভাইবার্ণাম-ওপি, জিঙ্কাম।
- „ **ব্যথার সহিত হৃদযন্ত্রের পীড়া**—সিমিসি, লিলিয়াম, ন্যাজা।
- „ **ভিতর অর্ব্বুদ**—এপিস, অরাম-মিউ-ন্যাট্রো, বোভিষ্টা, কলোসি, কোনা, গ্র্যাফা, আয়ো, কেলি-মিউ, ল্যাকে, পডো, সিকেলি।
- „ **ক্ষত**—আর্স, গ্র্যাফা, ক্রিয়ো, ল্যাপিস-অ্যাল্ব, সোরিণাম, সাইলি, সালফার, রেডিয়াম-ব্রোমাই, আর্স-আয়োড, ক্যাল্কে-আয়োড, আয়োডিয়াম।
- „ **স্থানচ্যুতি**—বিউফো, র‍্যানানকিউলাস, কোনায়াম।
- „ **স্ফীতি**—অ্যামন-ব্রোমা, এপিস, বেল, ব্রোমিয়াম, গ্র্যাফা, হ্যামা, ল্যাকে, প্যালেডি, ট্যারেন্টি, অষ্টিলেগো, (ডিম্বকোষের প্রদাহ দেখ)।

ডেঙ্গুজ্বর—অ্যাকো, জেলস, বেল, ব্রাই, ব্যাপটে, ইউপেটে-পার্ফোলি, সিমিসি, অ্যাসিড-ফস, কার্ব্বো-ভেজ, রাস-টক্স, ল্যাকেসি, ক্রোটে, পালসে, আর্সেনি, ডাল্কা চায়না, জেলস, ইপি, নাক্স-ভমি, রাস-ভেনে।

তরুণ নাসাসর্দ্দি—অ্যাকো, অ্যামন-মিউর, অরাম, অ্যামন-ফস, অ্যারেলিয়া, আর্স, আর্স-আয়ড, ব্রোমিয়াম, সেপা, সাইক্লে, ইউক্রেপটাস, ইউপে-পার্ফ, ইউফ্রেসিয়া, জেলস, হাইড্রাস, আয়োড, ইপিকাক, জাষ্টিসিয়া, কেলি-ক্লোরে, কেলি-আয়োড, মার্ক-কর, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-আর্স, নেট্রাম-মিউর, ফুইলা, স্যাবাডিলা, স্যাঙ্গু, সাইলি, সোলেনাম, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যানাকার্ডি, অ্যান্টিম-ক্রুড, অ্যান্টিম-টার্ট অ্যারানিয়া, অ্যাপো, আর্জেন্ট-নাই, অ্যাসারুম, অ্যাসেক্লিপিয়াস, ব্যারাইটা, বেঞ্জয়িক-অ্যাসি, ক্যাকটাস, ক্যালেডি, ক্যাম্ফর, ক্যালকেরিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টি, ক্যামোমি, ক্লোরাল, সিমিসি, ক্লিমেটিস, কলচি, কুপ্রাম, ক্রোসেরা,

ডালকামারা, ক্যাগো, ফেরাম-ফস, গ্র্যাফাই, হিপার, হাইড্রাস, জ্যাবোরেণ্ডি, কেলি-বাই, কেলি-মিউর, ল্যাকেসিস, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মার্ক-সল, মার্কবিন-আয়োড, মার্ক-প্রোটো-আয়ড, মেজে, নেট্রাম-কার্ব্ব, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাক্স-ভমিকা, ওসমিয়াম, ফসফোরাস, ফাইটো, পাল্সে, রাস-টক্স, সিপিয়া, সিনিসিও, স্পাইজি, ষ্ট্যাফে, ষ্টিকটা, থুজা।

তরুণ সন্ধিবাত—অ্যাকো, অ্যাণ্টিম-টার্ট, আর্স, বেল, ব্রাই, কলোফা, ক্যামো, কলচি, সিমি, কলোসিন্থ, চায়না, ডালকামারা, ইগ্নে, মার্ক-প্রোটো, কেলি-আয়ড, নাক্স-ভম, জেল্স, প্রোপাইলেমিন, পাল্সে, রডো, রাস-টক্স, স্যালিসিলেট্-অভ্-সোডা, ভেরেট্রাম।

পুরাতন—অ্যাব্রোটে, অ্যাস-ক্লেলি, আর্ণিকা, কষ্টিকাম, চিমাফিলা, ক্লিমেটি, হিপার, ল্যাকেসিস, লাইকো, ফসফো, ফাইটোলেক্কা, সালফার, ভেরেট্রাম, ব্রাইও, ডালকা, ইগ্নে, মার্ক, নাক্স-ভমি, পাল্সে, রাস, থুজা।

তাণ্ডব রোগ—অ্যাকো, অ্যাগারিকাস, অ্যামন-মিউর, আর্স, আর্টিমি, অ্যাসা, অ্যাষ্টিরি, বেল, বিউফো, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কলোফা, কষ্টিকাম, সিড্রণ, চেলিডো, সাইকিউটা, সিমিসি, সিনা, ককিউলাস, ক্লোরাল, কোডিন, ক্রোকাস, ক্রোটেলাস, কুপ্রাম-মেট, কুপ্রাম-অ্যাসি, জেল্স, হায়োসি, ইগ্নেসি, আয়োড, কেলি-ব্রোম, ল্যরোসিরেসাস, লিলিয়াম, লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, মস্কেস, নেট্রাম, নাক্স-ভমি, ওপিয়াম, ফসফো-অ্যাসি, ফসফোরাস, কেলি-বাই, পাল্সে, রডো, রাস-টক্স, সিকেলি-কর, সিপিয়া, সাইলি, ষ্টিকটা, ষ্ট্র্যামো, সালফার, ট্যারেণ্ট, থুজা, ভেরেট্রাম-ভিরি, জিঙ্কাম, জিঙ্কাম-ফস, জিঙ্কাম-সালফ, জিজিয়া, ফেরাম-ফস।

মেরু-মজ্জায়—নাক্স-ভমি, অ্যাসাফি, সিনা, কুপ্রাম, সাইকিউটা, মাইগেল।

তাণ্ডব রোগ—জরায়ুর—কলোফা, সিমিসি, হেলেনিয়া, ক্রোকাস, সিকেলি, সিপিয়া, পাল্সে, লিলিয়াম, সাইক্লেমেন।

আমবাতিক—সিমিসি, কেলি-বাই, ফসফো, নেট্রাম-সালফ, রাস-টক্স, র্যানান-বাল্ব।

উদর সম্বন্ধীয়—অ্যাসাফি, সিনা, আয়োডি, লাইকো, সাইলি।

তালুমূল প্রদাহ—অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যামন-মিউর, অ্যালিউমেন, এপিস, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ব্যারাই-মিউর, ব্যারাই-আয়োড, বেল, বেঞ্জ-অ্যাসিড, ব্রোমি, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-আয়ড, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-সাইলি, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্সি, কলচি, কোনা, কুপ্রাম-অ্যাসি, কুপ্রাম-মেট, ড্রোসেরা, ইলাপ্স, কোনায়াম, ফেরাম-ফস, গ্র্যাফা, গোয়েক, হিপার, ইগ্নে, কেলি-বাই, কেলি-নাইট্র, কেলি-সা, ল্যাক-ক্যানা, ল্যাকেসি, লাইকো, মার্কারি, মার্ক-প্রোটো-আয়ড, মার্ক-বিন-আয়ড, মার্ক-আয়ড-ফ্লেভা, মার্ক-আয়ড-রুব, কোব্রা, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সালফ, নেট্রাম-কার্ব্ব, পেট্রোলি, ফস্ফো, প্লম্ব, সোরিণাম, র্যানান-কি, রাস-টক্স, সাইলি, সিনাপি-নাইগ্রা, ষ্ট্যানাম, সালফ, সিকেলি, অ্যাকো, ব্যারাইটা-অ্যাসিটিকা, ইউকেলিপটাস, জেল্স।

থ্যাঁতলাইয়া যাওয়া—আসেটিক-অ্যাসিড, আর্ণিকা, বেলিস-পেরেনিস, কোনায়াম, একিনেসি, হ্যামামেলি, হাইপা, লেডাম, রাস-টক্স, রুটা, সালফিউরিক-অ্যাসি, সিম্ফাইটাম, ভারবাসকাম, আর্ণিকা, θ ও হ্যামামেলিস বাহ্য প্রয়োগে উপকার দর্শে, প্রাচীন রোগে আর্সেনিক ও হিপার ব্যবহৃত হয়।

দন্তে বা দাদ—নাইট্রিক-অ্যাসি, ব্যাসি, গ্র্যাফা, হিপার, নেট্রাম-সাল্ফ, ফসফো, রাস-টক্স, সোরিনাম, মার্কারি, সিপিয়া, সাল্ফ, টেলু।

দন্তশূল—আকো, অ্যান্টিম-ক্রুড, এপিস, আর্স, অ্যাট্রপিন, অ্যারানিয়া-ডায়ে, আর্জে-নাই, আর্ণিকা, এরাম-ট্রিফো, অ্যাসাফিটিডা, অরাম-মেট, বেলেডোনা, ব্রাই, ব্যারাই-কার্ব, বিস্মাথ, ক্যালকে-কার্ব, কার্বলিক অ্যাসি, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, কফিয়া, কষ্টি, সেপা, চিমাফি, চায়না, ক্লোরাল, সাইক্লেমেন, ডাল্কা, ইউফর্বিয়াম, ফেরাম-ফস, ফেরাম-মেট, ফেরাম-পিক, ফ্লোরিক অ্যাসি, জেল্‌স, গ্লোনি, গ্র্যাফা, হ্যামা, হেকলা-লাভা, হায়োস, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, কেলি-ফস, কেলি-সালফ, কেলি-মিউর, কেলি-মিউর-স্থাট ক্রিয়োজো, ল্যাকেসিস, ল্যাক-ক্যানাই, ম্যাগ্নে কার্ব, ম্যাগ্নে-ফস, মার্কারি, ম্যাঙ্গেনাম, মেজেরি, নাক্স-ভমি, নেট্রাম-কার্ব, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, অক্সালিক-অ্যাসি, ওলিয়ে, পেট্রো, ফসফো, ফস্‌সটি, প্ল্যান্টেগো, পাল্‌সে, প্লাটি, প্লাম্বাম, সোরি, সিপিয়া, স্পাইজে, ষ্ট্যাফিস, ট্যাবেকাম, থিরিডি, থুজা, র‍্যাটেনি, রডো, রাস-টক্স, রোবি, স্ঠাবাই, স্ঠাবাডি, সাল্ফ, সালফিউ-অ্যাসিড, ভেরেট্রে-অ্যাল্ব, জিঙ্কাম।

দন্ত হইতে রক্তস্রাব—অ্যামন-কার্ব, আর্স, কার্বো-ভেজ, চায়না, সিষ্টাস-ক্যান, হ্যামামে, হাইড্রা, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, ক্রিয়োজো, মার্কারি, মিউরি-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রি-অ্যাসিড, নাক্স-ভমিকা, ফসফো, ফস্ফো-অ্যাসিড, সিপি, ষ্ট্যাফিসে, সালফার, সালফিউরিক-অ্যাসিড, টেরিবিন্থ।

দন্তশোথ—ক্যাল্কে-ক্লোরি, কষ্টিকাম, ফ্লোরিক অ্যাসিড, নেট্রাম-মিউর, সাইলি, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, সাল্ফার।

দাঁতের যন্ত্রণা কাফি পানে বৃদ্ধি—ক্যামো, ইগ্নে।

ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে বৃদ্ধি—অ্যান্টিম-ক্রুড।

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে বৃদ্ধি—অ্যাকো, বেল, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যামো, মার্কারি, পাল্‌সে, রডো, সাইলি।

যন্ত্রণা গর্ভাবস্থায়—অ্যালিউমিনা, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যামো, ম্যাগ্নে-কার্ব, নাক্স-ভ, পাল্‌সে, সিপি, ট্যাবেকাম।

„ „ মাসিক ঋতুর সময়—ব্যারাই-কার্ব, ক্যামো, সিপিয়া, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

„ যন্ত্রণা—তামাকু চর্ব্বণে বৃদ্ধি—ক্লিমেটিস, ইগ্নে, প্ল্যান্টেগো, স্পাইজিলিয়া।

দাঁতে পোকাধরা—অ্যান্টিম-ক্রুড, ক্যামো, ক্রিয়োজোট, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্কারি, মেজেরি, নাক্স-ভম, ষ্ট্যাফিস, থুজা।

নীচের দাঁতে পোকাধরা—অ্যান্টিপাই, ব্রাই, কষ্টিকাম।

দাঁতের গোড়ায় পোকাধরা—মেফাই, মার্কারি, ষ্ট্যাফিস।

যন্ত্রণা রাত্রি দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধি—আর্সেনিক।

রাত্রিতে বৃদ্ধি—অ্যান্টিম-ক্রুড, অ্যারেনিয়া, বেল, কষ্টি, ক্যামো, ক্লিমেটিস, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্কারি, মেজেরি, পাল্‌সে, সিপিয়া, সাইলি, সাল্ফার।

দাঁতের গোড়ায় পোকাধরা—

কেবল ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি—অ্যাণ্টিম-ক্রুড, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, হায়োস, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মার্কারি, নাক্স-ভম, প্ল্যান্টেগো, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফার।

স্পর্শ করিলেই বৃদ্ধি—বেল, ক্যাল্কে-ফ্লোর, কষ্টি, চায়না, প্ল্যাণ্টেগো, ষ্ট্যাফিস।

খাওয়ামাত্র বৃদ্ধি—অ্যাণ্টিম-ক্রুড, বেল, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যামো, চিমাফিলা, কেলি-কার্ব্ব, নাক্স-ভমি, পাল্স, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফেসা।

শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিলে—চিমাফিলা, নাক্স-ভমিকা।

শুইলে, বিশ্রামে ও চুপচাপ করিয়া থাকিলে বৃদ্ধি—অ্যারেনিয়া, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, নেট্রাম-স্যাল্ফ, র‍্যাটেনহিয়া, সিপিয়া।

যন্ত্রণা ঠাণ্ডা পানীয়ে উপশম—বিস্মাথ, ব্রাই, চিমাফিলা, কফিয়া, ফেরাম-মেট, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, পাল্সে।

গরম তরল দ্রব্য পানে উপশম—ম্যাগ্নে ফস, মার্ক-সল।

বাহ্যিক চাপে উপশম—ব্রাই, চায়না।

ঘর্ম্ম হইলে উপশম—ক্যামো, চিনোপোডিয়াম।

চলাফেরায় উপশম—ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, র‍্যাটেনহিয়া।

গরমে উপশম—আর্স, চায়না, লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, মার্ক, নাক্স-ভমিকা।

দন্তোৎপাটনে রক্তস্রাব—আর্ণিকা, হ্যামামে, ইরেক্থাই, কার্ব্বো-ভেজি, ক্রোটেলাস, ফস্ফোরাস।

দন্তোদগমকালীন পীড়া—ঈথুজা, অ্যাকো, বেল, অ্যাসিড হাইড্রো, ব্রোমিন, কেলি-ব্রোম, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যামো, কল্চি, সাইকিউ, কুপ্রাম, হায়োস, গ্যাম্বোজি, ক্রিয়োজো, কফিয়া, মার্ক-সল, সালফার, জিঙ্কাম।

দংশন (ইন্দুর দংশন)—একিনেসিযার মূল অরিষ্ট ৩।৪ ফোঁটা মাত্রায় দৈনিক ৩।৪ বার সেব্য। লেড়াম θ, ৩, ৬ শক্তিও উত্তম ঔষধ। লক্ষণানুসারে আর্সেনিক, ব্যবহার্য্য। দ্রষ্টব্য:—ইন্দুরে কামড়াইযা দিলে তৎক্ষণাৎ আতা পাতা ও ধুতরা পাতা হুকার জলের সহিত একত্রে বাটিযা উহা বেশ গরম করিয়া আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিবে, ঐ প্রলেপ ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর বদলাইতে হইবে।

ধনুষ্টঙ্কার—আর্ণিকা, ষ্ট্রিকনিয়া, অ্যাঙ্গাষ্টিউরা, প্যাসিফ্লোরা, ফাইসস্টিগমা, অ্যাসিড-হাইড্রো, অ্যাকোন, অ্যামন-কার্ব্ব, আর্স, বেল, ক্যাম্ফর, কষ্টি, ক্লোর‍্যাল, সাইকিউটা, কোনায়াম, কিউপ্রাম, হায়োস, হাইপারি, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকেসি, লরোসি, নাক্স-ভমি, ওপি, রাস-টক্স, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট্রাম, পাইরোজেন, ভেরেট্রাম-ভিরিডি।

ধবল—আর্স-সাল্ফ-ফ্লে, নেট্রাম-মি, নাইট্রি-অ্যাসি, স্যাম্বুকাস, জিঙ্কাম-ফস, অ্যানাকা, আর্স, কেলি-আর্স, কেলি-আয়োড, হাইড্রোকোটাইল-এসিয়াটিকা।

ধমনীর অর্ব্বুদ—ব্যারাই-মিউর, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, আর্স, আর্স-আয়োড, অরাম-মিউর, কার্ব্বো-ভেজ, অ্যাম্ব্রাগ্রে, আর্ণিকা, কষ্টিকাম, কেলি-কার্ব্ব, গ্র্যাফাই, ল্যাকে, লাইকো, ফেরাম, প্ল্যাটিনা, পাল্সে, সাল্ফার, জিঙ্কাম, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফ্লোর, ক্যাল্কে-ফস, গ্লোনয়ন, কেলি-আয়োড, ক্যালমিয়া, লিথিয়াম-কার্ব্ব, মর্ফিনাম, নেট্রাম-আয়ড, ভেরেট্র-ভি।

ধমনীর প্রদাহ—আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, একিনেসি, কেলি-আয়োড, ল্যাকেসিস, নেট্রাম-আয়োড, সিকেলি, অ্যাকো, অরাম, ফেরাম-ফস, প্লাম্বাম।

ধমনী কাটিয়া যাওয়া এবং ইহার ফলে রক্তস্রাব—কর্ত্তিত স্থান যদি বাঁধিয়া রাখিবার সুবিধা থাকে তবে বাঁধিয়া রাখিবে; নচেৎ ঐ স্থান সেলাই করিবে, এই সকল ক্রিয়ার পরও যদি রক্ত পড়া বন্ধ না হয় তবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।—আর্ণিকা, ফেরাম-ফস—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ; ক্যালেণ্ডুলা—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ; ইরেক্‌থাইটিস, ইরিজিরণ, ক্রোটেলাস, ফস্ফোরাস, ইহাতেও যদি রক্তস্রাব বন্ধ না হয় তবে লক্ষণানুসারে ঔষধ ব্যবহার্য্য।

কাটিয়া গেলে—অ্যাকো, আর্ণিকা, ব্যারাই-কার্ব্ব, বেল, কষ্টিকাম, ককিউ, কুপ্রাম-মেট, ল্যাকেসি, নাক্স-ভমি, ফস্ফো, প্লাম্বাম রাস-টক্স, ভাইপেরা, লয়োসি, ট্রেন্সি-কা।

বোলতা, ভিমরুল প্রভৃতি কীটাদির (দংশন)—অ্যানথ্রাসিনাম্।

(দংশন) ইন্দুর, বোলতা ভিমরুল ও মশকাদির—লেডাম।

সর্প, কুকুর ও পোকাদির—অ্যাসেটিক অ্যাসিড, অ্যামন-কষ্টি, আনথ্রাস, অ্যাপিস, আর্ণিকা, আর্স, বেল, ক্যালেডি, ক্যাম্ফার, সিড্রন, ক্রোটে, ইচিনে, গোলন্ড্রিনা, গ্রিণ্ডিলি, গোয়ে, জিমনোক্রে, হাইড্রো-অ্যা, হাইপা, কেলি-পার্ম্যাঙ্গা, ল্যাকেসি, লেডাম, মস্কাস, স্পাই।

পাগলা কুকুর দ্বারা (দ্রষ্টব্য) :—কুকুরে কামড়াইলে পর আর কালবিলম্ব না করিয়া দংশিত স্থান কার্ব্বলিক-অ্যাসিড বা নাইট্রিক-অ্যাসিড দ্বারা পোড়াইয়া দিতে হয় তারপর হোমিওপ্যাথিক **বেলেডোনা** নিম্নশক্তি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ট্র্যামোনিয়াম সেবনে অনেক স্থলেই সুফল ফলে।

কুকুর শিয়াল, ক্রোধান্বিত বিড়াল কামড়াইলে হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক রোগ হইয়া থাকে (তবে উহাদের দংশনের সঙ্গে সঙ্গে জলাতঙ্ক রোগের সৃষ্টি হয় না অন্ততঃ ১৫।১৬ দিন পরে এই রোগ হইয়া থাকে); জলাতঙ্ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সাধারণতঃ জলাতঙ্ক রোগের প্রধান ঔষধ **হাইড্রোফোবিনাম** ৩০ শক্তি রোজ ২।১ বার সেব্য।

ধাতুদৌর্ব্বল্য—আকোন, অ্যাবিস-নাই, অ্যাল্‌ফাল্‌ফা, আম্ব্র, অ্যানা, আর্ণি, আর্স অ্যাসার্ফি, অ্যাসারাম, আবাইনা, ক্যাম্ফার-মনো, কোকা, কোকেইন, কোনা, কার্লসবার্ড, সাইপ্রি-পিডিয়াম, ইউপোটোরিয়াম, জেল্‌স, গসিপি, হায়োসি, ইগ্নে, ইগুল, কেলি-ব্রোম, কেলি-কা, কেলি-ফস, ম্যাগ্নে-ফস, নিকোলাম, নাক্স-ম, নাক্স-ভমি, ওপি, ফস্ফো, পাল্‌স, সেনিকিউ, সাইলি, ট্র্যামো, ষ্টিক্‌নিন্, থিবা, থিরিডি, অ্যাগারিকাস, অ্যাগ্নাস-কা, আর্জ্জেণ্ট-মেট, অরাম-মেট, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, বোভি, ক্যালেডি, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে-ফস্, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, ককিউ, ক্লোরিক-অ্যাসিড, কেলি-আয়োড, ল্যাকেসি. লাইকো, লিলিয়াম-টিগ, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, নেট্রাম্-মিউর, নেট্রাম-ফস, ওরিগে, অক্সালি-অ্যাসি, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড, প্ল্যাটি, সাইলা, সেনেসি, ষ্ট্যাফে, ট্র্যামো, সাল্‌ফার, থুজা, অ্যাগ্নাস, ড্যামিয়ানা, অ্যাভেনা।

ধ্বজভঙ্গ—অ্যাগ্নাস, অ্যানাকার্ডি, অ্যাণ্টিম-ক্রুড, আর্জ্জে-নাই, আর্ণিকা, আর্স, আবাইনা, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, বার্ব্বারিস-ভাল, ক্যালেডি, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যাম্ফার, কার্ব্বোনিয়াম-সাল্‌ফ,

চিনিনাম-সাল্ফ, চায়না, কোব্যাল্টাম, কোনিয়া, ড্যামিয়ানা, ডিজি, ডাবোষ্ক, জেল, গ্র্যাফাই, হাইপা, ইগ্নে, আয়ো, কেলি-ব্রোম, কেলি-আয়োড, লাইকো, নেট্রাম-মিউ, নাইট্রিক-অ্যাসি, নুফার-লুটিয়া, নাক্স-ভম, অনসমো, ফস্ফো-অ্যাসি, ফস্ফ, পিক্রিক-অ্যাসি, প্রাম্বাম-মেট, স্ট্যাবাডি সেলিক্স-নাইগ্রা, জিঙ্কাম, জিঙ্ক-ফস্, অ্যাগারি, বিউফো, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ফেরাম, হেল্লিবো, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মস্কাস, নাক্স-ম, ফাইটো, সোরিণাম, পাল্সে, সেলিনি, সিপি, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফিসে, সাল্ফার, থুজা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—অ্যাব্রো, অ্যাকো, অ্যাগারি, অ্যাম্ব্র, অ্যামন-কার্ব্ব, আর্ণিকা, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, অ্যান্টি-ক্রুড, আর্জ্জ-মেট, ব্যাপ্টে, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্রোকাস, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স, ফেরাম-অ্যাসি, ফেরাম-ফস, ফেরাম-পি, ফিকাস, হ্যামামে, ইপি, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-ক্লোর, ল্যাকে, মিলিফো, মেলি-লো, মার্কারি, নেট্রাম-নাইট্রি, নেট্রাম-স্যালি, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভম, ফস্ফো, পাল্স, সিকেলি, সিপিয়, সাল্ফ, থ্যাস্পি, টিলিয়া, ট্রিলিয়াম, ভাইপেরা, ব্রোমি, বোভিষ্টা, কার্ব্বো-অ্যানি, কোপেবা, কুপ্রাম, লেডাম, লাইকো, মেজেরি, মস্কাস, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-ফস, পেট্রো, রাস-টক্স, র‍্যাটান, রডো, রিউমেক্স, স্যাবাই, স্যাঙ্গু, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানাম, ভেরেট্রাম, স্যাঙ্গুইনেরিয়া-নাইট্রিকম্।

নাসিকাভ্যন্তরে প্রদাহ—উহা হইতে জলের ন্যায়, গরম, অথবা পাতলা, শ্লেষ্মাস্রাব—অ্যাম্ব্রা-গ্রি, অ্যামন-কষ্টি, অ্যামন-মিউর, অ্যারেনি, আর্স, আর্স-আয়োড, অরাম, বেল, কার্ব্বো-ভেজ, সেপা, ক্যামো, ইউফ্রে, জেলস, আয়োড কেলি-আয়ড, ক্রিয়ো, ল্যাকেসি, মার্ক-কর, মার্কারি, মিউরিয়েটিক-অ্যাসিড, ন্যাপথা, নেট্রাম-আর্স, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসি, স্যাবাডি, স্যাঙ্গুই, স্যাঙ্গু-নাইট্রিক, স্কিলা, সাল্ফ, টিফে, কুপ্রাম-অ্যাসি, ডাল্কা, হিপার, ব্যানান-বার্বো, সাইলি, সোরিণাম, ষ্টিক্টা।

নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি বা পূতিনস্য—অ্যালিউমিনা, আর্স-আয়োড, অ্যাসাফি, অরাম-মিউর, অরাম-মেটালিকাম্, ক্যাডমিয়াম্-সাল্ফ, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ক্লোর, কার্ব্বো-অ্যাসি, ইল্যাপ্স, ফেরাম-আয়ড, গ্র্যাফাই, হিপার, হাইড্রাস, হাইড্রাস-মিউর, হিপোজিনিনাম, আয়ো, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-ব্রোম, কেলি-আয়ড, কেলি-ফস, ক্রিয়ো, ল্যাকেসি, লেম্না-মাইনর, মার্ক-আয়ড-ফ্লেভাস, মার্ক-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফসফো-অ্যাসিড, ফসফোরাস, সোরিণাম, পাল্সে, সিপিয়া, সাইলি, টিউক্রি, থেরিডি, থুজা, ট্রাইওষ্টি, ক্যালকে-আয়ড।

ভিতর চুলকানি—অ্যাগনাস, অ্যামন-কার্ব্ব, আর্স-আয়ড, অরাণ্ডো, অরাম-ব্রোমাইড, সিনা, ফ্যাগোপাইরাম, হাইড্রাস, র‍্যানান-বাল্বো, স্যাবাডিলা, স্যাঙ্গুইনে, স্যানটোনাইন্, সিপিয়া, সাইলিসি, টিউক্রি, ওয়েসিয়া, কেলি-ফস, ক্যাল্কে-ফস।

নাসিকা হইতে সবুজ, হল্‌দে ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব—অ্যালিউমে, আর্স-আয়ড, এরাম-ট্রি, অরাম, ব্যাল্সাম-পেরু, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যালকে-আয়ড, ক্যালকে-সালফ, ডালকা, ইউকেলিপটাস, হিপার, হাইড্রাস, কেলি-বাই, কেলি-আয়ড, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-সালফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, পেট্রোলাম, ফসফোরাস, পালসে, স্যাঙ্গুই, সিপিয়া, সাইলি, থুজা।

নাসিকা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ স্রাব—আর্স-আয়োড, অ্যাসাফিটিডা, অরাম, ব্যালসা-পেরু, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে-আর্স, ইলাপ্স, ইউকেলিপ, গ্র্যাফাই, হিপার, হাইড্রাস, কেলি-বাই, কেলি-আয়ড, মার্ক-সালফ, নেট্রাম-কার্ব্ব, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পাল্‌সে, স্যাঙ্গুই, সিপিয়া, সাইলি, সালফ, থেরি, টিউবার, পাইরোজেন, সোরিণাম।

" **হইতে প্রচুর স্রাব**—অ্যাইল্যান্থাস-অ্যামন-মিউর, অ্যারেনিয়া, আর্স, আর্স-আয়োড, এরাম-ট্রি, বালসা-পেরু, ক্যাল্কে-আয়োড, সেপা, ইউক্রেসিয়া, হিপার, হাইড্রাস, কেলি-বাই, কেলি-আয়োড, মার্কারি, নাক্স-ভমি, পাল্‌সে, স্যাঙ্গুই, সিপিয়া, থুজা।

নাসিকার ভিতর পূতিগন্ধ (উপদংশ জনিত)—অ্যাসাফি, অরাম, ক্রোটেলাস, ফ্লোরিক-অ্যাসি, কেলি-বাই, কেলি-আয়ড, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সিফিলিনাম।

নাকের ভিতর ঘা নালী ঘায়ে পরিণত—আর্স, অ্যাসাফি, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, ইউকেলিপ্‌টাস, হিপার, আয়োডি, কেলি-বাই, কেলি-আয়ড, লাইকো, মার্ক-আয়ো-ফ্লেভাস, মার্কারি, মেজেরি, ফসফো-অ্যাসি, ফস্‌ফোরাস, সাইলি, স্পাইজি, ষ্টিক্টা, টিউক্রিয়াম।

(**নাসিকার ঘ্রাণশক্তির হ্রাস**—অ্যালিউমিনা, সাইক্লে, হেলিবো, হিপার, কেলি-কার্ব্ব, মেন্থল, মেজেরি, রডো, সাইলি, ট্যাবেকাম।

" **ঘ্রাণ শক্তির তীক্ষ্ণতা**—অ্যাকো, অরাম, বেলাডো, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামোমিলা, চায়না, কলচি, গ্র্যাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউর, নক্স-ভম, ফস্‌ফো, স্টাবাডি, সিপিয়া, সাল্‌ফার।

নাসিকা—পুষ্পের গন্ধে অস্থির হইয়া পড়িলে—গ্র্যাফাইটিস।

" খাদ্যের গন্ধে অস্থির হইয়া পড়িলে—আর্সেনিক, কলচি, সিপিয়া।

(**নাসিকায়) ঘ্রাণ শক্তির সম্পূর্ণ লোপ**—অ্যালিউ, অ্যামন-মিউর, অ্যামিগ্‌ডেলাস-পার্সিকা, অ্যানাকা, অরাম, বেলডো, ক্যালকে-কার্ব্ব, হিপার, আয়োড, জাষ্টিসিয়া, কেলি-বাই, লেমনা-মাই, ম্যাগ্ন-মিউর, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসি, পালসে, স্যাঙ্গুই, সাইলি, সাল্‌ফার, টিউক্রি, জিঙ্কাম-মিউর।

নাসিকায় ভ্রমাত্মক ঘ্রাণ পাওয়া—অ্যাগ্নাস, অ্যানাকা, অ্যাপোস-অ্যাঞ্জে, আর্স, অরাম, বেল, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কোরাল, কেলি-বাই, ম্যাগ্নে-মিউর, মার্কারি, নাইট্রিক-অ্যাসি, নক্স-ভমি, ফস্ফো, পাল্‌সে, স্যাঙ্গুই, সাল্‌ফ।

নাসিকা ফুৎকার বা হাঁচি—অ্যাকো, অ্যাম্ব্রোসিয়া, অ্যামন-মিউর, অ্যারেলিয়া, আর্স, আর্স-আয়োড, অরাণ্ডো, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যাম্ফার, সেপা, সাইক্লে, ইউপেটা-পার্ফ, ইউফর্বিয়া, ইউফ্রে, জেল্‌স, আয়োডি, কেলি-বাই, কেলি-আয়ড, লোবেলিয়া, মেন্থল, মার্কারি, ন্যাপথা, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসি, রাস-টক্স, স্ট্যাবাডি, স্যাঙ্গুই, স্যাঙ্গুই-নাট্রিক, স্কিলা, সেনিকিউ, সেনেগা, সিনাপিস-নাই, সেনেগা, ষ্টিক্টা।

নাসারন্ধ্র আবদ্ধ হইয়া যাওয়া—অ্যাকো, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যামন-মিউর, অ্যানাকা, অ্যাপোসা, আর্স, আর্স-আয়োড, অরাম-মেট, অরাম-মিউর-ন্যাট, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যাম্ফার, কষ্টিকা, ক্যামোমি, চায়না, কোপেবা, ইল্যাপ্স, ইউক্রে, ফ্লোরিক-অ্যাসি, ফর্ম্মিকা, গ্লিসারিন, গ্র্যাফাই, হেলিঅ্যান্থাস, হিপার, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-আয়ড, লেমনা-মাইন, লাইকো,

মেন্থল, নেট্রাম-আর্স, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নক্স-ভমি, প্যারিস, পেট্রোলি পাল্‌সে, রেডিয়াম, স্যাবাডিলা, স্যাম্বুকাস, স্যাঙ্গুই-নাইট্রি, সিপিয়া।

নাসিকা রন্ধ্রদ্বয়ের মধ্যাস্থিত ক্ষত—অ্যালিউ, অরাম-মে, ব্রোমিয়াম, কার্ব্ব-অ্যাসি, ফ্লোরিক-অ্যাসিড, হিপোজিনিনাম, হাইড্রাস, কেলি-বাই, মার্ক-কর, মার্ক-আয়োড-রু, কেলি-আয়োড, নাইট্রিক-অ্যাসি, সাইলি, ভিনকা।

নাসিকার ভিতর অর্ব্বুদ (নাসা)—অরাম, বেলাডো, ক্যালকে-কা, সিনা, কোনায়াম, গ্র্যাফাই, মার্ক, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফস, স্যাঙ্গুনে, ল্যাকে, লেমনা-মাই, সালফ, টিউক্রি, সোরিণাম, ক্যাল্কে-ফস, পলিপাস হইতে সহজে রক্তস্রাব হইলে ফস্‌ফোরাস, স্যাঙ্গুই-নাইট্রি, কেলি-বাইক্রম, ১x লোসন প্রত্যহ বাহ্য প্রয়োগে পলিপাস নরম হইয়া উঠিয়া যায় অথবা ১x বিচূর্ণন নস্তের ন্যায় টানিলে উপকার দর্শে।

সর্দ্দি অত্যন্ত শুষ্ক—অ্যাকো, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যামন-মিউর, অরাম, ক্যালকে-কার্ব্ব, কষ্টিকাম, ক্যামো, সিষ্টাস, কোনায়া, ডাল্কা, ইল্যাপ্স, গ্লিসারিন, গ্র্যাফা, হিপার, আয়ো, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসি, লাইকো, ম্যাঙ্গল, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, অসমি, পাল্‌স, সিপিয়া, সাইলি, ষ্টিকটা, টিউক্রি।

নাকের সর্দ্দি জলের ন্যায় পাতলা—অ্যাট্রোপিন, আইল্যান্থাস, অ্যামব্রোসিয়া, অ্যামন-মিউর, অ্যামন-ফস, অ্যারেলিয়া, আর্স, আর্স-আয়োড, সেপা, সাইক্লেমেন, ইউকেলিপ, ইউপে-পার্ফ, ইউফ্রে, হাইড্রাষ্টিস, আয়রা, ইপিকা, জাষ্টিসিয়া, কেলি-ক্লোরে, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নেট্রাম-আর্স, নেট্রাম-মিউর, স্কুইলা, স্যাবাডি, স্যাঙ্গুইনেরিয়া-নাইট্রি, স্কিলা, সাইলি, ট্রাইকো।

সর্দ্দির সহিত বৃদ্ধ বয়সের বুকের ধড়ফড়ানি—অ্যানাকার্ডিয়াম।

সর্দ্দি অত্যন্ত ঘন—অরাম, ফেরাম-আয়োড, হিপার, কেলি-বাই, কেলি-সাল্‌ফ, মার্ক-সাল্‌ফ, পাল্‌সে, স্যাঙ্গুই-নাইট্রিকাম, সিপিয়া, ষ্টিক্টা।

সর্দ্দি বৈকালে বৃদ্ধি—সেপা, গ্লিসারিন, পাল্‌সে।

সর্দ্দি সদ্যোজাত শিশু—ডাল্‌কামারা।

সর্দ্দি—মুক্ত হাওয়ায় ভাল থাকে বদ্ধস্থানে ও গরম ঘরে বৃদ্ধি—আর্সেনিক, অ্যালিয়াম-সেপা, পাল্‌সে।

নিউমোনিয়া—অ্যাকো, অ্যাগা, অ্যামন-আয়োড, অ্যাণ্টিম-আর্স, অ্যাণ্টিম-আয়োড, অ্যাণ্টিম-সাল্‌ফ, অ্যাণ্টিম-টার্ট, অ্যাপোমর্ফিন, আর্ণিকা, আর্স, বেল, ব্রোমি, ব্রাই, ক্যাফিন, ক্যাম্ফার, কার্ব্ব-অ্যাসিড, কার্ব্বো-ভেজ, চেলিডো, চায়না, ডিজি, ফেরাম-ফস, জেল্‌স, হিপার, আয়ো, ইপিকাক, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-আয়োড, ল্যাকে, লাইকো, মার্কারি, মিলিফো, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ওপি, অক্সালিক-অ্যাসি, ফস্ফোরাস, নিউমো-টক্সিন, নিউমো-কক্কসিন (Pneumococcin), পাইরো, র‍্যানান-বাল্‌বো, রাস্‌-টক্স, স্যাঙ্গুইনে, স্কিলা, সেনেগা, ষ্ট্রিক্‌নিন, সাল্‌ফ, টিউবারকিউলি, ভেরেট্রা-অ্যাল্ব, ভেরেট্রাম-ভাই, ক্যাক্টাস, ক্যানাবিস-স্যাটা, ক্যাল্কা, ক্যাপ্সিকা, কার্ব্বো-অ্যানি, কুপ্রাম, ফেরাম-আয়োড, ফেরাম-মেট, হায়োসি, কেলি-মিউর, কেলি-নাইট্রি, কেলি-সাল্‌ফ, লরোসি, মস্কাস, নেট্রাম-আর্স, নাক্স-ভমি, পাল্‌সে, সাইলি, স্পঞ্জিয়া।

নিউমোনিয়া বহুদিন স্থায়ী ও কুচিকিৎসিত—অ্যান্টিম-সাল্ফ, অ্যান্টিম-টার্ট, আর্স-আয়োড, ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, হিপার-সাল্ফ, কেলি-আয়োড, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসি, লাইকো, ফস্ফো, প্রাম্বাম, সাল্ফার, টিউবারকিউলিন।

নিউমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায়—অ্যান্টিম-আর্স, অ্যান্টিম-টার্ট, ফেরাম-ফস, ফস্ফোরাস।

নিউমোনিয়া পৈত্তিক—অ্যান্টিম-টার্ট, চেলিডো, ল্যাপটে, মার্কারি, ফস, পডোফাইলাম।

নিউমোনিয়ার পর ফুসফুসের অসাড়তা—অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যান্টি-টা, আর্ণিকা, ব্যাসিলি, কার্ব্বো-ভেজ, ডাল্কা, গ্রিণ্ডিলি, হাইড্রো-অ্যাসি, ল্যাকে, লরোসি, লোবেলি, লাইকো, মার্ক-সাযা, মস্কাস, ফস্ফো, সোলেনাম।

„ প্রদাহান্বিত অবস্থা—অ্যাকো, ইস্কুলা, বেল, ব্রাই, ফেরাম-ফস, আয়োডি, স্যাঙ্গুই, ভেরেট্রে-ভিরি

নিউমোনিয়া যখন আরোগ্যোন্মুখ হয়—অ্যান্টিম-টা, অ্যান্টিম-সাল্ফ, আর্স, আর্স-আয়োড, কার্ব্বো-ভেজ, হিপার, আয়োডি, কেলি-আয়োড, কেলি-সাল্ফ, লাইকো, ফস্ফো, স্যাঙ্গুই, সাইলি, ষ্ট্যানাম-আয়োড, সাল্ফার।

„ যখন দৃঢ় হয়—অ্যান্টিম-টার্ট, ব্রাই, আয়োড, কেলি-আয়োড, কেলি-মিউর ফস্ফো, স্যাঙ্গুই, সাল্ফ।

„ টাইফয়েড সহ—হায়োস, ল্যাকে, লরোসি, মার্ক-সায়ান, মস্কিনাম, ওপি, ফস্ফো, রাস-টক্স, স্যাঙ্গুই, সাল্ফ।

নিদ্রাহীনতা—অ্যাকো, আর্স, অরাম, বেল, ব্রাই, বার্ব্বে-ভাল, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-সাল্ফ, কার্ডুয়াস-মেরি, অ্যালোজ, অ্যামন-মিউর, আর্জেন্ট-নাই, অ্যাস্টেকাস, অরাম-মিউ-ন্যাট্র, সিমানো, চিয়োনেন্থাস, কলেষ্টেরিনাম, কর্ণাস-সার্সিনেটা, ড্রাগলাক্স-সিনি, কেলি-পিক্রো মার্ক-কর, মার্ক-সল, মার্ক-ডাল, মাইরি, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, কোনায়া, ক্রোটেলাস, জেল্স, হাইড্রাস, আয়োড, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, ল্যাকেসি, লাইকো, নাক্স-ভম, ফস্ফো, পাডোফা, পাল্স, র‍্যানান-বাল্, সল্ফার, পিক্রিক-অ্যাসি, প্রাম্বাম, টিলিয়া, রিউমেক্স, ষ্টিলি, ট্যারেক্স, ভাইপেরা।

„ শিশুদিগের—অ্যাকো, চায়না, মার্ক-সল, বোভিষ্টা, ব্রাই, ক্যামো, নক্স-ভমি, সাল্ফার।

নিষ্পন্দন বায়ু—

„ ক্রোধের জন্য পীড়ায়—ক্যামো, ব্রাইযো।

„ ভয়ের জন্য—অ্যাকো, বেল, জেল্স, ইগ্নে ওপিয়াম, কেলি-ব্রোম, ভেরেট্র-অ্যাল্ব।

„ শোকের জন্য—ইগ্নেসিয়া, ক্যাল্কে-ফস, ফস্ফো, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড, ষ্ট্যাফিসা।

„ প্রণয়ে নৈরাশ্য-জনিত—হায়োস, ল্যাকেসি।

„ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায়—কোনা, প্ল্যাটিনাম।

„ ধর্ম্মোন্মাদে—ষ্ট্র্যামো, সালফ, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব।

„ হস্তমৈথুন জনিত রোগে—চায়না, নক্স-ভমি, কোনায়া, অ্যাভানা, ষ্ট্যাফ, স্যাবাল-সেরুলে, অ্যারেনিয়া, আর্স, ক্যানাবিস, কুরারি, ষ্ট্যানাম, স্কুটেল।

পচা জ্বর—আর্ণিকা, এপিস, আর্সেনি, একিনে, বেল, ব্রাইয়ো, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, ক্রোটে, ল্যাকেসি, মিউরিয়ে-আসি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফস্ফো, রাস-টক্স, সিকেলি, সলফার, ভেরেট্র-অ্যাল্ব, ভেরেট্র-ভিরি, পাইরো, ক্যাল্‌কে-আর্স চিনিনাম-সাল্‌ফ, চিনিনাম-আর্স, ইল্যাপ্স, সাইলিসিয়া।

(খ) ক্যাল্‌কে-আর্স, চায়না, হেলিবো, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্রিয়ো, ল্যাকেসিস, সাইলি।

(গ) আর্স, মার্কারি, মেজে, ইউফর্ব্বিয়া, সালফিউরিক-অ্যাসি।

পক্ষাঘাত—অ্যাকো, এস্কিউলা-গ্লাব্রা, এস্কিউলা-হিপ, অ্যাগারি, অ্যালিউমি, অ্যাম্ব্রা, অ্যানাকা, অ্যাঙ্গাষ্টু, আর্জ্জেণ্ট-নাই, আর্ণিকা, আর্স, ব্যারাই-কার্ব্ব, বেল, ব্রাই, বিউফো, ক্যাড্‌মি, ক্যাম্ফে, ক্যানাবি-ইণ্ডিকা, কার্ব্বো-ভেজি, ক্যালকে, কষ্টি, চেলি, চায়না সাইলি, সিনা ককিউ, কলচি, কোনা, ক্রোটেলাস, কিউপ্রা, ডালকা, ফেরাম, জেল্‌স, গ্র্যাফা, হিপার হাইড্রোসি-অ্যাসি, হায়োসি, ইগ্নে, ইণ্ডিকা, কেলি ক্স, কেলি-আয়োড, কেলি-ফস, ল্যাকেসি, লেডাম, লাইকো, ম্যাগ্নে-ফস, মার্কারি, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস, নক্স-ম, নক্স-ভমি, ওপি, ফস্ফো, ফস্ফো-অ্যাসি, ফাইসস, প্লাম্বাম, সোরি, রডো, রাস-টক্স, রুটা, সিকেলি, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যানাম, ষ্টাফি, ষ্ট্রামো, সাল্‌ফা, ট্যাবেণ্টু, টেরিবি, ভেরেট্র-অ্যাল্ব, ভেরেট্র-ভিরি, জিঙ্কাম।

পাঁচড়া—অ্যাম্বোজ, অ্যান্থ্রাসি, কষ্টি, ক্রোটন, হিপার, লাইকো, মার্কারি, নাক্স-ভমি, সোরিণাম, রাস-ভেনেনেটা, রাস-টক্স, সিপি, সাল্‌ফার, আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, লোবেলি, সাল্‌ফিউ-অ্যাসিড।

দ্রষ্টব্য :—এই রোগের অবস্থানুসারে প্রতি ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও অষ্টম দিবসে ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। পাঁচড়া পূঁজযুক্ত হইলে প্রথম **সাল্‌ফ** ও **লাইকো** প্রয়োগ করিবে ইহারা ব্যর্থ হইলে **কার্ব্বো-ভেজ** ব্যবহার্য্য।

পাঁচড়া ক্ষতযুক্ত হইলে **ক্লিমেটিস** ও **রাস-টক্সে** উপকার দর্শে।

ডাঃ হেরিং বলেন, পাঁচড়া রোগে লক্ষণানুসারে আভ্যন্তরীণ ঔষধের সহিত বাহ্যরূপে **বালসাম-পেরু** ও **ল্যাভেণ্ডার-ওয়েল** বিশেষ ফলপ্রদ।

পাক্যাশয়ের শূল—আকো, অ্যান্টি-ক্রুড, অ্যান্টি-টার্ট, এপিস, আর্জ্জেণ্ট-নাই, আর্ণিকা, আর্স, এ্যাসাফি, ব্যারাই, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফর, ক্যানাবিস, ক্যাম্বা, ক্যাপ্‌সি, চেলিডো, চায়না, কল্‌চি, কলোসি, কুপ্রাম, ডায়াস্কো, হেলিবো, হাইড্র্যাস, হায়োস্‌, ইপি, আইরিস, লরো, লাইকো, মার্কারি, মেজে, নাক্স-ভমি, ফস্‌ফো, পডো, স্ট্যাবাডি, সিনা, সিকেলি, ট্যারাক্সে, টিউক্রি, ভেরেট্রাম, সাল্‌ফার, জিঙ্কাম-ফস, জিঙ্কাম-মেট।

পিত্তপাথুরী বা পিত্তাশ্মরী—আপোমর্ফিয়া, আর্সেনিক, অরাম, ব্যাপটি, বার্ব্বারিস, বোল্‌ডো, ব্রাই, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কার্ডুয়াস-মেরি, চেলিডো, চিয়োনেন্থাস, চায়না, ডায়াসকরি, ফেল-টেউরি ফেরাম-সাল্‌ফ, জেল্‌স, হাইড্রাস, জাগলেন্স-সিনিরিয়া, ল্যাকেসি, লেপটে, মাইরি, নাক্স-ভমি, পিচি, পডোফা, টিলিয়া, সাইলি, সাল্‌ফার, ট্যাবেকাম, টেরিবি, থুজা।

পিত্ত-শূল—আর্স, অ্যাট্রফিন-সাল্‌ফ, বেল, বার্ব্বারিস, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কার্ডুয়া-মেরি, ক্যামো, চেলিডো, চিয়োনেন্থাস, চায়না, কলোসি, ডিজিটে, ডায়াস্কো, জেল্‌স, হাইড্রাস, ইপিকা, লাইকো, নাক্স-ভমি, ওপি, টেরিবি।

পিত্তপাথুরী বা পিত্তাশ্মরী—

মূত্রাশ্মরী—আর্জ্জেণ্ট-নাই, বেল, বেন্‌জয়িক-অ্যাসি, বার্ব্বেরিস, ক্যান্থারি, ক্যামো, চিনিনা-সাল্‌ফ, কক্কাস-ক্যাক্ট, কলোসি, ডাযাস, ইপিজিযা, ইরিগেনাম, ইউপে-পার্প, হিডিওমা, হিপার, হাইড্রাস্, ইপোমিযা, লাইকো, মেজেরি, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, অনিসকাস, ওপি, প্যারেরিযা, পিচি, পাইপারিজিন, সারসাপ্যারিল, সিপিযা, ট্যাবেকা, আর্টিকা, ইউভা-উর্স'াই, ভেসিকেরিযা।

„ বামদিকে বৃদ্ধি—বার্ব্বারিস, ক্যান্থারি, ট্যাবেকাম।

„ „ ডানদিকে বৃদ্ধি লাইকো নাক্স-ভমি ওসিমা, সারসাপ্যারিলা

পানিবসন্ত—জল বসন্ত দেখ।

পামা—একজিমা দেখ।

পালাজ্বর ও সবিরামজ্বর -অ্যাকো, অ্যামন মিউর, অ্যামন-পিক্রেটাম, এপিস, অ্যাটিষ্টা-ইণ্ডিকা, অ্যাণ্টিম ক্রুড অ্যাণ্টিম-টা অ্যারেনিযা, আর্ণিকা, আস, আর্স-ব্রোমাইড, অ্যাজাডাইরেকটা, ব্যাপ্টি, বেল, ব্রাই, ক্যাকটাস, ক্যাম্ফর-মনো-ব্রমাইড, ক্যানচালাগুযা, ক্যাপ্সি, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, কার্ব্বো-ভেজ, কুইনি-ইণ্ডিকা, সিযানোথাস, সিড্রণ, চিনি-আস, চিনিনাম-সাল্‌ফ, চিযোনেন্থাস, সাইমেক্স, সিনা, চায়না ক্রোটেলাস, ইউকেলিপটাস, ইউপে-পার্প, ফেরাম-মেট, ফেরাম-ফস ফেরাম-আস, জেল্‌স, হেলিযেন্থাস, হিপার, হাইড্রাস, ইগ্নেসি, ইপিকা, ল্যাকেসিস, লরোসি, লাইকো, ম্যালেরি্ু, মেনিযেন্থাস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নিকট্যান্থিস, নাক্স-ভমি, ওপি, ফস্‌ফোর-অ্যাসি, পডোফা, পালসে, রাস-টক্স, স্যাবাডি, স্পাইজি, সাল্‌ফ, ট্যারেক্সি, টিলা, থুজা, আর্টিকা ভারবাস্কাম, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব, ভেরেট্রাম-ভিরিডি, কেলি-ব্রোম, কেলি বাই, কেলি-আয়োড, ল্যাকনান, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে-মিউর, ম্যাগ্নে-সাল্‌ফ লেডাম, লোবেলিযা, প্ল্যাণ্টেগো, প্লাম্বাম, পলিপোরাস, সোরিণাম, ষ্ট্যাফিসে, ষ্ট্র্যামোনি, ট্যারেণ্টুলা, ভ্যালেরিযানা।

পার্শ্ববাত অ্যাব্রো, অ্যাকে, অ্যাণ্টিম আর্স, অ্যাণ্টিম-টার্ট এপিস, আর্ণিকা আস, অ্যাস্ক্লেপি, ব্রাই, ক্যান্থারি, কার্ব্বো-অ্যানি, চাযনা ডিজি, ফেরাম-মিউর, ফেরাম-ফস, গুযেকা, হিপার, আযোডি, কেলি-কা, কেলি আযোড, লেডাম, মার্কারি, নেট্রাম-সাল্‌ফ, র‍্যানানকিউলাস, রাস-টক্স, স্যাবাডিলা, স্কিলা, সেনেগ, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, সাল্‌ফ, টিউবারকিউলি, চিনাপোডিযাম, চিনিনাম-আস, গলথেরিযা, গোযেকাম, ক্যাল্‌মিযা, রডোডে, রিউমেক্স।

পিঠচঞ্চু-অস্থি (মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রান্ত ভাগ) প্রদাহ—এপিস, বেল, কষ্টিকাম, কার্ব্বো-অ্যানি, ক্যানাবিস, ক্যাল্‌কেরিযা, সাইকিউটা, সিষ্টাস, ইউফর্ব্বিযাম, ফ্লুরিক-অ্যাসিড, গ্র্যাফাইটিস, কেলি-কার্ব্ব, ক্রিযোজোট, ল্যাকেসিস, লোবেলিযা, ম্যাগ্নেসিযা, মার্ক-সল মিউ-অ্যাসিড, সোরিণাম, পেট্রোলি, ফস্‌ফোরাস, ফক্ষ-অ্যাসিড, প্ল্যাটিনা, রাস টক্স, রুটা, ট্যারেণ্টুলা, থুজা, ভ্যালেরি, জিঙ্কাম।

পুরাতন সন্ধিপ্রদাহ—(১) অ্যাব্রোটেনাম, আর্ণিকা, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কষ্টিক, চিমাফিলা, ক্লিমেটিস, হিপার-সাল্‌ফ, ল্যাকেসি, লাইকো, ফক্ষ, ফাইটো, সাল্‌ফ, ভেরেট্রাম। (২) ব্রাইও, ডাল্‌কা, ইগ্নেসি, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স, রাস-টক্স, ষ্টিলিঞ্জি, থুজা।

পুরাতন সন্ধিপ্রদাহ—

" সন্ধিস্ফীতি—অ্যাকোন, অ্যাপোসাইনাম, আর্ণিকা, আর্স, কল্‌চি, হিপার, লাইকো, রডো, রাস, সাল্‌ফার, ভেরেট্রাম ভির।

" বক্রতা ও কাঠিন্যসহ—কষ্টিক, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভ, সিপিয়া।

" পক্ষাঘাতসহ—চায়না, ফেরাম, রাস-ট, হেলিবো, প্লাম্ব, ষ্ট্যাফি।

পুরাতন সূতিকারোগ—নেট্রাম, আর্সেনিক, চায়না, ফেরাম, ফেরাম-আর্স, অ্যালুমিনা, সিপিয়া, গ্র্যাফাই, পাল্‌সেটিলা, নাক্স-ভ, ক্যাপ্‌সিকাম।

প্রসবান্তিক শ্বেতস্রাব ও পাদস্ফীতি—পাল্‌স, ল্যাকেসি, এপিস, হ্যামামেলিস, আর্সেনিক ইত্যাদি।

" পেট ঝুলিয়া পড়া—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব ২০০ এবং সাইলিসিয়া ২০০ শক্তি সাত দিন অন্তর এক মাত্রা দিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

পেশীচয়ের শীর্ণতা—আয়োড, প্লাম্বাম, আর্জেণ্ট, আর্ণিকা, আর্স, কুপ্রাম, জিঙ্কাম, নেট্রাম-মিউর।

পেশীর বাত—ম্যাস্‌কেরিন, স্প্যাঙ্গুনে, ব্রাই, রাস-টক্স, কল্‌চিকাম, ব্যানান-বাল্‌ব, জেল্‌স, ডাল্‌কা, কষ্টিকাম ইত্যাদি।

পোড়ানারাঙ্গী বা নারাঙ্গা—অ্যাকোন, আইল্যান্থা, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যান্থ্রাক্সি, এপিস, আর্ণিকা, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যান্থারা, ক্যাম্ফা, চেলিডো, চায়না, কমোক্লে, ক্রোটেলা, ইউফর, গ্র্যাফা, হাইড্র্যাষ্ট, ল্যাকেসি, লেডাম, মার্ক, নাক্স-ভম, পাল্‌স, রাস-র‍্যাড, রাস-ট, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফার, টেরিবিন্থ, অ্যাণ্টি-পাইরি, এরাম-ট্রি, বিউফো, কষ্টিকা, ডাল্‌কা, ম্যাগ্নেস্মিয়া, র‍্যানানকি-বাল্‌ব, থুজা প্রভৃতি।

পৌনঃপৌনিক জ্বর—অ্যাকোন, আর্জেণ্ট-নাইট্রি, আর্ণিকা, আর্স, ব্যাপ্‌টি, ব্রাই, চায়না, ইউপেটো-পার্ফো, জেল্‌স, লেপ্ট্যাণ্ড্রা, মার্ক, নাক্স-ভম, নেট্রাম-ফস, ফস্‌ফ-অ্যাসিড, রাস-ট, ভেরেট্র-অ্যাল্ব, কালমেঘ, কুইনি-ইণ্ডিকা, অ্যাজাডিরেক্টা, অ্যাল্‌ষ্টোনিয়া-স্কলারিস।

প্রসব-বেদনা—অ্যাকোন, আর্ণিকা, আর্স, বেল, বোরাক্স, কলোফাই, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, চিনি-সাল্‌ফ, সিমিসি, সিনামোমাম, কফিউ, কফি, কিউপ্রা, ফেরাম, জেল্‌স, হায়সা, ইগ্নে, ইপিকা, জ্যাবোর‍্যা, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-ফস, ল্যাকেসি, লাইকো, ম্যাগ-মিউ, ম্যাগ-ফস, নেট্র-মিউ, নাক্স-মস্কে, নাক্স-ভম, ওপি, ফস্ফ, প্ল্যাটি, পাল্‌স, সিকেলি, সিপি, অষ্টিলেগো, ভাইবার্ণা-ওপু।

অপ্রকৃত—বেল, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যামো, সিমিসি, কলোফাই, কোনায়া, ডায়াস্কো, জেল্‌স, কেলি-কার্ব্ব, নাক্স-মস্কে, নাক্স-ভম, ওপি, পাল্‌স।

ক্ষীণ বেদনা—বেল, কার্বো-ভেজি, সিমিসি, কলোফাই, ক্যামো, গ্র্যাফা, জেল্‌স, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-ফস, নেট্র-কার্ব্ব, নেট্র-মিউ, নাক্স-মস্কে, নাক্স-ভম, ওপি, পালস, রুটা, সিকেলি, থুজা।

প্রথম ঋতুস্রাবে (রজঃ দর্শনে) বিলম্ব—(১) কার্ব্ব-সাল্‌ফ, কফিয়া, কোনায়াম, কুপ্রাম, ডাল্‌কা। (২) অ্যাকোন, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, ম্যাগ-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-মস্কেটা, পাল্‌সে। (৩) অ্যাকোন, অ্যাগ্নাস, এপিস, অরাম, বেল, কেলি-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে-ফস,

কার্ব্ব-অ্যাসিড, চেলিডো, সিমিসি, ককিউলাস, ড্রোসে, ফেরাম, ফেরাম-ফস, ইগ্নেসি, আযোড, কেলি-আযোড, ল্যাকেসি, নেট্র-কা, মার্ক, নেট্রাম-ফস, পেট্রো, ফস, ফস-অ্যাসিড, প্ল্যাণ্ট, স্যাবাই, সিনেসিও, ষ্ট্যাফ, সাল্ফ-অ্যাসিড, ভ্যাম্ব, জিঙ্কাম।

প্রচ্ছন্ন ম্যালেরিয়া জ্বর—আর্সেনিক, আর্ণিকা, ফেরাম, আর্স, চিনিনাম-আর্স, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-আর্স, ক্যাল্কে-আর্স, ল্যাকেসিস, নাক্স-ভ, পাল্সেটিলা, কার্ব্বো-ভেজ।

প্রদর—শ্বেত-প্রদর—অ্যাকোন, অ্যাগ্নাস, অ্যালোজ, অ্যালিউমিনা, অ্যাম্ব্রা, অ্যামন-মিউর, অ্যাণ্টিম-টার্ট, এপিস, আর্জ্জেণ্টাম, আর্স, আর্স-আযোড, বোভিষ্টা, ব্যাপ্‌টি, ব্রাই, ক্যাল্কে-ফস, ক্যানাবিস, ক্যান্থা, কার্ব্বো-অ্যানি, কার্ব্বো-ভেজ, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড, কষ্টিকা, সিনামন, সিড্রণ, ক্যামো, চায়না, সিমিসি, ককিউলাস, কফিয়া, কোনায়াম, ক্রোকাস, কোপেবা, কুবাব্রি, সাইক্লেমেন, ড্যাফ্‌নি, ডাল্‌কা, ইরিজিরণ, ইউপেটো, ফেরাম, জেল্‌স, গ্র্যাফাই, হ্যামামে, হেলোনি, হিপার, আয়োড, কেলি-আর্স, কেলি-ব্রোম, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-আযোড, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লিলিযাম, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক-সল, মার্ক-কর, মেজে, মিউরেক্স, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নাক্স-মস্কেটা, প্যালেডি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাক্স-ভ, পেট্রো, ফস্ফ, ফস্ফ-অ্যাসিড, প্ল্যাটিনা, পডো, পাল্স, স্যাবাই, স্যাঙ্গুনে, সিপিযা, সিকেলি, ষ্ট্যানাম, সাল্ফার, ট্যাবাণ্ট, থুজা, ট্রিলিযাম, অষ্টিলেগো, ভাইবার্ণ, জ্যাংক্সাইলাম, জিঙ্কাম, অ্যাগ্নাস, অ্যালিটিস, অ্যাসাফি, অরাম-মিউ-নেট, ব্যারাই-মিউর, কলোফা, ডিকটাম, ইউপিযন, ফেরাম-আযোড, হিডিওমা, হাইড্রোফো, জনোসি, কেলি-সাল্ফ, ওরিগে, ওস্তাটোষ্টা, স্পাইরেনথাস।

প্রমেহ তরুণ—অ্যাকোন, অ্যাগাবি, অ্যাগ্নাস, অ্যাণ্টি-ক্রুড, আর্জ্জেণ্ট, আর্স, আর্ণিকা, অরাম, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাম্ফর, ক্যানাবিস, ক্যাপ্‌সি, চেলিডো, চিমাফি, সিনাবেরিস, ক্লিমেটিস, কোপেবা, ডাল্কা, ডিজিটে, ফেরাম, ফেরাম-ফস, জেল্‌স, গ্র্যাফাইটিস, হ্যামামে, হিপার, হাইড্রাষ্টিস, কেলি-বাই, কেলি-সাল্ফ, লিলিযাম, মেডোবি, মার্ক-কর, মার্ক-সল, থ্যাপ্‌থা, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাক্স-ভ, পেট্রোল, ফস্ফোরাস, পালসে, সার্সাপে, সিপিযা, সাইলি, ষ্টিলিঞ্জিযা, সাল্ফার, টেরিবিস্থ, থুজা।

প্রলাপ কম্প-উন্মাদ (মদাত্যয় রোগ) অ্যাকোন, বেল বিস্‌মাথ, ক্যাম্ফর, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কফিয়া, চায়না, চায়না-সাল্ফ, হায়সা, ল্যাকেসি, নাক্স-ভ, ওপিয়াম, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট্রাম।

প্রসবকালে ক্লেশভোগ -

তড়কা বা ইক্লামসিযা—অ্যাকো, ইথুজা, আর্ণিকা, বেল, ক্যান্থা, ক্যামো, ক্লোরেল, সাইকিউটা, সিমিসি, কফিয়া, কুপ্রাম-আর্স, কুপ্রাম-মেট, জেল্‌স, গ্লোন, হাইড্রো-অ্যাসি, হায়োস, ইগ্নে, ইপিকা, কেলি-ব্রোম, মার্ক-কর, মার্ক-ডাল, ইনান্থি, ওপি, পাইলোকা, প্ল্যাটিনা, সোলেনাম-নাইগ্রাম, স্পাইরিযা, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট্র-ভির, জিঙ্কাম-মেট, জিঙ্কাম-ফস।

প্রসব-বেদনা অতিরিক্ত—বেলেডোনা, কফিযা।

অকালে—স্যাবাইনা।

কৃত্রিম (পূর্ণ অবস্থার পূর্ব্বেই)—বেল, ক্যামো, কলোফা, সিমিসি, জেল্‌স, নাক্স-ভমি, পাল্‌সে, সিকেলি, ভাইবার্ণাম।

প্রসব-বেদনা অকালে—

„ জরায়ুর মুখের আকুঞ্চনবশতঃ প্রসবক্লেশ জেল্‌সিমিয়াম।

„ অনিয়মিত বা ক্ষীণ বেদনা জন্য—পাল্‌সে।

„ জরায়ুর মুখের কাঠিন্যহেতু—বেলেডোনা।

„ মূর্চ্ছাযুক্ত—পালস, নাক্স-মস্কেটা।

„ আক্ষেপিক—জেল্‌সিমিয়াম।

„ জরায়ুর ক্ষীণ বেদনায—সিকেলি-কর।

„ কষ্টকর বমনেচ্ছা—ইপিকাক।

প্রসবকালে—রক্তস্রাব—আর্ণিকা, হ্যামামে, স্যাবাইনা।

„ কাহিল হইয়া পড়া—চায়না, ফেরাম।

„ সূতিকাক্ষেপ—বেল, হায়োসা, হাইড্রো-অ্যাসিড।

প্রসবকালে কোষ্ঠকাঠিন্য—কলিন্‌সো, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব, অ্যামন-মিউর।

উদরাময়—পাল্‌সে, ভেরেট্রাম, হায়োসা।

প্রস্রাব-বন্ধ—অ্যাকো, পাল্‌সে, হায়োস, বেলেডোনা।

অর্শ—কলিনসোনিয়া, পাল্‌সে, হ্যামামেলিস।

অস্ত্র-প্রয়োগ হইলে এবং তাহার ফলের জন্য ক্যাল্‌কে-ফস ক্যাল্‌কে-ফ্লু যোবিকাম, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, ম্যাগ্নে-ফস, আর্ণিকা, হাইপারি, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

„ তৎসহ—উন্মাদ রোগ ও বিষাদ-বায়ু—নাক্স-ভমি, হায়োসি, ষ্ট্র্যামো, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, পাল্‌সে, ইগ্নে, অ্যাগ্নাস, অরাম, সিকেলি, সিমিসিফিউগা।

প্রসবান্তিক স্রাব (Lochia)—

দুর্গন্ধযুক্ত—ব্যাপ্টে, ক্রিযোজো, নাইট্রিক-অ্যাসি, পাইরো।

রক্ত মিশ্রিত—ক্রমিক-অ্যাসি, ট্রিলিয়াম।

গাঢ় রক্তমিশ্রিত—কলো, ক্যামো, ক্রিযো, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পাইরোজিনিয়াম।

রক্তমিশ্রিত, উহা জোরে নির্গত হয় এবং নড়াচড়ায় বাড়ে—ইরিগেনাম।

গরম এবং সামান্য—বেল।

সুবিরামভাবে নির্গত হয় কোনায়া, ক্রিয়োজো, পাইরোজি, রাস-টক্স, সাল্‌ফার।

অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—ব্যাপ্টে, বেল, কার্ব্বোলিক-অ্যাসিড, কার্ব্বো-অ্যাসি, কার্ব্বো-ভেজ, ক্রমিক-অ্যাসিড, ক্রোটন-টিগ, ইরিগেনাম, ক্রিযোজোট, পাইরো, রাস-টক্স, সিকেলি, সিপিয়া, সাল্‌ফার, সোরিণাম, পাইরোজেন।

বহুদিন স্থায়ী—ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, কলোফা, চায়না, হেলো, সিলিকো, রাস-টক্স, স্যাবাই, সিকেলি, ট্রিলিয়া, অষ্টিরেগো।

অবরুদ্ধ হওয়া—অ্যাকো, অ্যারেলি, বেল, ব্রাই, ক্যামো, এক্লিনেসিয়া, হায়োসিয়া, লিওনারাস, ওপি, পাল্‌সে, সিকেলি, সাল্‌ফ, জিঙ্কাম।

„ সহসা বন্ধ হইয়া জ্বর হইলে—অ্যাকোনাইট।

মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ হইলে—ষ্ট্র্যামোনিয়াম।

প্রসবান্তিক স্রাব—

" " নিদ্রা না হইলে—কফিয়া।

প্রসবান্তে ফুল না পড়িলে—আর্নিকা, কলোফা, সিমিসি, চায়না, আর্জেন্টিনাম, গসিপি, হাইড্রো, ইগ্নেসি, পাল্‌সে, স্যাবাইনা, সিকেলি, ভিস্কাম।

প্রসবের পর চুল উঠিয়া গেলে কার্ব্বো-ভেজ, নেট্রাম-মিউর, সিপিয়া।

, শিশুকে দুগ্ধ দান করিবার সময় অত্যন্ত কামোন্মত্ততা- ক্যাল্কে-ফস।

, **দুগ্ধের অভাব অথবা অতি অল্প দুগ্ধ**—অ্যাকোন, অ্যাগনাস, অ্যাসাফি, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কষ্টিকাম, ক্যামোমি, চেলিডো, ফর্মিকা, ফ্রাগেরিয়া, ল্যাক্-ক্যানা, ল্যাক্-ডিফ্লো, ফস্‌ফো-অ্যাসি, ফস্‌ফো, ফাইসসটি, পাইলোকার্পাস, পাল্‌সে, রিসিনাস, সাইলি, ষ্টিক্‌টা, থাইরয়ডিন, অষ্টিলেগো, এক্স-রে।

, স্তনদুগ্ধ রক্তের ন্যায়—বিউফো।

সবুজাভ, টক-স্বাদ সেইজন্য, শিশু বমন করিয়া ফেলে, অ্যাসেটিক-অ্যাসি, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস, মার্কারি, ফস্ফো-অ্যাসি, স্যাবাডিলা, সাইলি, সাল্‌ফ।

, স্তনদুগ্ধ অবরুদ্ধ হইলে -অ্যাকো, অ্যাগ্নাস, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফর-মনোব্রোমাইড, ক্যামো, ফাইটো, পাল্‌সে, সিকেলি, জিঙ্কাম-মেট।

. স্তনদুগ্ধ অতিরিক্ত—অ্যাসাফি, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কোনা, ল্যাক-ক্যানাই, পাল্‌সে, অষ্টিলেগো।

প্রসবান্তে স্তনের প্রদাহ—অ্যাকো, ব্রাইয়োনিয়া।

" " ঠুনকো, স্তন প্রদাহ—অ্যাকো, বেল, ব্রাইয়ো, মার্ক-প্রোটো-আয়োড, হিপার, সিমিসি, ফসফো, ফাইটো, পাল্‌সে, ফেলাণ্ড্রিয়াম।

" স্তনে স্ফোটক হইলে--ব্রাইয়ো, ফাইটো, হিপার।

প্রসবের পর জঙ্ঘা শিরায় প্রদাহ—অ্যাকো, এপিস, আর্স, বেল, বিসমাথ, ব্রাইও, বিউফো, ক্রোটন, হ্যামা, ল্যাকেসি, পাল্‌সে, রাস টক্স, সালফ, আর্টিকা, মিউরেক্স।

প্রসবের পর চুল উঠিয়া মাথায় টাক পড়িলে—আর্সেনিক ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-আর্স, চায়না, ফসফোরি-অ্যাসিড।

—ট ঝুলিয়া পড়িলে—ক্যালকে-কার্ব্ব, সাইলিসিয়া।

বা প্রসবান্তিক বস্তি কোটর প্রদাহ—অ্যাকো, এপিস, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যান্থারি, সিমিসি, হিপার মেডোরি, মার্ক-আয়োড-রুব, মার্ক-সালফ, রাস-টক্স, সাইলি, টেরিবি, টিলিয়া, ভেরেট্র-ভির।

বস্তি কোটরে স্ফোটক—এপিস, ক্যালকে-কার্ব্ব, হিপার, মার্ক-কর, প্যালেডি, সাইলি, বেল, ব্রাই, রাস-টক্স ; **কোন যন্ত্রণা না থাকিলে**—মার্ক, সাইলি, সালফ।

বস্তি কোটরে রক্তার্ব্বুদ হইলে—আকো, এপিস, আর্নিকা, আর্সেনিক, বেল, ক্যান্থারি, চায়না, কলোসি, ডিজি, ফেরাম, হেমামে, ইপিকাক, কেলি-আয়োড, ল্যাকেসি, মার্কারি, মিলিফো, নাইট-অ্যাসিড, ফসফো, স্যাবাই, সিকেলি, সালফার, টেরিবিন।

প্লেগ—মহামারী—অ্যাকো, বেল, ব্রাই, ইগ্নেসি, কোবরা, ক্রোটেলা, ইলাপ্স, ল্যাকেসি, ফস্, ফোরাস, অ্যান্টি-টার্ট, আর্সেনিক, এপিস, অ্যান্টিম-ক্রুড, ব্যাপটে, এইলেন্থাস, অ্যান্থ্রাসি, কার্বো-অ্যাসি, কার্বো-ভেজ, কেলি-ফস, লিসিন, হায়োস, ব্যাডিযেগা, ইপিকা, হিপার, মার্কারি, মার্ক-কর, পাইরেজিনিযা, রাস-টক্স, ফাইটোলেক্কা, সাইলি, ষ্ট্র্যামো।

প্লেগের দোষঘ্ন বা প্রতিষেধক ঔষধ—লিসিন, প্লেগুযিনাম ২০০, ইগ্নেসি।

স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্র সরকার বলেন—ইগ্নেসিযা ২০০, এবং ইগ্নেসিয়া-বিন হস্তে ধারণ করা।

„ ডাঃ ডিন বলেন—আর্সেনিক ৩x বিচূর্ণ।

বিউবোনিক—আর্স-আযোড, অ্যান্থ্রাসিন, এইলান্থ, ব্যাডিযেগা, বেল, ক্রোটেলাস, কার্বো-অ্যাসি, হিপার, ল্যাকেসি, বিন-আযোড-অভ্-মার্কারি, ফাইটোলে, রাস-টক্স, সাইলি, সালফার।

পচনশীল বা সেপ্টিসোমিক—আর্সেনি, অ্যান্থ্রাসি ব্যাপটি, কার্বো ভেজি, ক্রোটেলা, ব্রাই, ল্যাকেসি, পাইরোজেন।

নিউমোনিক ফুসফুসের অ্যান্টি-ট, অ্যান্টি-আস, ব্রাই, হাপর্বাক, লাইকোপো, ফসফোরাস্, রাস-টক্স, সালফার।

ইন্‌টেষ্টাইনাল বা আন্ত্রিক—অ্যান্টি-টার্ট, আর্সেনিক, কার্বো-ভেজি, হাইযো, হাইড্রোসি-অ্যাসিড, গাজা, রিসিনাস, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব।

সেরিব্রাল বা মস্তিষ্ক সংশ্লিষ্ট—আর্নিকা, এপিস, এইলান্থ, কার্বলিক-অ্যাসি, হেলিবোরাস, হাযোসি, ল্যাকেসি, ওপি, ফসফোরি-অ্যাসিড, ষ্ট্র্যামোনিযাম।

বগলের গ্রন্থিজাত—অ্যান্থ্রা, আইলান্থাস, ব্যাডিযাগা, কার্বো-ভেজি, কার্বলি-অ্যাসি, ক্রোটেলাস, হিপার, পালসে, সাইলিসি।

ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ—নিউমোনিযা দ্রষ্টব্য।

ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট-প্রদাহ (তরুণ)—আকোন, আর্নিকা, এপিস, আর্স, ব্রাইযোনিযা, ক্যাক্টাস, ক্যান্থারিস, আযোডিযাম, রাস-টক্স, সালফার, অ্যাব্রোটে, অ্যান্টিম-আর্স, অ্যান্টিম-টার্ট, আর্নিকা, অ্যাসক্লিপি, কার্বো-অ্যাসি, ইরিডিযাম, ফেরাম-মিউর, ফেরাম-ফস, ফস্মিকা, কেলি-কার্ব, কেলি-আযোড, র‍্যানান-বাল্বো, সেনেগা, সাইলি, টিউবারকিউলিনাম্।

পুরাতন—আর্স, ব্রাইযো, ডিজি, ক্যালকে, ফস্, আযোড, হাইপারি, সাইলি, সাল্ফ, আর্স-আযোড, কেলি-আযোড, হিপার, স্কিলা, টিউবারকিউলিনাম।

স্নায়ুশূল—আর্নিকা, বোরাক্স, ক্যাক্টাস, সিমিসি, গোযেক, মেলিলো, মার্ক, মেজে, নাক্স-ভমিকা, র‍্যানান-বাল্ব, রডোডেণ্ড্রন্।

স্ফোটক (ফোড়া)—অ্যালিউমি, অ্যামন-কার্ব, অ্যামন-মিউর, অ্যান্টি-ক্রুড, অ্যান্টিটার্ট, আর্নিকা, অ্যান্থ্রা, এপিস্, বেল, ব্রোম, ব্রাইযোনিযা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভেজি, ক্রোটেলাস, গ্র্যাফাইটি, হিপার, হ্যামা, হাযেসা, হাইড্রা, আযোড, কেলি-আযোড, ল্যাকেসিস, লাইকোপ, লেডম, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউর, মার্ক, মেজে, মাইগে, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নক্স-ভ, ফস্ফো, অ্যাসিড-ফস, ফাইটো, প্রাষাম, সোরিণাম্, রাস-টক্স, সিকেলি, স্পিসিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সালফার, থুজা, অ্যানান্থি, অ্যান্থ্রাসি, আর্স, বেলিস, ক্যালকে-হাইপো-ফস, ক্যালকে-পিক্রি,

ক্যালকে-সালফ, একিনে, ফেরাম-আয়োড, হিপোক্সি. ইথাইওটক্সিন, সালফআয়োড, সাল্ফ-অ্যাসিড, ট্যারেন্টিউলা, জিঙ্ক-অক্সাইডেটাম।

স্ফোটক বহুসংখ্যক – আর্ণিকা, আর্স, নাক্স-ভ, সালফার।

„ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ—আর্ণিকা, আর্সেনিক, ক্যালকে-পিক্রিকাম।

„ (ফোড়া)—পচনশীল—ক্রোটেলাস, ল্যাকেসি

„ বক্র (বধাক্ত—আর্স, চায়না, ল্যাকেসি।

„ ক্ষুদ্রাকারের—আর্ণিকা, বেল, লাইকোপ, নাক্স ভ, সালফার।

„ বৃহদাকার—ক্রোটে, হিপার, ল্যাকেসি, লাইকোপ, মার্ক, ফস্ফোরাস, সাইসি।

ক্রম-বর্দ্ধনশীল উৎকট রক্তাল্পতা আর্সেনিক, আর্ণিকা, ফস্ফোরাস, ব্যাসিলিনাম, চায়না, আর্জ্জেণ্ট-নাই, হাইড্রা, মার্ক, কুপ্রাম, ফেরাম-মেট, হেলোনিয়াস, এপিস, ক্যালকে, এতদ্ব্যতীত, ষ্ট্যাফে, সালফ, ফস্ফো-অ্যাসিড, নাক্স-ভ, ফস্ফো, নেট্রাম, অ্যাসেটি-অ্যাসি, আর্জ্জেণ্ট-অক্সাই, অরাম-আর্স, ক্যালকে আর্স, চিনিনাম-আর্স ফেরাম-আর্স, ফেরাম-মিউর, ফেরাম-অক্সাই, গসিপি, কেলি-ফস, লাইকো, ষ্ট্রিকনিন-আর্স, জিঙ্কাম-আর্স, জিঙ্কাম-মিউর।

বৰ্দ্ধিত প্লীহা –আর্সেনিক, ক্যালকে-আর্স, অ্যাগারিকাস, নেট্রাম-আর্স, নেট্রাম-মি, চায়না, ফেরাম-আর্স, আর্ণিকা, সিওনোথাস্-আমেরি, ফস্ফোরাস, অ্যাসিড-নাই, কেলি-ব্রোম, নাক্স ম, কার্ডুয়াস।

বধিরতা (কাণে কম শুনা দ্রষ্টব্য।

বন্ধ্যাত্ব—অরাম, অ্যামন-কার্ব্ব, আয়োডিন, বোরাক্স, অ্যাসিড-সালফ, কোনায়াম, ফেরাম, ক্যালকে, ক্যানাবিস, ক্রোকাস, গ্র্যাফাই, মার্ক, নেট্রমি, প্ল্যাটিনাম, রুটা, সালফার।

বমন—অ্যাকোন, অ্যান্থ্রা, অ্যান্টি-টার্ট, আর্ণি, আর্স, অরাম, অ্যাসারাম, অরাম-মিউ, বেল, বিসমাথ, ব্রাই, ক্যাডমি-সালফ, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যাপ্সি, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, ক্যাম্ফার, ক্যানাবিস, ক্যান্থ, ক্যামো, চিনিনাম, সাইকিউটা, সিনা, ককিউলাস, কলচি, কলোসি, কোনায়া, ক্রোটেলাস, ক্রোটন-টিগ, কুপ্রাম-আর্স, কুপ্রাম-মেট, ডিজিটে, ডালকা, ইউপে-ফার্ফো, ফেরাম-মেট, ফেরাম ফস, গ্লোনয়েন, গ্র্যাফা, হিপার, হায়সা, আয়োডি, ইপিকা, আইরি, কেলি বাই, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লরোসি, লাইকোপডি, মার্ক, নেট্রাম-মিউ, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভম, ওলিয়েণ্ডার, ওপি, পেট্রোলি, ফস্ফো, প্লাম্বাম, পালস্, রাস-টক্স, স্যাঙ্গু, সিকেলি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্র্যামো, সালফার, ট্যাবে, থেরিডি, থুজা, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব, জিঙ্কাম।

বমনেচ্ছা—অ্যাকোন, অ্যাগ্রাবি, অ্যালিউমে, অ্যান্থ্রা, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যানাকার্ড, অ্যান্টি-টার্ট, আর্জ্জেণ্ট-নাইট্রি, আর্ণি, আর্স, অ্যাসারা, অরাম, ব্যারা-কার্ব্ব, ব্যারা-মিউর, বেল, বিসমাথ, বোরাক্স, বোভিষ্টা, ব্রোমি, ক্যাম্ফ, ক্যানাবিস, ক্যাপ্সি, কার্ব্বো-অ্যানি, কার্ব্বো-ভেজি, কষ্টি, ক্যামো, চেলিডো, সাইকিউটা, সিনা, ককিউলাস, কল্চি, কোনায়া, ক্রোকাস, ক্রোটন-টিগ, কুপ্রাম, কুপ্রাম-অ্যাসি, সাইক্লে, ডিজিটে, ড্রসে, ডাল্কা, জেল্‌স, গ্র্যাফা, হেলিবো, হিপার, ইগ্নে, ইপি, কেলি-বাই, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লরোসি, লেডাম, লোবেলি, লাইকো, ম্যাগ-মিউ, মার্ক, মেজেরি, মস্কাস, মিউরি-অ্যাসি, নেট্রাম, নেট্রাম-মিউ, নাইট্রি-অ্যাসি,

মার্ক-স, নাক্স-ভম, ওলিয়েণ্ডার, পেট্রোলি, ফস, ফস-অ্যাসি, কাইটো, প্ল্যাটি, প্লাম্ব, পডোফাইং, পাল্স, র‍্যানানকিউ, রিউম, রাস-ট, স্যাবাডি, স্যাম্বু, স্যাঙ্গু, সিকেলি, সেনেগা, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জ, স্কুইলা, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফি, সাল্ফার, সাল্ফ-অ্যাসি, ট্যাবে, ট্যারাণ্ট, থেরিডি, থুজা, ভেলেরি, ভেরেট্রা-অ্যাল্ব, সিম্ফাইকার্পাস, জিঙ্কাম, জিঙ্কাম-অক্সেলেট।

বসন্তরোগ—অ্যাকোন, অ্যামন-কার্ব, অ্যামন-মিউর, অ্যানাকার্ড, অ্যাণ্টি-ক্রু, অ্যাণ্টি-টা, এপিস, আর্স, ব্যাপ্‌টি, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কার্বো-ভেজি, ক্যামো, সিমিসি, কফি, ক্রোটেলাস, ডিজিটে, জেল্স, হ্যামামে, হিপার, হাইড্রাষ্ট, হাইড্রোসি-অ্যাসিড, রাস-টক্স, স্যারাসি, সাইলি, সোলেনাম-নাইগ্রা, সাল্ফার, থুজা, ভেরিওলিনাম, ম্যালানড্রিনাম, ভেরেট্রা-ভির, জিঙ্কাম-মেট, ভ্যাক্সিনিনাম। বসন্তের প্রতিষেধক—ভিনিগার এক চামচ দুইবার প্রত্যহ সেবন। লক্ষণানুযায়ী ভ্যাক্সিনিনাম, ভেরিওলিনাম ও ম্যালানড্রিনাম প্রতিষেধকরূপে দেওয়া হয়। বেনিংহোসেন "থুজা" দিতে বলেন। গাধার দুগ্ধ রোজ ½ আউন্স মাত্রায় সুফল পাওয়া যায়।

বহুব্যাপক সর্দ্দি—ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্রষ্টব্য।

বহুমূত্র (মূত্র-বহুল)—অ্যাসেটি-অ্যাসি, অ্যামন্-অ্যাসেট, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যানা-ইণ্ডি, কষ্টি, কলোসি, হেলোনি, আয়োডি, কেলি-আয়োড, কেলি-নাইট্রি, ল্যাক্-ডিফ্লো, ল্যাকটি-অ্যাসি, মার্কুরিয়ালিস-পেরেনিজ, মিউরেক্স, নেট্রা-মিউ, ফস-অ্যাসি, রাস-ট, সিলা, স্পাঞ্জি, ট্যারাক্স।

(সশর্করা)—অ্যাসেটিক-অ্যাসিড, আর্জেণ্ট-মেট, আর্স-ব্রোম, অ্যাসক্লিপি, বার্ব্বারিস, বোভিষ্টা, ক্যাল্কে-ফস, কুপ্রাম-মেট, নেট্রাম-ফস্, নেট্রাম-সাল্ফ, হিপার, কেলি-ব্রোম, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, ক্রিয়োজো, ল্যাকোস ল্যাকটিক-অ্যাসি, ল্যাক্-ডিফ্লো, লিথি-কার্ব লাইকোপডি, ম্যাগ-সাল্ফ, ম্যাগ-ফস্, মস্কাস, নাক্স-ভম, ওপি, ফস্ফ, ফস্ফ-অ্যাসিড, পিকরি-অ্যাসি, প্লাম্ব, পডোফাই, অ্যাব্রোমা, সিকেলি, সিজিজিয়ম, সাল্ফিউ-অ্যাসি, ট্যারাণ্ট, টেরিবিন্থ, থুজা, ইউর্যানি-নাই।

বয়স-ফোড়া—অ্যালাম, অ্যাণ্টিমণি, আর্স, বেল, বোরাক্স, কার্বো-ভেজ, কষ্টি, ক্লিমে, ককিউ, কোনায়া, ডাল্কা, মার্ক, নেট্রাম, নাইট্রি-অ্যাস, নাক্স-ভম, ফস্ফ, ফস্ফ-অ্যাসি, পাল্স, স্যাবাইনা, সিপি, সেলেনি, ষ্ট্যাফিসে, সাল্ফার, জিঙ্কাম।

„ যুবকদিগের—আর্স, বেল, ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজি, হিপার, ল্যাকেসি, লেডাম, নেট্রাম, নাক্স-ভম, ফস্ফ-অ্যাসি, সেলিনিয়াম, সাল্ফার।

„ মাতালদিগের—অ্যাণ্টি-ক্রুড, নাক্স-ভম, আর্স, ল্যাকেসি, সাল্ফার।

বক্ষশোথ (বক্ষোদক পীড়া)—এপিস, আর্স, অ্যাপোসাই, কুপ্রাম, কষ্টিকাম, ডিজিটে, মার্ক, ল্যাকেসিস।

বাধী—অরাম-মেট, অরাম-মিউর, নেট্রাম, এপিস, আর্স ব্যাডিয়াগা, বিউফো, ক্লিমেটিস, কার্বো-অ্যানি, হিপার, গ্র্যাফাই, ল্যাকেসি, লাইকোপডি, মার্ক, মার্ক-কর, কষ্টিকাম, নাইট্রিক-অ্যাসি, কাইটো, সিলি, সাল্ফার, কেলি-আয়োড।

বগলের—এপিস, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, বেল, ব্রাই, কার্ব্বো, ক্লিমেটিস, কোনায়া, ক্রোটেলা, হিপার, হাইড্র্যাষ্টিস, আয়োড, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসি, লাইকোপ, মার্ক-সল, নেট্রাম-সাল্ফ, অ্যাসিড-নাইট্রি, ফস, রাস-টক্স, সাল্ফ, সাইলি।

বাত (তরুণ ও পুরাতন)—অ্যাব্রোটে, অ্যাকোন, অ্যাকৃটিয়া-স্পাইকেটা, অ্যাগারি-মস্ক, অ্যামন-মিউর, অ্যামন-ফস্ফ, অ্যানাকার্ড, অ্যান্টি-ক্রুড, অ্যান্টি-টার্ট, এপিস, অ্যাপোসাইনাম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, অ্যাসাফিটিডা, অরাম, বেল, বেলিস, বেঞ্জোইক-অ্যাসিড, বার্ব্বেরিস, বোভিষ্টা, ব্রাই, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফ্লুর, ক্যাল্কে-আয়োডেটাম, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-সাল্ফ, অ্যাসিড-কার্ব্বলিক, কলোফাইলাম, কষ্টিকাম, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, সিমিসি, কফিয়া, কল্চিকাম, কলোসিন্থ, কোনায়াম, ইউপেট, ফেরাম, ফেরাম-ফস, ফ্লুরিক-অ্যাসিড, ফর্ম্মিকা, জেল্স, গ্র্যাফাই, গুয়েকাম, হ্যামা, হিপার, হাইপো, ইগ্নেসি, আয়োড, কেলি-বাই, কেলিকার্ব্ব, কেলি-সায়েনেটাম, কেলি-আয়োড, কেলি-মিউ, ও ফস, ক্যাল্মিয়া-ল্যাটি, ক্রিয়োজো, ল্যাক্-ক্যান, ল্যাকেসি, ল্যাক্ন্যান্থিস, ল্যাক্টিক-অ্যাসিড, লেডাম, লিলিয়াম, লোবেলি লাইকোপডি, লাইকোপাস, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব, ম্যাগ্নেসিয়া, মিনিয়ান্থিস, মার্ক, মেজে, নেট্রাম, নেট্রাম-ফস, সাল্ফ, নাক্স-মস্কেটা, নাক্স-ভমিকা, প্যালেডি, পেট্রো, ফাইটো, প্রান্বাম, পাল্স, র‍্যানানকু বল্বোজে, রাস-র‍্যাডি, রাস-টক্স, রুটা, স্যালিসিলি-অ্যাসিড, স্যাঙ্গু, সার্সা, সিপিয়া, সাইলি, স্পাইজে, স্পঞ্জি, ষ্টিক্টা, সাল্ফার, ট্যারেন্টু, টিলিয়া, থুজা, ভ্যালেরি, ভেরেট্রাম, ভেরেট্রাম-ভির, ভিস্কাম, ভায়োলা, জিঙ্কাম।

বাতব্যাধি—পৈশিক—সিমিসিফিউগা, ম্যাক্রোটিন, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, ব্রাইয়ো, রাস-টক্স, কল্চিকম, র‍্যানানকিউলস, জেল্স, ডাল্কামারা, কষ্টিকাম, ইত্যাদি।

„ গ্রীবাদেশীয়—অ্যাকোন, ল্যাক্নান্থিস, বেল, সিমিসি, ব্রাইয়ো, চেলিডো, রাস-টক্স, ম্যাগ্নে-ফস্।

„ সহ পক্ষাঘাত—আর্ণিকা, চায়না, রস-টক্স, রুটা।

বাধক বেদনা (ঋতু-শূল দ্রষ্টব্য)—কষ্ট-রজঃ, রজঃ-কৃচ্ছ্রতা।

বায়ুনলী প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস—

তরুণ—অ্যাকোন, অ্যালিয়াম-সেপা, অ্যান্টি টার্ট, অ্যান্টি-ক্রুড, এপিস, আস, আয়োড, ব্যাডিয়েগা, বেল, ব্রায়ো, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজি, কষ্টি, ক্যামো, চেলিডো, সিনা, কোনা, কিউবেবা, ডাল্কা, ইউফ্রে, ফেরম-ফস্, হিপার, হায়সা, ইপিকাক, কেলি-বাই, কেলি-ব্রোম, কেলি-কার্ব্ব, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লোবেলি, লাইকো, ম্যাগ-মিউর, মার্ক, ন্যাজা, নেট্রা-সাল্ফ, নক্স-ভম, ওপি, ফস্ফো, পাল্স, রস-টক্স, রিউমে, স্পঞ্জি, সল্ফর, ভেরেট্রা-ভ্যার, ভার্ব্বাস্কাম।

পুরাতন (শীতকালীন)—অ্যালিউমেন, অ্যালিউমিনা, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যামন-কষ্টিকা, অ্যামন-মিউর, অ্যান্টিম-আর্স, অ্যান্টিম-আয়ড, অ্যান্টিম-সাল্ফ, অ্যান্টিম-টার্ট, আর্স, আর্স-আয়োড, ব্যার্সি, ব্যাল্সাম-পেরু, ব্যারাই-কার্ব্ব, ব্যারাই-মিউর, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-আয়ড, ক্যাল্কে-সিলি, ক্যাম্ফা, কার্ব্বো অ্যানি, কার্ব্বো-ভেজ, চিয়ানোন্থাস, চেলিডো, চায়না, সিষ্টাইটিস, কোনা, কোপেই, ড্রোসেরা, ডাল্কা, ইরিজি, ইউফ্রে,

হিপার, হাইড্রাস, হায়োস, আয়োডি, ইপিকা, কেলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-হাইপো, কেলি-আয়োড, কেলি-সাল্ফ, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লাইকো, মার্ক-সল, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভম, ফস, পিক্স-লিকিউডা, পাল্সে, রিউমেক্স, স্যাঙ্গুই, স্কিলা, সেনেগা, সিপিয়া, সাইলি, সিলফিয়াম, স্পঞ্জিয়া, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্রিকনিন, সাল্ফার, টেরিবি, টিউবারকিউ।

বায়ুনলী প্রদাহ—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃদ্ধি অ্যান্টিমাম-ট্যাটাই, অ্যারেলি, ব্যাসিলা, ক্যাল্কে, সাইলি, ক্যামোমিলা, চায়না, কোরেলি, ডাল্কা, হিপার, আয়োডি, কেলি-কার্ব্ব, ম্যাঙ্গেনা-অ্যাসে, মার্ক-সাল্ফ, স্যাঙ্গা, সোরি, সাইলি, টিউবারকিউলিনাম।

বিষফোড়া—অ্যাকো, অ্যান্থ্রাসি, এপিস, আর্ণিকা, আস, বেল, বোথ্রপস, ব্রাই, বিউফো, ক্যাল্কে-ক্লোর, কার্ব্বলি-অ্যাসি, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, ক্রোটন-টিগ, কুপ্রাম-আস, একিনে, ইউফর্ব্বিয়া, হিপার, হিপোজিনিয়াম, ল্যাকেসি, লেডাম, মিউরিয়ে-অ্যাসি, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফাইটো, পাইরোজি, রাস্-টক্স, সিকেলি, সাইলি, সাল্ফার, সাল্ফিউ-অ্যাসি, টার্টারিক-অ্যাসি, ট্র্যামো, ট্যারেন্টিউলা।

বিসর্প--অ্যাকো, অ্যানাকা-অক্সি, অ্যান্থ্রাসি, এপিস, আর্ণিকা, আসেনি, অ্যাট্রপিন, অরাম, বেল, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারি, কার্ব্বলি-অ্যাসি, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, কোমোক্লে, কোপেই, ক্রোটন, একিনে; ইউফর্ব্বিয়া, গ্র্যাফাই, হিপার, ম্যাগ্নেসিয়া, ল্যাকেসি, লেডম, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-সাল্ফ, রাস-টক্স, রাস-ভেন, সাল্ফার, ট্যাক্সাস, ভেরেট্রাম-ভি, জিরোফাইলাম, টেবিবিন্থিনা।

বিষাদ বায়ু—অ্যাকো, অ্যাগ্নাস, অ্যালিউমেন, অ্যানাকার্ডি, আর্জ্জেণ্ট-নাই, আর্সে, অরাম, অ্যাব্রোটে, অ্যাইলেন্থাস, অ্যান্টি-ক্রুড, অ্যাসাফি, ব্যাপ্টে, বেল, বিসমাথ, ব্রোমি, ব্রাই, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যানাবিস-ইণ্ডি, সাইকিউ, ককিউ, কল্চি, ক্রোটেলাস, ক্রোকাস, ক্যাম্ফর, কষ্টিকাম, সিমিসি, চায়না, কফিয়া, কোনায়াম, সাইক্লে, ডিজিটে, ফেরাম-মিউর, জেল্স, হেলিবো, হেলোনি, ইগ্নেসি, ইগ্নেসি, আয়োড, ল্যাকেসি, লিলিয়া-টিগ, লাইকো, মার্কারি, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভম, ওপিয়াম, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড, ফস্ফো, পিক্রিক-অ্যাসি, প্লাম্বাম-অ্যাসেটি, পডো, পাল্সে, সিপিয়া, সাইলি, সোলেনাম-ক্যারোলিনিস, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ, ট্যারেন্টিউলা-কিস, থুজা, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব, ভেরেট্রে-ভির, জিঙ্কাম-মেট, মাইগেল, স্যাজা, ট্যাবেকাম।

বিষ খাওয়া—

বিষ ও তাহার প্রতিবিষ—

বিষ	বিষঘ্ন ঔষধ
সুরাসারে বিষাক্ত হইলে—	"ষ্টমাক্ পাম্প" যন্ত্র দ্বারা বিষ তুলিয়া "লাইকার অ্যামন অ্যাসিটেট" অর্দ্ধ আউন্স, চিনির জলে মিশাইয়া সেবন করিতে দিলে শীঘ্রই নেশা কাটে; দুগ্ধ ও কাল কাফী ভাল।

বিষ	বিষঘ্ন ঔষধ
২। অ্যাসিড দ্বারা— নাইট্রিক-অ্যাসিড প্রভৃতি	চূর্ণ চা-খড়ি গরম জল সহ সেবন করিতে দিলে উপকার দর্শে।
৩। আর্সেনিক (সেঁকোবিষ)—	ফেরাম হাইড্রিকাম ইন অ্যাকোয়া এবং পারক্সাইড অভ্ আয়রণ ইত্যাদি দ্বারা বমন করান দরকার, তরুণ অবস্থা কাটিয়া গেলে পর ইপিকাক—বমনেচ্ছার জন্য; চায়না—দুর্ব্বলতার জন্য, ভেরেট্রাম—অতিসার বা পাতলা বাহ্যের জন্য; গ্র্যাফাইটিস—চর্ম্মরোগের জন্য ব্যবহার্য্য।
৪। কার্ব্বলিক-অ্যাসিড—	বমন করান প্রয়োজন। ডিম্বের শ্বেতাংশ; ক্যাষ্টর অয়েল বা অলিভ অয়েল প্রযোজ্য।
৫। তুঁতে, তাম্র ঘটিত ঔষধ, সিন্দুর, রসকর্পূর, পারদ ঘটিত ঔষধ	দুধ, চিনির সরবৎ, ডিমের শ্বেতাংশ।
৬। কর্পূর—	বমন করাইয়া তারপর ক্যাষ্টর অয়েল সেবন করান কর্ত্তব্য।
৭। অহিফেন—	রোগীকে বমি করাইবে তারপর রোগীকে বেলাডোনা মূল আরক ৮।১০ ফোঁটা অথবা গাঢ় কাফি পান করাইবে। রোগীকে কিছুতেই ঘুমাইতে দিবে না।
৮। ধুতুরা—	প্রথম বমন করান তারপর ক্যাষ্টর অয়েল সেবন করান কর্ত্তব্য।
৯। সীসক—	অল্প মাত্রায় অহিফেন, দুগ্ধ, ডিমের শ্বেতাংশ।
১০। বেলাডোনা—	প্রথমে বমন করাইয়া তারপর ফাইসষ্টিগমা বা মর্ফিয়া সেবন করান কর্ত্তব্য।
১১। তামাকু প্রভৃতির বীর্য্য বা সারাংশ—	তরুণ রোগ স্থলে উত্তেজক পদার্থ, ইপিকাক ও সির্কা। তামাকুর নেশা ত্যাগ করাইবার জন্য প্ল্যান্টাগো-মেজর সেবন করান ভাল।
১২। ক্ষার জাতীয় পদার্থ—	রোগীকে ভিনিগার সেবন করাইলে উত্তাপ তেজ কমে।

ধাতুক্ষয় (Emission)—অ্যাসিড-ফস, অ্যাগ্নাস, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যালেডিয়াম, চায়না, কেলি-ফস, কেলি-ব্রোম, ক্যাড্মি, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজ, সিনকোনা, কোনায়াম, ফরিকাম, গ্র্যাফাইটিস, লাইকো, ওলি-অ্যানি, অনসমোডিয়াম, ফস্ফোরাস, সেলেনিয়াম, নাক্স-ভম, সিপিয়া, সালফার, টিটানিয়াম, জিঙ্কাম-মেট।

বুকচাপা স্বপ্ন (Nightmare)—অ্যাকোন, অ্যালোজ, অ্যালিউমি, অ্যামন-কার্ব্ব, ব্রাই, কোনাযাম, গুয়েকাম, সিনাবেরিস, হিপার, নাইট্রিক-অ্যাসি, কেলি-ব্রোম, নেট্রাম-কার্ব্ব, নাক্স-ভম, ওপি, ফস্ফ, পাল্স, সাইলি, মেজে, সাল্ফ, থুজা, টেরিবিন্থ, ভেরেট্রাম।

বুদ্ধি-বৈকল্য—অ্যাসিড-ফস, অ্যাগারিকাস, অ্যানাকার্ডিযাম, এপিয়াম-ভিরাস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যানা-ইণ্ডি, কোনাযাম, হেলেবোর, ইগ্নে, লিলি-টিগ্রি, মার্কুরিয়াস, নেট্রাম-সাল্ফ, ওপিয়াম, ফস্ফ, পিক্রিক-অ্যাসিড, সাল্ফার, ভেরে-অ্যাব।

১। প্রাথমিক—অ্যাসিড-ফস, অ্যানাকার্ডিয়াম।

২। মদ্যপান জনিত—নাক্স-ভম, ল্যাকেসিস।

৩। হস্তমৈথুন জনিত—অ্যাসিড-ফস, কোনাযাম, অ্যানাকার্ড, সিকেলি, ষ্ট্যাফ।

৪। বার্দ্ধক্য জনিত—ব্যারাইটা-কার্ব্ব, কোনায়াম, অ্যাসিড-ফস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, অ্যানাকার্ড।

৫। যান্ত্রিক—হেলে, জিঙ্কাম, লিলিযাম, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাপ্সিকাম।

বেরি বেরি—অ্যাগারিকাস, এপিস-মেল, অ্যাপোসাইনাম-ক্যান, অ্যাসেটিক-অ্যাসিড, আর্সেনিক, ঈগল-ফোলিয়া, ডাল্কামারা, ব্রাই, ক্যাক্টাস-গ্রাণ্ডি, কল্চিকাম, কন্ভেলেরিযা, ডিজিটেলিস, হেলেবোরাস, ল্যাথাইরাস, ল্যাকেসিস, লাইকো, স্পাইজি, সাল্ফার, রাস-টক্স, ক্যাল্মিয়া, ফস্ফোরাস, ফেরাম-ফস, জেল্স, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-ফস, আইরিস, স্যাঙ্গুইনেরিযা, আর্জেন্ট, চায়না, ল্যাথিরাস, সিকেলি, ক্রোটেলাস, জিনসেং, নেট্রাম-সাল্ফ, প্লাম্বাম, অ্যামিল-নাই, ইলাটেরিযাম।

ব্যথিকস্তনা—অ্যাল্ফালফা, অ্যালিউমি, অ্যানাকার্ড, আর্জেন্ট-নাই, আর্সেনিক, অবাম-মেট, অবাম-মিউর, অ্যাভেনা, ক্যাক্টাস-গ্রাণ্ডি, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, সিমিসি, কোনাযা, ফেরাম-মেট, হেলোনিয়াস, হাইড্রোব্রোম-অ্যাসিড, হাযোসা, ইগ্নে, কেলি-ব্রোম, কেলি-ফস, লাইকো, মার্কুরিযাস, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-ভম, ফস্ফোরাস, প্লাম্বাম, পডো, পাল্সে, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফিসা, সাল্ফার, সাম্বাল, টেরেণ্ট-হিপ, থুজা, ভেরেট্রাম-অ্যাম্বাম, জিঙ্ক-মেট, জিঙ্ক-অক্সি, প্লাটিনা, ভেলেরিযানা, গ্র্যাটিওলা, কেলি-আয়োড, স্যাবাডি।

ব্রণ—

১। তরুণ—এপিস, আর্স, অ্যাসাফিটিডা, বেল, ব্রাই, ক্যামো, হিপার, হাযোসা, লেডম, মার্কিউরিযাস, মেজে, ফস্ফো-অ্যাসিড, ফস্ফোরাস, পাল্স, সাইলি, সাল্ফার।

২। পুরাতন—আর্স, অ্যাসাফি, অরাম, ক্যাল্কে, কষ্টি, কার্ব্বো-ভেজ, কোনায়াম, হিপার, আয়োড, লয়োসি, লাইকো, মার্কি-কর, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম-কার্ব্ব, নাইট্রি-অ্যাসিড, ফস্ফোরাস, সিপিয়া, সাইলি, সাল্ফার।

৩। বক্ষে—বেল, চায়না. হিপার, কেলি-বাই, ল্যাকে, মার্কিউরিয়াস, সাইলি, সাল্ফার।

৪। ফুসফুসীয—আর্স, লাইকো, মার্কিউরিযাস, ষ্ট্যানম, সাইলি, সাল্ফার।

৫। কটিতে—হিপার, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফার।

আশোষণার্থে—আর্স, ব্রাই, হিপার, মার্কিউরিয়াস, পাল্স, সাইলি, সাল্ফার।

পুঁজোৎপাদন জন্য—বেল, হিপার, ল্যাকে, মার্ক-সল, সাইলি, সাল্ফার।

ভগন্দর বা ফিশচুলা—অ্যালোজ, অরাম-মিউর, বার্বেরিস, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যালেণ্ডুলা, কষ্টিকাম, ফ্লুরিক-অ্যাসিড, ক্যাল্কে-সাল্ফ, হাইড্রাষ্টিস, ইগ্নে, ক্রিয়োজোট, ল্যাকে, নক্স-ভম, সিপিয়া, সাইলি, সাল্ফার, ক্যাল্কে-ফ্লু।

মচ্‌কান আর্ণিকা, সিম্ফাই, রুটা, হাইপেরি, কোনায়াম, সাইলি, হিপার, সাল্ফার।

মণ্যোষ—লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও পূঁজ-নিঃসরণকে মণ্যোষ বলে।

ঔষধ ব্যবস্থা—চায়না, মার্কিউরিয়াস, মেজে, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নক্স-ভম, পাল্স, সিপিয়া, সাল্ফার, থুজা।

মণ্যোষ উপদংশজ বা প্রমেহ বিষজ—মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক-অ্যাসিড, থুজা।

মরামাস বা খুস্কি—অ্যাগারি, অ্যাণ্টি-ক্রুড, আর্জ্জে-মেট, আর্স, অরাম, ব্রায়ো, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যান্থা, ক্লিমেটি, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লেডাম, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, মেজে, নেট্রাম-মিউর, ওলিয়ে, পেট্রোল, ফস্ফোরাস, সিপি, সাইলি, সাল্ফার, থুজা।

মলদ্বার চুলকানি—অ্যালিউমি, অ্যালোজ, আর্স, ক্যাল্কে, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টিকাম, সিনা, কলিন্সোনিয়া, কুপ্রা-আর্স, ফেরাম, ইগ্নে, লাইকো, মেরাম-ভেরাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, র‍্যাটানহিয়া, সিপিয়া, সাল্ফার।

" **মুখ্যে চুলকানি**—অ্যাকোন, অ্যালাম, অ্যাম্বা, অ্যামন-কার্ব, অ্যানাকার্ড, অ্যাণ্টি-টার্ট, আর্জ্জেণ্ট, ব্যারাইটা-কার্ব, ক্যাল্কে-কার্ব, কার্ব্বো-ভেজ, ক্রোকাস, গ্র্যাফাই, ইগ্নে, ক্যাপ্‌সি, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নক্স-ভম, ফস্ফোরাস, প্ল্যাটিনা, রস-টক্স, সিপিয়া, সাইলি সাল্ফিউরিক-অ্যাসিড, থুজা।

" **দপ্‌দপানি**—গ্র্যাটিওলা, ল্যাকে, নেট্রাম, বড়ডেগুণ।

" **বিদারণ**—ইস্কুলস-হিপ, বার্ব্বারিস, কষ্টিকম, গ্র্যাফাইটিস, হাইড্রাষ্টিস, ইগ্নে, ল্যাকে, অ্যাসিড-নাইট্রিক, পিওনিয়া, পেট্রো, প্লাটিনা, র‍্যাটান্‌হিয়া, রস-টক্স, সিপিয়া, সাইলি, সাল্ফ-অ্যাসিড, থুজা।

মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ (Meningitis)—অ্যাকোন, ঈথুজা, অ্যানাকার্ড, অ্যাণ্টি-টার্ট, এপিস, আর্ণিকা, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফা, ক্লোরফর্ম্ম, সিকিউ, সিমিসি, সিনা, কুপ্রাম, ডিজিটে, জেল্‌স, গ্লোনয়েন, হেলিবো, হিপার, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড, হায়সা, হাইপ্যারি, ল্যাকে, ল্যাকণ্যান্থিস, মার্কিউরিয়াস, নক্স-ভম, ওপিয়াম, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট্রাম, জিঙ্কাম।

" শিশুদিগের—অ্যাকোন, বেল, ব্রাই, সাইলি, সিনা, কুপ্রাম, হেলিবো, এপিস, গ্লোনয়েন।

মেরুমজ্জার—অ্যাগারি, আইল্যান্থাস, এপিস, আর্জ্জেণ্ট-নাই, অ্যাট্রোপ, বেল, ব্রাই, সিকিউটা, সিমিসি, ককিউলাস, ক্রোটন, কুপ্রাম-অ্যাসেট, জেল্‌স, হেলিবো, হায়স, ইপিকাক, কেলি-আয়োড, লেবার্ণ, ওপিয়াম, ওরিও-ডাফ, সিলিকা, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফার, ভেরেট্রাম-ভির, জিঙ্কাম।

গুটিকা দোষযুক্ত—এপিস, বেসিলিনাম, বেল, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস, ককিউ, ডিজিটে, হেলিবো, হায়স, আয়োড, আয়োডফর্ম্ম, কেলি-আয়োড, ওপিয়াম, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফার, টিউবার, ভেরেট্র-ভির, জিঙ্কাম।

মস্তিষ্ক বিকম্পন—হাইপেরি, সিকিউটা, হেলিবো, পাল্স, রাস-টক্স, আয়োড, ল্যাকেসিস, সাল্ফার, স্পাইজে, আর্ণিকা, অ্যাকোন, বেল, ওপিয়াম।

মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়—অ্যাকোন, অ্যামন-মিউর, আর্ণিকা, বেল, ব্রাই, সিকিউ, ডিজিটে, হিপার, ইগ্নে, মার্ক-সল, নাক্স-ভম, রাস-টক্স, রুটা।

মস্তক হইতে চুল উঠা—

১। শীর্ষদেশ হইতে ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যাল্কে, ফস্ফোরাস, লাইকো, সিপিয়া, সাইলি, জিঙ্কাম।

২। সম্মুখ হইতে—আর্স, বেল, হিপার, মার্কিউরিয়াস, নাক্স-ভম, ফস্ফোরাস, লাইকো, নেট্রাম, সাইলি, সল্ফার।

৩। পশ্চাৎ হইতে—ক্যাল্কে, কার্ব্বো-ভেজ, হিপার, পেট্রো, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফার।

৪। পার্শ্বদেশ হইতে—বোরাক্স, গ্র্যাফাই, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, নেট্রাম, ফস-অ্যাসিড, জিঙ্কাম।

৫। কপালের উপর হইতে—ক্যাল্কে, গ্র্যাফাই, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, নাক্স-ভম, নেট্রাম-মিউর, সোরিণাম, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

৬। স্থানে স্থানে টাক—ক্যান্থারিস, আয়োড, ফস্ফোরাস। এক চামচ লবণ এক পাইন্ট জলে গুলিয়া উহা টাকের উপর মাঝে মাঝে দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মধ্যান্ত্র ক্ষয়রোগ—ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ব্যাসিলিনাম-টিউবার, পাল্স, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে, আয়োড, সাইলি, সাল্ফার, হিপার-সাল্ফ।

মস্তিষ্কের কোমলীভূতি—অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া, নাক্স-ভম, ফস্ফোরাস, পিক্রিক-অ্যাসিড, জিঙ্কাম।

" **দুর্ব্বলতা**—ক্যালি-ব্রোম, পিক্রি-অ্যাসিড, ফস-অ্যাসি, ফস্ফোরাস, অ্যানাকার্ড, আর্জ্জেণ্ট, ব্যারাই-কার্ব্ব, ক্যাল্কে, সাইপ্রি, জেল্স, ইগ্নে, কেলি-ব্রোম, লাইকো, নেট্রাম, নাক্স-ভম।

" **দুর্ব্বলতা হেতু অনিদ্রা**—কফিয়া, হায়োসা, স্কুটেল, জিঙ্কাম।

" **পক্ষাঘাত**—আর্স, লরো, লাইকো, জিঙ্কাম।

মাযব্রণ (Sycosis)—কেলি-বাই, নেট্রাম-সাল্ফ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পেট্রোল, পাল্স, সিনাবেরিস, মার্ক-সল, সার্সাপ্যারিলা, ষ্ট্যাফি, থুজা, মেডোরিণাম।

মাঢ়ী স্ফীতি ও প্রদাহ—অ্যামন-মি, ব্যারাইটা, বেল, বোরাক্স, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, সিমিসি, সিষ্টাস, গ্র্যাফাই, হিপার, মার্কুরিয়াস, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফস্ফোরাস, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ, মিউ-অ্যাসিড।

মাঢ়ীর স্ফোটক ও নালী—ক্যাল্কে, কষ্টি, লাইকো, নেট্রাম, পেট্রো, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সাল্ফ।

মাঢ়ীতে মাংস জন্মান—আয়োড, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সাল্ফার, থুজা।

মাঢ়ীর ক্ষত, পচনশীলতা—অ্যাসেটিক-অ্যাসিড, অ্যালাম, ক্যাল্কে, কার্ব্বো-ভেজ, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, নেট্রাম-মিউর, মার্কিউরিয়াস, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সাল্ফার, থুজা।

মাঢ়ী বাহির হইয়া পড়া—অ্যাণ্টি-ক্রুড, আর্জ্জেণ্ট, ব্যারাইটা, রোভিষ্টা, কার্ব্বো-ভেজ, সিষ্টাস, ডাল্কামারা, আয়োড, কেলি-আয়োড, ল্যাক্-ক্যানি, মার্কিউরিয়াস, প্লাম্বাম, সিপিয়া।

মাঢ়ী দিয়া সহজে রক্তস্রাব হয়—অ্যামন-মিউর, ক্যাল্কে, ব্রাই, আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, সিষ্টাস, মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক-অ্যাসিড, কষ্টিকাম, ডাল্কামারা, হাইড্রাষ্ট, সিপিয়া, সাল্ফার, ষ্ট্যাফেসি।

মাঢ়ীক্ষয় জন্য দন্তশিথিলতা—ফস্ফোরিক-অ্যাসিড, অ্যান্টি-ক্রুড, ক্যাল্কে, কার্ব্বো-ভেজ, মার্কিয়াস, রাস-টক্স, সিপিয়া।

মাঢ়ীর পীড়া

১। পারদ অপব্যবহার হেতু—কার্ব্বো-ভেজ, হিপার, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফাইটো, ষ্ট্যাফে।

২। লবণ অপব্যবহার হেতু - কার্ব্বো-ভেজ, স্পিরিট-নাইটার-ডাল্সিস।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল—অ্যাকো, অ্যাগারি; অ্যারেনিয়া, আর্জ্জেণ্ট-নাই, আর্স, ক্যাক্টাস, ক্যাপ্সি, কষ্টি, সিড্রন, সিলা, ক্যামোমি, চিনিনা-আর্স, চিনিনাম-সাল্ফ, সিমিসি, চায়না, কফিয়া, কলোসিন্থ, ফেরাম, জেল্স, হেক্লা-লাভা, কেলি-আয়োড, কেলি-ফস- ক্যাল্মিয়া, ম্যাগ্নে-ফস, ম্যাঙ্গল, মার্ক-কর, মার্ক-সাল্ফ, মেজিরি, স্পিরিট-নাই-ডাল্সিস, ফস্ফো, প্ল্যাটিনা, পাল্সে, রেডিয়াম, রাস-টক্স, স্যাঙ্গুইনে, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্যানাম, সাল্ফ, থুজা, টিলিয়া, ভার্ব্বাস্কাম, জিঙ্কাম-ফস, অ্যামিল-নাই, অ্যাট্রপিনাম, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, কেলি-সায়ানে, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, প্ল্যাণ্টেগো, বড়ো, ষ্ট্যাফে, ষ্ট্রামোনি, ট্যাবেণ্টুলা, ভ্যালেরিয়ানা, জিঙ্কাম-সাল্ফ।

মুখের স্নায়ুশূল—প্রাদাহিক—অ্যাকো, আর্ণিকা, ব্রাই, বেলেডোনা, ফেরাম-ফস।

আমবাতিক বা সন্ধিবাত—অ্যাকো, আর্স, ব্রাই, কষ্টিকাম, কল্চি, পাল্স, নাক্স-ভম, রাস-টক্স, স্পাইজি।

ম্যালেরিয়া—স্পাইজি, হায়োস, কুপ্রাম, নাক্স-ভম।

পারদের অপব্যবহার জনিত—অরাম, কার্ব্বো-অ্যানি, কার্ব্বো-ভেজ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সাল্ফার।

ভিতর ক্ষত—ইথুজা, অ্যান্টিম-টার্ট, আর্স, ব্যাপ্টে, বোরাক্স, ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজ, ক্লোরিণ, ইউপেট, হাইড্রোকোট, হাইড্রাষ্টিস, কেলি-ক্লোরেটাম, কেলি-মিউর, মার্ক-কর, ল্যাকেসি, মার্ক-সাল্ফ, মিউরিয়েটিক-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফাইটোলেক্কা, রাস-গ্ল্যাবরা, সারসা, সাল্ফিউ-অ্যাসি, স্যালিসিলিক-অ্যাসিড, প্ল্যাণ্টেগো, ষ্ট্যাফিসে, সাল্ফার।

পচনশীলতা অ্যাগেভ, অ্যান্টিম-ক্রুড, আর্জ্জেণ্ট-নাই, আর্স, বোরাক্স, ক্যাপ্সি, কার্ব্বো-ভেজ, ইউনিমিন্, হাইড্রাস, অ্যাসিড-কার্ব্ব, কেলি-বাই, কেলি-ক্লোরে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-কর, মার্কারি, মিউরিয়েটিক-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসি, ফাইটো, স্যালি-অ্যাসিড, অ্যাসিড-সাল্ফ, স্যালিক্স।

মুখ শুষ্ক বোধ—অ্যাকো, অ্যালিউমি, এপিস, আর্স, বেল, বোরাক্স, ব্রাই, কুপ্রাম, হায়োস, আইরিস-টেনেক্স, কেলি-বাই, কেলি-ফস, ল্যাকেসি, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-প্রোটায়োড, মর্ফি, মিউরি-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নাক্স-ম, ওপিয়াম, ফস্ফো, পাল্স, রেডিয়াম, রাস-টক্স, স্যাঙ্গুই, সেনিকিউ, সিপিয়া, টেরিবি।

শুষ্ক তৎসহ অত্যধিক জলপিপাসা—অ্যাকো, আর্স, ব্রাই, রাস-টক্স, সাল্ফ, জেরর-অ্যাব।

মুখ শুষ্ক অথচ জলপিপাসা নাই—এপিস, ল্যাকেসিস, লাইকো, নাক্স-ম, পেরিস, পালস, স্যাবাডিলা।

মূত্রাধারের মুখশায়ী-গ্রন্থির-প্রদাহ (তরুণ)—অ্যাকোন, বেল, ব্রাই, ইস্কুলাস, অ্যাগ্নাস, এপিস, অরম, ক্যান্থাস, কষ্টিকাম, ক্যান্থারিস, চিমাফিলা, কলচি, কোপাই, কিউবেবা, ডিজিটে, ফেরাম-ফস, জেলস, হিপার, আয়োডিন, কেলি-ব্রোম, কেলি-আয়ড, মার্ক-কর, মার্ক-ডাল, মার্ক-সল, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ওলিযাম-স্যান্টাম, পিক্রিক-অ্যাসি, পালসে, স্যাবাডিলা, স্যাবাল-সের, সেলেনিযাম, সিপিয়া, সাইলি, সলিডেগো, স্ট্যাফিস্ক-নাই, ষ্ট্যাফেসি, সালফার, থুজা, ট্রিটিকাম, ভেরেট্রাম-ভির।

„ (পুরাতন)—অ্যালিউমেন, অরাম, ব্যারাই-কার্ব্ব, ব্রাচিগ্লোটিস, ক্যালেডি, কার্ব্বনিযাম-সাল্ফ, কষ্টিকাম, ক্লিমেটিস, কোনা, ফেরাম, জিঙ্ক, গ্র্যাফাই, হিপাব, হাইড্রোকো, আযডিন, লাইকো, মার্ক-কর, মার্কাবি, নাইট্রিক-অ্যাসি, নক্স-ভম, ফাইটো, পালস, স্যাবাড, স্যাবাল-সেরু, সিপিযা, সাইলি, সলিডেগো, ষ্ট্যাফিস, সাল্ফ, থুজা, ট্রিবুলাস।

মূত্রাশায়ী-গ্রন্থির-বিবৃদ্ধি—অ্যাল্ফাল্, অ্যালোজ, অ্যামন-মিউ, আর্জ্জেণ্ট-নাই, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, বেঞ্জযিক-অ্যাসিড ক্যাল্কে-ফ্লোর, ক্যালকে-আযড, চিমাফিলা, ক্রোমিযাম-সালফ, সিসিসি, কোনা, ইউপে-পার্ফ, ফেরাম-পিক্রি, জেলস, গ্র্যাফাই, হিপার, হাইড্রাঞ্জিয়া, ট্রিবিউলাস, আযোড, কেলি-বাই, কেলি-ব্রোম, লাইকো, ওলি, অক্সিডেণ্ড্রন, প্যারেইরা, পিক্রিক-অ্যাসি, পপুলাস-ট্রিমুলইডাস, পালস, রাস্-অ্যারো, স্যাবাল-সেরু, সার্সাপে, সেনিকিউ, সলিডেগো, ষ্ট্যাফেসাই, সালফ, থিওসিন, থুজা, থাইবোডি, ট্রিটিকাম।

মুখশায়ী গ্রন্থি হইতে বাহ্যের সময় স্রাব—অ্যাসেটিক-অ্যাসি, ঈস্কুলাস, অ্যাগ্নাস, অ্যালিউমি, অ্যানাকা, আর্জ্জেণ্ট-নাই, ক্যানাবিস-স্যাট, কষ্টিকাম, চিমাফিলা, কোনা, কিউবে, ইরিঞ্জি, হিপার, জুনিপেরাস, কেলি-বাই, লাইকো, নাইট্রিক-অ্যাসি, নুফারলুটিয়া, নাক্স-ভম, পেট্রো, ফস-অ্যাসি, ফস্ফো, পালস, স্যাবাল-সেরুলেটা, সাইলি, সালফার, টেরিবি, থুজা, থাইমল, ভ্যামিয়ানা, জিঙ্কাম।

„ অতিরিক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে—ফেরাম-মিউর ৩x, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস্, পালস, আর্সেনিক বিচূর্ণ, ফস্ফোরাস, ব্যাসিলি, আর্জ্জেণ্ট-নাই চায়না, হাইড্রা, কুপ্রাম, প্লাম্বাম, নেট্রাম-সাল্ফ।

মুদ্গা রোগ—অ্যাকো, এপিস, আর্ণিকা, বেল, ক্যানা-স্যাই, ক্যাম্ফি, ক্যান্থারিস, কলোসিন্থ, ডিজি, ইউক্রে, হ্যামামে, মার্ক-কর, মার্ক-সালফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, ওসিমাম-স্যাঙ্কটা, ফস্কো-অ্যাসি, রাস্-টক্স, স্যাবাল-সেরু, সালফ, থুজা, স্যাবাডি, সাইলি।

শিশুদিগের—অ্যাকো, ক্যাল্কে, মার্ক-সাল্ফ।

আঘাতাদির ফলে—অ্যাকো, আর্ণিকা, ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফ্লোর, লেডাম, রাস্-টক্স।

উল্টা—অ্যাকো, আর্স, আর্ণিকা, বেল, কলোসিন্থ, সিনাবেরিস, মার্কারি, হিপার, ল্যাকেসি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ফস্ফো, ওসিমাম-স্যাঙ্কটাম্।

মুত্রকৃচ্ছ্রতা—অ্যাকো, অ্যালিউমেন, অ্যাণ্টিম-টার্ট, এপিস, অ্যাপো, আর্জ্জেণ্ট, আর্ণিকা, আর্স, বেল, বেঞ্জয়িক-অ্যাসি, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, ক্যানাবিস-স্যাটাই, ক্যান্থারিস, ক্যাপ্সি,

" ক্যাস্কেরা, কষ্টি, চিমাফিলা-আম্ব, ক্লিমেটিস, কক্কাস, কোনা, কোপাই, কিউকার্বিটা-সাইট্রলাস, ডিজি, ডাল্কা, ইপিজি, ইকিউজে, ইউপে-পার্প, ফেরাম-ফস, হিডিওমা, হেলিবো, হিপার, হাইড্রা, হাইপারি, হায়োসি, ক্রিযো, লিথিয়া-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক-কর, মর্ফিয়া, মিউরিয়েটিক-অ্যাসি, নেট্রাম-মিউ, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভম, ওসিমাম, ওসি-স্যাঙ্কটা, ওপি, প্যারাইরা, পেট্রোসেলিনাম, পিক্রি, প্রাম্বাম, পপুলাস-ট্রিমু, পাল্সে, রাস-টক্স, স্যাবাল-সেরু, স্যান্টোনা, সার্সা, সেলেনি, সিপিয়া, সলিডাগো, ষ্ট্যাফি, ষ্টিগমেটা, থ্যাস্পি, ট্রিটিক, উভা-উর্সাই, ভারবাসকাম, ভাইভার-অপি, জিঙ্কাম।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা—গর্ভাবস্থায ও প্রসবের পর—ইকুইজেটাম।

" অপবের সম্মুখে—অ্যাম্ব্রা, হিপার, নেট্রাম-মিউর।

" যুবতী বিবাহিতা রমণীদিগের—ষ্ট্যাফি।

মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ—অ্যাকোন, অ্যালিউমি এপিস, আর্জেন্ট-নাই, আর্ণিকা, বেল, বার্বেরিস, ব্রাই, ক্যানাবিস, ক্যান্থারিস, কষ্টিকাম, চিমাফিলা, কক্কাস-ক্যাক্টাই, কল্চি, ইরিজি, হেলিবো, হিপাব, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-আযোড, মার্কুরিযাস, মিলিফো, ক্যাপ্থালিন, নেট্রাম, নাক্স-ভম, ওপি, ফস্ফোরাস, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড, ফাইটো, রাস-টক্স, সিনিসিও, টেরিবি, থুজা, অরাম-মিউর, চিনি-সাল্ফ, কুপ্রাম-আর্স, ইউকেলিপ্টাস, ইউপে-পার্ফ, ফেরাম-আযড, হেলোনি, হাইড্রোফো, আইবিডি, জুনিপিরাস, কেলি-কা, ক্যালমিয়া, পিচি, পিক্রিক-অ্যাসিড, প্রাম্বাম, অ্যাসিটি-অ্যা, পলিগো, স্কিলা, সেনিকিউ।

" " ঠাণ্ডা ও আর্দ্র ঋতু হইতে—অ্যাকো, অ্যান্টিম-টার্ট, এপিস, ক্যান্থারিস, ডাল্কা, রাস-টক্স, টেরিবি।

" " ইনফ্লুয়েঞ্জার পর—ইউকেলিপ্টাস।

" " ম্যালেরিযা জ্বরের পর—আর্স, ইউপে-পার্ফ, টেরিবি।

" " গর্ভবতীর—এপিস, অ্যাপোসা, কুপ্রাম-আর্স, ক্যালমিয়া, মার্ক-কর, স্যাবাইনা (স্ত্রীরোগ দ্রষ্টব্য)।

" " ডিপথিরিযার পর—অ্যাকো, এপিস, বেল, ক্যান্থারিস, কনভেলেরিয়া, কোপেবা, ডিজি, ফেরাম-আয়ড, হেলিবো, হিপার, ক্যালমি, ল্যাকেসি, মার্ক-কর, মিনিয়েন্থাস, নেট্রাম-সাল্ফ, স্পিরিট-নাইটার-ডালসিস, রাস-টক্স, সিকেলি, টেরিবিন।

" " হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া লোপ হইলে—অ্যাডোনিস-ভার্ন্যালিস, আর্স, কেফিন, ডিজি, গ্লোনয়ন, স্পারটাইন, ষ্ট্রোফেস্থাস, ভেরেট্র-ভির।

" " সহিত শোথ—অ্যাকো, অ্যাডোনিস-ভারণ্ডা, অ্যান্টি-টার্ট, এপিস, অ্যাপো, আর্স, অরাম-মিউর, ক্যান্থারিস, কলচি, কোপেবা, ডিজি, হেলিবো, মার্ক-কর, পাইলোকার্পাস, স্যাম্বুকাস, স্কিলা, সেনিকিউলা, টেরিবিন।

" সহ মূত্রবিকার লক্ষণ—ইথুজা, ব্রুন-কার্ব্ব, বেল, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, কার্ব্বলি-অ্যাসি, দাইকিউ, কুপ্রাম-আর্স, হেলিবো, হাযোস, মর্ফিনাম, ওপিয়াম, পাইলোকা, ষ্ট্র্যামো, ইউরেনিয়াম।

" " সহ নিউমোনিয়া—চেলিডো, ফস্ফোরাস।

মূত্রনালীর সঙ্কোচন বা অবরোধ—অ্যাকোন, বেল, ক্যাম্ফর, ক্যানাবিস, ক্যান্থা, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, সিকিউটা, ক্লিমটি, ককিউলাস, ডিজিটে, ডালকামারা, মার্কুরিয়াস, নাক্স-ভমি, নাইট্রিক-অ্যাসি, পাল্‌স, পেট্রোসেলিনাম, সাইলি, রাস-টক্স, সাল্‌ফার, ইত্যাদি।

মূত্রাশ্মরী (পাথুরী)—বার্ব্বারি, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যান্থা, লাইকো, সিপিয়া, চায়না, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ককিউলা, নাক্স-ভমি, প্যারেরা-ব্র্যাভা, পেট্রোলি, ফস্ফোরাস, পাল্‌স, রুটা, অ্যান্টি-ক্রুড, এপিস, অ্যাপোসাই, আর্জ্জেণ্ট-নাই, অ্যালোজ, আর্স, বেল, বেনজ-অ্যাসিড, ক্যাক্টাস, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, কলসিন্থ, কুপ্রাম, ডিজিটে, এপিস, অ্যাপোসাই, আর্জ্জেণ্ট-নাই, অ্যালোজ, আর্স, বেল, বেন্‌জ-অ্যাসিড, ক্যাক্টাস, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, কলচি, কুপ্রাম, ডিজিটে, এপিস, ইকুই, ইউপে-পার্ফ, গ্র্যাফা, হাইড্রাষ্টি, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লিথিয়ম, মেজেরি, স্থাজা, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, প্যারেডি, সার্সাপ্যারি, থুজা, ইউভা-উর্সি।

মূত্রশূল—বার্ব্বারিস, লাইকো, ক্যান্থারি, সিপিয়া, অ্যাপোসাই, আর্ণিকা, ইরিজি, চায়না, ইউভা-উর্সি, অ্যান্টি-ক্রুড, বেল, বেন্‌জো-অ্যাসিড, ক্যাল্‌কে, হাইড্র্যাষ্টি, ওপিয়াম, আইপোমিয়া, ওসিমম-স্থাংট।

মূত্রমার্গ-প্রদাহ—অ্যাকোন, বেল, অ্যাগ্নাস, ক্যানাবিস, ক্যান্থারিস, ক্যাপ্সি, সিনাবেরিস, ক্লিমেটি, কোপেবা, ডাল্‌কামারা, ফেরাম, হিপার, লেডম, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, মেজেরি, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পেট্রো, পেট্রোসেলি, স্থাজু, সিপিয়া, সাইলি, সাল্‌ফার, থুজা।

মূত্ররোধ—অ্যাকোন, এপিস, এপিয়াম-গ্র্যাভি, আর্ণিকা, আর্স, বেল, ক্যাম্ফর, ক্যানা-ইণ্ড, ক্যানা-স্যাট, ক্যান্থারি, কষ্টিকাম, সিম্ফাই, সিকিউটা, ডালকামারা, ইউপে-পার্প, হায়াস, ইগ্নেসি, লাইকো, মার্ক-কর, মর্ফিয়া, নাক্স-ভমি, ওপিয়াম, প্লাম্বম, পাল্‌স, রাস-টক্স, সার্সাপ্যারি, সাল্‌ফার, টেরিবি, জিঙ্কাম।

মূত্রের অনুৎপত্তি বা মূত্রনাশ—অ্যাকোন, অ্যাগারি, অ্যাল্‌ফাল্‌ফা, এপিস, আর্স, আর্স-হাইড্রো, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারি, কফিয়া, কলোসি, ডিজিটে, হেলিবো, কেলি-বাই, লাইকো, মার্ক-কর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পেট্রল, ফাইটল, পিক্রিক-অ্যাসিড, পাল্‌স, ষ্টিগ্‌মে, ষ্ট্র্যামো, টেরেবি, ভেরে-অ্যাল্ব, জিঙ্কাম।

মূত্রবিকার—অ্যামন-কার্ব্ব, এপিস, অ্যাপোসাই, আর্স, বেল, ক্যানা-ইণ্ড, ক্যান্থা, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড, সিকিউটা, কুপ্রাম, হেলিবো, অ্যাসিড-হাইড্রো, হায়োসা, কেলি-ব্রোম, মর্ফিয়া, ওপিয়াম, ফস্ফোরাস, পিক্রিক-অ্যাসিড, ষ্ট্র্যামো, টেরিবি, ভেরেট্রা-ভির, অরাম, আয়োড, নিকোটিন, কোনায়াম, নাক্স-মস্কেটা, ডিজিটে, গ্লোন, পাইলোকা, কুইব্র্যাকো, অ্যাঙ্গুইলা, ইউরিয়া, আর্টিকা।

মূত্রাশয়-প্রদাহ (তরুণ)—অ্যাকোন, অ্যামন-কার্ব্ব, এপিস, আর্ণিকা, আর্স, অ্যাসপারেগাস, বেল, বার্ব্বেরিস, ক্যাকটাস, ক্যালেণ্ডি, ক্যাম্ফোরা, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যানা-স্যাট, ক্যান্থারি, কষ্টিকা, কলচি, কলোসি, কোনায়া, সিমিসি, কোপেবা, ডিজিটে, ডাল্‌কামারা, ইলাটেরি, ইকুই, ইরিজি, ইউপে-পার্প, জেলস, হেলিবো, হায়স, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসি, লিলি-টিগ, লিথি-কার্ব্ব, লাইকো, মার্কুরিয়াস, নাইট্রি-অ্যাসিড, নাক্স-ভমি, প্যারে-ব্রেভা,

ফস-অ্যাসিড, পাইপার-মে, পপুলা, পাল্‌স, সার্সাপ্যারি, সেনেগা, সিপিয়া, সাল্‌ফার, সাল্‌ফার-আয়োড, ট্যারাণ্টু, টেরিবিন্থ, থুজা, ইউভা-উর্সি, চিমাফি, সাইকিউ, ষ্ট্রিকনিন, জিঙ্কাম-মেটা।

মুত্রাশয়-প্রদাহ—পক্ষাঘাতযুক্ত—অ্যালিউমিনা, আর্স, কষ্টিকাম, সিকিউটা, ডাল্‌কা, জেল্‌স, হেলিবো, হেলোনি, মিউরি-অ্যাসিড, ওপিয়াম, প্লাম্বাম, পাল্‌স, রাস-টক্স, সিকেল-কর, সাইলি, ট্যাবেকাম, জিঙ্কাম, স্থাবাল, সার্সা, চিমাফিলা।

„ গ্রীবার পক্ষাঘাত—আর্স, হেলিবো, লরোসি, ন্যাপথালিন, টেরিবিন্থ।

„ প্রসবের পর—ফেরাম, ফস্ফোরাস, ক্রিয়োজো, নাক্স-ভমি, জিঙ্কাম, আর্স, বেল, কষ্টিক, জেল্‌স, হেলিবো, হায়স, ল্যাকে, লরোসি. ফাইসস্টিগমা।

„ গ্রীবার আক্ষেপ—আর্ণিকা, আর্স, ক্যান্থারি, ক্যাপসি, ক্যাম্ফর, ক্লিমেটিস্‌, ক্রকুলাস, কলচি, কোপেবা, ডিজিটে, ইউপে-পার্প, ফস-অ্যাসিড, ফাইসস্‌, পালস, সার্সাপ্যারি।

মেদ বৃদ্ধি—ট্যারেণ্টুলা, টেরিবি, অ্যামন-ব্রোম, অ্যামন-মিউর, অরাম, থুজা, আর্স, ক্যাল্‌কে-আর্স ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যাপসি, ফেরাম, অ্যান্টি-ক্রুড, কুপ্রাম, লাইকো, পালস, সালফার, অ্যাগারি, অ্যাঙ্গাষ্টুরা, অ্যাসাফি, বেল, ক্যামোমি, ক্লিমে, কোনায়াম, ক্রোকাস, গ্র্যাফাই, গোয়েকা, হায়স, ল্যাকেসি, মার্কিউরিয়াস, সেনেগা, সাইলি, ভায়োলা-ওডোরেটা, ফিউকাস-ভেসি, ফাইটো।

মেরুদণ্ডের উপদাহ—আর্ণিকা, সিমিসি, রাস-টক্স, আর্স, সিকেলি, পিক্রিক-অ্যাসিড, অ্যাগারি, আর্জ্জেণ্ট-নাইট্রি, থুজা, সালফার, সাইলি।

মেরুমজ্জার পক্ষাঘাত—অ্যাকোন, জেলস, বেল, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, নাক্স-ভমি, আর্স, প্লাম্বাম, কষ্টিকা, ওপিয়াম, সাল্‌ফার।

„ প্রদাহ (তরুণ)—অ্যাকোন- বেল, নাক্স-ভমি, সিকিউটা।

মেরুমজ্জার-প্রদাহ (পুরাতন)—অক্জা-অ্যাসিড, আর্স, প্লাম্বাম, পিক্রিক-অ্যাসিড, মার্কুরিয়াস, ফস্ফোরাস, সাইলি।

„ রক্তাধিক্য—আর্স, হাইপারি, রাস-টক্স, সালফার।

„ রক্তস্রাব—গুয়েকাম।

„ শোথ—আর্ণিকা, আর্স, অ্যাসাফি, ব্যারাইটা, বেল, ক্যালকে, ক্যালেণ্ডুলা, ক্যানাবিস, কার্ব্বো-ভেজ, ডালকামরা, ইউপে-পার্প, গ্র্যাফাই, হিপার-সালফ, ল্যাকে, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, রুটা, সিপিয়া, ষ্ট্যাফিসে, সাইলি, সালফার।

„ ক্ষয়—অ্যাসিড-ফ্লুরিকাম, বেল, সিকেলি, অরাম, কেলি-আয়ড, পিক্রিক-অ্যাসিড, আর্জ্জেণ্ট-নাই, নাক্স-ভমি, ফস্ফোরাস, মেডোরিণাম, ম্যাগ্নে-ফস, অ্যালিউমেন, আর্স, লাইকো, কার্ব্বো-ভেজ, অ্যাঙ্গাষ্টুরা।

„ রক্তাল্পতা—আর্স-আয়োড, অ্যাসিড-ফস, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, চায়না, সিকেলি, ফেরাম।

মেরুদণ্ডের অস্থির প্রদাহ—ফস্ফোরাস, এবং নেট্রাম পর্য্যায়ক্রমে, এসাফিটিডা, বেল, হিপার, আয়োড, মেজে, সাইলি, সালফার।

মেরুদণ্ডের অস্থির প্রদাহ—

অস্থির পুঁজ বা স্ফোটক—ক্যালকে-আস´, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, আযোড, ক্যাল্‌কে-ফস্‌, নেট্রাম, ফস্ফোরাস, স্যাইলি, সালফার, ক্যালকে-ফ্লুয়োর।

মোহ জ্বর—অ্যাগা, অ্যাইল্যান্থাস, এপিস, অ্যামন-কার্ব্ব, আর্ণিকা, অ্যাণ্টিম-ক্রুড, আর্সেনিক, ব্যপ্টে, বেল, ব্রাই, ব্যারাইটা, ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, চিনি-সাল্‌ফ, চায়না, ক্রোটেলা, কার্ব্বো-ভেজ, জেল্‌স, হেলিবোরাস, হায়ো, ক্রিয়ো, ইগ্নে, ইপি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-সাল্‌ফ, মার্ক-আয়োড-রুব, মার্ক-ভাইভাস, মিউরিয়ে-অ্যাসি, ম্যানসিলেনা, নাক্স-ভম, নেট্রাম-মিউর, ওপি, ফস্‌ফো-অ্যাসিড, ফস্‌ফোরাস, রাস-টক্স, স্পাই, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফার, সাল্‌ফিউরিক অ্যাসি, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব, ভ্যালেরিয়ানা।

ম্যালেরিয়া জ্বর—অ্যাবসিন্থি, অ্যালোষ্টোন-স্কলাব, অ্যামন-পিক্রিকাম, এপিস, অ্যারেনিয়া, আর্ণিকা, আর্স´, আর্সেনিক-সাল্‌ফ, আর্স´-ব্রোমাইড, ক্যানচালাগুয়া, ক্যাস্‌কেরি, সিয়ানোথাস, সিড্রণ, চিনি-আর্স´, চিনি-মিউর, চিনি-সাল্‌ফ, চিয়োনান্থাস, সাইমেক্স, চায়না, কর্ণাস-সার্সি, কর্ণাস-ফ্লো, কিউরেরা ইল্যাপ্স, একিনেসি, ইলাটেরি, ইউকেলিপ, ইউপে-পার্ফ´, ফেরাম-মেটা, ফেরাম-ফস, জেল্‌স, হেলিয়েন্থাস, ইগ্নে, ইপি, ল্যাকন্থাস্থিস, লাইকো, মেনিয়ান্থিস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নাইট্রাম, নাক্স-ভম, অ্যাষ্টেরিয়া, ফ্যাল্লেণ্ড্রি, পলিপো, ট্যারাক্স, টিলা, থুজা, আর্টিকা, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব, ভেরেট্রাম-ভির, কুইনি-ইণ্ডি, নিকট্যানি, কালমেঘ, অ্যাটিষ্টা।

জ্বর—কুইনাইন অপব্যবহার জনিত ধাতু বিকৃতিতে—অ্যামন-মিউর, অ্যারেনিয়া, আর্ণিকা, আর্স´, আর্স´-আয়োড, ক্যাল্‌কে-আর্স´, কার্ব্বো-ভেজ, সিয়ানোথাস, চিনি-আর্স´, ইউপেটা-পার্ফ´, ফেরাম-মেট, হাইড্রাষ্টিস, ইপি, ল্যাকে, ম্যালেরিয়া-অফি, নেট্রাম-মি, পলিমিয়া, পাল্‌সে, সাল্‌ফ, ভেরেট্র-অ্যাল্ব।

সাংঘাতিক—আর্স´, ক্যাম্ফর, চিনিনাম-হাইড্রো-ব্রোমাইড, চিনিনাম-সাল্‌ফ, ক্রোটন, ভেরেট্র-অ্যাল্ব।

জনিত স্বল্পবিরাম জ্বর—অ্যাকো, আর্স´, ব্রাই, ক্যামো, চিনিনাম, কলোসিন্থ, কফিউ, ডিজি, ইউপে-পার্ক´, ইপি, নাক্স-ভম, পালস, রাস্‌-টক্স, সাল্‌ফার, ভেরেট্রাম।

জ্বর শৈশবীয়—অ্যাকোন, অ্যামোন-মিউ, অ্যাণ্টি-ক্রুড, এপিস, আর্স´, বেল, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যামো, সিনা, কফি, ফেরাম-ফস, জেল্‌স, ইগ্নে, ক্যালি-ব্রোম, মার্ক, নাক্স-ভম, পডো, রাস-টক্স, সাল্‌ফার।

জনিত ধাতু বিকৃতি—আর্স´, অ্যারানিয়া-ডায়েডেমা, আর্ণিকা, অ্যাসিড-ফস্ফ, সিড্রণ, ক্যাপ্সি, ইউপেটো-পার্ফো, ইগ্নে, ইপিকাক, ফেরাম-মেট, নেট্রাম-মিউর, মার্ক-বিন্‌-আয়োড, নাক্স-ভম, পাল্‌স, সিয়ানোথাস্‌, চায়না, সাল্‌ফার।

যকৃত প্রদাহ (তরুণ)—অ্যাকোন, অরাম, বেল, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যামো, চেলিডো, চিনিনাম, হিপার, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, লেপ্টেণ্ড্রা, লাইকো, মার্ক, নেট্রাম-মিউ, নাক্স-ভম, নাইট্রি-অ্যাসিড, কাইমো, পডোফাই, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফার।

যকৃত প্রদাহ—

„ (পুরাতন)—অ্যালিউমিনা, অ্যাম্ব্র, আর্ণিকা, অ্যাসাফিটি, অরাম, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজ, চিনিনাম, ককু, কোনায়াম, ডিজি, ইগ্নে, কেলি-মিঁ, ল্যাকেসিস, লাইকো, ম্যাগ মিউ, মার্ক, নেট্রাম, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রি-অ্যাসিড, নাক্স-ভম, ফস্ফো, পডোফাই, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফার, চেলিডোনিয়াম।

„ শূল—আর্স, ব্যাপ্টি, বার্ব্বেরিস, ব্রাই, ক্যামো চিনিনাম, কলিন্‌সো, কুপ্রাম, ডিজি, লরোসি, মার্ক, নাক্স-ভম, পাল্‌স, রাস-টক্স, হাইড্র্যাষ্টি।

„ শুষ্কতা প্রাপ্তি—আর্জ্জেণ্ট-নাইট্রি, আর্স, অরাম, ব্রাই, কার্ডুয়াস-মেরি, কার্ব্বো-ভেজ, চেলিডো, চিনিনাম, আয়োড, ল্যাকেসিস, লেপ্টে, লাইকো, মার্ক, নেট্রাম-মিউ, নাক্স-ভম, নাইট্রি-অ্যাসিড, ফস্ফো, প্লাম্ব, পাল্‌স, সেলেনি, সিপি, সাল্‌ফার।

যকৃতে কর্কট রোগ—আর্স, বেল, কার্ব্বো অ্যানি, কোনায়াম, হাইড্রাষ্টি, লাইকো, সিপি, সাইলি।

„ স্ফোটক বা পুঁজ সঞ্চয়—বেল, ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ব্রাই, চায়না, হিপার, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, মার্ক-সল, নাক্স ভম, পাল্‌স, সিপিয়া, সাইলি, সাল্‌ফার।

„ হাইপারট্রফি—অ্যাগারিকাস, অরাম, চেলি, চায়না, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউর, মার্ক, ট্রিলিয়া, সাল্‌ফার।

যক্ষ্মাকাস (ফুসফুসের) রোগ অ্যাট্রোপিন, অ্যাব্রোট, অ্যাগারি, অ্যাভিয়ারী, অ্যাকালিফা-ইণ্ডি, অ্যাসিড-অ্যাসে, অ্যাসিড-গ্যালিক, অ্যাসিড-ফস, অ্যাসি-না, অ্যাকটিয়া-রেসি, অ্যামন-কা, আর্স-অ্যান্ব, আর্স-আয়োড, বাল্‌সাম-পেক, বিউফো, ব্যাসিলিনাম, ব্যাপ্টি, ক্যাল্কে আর্স, ক্যাল্কে-ফস ক্যাল্কে-হাইপো, কার্ব্বো-ভে, কার্ব্বো-অ্যানি, কোকা, ড্রসেরা, ইলাপ্স, ফেরাম-মেট, ফেরাম ফস, ফেরাম-অ্যাসে, ফেরাম-মিউর, ফ্যালাণ্ড্রিয়াম, পিক্স-লিকিউডা, ক্যাপ্সিকাম, গুয়েকাম, কোপে, ইপিকাক, ইলিসিয়াম, স্ট্যান্নুই, মার্টাস-কমিউ, ইয়ারবাসান্টা, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-ফস, কেলি-বাই, কেলি-নাই, কেলি-আয়োড, ল্যাকেসিস, লরোসিরেসাস্, লাইকো, লোবেলিয়া, নেট্রাম-মি, ওলিয়াম-জেকোরিস, ফস্ফো, স্পঞ্জিয়া, ষ্ট্যানাম-আয়োড, থেরিডিয়াম, টিউবারকিউলিনাম, মিলিফো, থ্যামা, হাইড্র্যাষ্টি।

· রোগীর ধাতুগত লক্ষণ অনুযায়ী—অ্যাব্রোটেনাম, ক্যালকেরিয়া-ফস্, কোনায়াম, আইওডিয়াম, ফস্‌ফোরাস, টিউবারকুলিনাম, হাইড্রাষ্ট, আর্স-আয়োড।

ডাঃ রয়েল নিম্নলিখিত ঔষধগুলিকে যক্ষ্মা-রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলেন:—আইওডিয়াম্, ক্যালকেরিয়া-আয়োড, আর্সেনিক-আয়োড, ক্যাল্কে-ফস, ফস্ফোরাস, টিউবারকুলিনাম, ফেরাম-মেট, পালসেটিলা ও সাল্‌ফার। হাইড্রাষ্টিসকে তিনি টনিকের ন্যায় ব্যবহার করিতে বলেন।

ডাঃ গুড্‌নো বলেন,—ক্রিয়োজোটাম, ক্যাল্‌কেরিয়া-হাইপো-ফস্‌ফেট, ষ্ট্রিকনিনাম, আইওডিয়াম্, জিঙ্কাম-আয়োড, ষ্ট্যানাম, আর্স, সাইলিসিয়া, ফেরাম-ফস ও আর্সেনিক,

যক্ষ্মার শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তাঁহার মতে যক্ষ্মারোগের পেটের অসুখ ও পেট ফাঁপায়—অ্যাসিড-হাইড্রোক্লোরিক এবং বমন ও গা বমি বমি, থালধরা ও পেটের অসুখে—কুপ্রাম-আর্স ঔষধ।

যখন যক্ষ্মা রোগীর প্রত্যেকবার কাসির সহিত ভুক্তদ্রব্য নিঃসৃত হয়—চায়না, ফেরাম-মেট, ফেরাম-কস এবং ফেরাম-আর্স ফলপ্রদ।

পেটে ঘা হইয়া যখন অতিরিক্ত উদরাময় হয় তখন—আর্সেনিক প্রযোজ্য।

যখন যক্ষ্মা রোগীর খুব নৈশঘর্ম্ম হয়—অ্যাগারিসিন্ কার্য্যকারী। অ্যাগারিসিন প্রয়োগ করিবার পর উপকার না হইলে—সাইলিসিয়া ৩x।

যখন রোগীর অতিরিক্ত নৈশঘর্ম্ম হইতেছে—অ্যাগারিসিন্, সাইলিসিয়া, অ্যাট্রোপিন, ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগেও কমিতেছে না, তখন **পাইলোকারপিন** ৩x, ৬x খুব চমৎকার কার্য্য করে। অ্যাট্রোপিন ২x, ৩x কে গুড্নো নৈশ-ঘর্ম্মের উচ্চাঙ্গের ঔষধ বলেন।

রক্ত কাসি সম্বন্ধে গুড্নোর অভিমত :—হঠাৎ রক্তকাস হইতেছে এবং অ্যাকোনাইট প্রয়োগে কিছুতেই ঐ রক্ত বন্ধ হইতেছে না, এরূপ ক্ষেত্রে **জিরেনিয়ামকে** তিনি খুব প্রশংসা করিয়াছেন।

রক্ত বন্ধ করিবার জন্য যখন উপযুক্ত ঔষধ না পাওয়া যায়—তখন **হাইড্রাষ্টিস** নিম্ন শক্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তিনি আরও বলেন,—"আমার অভিজ্ঞতায় হ্যামামেলিস্ ও সিকেল অপেক্ষা হাইড্রাষ্টিস প্রয়োগে অধিক ফল পাইয়াছি।"

পাথর কাটাদিগের যক্ষ্মা—ক্যাল্কে, হিপার, লাইকো, সাইলিসিয়া, ল্যাকেসিস, সাল্ফার।

যক্ষ্মার প্রথমাবস্থায়—হিপার ফস্ফোরাস, স্পঞ্জিয়া, সাল্ফার, ক্যাল্কে, কার্ব্বো-ভেজ, লাইকো, অ্যাসিড-নাই, আর্স, ফেরাম, ষ্ট্যানাম।

দ্বিতীয়াবস্থা—ক্যাল্কে, হিপার, সাইলি, স্পঞ্জিয়া, ব্রাই, লাইকো, ক্যাল্মিয়া, পাল্স, সিপিয়া, সাল্ফার, কার্ব্বো-ভেজ, কোনায়াম, ড্রসেরা, ফেরাম, নেট্রাম, ফস্-অ্যাসিড, রাস-টক্স, ষ্ট্যানাম, জিঙ্কাম, মার্ক-আয়োড।

যক্ষ্মা—(অন্ত্রের)—অ্যামন-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কষ্টিকাম, হিপার, আয়োড, ল্যাকেসিস, মার্ক, ওপিয়াম-জেকোরিস, সাইলি, ফস্ফো, সাল্ফার, টিউবার্কিউলিন্।

যক্ষ্মার উপসর্গ প্রচুর ঘর্ম্ম—জ্যাবোরাণ্ডি, ফস্ফো।

„ রক্তস্রাব—চায়না, কেলি-কা, ইবিজিরিন, থ্লাস্পি, লিলিয়াম, জিরেনিয়াম।

যোনির কোষাচ্ছাদিত অর্ব্বুদ—ব্যারাইটা-কার্ব্ব, সিলিসিয়া, সিপিয়া, সাল্ফার, ক্যাল্কেরিয়া।

স্নায়ুশূল—অ্যালিউমি, আর্স, বেল, বার্ব্বেরি, ওসি, ক্যাক্টাস, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যান্থা, কলোফাই, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, সিমিসি, কোক্কাস, কফি, কলোসি, কোনায়াম, কিউবে, সাইপ্রিপিড, ফেরাম-ফস্, গ্র্যাফা, হ্যামামে, হেলোনি ইগ্নে, কেলি-কার্ব্ব, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, লাইকো, মার্ক, মিউরি-অ্যাসিড, নেট্রাম-কার্ব্ব, নাইট্রি-অ্যাসিড, নাক্স-ভম, রাস-টক্স, প্ল্যাটি ষ্ট্যাফাই, সিপি, সাইলি, সাল্ফার, ট্যারেণ্টুলা, থুজা।

কাঠিন্য—বেল, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, চিনিনাম, ক্লিমে, কোনায়াম, লাইকো, ম্যাগ-মিউর, মার্কিউরিয়াস, পেট্রোলি, পাল্স, সিপি, সাল্ফার।

যোনির কোষাচ্ছাদিত অর্ব্বুদ—

নালী ঘা—অ্যাগারি, অ্যান্টিমনি, অ্যাসাফি, অরাম, বেল, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কষ্টি, কোনারাম, হিপার, ক্রিযোজোট, ল্যাকেসিস, লাইকো, নাইট্রি-অ্যাসিড, পেট্রোলি, পাল্স, রুটা, সিপি, সাইলি, ক্যাল্কে-ফ্লু, সাল্ফাব, থুজা।

পচন অবস্থা—এপিস, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, চিনিনাম, ক্রিযোজো, ল্যাকেসিস, সাল্ফিউ-অ্যাসিড।

অস্বাভাবিক বর্দ্ধন—অরাম, বেল, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যালকে-ফস, কোনাযাম, গ্র্যাফা, হিপার, লাইকোপোডি, মার্কু বিযাস, মেজেবি, নেট্রাম-মিউব, নাইট্রি-অ্যাসিড, পেট্রোলি, ফক্ষ অ্যাসিড, ফক্ষ, পাল্স, সিপি, সাইলি, সাল্ফিউ-অ্যাসিড, সাল্ফার, থুজা, ষ্ট্যাফিসে।

স্থানভ্রষ্টতা বা স্থানচ্যুতি—ফেরাম-আযোড, কেলি-ফস, হেলোনি, ক্রিযোজোট, মার্ক-সল, নাক্স-মস্কেটা, নাক্স ভম, ওসিমাম, সিপিযা, ষ্ট্যানাম।

ভিতর হইতে আধ্মান বায়ু নির্গমন—ব্রোমি, ল্যাক্-ক্যান, লাইকোপডি, নাক্স-ম, ফক্ষ-অ্যাসিড, স্যাঙ্গুনে, ট্যারেণ্ট-হিস।

রক্তবমন বা রক্তপিত্ত—অ্যাকোন, অ্যালোজ, আর্জেণ্ট-নাই, আর্ণিকা, আর্সেনিক, বেল, ব্রাই, ক্যাক্টাস, ক্যাম্ফা, কার্ব্বো-ভেজি, কষ্টি, চাযনা, সাইকিউটা, কোনাযাম, ক্রোটেলাস, ফেরাম, হ্যামামে, হাযসা, ইপিকা, কেলি-বাই, ল্যাকেসি, লাইকোপডি, মিলিফো, নাক্স-ভম, ওপি, ফক্ষ, পাল্স, রাস-ট, সিকেলি, ষ্ট্যানাম, সাল্ফার, ভেরেট্রা-অ্যাল্ব, ভেরেট্রা-ভির, জিঙ্কাম।

রক্তমূত্র—অ্যাকোন, আর্ণি, আর্স, আর্স-হাইড্রো, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাম্ফো, ক্যান্থা, কার্ব্বো-ভেজি, চিমাফি, কল্চি, ক্রোটেলা, ইকুইজি, ইরেক্থাই, ইরিজি, হ্যামামে, ইপিকা, ল্যাকেসি, লাইকোপডি, মার্কুরিযাস, মেজেরি, মিলিফো, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভম, ওসিমাম্-ক্যান, পেট্রোলি, ফক্ষ, পাল্স, সিকেলি, সাল্ফার, সাল্ফ-অ্যাসিড, টেখিবিন্থ, থ্ল্যাস্পি-বার্স, ইউভা-উর্সি, জিঙ্কাম।

রজোনিবৃত্তি বা এককালীন রজোরোধ—অ্যাকোন, এপিস, ব্রাই, ককিউ, কোনাযা, ক্রোকাস, সাইক্লে, জেল্স, ইগ্নে, ল্যাকেসি, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, পাল্স, স্যাঙ্গু, সিপি, সাল্ফ, অষ্টিলে।

রজোরোধ—অ্যাকোন, অ্যাগ্নাস-কাষ্টু, অ্যালিট্রিস, অ্যালিউমিনা, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যান্টিম-ক্রুড, এপিস, আর্স, অরাম, ব্যারাই-কার্ব্ব, বেল, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজি, কলোফাই, কষ্টি, ক্যামো, চাযনা, সিমিসি, ককিউ, কলোসি, কোনাযাম, ক্রোকাস, কুপ্রাম, সাইক্লে, ডাল্কামা, ফেরাম, জেল্স, গ্লোনযেন, গ্র্যাফা, হেলোনি, ইগ্নে, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাক্-ডিফ্লো, ল্যাকেসি, লিলি-টিগ, লোবেলি-ইন্ফ্লা, লাইকোপডি, ম্যাঙ্গেনাম, ম্যাগ-কার্ব্ব, ম্যাগ-মিউর, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-মস্কে, ওপি, অক্জ্যালি-অ্যাসিড, ফস্ফো, ফাইটো, প্ল্যাটি, পাল্স, রডোডেন, রাস-ট, রুটা, স্যাবাডি, স্যাবাই, স্যাঙ্গু, সিকেলি, সিনিসিও, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফিসে, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফার, থুজা, অষ্টিলে, ভ্যালেরিযানা, ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব, জিঙ্কাম।

রক্তস্রাব—প্রধান ঔষধ—(১) চাযনা; (২) আর্ণি, হ্যামামে, ফস্ফো, স্যাবাই; (৩) অ্যাকোন, এপিস, বেল, ক্যাল্কে, ক্রোকাস, ইরিজি, ফেরাম, ইপি, মার্ক, মিলিফো, নাইট্রি-অ্যাসি,

নাক্স-ভম, পাল্‌স, স্থাঙ্গু, সিপি, সালফার, টি্‌লি; (৪) অ্যান্টিমনি, অ্যাপোসাই, আর্স, ক্যানাবিস, ক্যাপ্সি, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজি, সিমিসি, ক্যামো, কলিন্‌সো, কুপ্রাম, ড্রসেরা, জেল্‌স, গ্র্যাফা, হেলিবো, হায়সা, আয়োডি, মাইরিসটিকা, ক্যাল্‌মি, ল্যাকেসি, লেডাম, লাইকোপডি, লাইকোপাস, প্লাম্ব, পাল্‌স, রাস-টক্স, সিকেলি, সিনিসিও, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-অ্যাসিড, ভেরেট্রাম-ভিব, জিঙ্কাম, মিলিফোলি।

রক্তস্রাব (স্বতঃই)—অ্যাকোন, বেল, ক্রোকাস, ফেরাম, হায়সা, পাল্‌স, আর্ণিকা, ক্যাল্‌কে, ক্যামো, চিনিনাম, ইরেক্‌থাই, ইরিজি, জেলস, ইপি, ক্যালমি, লাইকোপডি, লাইকোপাস, মার্কিউরিয়াস, নাইট্রি-অ্যাসিড, নাক্স-ভমি, ফস্ফ, রাস-টক্স, স্থাবাডি, স্থাঙ্গু, সিনিসিও, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সালফার, টি্‌লি, ভেরেট্রাম-ভির।

গৌণকারণবশতঃ—আর্স, চিনিনাম, কার্বো-ভেজ, ফেরাম, হ্যামামি, হেলিবো, ইপিকা, আইরিস, লেডাম, মার্কিউরিয়াস, ফস্ফ, রাস-টক্স, সিকেলি।

শিরঃপীড়া—অ্যাসেটি-অ্যাসিড, অ্যাকোন, ইস্কিউলা, অ্যাগারি, অ্যাগ্নাস, অ্যালিয়াম-স্থাট, অ্যালিয়াম্‌-সেপা, অ্যালোজ, অ্যালিউমিনিয়ম, অ্যাম্ব্রা, অ্যামন-ব্রোম, অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যামন-মিউর, অ্যামিল-নাই, অ্যানাকার্ড, অ্যান্টিম-ক্রুড, অ্যান্টিম-টার্ট, এপিস, এপিয়াম-গ্র্যাভে, অ্যাবানি, আর্জেন্ট-মেট, আর্জেন্ট-নাই, আর্ণিকা, আর্স, অ্যাসাফি, অ্যাসক্লি, অরাম-মেট, ব্যাডিযে, ব্যাপ্টি, ব্যারাই, বেল, বার্ব্বে, বিস্‌মাথ, বোরাক্স, বোভি, ব্রোমি, ব্রায়ো, বিউফো, ক্যাক্টা, ক্যাডমি-সালফ, ক্যালকে-অ্যাসে, ক্যালকে-আর্স, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যালকে-ফস, ক্যাম্ফো, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যান্থা, ক্যাপসি, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজি, কষ্টোফাই, কষ্টি, সিড্রণ, ক্যামো, চেলিডো, চিমাফিলা, চায়না, চিনি-আর্স, চিনি-সালফ, চিয়োনান্থাস, সাইকিউ, সিমিসি, সিনা, সিনাবেরিস, ক্লিমে, কোবাল্টাম, কোকা, কফি, কল্‌চি, কলোসি, কোনায়া, ক্রোকাস, ক্রোটেলাস, কুপ্রাম, কিউবেবা, সাইক্লে, ডিজি, ডাল্‌কা, ইল্যাপ্স, ইউপে-পাফে, ইউপেটো-পারফিউ, ফেরাম-মেট, ফেরাম-অ্যাসি, ফেরাম-ফস, ফরমিকা, জেল্‌স, গ্র্যাফা, গ্র্যাটিওলা, গুয়েকাম, হেলিবো, হেলোনি, হিপার, হায়সা, হাইপ্যারি, ইগ্নে, ইরিডি, আয়োডি, ইপিকা, আইরিস, জ্যাট্রো, জ্যাগ্‌লা, কেলি-বাই, কেলি-ব্রোম, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-সায়ে, কেলি-হাইড্রো, কেলি-ফস, ক্যাল্‌মি-ল্যাট, ক্রিয়োজো, ল্যাক্‌-ক্যানি, ল্যাক্‌-ডিফ্লো, ল্যাক্‌-স্থান, লরোসি, লেডাম, লেপ্টে, লিলি-টিগ, লিথি-কার্ব্ব, লোবেলি-ইনফ্লা, লাইকোপডি, লাইসিন, ম্যাগ-কার্ব্ব, ম্যাগ্‌-মিউ, ম্যাগ-ফস, মিলিলো, মিনিয়্যান, মার্ক-কর, মার্কু-আয়ো-ফ্লেভা, মার্কু-আয়ো-রুব, মার্কু-সল, মেজেরি, মস্ক, মিউরি-অ্যাসি, স্থাজা, নেট্রাম-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিউ, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নিকোলা, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-মস্কে, নাক্স-ভম, ওলিয়েণ্ডার, ওপি, প্যালাডি, প্যারিস, পেট্রোলি, ফস্ফ, ফস্ফ-অ্যাসি, ফাইসোষ্টিগ, ফাইটো, প্ল্যাটি, প্লাম্বম, পডোফাই, সোরিণাম, পাল্‌স, র‍্যানান-বাল্ব, রাস-টক্স, রোবি, রুটা, স্থাঙ্গু, স্যালোনি, পিসি, সাইলি, স্পাইজে, স্পঞ্জ, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফিসে, সাল্‌ফার, সিফিলি, ট্যারান্ট, টেলিউ, থিয়া, থুজা, থেরিডি, ভ্যালারি, ভেরেট্র-অ্যাল্ব, ভেরেট্রা-ভির, ভাইবার্ণা-ওপু, ভাইপেরা, জিঙ্কাম, জিঙ্কাম-মেট।

শিরার্দ্ধশূল (আধকপালে)—অ্যাকোন, অ্যারানি-ডায়েডে, আর্জ্জেণ্ট-নাই, আর্স, বেল, ব্রোম, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাপ্সি, কষ্টি, ককুলা, কলোসি, কোনায়া, সাইক্লে, ডিজিটে, জেল্স, গ্লোনয়েন, ইপিকা, আইরিস, কেলি-বাই, কেলি-মিউ, কেলি-ফস, ল্যাক্-ক্যানি, ল্যাক্-ডিফ্লো, মেলিলো, মার্কুরিযাস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নাক্স-ভমি, ওলি, ফক্ষ, পাল্স, রাস-টক্স, স্যাঙ্গু, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানাম, থেরিডি, ভেরেট্রাম-অ্যাল্বাম।

শিরোঘূর্ণন—অ্যাবসিন্থি, অ্যাকো, অ্যাড্রোনেলিস, ঈস্কুলা গ্লাববা, ঈথুজা, অ্যাগারি, অ্যালিউমেন, অ্যাম্ব্রা, অ্যাণ্টিম-ক্রুড, এপিস, অ্যাপো-মর্ফিয়া, আর্জ্জেণ্ট-নাই, আর্ণিকা, আর্স-আয়োড, অরাম-মিউর, অ্যামন-ব্রোমা, অ্যালোজ, এপিয়া-গ্রেভি, অ্যারেনিয়া-ডায়, অ্যাসক্লি, ব্যাপ্টি, বেল, বিস্মাথ, বোবাক্স, ব্রাই, বিউফো, বোভি, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, কার্ব্বো-ভেজ, চিনাপো, চিনি-সাল্ফ, চায়না, সিমিসি, কোকা, ককিউ, কোনা, সাইক্লেমেন, চিযোনান্থাস, ককসিনেলা, কোবেলি-কব্রাম, কর্ণাস, কিউবে, সিড্রণ, কল্চি, কোবাল্টাম, ডিজিটে, ডাল্কা, ইউপে-পার্প, ফেরাম-মেটা, ফরমালিণ, ফেরাম-অ্যাসি, ফেরাম-আয়ো, ফেরাম-ফস, জেল্স, জিন্সেং, গ্লোন, গ্র্যাট্রা, গ্র্যাগ্লা, গ্র্যানেটাম, হাইড্রো-অ্যাসি, আয়োডি, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-ফস, কেলি-সায়া, কেলি-হাইড্রো, ক্যাল্মিয়া, ল্যাকেসি, লিথিয়াম-কার্ব্বনিকাম, লিথিয়াম-ক্লোর, ল্যাক্-ক্যানি, ল্যাক্-ডিফ্লো, ল্যাকনান, লিলিয়া-টিগ, লোবে-ইন্ফ্ল্যা, লাইকো, লাইসিন, মার্ক-ভাই, মর্ফিনি, মস্কাস, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে-মিউর, মেলিলোট, মার্ক-আয়ো-ফ্লেভা, মার্ক-আয়ো-রুব, মিউরিয়ে-অ্যাসি, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-কার্ব্ব, নিকোলা, নাক্স-ভমি, নাক্স-ম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ওপিয়াম, অক্সালিক অ্যাসি, ওনসমো, পেট্রোলি, ফস্ফো, ফস্ফো-অ্যাসি, পিক্রিক-অ্যাসি, পডো, পাল্সে, প্যালেডি, ফাইসোষ্টি প্ল্যাটিনা, প্লাম্বাম, নোবিণাম, রেডিযাম, র‍্যানান-ব্লি, রাস-টক্স, রোবি, স্যালিসাই-অ্যাসি, সেনিসিও, সিপিয়া, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্রিক্নি, ষ্টিকনিন, সাল্ফার, স্যাঙ্গুনে, ষ্ট্যাফিসা, সিফিলি, ট্যাবেকা, ট্যারেণ্টুলা-হিপ, থেরিডি, থিয়া, থুজা, ভ্যালেরি, ভেরেট্র-ভি, ভাইবার্ণা-ওপু, ভাইপেরা, ওয়েথিয়া, জিঙ্কাম-ফস, জিঙ্কাম-সাল্ফ, জিঙ্কাম।

" **মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার বা রক্তাল্পতার জন্য**—আর্ণিকা, ব্যারাই-মিউর, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, চিনি-সাল্ফ, চায়না, কোনা, ডিজি, কেলি-কার্ব্ব, ফেরাম-মেটা, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড, নেট্রাম-মিউর, সাইলি।

" মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়ের জন্য—অ্যাকো, আর্ণিকা, বেল, চায়না, কুপ্রাম-মেট, গ্লোনোয়ন, হাইড্রো-অ্যাসি, আয়োডি, নাক্স-ভমি, ওপি, ষ্ট্রামো, সাল্ফার।

" মানসিক পরিশ্রমের জন্য—আর্জ্জেণ্ট-নাই, কেলি-ফস, নেট্রাম-কার্ব্ব, নাক্স-ভমিকা।

" স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য - অ্যাম্ব্রা গ্রে, আর্জ্জেণ্ট-নাই, ককিউ, নাক্স-ভমি, ফস্ফো, রাস-টক্স, থেরিডি।

" গণ্ডগোলের জন্য—নাক্স-ভমি, থেরিডিয়াম।

শিরোঘূর্ণন—ফুলের গন্ধে—নাক্স-ভমিকা, ফসফোরাস, গ্রাফাইটিস্।

শিরোঘূর্ণন—

বৃদ্ধ বয়সে—অ্যাম্ব্রাগ্রে, আর্স-আয়োড, ব্যারাইট-মিউর, বেলিস, কোনায়া, ডিজিটে, আয়োডি, ওপিয়াম্, ফস্ফো, রাস-টক্স, সালফার।

মুক্ত হাওয়ায়—আর্ণিকা, ক্যাল্কে-অ্যাসে, ক্যাম্ফারি, সাইক্লে, নাক্স-ভমিকা।

„ চোখের গণ্ডগোল হেতু—কোনায়াম, জেল্স, পাইলোকা।

শিরোঘূর্ণন—সূর্য্যের কিরণে ফুলের গন্ধ—অ্যাগারিকাস, গ্র্যাফ্।

„ কৃমির জন্য—সিনা, স্পাইজি।

শিরা-প্রদাহ—আর্ণিকা, কোনায়, হিপার, চায়না, অ্যাকো, এপিস, আর্স, ক্যাম্মা, হ্যামামে, মার্কারি, পাল্সে, রাস-টক্স, লাইকো, নাক্স-ভমি, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফ, ভেরেট্রাম, জিঙ্কাম।

শিরা-দৌর্ব্বল্য ও কম্পন—এপিস, ব্রাই, বেল, ক্যাল্কে-ফ্লোরি, কষ্টিকাম, সিমিসি, কল্চি আয়োডি, কেলি-কার্ব, গুয়েক, লেডাম, লাইকো, মার্কারি পাল্সে, রাস-টক্স, সিপিয়া, কেলি-আয়োড, সাইলি, ফাইটো, রুটা, সাল্ফার, ফ্লোরিক-অ্যাসিড।

তরুণ প্রদাহে—এপিস, ব্রাই।

„ পুরাতন প্রদাহে—ক্যাল্কে-ফ্লোর।

শিশুর অঞ্জনী—অ্যালিউমিনা, ক্যাল্কে ফ্লোর, ক্যাল্কে-ফস, গ্র্যাফাই, লাইকো, মার্কারি, নেট্রাম, পিকরিক-অ্যাসিড, ফস্ফো-অ্যাসিড, পাল্স, ষ্ট্যাফিসে, সিপিয়া, সাইলি, সালফার।

নিম্ন পাতায়—গ্র্যাফা, রাস-টক্স, ফস্ফো, ষ্ট্যাফে।

বামদিকের চোখের পাতায়—হাইপারিকাম।

ডানদিকের উপরে—অ্যামন-কার্ব্ব।

অঞ্জনীর প্রতিষেধক ঔষধ—গ্র্যাফাই, ষ্ট্যাফেসি, সাইলি, পাল্স।

শিশুর অনিদ্রা—অ্যাবসিস্থি, অ্যাকো আর্স, বেল, ক্যাল্কে-ব্রোমেটা, জ্যালেপা, কফিয়া, ক্যামো, সিনা, সাইপ্রিপিডিয়াম, হায়োসি, কেলি-ব্রোম, নক্স-ভমি, প্যাসিফ্লোরা, ফস্ফো, পাল্সে, সালফার, লাইকো, অ্যাম্ব্রাগ্রে।

অন্ত্রবৃদ্ধি বা চ্যুতি—আর্ণিকা, অরাম, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, সিনা, নক্স-ভম, লাইকো, ককিউ, প্লাম্বাম, ওপিয়াম, সল্ফার, থুজা।

নাভি প্রদেশের—অরাম, ক্যাল্কে-কার্ব্ব।

মস্তকে রক্তার্ব্বুদ—আর্ণিকা, ক্যাল্কে-ফ্লুরিকা, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, চায়না, সর্ব্বশেষে সাইলিসিয়া।

একজ্বর—অ্যানাকা, আর্ণিকা, আর্স, ব্যাপ্টে, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফর, ফেরাম-ফস, জেল্সি, ইপিকাক, ক্যাল্মি, মার্ক-সাল্ফ, নাক্স-ভম, পাল্সে, রাস-টক্স, সাল্ফার।

একশিরা—অ্যাকো, আর্ণিকা, অ্যাণ্টি-টা, বেল, ব্রাই, ব্রোমি, ক্যামোমি, চিনি-সাল্ফ, চায়না, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফ্লু, ক্লিমেটি, কোনা, জেল্স, হ্যামামে, কেলি-সাল্ফ, মার্কারি, ফাইটো, পাল্সে, নাইট্রি-অ্যাসিড, রডো, রাস-টক্স, স্পঞ্জিয়া, টিউক্রিয়াম, ভেরেট্রাম-ভি, গ্র্যাফাই, অ্যাট্রো, ব্যাসিলি, হাড্রোকোট।

শিশুর মস্তকে রক্তার্ব্বুদ—

কর্ণ-প্রদাহ—অ্যাকো, এপিস, আর্স-আযোড, অ্যান্টিম-ক্রুড, আর্ণিকা, বেল, বোরাক্স, ব্রাচিপ্লোটিস, ক্যাল্কে-পিক্রি, ক্যামো, ফেরাম-ফস, হিপার, কেলি-বাই, কেলি-মিউর, মার্ক-সাল্‌ফ, নাইট্রিক-অ্যাসি, সোরা, পাল্‌সে, রাস-টক্স, টেলিউরি, ভার্ব্বাস্কাম।

কর্ণস্রাব—ইথিযপস, আর্স-আযোড, অ্যাসাফি, অরাম, বৌরাক্স, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-সাল্‌ফ, ক্যাপ্সি, কার্ব্বো-ভেজ, ইল্যাপ্স, গ্র্যাফাই, হিপার, হাইড্রাস, কেলি-বাই, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্‌ফ, লাইকো, মার্কারি, সোরি, পাল্‌সে, স্যাঙ্গুই, টেরিবিন্থ, টেলিউরি, টিউবার, সাল্‌ফার।

গাত্রচর্ম্ম উঠা—ক্যামো, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টিকাম, গ্র্যাফাই, হিপার, ইগ্নেসিযা, মার্ক-সল, পাল্‌স, পেট্রো, সিপিযা, সালফার।

শিশুর শরীরে হাইড্রাষ্টিস θ এক ভাগ, গ্লিসিরিণ ৯ ভাগ একত্র করিযা মাখাইলে অতি চমৎকার ফল পাওযা যায।

গা বমি বমি—অ্যান্টি-ক্রুড, অ্যান্টি-টার্ট, অ্যানাকা, আর্জ্জেন্ট-না, মর্ফিযা, আর্স, বিসমাথ, ব্রাই, ক্যাডমি-সাল্‌ফ, ককিউলাস, সাইকিউ, ক্যাল্কে-ফ্লোর, কার্ব্বোলিক-অ্যাসি, কল্‌চি, চাযনা, ক্যাস্কেরি, ক্যামোমি, চেলি, চিযোনস্থাস, কিউপ্রাম, ডিজি, ফ্যাগোপা, ফেরাম-মেট ইডিওমা, ইপিকাক, আইরিস, ক্রিযোজোট, ল্যাক্‌টি-অ্যাসিড, লোবেলি-ইন্‌ফ্লে, মার্কারি, মর্ফিনি, নেট্রাম-কার্ব্ব, নাক্স-ভমি, অষ্টিযা, পডো, পাল্‌স, স্যাঙ্গুই, সারকো-ল্যাক্‌টিক্-অ্যাসিড়, ষ্ট্রিকনিন, সিম্ফরি, ট্যাবেকাম, থিরিডি, ভেরেট্রাম-অ্যাম্ব, রিউম, রাস-টক্স, সিকেলি, জিঙ্কাম-ফস, ককিউলাস্।

ঘুংড়ী—অ্যাকো, অ্যাসেটিক-অ্যাসি, অ্যামন-কষ্টি, অ্যান্টি-টার্ট, অ্যান্টি-হার্স, আর্স-আযোড, বেল, ব্রোমিযা, ক্যাল্কে-ফ্লোর, ইউফর্ব্বি, ফেরাম-ফস, হিপার, আযোডি, কেলি-বাই, কেলি-ফ্লোর, কেলি-ব্রোম, কেলি-মিউর, কেলি-নাই, কেওলিন, ল্যাকে; লোবেলিয়া, লাইকো, অক্সালিক-অ্যাসি, মার্ক-সাযানে, মার্কারি, মার্ক-আযড-ফ্লেবা, স্যাজা, ফস্ফো, বোথ্রপস, স্যাম্বুকাস, স্যাঙ্গুই, স্পঞ্জিয়া, ভেরেট্র-ভির।

ডিফ্‌থিরিযা—অ্যাইলেন্থাস, এপিস, আর্স, আর্স-আযোড, অরাম, ব্যাপ্টে, বেল, ব্রোমিয়াম, ক্যাল্কে-ক্লোবেটাম, ক্যান্থারিস, কার্ব্বলি-অ্যাসি, ক্রোটন, ডিপথিরি, একিনে, গুযেইকাম, কেলি-বাই, কেলিক্লোর, কেলি-মিউর, কেলি-পারমাঙ্গা, ল্যাক-ক্যানা, ল্যাকেসি, ল্যাকন্থাস, লেডাম, লোবেলিযা-ইন্‌ফ্লাটা, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-সাযানে, মার্ক-কর, মার্ক-আযড-ফ্লে, মার্ক-আযড-রুব, মিউরি-অ্যাসি, স্যাজা, নাইট্রি-অ্যাসি, ফাইটো, রাস-টক্স, স্যাঙ্গুইনে, সাল্‌ফার, ট্যারেন্টুলা, ভিনকা।

ডিপথিরিয়া সাংঘাতিক—অ্যাইলেন্থাস, এপিস, আর্স, কার্ব্ব-অ্যাসি, চিনি-আর্স, ক্রোটেলাস, ডিপথি, একিনে, কেলি-ফস, ল্যাক-ক্যানাই, ল্যাকেসি, মার্ক-সাযান, মিউরিয়ে-অ্যাসিড, কেলি-সাযান।

তড়কা—তড়কা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শিশুর ডিপথিরিয়া –

দন্তোদ্গম—অ্যাকো, ঈথুজা, অ্যান্টিম-ক্রুড, এপিস, আর্স, বেল, বোবাক্স, ব্রাই, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস, কষ্টিকাম, ক্যামো, সাইকি, সিনা, কফিয়া, কলোসিন্থ, কুপ্রাম, কেলি-কা, ডাল্কা, ফেরাম-ফস, জেলস, গ্র্যাফাইট, হেলিবো, হায়োসি, ইগ্নেসি, ইপিকাক, ক্রিয়োজো, ল্যাকেসি, লাইকো, ম্যাগ্নেসি-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে-মিউর, ম্যাগ্নেসি-ফস, মার্ক-সল, নাক্স-ভমি, ফসফে-অ্যাসি, ফাইটো, পডো, সোরিণাম, রিউম, রাস-টক্স, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সালফি-অ্যাসি, ভেরেট্রাম-ভির, জিঙ্কাম।

তড়কা সহ—বেল, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যামো, কুপ্রাম, কেলি-ব্রোম, ম্যাগ্নে-ফস সোলেনাম-নাই, জিঙ্কাম-ব্রোমাইড।

কাসি সহ—অ্যাকো, বেল, ফেরাম-ফস, ক্রিয়োজোট।

উদরাময় সহ—ঈথুজা, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যামো, ফেরাম-ফস, ইপিকা, ক্রিয়োজো ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মার্কারি, ওলিয়েণ্ডার, ফসফো, পডোফা, পাল্সে, রিউম, সাইলি।

চোখের উদ্বেগাদিসহ—বেল, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, পাল্সে।

নিদ্রাহীনতা সহ—বেল, ক্যামো, কফিয়া, সাইপ্রিপিডিয়াম, ক্রিয়ো, প্যাসিফ্লো, টেরিবি।

কৃমি সহ—সিনা, মার্কারি, ষ্ট্যানাম, স্যাণ্টোনাইন।

দুগ্ধ গবগমনের সহিত—ঈথুজা, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে-মিউর।

দুগ্ধ বমন—ঈথুজা, ক্যাল্কে, অ্যান্টিম-ক্রুড, ক্যামো, ইপিকাক, ক্রিয়োজো, নাক্স-ভমি, নেট্রাম-কার্ব্ব, পাল্সে, ভেরেট্রাম।

নাক বুজিয়া যাওয়া—অ্যামন-কার্ব্ব, অ্যামন-মিউর, অ্যাগ্রাকা, অ্যাপো, আর্স-আয়ড, অরাম, অরাম-মিউর, নেট্র, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, কষ্টি, ক্যামোমি, কোনা, ব্যারাইটা, লেপা, সাইক্লে, ইল্যাপ্স, ইউকেলি, ফর্মিকা, গ্লিসারিণ, হেলিয়েন্থাস, হিপার, গ্র্যাফা, আয়ো, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-আয়ড, লেমনা-মাইনর, ল্যাকে, লাইকো, মার্কারি, নেট্রাম-আর্স, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, প্যারিস, পেন্থরাম, পাল্সে, রেডিয়াম, স্যাম্বুকা, স্যাবাডি, স্যাঙ্গুই, সিপিয়া, সাইলি, স্পঞ্জিয়া, ষ্টিকটা, সাল্ফার।

নাক দিয়া রক্তপাত—অ্যাব্রো, অ্যাকো, অ্যাম্ব্রাগ্রে, অ্যামন-কার্ব্ব, আর্ণিকা, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাকটা, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজি, চায়না, ক্রোকাস, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স, ফেরাম-অ্যাসে, ফেরাম-ফস, ফেরাম-পিক্রি, ইরিজিরাণ, ইপিকা, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-ক্লোরে, ল্যাকে, মেলিলো, মার্কারি, মিলিফো, মিউরি-অ্যাসি, নেট্রাম-নাইট্রি, নেট্রাম-সিলি, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, ফসফো, পাল্সে, সিকেলি, সিপিয়া, সাল্ফ, ট্রিলিয়া, ভাইপেরা, টেরিবি, জিঙ্কাম।

অ্যাকো, আর্ণিকা, এপিস, আর্সেনিক, বেল, ক্যান্থারি, ক্রোটেলাস, গ্র্যাফাই, ল্যাকে, লাইকো, মার্কারি, পাল্সে, বাস্রেডিকাল, রাস-টক্স, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, রুটা, আর্টিকা-ইউরে, টেরিবি, সালফার।

স্তন প্রদাহ ও স্ফীতি—অ্যাকো, আর্ণিকা, বেল, ব্রাইও, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-ফ্লোরি, ক্যামো, ফসফো, কেলি-মিউর, হিপার, ফেরাম-ফস, ফসফো, সাইলি, সিমিসি।

শিশুর চক্ষু উঠা বা চক্ষুপ্রদাহ—অ্যাকো, আর্জ্জেণ্ট-নাই, বেল, ক্যালকে-সালফ, ক্যানাবিস-স্যাটাই, ক্যামো, ইউফ্রেসি, হিপার, কেলি-সালফ, মার্ক-কর, মার্কারি, মার্ক-প্রোটো-আয়োড, নাইট্রিক-অ্যাসি, পালসে, রাস-টক্স, থুজা, সালফার।

স্রাব—অ্যাকো, আর্স, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যাল্কে-আয়োড, ক্যাল্কে-আর্স, ক্যামো, কার্ডুয়াস-মেরি, চায়না, চেলিডো, ক্রোটন, ক্রোটেলাস, ডলিকস, ডিজিটে, হিপার, ইপিকাক, লেপ্টেণ্ড্রা, মার্কারি, নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-ভমি, পালসে, পডো, ফস্ফো সাল্ফার।

পামা বা একজিমা (মুখে)—অ্যানাকা, অ্যান্টি-ক্রুড, ব্যাসিলি, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কার্ব্বলিক-অ্যাসি, সাইকিউটা, কলোসিন্থ, কর্ণাস, ক্রোটন-টি, হাইপা, কেলি-আর্স, লেডাম, ওলিয়েণ্ডার, সোরিণাম, রাস-টক্স, রাস-ভিনেটা, সিপিয়া, ষ্ট্যাফেসা, নাইট্রিক-অ্যাসি, সাল্ফ, সাল্ফ-আয়োড, ভিস্কাম।

পক্ষাঘাত—অ্যাকো, বেল, ব্রাই, কষ্টিকাম, জেল্‌স, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, প্লাম্বাম, সিকেলি, সাল্ফার, ল্যাকেসিস।

পেঁচোয় পাওয়া বা বাতাস লাগা অ্যাকো, আর্ণিকা, বেল, সাইকিউ, চায়না, হাইপারি, হাইড্রোসি-অ্যাসিড, ল্যাকেসিস, নাক্স-ভমিকা, প্যাসিফ্লোরা, ষ্ট্রিকনিয়া।

অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব—ইথুজা, আর্জ্জেণ্ট-নাই, বেল, ক্যামো, সিনা, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, কষ্টিকাম, ইকুইজে, ফেরাম, ক্রিয়োজো, ল্যাক-ক্যানা, মার্ক-সল, পেট্রোলি, ফস্ফো-অ্যাসিড, কোয়াসিয়া, সিনিসিও, সিপিয়া, সাইলি, সাল্ফার, থুজা, ভার্ব্বাস্কাম, জিঙ্কাম, নেট্রাম-ফস।

ভেষজের সূচী

---

* দেওয়াগুলি 'নাম ঔষধের' প্রথম পৃষ্ঠা ; অপরাপর পৃষ্ঠার নম্বর ঔষধের-তুলনামূলক অধ্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে।

চিকিৎসা প্রদর্শিকা